মণ্ডল ফ্লুট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ড-মাষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহুপ্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টী সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩০, অক্টেভ, ৩ ষ্টপ ৩৫, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০, টাকা। ঐ দুই শেট রীড, ৪ ষ্টপ ৬০, এবং ৭৫, টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু দিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই।

১। অদৃষ্ট লিপি।

ইহাতে অদৃষ্ট লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী

অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানা ভাবের, নানা রসের বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল।

ভগবৎ-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক।

৫। অশোকা—কবিতা পুস্তক।

৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক পত্রিকায় প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহের উপহার।

যদ্যপি বিবাহে নববধূকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন, খাঁটী গিনি-স্বর্ণের জড়োয়া-লঙ্কারের জন্য মণিলাল কোম্পানীর দোকানে আসুন। এরূপ অল্প মূল্যে খাঁটী গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার কোন স্থানে পাইবেন না। উপরি-উক্ত গহনাগুলির চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেকটী ২৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকার মধ্যে।

প্রাপ্তিস্থান—

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০নং গরাণহাটা—চিৎপুর রোড্, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ এড্রেস—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭০৪।

পোষ্যপুত্র। (দ্বিতীয় সংস্করণ)

অপূর্ব্ব সুন্দর উপন্যাস। ভাবে ভাষায় অত্যুজ্জ্বল, চরিত্র চিত্রে মনোরম, উপাখ্যানে অভিনব। বাঙ্গালী গৃহের নিখুঁত ছবি। মূল্য ১।০।

বাগ্‌দত্তা।

উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে নূতন অক্ষরে ছাপা। সমালোচকগণ কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। ৪৫৯ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ। মূল্য ১॥০।

জ্যোতিঃহারা।

অভিনব উপন্যাস। উৎকৃষ্ট সিল্ক বাধাই। মূল্য ১॥০।

চিত্রদীপ।

ছোট গল্পের বই—উত্তম বাঁধাই। মূল্য ১৲।

মন্ত্রশক্তি। (উপন্যাস।)

Her latest book "Mantra-Sakti" fully maintains her reputation as a writer of the highest class of fiction - fiction that will live and move the hearts of men and women. The plot is thin, but the study of the characters of Ambar and Bani clearly shews that she is a psychologist of very high order. Blessed be her pen. (*Amrita Bazar Patrika.*)

সুন্দর কাগজে পরিষ্কার তক্‌তকে ছাপা। দুইখানি মনোহর রঙ্গিন ছবি দ্বারা ভূষিত। বাঁধাই মূল্য ১॥০

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)। নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) ... ॥৶০।

কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট ... ৸০

সিল্ক বাধাই ... ১৲।

ঠিকানা—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,
১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জয়পুরের
সাদা পাথরের বাসন।

বাঙ্গালীর বিশেষ সখের জিনিষ। ভি, পি, রেল পার্শেলে সরবরাহ করি। কেবল কিছু অগ্রিম সহ রেলওয়ে ষ্টেশন ও ডাকঘর লিখিয়া অর্ডার দিলে বাটীতে বসিয়া বাসন পাইবেন। থালা ১২ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চ পর্য্যন্ত ২॥০ হইতে ৫॥০, রেকাবী ১ হইতে ১॥০ ; গেলাস ৯৲ ; বাটী ।৶০ হইতে ১৲ ; চায়ের কপ ও সসার ১॥০ টাকা। কলিকাতায় রেলভাড়া দশ সেরে ১॥৴০, তাহাতে দশ টাকার জিনিষ যায়। রাস্তায় ভাঙ্গিলে বাসন বদলাইয়া দিব।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন, জয়পুর, রাজপুতানা।

শিলাযতু অশোক ও উলট কম্বলের সিরাপ।

আমাদের বঙ্গকুললক্ষ্মীরা স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা। তাঁহাদের রোগের কথা আপন সঙ্গিনী ত দূরে থাক, হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামীকেও বলিতে নারাজ। স্ত্রীরোগ আজ কাল এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার প্রতিকার নিতান্ত আবশ্যক। উল্লিখিত পীড়াসমূহের জন্য পত্র লিখুন। শ্বেত ও রক্ত প্রদর, বাধক, অষ্ঠীলা, গুল্ম, রক্ত-গুল্ম, অনিয়মিত রক্তস্রাব; ঋতু-বন্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে জরায়ুর ক্রিয়া নিস্তেজ হয়, ঐ দূষিত রজঃ শোণিতে মিলিত হওয়ায় সমস্ত রক্ত দূষিত করে, এজন্য সমস্ত শরীরে বেদনা, তলপেটে বেদনা, মাথাধরা, জ্বর, আলস্য, মাথা ঘোরা, সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, হিষ্টিরিয়া, গর্ভ ধারণে অসক্ত, গর্ভ হইলেও গর্ভস্থ সন্তানের সম্যক পুষ্টির অভাবে পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয়। প্রথমেই স্ত্রীধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দর্শিলে তাহার প্রতিকার জন্য চেষ্টা না করিয়া উপেক্ষিত হইলে ক্রমে অচিকিৎসনীয় হইয়া পড়ে। স্ত্রীরোগ জীবনের সঙ্গিনী হইয়া দাঁড়ায়, এইরূপে সোণার সংসারকে নিরানন্দময় করিয়া তুলে। সন্তান অভাবে সমস্ত সংসার শূন্যময় হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রকারগণ এই রজঃসংশোধন করিতে এক অশোককেই প্রধান উপকরণ লইয়া নানাবিধ যৌগিক উপকরণে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। আজকাল বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে অধিকাংশই গরম-ধাতু লক্ষিত হয়, অশোকারিষ্ট অশোকাদি ঘৃত সকল সময় সহ্য না হওয়ায় বায়ু পিত্ত কফের উপশমকারি ত্রিদোষঘ্ন উপকরণ, যেরূপ রক্তোৎপল পদ্মের মূল, দাড়িম্বকেশর, অনন্ত মূল ও নানাবিধ মসল্লা সহযোগে, এই অশোকাদি সিরাপ ও উলট কম্বলের সিরাপ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা খাইতে মিষ্ট, ব্যবহারে অতি সহজ। মূল্য উভয়ের ১৸০, ভিঃ পিঃ সহ ২।৶০ আনা, এক মাসের যোগ্য ঔষধ পাইবেন। রজঃ মাসান্তে বিকাশ পায়, এ কারণ ১ মাস যোগ্য ঔষধ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

যে স্থলে গর্ভধারণের ক্ষমতা রহিত হয় বা গর্ভস্থ সন্তান পুনঃ পুনঃ নষ্ট হয়, সে স্থলে আমাদের শিলাযত্বাদি সিরাপ আহারান্তে এক বার; অশোকাদি ও উলট কম্বলের সিরাপ প্রাতে ও বৈকালে ব্যবহার্য্য।

শিলাযতুর শিলাযত্বাদি সিরাপ।

যে যে পর্ব্বতে স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র প্রভৃতি ধাতুর খনি আছে, ঐ সমস্ত পর্ব্বত গ্রীষ্ম-কালে উত্তপ্ত হইয়া ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। তাহা পর্ব্বতের গায়ে আটাবৎ জমাট বাঁধিয়া থাকে, তাহাকে শিলাযতু বলে। ঐ শিলাযতু সহ আয়ুর্ব্বেদীয় সরাসাদি পাঁচন মিশ্রণে সিরাপ হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ শিলাযতুকে সর্ব্বপ্রমেহহারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ গণোরিয়া বিষ নষ্ট করিয়া শরীর প্রকৃতস্থ করিতে এই শিলাযত্বাদি সিরাপ ছাড়া আর ঔষধ নাই। ইহা স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই মহোপকারী। মূল্য ১ মাসোপযোগী ১৲ টাকা মাত্র।

কবিরাজ শ্রীহৃদয় নাথ রায়,

আদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় ([illegible]৮৫ সালে স্থাপিত), ৮০ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চশমা।

সঞ্জীবনী বলেন যে, "অনেকেই আমাদিগকে ভাল পেবলের চসমা কোথায় বিক্রয় হয় জিজ্ঞাসা করেন। আমরা রায় মিত্র কোংকেই বিশেষরূপে জানি। তাঁহাদের কথাও যা, কাজও তাই। সুতরাং ভাল চসমা খরিদ করিতে হইলে উক্ত বিশ্বাসযোগ্য কোংকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।"

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স এবং দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান এবং কোনরূপ চশমা ব্যবহার করেন কি না, লিখিলে ভিঃ পিতে চশমা পাঠান হয়। দরকার হইলে ১০৲ টাকা ডিপজিট রাখিয়া চক্ষু-পরীক্ষার যন্ত্রও পাঠান হয়। সচিত্র মূল্য-তালিকা চাহিলেই ডাকে প্রেরিত হয়।

রায় মিত্র এণ্ড কোং,

৯৮ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ দোকান—পটুয়াটুলী, ঢাকা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

কলিকাতা পাথুরেঘাটার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেট-বেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত হয় ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সাত দিনে নিশ্চয় আরোগ্য।

জ্বরামৃত ৩০ বটী ১৲

নূতন, পুরাতন, বিকার, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কুইনাইনে আটকান, মজ্জাগত দুঃসাধ্য জটিল জ্বর নাশক।

তিন মাসে নির্দ্দোষ আরোগ্য।

মহাভ্র ৭ বটী ১৲

শ্বাস, কাশ, রাজযক্ষ্মা, রক্তক্ষয়, হৃৎপীড়া, পাণ্ডু, তদানুষঙ্গিক জীর্ণজ্বর, গ্রহণী, ক্রিমি, অর্শ, দুষ্টরক্ত, বাতরক্ত ও বাতনাশক।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,

১৭ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলেই গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভিঃ পিতে ১।৵০; তিন শিশির মূল্য ২৷০, ভিঃ পিতে ৩৷৵০।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদজনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সালসা সেবন মাত্রই শরীরে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷০ দেড় টাকা, ভিঃ পিতে লইলে মোট ২৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধাঁ লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর। যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পূরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা, ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা।

জার্ম্মেনীর পরাজয়

বার্ত্তা আতঙ্ক নিগ্রহ করে। রোগীর নিকট নীরোগ হইবার বার্ত্তা জীবনীশক্তি প্রদান করে। অতএব নীরোগ হইবার মন্ত্র গ্রহণ করুন।—

আতঙ্ক-নিগ্রহ-বটিকা

সেবন করুন। ইহা সেবনে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মেহ, স্মৃতিনাশ প্রভৃতি রোগ দূর হয় এবং শরীর নীরোগ, সুস্থ এবং সবল হয়। সর্ব্বরোগহর ভারতীয় উদ্ভিজ্জে ইহা প্রস্তুত। ৩২ বটিকার এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

লাহিড়ি এণ্ড কোম্পানী,

হোমিওপেথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

(১) বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভা-বাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্ম্মমিটার, ষ্টীথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধাদরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে, মূল্য ৸৶৹—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতি সরল ও সুন্দর।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No 633. May, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৩ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩২৩। মে, ১৯১৬। ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

গেহ-কুঞ্জে।

কে এলো তব গেহ কুঞ্জে?
শুকানো তরুর গায়ে জাগে পুলককাঞ্চন
মধুময় মঞ্জরী পুঞ্জে।
অশোক রঙীণ হলো চরণ-পরশ পেয়ে,
বকুল আকুল তার মুখ মধুরসে নেয়ে,
অলক-পবন লভি অলিকুল আসে ধেয়ে,
নয়ন সরোজ ঘেরি গুঞ্জে।
হাস্যে তাহার ঐ অমিয়ার ধারা ক্ষরে,
রক্ত শিলায় যেন কুন্দ ঝরণা ঝরে,
মরাল-কণ্ঠে বাজে, পল্লব মরমরে
মঞ্জীর রুণু ঝুনু রুণ যে।
শুনিয়া অমিয় বাণী বিহগ চেতনা পায়,
বেহাগ পূরবী ভুলি প্রভাতী সাহানা গায়,
অঞ্চল-বায়ে উড়ি চঞ্চল ঘুরি ঘুরি
প্রজাপতি ফুল মধু ভুঞ্জে।

শ্রীকালিদাস রায়।

নমিতা।

বসন্তের সায়াহ্ন; অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের স্তিমিতস্মিত জ্যোতিটুকু তখনও গাছপালার উপরে জাগিতেছিল। লঘু-নেশার আবেশ-মত্ত মাতালের মত বাতাস টলিতে টলিতে লতা-পাতার বুক ঘেঁসিয়া পুলকের শিহরণ উৎপন্ন করিয়া যাইতেছিল। আকাশের কোলে বিচিত্র বর্ণের রঙিন মেঘের ফূর্ত্তিময় লুকোচুরী-খেলা চলিতেছিল। বিশ্ব-প্রকৃতি যেন মধুর অবসাদে স্তব্ধ—তন্ময় হইয়া ঝিমাইতেছিলেন।

মধ্য প্রদেশের • সহরটিকে আমরা করমগঞ্জ নামে অভিহিত করিব। করমগঞ্জ সহরের অপেক্ষাকৃত বসতিবিরল স্থানে চিকিৎসালয়টি স্থাপিত। চিকিৎসালয়টি আয়তনেও প্রকাণ্ড এবং উহার সম্মানও যথেষ্ট, কারণ এখানে 'ইণ্ডিয়া মেডিকেল সার্ভিস'-উপাধিধারী একজন ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে দুইজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জন এবং একজন পরীক্ষোত্তীর্ণা ইংরাজ-মহিলা ধাত্রীর কাজ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত দুইজন দেশীয় শুশ্রূষা-কারিণী ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ঔষধ প্রস্তুত-কারক এবং অপরাপর ভৃত্যবর্গও যথারীতি আছে।

বৈকালের কর্ত্তব্য-সম্পাদনার্থ বড় ডাক্তার বা ছোট ডাক্তারদ্বয়ের কেহই তখনও আসেন নাই। কম্পাউণ্ডারগণের মধ্যে প্রধান কম্পাউণ্ডার—সুরসুন্দর তেওয়ারী সেই মাত্র আসিয়া হাঁস-পাতালে পৌছিয়াছে, অন্য কেহ আসিয়া পৌছে নাই।

সুরসুন্দর তেওয়ারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, বয়স—চব্বিশ পঁচিশের বেশী নহে। চেহারা একহারা শীর্ণ; অতিরিক্ত শ্রমশীলতা এবং উপযুক্ত আহারাভাবের জন্যই বোধ হয় দেহ যৌবনোচিত-পুষ্টি-হীন। বর্ণ—রৌদ্রদগ্ধ অনুজ্জ্বল গৌর। মাথার চুলগুলি স্বভাব-কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ, কিন্তু অযত্ন-বিশৃঙ্খল; মুখশ্রী মনোহর, ললাটে বুদ্ধিমত্তা, নয়নে করুণা, এবং অধরে সরলতার চিহ্নসমাবেশে মুখে পুরুষোচিত স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিতেছে। পরিধানে হিন্দুস্থানি-ধরণে পরিহিত আধময়লা ধুতি, গায়ে একটি ডোরা-কাটা কোট, পায়ে সদ্যঃ-খড়ি-সংস্কৃত সাদা ক্যাম্বিশের জুতা, মাথায় একটি গাঢ় নীল-রঙের ছোট টুপী বাঁকা করিয়া বসানো।

বাগানের ছোট রাস্তার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া সুরসুন্দর হাঁসপাতালের সামনের সিঁড়িতে উঠিতেছে—দেখিল একটি আট নয় বৎসরের সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বালক বারান্দার সিড়ির রেলিং ধরিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। বালকের পরিধানে ফরসা পাঞ্জাবী এবং একখানি কালা-পেড়ে পরিষ্কার ধুতি, পায়ে চটি জুতা। সুরসুন্দর এখানকার কাহাকেও চিনিত না, কারণ সে আজ কয়দিন-মাত্র এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছে। অনুমানে বুঝিল বালক বাঙালী ডাক্তারবাবুদের কেহ হইবে; সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সস্মিত-নয়নে বালকের পানে চাহিয়া সুরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল—"কা'কে খুঁজ্‌ছ খোকা?"

বালক তাহার অযাচিত আপ্যায়নে বিস্মিত হইয়া নীরবে দুই মুহূর্ত্ত তাহার মুখপানে

চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল, "সমুদ্রপ্রসাদ সিংকে খুঁজ্‌ছি।"

সুরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, "কম্পাউণ্ডার সমুদ্রপ্রসাদ ?"

"হাঁ, আপনি তাকে চেনেন ?"

"চিনি, কিন্তু সে এখনও আসে নি।"

"আসে নি ?"— বালক ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে সুরসুন্দরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তার পর আগ্রহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আপনিই কি হেড্ কম্পাউণ্ডার শিউশরণের জায়গায় এসেছেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "হাঁ খোকা, আমি শিউশরণের জায়গায় এসেছি ; তোমার সঙ্গে শিউশরণের আলাপ ছিল ?"

অপ্রসন্নভাবে সজোরে মাথা নাড়িয়া বালক বলিল, "না তিনি আমাদের কারুর সঙ্গে কথা কইতেন না।"

সুরসুন্দর বালকের প্রবল মস্তকান্দোলন ভঙ্গী দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, নিকটে আসিয়া সস্নেহে বালকের কচি-কোমল মোটা মোটা হাত দুইটী মুঠাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি খোকা ?"

"আমার নাম শ্রীসুশীল কুমার মিত্র,—আচ্ছা আমার দিদি মিস্ নমিতা মিত্রকে দেখেছেন তো ?—" বালক সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুরসুন্দরের পানে চাহিল।—

"নমিতা মিত্র ?—কই, নাম শুনেছি, মনে হচ্ছে না ত ?"

আপনাদের ফিমেল ওয়ার্ডের নার্শ ?

"ওহ্, তা হবে খোকা, আমিত এখনও এখানে কাউকে চিনি না,—মোটে তিন দিন এখানে এসেছি, কাজকর্ম্ম নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি...।

বালকের মুখের উদ্বেগচিহ্ন মিলাইয়া গেল, আশ্বস্তভাবে সে বলিল, "মোটে তিন দিন ? অ!—তাই বলুন—" ; যেন এতক্ষণ সে সুরসুন্দরের এই অজ্ঞতার মধ্যে আর একটা কোন কিছু দুশ্চিন্তা-জনক বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিল ! হাস্যমুখে বলিল "আচ্ছা, আপনি আমাদের বাড়ী কোথায় জানেন ?"

সুরসুন্দর হাসিয়া মাথা নাড়িল। [illegible] তাহার নাম পর্য্যন্ত সে জানে না, [illegible] হওয়া তাহার [illegible] সে হিসাব, বালকের [illegible] চাহিল না, প্রসঙ্গ [illegible], "দেখ খোকা, দেশে [illegible] তোমার [illegible] বড় আমার একটি ছোট ভাই আছে।"

বালক তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়া সুধাইল "তার নাম কি ?"

"তার নাম—প্রেমসুন্দর।"

"প্রেমসুন্দর"—বালক ক্ষুণ্ণভাবে দৃষ্টি নত করিল ; বোধ হয়, তাহার আশা ছিল যে, আকৃতিগত সাদৃশ্যের সহিত নামগত সাদৃশ্যও অবশ্যম্ভাবী হইবে। তাহাকে দমিয়া যাইতে দেখিয়া সুরসুন্দর তাহার উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য বলিল, "আচ্ছা খোকা, তুমি ফুল ভালবাস ?—নিশ্চয় ভালবাস কি বল ?"

প্রশ্নটার অন্তরালে অনেকখানি মিনতি-ভরা অনুরোধের সুর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বালক যদিও তখন ফুলের জন্য লেশমাত্র

উৎসুক ছিল না, তথাপি সুরসুন্দরের কথায় তৎক্ষণাৎ আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল, "ফুল!—হাঁ ফুল আমরা সবাই খুব ভালবাসি। গোলাপ ফুল তো?—"

একটু নিরুৎসাহভাবে সুরসুন্দর বলিল, "গোলাপ ফুল তো নয় খোকা, কামিনী ফুল; কামিনী ফুল বোধ হয় তুমি ভালবাস না?"

সুশীল সাগ্রহে বলিল, "হ্যাঁ তাও ভালবাসি।"

সুরসুন্দর নিজের মাথাটি বাঁ দিকে হেলাইয়া সুকৌশলে টুপিটা ধীরে ধীরে খুলিয়া লইল। সুশীলের সম্মুখে টুপিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও সুশীল বাবু,"—

সুশীল দেখিল টুপির অভ্যন্তরভাগে কতকগুলি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সুগন্ধ-বিস্তারী কামিনী ফুল রহিয়াছে! সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "বা, আপনি তো বেশ মজা করেছেন, ফুল শুদ্ধ টুপিটা মাথায় পরে আছেন!—আচ্ছা দিন্ না, আমি একবার টুপিটা পরি।"

"পর"—সুরসুন্দর সহাস্যমুখে বালকের অনুজ্ঞা পালন করিল। টুপিটা তাহার মাথায় পরাইয়া দিল। বালক পরম প্রীত হইয়া দুই হাতে নিজের টুপি-পরা মাথাটার চারি দিকে একবার হাত বুলাইয়া দেখিল; সাগ্রহে বলিল, "কেমন দেখাচ্ছে বলুন দেখি?"

"বেশ দেখাচ্ছে সুশীলবাবু,—চমৎকার দেখাচ্ছে; এখানে আয়না নেই, না হলে—"

সকৌতুকে হাসিয়া সুশীল বলিল, "তবে আর কি, আমি তা হলে টুপিটা নিই,—আপনি আর এ নিয়ে কি করবেন?"

"কিছু না, স্বচ্ছন্দে নাও!—" সুরসুন্দর বালকের অসঙ্কোচ সরলতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

ঠিক সেই সময়ে সম্মুখের ফটকের রাস্তায় হাঁসপাতালের ফিমেল্ ওয়ার্ডের মিড্‌ওয়াইফ্ প্রৌঢ়া মিস্ স্মিথ এবং একজন শুশ্রূষাকারিণী সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাওয়া গেল। সুরসুন্দর মিস্ স্মিথকে চিনিত, কিন্তু যুবতীকে চিনিত না, চিনিবার আগ্রহও ছিল না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পথ ছাড়িয়া কম্পাউণ্ডার-দিগের গৃহের উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে সুশীল বলিল, "আপনার টুপিটা—"

চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর বলিল, "ফুলগুলো যে ওতেই আছে, ওটা তুমি—"

"না—না"—বলিতে বলিতে সুশীল ঘাড় কাৎ করিয়া সুরসুন্দরের মত সতর্ক-কৌশলে টুপিটা খুলিতে গেল—টুপি খুলিল বটে, কিন্তু ফুলগুলো চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল! অপ্রস্তুত হইয়া মলিনমুখে সুশীল বলিল, "যাঃ! ফুলগুলো যে সব ধূলোয় ছড়িয়ে গেল!"

মমতাপ্রবণহৃদয় সুরসুন্দর তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। সান্ত্বনা-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "দাঁড়াও সুশীলবাবু, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি—ধূলো লাগতে দেবো না—"

সুরসুন্দর ফিরিয়া আসিয়া বাঁ পায়ের হাঁটু ভুমে পাতিয়া,—বসিয়া পড়িয়া ফুল কুড়াইতে লাগিল। সুশীল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি করা উচিত ভাবিয়া লইল। তাহার পর হাতের টুপিটা মাথায় চড়াইয়া—নিজের হাত দুইখানি খালি করিল এবং সুরসুন্দরের

পাশে বসিয়া সেও ফুল কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

মহিলাদ্বয় কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন, ইহাদের দিকে অত লক্ষ্য করেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া মিস্ স্মিথের দৃষ্টি ইহাদের উপর পড়িল। সিড়িতে উঠিতে উঠিতে কৌতুকোজ্জল-মুখে সহাস্যে তিনি বলিলেন, "একি হচ্ছে এদের?—বাঃ, ফুল কুড়োনো হচ্ছে!"

"হুঁ!—ফুলগুলো পড়ে গেছে, তাই"—সুশীল মুখ ফিরাইয়া জবাব দিল। সুরসুন্দর কোনো উত্তর দিল না, নতমুখে ফুল কুড়াইয়া সুশীলের পাঞ্জাবীর পকেটে ঢালিয়া দিল। মিস্ স্মিথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছোট মিত্র, তুমি বোধ হয় ফুলগুলো আমায় দেবার জন্যে সংগ্রহ করছ?"

"নিন্ না—নিন্—" বালক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে পকেটে হাত পূরিয়া মুঠা ভরিয়া ফুল লইয়া মিস্ স্মিথের সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিল। মিস্ স্মিথ পার্শ্ববর্ত্তিনী সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সপ্রতিভ বালকের বদান্যতা দেখ্ছ নমিতা!"

নমিতা!—ইনিই সুশীলের দিদি!—সুরসুন্দরের ফুল কুড়ানো মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত হইল। এতক্ষণ মিস্ স্মিথের সঙ্গিনীর জন্য সে লেশমাত্র কৌতুহল অনুভব করে নাই। কিন্তু এইবার আর পারিল না,—ঘাড় ফিরাইয়া উৎসুকদৃষ্টিতে চাহিল — কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার নয়ন-যুগল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল!—ইনি নমিতা!

নমিতা ললিত-লাবণ্য-গঠিতা—স্নিগ্ধ-তরুণিমার জীবন্ত চিত্র! তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এমনই একটা কোমল কমনীয়তা আবেশের মত জড়াইয়া রহিয়াছে যে, সহসা তাহাকে দেখিলে নয়ন-মন আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়ে! সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইল এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল—ইনি এত সুন্দরী!

নমিতার বয়স উনিশ কি কুড়ি বৎসর হইবে। শরীরের গঠন একটু লম্বা, দোহারা—বেশ শোভন রমণীয় শ্রী-ব্যঞ্জক, চক্ষু দুইটি বড় বড়, নাসিকা সূক্ষ্ম সুন্দর; মুখভাবে নির্ভীকতা, দৃঢ়তা এবং কোমলতার চমৎকার সমন্বয়!— সৌন্দর্য্য বিকশিত! মাথার চুলগুলি কপালের উপর নামাইয়া পিছনে এলো-খোপা-বাঁধা। তাহার উপর 'ভেলের' আচ্ছাদন। পরিধানে একটি সেমিজ ও লেশের সম্পর্কবর্জ্জিত সাদা-সিদা ধরণের জ্যাকেট। সরু-পাড় কাপড়খানি বঙ্গ-মহিলাগণের ন্যায় বেশ সুবিন্যস্ত-ভাবে পরিহিত। পায়ে জুতা-মোজা।

সুরসুন্দর দেখিল তাহাদের ফুল কুড়ানোর কৌতুক-দৃশ্য দেখিয়া নমিতা নিঃশব্দে হাসিতেছে!—সুরসুন্দর আর ফুল কুড়াইল না, উঠিয়া পড়িল। হাতের ফুলগুলো সুশীলের হাতে দিয়া, পাশে স্তম্ভ-গাত্রে ঠেস দিয়া সে দাঁড়াইল। চলিয়া যাইবার পথ ছিল না, কারণ মহিলাদ্বয় সুশীলের সহিত গমন-পথের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন।

সুশীল তখন মিস্ স্মিথকে ফুল লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিল। মিস্ স্মিথ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ফুল নিয়ে খেলা করগে বাবা, আমি এখন নিয়ে কেন মিছেমিছি নষ্ট করব......"

বালক সকৌতুকে হাসিয়া বলিল. "কিন্তু ম্যাডাম, আমি যে এখুনি সত্যি-সত্যি নষ্ট করে ফেলব!—আচ্ছা, অন্ততঃ দুটো নিন্—"

"আচ্ছা, তাই দাও বাবা''—মিস্ স্মিথ গোটাকতক ফুল তুলিয়া লইলেন। নমিতা বিস্ময়-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "সুশীল, ও টুপিটা কার?"

"এটা এঁর টুপি—" সুশীল চট্ করিয়া মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া সুরসুন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই নিন্।"

সুরসুন্দর বিসন্নভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। টুপি লইল না, কিন্তু মহিলাদ্বয়ের সম্মুখে বালককে স্পষ্টাক্ষরে কোনো অনুরোধও করিতে পারিল না। তাহার মনোভাব বুঝিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল. "না—না, আমায় মাপ করুন, আমি ঠাট্টা করে তখন বলেছিলুম ····· আপনার টুপি নিন।"

এইবার নমিতার দৃষ্টি খুলিল। ব্যাপারটা বোধগম্য হইল · চঞ্চল বালক রঙীন টুপিটির জন্য যে, ইতঃপূর্ব্বে ভদ্রলোকের কাছে কোনো-রূপ লুব্ধতা প্রকাশ করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে তাহার আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। নমিতা তৎক্ষণাৎ নিজে অগ্রসর হইয়া সুশীলের হাত হইতে টুপিটি লইয়া সুরসুন্দরের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল. এবং স্বভাব সুন্দর সৌজন্যে বলিল, "না,—আপনার টুপি—"

যুবতীর আচরণে সহসা সন্ত্রস্তভাবে সুর-সুন্দর দুই হাত পাতিল; আর 'না' বলিবার অবকাশ পাইল না।

অপরিচিত যুবকের হাতের উপর টুপিটা নামাইয়া দিতে লজ্জারক্তমুখী নমিতার হাত-খানি ঈষৎ কাঁপিল! আত্মগোপন-জন্য ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে মিস্ স্মিথের উদ্দেশে বলিল, "আসুন আমরা যাই।"

তাহার এই বিড়ম্বনাপূর্ণ গোপনচেষ্টাটুকু মিস্ স্মিথের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "চল।"

পথ খালি পাইয়া মহিলাদ্বয়ের উদ্দেশে যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া সুর-সুন্দর একটু ত্রস্তচরণে চলিয়া গেল। সুশীল পিছন হইতে তাহাকে অনুরোধ করিল, যেন সমুদ্রপ্রসাদ আসিলে সুশীলের আগমনসংবাদ তাহাকে জানান হয়। চলিতে চলিতে সুর-সুন্দর মাথা নাড়িয়া তাহার অনুরোধ-রক্ষার সম্মতি জানাইল,কিন্তু আর ফিরিয়া চাহিল না।

সুশীলকে বাড়ীর উদ্দেশে পাঠাইয়া নমিতা মিস্ স্মিথের সহিত ফিমেল্-ওয়ার্ডের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা বারান্দা পার হইয়া চলিয়াছে, বামে সারি সারি রোগীদিগের কক্ষ। চলিতে চলিতে একটা গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা সহসা থম্কাইয়া দাঁড়াইল! উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "ম্যাডাম এই রোগীটি যাতনায় বড় ছট্ফট্ কর্‌চে, বুকের ব্যাণ্ডেজটা খুলে গেছে—একবার দাঁড়ান—।"

মিস্ স্মিথের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে পাশের কক্ষে ঢুকিল। মিস্ স্মিথও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। সে-ঘরে দুইজন ছাড়া আর রোগী ছিল না। পীড়িত-দ্বয়ের প্রথম ব্যক্তি জ্বরে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, অপর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ছিল।

করুণা-বিগলিত-হৃদয়া নমিতা তাড়াতাড়ি আসিয়া রোগীটিকে ধরিয়া বিছানার উপর

ভাল করিয়া শোয়াইল। বুকের বন্ধনী শিথিল হইয়া পেটের উপর নামিয়া গিয়াছিল, সেটা সরাইয়া যথাস্থানে তুলিয়া দিল, তাহার শুষ্ক জিহ্বায় দুই চাম্‌চে জল ঢালিয়া দিল,—সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে তাহাকে দুই চারিটা সান্ত্বনার কথা শুনাইয়া সযত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রোগী তৃপ্ত হইয়া আরামে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ!"

মিস্ স্মিথ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে-ছিলেন। তিনি নমিতার কার্য্যাবলীতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; তিনি শুধু বিস্ময়ে নির্ব্বাক-ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন—নমিতার সে সময়ের সেই করুণাপ্লুত বদনের অপূর্ব্ব স্নেহময়ী-মাধুরী—শোভা! মিস্ স্মিথ অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন, 'এ সেই নমিতা, যে নমিতা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত মুখ তুলিয়া একটা কথা কহিতে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে, হাতে হাতে কোনো জিনিস দিতে এখনও সঙ্কোচে থতমত খায়, এ সেই নমিতা!—কি আশ্চর্য্য! এ যে এখন নিঃসম্পর্কীয় আর্ত্তের সেবায় সম্পূর্ণ মুক্ত অসঙ্কোচ, ঐকান্তিক আগ্রহপরায়ণা—করুণাময়ী জননী, স্নেহময়ী কন্যা!' সজলনয়নে মিস্ স্মিথ ডাকিলেন "নমিতা"।

আরাম পাইয়া রোগীর তখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। নমিতা মিস্ স্মিথের আহ্বানে সন্তর্পণে নিঃশব্দে তাহার শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং দীনপদে মিস্ স্মিথের সহিত কক্ষের বাহিরে আসিল।

উভয়ে ফিমেল্-ওয়ার্ডের দিকে চলিলেন। মিস্ স্মিথ চলিতে চলিতে বলিলেন "আচ্ছা নমিতা, নার্সের কাজ কি তোমার বড় ভাল লাগে?"

নমিতা উত্তর দিল, "হাঁ, ম্যাডাম, বড় ভাল লাগে, সেই জন্যে আমি ইচ্ছে ক'রেই এ-কাজে এসেছি—শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিই নি,—"

মিস্ স্মিথ আর কিছু বলিলেন না। উভয়ে নীরবে চলিতে লাগিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সহসা একটু আবেগের সহিত নমিতা বলিয়া উঠিল, "ম্যাডাম, যে-কোনো পীড়িতের বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়ালে, আমার বাবার শেষ জীবনের সেই রোগাচ্ছন্ন বেদনাময় মূর্ত্তিটা মনে পড়ে যায়! আমি প্রত্যেক পীড়িতের মধ্যে আমার পিতার সেই পবিত্র সত্তা অনুভব করি; আর নিজের কথা ভুলে-যাই। তখন এদের যন্ত্রণা একটুকু উপশমের জন্য আমার প্রাণ এত আকুল হ'য়ে উঠে যে ....।" নমিতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে আর বলিতে পারিল না।

মিস্ স্মিথ করুণা-সজলনয়নে একবার নমিতার মুখ-পানে ফিরিয়া চাহিলেন, তার পর নিঃশব্দে রুমালে অশ্রুকণা মোচন করিয়া নীরবে যেমন চলিতেছিলেন তেমনই চলিলেন। আর কোনও কথা কহিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সরলার পুনর্বিবাহে আমার আন্তরিক মত নেই। তা'র অদৃষ্টে যা আছে হবে। তার পূর্ব্বে সহস্র সহস্র নারী বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে গিয়েছেন—সেও না হয় যাবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে,সংসার মায়াময়, এখানে যা কিছু করা যায় সবই মায়ার মোহে; এ মায়া-জাল কাটাতে পারলেই মঙ্গল। আসক্তিতে যত ডুববে ততই আসক্তি বাড়বে—ততই জালে জড়িত হবে। সরলার আবার বিয়ে দিলে তার আসক্তি বাড়ানই হবে। মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে দেখলে সকলেই সহজে বুঝতে পারেন, আন্তরিক বৈধব্য ব্রত কখনই অসম্ভব নয়। সরলাও যে পারবে না, এ কথা বিশ্বাস করতে আমার ইচ্ছা হয় না।

দ। তবে এতদিন ধরে তোমায় কি শিক্ষা দিয়েছি? আর তুমিও তো কিছু পূর্ব্বে যে কথা বলেছ, তাতে তো মনে হয় যে. তুমি মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেছ। তবে আবার এ কথা কেন বল? এই ভ্রমে পড়েই আজ ভারত দুঃখ ভোগ করছে। ভণ্ড, আলস্য-পরায়ণ আধুনিক বেদান্ত-বাদীরা এক হিসেবে ভারতের সর্ব্বনাশ করে গেছেন। পিঠের উপর এক হাণ্টার কসিয়ে দিলে যারা 'বাপ্‌রে-মারে' করে উঠবে, তাদের মুখে কি এসব কথা শোভা পায়? বেদান্ত-সূত্র অভ্রান্ত সত্য, এবং বেদান্তকার পরম জ্ঞানী; কিন্তু শেষ কালের এই জটাধারীগুলোই ভুল বুঝে, লোককে কেবল সন্ন্যাসে মজিয়ে ভিটে-ছাড়া করবার বন্দোবস্ত করে গিয়েছে। জগৎ মিথ্যে এই হিসাবে, যে তা অনিত্য। কিন্তু যতক্ষণ তুমি এই মায়ার শরীরে বাসা বেঁধে বসবাস করচ—লীলা করচ, যতক্ষণ নিরেট জগৎটা বন্‌বন্ করে তোমার মায়ার চর্ম্মচক্ষের সাম্‌নে ঘুরছে, যতক্ষণ তুমি মায়ার মুখ দিয়ে মায়ার শব্দ বাহির করে জগৎ মিথ্যে বলে জাহির করছ, ততক্ষণ তোমার মুখে কি অমন কথাটা সাজে? তোমার ঐ ফুলদানির সুন্দর সুগন্ধ ফুলগুলি যতক্ষণ তোমার সম্মুখে রয়েছে, ততক্ষণ তোমার নিকট—relatively to your relative existence—তা সত্য বৈ কি? প্রলয়ান্তে পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়ে সূক্ষ্মে পরিণত হলে, এবং আপেক্ষিক বিশেষত্ব হারিয়ে "একে" মিশ্‌লে, তা আর ফুল থাকবে না—কিছুই আর কিছুই থাকবে না—কিন্তু এখন আছে—অন্ততঃ তোমার কাছে; কারণ তোমারও অস্তিত্ব মায়ার রাজ্যে। যতক্ষণ আমি সত্যেন্দ্রনাথ, ততক্ষণ এই তুমি যে আমার নিকট বসে অনিমেষনেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে আছ, এ সত্য;— আমার" কাছে সত্য না হতে পারে, সত্যেন্দ্রনাথের কাছে সত্য। স্বয়ং পরব্রহ্ম যখন হতে "অহং বহু ভবামি" বলে গণ্ডূষ করেছেন, তখন হতে তিনিও মায়াকে আশ্রয় করতে, মায়াময়, লীলাময় হতে বাধ্য হয়েছেন,—মায়ার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ করছেন। তুমি তারই অংশ —তুমি হঠাৎ পালাবে কোথায়? কাল পূর্ণ

হতে দাও। স্বামী বিবেকানন্দ কলেজে পড়ার আমলে রাগ করে বলেছিলেন—I could have made a better world—অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির কন্‌ট্রাক্‌টারীটা তাঁর হাতে দিলে, তিনি জগৎটাকে এর চেয়ে ভাল করে গড়্‌তেন। শেষে অবশ্য সবই বুঝেছিলেন,—প্রথমে সকলেরই ঐরূপ অধৈর্য্য আসে বটে। জোর করে যারা মায়া ছিঁড়্‌তে বসে, তাদের একুল-ওকুল দুকুলই যায়; তাদের না এদিকে, না ওদিকে। এসকল ধর্ম্মের জ্যাঠামী, অতি-বুদ্ধির লক্ষণ। এ ভাল নয়। কথায় বলে "অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি।" রামকৃষ্ণ পরমহংস বল্‌তেন—"ওহে, অতি-বুদ্ধিটা বড় ভাল না, কাক বড় ভারী বুদ্ধিমান্, তাই গু খেয়ে বেড়ায়।" মহাত্মা যিশুও বলে গিয়েছেন—"Be not wise overmuch; for, why shouldst thou die before thy time?" খুব পাকা কথা। আমের মধ্যে যে আঁটিটি রয়েছে, সে মায়ার রসের মধ্য দিয়ে ক্রমে পাকা হচ্চে। পাক্‌লে আপনিই খসে পড়বে। আমটি আবার যখন মাটির মধ্যে গিয়ে বৃক্ষ হয়ে বিকাশ পাবে, তখন সে তার শাঁস এবং খোসা ত্যাগ করবে। কিন্তু পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হবার পূর্ব্বে তাকে মায়ার রসের মধ্য দিয়ে ঘুরে আস্‌তেই হয়েছে। কাঁচা অবস্থায় পুঁতলে সে আত্ম-বিকাশ করতে পার্‌বে না,—গাছ হতে পার্‌বে না। আমাদের উপর মায়ারও দাবী আছে। জগৎ আমাদের কাছে মিথ্যে নয়; কারণ আমরাও যে মিথ্যে! তাই বলি, জোর করে কাঁচা আম ছিঁড়ো না—এঁচোড়ে পেকো না। এই এঁচোড়ে পাক্‌তে গিয়েই এদেশ মারা পড়্‌বার জোগাড় করে তুলেছে,—নইলে আর মূর্খ কাণ্ড-জ্ঞান-হীন নেড়া-নেড়ীর দল মানভঞ্জনের গান গাইয়ে গড়া-গড়ি দেয়, আর সিদ্ধ পুরুষ সেজে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন কর্‌তে বসে, আর টুক্‌নি হাতে করে বেড়িয়ে সমাজের ভার বৃদ্ধি করে? বেশ করে পুষ্ট হও। ধৈর্য্য, বীর্য্য, জড়-বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি উত্তমরূপে চর্চ্চা করে' আগে মনুষ্যত্ব লাভ কর। মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত না হলে দেবতা হতে পারে না। সৃষ্টির তা বিধি নয়। পশু হতে এক দম্ দেবতা হবার উপায় নেই—gradual evolutionএর তা ধর্ম্ম নয়। একেই বলে 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া'। মায়ার দাবী কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে। সবলাকে এখন ব্রহ্মচারিণী কর্‌তে গেলে—আমের গুঁটি ছিঁড়ে পুঁৎতে গেলে মাটির মধ্যে পচে মর্‌বে। তার সন্তানপ্রাপ্তির দাবী ধর্ম্মানুমোদিত। ইন্দ্রিয়-আলোচনাই পাপ,—আর তাও তো আদর্শ ভণ্ডনেতার দল বড় মেনে চলে। সবলার মনে সন্তানপ্রাপ্তির তীব্র বাসনা থাক্‌তে, কপট ব্রহ্মচর্য্যে বাধ্য করানো, কেবল এই সকল নরাধম, কাপুরুষ, হৃদয়হীন, ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন রাক্ষসপ্রকৃতি ভণ্ডদের জবর-দস্তি! এরাই না জলজীয়ন্ত, নিরপরাধা, অবলা বিধবাদের ধরে বেঁধে জ্বলন্তচিতার উপর ফেলে পুড়িয়ে মার্‌ত! আর হাততালি দিয়ে ধর্ম্মের জয় গাইত! তারি নাম ছিল সতীদাহ!—কোল, ভীল, সাঁওতাল, কাফ্রীরাও যা স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে না। এরা পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কি না করেছে,—কি না করছে? পরের মেয়ে চুরি করে

নিয়ে গিয়ে বলে, "তন্ত্র-সাধন করছি।" অথচ বালবিধবার বিবাহ দিলে অপবিত্রতা! এই হিন্দু-নামধারী কাপুরুষ বর্ব্বরদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব মনুষ্য-জগতে আর নেই। স্ত্রী-জাতির উপর এত অত্যাচার—অথচ রক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা নেই। "পথি নারীং বিবর্জ্জয়েৎ"—মরি মরি, কি বীরপুরুষের মত কথারে! এই হাজার বছর ধরে যতগুলি পবিত্র হিন্দু রমণী যবনের হস্তে সতীত্ব হারিয়েছে, এত অন্য কোনো জাতির হয়েছে কি? যতগুলি অবলা—ভীরুস্বভাব হিন্দুনারী, সমাজের দোষে বিজাতীয়ের হস্তে সতীত্ব-রত্ন হারিয়েছে, এত কোন্ জাতির হারিয়েছে? যে সকল বিদেশী হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র জানে না, বিদেশে গিয়ে তাদের কাছে হিন্দু বলে পরিচয় দিলে তারা বলে, "ওহো—বুঝেছি,—ওই সেই যারা মেয়ে-মানুষকে পুড়িয়ে মারে, আর দেবতার কাছে মানুষ বলিদান দিয়ে ধর্ম্ম করত? বৃটিশগবর্ণ-মেণ্ট এ সব তুলে দিয়ে এখন তাদের অনেকটা সভ্য করেছে। আজো নাকি হিন্দুরা মেয়ে-মানুষকে দাসী মনে করে; আর নাকি একটি বালিকা বিধবা হলে তাকে না খেতে না-পরতে দিয়ে ঘরে পূরে দাসী করে রাখে।" কিন্তু আজ বড় আনন্দের দিন। আমাদের সোণার-চাঁদ যুবকেরা এক একটি হীরের টুকরো। যদি হিন্দু-সমাজ আবার মানুষের মত হয়, তবে এদেরই হাতে হবে। এদের এক-একটির মনের উদারতা, চরিত্রের পবিত্রতা, হৃদয়ের তেজস্বিতা প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখ্‌লে বুকে করে রাখ্‌তে ইচ্ছে হয়। এদের কাছে দুই ঘা মা'র খেলেও অপমান বোধ হয় না,—এদের নিকট অপদস্থ হলেও অপমান বোধ হয় না; কিন্তু এই ভক্তবিটল্, অপদার্থ, মূর্খ, হৃদয়হীন, আদর্শবাগীশদের সঙ্গে কথা বল্‌তেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। এদের নিকট সামান্য তিরস্কার-ব্যঞ্জক কথা শুন্‌লেও আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়।

আ। আমার যে কান্না পাচ্ছে!—তোমার যে এমন মতি-গতি হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তুমি মুখে যা আসচে তাই বল্‌তে আরম্ভ করেছ? সমাজে কত জ্ঞানী লোক রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে অমন করে বল্লে যে মহাপাপ হয়।

দ। "জ্ঞানী" লোককে আমি দেবতার মত পূজা করি। তাঁদের আমি কিছুই বলি নি। সমাজের পাপের ভার কেবল তাঁরাই হাল্‌কা রেখেছেন, তাই আজো আমাদের মাথার উপর চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্‌ছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-ম'শায় ও বিদ্যারত্ন-ম'শায় তার জীবন্ত উদাহরণ। আমি মুখের উপর বল্‌তে পারি, বালবিধবার পুনর্বিবাহে যারা প্রতিবাদ করতে আসেন, তাঁরা কাপুরুষ,—নইলে দুর্ব্বল, আশ্রিত, অনুগতকে পীড়ন কর্‌বার প্রবৃত্তি আস্‌তেই পারে না। আমি প্রমাণ কর্‌তে পারি, যিনি যে যুক্তিই দেখাতে আসুন, তার মূলে এই কাপুরুষতা।

আ। যা ভাল বোঝো কর, আমি জানিনে; ইচ্ছে হয়, সরলার সাতগণ্ডা বিয়ে দেও। আমি স্ত্রীলোক—আমি কে? ঝক্‌মারি করে-ছিলুম—কথা বলেছিলুম।

রাগ করিয়া উঠিয়া আসিলাম। দত্তজা মৃৎ-পুত্তলিকাবৎ চুপ করিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে

গেলাম। অভিমানে সে-রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না।

৭

দুই দিবস মুখ ভার করিয়াই কাটাইলাম। কিন্তু দেখিলাম, আমার তো মুখ ভার, কিন্তু আর দুজনের মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার প্রফুল্লকুমারের রাঙা ঠোঁটদুটি যেন নীল হইয়া যাইতেছে! ছল-ছল নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকায়, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে আমার সঙ্গে কথা কয়। যে-মেজদিদির কাছে আসিয়া দিন-রাত্রি ছেলে মানুষের মত করিয়া আবদার করে, সেই মেজদিদির কাছে আসিতে যেন এখন তার লজ্জা করে! ছোট বেলা থেকে আমার সঙ্গে একত্র বসিয়া খাওয়া অভ্যাস—এখনো মাঝে মাঝে যদি আমার আহারের সময় আসিয়া পড়ে অমনি টপ্‌ করিয়া ছেলে মানুষটির মত আমার থালার কাছে বসিয়া পড়ে! তাতে যেন তার কত তৃপ্তি। তাহার পঁচিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, কিন্তু আমার কাছে আসিয়া চিরদিন আমার সেই প্রফুল্লকুমার। বাড়ীতে বড় থাকিতে চাহে না, সময় পাইলেই আমার কাছে আসিবে, আমাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইবে, বই শুনাইবে, কত গল্প ক'রবে। কিন্তু এখন এখানে আসিয়া বাহিরেই থাকে, না ডাকিলে আমার কাছে আসে না—যেন সরলার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া কি গর্হিত কাজই করিয়াছে! তাহার যুক্তি তর্ক যেন সবই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে,—তাহার মেজ-দিদি যাহা পছন্দ করে না, তাহা কি কখনো ভাল কাজ হইতে পারে?—এমন ভাই কাহার?

দত্তজাও যেন নিতান্ত অপরাধীর মত আমার সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার সেদিনকার অভিমান যেন আজো তাঁহার বক্ষে বিঁধিয়া আছে—আমি না তুলিলে তাহা উঠিবার নহে। অহঙ্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, সেই বজ্রকঠিন বক্ষে এ পামরীর অভিমান ভিন্ন অন্য পার্থিব আঘাত অনুভূত হইবার নহে।—এমন স্বামী কাহার?

মনটা বড় খারাপ হইল। আমার বাড়ী কেহ আসিবেন না, আমি সমাজের বাহিরে থাকিতে বাধ্য হইব, আমার বাড়ীতে ব্রাহ্মণে পৌরোহিত্য করিবেন না,—এই সকল ভয়ে আমি তাঁহাকে বিলাত যাইতে দিই নাই। বারিষ্টার হইতে পারিলেন না বলিয়া মনো-দুঃখে তিনি বাটীর বাহির হন না। স্ত্রী হইয়া স্বামীকে মনঃকষ্ট দিয়াছি—পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলাম, ক্ষমা ভিক্ষা পাইয়াছিলাম। আবার তাঁহার মনে কষ্ট দিতেছি—আবার ক্ষোভ বাড়িতেছি? যে-মুখে একবিন্দু হাসি দেখিলে জগৎ-সংসার ভুলিয়া যাই, সেই মুখ আজ ম্লান,—আমারই জন্য! যাহার চরণের একটি ক্ষুদ্র কণ্টক তুলিয়া দিবার জন্য, এই তুচ্ছ প্রাণ অবহেলে বিসর্জ্জন করিতে পারি, তাঁহার হৃদয়ে আমিই কণ্টক বিদ্ধ করিয়া রাখিব? ধিক্‌ আমার নারী-জন্মে, ধিক্‌ আমার শিক্ষা-দীক্ষায় ধিক্‌ আমার কপট প্রেমে! স্ত্রী হইয়া স্বামীর উপর কথা কহিয়াছি? স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াই-য়াছি? তিনি কি অজ্ঞান? যদি তাই হন, তবে তাঁহার অজ্ঞানতাই আমার জ্ঞান। আমি কে? তাঁহারই প্রতিবিম্ব। পূর্ণজ্ঞান না পাইলে যেমন পূর্ণ-ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতিবিম্ব

কাহার উপর পতিত হয় না, তেমনি আমার পূর্ণ শিক্ষা না হইলে, তাঁহার শিক্ষার পূর্ণ উপলব্ধি আমা হইতে কেমন করিয়া হইবে? হয় তো আমি তাঁহার কথা বুঝি নাই। আমি অন্যায় করিতেছি—তাঁহার অনুগ্রহের, তাঁহার প্রেমের, অযথা সুযোগ লইতেছি। মনে বড় ধিক্কার আসিল।

তিনি বলিয়াছেন, "যে সন্তান না পেয়ে বিধবা হল, সে বড়ই হতভাগিনী,"—সরলা ভাগ্যহীনা। তিনিই আমায় শিখাইয়াছেন, এ জন্মের কর্ম্মগুণে 'পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের কিছু পরিবর্ত্তন করা যায়—' তাই বুঝি তিনি তাহার পুনর্বিবাহ দিয়া তাহার পূর্ণ দুঃখের কিছু অংশ খণ্ডন করিতে চাহেন। মানুষের চিত্ত আসক্তিময়, বিকারময়; তিনি বলেন, এই আসক্তিরও—এই বিকারেরও কিছু দাবী আছে। তাহাতেই সৃষ্টি চলিতেছে। বাড়াবাড়ি করিলেই, তমোগুণকে অযথা প্রশ্রয় দিলেই ধ্বংস;—ইহাই জগতের নীতি। তিনি আরো বলেন, সন্তানকামনা মায়ার উচিত দাবী, প্রকৃতি-মাতার যথার্থ প্রাপ্য। বিকারের রোগীর একেবারে জল বন্ধ করিলেও তাহার জীবাত্মা কষ্টভোগ করিবে; পরিমাণে ছাড়াইলেও ধ্বংস। তাই বুঝি তিনি পরিমাণ মত জল দিতে চাহেন। কিন্তু এই পরিমাণ কে নিরূপণ করিবে? জ্ঞানিজন, সমাজ, সৎশিক্ষা। হরিদাসবাবু বলিয়াছেন, "জ্ঞানি-জন-পরিচালিত সমাজই ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকে, এবং ভবিষ্যতেও করিবে।"—বাড়াবাড়ি করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, আসক্তি বাড়িতে দিবে না। সমাজের ধর্ম্ম সমাজই রক্ষা করিবে?

এ দিকে প্রফুল্লকুমারের মুখের দিকেও যে আর চাহিতে পারি না। একে তো বিবাহের পর হইতে তাহার মনে অশান্তির, অভিমানের, ক্ষোভের তুষানল অহরহঃ নিভৃতে জ্বলিতেছে। তাহার উপর বাছা আমার সরলার জন্য আরো চিরদিন মনঃকষ্ট ভোগ করিবে?—কেবল আমারই জন্য? সে যে-মেজদিদি ভিন্ন জগতে আর কিছু জানে না,—সেই মেজদিদির জন্য? বাহিরে শার্দ্দূল-বিক্রম, কিন্তু মেজদিদির কাছে আসিলে মেষ শাবকটির মত বসিয়া থাকে। মেজ দিদির কথা শুনিবার সময় হরিণ-শিশুটির মত মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে,—সেই মেজদিদির জন্য?

আর সরলা! আমার কত আদরের সরলা, প্রাণের পুত্তলি সরলা, হতভাগিনী সরলা! তোমার মেজদিদিই শেষে তোমার চিরদুঃখের কারণ হইবে? মেজদিদি বলিতে অজ্ঞান হও, কথায়-কথায় ঝাঁপাইয়া মেজ-দিদির কোলের মধ্যে পড়, মেজদিদির বুকের মধ্যে মুখ না লুকাইয়া তোমার কাঁদিয়াও সুখ হয় না,—আমি সেই মেজদিদি?—আমিই হয়তো অজ্ঞানতাবশে তোমার চির-দুঃখের কারণ হইব!

হায়, একদিকে আমার হৃদয়ের হৃদয়, নয়নের নয়ন, ললাটের চন্দন-গৌরব, সীমন্তের সিন্দূররেখা, মস্তকের হেম-মুকুট;—আমার আঁধারে-আলোক, অজ্ঞানে-জ্ঞান, ইহ-কালের সুখ, পরকালের পুণ্য;—আমার যথাসর্ব্বস্বধন স্বামি-দেবতা; আর একদিকে আমার স্নেহের ভিখারী, আমার আদরের ধন, আমার চির-অনুগত, চিরপ্রফুল্ল প্রফুল্লকুমার; অন্য দিকে

আমার সরলা—আমার অঞ্চলের চাবী, প্রাণের পুত্তলি সরলা,—তার মধ্যস্থলে আমি—সরোজিনী!

আমারই উপর সকলের নির্ভর—আমিই প্রতিবাদিনী? কি অপরাধে? কি জন্য? কোন্ সাহসে? অন্যায় হয়, অন্যায়ই হইবে—আমার স্বামী যাহা ন্যায় বিবেচনা করেন, তাহা আমার কাছে অন্যায়! সহস্র ধিক্ আমার নারীজন্মে! আমি সম্মতি দিব—আজই দিব। কিন্তু সরলা! আজ কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, 'পুরুষান্তরস্পৃষ্টা হইবার পূর্ব্বে যেন তোর মৃত্যু হয়। তোকে বড় ভালবাসে বলিয়াই আজ তোর মেজদিদি তোর মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছে!'

* * * *

দত্তজাকে বলিলাম যে, 'আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, বুঝিয়া দেখিয়াছি,—এখন আমার আর আপত্তি নাই। আমিই সরলাকে বুঝাইয়া তাহার মত করিব, আমিই তাহার উদ্যোগ করিয়া বিবাহ দিব।'

সরলার বিবাহ দিতে বসিয়াছিলাম। সবই করিয়াছিলাম, কিন্তু সরলা আমার মুখ রক্ষা করিয়াছে — আমার সহোদরার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছে।—বিবাহের (!) দুই দিন পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়া নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান শ্বশুরালয়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বড় কাতরপ্রাণে বিপদভঞ্জন শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলাম, — আমার অন্তরের ডাক তাঁহার নিকট পৌছিয়াছে।

সরলা বিধবা হওয়া অবধি কি-জানি কেন, পুরুষজাতিকেই যেন আন্তরিক ঘৃণা করিত। তাহার দাদা এবং দাদাবাবু ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্য কোনো পুরুষমানুষ ভাল হইতে পারে, একথা যেন সে কোনো মতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। এইজন্য প্রথমে তাহাকে কিছুতেই পুনর্বিবাহে রাজি করিতে পারি নাই। তাহার যেন মনের ভাব, বিবাহ করিলে পুরুষ মানুষকে বিবাহ করিতে হইবে, এই তার প্রধান আপত্তি। তার পরে বরপাত্রকে (!) আমার বাড়ীতে আনিয়া সরলাকে প্রকারান্তরে দেখাইয়া দিয়াছিলাম।—তাহার পর কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়াছিল। শেষে অনেক কষ্টে, দুজনে তাহাকে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া রাজি করিলাম। কিন্তু সে চলিয়া গিয়াছে, বেশ করিয়াছে! হিন্দুর মেয়ের মত কার্য্যই করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরলার কথা।

১

শ্বশুরালয়েই আছি। লেখাপড়ার চর্চ্চা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছি! আর কেন? তবে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাইলেই পড়ি। চুপ চাপ কাজ কর্ম্ম করি। কাহারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে বড় ইচ্ছা করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সপত্নী একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সেও বিধবা,—আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। তোমরা মনে করিবে, একজন দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী পাইয়াছ; দুজনে একরকম কাটাইতে পারিবে। কিন্তু কৈ? তা তো আজো পারিয়া উঠিলাম না। তার নাম ভোমরা বা ভ্রমর। সকলে ভুম্‌রী বা ভোম্‌রা বলিয়াই ডাকে। রংটা অবশ্য ভোমরার মত নহে,—উজ্জ্বল

শ্যামবর্ণ। মাথা-পোরা চুল, মুখখানি বেশ, গড়ন নিখুঁত, খাসা মোটাসোটা। সরু কালাপেড়ে ধুতি পরে; দুহাতে দুগাছি সোনার বালা আছে। আর কোনো আভরণ নাই। ভোমরা বেশ রসিকা, কথার বাঁধুনিতে সময় সময় আমার মনেও হাসির ফোয়ারা তুলিয়া দেয়। সকলেই তাকে ভালবাসে। কপাল পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, তার উপর যেন সকলের মায়া-মমতা আরো বেশী। সে অনেকদিন শ্বশুর-বাড়ীতেই ছিল, বৃদ্ধা শাশুড়ীর শুশ্রূষা করিত। কিন্তু তিনি নাকি আর তাকে কাছে রাখিতে সাহস করেন না।

তোমরা মনে কর্‌বে, তবে তো গতিক ভাল বোধ হয় না! কি জানি বাপু। কিন্তু ভ্রমরের সঙ্গে আমার বেশ একটু ভালবাসা হইল, তাকে ভাল না বাসিয়া কেহ থাক্‌তে পারে না। অমন মিষ্টভাষিণী, মধুর-হাসিনীকে যে ভাল না বাসিবে, সে জীবনে কাহাকেও ভালবাসিতে শিখিবে না। ভোমরা দু'বেলাই খাইত, একাদশীর দিন ফলাহার করিত। আগে নাকি মাছও খাইত, এখন ছাড়িয়াছে। আমি তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে এবং একসন্ধ্যা আহার করিতে উপদেশ দিলাম। কি-জানি কি ভাবিয়া—বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে আমার কথা শুনিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। ভোমরা সাধারণ বাংলা লেখাপড়াও বেশ একটু জানে। বাংলা নভেল্ অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ের লেখাপড়া শেখা বলিতে আজকাল তো ইহাই বুঝায়। কাজকর্ম্মেও সে বেশ পটু। পাড়ায় বিবাহ হইলে, বাসরঘরে জামাই নাকাল করিতে ভোমরার কাছে কেহ লাগে না। যে জামাইয়ের সাত পুরুষে কেহ গান গাহে নাই, তাকেও নাকি ভোম্‌রা গাধার ডাক ডাকাইয়া ছাড়ে। আর শুনিয়াছি, বিশ্ব-বাংলায় নাকি এমন জামাই আজো জন্মায় নাই, যে ভ্রমরকে কথায় আঁটিয়া উঠে। ভ্রমর পাড়ার সকলের কথাতেই আছে;—এ এমন, সে তেমন, এর সোয়ামী এম্‌নি, তার সোয়ামী তাকে ভালবাসে না, অমুকের সোয়ামী বুড়ো ধাড়ী, অমুক অমুকের সঙ্গে অমুক, অমুক অমুকের ঘরে আড়ি পাতিয়া অমুক দেখিয়াছে, অমুকের সঙ্গে অমুকের মানায় না, তারিণীর স্বামীকে দেখিলে তারিণীর হাড় জ্বলিয়া যায়! —সে চোখ-কান বুজিয়া থাকে—কেবল সমবয়স্কা মেয়েদের ও বৌদের সঙ্গে তার এই সকল আলোচনা।

এইজন্যই তাহাকে আমার ভাল লাগিত না। বিধবার এসব কেন? শাসনও নাই। এজন্য ভোমরার উপর আমি রাগও করিতে পারিতাম না। একদিন বড় দুঃখ হইল। আমিই তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী ধরাইয়াছি। একদিন চৈত্রমাসের দারুণ গ্রীষ্মের দিনে, দুপুর বেলা সে আমার ঘরে বসিয়া আছে,—দেখিলাম ঠোঁটদুটি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভ্রমর, মা, আমার কাছে মিথ্যা কথা বোলো না,—তেষ্টা পেয়েছে?" ভ্রমর বলিল—"না"। বিশ্বাস হইল না। আমার চেয়ে সে বয়সে বড়, মেয়ে তো বটে। আদর করিয়া তাহার গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া, অনেক করিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে, তাহার চোখদুটি ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল; ঠোঁট-দুটি যেন

অলক্ষিতে ফুলিতে লাগিল! তথাপি বলিল "না।" আমি বলিলাম, "তুমি তো এত দিন জল খেয়েছ, তা আজ আমি হাতে করে একটু জল দিই তুমি খাও, —কোনো দোষ হবে না।" শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল. "থাক।" আমার বড় কষ্ট বোধ হইল; মনে হইল, আমিই জোর করিয়া তাহাকে এই কষ্ট দিতেছি। তাব বাড়ীর লোক তো তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে দিতেন না। এইজন্যই বিধবার একাদশীব দিনে তাহার মুখে জল দিবার প্রস্তাব করিলাম; নহিলে এমন পাপ কথা আমাব মুখ দিয়া বাহির হইত না। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে জল খাওয়াইতে পাবিলাম না। মনে বড় অনুতাপ হইল,—আমারই জন্য একটি মনুষ্য-জীবন এমন কবিয়া দগ্ধিয়া মরিতেছে! এজন্মে আবার এইসকল পাপ করিতে সাহসী হইতেছি! কিন্তু কিছুতেই তাহাকে জল খাওয়াইতে পারিলাম না।

২

আমি এখানে আসিতেই আমার দেবর ও ননন্দা বিলক্ষণ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যে দুই তিনবাব আমাকে পাঠাইবার জন্য দাদাকে লিখিয়াছিলেন। দাদা কড়া জবাব দিয়াছিলেন,"পাঠাইব না। কাহার কাছে পাঠাইব? তোমাদের সংসারেব দাসীগিবি করিবার জন্য আমার পিতা তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এত বড়টি করেন নাই। যাহাকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল, তিনি নাই; আমার ভগ্নীর গর্ভের সন্তানও নাই, যে আপনাদের বংশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ হইয়াছে। সামান্য বেতন দিলে চাকরাণী পাইবেন। সংসারে দাসীগিরী করিবার জন্য রূপ-যৌবনের অবশ্য আবশ্যক নাই। আমার ভগ্নীকে পাইবেন না। তাহার পেটের দুটি অন্ন দিবার সংস্থান আমার আছে।"

তারপর এই বিবাহের প্রস্তাবেব,—এই মহা কেলেঙ্কারীর কথাও কে নাকি বেনামী পত্র লিখিয়া আমার দেবরকে জানাইয়াছিলেন। তাহাতে আমার দেবর স্বয়ং তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি কয়েকজন জবরদস্ত সঙ্গী সমভিব্যাহারে আমাকে জোর করিয়া আনিবাব জন্য আমাদেব গ্রামে গিয়াছিলেন; এবং রাম বসুব বাড়ীতে আসিয়া নামিয়াছিলেন। তখন আমার বিবাহের সমস্তই স্থির। দাদা সেখানে গিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, "বৃথা আপনি আমার ভগ্নীর বিবাহ রদ কবিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনর্থক অপমান হইয়া যাইবেন।" তখন আমার দেবর বলেন যে, তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আইনানুসারে এখন তাঁহারাই আমার অভিভাবক। তাহাতেও দাদা নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—"স্বামী অভাবে নাবালিকা স্ত্রীলোকের পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় থাকিতেও এবং পিতৃকুল যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় দিলেও, যদি আদালত একজন nobody —আপনাকেই আমার সহোদবার অভিভাবক স্থির করেন, এমনই যদি আইনের মহিমা হয়, তথাপি কেমন করিয়া আমার যুবতী ভগ্নীকে আপনারা আমার বাড়ী হইতে লইয়া যাইবেন? সে যদি যাইতে না চায়?" আমার দেবর এই প্রশ্নের উত্তরে একটু ব্যঙ্গ-রসের হাসি হাসিয়া সদর্পে বলেন, "আবশ্যক হইলে সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে,

এতো আর মগের মুল্লুক নয়।" দাদা তখন স্পষ্টস্বরে আমার দেবরকে বলিয়া দেন যে, অন্ততঃ ত্রিশ জন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃতদেহ প্রফুল্ল ঘোষের হস্তে ধরাশায়ী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ভগ্নীর কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। তখন দাদার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল! পাড়ার সকলে তাঁহাকে সরাইয়া তাড়াতাড়ি মেজদিদির কাছে রাখিয়া আসিলেন। মেজদিদি ভিন্ন দাদাকে ঠাণ্ডা করিবার মন্ত্র পৃথিবীতে আর কেহ জানিত না।

দাদার সেই দুর্দ্দান্ত স্বভাব বিবাহ হওয়ার কিছু দিন পর হইতেই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দাদা আর সে দাদা নাই! জিম্‌-নাষ্টিকে একটি সোণার ও তিনটি রূপার মেডেল পাইয়াছিলেন। এখন আর কোনো সখই নাই। দৈবাৎ কখনো দাদাবাবুর সঙ্গে শীকারে গিয়া থাকেন। প্রাণে বড় আঘাত লাগাতেই আজ তাঁহার রক্ত একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার স্বভাবের কথা গ্রামের ভদ্রলোকেরা আমার দেবরকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দাদার চেহারা এবং তৎকালের চক্ষু দেখিয়াই আমার দেবর এবং তাঁহার সঙ্গীরা তাহা অবশ্য অবিলম্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন গ্রামের লোকের কাছে যখন শুনিলেন যে, প্রফুল্লকুমারের বজ্রমুষ্টিকে ডরায় না, এমন লোক গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহে কেহ বাস করে না, তখন তাঁহারা ভাল মানুষের মত বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের মত কাজ মনে করিলেন।

দাদা অবশ্য শেষে ঠাণ্ডা হইয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আমাদের বাড়ীতে তাঁহাদের আনিয়া বিশেষ সমাদরে আহারাদি করাইয়াছিলেন। যাইবার সময় আমার দেবর একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া—প্রণাম করিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। দাদা স্বীকার করেন নাই। বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমার ভগ্নী আপনাদের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করেন না; আর সে আপনাপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট; এজন্য প্রণামও গ্রহণ করিবে না; অতএব সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করুন। অভদ্রতা ক্ষমা করিবেন।"

এ সকল কথা আমি মেজদিদি, হিমী ও আত্নবীর মুখে শুনিয়াছিলাম। এইজন্যই শ্বশুরালয়ে যাইতে প্রথমে আমার একটু ভয় হইয়াছিল;—লজ্জা করিয়াছিল। কিন্তু আমি চলিয়া আসাতে সকলে বিশেষ আনন্দই প্রকাশ করিয়াছেন। পাড়াশুদ্ধ লোক আমার মতিগতির জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, বৈঠকখানার পার্শ্ব দিয়া আসিতেছি;—সেদিন রবিবার, এজন্য আমার দেবর বাড়ীতে আছেন;—এমন সময় বৈঠকখানার মধ্য হইতে চাপাস্বরের কথার আওয়াজ কানে গেল। পৃথিবীতে আজো এমন মেয়েমানুষ কেহ জন্মে নাই, যাহার ফিস্‌ফাস্‌ কথার আওয়াজ কানে গেলে কানের মধ্যে গুড়্‌গুড়্‌ করিয়া না উঠে।—সে সময় কানের ফাঁকটাও যেন একটু বাড়িয়া যায়। আমি যতই মরিয়া থাকি, জাতির ধর্ম্ম কোথায় যাইবে? চুপ

করিয়া বৈঠকখানার জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুরাতন খড়খড়ি — অনেক ছিদ্র ছিল। তারই মধ্যে একটা ডবল্ পয়সার মাপের ছিদ্র বাছিয়া লইলাম; এবং তারই গায়ে চোখ রুজু করিয়া একটু কুঁজো হইয়া দাঁড়াইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহসজ্জা।

শয়নগৃহ—শয়নগৃহ বেশ প্রশস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে খাট বা পালঙ্ক থাকা চাই। কারণ নিদ্রা যাইতে হইলে তদুপরি নিদ্রা যাওয়াই প্রশস্ত। ভূ-শয্যায় পীড়ার সম্ভাবনা। বিশেষত নিম্নতলার গৃহ অত্যন্ত আর্দ্র হইয়া থাকে। সুতরাং তথায় যদি খাট না থাকে, তবে পীড়া অনিবার্য্য। উপর তলায় শুইলেও খাট ভিন্ন শয়ন করা উচিত নহে। শয্যার উপর গদি, লেপ ও তদুপরি চাদর ও দুইটি বালিশ থাকা চাই। মশারি শাদা হওয়াই ভাল, কারণ ছারপোকার আবাস-নিবন্ধন তাহাকে মধ্যে মধ্যে ধোপ দিতে হয়। পল্লীগ্রামে মশার উৎপাত অত্যন্ত অধিক। মশার দংশনে ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি হইয়া থাকে বলিয়া মশারির আবশ্যক অপরিহার্য্য। শয়নগৃহে একটি টেবিল ও চেয়ার থাকিবে। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ, ব্লটিং, পেন্সিল ইত্যাদি লিখিবার সরঞ্জাম থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত আলো জ্বালিবার উপকরণ, যথা—দেশালাই, ল্যাম্প প্রভৃতি শয়নকক্ষে থাকা চাই। শয্যাগৃহটি ছবি-দ্বারা সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। জলপানের জন্য একসরাই জলও থাকা উচিত। শয্যাগৃহের জানালাগুলি প্রশস্ত হইবে এবং তদ্দ্বারা বায়ু গমনাগমন উত্তমরূপে হওয়া আবশ্যক। অনেকে বাতাসের ভয়ে শয্যাগৃহের জানালা উন্মুক্ত রাখেন না। এইটি তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। বায়ু গমনাগমন না করিলে গৃহাভ্যন্তরের বায়ু দূষিত হইয়া যায় এবং সেই দূষিত বায়ু শ্বাসদ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি বাতাসের অত্যন্ত ভয় হয়, তবে জানালার সমক্ষে শয়ন না করিয়া একটু পার্শ্বে শয্যা করিলেই হইল। পরন্তু বিশুদ্ধ বায়ু আসিবার জন্য জানালা উন্মুক্ত রাখা বিশেষ আবশ্যক। বিশুদ্ধ বাতাস দ্বারা ঘরের দুর্গন্ধও দূরীভূত হয়। অনেক গৃহিণী পান খাইবার জন্য শয়নকক্ষে পানের সরঞ্জাম রাখেন এবং পান প্রস্তুত করার পর চূনের হাত দেওয়ালে বা খাটের গায়ে মুছেন, অথবা পানের পিক গৃহাভ্যন্তরে ফেলেন। তদ্দ্বারা গৃহ অত্যন্ত খারাপ দেখায় এবং স্বাস্থ্যেরও হানি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে একটা পিকদানী এবং একখানা ঝাড়ন রাখিয়া দেওয়া উচিত। পান সাজিয়া সেই হাত ঝাড়নে মুছিলেই সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইবে। শয্যাগৃহ হইতে রাত্রে বাহির

2318. 22.1.60. THE ASIATIC SOCIETY

হইয়াই অনেকে ঘরের সমক্ষে প্রস্রাব ত্যাগ করেন; তজ্জন্য এত দুর্গন্ধ হয় যে গৃহে থাকা দুষ্কর। প্রস্রাব করিতে হইলে একটি মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া দিয়া তাহাতে প্রস্রাব করা ও প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেওয়া উত্তম নিয়ম। এতদ্দ্বারা দুর্গন্ধ-জনিত গৃহাভ্যন্তরে কোনোরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। পাত্রে জল রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রস্রাবের তলানি জলের অস্তিত্ব নিবন্ধন পাত্রে বসিতে পারে না; সুতরাং পাত্রেও শীঘ্র দুর্গন্ধ হয় না। ইহা ছাড়া যদি সপ্তাহে একবার করিয়া পাত্রটিকে ফিনাইল দিয়া ধৌত করা হয়, তবে তাহা অপেক্ষা প্রশস্ত উপায় আর কি হইতে পারে।

সজ্জাগৃহ—সজ্জাগৃহের জন্য দেরাজ ও আলমারীর আবশ্যক। বস্ত্রাদি আলমারি বা দেরাজে রাখা কর্ত্তব্য। বস্ত্রগুলি থাক-থাক করিয়া সাজানো থাকিবে। শীতবস্ত্রের থাক, পোষাকী কাপড়ের থাক, আটপৌরে কাপড়ের থাক, ইস্কুলের কাপড়ের থাক ইত্যাদি শৃঙ্খলা-হিসাবে বস্ত্রগুলি রাখিয়া দিলে সময়মত শীঘ্র বাহির করিতে পারা যায়। সূচিকার্য্যের সরঞ্জাম, আর্শি, চিরুনি, ব্রুস, তোয়ালে প্রভৃতি সজ্জাগৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত। শীতবস্ত্রগুলিতে ন্যাপ্থলিন দিয়া রাখিয়া দিলে উহারা কীটদষ্ট হয় না। ন্যাপ্থলিন অভাবে নিমপাতা ও কর্পূর দিলেই যথেষ্ট হইবে।

বৈঠকখানা—বৈঠকখানায় গালিচা রাখা কর্ত্তব্য। গৃহটি রীতিমত ছবিদ্বারা সজ্জিত হওয়া চাই, কারণ আগন্তুকগণ বৈঠকখানায় আগমনপূর্ব্বক যদি পরিচ্ছন্নতার অভাব দর্শন করেন, তবে তাঁহাদিগের ধারণা হইবে যে, গৃহকর্ত্রীর কার্য্যে কোনো শৃঙ্খলা নাই। সুতরাং এরূপ ধারণা যাহাতে না হইতে পারে তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৈঠকখানায় একটি আলমারিতে পুস্তকগুলি সাজানো থাকিবে। একটি টেবিলের উপর হারমোনিয়ম রক্ষিত হওয়া উচিত।

স্নানাগার—স্নানাগারে চৌকি, টব, ঘড়া, ঘটি, মুখ প্রক্ষালন করিবার মঞ্জন, দাঁতন, জীবছোলা, সাবান, তেলের বাটি প্রভৃতি রক্ষিত হওয়াই বিধি।

ভাণ্ডারগৃহ—ভাণ্ডারগৃহে দাঁড়িপাল্লা, কর্কস্ক্রু, করাত, ছিঁচকে, গজ, ব্রদ, হাতুড়ি, গজাল, মোমবোসন, ঔষধ, নিক্তি, কর্ণিক, সাবল, কুড়ুল, কাটারি, কাস্তে প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। মাটির ঘড়া বা নাদগুলি সারি-সারি সজ্জিত থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে চাউল, দাইল প্রভৃতি বস্তু রক্ষিত হইবে। ঘড়া বা নাদগুলির মুখ খুরি বা সরাদ্বারা আবৃত থাকা চাই। নাদগুলি উন্মুক্ত থাকিলে ইঁদুরে জিনিষগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। ভাণ্ডারগৃহে খাদ্যের মধ্যে চাউল, গম, এ্যারারুট, সাগু, বার্লি, ব্যাসন, আটা, ময়দা, সুজি, চিনি; দাইলের মধ্যে মুগ, অরহর, ছোলা, কলাই, মসুর, মটর; মসলার মধ্যে হরিদ্রা, জীরে, ধনে, পোস্ত, লঙ্কা, ছোট ও বড় এলাচ, মৌরী, জোয়ান, দারুচিনি, লবঙ্গ, সুরিয়া, মেথী; শুষ্ক ফলের মধ্যে মনেক্কা, আলু-বোখারা, আক্রির, কিস্‌মিস; বাক্সে জিনিসের মধ্যে চা, চিনি, গুড়, নারিকেল, মোমবাত্তি, পলিতা, সাবান, জুতার কালি, দেশলাই; ঔষধের মধ্যে ক্যাষ্টর অএল, সোডা, ফটকিরি, গন্ধক, সোরা, নিশাদল, কুনিনের ক্যাম্ফর; এবং

তৈলের মধ্যে সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল এবং কেরোসিন তৈল থাকা প্রয়োজনীয়। ঘৃত এক সপ্তাহের উপর ভাণ্ডারে কখনো সঞ্চিত করিবে না, কারণ তাহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। জ্বালানি কাষ্ঠ বর্ষাগমের পূর্ব্বেই সংগ্রহ করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়।

দাস-দাসী।

যে সকল পরিবার স্বচ্ছল, তাঁহারা প্রায়ই দাস-দাসী রাখেন। যাহারা প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী এরূপ ব্যক্তিদিগকেই দাস-দাসী নিযুক্ত করা উচিত। নতুবা গৃহের অনেক বস্তু চুরি যাইবার সম্ভাবনা। একাধিক দাস-দাসী রাখিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক ভৃত্য অন্যের বিরুদ্ধে কিছু-না-কিছু বলিয়া থাকে। গৃহকর্ত্রীরা যেন কানভাঙানিতে কর্ণপাত না করেন। যে ভৃত্য শান্তিপ্রিয় এবং কার্য্যে তৎপরতা দেখাইয়া থাকে, তাহার নামে মিথ্যা-পবাদ শুনিলেও শুনিবে না। ভৃত্যের কার্য্য দেখিয়া তাহার উপযুক্ততা নিরূপণ করাই উচিত। দাস-দাসীর প্রতি সদাই সদয় ব্যবহার করিবে।

দাস-দাসীগণ অতি প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া স্বীয়-স্বীয় কার্য্যে নিরত থাকিবে। তাহারা প্রথমে ঘর ঝাঁট দিয়া ঘরের আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া দিবে। এই আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য একটি চুপড়ি আবশ্যক। চুপড়ি না থাকিলে ধূলাগুলি ফেলিতে কষ্ট হইয়া থাকে। গৃহসম্মার্জ্জন-কার্য্য সমাধা হইলে বাসনগুলি পরিষ্কার করিবে। তদনন্তর ল্যাম্পের চিমনিগুলি সাফ করা উচিত। সপ্তাহে একবার করিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুগুলিতে পালিশ দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহের কপাট এবং জানালা যদি অপরিষ্কার থাকে, তবে অন্য লোকে গৃহিণীকে নোংরা বলিয়া দূষিতে পারে; সুতরাং দাস-দাসীগণ যাহাতে দরজা এবং জানালা পরিষ্কার রাখে তদ্বিষয়ে গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

কেরোসিন তৈলের টিন ক্রয় করিলে তাহাতে দুইটি ছিদ্র করিয়া তের্চ্ছাভাবে ধরিলে তাহা হইতে সমস্ত তৈল নিষ্ক্রান্ত হইবে। টিনের উপর গজাল রাখিয়া তদুপরি হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিলেই ছিদ্র হইয়া যাইবে। এক টিনে ২৫ বোতল তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ল্যাম্পগুলি যদি পরিষ্কার না থাকে তবে তাহা উত্তম আলোক প্রদান করে না। সেজন্য ল্যাম্পগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ আবশ্যক। দগ্ধ পলিতার উপর হাত দিয়া টানিলে দগ্ধস্থানগুলি চ্যুত হইয়া যায়। সে-গুলি কাঁচিদ্বারা কাটিবার আবশ্যক হয় না। পলিতা বন্ধুর হইলেই কাঁচির আবশ্যক করে। পলিতা ল্যাম্পের নিম্নদেশে যেন কুণ্ডলিত হইয়া না থাকে; কারণ তৈলে ময়লা থাকে এবং পলিতাতে যদি ময়লা ধরিয়া যায় তবে তৈলকে উর্দ্ধদিকে উঠিতে দেয় না। সুতরাং পলিতা ল্যাম্পের নিম্নে কুণ্ডলিত না থাকিয়া কেবল মাত্র তলদেশ স্পর্শ করিবে। যদি মোমবাতি জ্বালানো হয়, তবে তাহার আধারকে উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করাই বিধি। বরফ ভাঙিতে হইলে তদুপরি একটা লম্বা গজাল রাখিয়া আঘাত করিলেই বরফ ভাঙিয়া যায়।

ভৃত্যের জন্য আবশ্যকীয় পদার্থ-নিচয়।

গৃহসজ্জার পালিস—মসিনার তৈল, তার্পিণ তৈল, শিরকা এবং স্পিরিট অব ওয়াইন

সমভাগে মিশ্রিত করিয়া একটি বোতলে রাখিয়া দিবে।

বারাণসীর পিতলের জিনিসগুলি পরিষ্কার করিবার দ্রব্য—একটা লেবু কর্ত্তন করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ দ্বারা পিতলের বস্তুতে ঘর্ষণ করত তৎক্ষণাৎ সাবান এবং জল দিয়া ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবার পর পালিস করিবে। এক পাইণ্ট জলে একটি ছোট চামচের এক চামচে sulphuric acid দিয়া ধৌত করিলে সকল ময়লা উঠিয়া যায়। ইহা সর্ব্বোত্তম প্রক্রিয়া।

পিতলের দ্রব্যগুলিতে ঔজ্জ্বল্য দিবার প্রক্রিয়া—নিশাদল-চূর্ণ (sal ammoniac) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই বস্তুটিতে লাগাইয়া দাও। কাঠ-কয়লার আঁচে সামান্য গরম করিয়া মুছিয়া শুষ্ক করিয়া লও। পরে চোকর দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিবে।

চর্ম্মনির্ম্মিত চেয়ার—চর্ম্মনির্ম্মিত চেয়ারগুলি যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায় তজ্জন্য ডিম্বের শ্বেতসার কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মে লাগাইলে বহুদিন পর্য্যন্ত চর্ম্ম ঠিক থাকে।

কালীর দাগ উঠানো—যদি কার্পেটে দৈবক্রমে কালী পড়িয়া যায়, তবে তাহা কাঁচা অবস্থাতেই তাজা দুগ্ধদ্বারা ধৌত করিয়া উষ্ণ জলে পরিষ্কার করিতে হইবে। দাগটিকে শুষ্ক হইতে দিবে না। বার বার এরূপ করিলে দাগটি উঠিয়া যাইবে। ইহা ধৈর্য্য এবং সময় সাপেক্ষ।

শিকারের জুতা—ইহা পরিষ্কৃত করিতে হইলে রেড়ীর তৈলই প্রশস্ত।

চিমনি পরিষ্কার-প্রথা—একঘটি জল উষ্ণ করিয়া অগ্নি হইতে সেই জল উঠাইয়া লইবে। অতঃপর সেই জলে চিমনিটি ছাড়িয়া দিয়া জল শীতল হওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে তাহা হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার করিবে।

ল্যাম্পের পলিতা—যদি ল্যাম্পের পলিতা হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে, তবে সেই ধূম রোধ করিবার জন্য পলিতাটি ভিনিগারে ডুবাইয়া লইবে, অথবা তাহাতে উষ্ণ করিয়া লইবে।

তৈলের দাগ উঠানো—কোনো স্থানে তৈলের দাগ ধরিলে তার্পিণ তৈল তাহাতে লাগাইয়া বস্তুটিকে সূর্য্যকিরণে রাখিয়া দিবে। যতক্ষণ বাতাসদ্বারা দুর্গন্ধ দূর না হয়, ততক্ষণ রাখিতে হইবে। ইহাদ্বারা তৈলের দাগ দূরীভূত হয়।

জানালা পরিষ্কারের প্রক্রিয়া—জানালা পরিষ্কার করিতে হইলে বার্নিসগুলি স্পিরিট-অব-ওয়াইন দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া পরিষ্কার জলদ্বারা ধৌত করিবে ও পরে শুষ্ক কাপড় দ্বারা পালিস করিবে।

রেশমী কাপড় হইতে চুল উঠাইবার পদ্ধতি—আটাতে জল দিয়া মাথ-মাথ করিয়া উষ্ণ করিবে। অনন্তর তাহার ভিতরের অংশ গ্রহণপূর্ব্বক হাতে করিয়া তাল পাকাইবে এবং যে-স্থান পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহার উপর সেই তালটি স্থাপন করিয়া হস্তদ্বারা টানিলে কেশাদি আটাতে লাগিয়া যাইবে। গম পিশিয়া যে-ময়দা তৈয়ার হয় তাহাকে আটা কহে। তবে ময়দা এবং আটার প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্তটি অত্যন্ত মিহীন এবং শেষোক্তটি কিঞ্চিৎ মোটা।

টেবিল হইতে পিপীলিকা দূর করিবার প্রক্রিয়া—একটি ন্যাকড়ায় রেড়ীর তৈল লাগাইয়া টেবিলের পায়ার চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া দিলে পিপীলিকা উঠিতে পারে না।

উই দূরীভূত করণ—যাহাতে উই ধরিতে না পারে, তজ্জন্য আলকাতরা ব্যবহার করাই প্রশস্ত।

কাষ্ঠ হইতে চুনের দাগ ছাড়ানো—কাষ্ঠ হইতে চুনের দাগ উঠাইতে হইলে অর্দ্ধ ছটাক লবণ, অর্দ্ধ ছটাক তৈল এবং দুই ছটাক জলের আবশ্যক। পরে আর্দ্র ঝাড়ন দ্বারা ঘর্ষণ করিবে।

চেটাই পরিষ্কার করণ—চেটাই পরিষ্কার করিতে হইলে তীব্র লবণ এবং জল দ্বারা ধৌত করিয়া ন্যাকড়ার দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্লেট পরিষ্কার করণ—জলে প্লেটগুলি উষ্ণ করিয়া লও এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি প্রতিসের জলে মিশ্রিত করিয়া দাও; যথা—দুইছটাক লবণ, দুইছটাক ফটকিরি এবং দুইছটাক cream of tartar। এই পাউডারটি একটি শুষ্ক বোতলে রাখিয়া কর্ক লাগাইয়া দিবে। পাঁচ মিনিট কাল উক্ত মিশ্র পদার্থে প্লেটটি সিদ্ধ করার পর শীতল জলে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিবে। অতঃপর এক একটি প্লেট উঠাইয়া লইয়া শুষ্ক ন্যাকড়া দ্বারা মুছিয়া পালিস করিবে।

গ্লাস পরিষ্কার করণ—উষ্ণ জলে ব্যাসন দিয়া ধৌত করাই বিধি। ব্যাসনটিতে সামান্য জল দিয়া মাখ-মাখ করিয়া সাবানের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

পিতলের বস্তু পরিষ্কার করণ—ইটের গুঁড়াতে মিঠা তৈল অথবা নিশাদল (sal ammoniac) মিশ্রিত করিয়া বস্তুটিতে লেপ দিবে। অনন্তর ঘর্ষণপূর্ব্বক জলদ্বারা ধৌত করিবে। পরে চোকর দ্বারা পালিস করিবে।

ব্রাস ধৌত-করণ-প্রক্রিয়া—ব্রাস ধৌত করিতে হইলে একটি ক্ষুদ্র চামচের এক চামচে carbonate of soda এক বাটি গরম জলে মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিলেই পরিষ্কার হইবে।

পোষাকী-বস্ত্র হইতে তৈলের দাগ ছাড়ানো—এক টুকরা ব্লটিং কাগজ লইয়া তাহার উপর দর্জির উষ্ণ লৌহ (ইস্ত্রি করিবার লৌহপাত্র) রাখিয়া চাপিতে থাক। যতক্ষণ না তৈল ব্লটিং কাগজ দিয়া উঠিয়া আইসে ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

চুল ধৌত করিবার প্রক্রিয়া—অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা, এক ছটাক কর্পূর, দুই সের ফুটন্ত জলে মিশ্রিত করণানন্তর চুল ধৌত করিবে।

দাঁতের মঞ্জন—সুপারি জ্বালাইয়া গুঁড়া করিয়া তাহাতে সাধারণ লবণ সম-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শীলা।

৩

অতি প্রত্যুষেই শীলা উঠিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তখন তাহার খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া আছেন ও ব্রাহ্মণকে চায়ের জল গরম করিতে বলিতেছেন। শীলা নিকটে গিয়া বলিল, "খুড়ীমা, আমি কি চা করে দেবো ?" গৃহিণী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা বেশতো, চা কর ; ঐ কুলুঙ্গিতে টিনে-করা চা চিনি আছে। ঐ দুটো চায়ের পেয়ালা আছে। অচ্যুত এখনি দুধ আনবে।" শীলা সেগুলি নামাইয়া বলিল. "চা দানী কই ?" গৃহিণী বলিলেন, "ও-সব কিছু নেই বাছা। ঐ বড় এনামেল বাটিটায় চায়ের জল ঢেলে, দুটো পাতা ফেলে ঐ কাঁসার রেকাবীখানা ঢাকা দাও, তা হলেই হবে। আর ঐ কুলুঙ্গিতেই কামিটুকু আছে, চা ছেঁকে ফেল।"

এমন সময় অচ্যুত দুধ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহিণী তাহার হস্তের দুধ টুকু দেখিয়া বলিলেন, "ঐ টুকু দুধ ?"

সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "পয়সাটায় দুধ আর কেত্তে হেব মা, সেয়ে দুদের খুঁজুছন্তিপরা ?"*

গৃহিণী এক পয়সায় কথা উল্লেখ করায় অচ্যুত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "চুপ কর, বড় চোপা বেড়েছে, বোস বাবুকে বলে দেবো।"

অচ্যুত অবাক হইয়া রহিল, সে বুঝিল না যে, সে কি অপরাধ করিয়াছে।

শীলা চা ছাঁকিয়া ফেলিল। পরে দু'পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। গৃহিণী 'অমি অমি' করিয়া ডাকায় অমিয় আসিল। গৃহিণী তাহাকে দিল্লীর বিস্কুটের টিনটা আনিতে বলিলেন। অমিয় টিনটা আনিল ; তাহা পিপীলিকায় পূর্ণ। সে উহা ঝাড়িবার জন্য অচ্যুতের হাতে দিল। অচ্যুত দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "খা চাটি মানে খা কেত্তে খাইবু।" * এই বলিয়া সে পিপীলিকার প্রাণবধ করিতে আরম্ভ করিল।

অমির হাতে এক পেয়ালা চা ও বিস্কুট দিয়া গৃহিণী অন্নদাবাবুকে বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

গৃহিণী শীলাকে বলিলেন, "তুমি চা খাও ?"

"খেতুম, আর খাব না, সেখানে না খেলে বাবা রাগ করতেন। চা আমার ভাল লাগে না।"

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন," সে কি, খাবে বই কি, অভ্যেস হলে না খেলে চলে না। আমার এক দিদি তো চা না খেলে উঠতেই পারেন না। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে শুধু একবাটি চা খেয়ে তবে কাজ করেন। নাও তুমি খাও।"

—কাকা খাবেন না ?

—খাবেন বই কি, ওই যে আসছেন ; আচ্ছা ও পেয়ালাটা ওঁকেই দাও। তারপর পাচককে ডাকিয়া বলিলেন, "বামুন ঠাকুর, একটা বাটি দিয়ে যাও তো।"

ব্রাহ্মণ নূতন আসিয়াছে, বাংলা কথা বোঝে না ; সে বলিল, "কঁড় কহুছন বাটী কঁড়।"†

"বাটি বোঝে না চাকরী করবে কি করে ? বল্‌না রে অচ্যুত ছাই বাটিকে

* এক পয়সার দুধ কত হবে ? এক সের দু'সের খুঁজছেন বুঝি ?

* খা। পিঁপড়ে কত খাবি খা।

† কি বলছেন, বাটি কি ?

কি বলে, একটা 'ঘিনা' দাও।" ব্রাহ্মণঠাকুর 'ঘিনা' ওরফে একটা বাটি আনিয়া দিল। কোথায় লক্ষ্ণৌর সেই হিন্দী, আর কটকের এই উড়িয়া ভাষা, কি অদ্ভুতই লাগিতেছিল।

শীলা রামলোচনবাবুকে চা দিল। তাহার নম্র নত মুখ দেখিয়া রামলোচনবাবুর কেমন স্নেহ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে না শীলা? দাদা অন্যরকম চালে থাকতেন, আমরা একেবারে ভিন্নভাবে থাকি। আর আমার তেমন অবস্থাও নয়।"

শীলা ব্যস্তভাবে বলিল, "আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না। কষ্ট যা হবার তা বাবাকে হারিয়েই হয়েছে, তার চেয়ে আর কি কষ্ট হবে।" বলিতে বলিতে তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হইল।

রামলোচনবাবু বলিলেন, "আমি অন্নদা-বাবুকে নিয়ে প্রভাতবাবুদের বাসায় যাচ্ছি। তিনি আজ দুপুরেই চলে যাবেন।"

—কাকাবাবু আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

—যাবেন বই কি। মা অমি, আমার চাদরটা আন। আজ পড়তে গেলি নে, তোর আর কিছু হবে না বাপু।

—দিদিভাই আমায় পড়াবেন।

—সত্যি? তা হলে তো আমার খুবই ভাল হয়। তুমি কতদূর পড়েছ শীলা?

—আমাদের ইস্কুলে ইংরাজী ষ্টাণ্ডার্ড অনুসারে পড়ানো হয়। আমি এনট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়েছিলুম, তারপর বাবা আমায় বাড়ীতে মেম রেখে আরো ঢের পড়িয়েছেন।

—তা বেশ, তা হলে শীলা, তুমিই ওকে পড়িয়ো। ঐ বারাণ্ডার ছোট ঘরটায় বসেই পড়িয়ো। অমি, বেশ লক্ষ্মী হয়ে পড়া কোরো।

রামলোচনবাবু চলিয়া গেলেন। শীলা তার খুড়ীমাকে বলিল, "আর কিছু কাজ নেই?"

—না আর কি কাজ কর্বে বাছা, ঐ অমিকে পড়ানো, ওকি সামান্য কাজ, আমি তো অবাক হয়ে গেছি! মেয়ে মানুষে এত লেখা-পড়া শেখে, আজকাল ছেলেরা কি কর্বে? তোমার বয়স কত হয়েছে?

—আমি উনিশ বছরে পড়েছি।

—উনিশ, ও: তা তোমার বাবা কি খৃষ্টান ছিলেন? তোমার মা কি মেম ছিলেন?

—না আমার মা ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে তাঁর বাবা কাজ করতেন, সেই সময়ে আমার বাবাও তথায় যান, পরে তাঁদের বিয়ে হয়।

গৃহিণী চিন্তিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। অমি শীলার হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

শীলা অমিকে পড়া বলিয়া দিল। সে নূতন নিয়মে কিণ্ডার গার্টেনের নিয়মানুযায়ী পড়া শিখিয়াছিল; অমিকে অতি সহজে পড়া মুখস্থ করাইয়া দিল। অমিও তাহার কাছে পড়িয়া অত্যন্ত প্রীত হইল।

দ্বিপ্রহরে অন্নদাবাবুর যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। আহারের সময় শীলার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামলোচনবাবু আপনার কার্য্যস্থানে গিয়াছিলেন। শীলা বাহিরে যাইবার পর অন্নদাবাবু বলিলেন, "মা আমি চল্লুম, যদি তোমার কোনো কষ্ট হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমায় জানিয়ো। আমি গৃহ-

শূন্য লোক। (বহুদিন হইল অন্নদাবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, দুইকন্যা বিবাহিতা হইয়া স্বামীর ঘরে আছেন।) নতুবা আমি তোমায় আমার কাছে রাখতুম। আমি বুঝতে পারচি তোমার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা, ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে সব সহ্য কোরো। তোমার পিতৃ-আজ্ঞা—সেই আজ্ঞা পালন করলেই তুমি সুখী হবে।"

শীলার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সুকুমার গৌরবর্ণ আনন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল! অন্নদাবাবু তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "ছি কেঁদ না মা, যদি নিতান্ত না থাকতে পার, আমায় সংবাদ দিয়ো। যদি কোনো কষ্ট হয়, আমায় জানিয়ো। রামলোচনবাবু তোমার পিতার সহোদর না হলেও ভ্রাতা। তোমায় তিনি স্নেহ করবেনই। তদ্ভিন্ন প্রভাতবাবুর মা তোমায় সর্ব্বদা নিয়ে যাবেন। তাঁদের বাটীতে গেলে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হবে। তোমার তা'হলে এখানে বাস করা কঠিন হবে না। আমি রামলোচনবাবুকে বলে দিয়েছি, তুমি ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, তোমায় যেন হিন্দু ঘরের কন্যার মত বন্দী করে না রাখেন। তিনি তাতে সম্মত হয়েচেন। তুমি প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাটা তোমার খরচ বলে' তাঁরি হাতে দিয়ো, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এমন সময় অচ্যুত আসিয়া বলিল, "গাড়ী কেত্তে বেলে আসিলানি। রেল গাড়ির টেম হেইগলা আপন চিবা পরা।* অন্নদাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি যে কড়মড় করে বুঝি না। কি বোলছো বাপু? গাড়ী আয়া হ্যায়? আচ্ছা উসকো থোড়া ঠহরণে বোলো।"

—গাড়ী তো ঠহরবে, সরকারের রেল কি ডরর মারে ঠহরি চিব? টেম যে হেই গলা।+

"—তবে আসি মা। চিঠি দিয়ো, সর্ব্বদা যেন খবর পাই। আমার অনু-নীরু ও যা, তুমিও তাই।"

শীলা কাঁদিয়া ফেলিল ও নমস্কার করিয়া বলিল, "কাকাবাবু, আজ আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমার লক্ষ্ণৌর সব বন্ধন ছিঁড়ে গেলো।"

অন্নদাবাবু পুনরায় তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

অমি নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। দিদি-ভাইয়ের চোখের জলে সে বিশেষ ব্যথিত হইতেছিল। সে শীলার মুখের কাপড় সরাইয়া বলিল, "দিদিভাই, তুমি কেঁদ না, আমি তোমায় কোনো কষ্ট পেতে দেবো না আমি তোমায় দেখবো, যত্ন করব।" তার কথা শুনিয়া ও গম্ভীর মুখের ভাব দেখিয়া শীলার সেই দুঃখেও হাসি আসিল। সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

অমি বলিল, "চল দিদিভাই, আমরা ঐ জমীদারবাবুর বাগানে যাই।"

—মা যে বকবেন।

—মা এখন ঘুমুচ্ছেন, মা কি করে জানবেন, ঐ বাগান দিয়ে ঠিক নদীর ধারে যাওয়া যায়। ওখানে ওঁদের কেমন একটি বোট আছে, বোটের ঘর আছে। চল না দিদিভাই।

---

* গাড়ী কখন এসেছে, রেলের টাইম হয়ে গেল আপনি না আজ যাবেন?

+ গাড়ী তো দাঁড়াবে, কিন্তু সরকারের রেল কি ভয়ে দাঁড়াবে—বেলা যে হল।

শীলা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, নির্জ্জন জনশূন্য পথ। সে অমিয়র সহিত অগ্রসর হইয়া সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেই বৃহৎ অট্টালিকা চারিদিকে রুদ্ধ। উদ্যান অযত্নে পালিত। চারিদিকে ঘাস বন, সুন্দর লৌহ-রেইল নানাস্থানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সেই অট্টালিকার এক প্রান্ত দিয়া অমি তাহাকে ফলের উদ্যানে লইয়া আসিল। শীলা তাহাকে বলিল, "এখানে কেউ আসবে না তো?"

—"কেউ নেই দিদিভাই, কেবল দু'জন মালী থাকে, আর রাত্রে একজন চৌকিদার থাকে। আমি তাদের সকলকেই খুব জানি, তুমি এস না।" এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা নদীর ধারে আসিয়া পড়িল। সে-স্থানের কি সুন্দর শোভা! নদী সেইস্থান দিয়া বক্র হইয়া অন্য দিকে গিয়াছে। নদীর ধার বৃক্ষলতায় পূর্ণ। প্রকৃতি যেন আপনার মনোরম শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শীলা দেখিল, নিকটেই একটি বোট-হাউসে একখানি বোট রহিয়াছে। নদীর সেই শোভা দেখিয়া সে ধীরে ধীরে নদীর তীরে বসিয়া পড়িল। তাহাকে সেখানে বসিতে দেখিয়া অমি সুখী হইল না। তাহার ইচ্ছা বাগানে বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদিভাই, তুমি একটু বস, আমি কিছু ফুল তুলে আনি, আর ঐ পেয়ারা গাছ থেকে দুটো পেয়ারা পেড়ে আনি।"

—পরের জিনিস কেন নেবে?

—আমায় কিছু বলে না দিদিভাই। মালীরা আমায় খুব চেনে, তারা আমায় কত জিনিস দ্যায়।

—তারা দ্যায় সে অন্য কথা। না বলে নিলে চুরি করা হবে তা তো জান?

—আচ্ছা, আমি মালীর ঘরে গিয়ে মালীকে বলেই আন্‌চি। ঐ দেখ মালীদের ঘর দেখা যাচ্ছে।—এই বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

৪

শীলা সেই নদীর ধারে, জলের প্রতি অন্যমনে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে দেখিতে পায় নাই যে, তাহা হইতে কিয়দ্দূরে আর একজন লোক পুস্তক-হস্তে বসিয়াছিলেন। তিনি শীলাদের বহুদূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। শীলা আনমনে নদীর প্রতি চাহিয়াছিল; সে বুঝিতেও পারে নাই যে, তাহার নিকটেই একব্যক্তি তাহার প্রতি অপলক-নেত্রে চাহিয়া আছে। শীলার হৃদয় চিন্তায় শতছিন্ন হইতেছিল। এইপ্রকার জীবন সে কতদিন কাটাইবে! সে যেন কল্পনায় বর্ত্তমান জীবনের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় শুষ্ক পত্রে পদ-শব্দের মত শ্রুত হওয়ায় সে ফিরিয়া চাহিল। অমনি আর একজনের দুটি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। অপরিচিত ব্যক্তির সে-দৃষ্টিতে তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিল। লক্ষ্ণৌতে সে যখন ছিল, সে কখনো পর্দ্দার ভিতর থাকে নাই। পিতার বন্ধু-বান্ধব সকলের সম্মুখেই সে বাহির হইত ও অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিত। অদ্য এই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সহসা তাহার হৃদয়ে কে যেন লজ্জার ভার চাপাইয়া দিল! অপরিচিত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"ক্ষমা কোরবেন, আমি না-জেনে আপনার নির্জ্জনতা

ভঙ্গ করেছি।” শীলা কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল,—“আমরাই না-জেনে এ বাগানে এসেছি। অমিয় বলিল,—‘এ-বাগান জনশূন্য—কেউ থাকে না’, তাই এসেছি।”

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, “আমিও এখানে নূতন এসেছি, শুনলুম এ বাড়ীটি খুব সুন্দর, তাই দেখতে এসেছিলুম। আমি এই বাগানের শেষেই একটি ছোট বাড়ীতে এসে আছি। এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমিও সকলের অপরিচিত।”

শীলা বলিল, “আমিও তাই।”

—আমি রামলোচনবাবুর সহিত দেখা কোরবো, তাঁর বাড়ী কোথায় জানেন কি?

—জানি বই কি, তিনি আমার কাকা হন। এই বাটীর অপর পার্শ্বেই তাঁর বাটী। ওই যে অমিয়ও আসছে।

—ওটি বুঝি আপনার ভাই?

—আমার খুড়তুত ভাই।

অমিয় আসিয়া একদৃষ্টে অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, “তোমার নাম কি? তুমি কি এই বাগানে বেড়াতে ভালবাস?” অমিয় লুকাইয়া বাগানে আসে। আজ দিদিভাইয়ের সহিত আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে পড়ায় অতিশয় লজ্জিত হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, “আমি প্রায়ই আসি, মালীরা আমায় চেনে, আমায় বকে না। দিদিভাই কেবল আজ এসেছেন। তিনি কিছুতেই আসছিলেন না, আমি জোর করে নিয়ে এলুম। মা জানলে কত রাগ করবেন”।

—তোমার হাতে ও কি?

—কাগজের নৌকো, জলে ভাসাবো বলে মালীর ঘর থেকে করে এনেছি।

—আচ্ছা দৌড়ে ভাসিয়ে এসো, আমি এখান থেকে দেখছি।

অপরিচিত ব্যক্তির মুখে কেমন এক সুন্দর ভাব ছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া বালকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। তাহার দিদি-ভাইকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তবু সে জলে নৌকা ভাসাইতে গেল।

অপরিচিত ব্যক্তি শীলাকে বলিলেন, “আপনি এখানে নূতন এসেছেন। আপনার পিতার নাম কি?”

—আমার পিতা সম্প্রতি ইহলোক পরি-ত্যাগ করেছেন। তাঁর নাম অভয়াচরণ মিত্র, তিনি লক্ষ্ণৌতে বাস করতেন।

—আপনি লক্ষ্ণৌর অভয়াবাবুর কন্যা! তিনি কি সুন্দর বেহালা বাজাতেন! তাঁর বেহালা শুনে না-কেঁদে থাকা যেত না।

শীলা আগ্রহের সহিত বলিল, “আপনি আমার বাবাকে জানতেন?”

—খুব জানতুম, সে-বছর বম্বেতে আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলুম, তাঁর গান-বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

—আপনার নাম জানলে মনে করতে পারি যে, বাবা আপনার নাম কখনো বলেছেন কি না।

—আমার নাম সুপ্রকাশ রায়।

শীলা নিরুত্তরে রহিল।

—আপনি বোধ হয় তখন ইস্কুলে ছিলেন।

—তা হবে। এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরি-চিত। আমার বাবাকে আপনি জানতেন শুনে আনন্দিত হলুম।

—আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমি কাল কোনো বিশেষ কাজের জন্য রামলোচন-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো।

—আমি কি তাঁকে আপনার কথা বলবো?

—না তা আর বলবেন না, আমি নিজে গিয়েই যা-বলবার বলবো। ঐ যে অমিয় ফিরে আসছে।

অমিয় আসিয়া দিদিভাইয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "দিদিভাই চল বাড়ী যাবে।"

শীলা তাহার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয় দেখিয়া, সুপ্রকাশ নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আবার দেখা হবে।"

শীলা অমিয়র সহিত চলিয়া গেল। তাহারা বাটীর একপার্শ্ব দিয়া আসিয়াছিল। প্রাঙ্গণে যেই প্রবেশ করিল, অমনি বামুন ঠাকুর বলিল, —"কাঁহি যাইথিল? মা বড়া রিষা হউছন্তি। কো আড়র মেম মানে আসিলন্তি। দিদিরে খুঁজুছন্তি পরা। মুজানে এসব খোকা বাবুর খেল। কো আড়ে লুকি থিলে মু যে লুড়ি লুড়ি হয়রান হইগলি।" *

শীলা ইহার এক বর্ণও বুঝিল না, অমিয় শীলাকে বলিল,—"বামুন ঠাকুর বলছে কোন মেমেরা এসেছে। তোমায় দেখতে এসেছে বুঝি দিদিভাই? না হলে আমাদের বাড়ীতে তো মেম আসে না।"

শীলা তাহার সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখেই দুখানা ভগ্নপ্রায় চেয়ারে দুইজন সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী ও বধূ বা কন্যা বসিয়া আছেন। গৃহিণীর সাজসজ্জা বিধবার মত। শুভ্র বস্ত্র পরিধান, কিন্তু গায়ে জ্যাকেট আছে ও একখানি রেশমের চাদরে দেহ আচ্ছাদিত। বধূ বা কন্যা আধুনিক বেশ-ভূষায় সজ্জিতা, পায়ে জুতা-মোজা। সুন্দরী না হইলেও বেশ সুন্দর নম্র মুখ। শীলা সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। সে যেন এখন আর এ-প্রকার সমাজের লোকদের সহিত মিলিবার উপযুক্ত নহে। দুইদিন খুড়ীমার বাড়ী আসিয়া তাহার অন্য সমাজের সহিত যেন মধ্যে এক সমুদ্রের ব্যবধান আসিয়াছে! বর্ষীয়সী মহিলা মুগ্ধনেত্রে শীলার প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কেশরাশি খোলা রহিয়াছে। যেন শ্যামল পল্লবের মধ্যে গোলাপপুষ্পতুল্য মুখখানি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। বেশ-ভূষা কিছু নাই, তবু মুখের কি শ্রী! শীলার খুড়ীমা শীলাকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এঁরা যে অনেকক্ষণ এসেছেন। ইনি প্রভাতবাবুর মা, আর ইনি প্রভাতবাবুর স্ত্রী।" এই বলিয়া উভয়কে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। প্রভাতবাবুর মাতা শীলাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এস মা বস, তোমার নাম কি?"

—চারুশীলা, কিন্তু আমায় সবাই শীলা বলেই ডাকে।

প্রভাতবাবুর স্ত্রীর ডাকনাম বেলা। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হবে না মা, বেলা আর শীলা, আমাদের আর চারুতে কাজ নেই, কি বল?"

প্রভাতবাবুর মা হাসিয়া বলিলেন, "এখন চুপ কর বাছা, সে-সব কথা পরে হবে।" তারপর শীলার হাত ধরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,

---

* কোথায় গিয়াছিলে? মা রাগ করচেন। কোথাকার মেমেরা এসে দিদিকে খুঁজচে। আমি জানি এসব খোকাবাবুর খেলা। কোথায় লুকিয়েছিলে, আমি যে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হলাম।

"আপনার ভাসুরঝিকে কাল আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।" শীলা একবার খুড়ীমার ও একবার প্রভাতবাবুর মার প্রতি চাহিল।

গৃহিণী বলিলেন, "যাবে বই কি। আপনাদের বাড়ী আর যাবে না? নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবো। একথা আর দু'বার বলতে হবে কেন?"

বেলা বলিল, "কাল আমাদের বাড়ীতে একটা পার্টি আছে, অনেকেই আসবেন। শীলা, তোমার নিজের যা ভাল ড্রেস আছে, তাই পরে এসো। শুনেছি লক্ষ্ণৌতে তুমি আমাদের মতই থাকতে, তেমনি ভাবেই এসো। আর কাল দু'একটা গানের খাতা এনো। তোমার গানের খুব প্রশংসা শুনেছি।" শীলা তাঁহাদের এই ব্যবহারে আশ্চর্য্যও হইল, সুখীও হইল।

তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ বসিয়া কথাবার্ত্তার পর বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলেন এবং যাইবার সময় প্রভাতবাবুর মা পুনরায় শীলার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কাল তাহলে এসো মা।"

বেলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কাল শীগ্‌গির এসো ভাই, আমি তোমায় একটি জিনিস দেখাবো।" তাঁহারা প্রফুল্লমুখে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শীলার খুড়ীমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "পাপ কি এত সহজে বিদায় হবে?"

শীলা আপনার শয়নকক্ষে গিয়া বাঁচিল। সহসা তাহার স্মৃতি মন্থন করিয়া অপরিচিত ব্যক্তির মুখ তাহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিল! সে-মুখ যেন কত পরিচিত, কত আপনার! আবার কি দেখা হবে, কে জানে? তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল!

আর সেই অপরিচিত ব্যক্তি—যিনি সুপ্রকাশ নামে নিজের পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তৃণশয়নে শুইয়া ভাবিতেছেন, "আবার এ কি জটিল জালে পড়িলাম। কালই চলিয়া যাইব। এই একমুহূর্ত্তের দেখা, ইহাতেই চিত্ত এত চঞ্চল! কত দেশ ঘুরিলাম, বিলাত পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম, এমন সুন্দর মুখ তো কোথাও দেখি নাই! তা কেন? জগতে সুন্দর ঢের আছে, কিন্তু আমার চোখে বুঝি এমন সুন্দর আর কোথাও নাই! আর কি দেখিতে পাইব, কে জানে? রামলোচন-বাবু তো হিন্দু, তাঁর ভাই ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি এই কন্যাকে ঘরে রাখিয়াছেন। কাল সব জানিতে পারিব। যাইব, কি যাইব না? আচ্ছা গেলে যে ধরা দিতে হবে, তার অর্থ কি? গত জীবনের সকল কথা ভুলিয়া যাই, মুছিয়া ফেলি। আবার নূতন জীবনে নূতন খেলা আরম্ভ করি। আর গত জীবন? তাতে আমারই বা কি? ঐ যে নদীর স্রোত ভাসিয়া যাইতেছে ওকে যদি বলি ফিরিয়া যা, সে কি কখনো তা যাবে? আমার মনের ভাবের কি আর পরিবর্ত্তন হইবে? তা তো আর মনে হয় না। জগদীশ্বর, আমরা তোমার হাতের খেলার পুতুল, আমাদের লইয়া কি খেলা খেলাইবে তা তুমিই জান। যে-প্রাণ মরুভূমি ছিল, আবার কেন তাহাতে আশা-বারি সিঞ্চন করিতেছ? আবার কি তাহা ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ হইবে? যে-জীবন একইভাবে কাটাইব ভাবিয়াছিলাম, সে-জীবনে কেন আবার এই পরিবর্ত্তন!

সুপ্রকাশের মনে নানাভাবের আন্দোলন হইতে লাগিল।

৫

সন্ধ্যার পর রামলোচনবাবু গৃহে ফিরিয়া আসিবার পর গৃহিণী তাঁহাকে বলিলেন,"আজই যে মস্ত ল্যাণ্ডো হাঁকিয়ে প্রভাতবাবুর মা এসে শীলাকে দেখে গেলেন।" রামলোচনবাবু সাগ্রহে বলিলেন,"সত্যি নাকি, কি বললেন ?"

—এমন কিছু বলেন নি। কাল তাঁদের বাড়ীতে শীলাকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। আমাকেও যেতে বলছিলেন, আমি বলে দিলুম ও-সব আমা দ্বারা হবে না। কি গেরোই ঘটিয়েছ। এ বিপদ কেটে গেলে বাঁচি।

—তোমার আর কিসের গেরো। তোমার তো মেয়ে বিয়ে দেবার নেই যে, তোমার জাত যাবে। বেশ তো দাদার মেয়ের জমিদারের ঘরে বিয়ে হবে, আমাদের লোকসান কি? আরো ঢের লাভ হবে। আমাদের কিছু দিতে হবে না, উল্টে পাওনা হবে।

—ঐ যা বলেছ, না হলে আমি কি একদণ্ড ওকে বাড়ীতে রাখতুম। ম্লেচ্ছ খৃষ্টান কোথাকার, বুড়োধাড়ী মেয়ে করে রাখবেন, আর ভুগবো কি না আমরা।

—যাই বল, যাই কর, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। আমার তো ওর ওপর মায়া পড়েছে।

গৃহিণী উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি মায়ার শরীর গো, মরে যাই আর কি। তবে ও আসায় অমিয়টার একটু উপকার হয়েছে বোধ হয়। সে ছেলে আর নেই, দুষ্টুমির নাম নেই। কি-রকম বশ করে ফেলেছে, আশ্চর্য্যি!

—ছেলে যার বশ হয়, সে খুব ভাল লোকই হয়। বড়দের চেয়ে ছেলেরা মানুষ চেনে। তুমি দু'চার দিন চুপ করে থাক, এই সবে কাল এসেছে বইতো নয়। দেখ্‌বে একমাসের মধ্যে প্রভাতবাবুরা ওকে নিয়ে যাবেন।

—ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। হে মা কালী, উদ্ধার কর মা। বড় বিপদেই পড়েছি।

পরদিন প্রভাতে শীলা সেই নির্দ্দিষ্ট ছোট ঘরটিতে বসিয়া অমিয়কে পড়াইতেছিল। এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, সুপ্রকাশ আসিয়াছেন! রামলোচনবাবু উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায় কি চাই ?"

সুপ্রকাশ রামলোচনবাবুকে নমস্কার করিয়া, নিজের বক্ষের পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া রামলোচনবাবুর হাতে দিলেন। রামলোচনবাবু চসমা-সংযোগে নিম্নলিখিত পত্র পাঠ করিলেন,—

সবিনয় নিবেদন—

এই পত্রবাহক শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ রায়, আমার আত্মীয় ও বন্ধু। আমার কটকের বাটীর চাবি ইঁহার হাতে দিবেন এবং ইনি যাহা বলিবেন শুনিবেন। ইনি আমার কটকের জমিদারীও দেখিবেন এবং বাটীর জীর্ণ-সংস্কারও করিবেন। আমার এই পত্রের উত্তর দিতে হইলে কলিকাতার উকীলের ঠিকানায় দিবেন।

নিবেদক

এস, রায়।

চিঠির কাগজে ও খামে এস, রায়ের নামাঙ্কিত ছাপ। মিঃ এস, রায় কটকের একজন মস্ত জমিদার। বহু বৎসর হইতে

তিনি কটক আসেন নাই। কটকের বাহিরে নানাস্থানে তাঁর জমিদারী ও বাটী আছে। সম্প্রতি তাঁহার কটকের জমিদারীর ম্যানেজার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য রামলোচনবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। রামলোচনবাবু যে-বাড়ীতে বাস করেন, তাহাও ঐ জমিদারের বাড়ী; এবং যে-ইস্কুলে তিনি কাজ করেন, তাহাও ঐ জমিদারের। তিনি পত্র পড়িয়া সুপ্রকাশকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বসুন চাবি এনে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ সেই উন্মুক্ত দ্বারের নিকট গিয়া শীলাকে নমস্কার করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি বুঝি আপনার ছাত্র।"

শীলা লজ্জিত হইয়া বলিল, "হাঁ এ দু'দিন আমিই ওকে পড়াচ্ছি।"

অমি বলিল, "দেখুন আমি মোটে মুখস্থ করতে পারতুম না, দিদিভাই আসা অবধি কত শীঘ্র পারি।" এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল,

The boy stood on the burning deck,

ক্রমাগত এই লাইন বলিয়া যায়, আর দ্বিতীয় লাইন মনে করিতে পারিতেছিল না, দেখিয়া সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,

Whence all but he had fled.

অমি 'হয়েছে' বলে তার পরের লাইন বলিয়া গেল ও শেষে বলিল, "আপনার এত মনে আছে!"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি পড়া কর।" তারপর শীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি এখানে আর কাকেও জানেন না?"

—না কাল প্রভাতবাবুর মা এসেছিলেন, আজ আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন।

—কোন্ প্রভাতবাবু? প্রভাত বসু? যাঁর ভাই সুব্রত এবার ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন?

আমি তা জানি নে; আমায় কাকাবাবু বলে গেলেন, আমার মায়ের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ছিল; আর বাবাও আমায় বলে গেছেন যেন এঁদের বাড়ী যাওয়া-আসা করি।

এমন সময় রামলোচনবাবু আসিয়া বলিলেন, "এই নিন মশায় চাবি, ও আপনি বুঝি অমির পড়া দেখছেন!"

—কাল অমি ও তার দিদির সঙ্গে নদীর ধারে দেখা হয়েছিল, তাই পরিচয়ও হয়ে গেছে।

—শীলাকেও দেখেছেন? কই শীলা তো বাড়ী এসে কিছু বলে নি।

—এ আর কি বলবেন, ওঁর কি অত মনে আছে? তা আপনার ছেলেটি বেশ পড়ে, বেশ বুদ্ধিমান্ ছেলেটি, আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। কি বল অমি?

পুত্রের প্রশংসায় কোন্ পিতার হৃদয় না উল্লাসিত হয়। রামলোচনবাবু হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "শীলা আমার দাদার মেয়ে, দাদা ব্রাহ্ম ছিলেন।"

—আমি তাঁকে খুব জানতুম; কি সুকণ্ঠই তিনি ছিলেন। দুঃখের বিষয় সে-কণ্ঠ বাংলা দেশের কেউ শুনলে না।

রামলোচনবাবু আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "আপনি তা হলে দাদাকেও জানতেন! আপনার বাসা কোথায় হয়েছে? ও-বাড়ী তো আজ ক'বছর বন্ধ!"

—আমি নদীর ধারে ছোট বাংলোতে আছি; আমি ও-বাড়ী মেরামত কোরবো। মিঃ রায়

আমায় সেইজন্যই এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি খুব সম্ভব এই শীতকালেই আসবেন।

—মিঃ রায় আসবেন? আচ্ছা আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সুপ্রকাশ অমিকে বলিলেন, "তুমি ও-বাগানে যেয়ো, আমি এখন ওখানেই থাকবো, কিছু ভয় পেয়ো না।" তারপর শীলাকে নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। রামলোচনবাবু তাঁহাকে মিঃ রায়ের বিষয় দুচার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ উত্তর পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "যা জানতে চান, তাঁর উকীলের ঠিকানায় তাঁকে পত্রে জানাবেন। আমায় কয়েকটি কাজের ভার দিয়েছেন তাই আমি এসেছি।"

—না, এই ম্যানেজারিটার জন্য বলছিলুম, আমি তো দরখাস্ত কোরবোই, কিন্তু আপনি যদি একটু লেখেন তো বড় ভাল হয়।

"—আচ্ছা আমি তা লিখবো। এখন তবে আসি।" যাইবার সময় তাঁহার উৎসুক নয়ন আবার সেই ক্ষুদ্র কক্ষের দিকে পড়িল। কিন্তু শীলাকে দেখা গেল না, তিনি চলিয়া গেলেন।

রামলোচনবাবু অন্তঃপুরে গমন করিবার সময় শীলাকে বলিলেন, "সুপ্রকাশবাবুর সহিত দেখা হলে কথা বোলো, যদিও আমাদের সমাজে ওসব চলে না, কিন্তু তোমায় তো আমাদের মত রাখলে চলবে না; তবে বেশি মেলামেশা কারো সঙ্গে কোরো না। তোমরা কিভাবে মানুষ হয়েছ, আমি কিছুই জানি নে। যখন সকলকার সামনে বাহির হও, তখন কথা বলবে না কেন। এই তো প্রভাতবাবুর স্ত্রী খোলা গাড়ীতে ঘুরে বেড়ান। তবে আমাদের ঘরে ওসব পোষায় না।"

শীলা বলিল, "আমি এখানে সকলকার সঙ্গে কেন মিশবো? বাবা একলা ছিলেন, আর আমরা চিরকাল লক্ষ্ণৌতে ছিলুম, তাই সকলকার সঙ্গেই জানাশোনা ছিল। সুপ্রকাশবাবু কাল বলছিলেন, তিনি বাবাকে চিনতেন। তিনিই আগে কথা বললেন, তাই উত্তর দিলুম। আপনারা যেমনভাবে বলবেন আমি সেই ভাবেই থাকবো।"

—তোমার যাতে ভাল হয় আমি তাতেই সুখী হব। তুমি আমার দাদার মেয়ে, এত দিন তোমায় দেখি নি, মায়াও পড়ে নি। এখন তোমায় দেখে পর্যান্ত মনে হয়, তোমার ভাল হলেই সুখী হব। সুপ্রকাশবাবু যখন মিঃ রায়ের আত্মীয়, তখন ভাল লোকই হবেন। তাঁর সঙ্গে ভাল ভাব রাখাই ভাল। যখন একবার কথা বলেছ, তখন আর কথা বন্ধ করবে কি করে? তা ছাড়া তোমাকে এখন ঐ-সব দলেই মিশতে হবে।

তাহার পর তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় দুইজন চাকর তত্ত্ব লইয়া আসিয়া উপস্থিত। অমি তাহাদের লইয়া ভিতরে গেল। শীলা উপরে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল।

প্রভাতবাবুর মা মাছ-তরকারি ও ফল পাঠাইয়াছেন। রামলোচনবাবু ও গৃহিণী তাহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কাঁচা মাছ-তরকারি বা ফলে তো দোষ নাই; সেগুলি রাখিয়া চাকরদের কিছু বখশিস দিয়া বিদায় করিলেন। তাহারা যাইবার সময় বলিয়া গেল, ঠিক ৩টার সময় গাড়ী আসিবে।

শীলা তিনটার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইল। একখানি শুভ্র রেশমের বস্ত্র পরিধান করিল,

ও সামান্য অলঙ্কারে সজ্জিত হইল। সে জানিত না যে, তাহার জন্য সেখানে কত আয়োজন হইতেছে। এমন সময় অমি আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়ী আসিয়াছে, অমির হাতে কয়েকটি ফুল ছিল। সে বলিল, "দিদিভাই আমি সুপ্রকাশবাবুর বাগানে গিয়েছিলুম, কি সুন্দর ফুল এনেছি দেখ। আমি সুপ্রকাশ বাবুকে বল্লুম, 'দিদিভাইকে ফুল দেবো পেড়ে দিন।' যে উঁচু গাছ, আমার হাত গেল না। সুপ্রকাশবাবু খুব ভাল। আমায় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লুম, 'তুমি এখনি প্রভাতবাবুর বাড়ীতে যাবে।' "

শীলা লজ্জিতভাবে ফুলকয়টি লইল ও একটি পিন দিয়া অঞ্চলে সংলগ্ন করিল। তার পর অমির সহিত নীচে নামিয়া গিয়া খুড়ীমার নিকটে দাঁড়াইল। গৃহিণী যদিও তাহার সেই বেশ-ভূষায় খুসী হইলেন না, কিন্তু তাহার প্রতি প্রশংসার দৃষ্টিতে না চাহিয়াও থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "বেশ হয়েচে, ঈশ্বর করুন, যেন সব ভাল হয়।"

শীলা দেখিল তাহার জন্য ল্যাণ্ডো গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। উপরে ঢাকা আছে, কিন্তু দুই পার্শ্বের দেরাজ মুক্ত। সে গাড়ীতে আরোহণ করিবামাত্র গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। একবার সে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে গেল; দেখিল, সেই বৃহৎ অট্টালিকার গেটের সম্মুখেই সুপ্রকাশবাবু দাঁড়াইয়া আছেন! একবার চকিতের মত তাঁহার দৃষ্টির সহিত শীলার দৃষ্টি মিলিত হইল। তাহার চক্ষে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশিত হইল। শীলা স্থির হইতে-না-হইতে গাড়ী বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

১

আজি মান অপমান হউক সমান,
যশঃ, অপযশ তুল,
স্নেহ, অনাদর বিভব, অভাব
কাটুক মোহের ভুল।

২

আজি ধূলির মতন কর অবনত
সবারি চরণতলে,
সব মলিনতা ভাসাইয়া দাও
অর্পিত নয়ন-জলে।

৩

আজি রবির মতন উজল আভায়
দাঁড়াও জীবন-পথে,
হৃদয়-বাহির হোক্ আলোকিত
তাহারি আলোক মতে।

৪

আজি করগো বিকাশ জীবন মুকুল
ও-পদ পূজার তরে,
বিফল জনম হউক সফল
তাহারি আশীষ-বরে।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

প্রলয়।

নীল গগন-গর্ভে সৌরজগৎ যত,
মিশাইবে মহাশূন্যে কল্পান্ত কালের মত।
বাতাস বহিবে নাকো, জ্যোতিঃ নির্ব্বাসিত হবে,
নিবিড় আঁধার মাঝে চরাচর ডুবে রবে।
এ বিশ্ব ডুবিয়া যাবে অনন্ত শূন্যের কোলে,
কেবল একটি শব্দ রহিবে সে শূন্যতলে।
ওঁকার-ধ্বনিতে বিশ্ব স্পন্দিত হইবে শুধু,
তোমার রচিত বিশ্বে তুমি একা রবে প্রভু।

শ্রীমতী কল্পনা দেবী।

নববর্ষ।

এস নববর্ষ লয়ে সুখহর্ষ নবীন আশার জ্যোতি।
বিষাদ বেদন পুরাতন স্মৃতি করি দূরে অপসৃতি ॥
নবীন বাসনা নবীন সাধনা লভি সিদ্ধ মনোরথে।
প্রতিজন-চিত্ত করি প্রফুল্লিত তব আগমনী-গীতে ॥
হের গো প্রকৃতি করিছে আরতি গম্ভীর মেঘ-মন্দ্রণে।
শুভ শঙ্খরবে সহকার-শাখা দোলাইয়ে মৃদু পবনে ॥
পূত অশ্রুজল পাদ্য নিরমল নীহার-কণিকা-ছলে।
সুরভি কুসুমে সাজাইয়া অর্ঘ্য নব নব দূর্ব্বাদলে ॥
চাঁপা নাগেশ্বর গন্ধরাজ-গন্ধে মধুপ-গুঞ্জনে মাতিয়া।
পিক কুহুরব বিহগের তানে জয় জয় রবে ভরিয়া ॥
দিগঙ্গনা-সনে ফুল-আভরণে উজ্জ্বল-মধুর বেশে।
নির্জন বিপিনে তব আবাহনে মহা সাধনার আশে ॥
মালতীর মালা পূজা-উপহার অর্পিতে চরণ-তলে।
কায়-মন-সহ পুষ্পাস্তৃত পথে প্রেমের মোহন বলে ॥
মুগ্ধ মানসে ভক্তি-প্রীতি-রসে গাহিয়া মঙ্গল গীতি।
অনুদিন-ক্ষণ বয় নিগমন তব সুকল্যাণ মূর্ত্তি ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে হৈম সিংহাসনে আকুল আহ্বান-ভরে।
তন্ময়তা প্রাণে সুগভীর ধ্যানে আশাপথ চাহে ধীরে ॥
স্ফুট মল্লিকার লাজ বরিষণ ধরিয়া অক্ষয় শিরে।
এস গো এবার সারা বরষের নিখিলের তাপ হরে।
নিসর্গের খেলা না করিয়া হেলা এ বিপুল আয়োজন।
না করিয়া ব্যর্থ প্রকৃতি-বালার রক্ষা কর নিমন্ত্রণ ॥

শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস।

পেশীমণ্ডল।

জীবদেহে পেশীগুলি গতিশক্তি-বিধায়ক যন্ত্র। তাহাদিগের আকার ও সংখ্যা শরীরকে সুন্দর এবং সুঠাম করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে পেশীগুলি অস্থির চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত এবং তাহারা তত্তৎ স্থানের রক্ষা করিয়া থাকে। কোনো কোনো গ্রন্থিস্থানের ইহারাই প্রধান রক্ষক। দেহের যে সকল স্থানে রন্ধ্র আছে পেশীনিচয় তন্মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাদের আচ্ছাদনীরূপে অবস্থিত আছে; চাপ দিলে তাহারা অবনত হয় এবং ছাড়িয়া দিলে তাহারা স্বীয় অবস্থায় আগমন করে।

পেশীনিচয় মাংস বই আর কিছুই নহে। উহারা দেখিতে লালবর্ণ। উহাদিগের মধ্যে যেটি যেরূপ ক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আকৃতিও তদনুরূপ গঠিত। তাহারা সমান্তরাল সূত্রাকারে সৃষ্ট, পাশাপাশি অবস্থিত এবং সৌত্রিক বিধানের বুনন দ্বারা একত্র রক্ষিত। আবার প্রান্তদেশে পৈশীক তন্তুরও অন্ত হইয়াছে। তাহার কোষময় গঠন প্রান্তদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়া মাংসপেশী-বন্ধনীরূপে পেশীটিকে অস্থির উপর সংলগ্ন রাখিয়াছে।

বন্ধনীগুলি প্রশস্ত পেশীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত। পেশীতন্তুর বিন্যাসও বন্ধনীনিচয়ের সম্বন্ধে আসিয়া বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। কোথাও তাহারা লম্বালম্বিভাবে বন্ধনীর মধ্য দিয়া প্রত্যেক প্রান্তে আসিয়া শেষ হইয়াছে। কোথাও তাহারা পাখার ন্যায় বন্ধনীর কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিয়াছে। কোথাও ইহারা পালকের ন্যায় বন্ধনীর একদিকে এবং কোথাও বা উভয় পার্শ্বে অবস্থিত।

পেশীনিচয় দেখিতে বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট পুলিন্দার ন্যায়। তাহারা অবশ্য আচ্ছাদনী দ্বারা আবদ্ধ। প্রত্যেক পুলিন্দা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুদ্বারা গঠিত। প্রত্যেক পেশী এবং প্রত্যেক বন্ধনীতে ধমনী, শিরা, শ্লেষক নাড়ী, স্পর্শচেতন এবং পরিচালক স্নায়ু আছে। মানবশরীরে পেশীর সংখ্যা চারিশতেরও অধিক। ইহাদিগের প্রত্যেকের নাম লিখিবার আবশ্যক নাই।

পেশীর তন্তুনিচয় সঙ্কোচনের কার্য্য করিয়া থাকে। উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং উত্তেজনা অপসৃত হইলে তাহারা শিথিল হইয়া পড়ে। যে সকল পেশীর উত্তেজনায় হস্ত উত্তোলিত হয়, তাহাতে যদি আমরা মানসিক বল প্রয়োগ করি, তবেই হস্ত উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমরা মানসিক শক্তি আহরণ করি, সেই মুহূর্ত্তে সুদৃঢ় পেশীনিচয় শিথিল হইয়া পড়ে। শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়ায় আমরা পেশীনিচয়ের সঙ্কোচন উপলব্ধি করিতে পারি। মনে কর আমাদিগকে কনুই বক্র করিতে হইবে। মাংসপেশীবন্ধনীর এক-প্রান্ত স্কন্ধাস্থিতে সংলগ্ন আছে এবং ইহা এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্রিয়া করিয়া থাকে। অপর প্রান্তের মাংসপেশীবন্ধনী হস্তের উপরার্দ্ধের অস্থির সহিত সংযুক্ত। যখন মাংসপেশীর উদর সঙ্কুচিত হইল, তখন দুইটি প্রান্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের সন্নিকটে আসিল। ফলে কনুইয়ের সন্ধিস্থান বক্র হইল। এই নিয়মে প্রত্যেক সন্ধিস্থানের গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। যখন

মাংসপেশীর তন্তুনিচয় সঙ্কুচিত হয়, তখন সঙ্কুচিত স্থান—যাহাকে আমরা পূর্ব্বে উদর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কঠিন হইয়া পড়ে। পেশীর সঙ্কোচন হয় বলিয়াই আমরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে সক্ষম হই। ইহা দ্বারা কৃষক কৃষিকার্য্য, কর্ম্মকার হাতুড়িচালনা, গ্রন্থকার লেখনীসঞ্চালন, শিকারী শিকারের অনুসরণ, বক্তা বক্তৃতা, [illegible] বাদ্যবিনোদন এবং নর্ত্তকী নর্ত্তনকালে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়। কেবল যে অঙ্গচালনাই পেশীর সঙ্কোচনের উপর নির্ভর করে তাহা নহে; জৈবিক শক্তির যে-কোনো ক্রিয়া হউক না কেন ইহা দ্বারা সম্পাদিত হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শোণিত সঞ্চারণ, পাকাশয়িক আন্ত্রিক এবং মানসিক ক্রিয়ানিচয় সকলই পেশীর উপর নির্ভর করে। মনও যে পেশীর অধীন তাহা মূর্চ্ছিতাবস্থায় বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। যদিও মূর্চ্ছা [illegible] চতুষ্পার্শ্বে কি হইতেছে রোগী তাহা জানিতে পারে, কিন্তু তথাপি সে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

যখন জীবনের সুখ, স্বাস্থ্য, আনন্দ এবং কার্য্যতৎপরতার সহিত পেশীর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন কি নিয়মে তাহারা নিয়মিত এবং কি করিলে তাহারা সুস্থ এবং কার্য্যক্ষম থাকে, তাহা জ্ঞাত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

স্বভাবের নিয়ম এই যে, যখন কোনো পেশী ঘন-ঘন ক্রিয়া করে, তখন তাহার তন্তু মোটা, সুদৃঢ় এবং বিপুল বিক্রমের সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি পেশী সামান্যমাত্র কার্য্য করে, তবে তাহার আকার এবং শক্তির খর্ব্বতা হইয়া থাকে। অতএব স্মরণ রাখা উচিত, যদি মানবের পরিচ্ছদ কোনোরূপে বক্ষের পেশী এবং মেরুদণ্ডের অপ্রতিহত ক্রিয়াকে বাধা দেয়, তবে পেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন ইহাদ্বারা যে কেবলমাত্র ফুস্ফুসের উপযুক্ত বিস্তারে বাধা পায় তাহা নহে, বরং মেরুদণ্ড-ধারণকারী পেশীর দৌর্ব্বল্য সম্পাদিত হইয়া শরীরকে বক্র করিয়া ফেলে, সুতরাং রোগ সৃষ্টি [illegible]।

কেন যে ক্রিয়াদ্বারা পেশীর আকৃতি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার কারণ এই যে, দৈনিক শোণিত শরীরের প্রত্যেক অংশে ক্রিয়াস্থলে আনীত হইয়া থাকে। ইহার বৈপরীত্যে যখন কোনো অঙ্গে পর্য্যাপ্ত শোণিতের সরবরাহ হয় না, তখন তাহা দুর্ব্বল এবং ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। নিম্নে একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। একজন নেহাই-প্রস্তুতকারকের হস্ত দেখিবে কেমন বৃহৎ ও সুদৃঢ়, কিন্তু তুমি যদি তোমার হস্তকে বন্ধনী দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, তবে দেখিবে তাহা কিরূপ ক্ষুদ্র ও কোমল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির রক্তবাহী নাড়ীর ক্রিয়া কেমন প্রবল আছে। কিন্তু তোমার তাহা কিরূপ দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ-ক্রিয় হইয়া গিয়াছে তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে।

অতএব যখনই শরীরে [illegible] অপকারিতা বোধ করিবে, তখনই [illegible] স্মরণ করিবে। ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর যে নিয়মদ্বারা অস্থি এবং পেশীর ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়াছেন, তৎপালন [illegible] হইবে।

যে-ব্যায়াম-দ্বারা অধিকাংশ [illegible] ক্রিয়াশীল হয়, তাহাই উত্তম ব্যায়াম জানিবে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

জন্মদিনে।

হাসিমুখে ওই এসেছে আবার
লইয়ে নবীন ডালি,
নবীন কিরণ নবীন ধারায়
পরাণে আনন্দ ঢালি'।
নবীন গাথায় দিয়াছে ভাবিয়া
হৃদয় অঙ্গন মোর
নবীন আশার মধুর নেশায়
নিশাটি হয়েছে ভোর।
উষার কিরণ উঠেছে রাঙিয়ে
গগনে পূরব-দ্বার,
পুলকে গাহিছে মধুর প্রভাতী
মুছিয়ে আঁধার তার।
ধূপ-গন্ধ ধূমে হয়ে ভরপূর
হের গো এ ভবন।
আনন্দ-আলোকে উজলিছে ভাতি
পূর্ণ নয়ন-মন।
করযোড়ে মাগি দেবতা-চরণে
প্রসাদ তোমার শিরে।
বরিষ বরিষ আশীর্ব্বাদ রাশি
শুভ জন্মদিন পরে॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

মরণ।

একিরে মরণ?
এযে মৃত্যু-পরপারে অনন্ত জীবন
বিবর্জ্জিত-ব্যাধিভয়, যেন আজি মৃত্যুঞ্জয়
লভিয়া পরমপদ শুদ্ধ নিরঞ্জন।
এ নহে মরণ!
কেবলে মরণ?
মৃত্যু কি কখনো পারে ঘুচাতে বন্ধন?
সংসারের দুঃখ যত, আজি তার পদানত,
চিরতরে নির্ব্বাপিত বাসনা-ইন্ধন!
নহে এ মরণ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বিবিধ তত্ত্ব।

নেংটে ইন্দুরগুলি পিপারমেণ্টের গন্ধ সহিতে পারে না। যেখানে নেংটে ইন্দুর ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইস্থানে একটু পিপারমেণ্ট রাখিলে তাহারা পলাইয়া যায়।

চিমনী ফাটা নিবারণ করিবার বেশ উপায় আছে। এককড়া ঠাণ্ডা জলে চিমনী ডুবাইয়া কড়া আগুনের উপর রাখ। যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন আস্তে আস্তে আগুনের তেজ কমাইয়া দাও। যখন জল ঠাণ্ডা হইবে, তখন চিমনী বাঁহির করিয়া তাহা ব্যবহার কর।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা— সর্পাঘাতের

চিকিৎসা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অদ্যাপি সাহস করিয়া এমন কথা বলা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কলাগাছের রসে সাপের বিষ নষ্ট হয়। সর্পদষ্ট রোগীকে কলাগাছের রস পান করাইলে সে আরোগ্য লাভ করে। 'টাইম্‌স্ অব্ সিলোন' পত্রে প্রকাশ,—সম্প্রতি কলম্বো নগরে এই চিকিৎসার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মিষ্টার অবিসিকিয়ার বহু চিকিৎসকাদির সম্মুখে একটি কুকুরের কাছে একটি গোক্ষুরা সাপ ছাড়িয়া দেন। সাপটি কুকুরটিকে পুনঃ পুনঃ দংশন করে। কুকুর যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে ও অল্পক্ষণ মধ্যেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন কলাগাছ হইতে সদ্য রস বাহির করিয়া কুকুরটিকে পান করাইয়া দেওয়া হয়। একপেয়ালা রস পানের পর কুকুরটি সবল হইতে থাকে ও অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সাপের কামড়ে প্রতিবৎসর বহু লোকের মৃত্যু হয়—বিষধর সর্পবিনাশে সরকারী পুরস্কার দানের ব্যবস্থাও আছে। এই নূতন ঔষধের পরীক্ষা সরকারী হাসপাতাল প্রভৃতিতে হইলে ভাল হয়।

ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম নিবাস —কাশ্মীরের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর্য্যগণের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাসস্থান সম্বন্ধে যে-সমুদায় গবেষণা এবং নূতন তথ্য-লাভ করিয়াছেন, তাহা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর ৭ই এপ্রিল তারিখের বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সভায় আমাদের গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্ম সমুদায় নিম্নে প্রদান করিলাম ;—

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষকে আর্য্যজাতি বলে। তাঁহারা অন্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই আর্য্যজাতি হইতে বেবিলোনীয়ান, ইজিপ্সিয়ান্, এজিয়ান্ এবং হিব্রুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পোণ্টাস্ এবং আর্ম্মেণিয়াতে আর্য্যগণ বাস করিতেন। চীনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং উল্লিখিত জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ কেহ আর্য্যদের সঙ্গেই একই স্থানে বসবাস করিতেন।

পোণ্টাস্, আর্ম্মেণীয়া ও এসিয়ামাইনরের বিভিন্ন স্থান হইতে আর্য্যেরা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বেদ এবং অপরাপর ঐতিহাসিক ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে যে-সমুদায় স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহা এবং ঐ সমুদায় অঞ্চলেরই বিবিধ স্থানের নাম ক্রীট্। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিকগণ অনেকস্থলেই আদিম বাসভূমির নানাস্থানের নামের দ্বারাই তাঁহাদের নূতন দেশের নানাস্থানের নামকরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ আর্য্যগণও যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তাঁহাদের পরিত্যক্ত মাতৃভূমির স্থানসমূহের নামের দ্বারাই ভারতের নানাস্থানের নামকরণ করিলেন। ঠিক্ এই কারণেই বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে-সমুদায় স্থানের নাম এবং তাহাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ দেশ ভারতবর্ষের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বেদ রচিত হইবার সুদীর্ঘ কাল পরে, কেবল তাহাই নহে ;—মহাভারতের

যুদ্ধ এবং রামায়ণের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বহুকাল পরে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, হস্তিনা বর্ত্তমান মীরাটের সন্নিহিত কোনো স্থানে ছিল, এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ত্তমান নাম দিল্লী। ভারতবর্ষের লোকের বিশ্বাস অযোধ্যা হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থান-সমূহেই মহাভারত, রামায়ণাদি বর্ণিত কাহিনী-সকল ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুগণ জাভা ও বালিদ্বীপে হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করার কালেও পুরাতন নামের দ্বারাই নূতন দেশের স্থানসমূহের নাম রাখিয়াছিলেন এবং তদ্দেশবাসিগণের ধ্রুব বিশ্বাস যে, মহাভারত ও রামায়ণের ইতিহাস-লীলা তাহাদের দেশেই অভিনীত হইয়াছিল। ভারতবাসীদের ন্যায় তাহারাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বুদ্ধের অভ্যুদয়ের অল্প দিন পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যসমাগম হইয়াছিল এবং এই সময়ের পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যগণের অবস্থিতির কি পুরাতত্ত্ব কি শিলালিপিসংক্রান্ত কোনোরূপ প্রমাণই পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগে ভারতবাসিগণ পশ্চিম-এসিয়ার অধিবাসীদিগের নামের মতন নাম গ্রহণ করিতেন। আড়ারকালাম নামে একজন ঋষি ছিলেন। অথচ ঠিক এই নামেরই একজন প্রাচীন বেবিলোনিয়ান রাজার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

ফিনিসিয়ানেরা এবং ক্রিভি ও পঞ্চাগণ একবংশ-সম্ভূত। কাশীগণ এবং কেসাইটীগণ একজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কোসানেরা কাশীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; কোশীয়গণ আবার কসাইট্‌দের আত্মীয়; এদিকে আবার কোশীয়গণের সহিত কাশীদের আত্মীয়তা আছে।

আফ্‌গান ও কাশ্মীরীদের সহিত হিব্রুদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; এবং তাহারা যে একই বংশজাত সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই আফগান ও কাশ্মীরীগণ কৃষ্ণসাগর ও কর্স প্রদেশ হইতে আসিয়াছে।

বাঙালীদের কতক কৃষ্ণসাগর এবং কর্স প্রদেশ হইতে আসিয়াছে; আর কতক সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে এবং খুব সম্ভবতঃ তাহারা ফোয়েনিশিয়ানদের জাতভাই।

যে সমুদায় জাতি ককেসিয়ায়, পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে এবং এসিয়াটিক তুরস্কে বাস করিত, ভারতবর্ষের গুজ্জর ও আভীরগণও তাহাদেরই বংশজাত।

ভারতের দ্রাবিড়গণ কোলচিস এবং তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে এ দেশে আসিয়াছে।

বেদে যে দাসাওদের কথা লিখিত আছে, তাহারা আর্য্যদের ন্যায় অন্যদেশের লোক এবং তাহাদের বাসস্থান ককেসিয়ায় ও এসিয়ামাইনরে ছিল। ইহাদের মধ্যে অনাস নামে এক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়; এতাবৎকাল নাসিকাহীন লোক বলিয়াই তাহাদিগকে ঠিক করা হইয়াছিল। কিন্তু খুব সম্ভব বেবিলোনিয়াতে যে অনাসদের কথা আছে, ইহারা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ এই যে, আর্ম্মেনীয়ার উত্তরে অনাস নামক স্থানে উহাদের কোনো উপনিবেশ ছিল।

সুমেরিয়ান্ ভাষা যে উপাদানে গঠিত,

বেদের ভাষা এবং আর্য্যভাষাসমূহও সেই সমুদায় উপাদানেই গঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে বালক-বীরগণ।—গত বৎসর ৫০ হাজার বয়স্কাউট ইংলণ্ডের সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জন্মভূমির সেবা করিয়াছে। বর্ত্তমান মহাসমর স্কাউটদের সেবার ক্ষেত্রের প্রসার বাড়াইয়া দিয়াছে। স্কাউটরা টেলিফোন ও রেলওয়ে-সেতু রক্ষা করিতেছে, রাজপথের প্রহরীর কার্য্য এবং ডাক বন্টনের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। যুদ্ধের নানাবিধ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্কাউটদের দ্বারা একটি বিশেষ দল গঠিত হইয়াছে। যে-স্কাউট প্রত্যহ তিন ঘণ্টা হিসাবে ২৮ দিন স্কাউটের কার্য্য করিয়াছে, তাহারই সামরিক দলে প্রবেশের অধিকার হইয়াছে। ১৬ হাজারের অধিক পুরাতন স্কাউট ও স্কাউট মাষ্টার সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে।

স্কাউটদলের প্রতিষ্ঠাতা লেফ্টেনাণ্ট জেনারেল সার ররাট বেডেন পাউয়েল বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের স্কাউট-কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

সংবাদ।

১। গত বর্ষে বঙ্গদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৯৫টি বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮,২৬৮। এই সকল বিদ্যালয়ে ১৩৭,৯১১টি শিক্ষার্থিনী বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।

২। গত "কেম্ব্রিজ সিনিয়র লোক্যাল" পরীক্ষায় "হাবলুল মাতিন" নামক সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের কন্যা বেগম সুলতান নাম্নী এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বালিকা কখনো ইস্কুলে যায় নাই; গৃহে বসিয়াই ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, পাটীগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল, শারীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু ও পারসী ভাষাতেও বালিকার অধিকার যথেষ্ট আছে। মুসলমান-বালিকাদিগের মধ্যে এই বালিকাই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

৩। কলিকাতাবাসী মুসলমান মহিলাগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনার্থ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মুসলমান-মহিলাগণের এক সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মৌলবী আবদুল করিম মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমিতির প্রধান নায়িকা মিসেস মৌলবী আবদুল করিম, মিসেস মাহবুব আলি এবং মিসেস্ সামসুল উলাম কতলুদ্দীন, প্রিন্সেস আফসর জহান বেগম প্রভৃতি সহকারী সভাপতি ও মিসেস চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল এই সমিতির সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪। লেডী কারমাইকেল মহোদয়া শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে ইংলণ্ডে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে গমন করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি ৬ই এপ্রিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

৫। পার্লামেণ্টের লর্ড-সভা ১৯১৫ সালের ভারতীয় আইনের সংশোধন করিয়া এই বিধি করিয়াছেন যে, ভারতের যে কোনো রাজ্যের রাজা ও প্রজাকে ভারতবাসীর প্রাপ্য যে কোনো পদে নিযুক্ত করা হইবে।

৬। মান্দ্রাজের পোর্টট্রাষ্টের চেয়ারম্যান তথাকার "মান্দ্রাজ মেইল" কাগজে নবাবিষ্কৃত একখানি বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটা ৪০।৫০ সের ওজনের ঘণ্টাপ্রাপ্তি-সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধমূর্ত্তিটি পিত্তল-নির্ম্মিত, উহার আকৃতি ব্রহ্মদেশীয়। কূপ-খনন-কালে সহসা এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

পান্থশালা।

পথিক! চলিছ কোথা কত দূরে কোন্ দেশে,
কেন বা দাঁড়ালে হেথা, অধরে মধুর হেসে?
একি পান্থ! একি ভ্রম! মহাপান্থ-শালে আসি
যেতে হ'বে কাজ সেরে, তাহা ভুলে আছ বসি?
এসেছ দু'দিন যদি, পথিক! পথিক সনে
দণ্ড দুই কাটাইয়ো পরিচয়-আলাপনে।
কোরোনাক অত্যাচার, অবিচার, রেষারেষি,
উভয়ে পথিক, আর কেহ নহে পরদেশী।
এক আসে, আর যায়, ইহাই বিধির লীলা,
সংসার কিছুই নহে, এ যে ভাই পান্থশালা।

কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে যখন যেরূপ কাগজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে পত্রিকা ছাপিতে হইতেছে। গ্রাহকগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।—কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ১৯ নং আণ্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বাদসাহী জরদা।

আপনারা কি বাদসাহী জরদা ব্যবহার করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? বহুমূল্য মৃগনাভি ও নানা প্রকার মসলা দ্বারা ইহা প্রস্তুত। ইহা পানের সহিত খাইলে মুখের সৌগন্ধে দিগন্ত মাতাইয়া তুলে। প্রতি শিশি।০ আনা, ডজন ২॥০ টাকা; ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র। মুক্তি জরদা—প্রতি সের ১৬৲, ১২৲, ৮৲, ৬৲, ৪৲। পাইকারি দর স্বতন্ত্র।

দি বেনারস টোব্যাকো ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং,
ব্রাঞ্চ আফিস ১৫৮নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণ্ডল ফ্লুট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ড-মাষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহুপ্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টী সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩ অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু দিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই।

১। অদৃষ্ট লিপি।

ইহাতে অদৃষ্ট লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী

অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানা ভাবের, নানা রসের বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল।

ভগবৎ-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক।

৫। অশোকা—কবিতা পুস্তক।

৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক পত্রিকায় প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহের উপহার।

যদ্যপি বিবাহে নববধূকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন, খাঁটী গি'ন-স্বর্ণের জড়োয়া-লঙ্কারের জন্য মণিলাল কোম্পানীর দোকানে আসুন। এরূপ অল্প মূল্যে খাঁটী গিণি-স্বর্ণের অলঙ্কার কোন স্থানে পাইবেন না। উপরি-উক্ত গহনাগুলির চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেকটী ২৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে।

প্রাপ্তিস্থান—

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্, ৪০নং গরাণহাটা—চিৎপুর রোড্,
কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ এড্রেস—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭০৪।

বিজ্ঞাপিতরূপে কার্য্য না করিলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

মেস্ মেরিজম্ আংটি।

এই আশ্চর্য্য মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন আংটি বহু পরিশ্রম সহকারে ও মূল্যবান জিনিষ দ্বারা বিস্ময়কর চুম্বকশক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন ধাতুতে প্রস্তুত। এই অদ্ভুত আংটি ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। ইহা দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। এই আংটি দ্বারা মৃত অথবা জীবিতের সহিত সাক্ষাৎ, অবতার প্রভৃতি দর্শন এক হাজার মাইল দূরের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া, লুক্কায়িত ধন, রোগীর অবস্থা, হারান দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করা, গুপ্ত প্রশ্ন সমূহের উত্তর পাওয়া এবং এই প্রকার আরও হাজার হাজার অদ্ভুত ব্যাপার মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্পন্ন হয়।

মূল্য—১৷৷০ টাকা। ব্যবস্থা পার্শেলের সঙ্গে পাঠান হয়।

ঠিকানা—ম্যানেজার ম্যাজিকেল কোম্প্যানী ১৩ নং ঝান্সি।

লণ্ডন হইতে ডাক্তার এস্, পি, শ্রীবাস্তব লিখিয়াছেন "আমি উপযুক্ত সময়ে মেস্ মেরিজম্ আংটি পাইয়াছি এবং আপনি যেরূপ কহিয়াছিলেন ইহাতে সমস্ত গুণ দেখিয়াছি। আমি আমার অনেক বন্ধু বান্ধবের নিকট ইহার কথা বলিয়াছি এবং তাঁহারা আমাকে ইহার অর্ডার দিতে লিখিয়াছেন।"

এই আশ্চর্য্যজনক আংটির সহায়তায় আমরা গবর্ণর জেনেরালের ভবিষ্যতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে তজ্জন্য গবর্ণর বাহাদুর আমাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এখনই সচেষ্ট হউন! এখন না লইলে আর হইবে না।

বাদসাহী জরদা।

আপনারা কি বাদসাহী জরদা ব্যবহার করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? বহুমূল্য মৃগনাভি ও নানা প্রকার মসলা দ্বারা ইহা প্রস্তুত। ইহা পানের সহিত খাইলে মুখের সৌগন্ধে দিগন্ত মাতাইয়া তুলে। প্রতি শিশি।০ আনা, ডজন ২৷৷০ টাকা; ভিঃ, পিঃ স্বতন্ত্র। মুস্কি জরদা প্রতি সের—১৬৲, ১২৲, ৮৲, ৬৲, ৪৲। পাইকারি স্বতন্ত্র।

দি বেনারস টোব্যাকো ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং,

ব্রাঞ্চ আফিস ১৫৮ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পোষ্যপুত্র। (দ্বিতীয় সংস্করণ)

অপূর্ব্ব সুন্দর উপন্যাস। ভাবে ভাষায় অত্যুজ্জ্বল, চরিত্র চিত্রে মনোরম, উপাখ্যানে অভিনব। বাঙ্গালী গৃহের নিখুঁত ছবি। মূল্য ১।০।

বাগদত্তা।

উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে নূতন অক্ষরে ছাপা। সমালোচকগণ কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংশিত। ৪৫৯ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ। মূল্য ১৷৷০।

জ্যোতিঃহারা।

অভিনব উপন্যাস। উৎকৃষ্ট সিল্ক বাঁধাই। মূল্য ১৷৷০।

চিত্রদীপ।

ছোট গল্পের বই—উত্তম বাঁধাই। মূল্য ১৲।

মন্ত্রশক্তি। (উপন্যাস।)

Her latest book "Mantra-Sakti" fully maintains her reputation as a writer of the highest class of fiction—fiction that will live and move the hearts of men and women. The plot is thin, but the study of the characters of Ambar and Bani clearly shews that she is a psychologist of a very high order. Blessed be her pen. (*Amrita Bazar Patrika.*)

সুন্দর কাগজে পরিষ্কার তক্‌তকে ছাপা। দুইখানি মনোহর রঙ্গিন ছবি দ্বারা ভূষিত। বাঁধাই মূল্য ১৷৷০

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)। নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) ... ৷৶০।

কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট ... ৸০

সিল্ক বাঁধাই ... ... ১৲।

ঠিকানা—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,

১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চশমা।

সঞ্জীবনী বলেন যে, "অনেকেই আমাদিগকে ভাল পেবলের চসমা কোথায় বিক্রয় হয় জিজ্ঞাসা করেন। আমরা রায় মিত্র কোংকেই বিশেষরূপে জানি। তাঁহাদের কথাও যা, কাজও তাই। সুতরাং ভাল চসমা খরিদ করিতে হইলে উক্ত বিশ্বাসযোগ্য কোংকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।"

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স এবং দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান এবং কোনরূপ চশমা ব্যবহার করেন কি না, লিখিলে ভিঃ পিতে চশমা পাঠান হয়। দরকার হইলে ১০৲ টাকা ডিপজিট রাখিয়া চক্ষু-পরীক্ষার যন্ত্রও পাঠান হয়। সচিত্র মূল্য-তালিকা চাহিলেই ডাকে প্রেরিত হয়।

রায় মিত্র এণ্ড কোং,

৯৮ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রাঞ্চ দোকান—পটুয়াটুলী, ঢাকা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

কলিকাতা পাথুরেঘাটার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেট-বেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত হয় ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সাত দিনে নিশ্চয় আরোগ্য।

জ্বরামৃত ৩০ বটী ১৲

নূতন, পুরাতন, বিকার, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কুইনাইনে আটকান, মজ্জাগত দুঃসাধ্য জটিল জ্বর নাশক।

তিন মাসে নির্দোষ আরোগ্য।

মহাভ্র ৭ বটী ১৲

শ্বাস, কাশ, রাজযক্ষ্মা, রক্তক্ষয়, হৃৎপীড়া, পাণ্ডু, তদানুষঙ্গিক জীর্ণজ্বর, গ্রহণী, ক্রিমি, অর্শ, দুষ্টরক্ত, বাতরক্ত ও বাতনাশক।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
১৭ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলেই গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১।৶০; তিন শিশির মূল্য ২।০, ভি পিতে ২৸৶০।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদজনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সালসা সেবন মাত্রই শরীরে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৶০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে। মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর। যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পুরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা, ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা।

জার্ম্মেনীর পরাজয়

বার্ত্তা আতঙ্ক নিগ্রহ করে। রোগীর নিকট নীরোগ হইবার বার্ত্তা জীবনীশক্তি প্রদান করে। অতএব নীরোগ হইবার মন্ত্র গ্রহণ করুন।—

আতঙ্ক-নিগ্রহ-বটিকা

সেবন করুন। ইহা সেবনে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মেহ, স্মৃতিনাশ প্রভৃতি রোগ দূর হয় এবং শরীর নীরোগ, সুস্থ এবং সবল হয়। সর্ব্বরোগহর ভারতীয় উদ্ভিজ্জে ইহা প্রস্তুত। ৩২ বটিকার এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী,

হোমিওপেথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

(১) বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভা-বাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্ম্মমিটার, ষ্টীথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধাদরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে, মূল্য ৸৵০—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতি সরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 634. June, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৪ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জুন, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

রাজা রামমোহন।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে কটক ব্রাহ্মসমাজে পঠিত)

বসন্তের সমাগমে নূতন পত্র বিকশিত হইয়া উঠে এবং শীত আসিলে তাহা ঝরিয়া যায়। জগতের নিয়মই এই—আজ যাহা আছে, কাল তাহা থাকে না। মানবও জন্মগ্রহণ করে, আবার মৃত্যুর ডাক আসিলেই চলিয়া যায়। ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে এমন দিনে সাগর-পারে সাগরাম্বরা ব্রিটানীয়ায় এক-জনের জন্য মৃত্যুর ডাক আসিয়াছিল। আজ তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য ও তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার নিমিত্ত আমরা সকলে এই স্থলে সমবেত হইয়াছি। এই স্মরণে শোক নাই, কর্ম্মী তাঁহার কর্ম্মাবসানে চলিয়া গিয়াছেন; তাই এই শ্রাদ্ধবাসরে দুঃখ করিবার কিছুই নাই; আনন্দ করিবার এই আছে যে, তাঁহার মত মহৎ হৃদয়কে আমরা আমাদিগের মধ্যে পাইয়াছিলাম; গর্ব্ব করিবার এই আছে যে, তিনি আমাদিগের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; গৌরব অনুভব করিবার এই আছে যে, আমাদিগের দেশের এবং সেই-জন্যই আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়াছি।

রাজা রামমোহনের জীবন বৈচিত্র্যময় এবং কর্ম্মবহুল ছিল। তাঁহার ৫৮ বৎসর জীবিতকালের মধ্যে তিনি যত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যত দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা তথনকার দিনে আশ্চর্য্য-প্রকার শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক। সকলের

অপেক্ষা বিস্ময়কর এই যে, পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে তিনি আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই অল্প-বয়সে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি সংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ ও তিব্বত-গমন এই সময়েই ঘটে। পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ভারতের নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের আচার ব্যবহার পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিব্বত দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহা কি অল্প শক্তির পরিচায়ক ? যে শক্তি এই অল্প বয়সে তাঁহাকে হিমগিরি লঙ্ঘন করিতে সাহস দিয়াছিল, সেই শক্তিই তাঁহাকে হিমগিরির অপেক্ষাও বিশাল, তাহার পুঞ্জীকৃত তুষাররাশির অপেক্ষাও কষ্টদায়ক কুসংস্কাররাশির বাধা ঠেলিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সত্য যাহা, সনাতন যাহা, তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কি বৃহৎ, কি অদম্য সেই শক্তি, যাহা শিলাবৎ কঠিন আচার-নিয়মের আবর্জ্জনার স্তূপরাশির মধ্যে লুক্কায়িত, অন্তর্হিতপ্রায় শিবসুন্দরকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—The body is the index of the soul. রামমোহনের সম্বন্ধে এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সুগঠিত ও দীর্ঘায়ত দেহ তাঁহার উন্নত মন ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচায়ক ছিল। তাঁহার বহিরাকৃতি যেমন সুন্দর, যেমন তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন ছিল, তাঁহার হৃদয়ও তেমনই সুন্দর, তেমনই তেজস্বী ছিল। রাজা রামমোহন শরীরে ও মনে 'রাজা' নামের উপযুক্তই ছিলেন। রাজা তিনি লোকের মনের উপর আধিপত্যে, রাজা তিনি চরিত্রের বলে, মনের দৃঢ়তায়, ভালবাসার গভীরতায়, করুণার বিশালতায়। মানবমনের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ খুব অল্প-লোকের মধ্যেই দেখা যায়। তাই অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহাকে রাজার রাজা, দেশাতীত এবং কালাতীত বলিয়া গিয়াছেন। আজ সেই দেশাতীত, কালাতীত রাজাকে আমরা দেশের মধ্যে, কালের মধ্যে টানিয়া আনিয়া নমস্কার করি।

পিতৃকুলের বিষয়বুদ্ধি ও নীতিকুশলতা এবং মাতৃকুলের জ্ঞানস্পৃহা, নিষ্ঠা ও তেজ একত্র সম্মিলিত হইয়া রামমোহনের মধ্যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত বিষয়বুদ্ধি ও নীতিকুশলতা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চপদ ও রাজসম্মান আনিয়া দিয়াছিল, স্বদেশের এবং স্বজাতির বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার শক্তি দিয়াছিল। দেশের উন্নতি-সাধনের নিমিত্তই রাজনীতি-কুশল সুদক্ষ রাম-মোহনের সাগরপারে যাত্রা। সে যাত্রার ফলে ভারতের মুকুট-মণি খসিয়া পড়িয়াছিল, ভারত তাহার অঞ্চলের নিধি, হিতৈষী পুত্রকে হারাইয়াছিল।

মাতৃকুলের জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে বহুভাষাবিৎ ও বহুশাস্ত্রবিৎ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা শুধু তাঁহাকে জ্ঞানবান্ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই জ্ঞান অপরের মধ্যে বিলাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায়, অপরের প্রাণে এই স্পৃহা জাগাইয়া তুলিবার বাসনায় তাঁহার চিত্তকে অধীর করিয়া

তুলিয়াছিল; দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহাকে উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছিল, রাজশক্তির সহায় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার তেজ তাঁহাকে সকল প্রকার বাধা ঠেলিয়া সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়া সত্যের মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার নিষ্ঠা পবিত্র যাহা তাহা হইতে সকল প্রকার অমঙ্গল ও অপবিত্রতাকে দূর করিবার, এবং তাঁহার নিজ-শুচিতার মধ্যে তাঁহাকে শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক রাখিবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা দিয়াছিল।

তেজে তিনি কুলিশ-কঠোর, কিন্তু করুণায় তিনি কুসুম-কোমল ছিলেন। তাই দেশবাসীর জন্য তাঁহার হৃদয় অজস্র মঙ্গল-কর্ম্মধারায় গলিয়া পড়িয়াছিল, এবং তাই নিগৃহীতা, দুঃখতাপিতা স্বদেশবাসিনীর জন্য তাঁহার রমণী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ-চিত্তে স্নেহ-করুণার বন্যা ছাটিয়াছিল। রমণীজাতির দুঃখ দূর করিবেন, তাহাদিগের মঙ্গলসাধন করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তিনি অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। তাই তাহাদিগেরই একজন আমি আজ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি, তাঁহাকে নমস্কার করি। আমরা যে তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন এই মনে করিয়া গৌরব অনুভব করি এবং কৃতজ্ঞতানম্র চিত্ত লইয়া তাঁহার উদ্দেশে শির নত করি। তাঁহাকে নমস্কার করি।

আজ সেই তিব্বতদেশীয় রমণীগণকেও এই সঙ্গে নমস্কার করি, যাহাদিগের সস্নেহ ব্যবহার, যাঁহাদিগের করুণ-দৃষ্টি ও নিপুণ সেবা রামমোহনের বৃহৎ চিত্তে রমণীগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাহাদিগের দুঃখনিরাকরণের জন্য বিপুল বাসনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ধন্য তোমরা, তিব্বত-রমণি! মাতৃত্বের বিকাশ ও মূর্ত্তি; ধন্য তোমাদের স্নেহ ও সেবা! যে তোমরা তোমাদিগের কার্য্য দ্বারা ভারতের এবং জগতের এত বড় ও এত সুন্দর মঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছ।

সমাজ-শাসনের নিষ্পীড়ন ও অত্যাচার হইতে রমণীকুলকে রক্ষা করিবার জন্য রামমোহন নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতিকে হীনাবস্থায় কেবলমাত্র ক্রীড়নক করিয়া রাখিবার জন্য সমাজ যত প্রকার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গুলির বিরুদ্ধেই তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার লেখনীমুখে অগ্নিময়ী ভাষার স্রোত ছুটিয়া সকল অন্যায় বিধিকেই দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু এক সতীদাহ নিবারণ ব্যতীত অপরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ দেখিয়া যাওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

স্ত্রী পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে মনে ভাবিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারে যত্নবান্ হয়েন। কামনা অপেক্ষা নিবৃত্তি শ্রেয়স্কর, জ্ঞান-দান দ্বারা স্ত্রীলোককে এই শিক্ষা দিয়া তাহাকে সহমরণরূপ আত্মহননের পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের নির্ম্মল জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পরে ফলবতী হইয়াছিল, অন্তে তাঁহার এই

কার্য্যভার আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার ইচ্ছাকে সফল করিয়াছেন, আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহাদিগকে আমরা স্মরণ করি, নমস্কার করি।

নিপুণ কারিকরের হাতে হীরক যেমন সুন্দররূপে কর্ত্তিত হইয়া চতুর্দ্দিকের আলোক-রশ্মি আপনার সকল মুখ দিয়া গ্রহণ করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া, বিচিত্র ও শোভন ভাবে বিচ্ছুরণ করে, সেইরূপ রামমোহনের হাতে তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা এরূপ মার্জ্জিত হইয়াছিল যে, উহা অর্জ্জিত শিক্ষাকে চরিত্রের তেজ ও নিষ্ঠার দ্বারা মণ্ডিত করিয়া শোভন ও সুন্দর ভাবে বহির্জগতে ছড়াইয়া দিয়াছিল।

আজ রাজনীতিবিদ্ যিনি, তিনি তাঁহাকে আদর্শ রাখিয়া আপন পথে চলিতেছেন, তাঁহারই পথানুবর্ত্তন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হইতেছেন। সাহিত্যিক যিনি, তিনি আজ তাঁহাকে আপনার অগ্রগামী ও বঙ্গসাহিত্যের প্রধান হিতৈষী ও সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতেছেন; সমাজ-সংস্কারক যিনি, তিনিও তাঁহাকেই নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছেন, তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে যে গোখেল ও গান্ধি জন্মিতেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে যে অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইতেছে, বিজ্ঞানমঞ্চে যে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র দাঁড়াইতেছেন, সমাজসংস্কারের পথে যে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার জন্য আজ ধন্যবাদ দাও সেই রাজা রামমোহনকে; তাঁহাকে নমস্কার কর।

আজ যে ভাই ভগিনী হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছ, দেশের জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ফেলিবার জন্য, আজ যে স্বদেশের দুর্দ্দশা মোচন করিয়া কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে পারিতেছ, আজ যে উপনিষদের ঋষিদিগের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্, আদিত্য-বর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের বন্দনাগান গাহিতে পারিতেছ, তাহার জন্য নতশির হইয়া কৃতজ্ঞ-চিত্তে তাঁহাকে নমস্কার কর।

দুঃখ করিবার কিছু নাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখ করিবার আছে, তিনি গিয়াছেন বলিয়া নহে, তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহারই মত সহস্র জীবন গড়িয়া উঠিবার অভাবে। ভারত তাহার মুকুটমণি হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার আশা ছিল, এবং আছে যে, এক মণির স্থলে তাহার মুকুটে শত মণি শোভা পাইবে। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তাই বলি, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃতকর্ম্মের যশে দীপ্তিমান্ হও, জননীর গৌরব বর্দ্ধন কর, দেশ এখনও অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারে আচ্ছন্ন; দাঁড়াও, হে সুধী, জ্ঞানের আলোক-হস্তে দাঁড়াও, দেশের এ অন্ধকার দূর কর, তাহার দুর্গতি মোচন কর। ধর্ম্ম ও সমাজ এখনও সংস্কারের প্রতীক্ষা করিতেছে, এস সংস্কারক, দুর্গম, বন্ধুর পথ বাহিয়া চলিয়া এস, কষ্টকর শ্রম দ্বারা জঞ্জাল সরাইয়া সত্য ও ন্যায়ের আসন প্রতিষ্ঠা কর। শোন তোমরা, হে কর্ম্মী, শোন তোমরা, অতীত হইতে রামমোহনের

কণ্ঠশব্দ বাজিয়া উঠিতেছে "স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নিশ্চেষ্ট বা অলস থাকিও না।"

আজ শ্রাদ্ধবাসরে নববল লাভ কর ভাই, পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া সত্য যাহা, শিব যাহা, তাহাকে প্রতিষ্ঠা কবিবার ক্ষমতা লাভ কর। মনস্বিতা ও নিষ্ঠায় দীক্ষালাভ কর, ধ্রুবকে, কল্যাণকে আপন গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর।

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬

শীলা যখন মিঃ বসুর বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন সে দেখিল সেখানে কয়েকখানি গাড়ী বহিয়াছে। গাড়ী যখন গাডী-বাবান্দায় থামিল, তখন প্রভাতচন্দ্রের স্ত্রী বেলা দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শীলাব হাত ধবিয়া সাদবে বলিলেন—

"এস ভাই, এত দেরি হল যে?"

শীলা লজ্জিত হইয়া বলিল "কই আমি ত বেশী দেবি করি নাই, গাড়ী গেলেই এসেছি।"

বেলা "এসো একেবাবে ড্রইং রুমে যাই, সেখানে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, মিস্ স্মিথ ও আব কযেকজন আছেন। মিসেস ব্যানার্জ্জি আমাদের বহুদিনের পবিচিত, আমাদের আপনার লোকেব মত। আমবা তাঁকে মাসীমা বলে ডাকি" বলিতে বলিতে ড্রইং রুমে প্রবেশ কবিলেন। শীলা দেখিল গৃহসজ্জায় গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দিতেছে। সকল দ্রব্যই মহামূল্য ও সুন্দররূপে সজ্জিত। বারান্দায় সারি সারি বিলাতী তমাল বৃক্ষ বিলাতী চিনা মাটির টবে সজ্জিত। ড্রইং রুমের দ্রব্যাদিও যথাস্থানে সজ্জিত। মহামূল্য কার্পেট, এক পার্শ্বে বৃহৎ পিয়ানো। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি অটোম্যানে একজন বর্ষীয়সী মহিলা শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একজন যুবার সহিত কথা কহিতেছেন। অন্যান্য আসনে সমবেত পুরুষ ও মহিলা বসিয়া কথোপকথন কবিতেছেন। শীলাকে সঙ্গে লইয়া বেলা অগ্রসব হইয়া যুবককে লক্ষ্য কবিয়া বলিলেন—"এই যে ছোট বাবু, এদিকে দেখ"।

যুবক বিস্মিতভাবে শীলার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বেলা। শীলাব প্রতি "মিস মিত্র শীলা, আমার দেওর সুব্রত।" শীলা তাঁহাকে নমস্কাব করিল। সুব্রতও সম্ভ্রমেব সহিত মস্তক নত কবিয়া সম্মুখেব আসন অগ্রসর করিয়া দিলেন। বেলা পুনবায় বলিলেন—"মিসেস ব্যানার্জ্জি—মিস মিত্র"—

মিসেস ব্যানার্জ্জি হাসিয়া শীলাকে পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল আছ ত মা?" শীলা ভাল করিয়া তাঁহাব মুখের দিকে চাহিল, তাঁহার দিকে চাহিতেই তাহার প্রাণে যেন ভরসা হইল। এতদিন পরে তাহার মনে হইল যে, সে ইঁহাকে বিশ্বাস

করিতে পারিবে; ইঁহার নিকট যথার্থ সহানুভূতি পাইবে। সে তাঁহার নিকট বসিয়া মনে করিল যেন আপনার লোকের আশ্রয় পাইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তুমি কটকে কতদিন এসেছ? আমি একবার লক্ষ্ণৌতে গিয়া তোমাদের বাটীতে দুদিন ছিলাম। তখন তোমার মা ছিলেন, তুমি ছোট্ট মেয়েটি ছিলে।" শীলার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। অত লোকের মধ্যে একজনও যে তার বাবা ও মাকে চেনেন ইহা মনে করিয়া সে এত সুখী হইল যে, তাহার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল—"আমি আজ চার দিন হল এসেছি। বাবা আমায় ছেড়ে সম্প্রতি পরলোক চলে গেছেন"—আর বলিতে পারিল না। অত লোকের সম্মুখে অতি কষ্টে সে মনকে সংযত করিল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি "আমি শুনলাম তোমার কাকা হিন্দু। তোমার তা'হলে সেখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়। আচ্ছা তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে থেকো। আমি একলাই আছি। মহানদীর ধারেই আমার বাড়ী। আমিও বড় একেলা। আমার মেয়েটিও ইহলোক ছেড়ে চলে গেছে। একটি নাতনীর বিয়ে হয়েছে, সে তার স্বামীর কাছে সিমলায় আছে। অন্যটি আমার জামাইয়ের কাছে আছে। তুমি এই শনিবারে আমার বাড়ীতে যেও। বেলা যাবে, সুব্রতও যাবে। এই যে সুব্রত! তুমি ওধারে কেন। এসে মিস্ মিত্রের সঙ্গে কথা কওনা, আর আমরা কেন?" বলিয়া সুব্রতর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। সুব্রতর মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় গৃহমধ্যে আরও কয়েক জন মহিলা আসিলেন। তন্মধ্যে দুই জন ইংরাজ মহিলাও ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া সকলকার সহিত সম্ভাষণ করিয়া যে যেখানে পাইলেন বসিয়া পড়িলেন। প্রভাতচন্দ্রের মাতা আসিয়া সকলকে মিষ্টবাক্যে সমাদর করিলেন। যেখানে দুজন ইংরাজ মহিলা ছিলেন, সেখানে গিয়া বলিলেন "আপ্ আচ্ছা হায়!"

তিনি ইংরাজী না জানিলেও ইংরাজ-মহিলাদের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন। ইংরাজ-মহিলারাও তাঁহার প্রসন্নমুখে ও সুমিষ্ট কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি তাহা-দিগকে নিজের হাতের মিষ্টান্ন, চন্দ্রপুলী, লেডিকেনি, সরের বড়া ইত্যাদি খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। একটী ইংরাজ মহিলা স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপ আচ্ছা আচ্ছা হায়? আপকো বহু কাঁহা?"

প্রভাত চন্দ্রের মা "বেলা এ দিকে এস ত মা! মিসেস্ লরি তোমায় ডাক্‌ছেন।" এই বলিয়া তিনি শীলার কাছে গিয়া শীলার খুড়ী-মার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিসেস্ লরি বেলাকে বলিলেন "How do you do, Mrs. Bose?"

বেলা মৃদু কণ্ঠে—"Quite well, thanks."

বেলা সবে ইংরাজী কহিতে শিখিতেছেন। সকলকার সম্মুখে ইংরাজীতে কথা বলায় তাঁর ভারি লজ্জা। স্বামী বা দেবরের সম্মুখে কিছুতেই ইংরাজীতে কথা বলেন না। এদিকে

প্রভাতচন্দ্র চাহেন, যে বেলা খুব ইংরাজীতে কথা বলে। এমন সময় মিসেস্ লরির দৃষ্টি শীলার প্রতি পড়িল। তিনি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"By Jove, what a beauty! Who is she, Mrs. Bose? Please do introduce me to her."

মিসেস্ লরিকে লইয়া বেলা শীলার নিকট গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন।

"মিসেস লরি, মিস্ মিত্র শীলা"

মিসেস্ লরি।"Shilla, it is an English name. Very sweet name. Is she a new commer, any relation of you?"

বেলা নিরুত্তর, কারণ শীলার সম্মুখে ইংরাজী বলিতে লজ্জা। তাহা দেখিয়া শীলা একটু হাসিয়া উত্তর দিল "Yes, I am a new commer. No relation of her. A new aquaintance. I have seen her only yesterday".

মিসেস্ লরি শীলার সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত রহিলেন। সুব্রত নিকটে দাঁড়াইয়া শীলার ইংরাজীতে কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই প্রথম দর্শনেই শীলার রূপে-গুণে তিনি বিমোহিত হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে স্থির জানিলেন যে, শীলা তাঁহারই হইবে। এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এত সম্মান, শীলা কি তাঁহার হইবে না?

এমন সময় বেহারা ট্রেতে করিয়া পেয়েলায় চা আনিল, রৌপ্য পাত্রে দুগ্ধ চিনি। অন্য এক বেহারা অন্য একখানি ট্রেতে নানাপ্রকার কাঁচের ও রৌপ্য পাত্রে নানাবিধ দেশী ও বিলাতী মিষ্টান্ন লইয়া আসিল। প্রভাতচন্দ্র, সুব্রত ও বেলা সকলকে আহারীয় দ্রব্যাদি দেওয়াইতে লাগিলেন। প্রভাতচন্দ্রের জননী সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন ও বেলাকে বলিলেন, "বেলা সব খাবার ঠিক করে দাওত মা। চিঁড়ে ভাজা ভুলো না, মিসেস্ লরি চিঁড়ে ভাজা খুব ভালবাসেন। এদিকে তোমার মাসীমাকে দাও। ঘরের খাবার গুলা যে কেউ নিলেন না। দাও তুমি পাতে তুলে দাও। এত কষ্ট করে কল্লাম, কেউ না খেলে হবে কেন? মিস স্মিথকে ওই কচুরিখানা দাওত।"

মিস স্মিথ মিশনারী মেম, তিনি বলিলেন "Excuse me please, let me have a plain Biscuit."

সুব্রত আনিয়া দিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "Thanks, that will do; এবং শীলাকে দেখাইয়া বলিলেন I shall be obliged if you kindly introduce me to her after tea. She has got such a sweet face. I like to know her, who is she?

চা পান শেষ হইলে সুব্রত তাঁহাকে লইয়া শীলার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিস্ স্মিথ বলিলেন "I hope to come and call on you soon. Please let me know when it will suit you?"

শীলা চমকিত হইয়া উঠিল। সেই বাড়ীতে সে যে ভাবে থাকে, কাহারো সহিত দেখা করা সেখানে সুবিধার নয়। সে বুঝাইয়া দিল পরে সংবাদ দিয়া দিন স্থির করিবে।

তারপর চারিদিকে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। অবশেষে মেয়েরা বেলাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিল। বেলা ধীরে ধীরে গিয়া শীলাকে বলিলেন "আজ ভাই তুমি গাও। আমি মোটে ভাল গাহিতে জানি না, অল্প অল্প শিখ্ছি।" শীলা বুঝিতে পারিল না কি করিবে, পিতার মৃত্যুর পর সে বাজনায় হাত দেয় নাই। অথচ বাজনা স্পর্শ করিবার ইচ্ছাও হইতেছে। বাল্যকাল হইতে সে গান বাজনার মধ্যেই প্রতিপালিত। গাহিতে বা বাজাইতে তার লজ্জা নাই। সে ভাবিতেছিল কি করিবে। এমন সময় সুব্রত আসিয়া অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"আপনি অনুগ্রহ করে একটি গান শোনাইবেন আসুন।" সে উঠিয়া তাঁহার সহিত বাজনার কাছে গেল। কয়েকখানি গানের বই বাজনার উপরে ছিল, সে দু'এক খান বই লইয়া দেখিল। তারপর বই রাখিয়া দিয়া বাজনায় হাত দিল। তাহার হস্তের স্পর্শে বাজনা যেন পুলকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিল, সে আপনার মনে বই না দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বাজাইয়া গেল। সকলেই বুঝিল কি সুন্দর স্পর্শ, কি মধুর বাজাইবার ক্ষমতা। সে ধীরে ধীরে গাহিল, ক্রমে তাহার কণ্ঠ সঙ্কোচ ভুলিয়া আপনার মনে উঠিতে নামিতে লাগিল, শ্রোতারা বিমুগ্ধ হইয়া শুনিল।—

"সাথে সাথে থাক তুমি নিখিল নির্ভর
দিবসের আলো নিভে যায়,
চারিদিকে অন্ধকার হয় গাঢ়তর,
থাক তুমি ঘিরিয়া আমায়।

দীনবন্ধু তুমি বিনা কে দেখিবে আর,
কে দিবে তাপিতে শান্তি সুধা সান্ত্বনার।

মানব-জীবন ক্ষুদ্র দুদিনে ফুরায়
ক্ষুদ্র ঢেউ নদীতে যেমন,
পৃথিবীর খেলা ধুলা ধূলিতে মিশায়,
হর্ষ জ্যোতি বিষাদে মগন।
আজ যাহা আছে কাল শুষ্ক ধূলিসার,
হে অনন্ত থাক নিত্য অন্তরে আমার।

চাহি না বারেক দৃষ্টি, সান্ত্বনার বাণী
থাক সদা হৃদয় আসনে,
ভক্তের হৃদয়ে যথা দিবস রজনী
থাকিতে তেমনি সর্ব্বক্ষণে।
চির-পরিচিত প্রিয়, অসীম মহান্,
নহে ক্ষণতরে, এসো পূর্ণ কর প্রাণ।

এসনা দেখাতে ভয় হে রাজা আমার,
এস মোর জুড়াও হৃদয়।
তোমার শান্তির স্পর্শ, সুধা সান্ত্বনার
জুড়াইবে ক্ষত সমুদয়।
হও মোর দুঃখে দুঃখী দোষ ক্ষমা করি,
পতিতপাবন এস পতিতে উদ্ধারি।

আমি চাই সর্ব্বকাজে সকল সময়ে,
তুমি জেগো হৃদয়-কমলে,
পাপ প্রলোভনে আসে ছলিতে হৃদয়ে
তাহে যেন হৃদয় না টলে।
তুমি হও ধ্রুবতারা পথ দেখাইয়া,
আলো ও আঁধারে থাক জুড়াও এ হিয়া।

নাহি শত্রু হেন কেহ যারে করি ভয়
তুমি যদি কর আশীর্ব্বাদ,
দুঃখে আর নাহি ব্যথা অশ্রু ব্যথাময়
নহে, যদি থাক সাথে সাথ।

মরণে নাহিক ভয়, আর কারে ভয়,
হইব বিজয়ী লয়ে ও-নাম অভয়।
নিশি দিন থাক জেগে নয়নে আমার,
স্বপনে বা ঘুমে জাগরণে,
ঢালো জ্যোতি আলো করি ঘন অন্ধকার,
লও টানি উর্দ্ধে ও গগনে।
ধরণীর কালো ছায়া স্বর্গ সুপ্রভাতে,
যাবে দূরে যদি তুমি থাক সাথে সাথে।

গানটি যেন বাজনার সুরে সুরে কাঁদিয়া গেল। তার করুণ সুর সকলকার প্রাণ স্পর্শ করিল। গান শেষ হইল, তখন গৃহ নিস্তব্ধতা-পূর্ণ। সুব্রত কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, "আপনি কি সুন্দর গান করেন।"

শীলা বলিল, "আমার বাবা আরো ভাল গাহিতেন, তাঁর কাছেই আমার শেখা।"

গানটি সুদীর্ঘ বলিয়া আর কেহ গাহিতে অনুরোধ করিল না। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সেদিনকার মত সকলেই বিদায় লইতে উঠিলেন এবং উপস্থিত প্রায় সকল মহিলাই শীলাকে বলিলেন "আবার কবে দেখা হবে?"

মিসেস রবি যাইবার সময় বেলাকে বলিয়া গেলেন "Please bring her some day." মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "আমিত ঐ পথে যাইতেছি, আমি বাড়ী যাবার সময় শীলাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।" যাইবার সময় প্রভাতচন্দ্রের মা বলিলেন—

"আমি আবার শীঘ্রই আনিব, এবার সকাল হতে এসে থাকতে হবে। সুব্রত তাহাদিগকে গাড়ী পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন ও বলিলেন—"আমি কাল সকালে আপনার কাকার সহিত দেখা করতে যাব। আশা করি, আপনার সহিতও দেখা হবে।" শীলা বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সে মিসেস ব্যানার্জ্জির সহিত গৃহাভিমুখে ফিরিল। নামাইবার সময় মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন—

"আমি কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ীতে আসব। তোমার খুড়ীমার সঙ্গে আলাপ হবে। তোমায় শনিবারে নিয়ে যাব, শনিবারে গাড়ী পাঠাব, নিশ্চয়ই যেও।" শীলা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নামিয়া পড়িল।

সে যখন ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার কাকা আহারে বসিয়াছেন। তাহার খুড়ীমা বলিলেন—

"এত রাত হল যে? ভাত খাবে কখন?"

শীলা। "আজ আমি আর খাব না, রাত হয়ে গেছে। আমায় মিসেস ব্যানার্জ্জি এসে রেখে গেলেন, কাল তিনি আসবেন বলে গেছেন।"

তাহার খুড়ীমার বক্ষের রক্ত তপ্ত হইয়াছিল, কিছু বলিলেন না। রামলোচন বাবু খাইতে খাইতে একবার মাথা তুলিয়া বলিলেন—

"সকলকার সঙ্গে আলাপ হল? সব লোক কেমন?"

শীলা। "বেশ ভালইত মনে হয়। এক দিনে কি করে জানব বলুন। আমার সঙ্গেতো সকলেই বেশ ভাল ব্যবহার করলেন।"

তাঁহারা নীরবে থাকিলেন দেখিয়া শীলা ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। তাহার মনে হইল এই তার বাসগৃহ, সে যেন বন্দী হইয়া রহিয়াছে। তাহার পিতা তাহাকে এত ভাল-বাসিতেন, তবে কেন তাহাকে এমন স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। একটি মায়ার

কথা নাই, একটু স্নেহের ভাব নাই। সে নীরবে আপনার ঘরে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে অমিয় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"দিদিভাই, এত দেরি? আজ আমি সারাক্ষণ সুপ্রকাশ বাবুর সহিত খেলা করেছি, তিনি কি ভাল। আজ আমায় এই ছবির বই দিয়েছেন দেখ।" এই বলিয়া একখানি সুন্দর ছবির বই বাহির করিল।

শীলা হাসিয়া বলিল "তোমার সঙ্গে তাহলে খুব ভাব হয়েছে।"

অমিয়। "কি সুন্দর ওবাড়ীর ঘরগুলি দিদিভাই, মাঝের হল সুধু শাদা পাথরের, এখানে বোধ হয় এমন বাড়ী কারো নাই, আর একটা ঘর ত ছবিতে ভরা, কত বই যে কি বল্ব; দিদিভাই, কাল আমরা আবার নদীর তীরে যাব, তুমি যাবে?"

শীলা। "তা কি করে হবে, সুপ্রকাশ বাবু আছেন।"

অমিয়। "তিনি ত আমায় বলেছেন, তুমি যদি এস, তোমায় বোটে করে একটু বেড়িয়ে আনব। আমি বল্লাম যে দিদিভাইকে নিয়ে আস্ব। তিনি বল্লেন, তা'হলে খুব ভাল হবে। বেশ ত দিদিভাই দুপুর বেলা যাব, কেমন।"

শীলা। "না তা হবে না, কাকা রাগ কর্ব্বেন, তবে নদীর ধারে যাওত আমি না হয় একবার যাব।"

অমিয়। "সেই ভাল; তুমি বসে থেক, আমরা নদীতে বেড়াব। সুপ্রকাশ বাবু কত গল্প জানেন, কত কত দেশের গল্প বল্লেন, তিনি বিলাত বেড়িয়ে এসেছেন তা জান?"

শীলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "সত্যি, কিন্তু তিনি ত সাদা সিধে ভাবে থাকেন।"

অমিয়। "তবে তিনি খুব গরিব। কারণ দেখনি কাপড় চোপড় কেমন পরেন, আর আমায়ও কেবল বলেন, গরিব আমি কোথায় পাব। তাঁর বন্ধু তাঁকে এই কাজ দিয়েছেন, বোধ হয় টাকা পাবেন, তাই তাঁর বন্ধুর কাজ কচ্ছেন।"

শীলা। "যে বিলাত যায়, সে গরিব কি করে হয়?"

অমিয়। "আমায় বল্লেন, তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তা দিদিভাই, আজ কেমন বেড়িয়ে এলে বল্লে না?"

শীলা। "সে সব কাল গল্প কর্ব্ব, আজ রাত হয়েছে, লক্ষী যাও শুয়ে পড়গে।" অমিয় চলিয়া গেল, শীলা শয্যাতল গ্রহণ করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে গৃহিণী বারান্দায় বসিয়া আছেন, তাঁহার তামাক-পোড়া ফুরাইয়া গেছে, তাহাই প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে বামুন বৌ বসিয়া আছে। বামুন বৌ তাঁর বিশেষ বন্ধু, দুপুরবেলা হাঁটিয়াই আসেন। দুজনে এ কথা সে কথা হইতেছিল, শীলার কথাই বেশী হইতেছিল।

বামুন বৌ। "হাঁগা দিদি, তা অত বড় মেয়ে সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ায়, কাল সেই দুপুরে গিয়ে রাত্রে এলো, তোমরা কিছু বল্লে না?"

গৃহিণী। "বল্‌বো আবার কি? ওখানে ওর বিয়ে হবে, ওদের বিয়ের আগে দেখা সাক্ষাৎ না হ'লে বিয়ে ঠিক হয় না, বর কনেতে আগে দেখা সাক্ষাৎ হয়।"

বামুন বৌ। "সাহেব বিবির মত বুঝি,

তা এক রকম ভাল। আমাদের যে যাকে পাল্লে গলা টিপে দিলেই হল। আমার শৈলির কি দশা হবে ভেবে পাচ্ছিনে, এই নয় উত্রে দশে পড়লো, আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। এখানে ত জেতের ছেলে পাওয়া ভার, আবার দেশে যেতে হবে, কি উপায় হবে জানি না। তোমার ভাসুর ঝি। দিদি, ২০ বছরের মেয়ে, হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, বিয়েও কেমন বড ঘরে হবে। তুমি না বল্‌ছিলে জমীদারের ঘর? তা তোমার ভাসুর বুঝি ঢের টাকা রেখে গেছেন।"

গৃহিণী। "ঢের আর কোথায়, মেয়ে যে সুন্দরী, দেখ্‌তে পাও না। মেমের মত রং, আর কি মুখ চোক। বড় ঘরে যে তাকে আদর করে নেবে। মেয়ে লক্ষ্মীও আছে।"

বামুন বৌ। "হাঁগা দিদি, তুমি ওঁর ছোঁয়া জল খাও?"

গৃহিণী। "রাম, রাম, আমি কেন ওর ছোঁয়া জল খাব? আমার গতরে কি ঘুন ধরেছে? ও নিজে এক পাশে ছুটি খায়, আর সারাদিন অমির সঙ্গে থাকে। এই দুপুরে কে জানে কি কচ্ছে, বোধ হয় বাইরের ঘরে আছে।"

বামুন বৌ। "কই আমি ত আস্‌বার সময় কাকেও দেখ্‌লাম না, সব নিস্থুতি, একবার ডাকনা দিদি তোমার ভাসুর ঝিকে, দুটো গান শুনি।"

গৃহিণী। "শীলা শীলা" বলিয়া বার কয়েক ডাকিলেন। শেষে বামুন বৌ নীচে উপর খুঁজিয়া আসিলেন, কোথাও পাইলেন না। তখন বামুন বৌ বলিলেন "কই নেই ত।"

গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুপুর বেলা অমিয়কে নিয়ে বাহিরে কোথায় গেল বুঝিতে পারিলেন না। সে কথা ভিতরে তোলাপাড়া হইতে লাগিল। মুখে বামুন বৌর সহিত অন্য কথার উত্থাপন করিলেন ও গৃহ হতে কিছু ফল তরকারী আনিয়া দিয়া বলিলেন "কাল প্রভাত বাবুর বাড়ী হতে অনেক ফল তরকারী দিয়ে গেছে, এইগুলি তুমি নিয়ে যাও, আমাদের বাড়ীতে কটাই বা লোক, কর্ত্তা ফল খান না, ভালবাসেন না। আর আমার এই পোড়া অম্বলের অসুখে কিছুই সহ্য হয় না।" বামুন বৌ হৃষ্টচিত্তে সেগুলিকে বাঁধিয়া লইলেন ও অন্য কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেলেন।

অমিয় শীলাকে লইয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইল। শীলা সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া থাকে, তাহার নদীর ধারে আসিতে ভালও লাগিল। তদ্ভিন্ন তাহার যে সুপ্রকাশের সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহাতেও অনিচ্ছুক ছিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা নদীর ধারে আসিয়া দেখিল, তৃণশয়নে সুপ্রকাশ শয়ন করিয়া আছেন। সুপ্রকাশ তাহাদিগকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইলেন ও শীলার প্রতি চাহিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য যেন শীলার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। শীলা মুখ ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিল। সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ভাল আছেন? কাল খুব বেড়ালেন, কেমন লাগ্‌ল?"

শীলা। "বেশ ভাল লাগ্‌ল, মিঃ বসুর মা বেশ লোক, তার স্ত্রীও বড় ভাল। তাঁর দেবরও ছিলেন।"

সুপ্রকাশ। "কে, সুরত? তার সঙ্গে আলাপ হল? তাঁকে কেমন লাগ্‌ল?"

শীলা তাঁহার এই প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া চাহিল, তাহার মুখে কোনও প্রকার ভাবের উদয় হইল না। সে বলিল "বেশ ত, কথাবার্ত্তা বেশ। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কিন্তু সব চেয়ে ভাল, তিনি বড় ভাল লোক। আমার তাঁকে সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল। তিনি আমায় শনিবারে নিয়ে যাবেন বলেছেন।"

সুপ্রকাশ আনন্দের সহিত বলিলেন, "মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, তিনি এখানে একলা আছেন, না সুষমাও আছে।"

শীলা। "আপনি তাঁকে জানেন বুঝি? সুষমা কে?"

সুপ্রকাশ। "খুব জানি, সুষমা তার দৌহিত্রী, সে তাহলে সুশীলের কাছেই সিমলায় আছে। আমি এসে পর্য্যন্ত তাঁদের সংবাদও নিতে পারি নাই"।

শীলা। "মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে আমার খুব ভাল লাগ্‌ল।"

(সুপ্রকাশ চিন্তিতভাবে) "তিনি খুব ভাল লোক।" তারপর অমিকে বলিলেন "কি বল অমি, নৌকায় যাবে?"

অমিয়। "দিদিভাই যাবেন না, বল্‌ছেন।"

সুপ্রকাশ। "আপনি যাবেন না সত্যি! কেমন সুন্দর নদী, আর কেমন বাতাস দিচ্ছে, একটু গিয়ে ফিরে আস্‌তে পারেন।"

শীলা বলিল "না আমি যাব না, আপনারা যান।" অমি সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল বোট হাউসে একখানি সুন্দর নৌকা ছিল, আর দু'জন লোক সেখানে ছিল। তাহারা নৌকা টানিয়া দিয়া দাঁড় ধরিল। সুপ্রকাশ অমিকে বসাইয়া হাল ধরিলেন। অমি চিৎকার করিয়া ডাকিল "দিদিভাই এখনও এস, একটু বেড়িয়ে আসব বইত নয়।"

শীলা দেখিল দু'জন লোক, অমি আছে সে একা নয়, সে যদি লক্ষ্ণৌতে থাকিত সে যাইত, কিন্তু এখানে কোন মতে নয়। তাহার নদীতে যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল, তবু সে মস্তক নাড়িয়া উত্তর দিল "না তোমরা যাও"। সুপ্রকাশের কিছু বলিবার ছিল না, একবার শীলার প্রতি চাহিয়া বোট ছাড়িয়া দিলেন। বোট কিয়দ্দূর ভাসিয়া গেল, সে দিকে স্রোতের মুখ, যাইতে বিলম্ব হইল না। কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা নৌকা ফিরাইলেন, তখনও শীলা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে। দূর হইতে শীলাকে যেন একখানি ছবির মত দেখাইতেছিল। সুপ্রকাশের ইচ্ছা থাকিলেও অনেকক্ষণ সে দিকে চাহিয়া থাকা তাঁহার যুক্তিসঙ্গত মনে হইল না। এই মুহূর্ত্তের দেখাতেই তাঁহার মনে যথেষ্ট আনন্দ হইতেছিল। কিন্তু এ যে ক্ষণস্থায়ী, এ সুখ যে এখনই ফুরাইয়া যাইবে! না, তাহা কিছুতেই হইবে না, এই ভাবেই ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, পৃথিবীতে অর্থ বড় না প্রেম বড়। শীলাও নদীর ধারে চাহিয়াছিল। এই দু'তিন বার দেখা হওয়াতেই সুপ্রকাশ যেন তাহার চিরপরিচিতের মত হইয়া গেছেন। সে যেন অন্তরের সহিত তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছে। তাঁহারা নদীর ধারে ফিরিয়া আসিলেন। শীলা অমিকে বলিল "এইবার চল বাড়ী যাই।" অমিয় আনন্দের সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে যাইতে যাইতে এক উচ্চ বৃক্ষে কয়েকটা ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, না পারিয়া সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল

ও বলিল "এই ফুল তুলে দিন।" সুপ্রকাশ সেই ফুল তুলিয়া দিলেন। অমিয় তাহা লইয়া শীলার হাতে দিয়া বলিল "দিদিভাই এই ফুল নাও"। শীলার লজ্জায় মুখ আরক্ত হইল। ফুল লইতে গেল, কিন্তু কয়েকটা ধূলিতে পড়িয়া গেল। সুপ্রকাশ সেগুলি তুলিয়া শীলার হস্তে দিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য একবার ত শীলার করে তাঁহার করস্পর্শ হইল। উভয়েরই মনে হইল, সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। শীলা ও অমিয় বাগানের মধ্য দিয়া আপনাদের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সুপ্রকাশ সেই দিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। তারপর মনে মনে ভাবিলেন, অদৃষ্টের উপহাস ভিন্ন ইহা আর কি বলিব। যে মায়াজালে জড়িত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, এতদিন দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়াইলাম, সেই জালেই এখানে জড়িত হইলাম। এই প্রণয়। একবার—শুধু একবার দেখিবার জন্য প্রাণে এই আকুল আকাঙ্ক্ষা। একবার দেখিয়া এত স্বর্গ-সুখ। শীলা—শীলা, তুমি স্বর্গের দেবী, কেন তুমি আমায় দেখা দিলে, যদি দেখা দিলে তবে কি আমার হইবে না? দেখি ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া, আমার এই বুক-ভরা প্রণয়ের কি পরিণাম, তাই দেখি।

শীলা ও অমিয় যখন গৃহে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের বাহ্মণ সে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল "খোকা বাবু, কো আড়ে যাইছিল, মা কেত্তে রিষা হউছন, চল আজ মার খাইব।" *

শীলা। "কেন গেলে অমি, আমি কেন গেলাম, তোমায় কত কথা শুন্‌তে হবে"।

অমি। "আমায় শুনতে হোক তাতে ক্ষতি নাই, তোমায় যেন শুন্‌তে না হয়।"

গৃহিণী তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উঠিয়া আসিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন "শীলা তোমার একি কাণ্ড বাছা; দিন দুপুরে অত বড় মেয়ে, বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আজ আসুন তোমার কাকা, আমি বলে দেব। আমার বাড়ীতে এ সব পোষাবে না, তাই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি"। তৎপরে অমিকে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া "লক্ষ্মীছাড়া, দুপুর রোদে কোথায় গিয়েছিলি? দস্যি চাল হয়েছে, ধিঙ্গি পদ পেয়েছেন। দিনরাত দিদিভাই, দিদিভাই করে নেচে বেড়াচ্ছেন, সাত কালের দিদিভাই"।

অমি চক্ষের জল মুছিয়া "আমায় বক মা, দিদিভাইকে কিছু বোলো না মা।"

গৃহিণী পঞ্চমে গলা ছাড়িয়া "দিদিভাইকে কিছু বোলো না,—কেনরে লক্ষ্মীছাড়া বোলবো না। বড় দরদ হয়েছে দেখ্‌ছি। দিদিভাই তোর বড় আপনার হয়েছে? মারে বাড়া বেদিনী তারে বলে ডান, দূরহ শীঘ্র চলে যা।" শীলা জীবনে এমন প্রচণ্ডমূর্ত্তি কখনো দেখে নাই। এমন ভাষাও তাহার প্রতি কেহ কখনও প্রয়োগ করেন নাই। সে অমিয়কে তাহার মায়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার কোনও সুযোগ পাইল না। সে কি করিবে, ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল —

"গুটে বডা সুন্দর বগিরে মেম পরি জনে কে আসিছন্তি"। * গৃহিণী স্তম্ভিত, শীলা দ্রুত-পদে উপরে চলিয়া গেল।

---

* খোকাবাবু, কোথায় গিয়েছিলে, চল মা রাগ কচ্ছেন, মার খাবে চল।

* একটা সুন্দর গাড়ীতে মেমের মত কে আসছেন।

মিসেস ব্যানার্জ্জি হাস্যমুখে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "কই গো, মালক্ষ্মী কোথায় ?"

গৃহিণীর তখন পরিধেয় বস্ত্রেরও অসামাল, মস্তকে কাপড় টানিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন "কাকে খুঁজ্ছেন ?"

মিসেস ব্যানার্জ্জি। "শীলা কোথায় ? আপনি বুঝি শীলার খুড়ী মা ? নমস্কার" এই বলিয়া নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিলেন "আমি শীলাকে দেখ্‌তে এসেছি, কাল প্রভাতের ওখানে দেখা হয়েছিল। কাল প্রভাতেরা সকলে আমার বাড়ীতে যাবে। আপনি কাল সকালেই শীলাকে আমার বাড়ীতে পাঠাবেন, বুঝ্‌লেন, প্রভাতের মাও বলে দিয়েছেন।"

গৃহিণী। "অমি যা শীলাকে ডেকে আন।"

অমি অপমানিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, শীলাকে ডাকিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দিদিভাই শয্যায় পড়িয়া আছে, অমির পদশব্দে চকিতে উঠিয়া বলিল "কি বল্‌ছ ভাই।"

অমি। তোমায় কে ডাক্‌ছেন।

শীলা ম্লানমুখে বলিল "চল যাই, তোমায় কি খুব লেগেছে !"

অমি। "না দিদিভাই, তুমি কিছু মনে কোরো না, মা না বুঝে বলেছেন, তুমি না থাক্‌লে আমি একলা থাকতে পার্ব্ব না।"

শীলা সস্নেহে তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন "লক্ষ্মীটি, তুমি দুঃখ কোর না, চল যাই।" শীলা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল এবং মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডল আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে গিয়া প্রণাম করিল। তিনি সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "কাল সকালেই যেও, তোমার খুড়ীমাকে বোল্‌তে এসেছি, কেমন সকালে যাবে ত ?" শীলা একবার খুড়ীমার দিকে চাহিল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "যাব বই কি, আপনি যখন গাড়ী পাঠাবেন, তখনই যাব।" কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি উঠিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় রামলোচন বাবু আসিলে, গৃহিণী তাঁহাকে সকল কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, "ওকে বকা তোমার ভাল দেখায় না, ৩।৪ দিনে যার এত বন্ধু জুটেছে, সে কি তোমার ভরসায় আছে ? তুমি দেখ্‌ছি ও-দুহাজার টাকা খোয়াবে।"

গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জানিনা বাবু, যাতে ভাল হয় তুমি তাই কর।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম অধ্যায়।

রোগি-চর্য্যা।

রোগ হইলে তাপমান যন্ত্রের বিশেষ আবশ্যক। ইংরাজিতে এই যন্ত্রটীকে থার্ম্মোমিটার বলে। (১) রোগীর শরীরের উত্তাপ, (২) নাড়ী, (৩) শ্বাস প্রশ্বাস, (৪) নিদ্রা, (৫) আহার, (৬) কোষ্ঠসারল্য, (৭) রোগী কি অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে, (৮) তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ—এই গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ৯৮ ডিগ্রি ৪ পইণ্ট তাপ থাকিলে স্বাভাবিক অবস্থা বুঝিতে হইবে। ইহাপেক্ষা ২ বা ৩ ডিগ্রি অধিক উত্তাপ উঠিলে সামান্য জ্বর, ৫ বা ৬ ডিগ্রি হইলে ভয়ানক জ্বর এবং ১০৭ ডিগ্রিতে বিপদের আশঙ্কা জানিবে। যদি ইহাপেক্ষা অধিক উত্তাপ উঠে, তবে জীবন সঙ্কটাপন্ন বুঝিতে হইবে। যদি স্বাভাবিক উত্তাপের দুই বা তিন ডিগ্রি কম উত্তাপ হয়, তাহা হইলেও ভয়ের কারণ থাকে। উত্তাপ উঠিলে জ্বর, এবং নামিলে নাড়ীচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। উত্তাপ লইতে হইলে রোগীর মুখ বা কক্ষদেশ হইতে লওয়াই বিধি।

স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৬৮ বার, স্ত্রীলোকের ৭২ বার, শিশুর ১২০ হইতে ১৪০ বার, এবং বৃদ্ধের ৫০ বা তদপেক্ষা স্বল্প বার স্পন্দিত হয়। জ্বরে হৃৎপিণ্ড দ্রুত এবং নাড়ীচ্ছেদে ক্ষীণ হইয়া যায়। নাড়ীর স্পন্দন দেখিতে হইলে ঘড়ি ধরিয়া দেখিতে হইবে। মিনিট হইতে আরম্ভ করাই উচিত।

নিশ্বাস প্রশ্বাস দেখিতে হইলে এক হস্তে ঘড়ি ধরিয়া অন্য হস্ত রোগীর বক্ষে স্থাপন করিয়া হৃৎপিণ্ডের উত্থান ও পতন গণনা করিবে।

চিকিৎসকমাত্রেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, রোগীর নিদ্রা গভীর হইয়াছিল কি না, অথবা রোগী অস্থির ছিল কি না এবং কতক্ষণ সে নিদ্রা গিয়াছিল। সুতরাং ধাত্রীর এ সকল বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে চিকিৎসককে উত্তর দিতে পারা যায় না। অথচ এগুলি জানা অত্যাবশ্যক।

রোগীর ঘর্ম্ম হইয়াছিল কি না অথবা তাহার ঘর্ম্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ ছিল কি না, প্রস্রাব এবং মলের বর্ণ কিরূপ, বমনে কিরূপ পদার্থ নিঃসৃত হইয়াছিল—এ সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। রোগী কিভাবে শয়ন করিয়াছিল, ধাত্রীর তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। ফুস্ফুসে রক্তসঞ্চয় হইলে রোগী রুগ্ন-পার্শ্বে শয়ন করে এবং সুস্থ দিক উপরে থাকে। উদরস্ফীতিতে রোগী উত্তান (চিৎ) হইয়া শয়ন করে এবং পদদ্বয় উঠাইয়া রাখে। যদি হৃৎপিণ্ড বা দুইটী ফুস্ফুস আক্রান্ত হয়, তবে রোগী ঠেসান দিয়া উপবেশন করিতে চায়।

রোগীর মানসিক অবস্থা রোগের উন্নতির বা অবনতির পরিচায়ক। খিট্‌খিটে হইলে বুঝিতে হইবে যে, রোগী রোগমুক্ত হইতেছে। রোগী নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া থাকিলে রোগ বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসককে কয়েকটি বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়, যথা (১) উষ্ণতা এবং শৈত্য,(২) বিশ্রাম এবং অঙ্গচালনা, (৩) পথ্য ও ঔষধ, (৪) ধ্বংস ও পরিবর্ত্তন, এবং (৫) মানসিক শক্তি।

মনে কর জ্বর হইয়াছে, শরীর অত্যন্ত উষ্ণ। তখন শীতলতা রোগীর অত্যন্ত প্রিয়, তজ্জন্য ঠাণ্ডার উপায় করিতে হইবে। এই সময়ে শীতল আহার, শীতল জলের ব্যবহার, আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বরফ দেওয়া, উষ্ণ শরীরে শীতল জল অভিষিঞ্চন করিয়া মুক্ষণ করা এবং গৃহের বায়ুকে শীতল রাখা কর্ত্তব্য। কি উপায়ে ইহা সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা বলা যাইতেছে। ঘরের অভ্যন্তরে বায়ুর গমনাগমন অপ্রতিহত রাখিতে হইবে, গৃহে সূর্য্যকিরণ আনিতে দিবে না, গৃহাভ্যন্তরে বড় বড় পাত্রে জল রাখিয়া উষ্ণতা শোষণ করিতে হইবে, যদি বহির্বায়ু উষ্ণ হয়, তবে গবাক্ষে বা দ্বারে আদ্র পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া বায়ু-সঞ্চালনকে শীতল করিতে হইবে। মস্তক উষ্ণ হইলে এবং রক্তস্রোত জন্য ধমনী আদি স্পন্দিত হইলে Ice bag, অথবা তদভাবে কাপড়ের মধ্যে বরফ রাখিয়া, মস্তকে রাখিতে হইবে। টাইফইড জ্বরে উদরের উষ্ণতানুভূতির জন্য অথবা অস্ত্রোপচারজনিত স্ফীতি নিবন্ধন অথবা অস্থি ভগ্ন হইলে বরফ উক্ত উপায়ে প্রয়োগ করিতে হইবে।

শরীর শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইলে উষ্ণতা প্রয়োগের আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা শরীরে রক্ত সঞ্চরণ নিয়মিত হইয়া থাকে। এই জন্য ভিতরে বাহিরে, বিশেষ স্থানে অথবা শরীরের সর্ব্বত্র উষ্ণতা প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিক; উষ্ণতার নিম্নে অবস্থান করিলে উষ্ণতা প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণতার উদ্রেক করিতে হইলে উষ্ণ বায়ু, উষ্ণ জল, উষ্ণ পোষাকের আবশ্যক। বায়ুনলীর স্ফীতি অথবা শৈত্যাক্রমণে ধূম পান দ্বারা উষ্ণতা লাগাইতে পারা যায়।

শুষ্ক এবং আদ্র উষ্ণতার আবশ্যক হইলে গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে উষ্ণ করিতে পারা যায়। কাশি রোগে আর্দ্র উষ্ণতার আবশ্যক, সুতরাং গুড়্‌গুড়ি বা হুকায় উষ্ণ জল ভরিয়া তাহাতে শীতল জল মিশ্রিত করিয়া কলিকার মুখে অগ্নি সংযোগ করণানন্তর নলটীকে মুখ দিয়া টানিলে আদ্র উষ্ণভাব সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে কাশি নিবারিত হয়।

যদি কোন বিশেষ স্থানে উষ্ণতা লাগাইতে হয়, তবে ফোমেণ্ট বা পুলটিস লাগাইলে যথেষ্ট হইবে। উষ্ণ জল স্নানের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ জল শিরানিচয়কে শীতল করে। উষ্ণতা প্রয়োগের আরও এক উপায় আছে। বোতল উষ্ণ জলে পূর্ণ করিয়া অথবা ইট গরম করিয়া আবশ্যকীয় স্থানের উপর রাখিলেও উষ্ণতা প্রয়োগ হইয়া থাকে। পদদ্বয় শীতল হইলে এইরূপ প্রথায় উষ্ণতা আনয়ন করা যাইতে পারে। উদরে শূল বেদনা অনুভূত হইলে এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা প্রশস্ত জানিবে।

বিশ্রাম রোগীর পক্ষে অতীব হিতকর।

দূর-গমনে অথবা ক্লান্তি বোধ হইলে বিশ্রাম আবশ্যক। শরীরের অস্থি ভগ্ন হইলে বিশ্রাম ব্যতিরেকে তাহা জুড়িতে পারে না। মানসিক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতেই হইবে। যদি চক্ষুকে বিশ্রাম দিতে হয়, তবে অন্ধকার গৃহই প্রশস্ত; কর্ণকে বিশ্রাম দিতে হইলে শব্দাদির অপগমতা চাই; শারীরিক বিশ্রাম আবশ্যক হইলে অঙ্গচালনাদি হইতে দেওয়া উচিত নহে; পাকাশয়কে বিশ্রাম দিতে হইলে অনাহারই প্রশস্ত এবং আত্মার বিশ্রামের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা আবশ্যক।

রোগাক্রান্ত হইয়া অথবা আঘাত লাগিয়া যদি কোন অঙ্গ কঠিন হইয়া যায়, তবে তাহার চালনা প্রয়োজনীয়। যাহাতে উক্ত অঙ্গের চালনা হয়, তাহার প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর দৃষ্টি থাকা উচিত। ঘর্ষণ দ্বারাও স্থানীয় অঙ্গের চালনা হইতে পারে।

রোগীর পক্ষে পথ্যই রোগমুক্তির প্রধান উপায়। পথ্যবিহীন হইলে শত ঔষধেও কিছুই করিতে পারে না। রোগীর কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে শুশ্রূষাকারিণীর অভিজ্ঞতা থাকা চাই। শক্তিহীন হইলে বলকর আহারের আবশ্যক। অস্ত্রোপচার বা জ্বরে তরল খাদ্যই প্রশস্ত; অতি-ক্লান্তিতেও তরল খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনায় লবণহীন এবং শীতল-গুণ-যুক্ত আহার প্রশস্ত। ডিপ্‌থিরিয়া বা কণ্ঠনলি-রোগে যখন গলাধঃকরণ কঠিন হয়, তখন তরল আহারই উপযোগী। বাত-রোগে শাকশব্জি এবং ফল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে, মাংস না দিলেই ভাল হয়, সুরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তরল খাদ্যই প্রশস্ত।

শরীরের কোন স্থান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যদি অহিতকর হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ধ্বংস করিবার আবশ্যক হয়। যে অঙ্গ অনাময় হইবার নহে, এবং যাহা থাকিলে প্রাণহানি হইতে পারে, তেমন স্থান কাটিয়া ফেলাই উচিত।

বাহিরের কোন বস্তু শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাহার নিষ্ক্রামণ আবশ্যক। মনে কর, কাঁটা ফুটিয়াছে, তাহাকে যদি বাহির না কর, তবে কষ্ট অধিক হইতে পারে। এরূপ স্থলে তাহার নিষ্ক্রামণই প্রশস্ত। লোকে বিষ খাইলে তাহাকে বমন করানই বিধি।

মানসিক শক্তি রোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রোগীর যদি ধারণা হয় যে, সে রোগমুক্ত হইতেছে, তবে আরোগ্যলাভ ত্বরিত-গতিতে হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত চিন্তায় বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অতএব রোগীকে ভরসা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কখনও তাহার নিকট রোগাদির কোন কথা কহিও না, কারণ তাহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

রোগীর গৃহ প্রশস্ত হওয়া উচিত। সে গৃহে অধিক আসবাব থাকা উচিত নহে। গৃহে বায়ু-সঞ্চরণে যেন কোনরূপ বাধা না ঘটে। হাওয়া খেলিতে না পাইলে গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া যায়। গৃহে সূর্য্যকিরণ যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত থাকা উচিত। উত্তর-দিকের গৃহে রোগীকে কখনও রাখিবে না। শীতকালে দক্ষিণ দিকের গৃহ উত্তম জানিবে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অথবা পূর্ব্বদিকের কামরা হিতকর। কামরা যদি উষ্ণ থাকে, তবে জ্বরের বৃদ্ধি এবং রোগীর চাঞ্চল্য অধিক হয়। প্রাতঃকালের সূর্য্যকিরণ

প্রাণদ; সুতরাং বালার্ক-কিরণ যাহাতে রোগীর গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা করা উচিত। মধ্যাহ্ন সমাগত হইলে যখন সূর্য্য-কিরণ প্রখর এবং উত্তাপ অধিক হয়, তখন গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিবে। অপরাহ্নে সূর্য্য-রশ্মি ক্ষীণ হইলে গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এই সময় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত রোগী গল্প করিতে পারে।

রোগীর গৃহে কোনরূপ শব্দ হওয়া উচিত নহে। বাহিরের শব্দও যাহাতে গৃহে না যায়, তদ্রূপ করা উচিত। রাত্রে যদি নিদ্রা গভীর হয়, তবে রোগের আশু উপশম হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহ বাটীর উপরে হওয়া উচিত, কারণ উপরে রন্ধনশালার পাকের শব্দ যায় না। এতদ্ভিন্ন রোগীর সান্নিধ্যও অহিতকর বলিয়া উপর তালায় রোগীর গৃহ হওয়াই বিধি। এরূপ হইলে নিম্নতালার ব্যক্তিগণের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

রোগীর গৃহে শয্যা, জলপাত্র, থার্ম্মোমিটর, গামছা, এবং চেয়ার থাকা কর্ত্তব্য। রোগীর বিছানার চাদর যথেষ্ট উষ্ণ হওয়া উচিত, পরন্তু তাহা যেন হাল্কা হয়।

বাতজনিত জ্বরে অথবা বাতরোগে কম্বলের শয্যাই প্রশস্ত। এরূপ ক্ষেত্রে বিছানার চাদর না হইলেই ভাল। কারণ বিছানার চাদর পরিবর্ত্তন করা কষ্টকর এবং সূতার শয্যায় শয়ন করিলে রোগী ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পুনরায় শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। রোগীর শয্যার চাদর প্রত্যহ ধৌত করিয়া দিবে ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। গরম জলে শয্যা ধৌত করাই প্রশস্ত।

রোগীর পরিচ্ছন্নতার বিশেষ আবশ্যক। আর্দ্র গামছা দ্বারা শরীরকে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। জ্বর হইলে মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং দাঁতে এক প্রকার হরিদ্রাভ পদার্থ জমিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিতে দিবে এবং দাঁত মাজিবার জন্য কিঞ্চিৎ লবণে তৈল সংযুক্ত করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা যেমন মুখের দুর্গন্ধ-নাশ হয়, তেমনি দন্তও পরিষ্কার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহার আর একটি গুণ এই যে, ইহা দ্বারা মুখের বিস্বাদ দূরীভূত হয় এবং আহারে রুচি হইয়া থাকে। কেশে সামান্য গ্লিসারিণ দিয়া ঘসিলে মস্তকে খুস্কি জন্মিতে পারে না। রোগীর গৃহে ভোজ্যবস্তু রাখিবে না। যখনই রোগীকে আহার দিবে, তখনই এরূপভাবে দিবে যেন তাহা দেখিবামাত্রই রোগীর আহারে ইচ্ছা হয়। আহার অধিক না দিয়া অল্প দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। জৃম্ভণ ক্লান্তির পরিচায়ক হইলেও ভোজনেচ্ছার পরিজ্ঞাপক। রোগী যখন আহার করিবে, সে সময়ে যেন কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না থাকে। কারণ, তাহাতে আহারের বাধা হইয়া থাকে।

রোগী কোন্ পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল, তাহা ধাত্রীর জানা আবশ্যক। কারণ ইহা দ্বারা বেদনা সম্বন্ধে অল্পাধিক অনুমান করা যাইতে পারে। সর্ব্ব-সময় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে গাত্রে ক্ষত হইয়া থাকে। এই ক্ষত যাহাতে না হইতে পায় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। স্পিরীট এবং জল দিয়া ধৌত করিলে শরীরে শয্যাক্ষত হইতে পারে না।

ঘাম হইলে রোগী দুর্ব্বল এবং তাহার

ফুস্ফুস শক্তি-হীন হইয়া পড়ে। সুতরাং রোগ আরোগ্য হইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত রোগীকে সাবধানে থাকিতে হইবে। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ ও গীত তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবে। ফুস্ফুস আক্রান্ত হউক বা না হউক স্বরযন্ত্রকে ক্লান্ত করা রোগীর পক্ষে অবিধেয়, কারণ তদ্দ্বারা স্বরভঙ্গ-রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। ডিপ্থিরিয়া রোগে রোগী শারীরিক-শক্তি-হীন হয় বলিয়া সকল প্রকার ক্লান্তিই তাহার পক্ষে অহিতকর। বসন্ত-রোগে চক্ষু আক্রান্ত হয়, সুতরাং রোগীকে অন্ধকার-গৃহে রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রোগী সুস্থ হইলেও কিছু দিন ধরিয়া তাহার পক্ষে পুস্তক-পাঠ অথবা ক্ষুদ্র বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখা নিষিদ্ধ। যাহাতে গাত্রে বায়ু না লাগিতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। বাত-জনিত রোগে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয় এবং সামান্য কারণেই ক্লান্তি-বোধ হইয়া থাকে এরূপ অবস্থায় রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক, নতুবা হৃৎপিণ্ড-স্পন্দনের রোগ জন্মিতে পারে।

রোগ নানা প্রকার, সুতরাং অবস্থা বিশেষে বিধানও নানা প্রকার হইয়া থাকে। রোগীর জন্য বাহ্যিক যে সকল বস্তুর আবশ্যক হয়, তাহার উল্লেখ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আপন ঘরে।

পুণ্য-প্রভাতে নয়ন মেলিনু
তোমায় প্রণাম ক'রে,
দিবস আমার স্মরণীয় আজ,
কাটিল হরষভ'রে।
স্বচ্ছ একটী প্রীতি নিরমল,
হৃদয় হইল শান্ত,
ভ্রাতৃত্বের আজ হ'ল পরিচয়,
ঘুচিল ধারণা ভ্রান্ত।

বুঝিনু প্রভু! তোমার জগৎ,
নহেক পঙ্কিলময়,
র'য়েছে মানব মানবেরই মত
প্রেম-প্রীতি-করুণায়।
ভ্রান্তি করিয়া ভ্রমিলাম কত
হেথায় সেথায় ক'রে
আজি দেখিলাম ঈপ্সিত হৃদয়,
র'য়েছে আপন ঘরে।

মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণ।

মুসলমানদিগের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদ। যে মুর্শিদাবাদ প্রাচীন কালে নন্দন-কানন ছিল, আজ তাহা অরণ্য-বিশেষ। পূর্ব্বে যাহা লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিত, আজ তাহার সমস্তই বিলীন হইয়াছে, আজ তাহা দর্শকের ক্ষোভের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি পুণ্যসলিল-গঙ্গাতীরবর্ত্তী যে রাজপ্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা মুসলমানদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে।

নবাব-Palace-এ প্রবেশ করিতে হইলে

নবাব-বাহাদুরের সেক্রেটারীর নিকট হইতে Pass লইতে হয়। যদি প্রবেশ করিবার অনুমতি পাওয়া যায়, তবেই প্রবেশ করিতে পারা যায়, নতুবা নহে। আমরা নবাবের সেক্রেটারীর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলাম। একজন রাজ-কর্ম্মচারী পথ-প্রদর্শক হইয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার পথেই দুই পার্শ্বে, এক দিকে একটী কৃত্রিম গণ্ডার ও অপর দিকে একটী কৃত্রিম কুমীর, উভয়েই যেন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই ভাবে রক্ষিত। সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে কত রং-বে-রঙের ছবি, ফটোগ্রাফ; এ সকল কত কালের পুরাতন, কিন্তু দেখিলে নূতন বলিয়া ভ্রম হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধ, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় Mysore war, Burial of Sir John Moore, এবং নবাবের আত্মীয়-স্বজনের চিত্র-সকল প্রাচীরের গায় বিলম্বিত। দালানের পর দালান, কক্ষের পর কক্ষ, কত যে অতিক্রম করিয়া গেলাম তাহা নির্ণয় করা কঠিন। একটি দালানের প্রাচীরের গায় বর্ত্তমান নবাবের তৈল-চিত্র দেখিলাম। তাঁহার বাল্যের এবং যৌবনের চিত্রও দেখিলাম। বর্ত্তমান যুবরাজের চিত্রও তথায় দৃষ্ট হইল। দালানের উভয় পার্শ্বে কত সুন্দর সুন্দর শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি glass-case এর মধ্যে সুরক্ষিত। দেখিয়া চক্ষু সার্থক হয় বটে, কিন্তু হাত দিবার অধিকার নাই; কারণ পাছে অসাবধানতা বশতঃ হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। আর একটী দালানে নবাবের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিত্র। একটী কক্ষ দেখিলাম, সেখানে বেগমদিগকে লইয়া নবাব আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা, নৃত্য প্রভৃতি করিতেন। সেখানে কয়েক রকম বাজনাও দেখিলাম, কক্ষতল সবুজ মকমল-দ্বারা আবৃত। নবাব বেগমদিগকে লইয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিতেন, সে স্থানও দর্শন করিলাম। নবাবের Dining Hall দেখিলাম, সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রায় ২০০।২৫০ জন এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে। চারিদিকে দর্পণ; সেই ঘরে প্রবেশ কার্লে চারিদিকে নিজের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়। ইহার পর নবাবের লাইব্রেরীতে (পাঠাগারে) ঢুকিলাম। বাঙ্গলা, ইংরাজী, ফরাসী, হিন্দি, পারসী প্রভৃতি অনেক রকম বই দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। কোরাণ একখানি কত বড় গ্রন্থ; সেই কোরাণকে মাত্র দেড় পৃষ্ঠা, তিন, পাঁচ ও সাত পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে; এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া লেখা যে, দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ধনাগার দেখিলাম, সেখানে কত রকম হীরা! শুনিলাম, নানা দেশ হইতে জহুরীরা নবাবের কাছে হীরা পরীক্ষা করিতে আসে। আর একটা ঘরে ঢুকিলাম, সে ঘরটী শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, গোলাকৃতি। উপরে দেওয়ালের গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাল-কাটা গবাক্ষ, তাহার ভিতর দিয়া আলো আসিতেছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা কক্ষটী আলোকিত। সেই ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া এত আরাম হইল বলিবার নহে। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালের দিনে ঘরটী বড়ই আরাম-প্রদ। গৃহটী বরফের ন্যায় শীতল। একটী লাল মকমলের আস্তরণ পাতা রহিয়াছে, তাহার উপর তাকিয়া, বালিস প্রভৃতি রহিয়াছে; ইহা ব্যতীত লাল

মক্‌মলের চাঁদোয়া টাঙান রহিয়াছে। তাকিয়া, বালিস, আস্তরণ ও চাঁদোয়ার চারিধারে স্বর্ণের ঝালর। এই স্থানে নবাব বসিয়া মন্ত্রণা করেন। এই ঘরের মধ্যভাগে একটী প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন ঝুলান। এখন তাহা শত শত বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। চারি পার্শ্বে চারিটী শ্বেত প্রস্তরের সতরঞ্চ, দশ পঁচিশ প্রভৃতি খেলিবার টেবিল ও চারিটি নারী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। (Lord Carmichael আসিয়া এই ঘর দর্শকবৃন্দের জন্য সর্ব্ব প্রথম উদ্ঘাটন করেন।)

নবাবের Drawing room-এর টেবিলের উপর নানা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির পোষাক পরিচ্ছদের চিত্র এল্‌বামেতে অঙ্কিত রহিয়াছে। আরও কতকগুলি ঘর দেখিলাম, সে গুলি তেমন সুসজ্জিত নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে নবাবের ঐ ঘরগুলি ভাল করিয়া হিন্দুদিগের ছবিতে সজ্জিত করিবার ইচ্ছা আছে। কয়েক খানি হিন্দু ছবিও রহিয়াছে, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি, গঙ্গাবতরণ, গৌর নিতাইয়ের কীর্ত্তন প্রভৃতি হিন্দু-চিত্র আছে। নবাবের Palaceএ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির নানা রকমের চিত্র আছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য, তৈল-চিত্র, দাম্পত্য-প্রেমের তৈল-চিত্র, যুদ্ধ বিগ্রহ, সমাধি প্রভৃতি অনেক প্রকারের দৃশ্য আছে। মুর্শিদাবাদের সর্ব্বপ্রধান মেলা, যাহাকে "বেড়া" বলে, অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মেলা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। এই "বেড়া" মেলার একখানি তৈল-চিত্র রাজপ্রাসাদে আছে।

নবাবের বাগান দেখিলাম, কৃত্রিম পাহাড়, কৃত্রিম ঝরণা ও নদী দেখিলাম, মাঝে মাঝে আলোক-হস্তে প্রস্তরনির্ম্মিত নারীর প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গঙ্গাতীরে যে স্থানে বসিয়া নবাব বেগমদিগকে লইয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করেন, তাহাও দেখিলাম।

এই নবাব প্রাসাদ—যাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তেমনি অটুট ও নূতন রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন ইহা কখনও মলিন হইবে না। প্রতি বৎসর কত স্থান হইতে কত লোক আসিয়া ইহা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছে।

নবাবপ্রাসাদের অপর পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড ইমামবাড়ী দেখিলাম; মহরমের সময় ইহা খুব ভাল করিয়া সাজান হয়।

মুর্শিদাবাদের নিকটে কাট্‌রা নামক একটী স্থান আছে; সেখানে পূর্ব্বে একটী খুব বড় মস্‌জিদ ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষমাত্র অবশিষ্ট। জাফর খাঁ নামক একজন নবাব জীবিতকালে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অনুতাপ হয় এবং তাঁহাকে জীবন্ত কবর দিতে বলেন ও ইহাও বলিয়া-ছিলেন যে, এমন স্থানে কবর দেওয়া হয় যেন লোকে তাহার কবরের উপর পদধূলি দিয়া যায়। ঐ মসজিদের সিঁড়ির নীচে এমন ভাবে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে যে, মস্‌জিদের ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে কবরের উপর দিয়া যাইতে হয়।

একটী কামান দেখিলাম, সেটী নিকটস্থ ঝিল হইতে বন্যার তোড়ে ভাসিয়া আসিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের trunk-এ আট্‌কাইয়া গিয়াছে, ইহা ১২ হাত লম্বা।

"কদম-সরিয়া" নামে আর একটা স্থান দেখিলাম। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় কাঙ্গালী-ভোজন হয়। সেখানেও অনেক মুসলমানের কবর দেখিলাম।

নবাব বাহাদুরের পুরাতন মস্‌জিদ দেখিলাম। সেখানে Keating সাহেবের কবর দেখিলাম। ঐখানে একটী ইঁটের পাঁজা আছে, তাহা এক্ষণে মসজিদের দেওয়াল দিয়া বেষ্টিত। প্রবাদ আছে যে, ঐ ইঁটের পাঁজার মধ্যে অনেক টাকা আছে। তাহা Keating সাহেব জানিতে পারিয়া লইতে আসেন। তিনি যখন পাঁজার ইঁট সরাইয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন এক-জন মুসলমান ফকির মস্‌জিদ হইতে তাঁহাকে বলিল "ওরে সাহেব তুই ওখানে কি করিতে-ছিস্; তুই নিশ্চয় মরিবি।" সাহেব নিষেধ সত্ত্বেও যেমন একখানি ইঁট সরাইয়াছে, তাহার মুখ হইতে গল্‌গল্‌ করিয়া রক্ত বাহির হইল ও কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হইল।

ঐ মস্‌জিদের পশ্চাৎ দিকে একটী প্রশস্ত ঝিল আছে। ইহার নাম "মতিঝিল"। ইহা এত বড় যে, লোকে অনুমান করেন ইহা পূর্ব্বে গঙ্গার একটী অংশ ছিল; কালে স্রোত বন্ধ হইয়া বৃহৎ ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে মুক্তা, সুক্তি, ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া যাইত, সেজন্য উহার নাম "মতি-ঝিল"। ইহাতে এখন অনেক মাছ পাওয়া যায়। নবাবের বাগান-বাড়ীর মধ্যে Green house ও Band stand দেখিলাম, নবাব যে স্থানে খেলা করেন, তাহা দেখিলাম।

বহরমপুর হইতে ট্রেণে করিয়া মুর্শিদাবাদ যাইতে হইলে, Lord Clive সর্ব্বপ্রথম যে বাড়ীতে আসিয়া উঠেন, তাহা দেখা যায়। উহাও দেখিলাম।

মুর্শিদাবাদের ব্রাহ্মসমাজও দেখিলাম, তাহা এক্ষণে ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা নবাবের অস্ত্রাগার আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। কত প্রকারের ছোট বড় কামান, বন্দুক, গুলি, গোলা, তরয়াল, ঢাল, বর্শা প্রভৃতি দেখিলাম, তাহা এই ক্ষুদ্র শক্তিতে বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা দেখিয়া অতীত কালের সেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ চিত্রখানি যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।

শ্রীসুষমা সিংহ,
বহরমপুর।

আশীর্ব্বাদ।

শীতের কুহেলিময় পূরব আকাশে,
পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিতা শুভ্র উষারাণী।
অধরে পুণ্যের ছায়া সুমধুর হেসে,
চেয়েছিল ফুল্লাননী গাহি আগমনি॥
উপমার ডালি বাহি আনিয়াছে সাথে
ছুটায়ে অমিয়ধারা আকুলি পরাণ।
ত্রিদিব মন্দার গুচ্ছ ঝরিল প্রভাতে
কুড়ায়ে আঁচল পাতি দেবতার দান॥
চিরদিন প্রমুদিত নবীন সুন্দর
উজলিয়া থাক এই সাধের কানন
সৌরভে কররে প্রীত সকল অন্তর
মঙ্গল আলোক তুই হৃদয়-নন্দন॥

শ্রীসুনীতি দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

নমিতার পিতা, স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র মিত্র, মহাশয় লোক ছিলেন। তিনি স্বল্প-কাল-ব্যাপী কর্ম্ম-জীবনের অঙ্কে তেমন কিছু মহদনুষ্ঠানের চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরলতা ও উদার সহৃদয়তার কথা স্মরণ করিয়া এখনও, আত্মীয় স্বজনের কথা দূরে থাকুক, অনেক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও তাঁহার নামে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না।

নিজের অদম্য অধ্যবসায়বলে, নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব যাদবচন্দ্র যৌবনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের কিছু দিন পরেই তিনি মহাত্মা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ধীর বিবেচনা-শক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা এবং অগাধ সত্যনিষ্ঠার বলে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিলেও ব্যবসায়ে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সেই অকৃতকার্য্যতা তাঁহার জীবনে যে শান্তি, যে সন্তোষ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাতেই তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

যথাক্রমে তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলের অপেক্ষা কন্যা নমিতা দুই বৎসরের ছোট; নমিতার পর বিমল ও অপর কন্যা সমিতা জন্ম গ্রহণ করে। সমিতার জন্মের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সুশীলকুমার ভূমিষ্ঠ হয়।

পুত্রকন্যাগুলিকে যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে তিনি একটুকুও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তিনি তাহাদের শিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; নিজেও সর্ব্বদা শিক্ষকের যত্ন, পিতার স্নেহ, বন্ধুর সহৃদয়তা ও পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ বিচারনৈপুণ্যে তাহাদের চরিত্রগঠনে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে সন্তানগণ বুঝিয়াছিল যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু আত্মাভিমান নহে, শিক্ষা জীবনের উন্নতলক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পন্থামাত্র।

যে বৎসর নমিতা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই বৎসর অনিলও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া পিতার নিদেশক্রমে চিনা মাটীর কাজ ও অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ বিদেশে গমন করে। পিতা কন্যার মানসিক গতিপ্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাকে চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

যাদব বাবু সমস্ত জীবনের উপার্জ্জনের ফলে কলিকাতায় একখানি বাড়ী ও কয়েক সহস্র মুদ্রা ভিন্ন আর বেশী কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। পুত্র অনিল যখন বিদেশে যায়, তখন তিনি তাঁহার সমুদয় সঞ্চিত

অর্থের একটী কপর্দ্দকমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত অনিলের হাতে তুলিয়া দেন। তাঁহার এই দুঃসাহসিকতায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বাপর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিলেন, কোন প্রতিকূল ঘটনাতেই বিচলিত হন নাই, তাই বন্ধুবর্গের হিতৈষী মন্তব্যে ধন্যবাদ দান করিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্কল্প-অনুযায়ী কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

নির্ব্বিঘ্নে একটী বৎসর কাটিয়া গেল। নমিতা ক্যাম্বেলে প্রথম-বার্ষিক-শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু সেই সময় সহসা জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হইয়া পিতা ইহধাম ত্যাগ করিলেন,—সংসারটা আকস্মিক মেরুদণ্ড-ভ্রষ্ট প্রাণীর মত অবলম্বন-হীন-রূপে ভয়াবহ অবস্থান্তরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, নমিতার পড়াশুনা বন্ধ হইল।

পিতা মৃত, অভিভাবক ভ্রাতা বিদেশগত ; ছোট ছোট ভাই ভগিনীর প্রতিপালন, এবং বিধবা জননী ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণের দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অন্যে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু নমিতা ধৈর্য্যচ্যুত হইল না। শিক্ষালোকের সাহায্যে সে বিশ্বসংসারের যতটুকু চেহারা দেখিতে পাইয়াছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিল যে, সংসারে অসুবিধা চির দিনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং থাকিবেও,—কিন্তু অসুবিধা নিবারণের উপায়ও ভগবান্ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন। মানুষের কর্ত্তব্য, শুধু উপযুক্ত ক্ষেত্রে শক্তির সদ্ব্যবহার করা। নমিতা সত্বর কোন একটা উপার্জ্জন-পন্থা আবিষ্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। বিদেশগত অনিলকে সাংসারিক দুর্ঘটনার বিষয় সমস্ত জানাইয়া বা প্রশ্ন-পরামর্শের দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলার কিছুই আবশ্যক বিবেচনা করিল না, দিবারাত্র শুধু নিজের কর্ত্তব্য-সাধন করিতে লাগিল।

চেষ্টার ফলে শীঘ্রই দুই চারিটা শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিল, কিন্তু নমিতা দেখিল সেরূপ অল্প বেতনে কলিকাতায় সংসার-খরচ চালান দুঃসাধ্য,—তাহা ছাড়া ভাবিয়া দেখিল, যখন পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ আহরণ করিতেই হইবে, তখন যথাসাধ্য তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত—নিজের দিক দিয়া সেখানে সুখ সুবিধাটাকে বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। নমিতা ক্যাম্বেলের কর্ত্তৃপক্ষকে ধরিয়া দার্জ্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী কোন এক সহরের হাঁসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীর কাজ গ্রহণ করিয়া সেইখানে চলিয়া গেল ; বিমল, সমিতা ও সুশীল কলিকাতায় মাতার কাছে রহিল।

তাহার পর যথাক্রমে হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবের পত্রে ও নমিতার পত্রে বিদেশবাসী অনিল একে একে সমস্ত সংবাদ শুনিতে পাইল। সংবাদ সকল শুনিয়া সে প্রথম প্রথম দেশে ফিরিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষে নমিতার পরামর্শানুসারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শান্ত হইল। আরব্ধ শিক্ষাটাকে ত্যাগ করা যেমন সহজ, তেমনই নিষ্ফল,—কিন্তু ইহাকে চোখ কাণ বুজিয়া সমাপ্ত করিয়া তোলা যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে যে যথেষ্ট সুফলজনক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অনিল চোখ কাণ বুজিয়া খাটিতে লাগিল। কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে কি হইবে, নমিতাকে সে নিজের অপেক্ষা অনেক

অংশে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিত, পূর্ব্বাপর তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত,---এখন অভাবের মুখে তাহার স্বেচ্ছা-স্বীকৃত-গুরু-দারিদ্র-বহন-ক্ষমতাকেও অনিল অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; বিশেষতঃ নমিতা যখন লিখিল—"পিতা যেমন উচ্চ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে বিদেশে শিক্ষা-লাভার্থ পাঠাইয়াছিলেন, তেমনই আমরাও প্রাণপূর্ণ নিষ্ঠায় ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, ঐকান্তিক চেষ্টায়, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে যত্ন করিব, যদি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার এতটুকুও সন্তোষ বিধান করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সন্তানত্ব সার্থক বলিয়া জানিব, এবং জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব,"—তখন অনিল সঙ্কর সহিত অন্তরের সমস্ত দ্বন্দ্ব সংশয় মুছিয়া, ঘন কম্পিত-হস্তে তিন ছত্রে সমাপ্ত করিয়া নমিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া, নিজের কাজে মন দিল, এবং নমিতাও সেই পত্র পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিল।

কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। তাহার পর নিজের চেষ্টায় ও কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে নমিতা যে হাঁসপাতালে কাজ করিতেছিল তথা হইতে বদলী হইয়া করমগঞ্জের হাঁসপাতালে আসিল। এখানে সকল বিষয়ের সুবিধা দেখিয়া, সে কলিকাতার বাড়ীখানি ভাড়া দিয়া, মাতা ও ভাই ভগ্নীগণকে এখানে লইয়া আসিল এবং বিমলকে স্থানীয় হাইস্কুলে ও সমিতাকে বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিল। আর্থিক অসচ্ছলতা প্রযুক্ত সুশীলের পড়ার জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিল না, আপাততঃ সে ভার নিজের স্কন্ধেই লইল—নিজের খুব বেশী কাজ পড়িলে বিমলের উপর সুশীলের তত্ত্বাবধানের ভার দিত, কখনও কখনও সমিতারও যে, সে কাজে ডাক পড়িত না, এমন নহে,—কিন্তু কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিত একমাত্র নমিতারই হস্তে। সুশীলকে বাগাইয়া চালান অপরে তেমন সুবিধা-জনক ব্যাপার মনে করিত না।

কলিকাতার বাড়ী-ভাড়ায় এবং নিজের উপার্জ্জনে এখন সংসারের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হইল; অধীনস্থ কর্ম্মিগণের উপর নিয়ত করুণাময়ী মিস স্মিথের যত্ন থাকায় নমিতার বাহিরেও কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল। মিস্ স্মিথ তাহার অপর শুশ্রূষাকারিণী—খৃষ্টান যুবতী মিসেস দত্ত ও মিস্ চাম্বিয়ানকেও স্নেহ করিতেন, কিন্তু স্বভাবমাধুর্য্য এবং কার্য্য-নৈপুণ্য হেতু নমিতাকেই বেশী ভালবাসিতেন। অল্প দিনের পরিচয় হইলেও নমিতা মিস্ স্মিথের অনেকখানি হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আর নমিতাও যে কার্য্যোপদেশে তাঁহাকে শুধু অন্য পাঁচ জনের মত শ্রদ্ধা সম্মান দেখাইয়া চলিত — এমন নহে, তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্যকে নমিতা অন্তরের সহিত ভক্তি করিত এবং এই বিদেশে তাঁহাকে শুভাকাঙ্ক্ষিণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিভাবিকা বলিয়া মনে করিত।

মিস্ স্মিথ ইংরেজকন্যা, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা। কি কারণে বলা যায় না, আযৌবন বিবাহের প্রতি তাঁহার গভীর ঔদাসীন্য প্রযুক্ত তিনি চির-কুমারী। মৃতা সহোদরার একটী পুত্রকে লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহাকে

যথাসময়ে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন; সে এখন সিবিলিয়ান হইয়া ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই তাঁহার একমাত্র আত্মীয়। মিস্ স্মিথের ধাত্রীবিদ্যায় হাত-যশ ছিল, তজ্জন্য তাঁহার সরকারী উপার্জ্জনের তুলনায় বে-সরকারী উপার্জ্জন দ্বিগুণ হইত। দরিদ্রের প্রতি করুণা-প্রবণ-হৃদয়া এই নারীর দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল—মিস্ স্মিথ অর্থের সদ্ব্যয় কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানিতেন। কেহ কোন দিন তাঁহাকে অর্থ ভোগ-যোগ্য আত্মীয়ের জন্য আক্ষেপ করিতে শুনে নাই, বরং অনেকে সম-বেদনার স্বরে তাঁহার সমক্ষে সে প্রসঙ্গ তুলিয়া শেষে লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত নিরুত্তর হইতে বাধ্য হইত। মিস্ স্মিথ বলিতেন, পৃথিবীতে যিনি আমায় যতটুকু সাহায্যের সুযোগ দেন, আমি তাঁহার কাছে ততটুকু কৃতজ্ঞ; আমার ধনের যোগ্যাধিকারী,—পৃথিবীর প্রত্যেক অযোগ্য, উপায়হীন, দরিদ্র ব্যক্তি; আর আমার সন্তান?" - মিস স্মিথ হাসিয়া কথাটা সমাপ্ত করিতেন, প্রতিপক্ষ এইখানেই পরাভব মানিত।

৩

পূর্ব্বদিন রাত্রে মিস্ স্মিথের সহিত একটা 'কলে' গিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, নমিতা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা সাড়ে দশটা। গত রাত্রে সাড়ে এগারটার সময় 'ডাক' পাইয়া মিস্ স্মিথ নমিতাকে হাঁসপাতাল হইতেই লইয়া চলিয়া যান। আহ্বানকারী ভদ্রলোকটী স্থানীয় জজ কোর্টের উচ্চপদস্থ গণ্য মান্য ব্যক্তি। তাঁহার কন্যাকে প্রসব করাইয়া মিস্ স্মিথ রাত্রি এগারটার সময় ফিরিয়া আসেন, কিন্তু অল্পবয়স্কা প্রসূতি প্রসবের পর বারম্বার মূর্চ্ছিত হওয়াতে নমিতা সারারাত্রি শুশ্রূষার জন্য সেখানে থাকে। সকালে মিস্ স্মিথ গিয়াছিলেন, রোগিণী তখন অনেকটা ভাল; মিস্ স্মিথ বলিলেন এখনও নমিতাকে সেখানে কয় দিন যাওয়া আসা করিতে হইবে; কারণ শিশুটী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং রোগিণীরও পরিচর্য্যা আবশ্যক।

ক্লান্তদেহে অনিদ্রা-শুষ্ক-মুখে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নমিতা আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। বাহিরের 'চলন' ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াই—নমিতা অবাক হইয়া দাঁড়াইল! দেখিল, সুশীল এক চড়ুই পাখীর পায়ে মোটা 'টোয়াইন্' সূতা মজবুত করিয়া বাঁধিয়া, তাহাকে উড়াইয়া উড়াইয়া মহা উল্লাসে খেলা করিতেছে। পাখীটা প্রাণপণ-শক্তিতে উড়িবার চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ঘন ঘন পড়িয়া হাঁপাইতেছে, আবার ডানা ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, — বন্ধন-রজ্জুতে আটকাইয়া,পুনশ্চ থরথর-কম্পিত দেহে মেঝেয় লুটাইয়া ধড়্‌ফড়্ করিতেছে;— আর বালক ভৃত্য রামশঙ্কর কতকগুলা জবাফুল একটা সূতায় গুচ্ছবদ্ধ করিয়া—ভয়-কাতর পাখীটার সম্মুখে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে সার্কাশের জকারের মত নাচিতেছে! তাহার নৃত্য নৈপুণ্যের বিচিত্র কৌশলে সুশীল এবং যুবক পাচক গৌরী পাঁড়ে মুখে হাত চাপা দিয়া প্রবল হাস্যাবেগে অধীর হইয়া উঠিয়াছে!

নমিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, রাম শঙ্কর গোয়ালার অদ্ভুত নৃত্যলীলা অকস্মাৎ সমাপ্ত হইয়া গেল। সুশীলও তাড়াতাড়ি পাখীটাকে মুঠায় পুরিল, গৌরী পাঁড়ের

হাস্যোচ্ছ্বাস বন্ধ হইল, তাহাদের স্ফূর্ত্তি-কৌতুকের ত্রস্ত-বিবর্ত্তন ভঙ্গীটা এমনই তীব্র হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিল যে, নমিতাও আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া—সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এই পাখী নিয়ে খেলা হচ্ছে! আজ বুঝি আপনার পড়াশুনা মোটেই হয় নি?"

অবশ্য এ স্থলে প্রজল্পিত 'আপনার' সর্ব্বনামটী শ্রদ্ধা ভক্তির গুরুত্ব নিবন্ধন বা সবিনয় শিষ্টতার অনুরোধে প্রযুক্ত হয় নাই,—ইহার গূঢ়ার্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ! সুশীল বুঝিল। সে ছুতা পাইয়া কষ্টরুদ্ধ হাস্যাবেগ তৎক্ষণাৎ সোচ্ছ্বাসে মুক্ত করিয়া দিয়া, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "সে হয়ে গেছে মেজদার কাছে, মেজদা তোমায় খুঁজতে গেছে, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে?"

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত নমিতা বলিল "আমার সঙ্গে? কই না ত। সে কি আজ স্কুল যায় নি?"

"স্কুল! হা-হা-হা হা! আজ যে রোব্বার দিদি!"

অপ্রতিভ হইয়া নমিতা সুশীলের দিক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইল, চপলপ্রকৃতি বালক এখনই হয়ত: তাহাকে আবার হাসাইয়া ফেলিবে! সে মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

নমিতার সম্মুখে অপ্রস্তুত হইয়া, ভৃত্য ও পাচক এতক্ষণ পলাইবার ছুতা খুঁজিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। নমিতাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দ্বারপার্শ্ববর্ত্তী পাঁড়ে ঠাকুর নিতান্ত নিরীহ আকৃতির কুর্ম্ম-অবতারের মত গলা বাড়াইয়া মিটিমিটি চক্ষে চাহিয়া বলিল "আপ্‌কো চা-পানি নহিল,' হোনে দেগা দিদিমায়?"

নমিতার পক্ষে 'দিদিমায়' সম্ভাষটুকু ঠিক ন্যায়ের যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও কেহ কোন দিন সে কথা লইয়া তর্ক করে নাই, কারণ ইহা ভৃত্যগণের স্বেচ্ছাদত্ত উপাধি। ভৃত্যেরা নমিতাকে শুধু 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিত না, কারণ নমিতার মাতা-রূপিণী 'মায়-জী' বাড়ীতে বর্ত্তমান, অথচ তাহাকে শুধু 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেও বোধ হয় ইহাদের মুখে বাধিয়া যাইত; তাই ইহারা উভ। সম্বোধন সংযোগে এই পছন্দসই অভিধানটি বাহাল করিয়াছে।

পাঁড়ে ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে পুনশ্চ প্রশ্ন করিয়া নমিতা জানিল যে, ঠাকুরের সমস্ত রন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও উনানে যথেষ্ট আগুন আছে। নমিতা বলিয়া দিল যে, চায়ের জল যেন অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে প্রস্তুত করা হয়, কারণ আগে সে স্নান করিবে।

গোবর্দ্ধন পাঁড়ে আর সেখানে অপেক্ষা করা সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়া, ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইল; রামশঙ্করও কষ্ট-সৃজিত 'ভাল-মানুষী'-ভরা মুখে ধীরে ধীরে তাহার অনুবর্ত্তী হইতেছিল, কিন্তু সেই সময় নমিতা সুশীলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পাখীটার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধেছ, ওটাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে বুঝি? ওটা ধরলে কে?"

সুশীল তিরস্কার সম্ভাবনা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে মনোযোগী হইল। সে নমিতাকে জানাইল যে ইতিপূর্ব্বে

পাখীটাকে করায়ত্ত করিবার দুরভিসন্ধি তাহার মস্তিষ্কে আদৌ উদ্ভূত হয় নাই, কেবল গৌরী পাঁড়ে ও রামশঙ্কর দুই জনে তাহাকে পাখী লইয়া খেলাইবার সঙ্কল্পে প্রবুদ্ধ করিয়াছে মাত্র, এবং উহারাই দুই জনে পাখীটাকে যে রান্নাঘরের ভিতর ধরিয়াছে—সে কথা বলিতেও ভুলিল না।

গৌরী পাড়ে ততক্ষণে চৌকাঠের বাহিরে গিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু রামশঙ্কর তখনও গৃহের বাহির হইতে পারে নাই; সুশীলের কথায় সে প্রমাদ গণিল। কৌশলে ফাড়া কাটাইবার জন্য সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিনয়াবনত দৃষ্টিতে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল "জী আপ্‌কো আসনান্-কি পানি তিনো টব্ উঠায় গা ?"

তাহার ধূর্ত্ততা দেখিয়া নমিতা ঈষৎ হাসিল। সস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "তিনো টব নেই বাবা, দুনো টব মে হোগা।—"

রামশঙ্কর অধিকতর শান্তশিষ্টভাবে মাথা নত করিয়া বলিল "মগর্ খোখা বাবু যো আপ্‌কো বাস্তে আবিতক আস্‌নান্ কিয়া নেই।"

নমিতা সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিল "চান্ করিস্ নি কেন রে ?"

সুশীল বিপদে পড়িল। ইহাদের সকল ভাই বোনেরই সকালে স্নান করা অভ্যাস। সুশীলকে স্নানের সময় নমিতা সাহায্য করিত, অপরের সাহায্য সুশীলের মনঃপূত হইত না। ক্কচিৎ নমিতার কাজের বেশী ভিড় পড়িলে তাহাকে ছোটদিদির হাতে পড়িতে হইত, সেটাও অবশ্য নমিতার নির্দ্দেশক্রমে; আজও অবশ্য স্নানের সময় 'ছোটদিদি' তাহাকে ডাকাডাকি করিয়াছিল, কিন্তু সে সময় সদ্য-ধৃত পাখীটা লইয়া সুশীল ঘোরতর ব্যস্ত থাকায় তাহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই। এখন নমিতার 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে রামশঙ্করের কথিত 'আপকোবাস্তে' উত্তরটা প্রয়োগই সে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বিবেচনা করিল; চক্ষুদ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল "এই তুমি আসনি কিনা—তাই। যাও শঙ্কর, দিদিমণি কি সাত হামারাভি আসনান্-কি পানি উঠায় দেও।"

শঙ্কর বিদায় হইলে নমিতা পাখীকে অনর্থক কষ্ট দিয়া খেলার জন্য ও ভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর আমোদে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, সত্য সত্যই সুশীলকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিল। পাখীর পায়ের বাঁধন তখনই খোলা হইল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় বহুক্ষণব্যাপী টানাটানির ফলে পা-টা কিছু আহত হইয়া গিয়াছিল, বেচারী উড়িতে গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার দুর্দ্দশায় অনুতপ্ত সুশীল তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া সকাতরে বলিল, "একে এখন ধামা চাপা দিয়ে রাখ দিদি, পায়ে আইডিন্ লাগিয়ে দেব, ব্যথা সারলে কাল পরশুর মধ্যে উড়িয়ে দেব এখন, কি বল ?"

ক্ষুণ্ণভাবে নমিতা বলিল "অগত্যা, কিন্তু আইডিন্ লাগান'র কাজটা না করাই সব চেয়ে ভাল ছিল, ছিঃ অমন করে কি কষ্ট দিতে আছে ?"—ভাইটীর বিষণ্ণ-মলিন মুখের পানে চাহিয়া নমিতা থামিল, আর বেশী বলা অনুচিত !—প্রসঙ্গটা ফিরাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিল "বাড়ীর ভেতর আয়।"

উভয়ে বাড়ীর মধ্যে চলিল, চলিতে চলিতে নমিতা বলিল "হ্যাঁরে, বিমল কি আমায় খুঁজতে হাঁসপাতালে গেছে ?"

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল "না, হাঁসপাতাল থেকে তুমি যে কাল মিস্ স্মিথের সঙ্গে 'কলে' গেছ, সে কথাত কাল রাত্রেই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার বলে গেছে, তবে···"

বাধা দিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত নমিতা বলিল "তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার? কই আমার সঙ্গেতো তার দেখা হয়নি, আমিতো সন্দার মেথরকে বাড়ীতে খবর দিতে বলে গেছলুম।"

সুশীল বলিল "সন্দার মেথরই আসছিল, কিন্তু সে বুড়ো মানুষ, আহা কষ্ট করে আবার এতটা পথ আসবে?—তাই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই এসে বলে গেল, ও-লোকটি খুব ভালমানুষ কিনা?"

পরিহাসের স্বরে নমিতা বলিল "সত্যি নাকি? লোকটি তাহলে তোমার মত নয়?"

সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া সুশীল বলিল "নাঃ, মোটেই না. ও-লোকটি বেশ ভাল লোক,—ও এসে কাকে কাকে ডাক্‌লে জান? আমাকে! —আমাকেই চেনে কি না! তারপর মেজ্‌দা বেরিয়ে যেতে সব বল্‌লে, আজ আমরা এত ক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করলুম, মা ভাবছিলেন কি না—তাই মেজ্‌দা মিস্ স্মিথের কুঠীতে তোমার খবর আন্‌তে গেল।

উভয়ে আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল; সম্মুখে রৌদ্রালোক-ঝলসিত, ঝর্‌ঝরে পরিষ্কার মাটীর উঠান, উঠানের ও-পাশে টালির ছাদযুক্ত বারেন্দা ও সারি সারি কয়খানি একতলা ঘর, বামদিকে কুপযুক্ত প্রাচীর-ঘেরা স্নানাগার। অন্য দিকে খড়ের ছাওয়া রান্নাঘর; তাহার পাশে সুশীলের সযত্ন পালিত ছাগলের একটি ক্ষুদ্র চালাঘর। চালাঘরের খোয়া-পিটান মেঝের উপর বসিয়া ছাগমাতা দুইটি সদ্যোজাত শাবক লইয়া,—টাট্‌কা ডাল-ভাঙ্গা কতকগুলা পাতা ঘন ঘন চোয়াল নাড়িয়া সাগ্রহে চর্ব্বণ করিতেছিল। বৎস দুইটি ইতস্ততঃ লাফাইয়া খেলা করিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কাঙ্গালী।

আশা-পথ তব চাহিয়া
ভগ্ন মন প্রাণ কত দিন আর,
রাখিব এমন বাঁধিয়া?
যতই আমারে রাখনা ভুলায়ে
দেখাইয়ে প্রলোভন,
তত হায়! মোর কেঁদে উঠে হিয়া
প্রবোধ মানে না মন।

নাহি ঠাঁই কিগো চরণে?
এ জীবন কিগো লক্ষ্য-হারা-প্রায়,
ভাসিবে এমন ভুবনে?
রূপ-গুণ হীন হয়েও ধুতুরা
শিব-পদে পায় ঠাঁই,
হলেও নগণ্য আমিও তেমতি
শুধু যে চরণ চাই।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

পেশীমণ্ডল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালকেরা কি ভাবে দণ্ডায়মান হয়, তৎপ্রতি পিতা মাতা এবং শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। যদি বাল্যকালে বালকেরা ঝোঁকা শিক্ষা করে, তবে বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই তাহারা বক্র হইয়া পড়িবে। পৃষ্ঠের পেশীনিচয়ের যাহাতে রীতিমত ব্যায়াম হয় তাহা করিতে হইবে, কারণ তাহারা রীতিমত বিস্তৃত হইলে বালকেরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এইরূপে তাহাদিগের স্কন্ধদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে রহিয়া যাইবে এবং বক্ষঃস্থল বিস্তৃত হইবে। ইহার বিপরীতে যদি বালকদিগকে মস্তক এবং স্কন্ধ অবনত করিতে অভ্যস্ত করা হয়, তবে বক্ষঃস্থল ক্ষুদ্র এবং পৃষ্ঠদেশের পেশীনিচয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এইরূপে যে বিরূপতার সৃষ্টি হইবে, তাহা বয়োবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বালকদিগকে সোজা হইয়া উপবেশন করিতে শিক্ষা দিবে; কারণ যে ভাবে তাহারা উপবেশন করিবে, তাহা তাহাদিগের স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যতার সহায়তা করিবে। পাঠকালেই হউক বা কার্য্যকালেই হউক, তাহাদিগকে সোজা হইয়া উপবেশন করিতে হইবে, কারণ তদ্দ্বারা শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের কোনরূপ ক্রিয়ার বাধা হয় না, সুতরাং লাবণ্য এবং গঠন-পারিপাট্য তাহার ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়।

বেঞ্চের বন্দোবস্ত এরূপ হওয়া উচিত যেন বালকগণ তাহাতে ঠেসান দিয়া বসিতে পারে। ঠেসান দিবার বন্দোবস্ত না থাকিলে বালকেরা প্রায়ই সম্মুখস্থ টেবিল বা ডেস্কের উপর কনুই রক্ষা করিয়া ঝুঁকিয়া উপবেশন করে। এক্ষণে যদি কাহারও মেরুদণ্ড বক্র হইবার উন্মুখতা থাকে, তবে তাহা বক্র হইবার ইহাপেক্ষা আর কি সুবিধা হইতে পারে। যদি কোন বালক বালিকা সোজা হইয়া না দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহাকে বরং দণ্ডায়মান থাকিতে অথবা কোন বস্তুতে ঠেসান দিয়া বসিতে দেওয়া প্রশস্ত, কিন্তু তথাপি টেবিলে কনুই রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকিতে দিবে না।

স্কুলের সমস্ত বেঞ্চগুলিতে যে কেবলমাত্র ঠেসান দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে তাহা নহে, পরন্তু ডেস্ক অথবা টেবিল এত উচ্চ হওয়া উচিত যেন বালকেরা সম্মুখে না ঝুঁকিয়া স্বীয় স্বীয় পুস্তক দেখিতে পারে।

স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, ব্যায়ামের পর বিশ্রাম আবশ্যক। পেশীর পক্ষেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। বিশ্রামের যে কিরূপ আবশ্যক তাহা কোন সভাতে যাইলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রোতৃবর্গ বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎগ্রীব থাকে। তৎকালে তাহাদিগের পেশীনিচয় কার্য্যে পরিণত হয়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যায়। বস্তুতঃ, বহুক্ষণ ধরিয়া মেরুদণ্ড উন্নত করিয়া থাকিলে পেশীনিচয় ক্লান্তি অনুভব করে এবং তজ্জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অধিকক্ষণ পেশীগুলিকে ক্রিয়াশীল রাখিলে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং

ক্রমশঃ তাহাদিগের সঙ্কোচন শক্তি লোপ পায়। স্কুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা অল্পক্ষণ উপবেশন করিয়াই চঞ্চল হইয়া পড়ে, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। অতএব ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদিগের একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন হইলেই তাহাদিগের ক্লান্ত পেশী-নিচয় সবল হয় এবং মেরুদণ্ডকে পুনরায় উচ্চ করিয়া রাখিতে পারা যায়। বালকদিগকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত সোজা হইয়া বসাইয়া রাখা অত্যন্ত গর্হিত, কারণ ইহা পৈশিক-নিয়ম-বিরুদ্ধ' ইহাতে মেরুদণ্ডের বক্রতা সম্পাদিত হইয়া অধিকতর বিপদ আনয়ন করে।

বিদ্যালয়ে যে বালকেরা টিফিনের ছুটি পায়, তাহা পৈশিক-ক্রিয়া সম্বন্ধীয় নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। পৈশিক উত্তেজনার পর বিশ্রাম আবশ্যক, এই জন্যই বালকেরা টিফিনের ছুটি পায়। বালক যতই ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল হইবে বিশ্রামের ততই আবশ্যক হইবে। পেশীর সঙ্কোচন এবং বিতানের অনিবার্য্য ফল ক্লান্তি। এই হেতু কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিলে অথবা ভিন্ন ভাবে উপবেশন করিলে ক্লান্ত পেশীগুলি বিশ্রাম লাভ করে এবং নূতন পেশীগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এইরূপে পরিবর্ত্তন দ্বারা অধিক পরিশ্রম করিতে পারা যায়। পরিশ্রমের পরিবর্ত্তন বিশ্রামের ন্যায় হিতকর। এই নিয়মটী ভুয়োদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পেশীগুলিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, তাহারা স্থানবিশেষের অবস্থিতি এবং শক্তি অনুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। যদিও পেশী-গুলি সঞ্চালন-ক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট তথাপি তাহারা স্বয়ং সঞ্চালিত হইতে পারে না। তাহারা ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক গতিবিষয়ক স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মস্তিষ্কের ভিত্তি এবং মেরুদণ্ড হইতে শ্বেত সূত্রবৎ যে সকল স্নায়ু নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত পেশীর প্রত্যেক তন্তু সংযোজিত। অনৈচ্ছিক-শক্তি-সম্পন্ন স্নায়ু-মণ্ডলী পরিপাক, রক্ত সঞ্চরণ এবং শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় পেশীনিচয়কে উত্তেজিত করে। ইহাদিগের উপর ইচ্ছার কোনরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয় না। উক্ত ক্রিয়াগুলি আমাদিগের জীবনের প্রথম শ্বাস হইতে শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত স্বতঃই হইয়া থাকে। আমরা নিদ্রিতই থাকি বা জাগরিতই থাকি, আমরা জ্ঞাত থাকি আর অজ্ঞাতই থাকি, ক্রিয়াগুলি নিশ্চয়ই হইবে; ইচ্ছাশক্তি তাহার বাধা সম্পাদনে সমর্থ হইবে না।

ঐচ্ছিক-গতি-বিধায়ক স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহারা ইচ্ছার অধীন। তাহারা কেবল মাত্র ইচ্ছার আদেশ বহন করিয়া পেশীনিচয়ের নিকট লইয়া আইসে মাত্র, সুতরাং তাহারা সংবাদ-যন্ত্র বই আর কিছুই নহে। মন কিছু করিতে ইচ্ছা করিলে ঐচ্ছিক স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্ক হইতে শক্তি বহন করে এবং তাড়িতের ন্যায় দ্রুতবেগে উপযুক্ত পেশীনিচয়ে সংবাদ দেয়; অমনি পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপে যখন আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, তখন মস্তিষ্ক ঐচ্ছিক স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে জিহ্বা, কণ্ঠ এবং ওষ্ঠের পেশীনিচয়ে শক্তি প্রেরণ করে, তখন তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া আবশ্যকীয় শব্দ উৎপন্ন করে।

মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুনিচয়ের যেরূপ স্বাস্থ্য, তৎপরতা, আকার এবং গুণ হইবে, তদনুরূপ পৈশিক ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম ঘটিবে। মস্তিষ্ক সুস্থ থাকিলে যেরূপ প্রবল বেগে পেশীনিচয়কে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে, রুগ্ন হইলে সেরূপ করিতে পারে না তাহার প্রমাণ আমরা মোহক জ্বর, মস্তিষ্ক-প্রদাহ, সংন্যাস রোগ এবং মদ্যপানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হইলে পেশী-নিচয়ের ক্রিয়াও স্থগিত হইয়া যায়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্নায়ুমণ্ডলী পেশীনিচয়ের উপর কিরূপ আধিপত্য করে। যে সকল কশেরুকা মজ্জা বা স্নায়ু পেশীনিচয়ের সহিত সম্বন্ধীভূত আছে, তাহাদিগের যদি ধ্বংস সম্পাদন করা যায়, তবে তাহাদিগের সঙ্কোচন শক্তি এবং চৈতন্য-শক্তির লোপ হইবে। কোন স্থানের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যদি চাপ পড়ে, তবে তাহার ক্রিয়া এবং আনুভাবিক শক্তিও লোপ পায়। এই তথ্যটী আমরা কঠিন বেঞ্চের উপর অধিকক্ষণ উপবেশন করিলেই বিশেষ রূপে বুঝিতে পারি। এইরূপ উপবেশনের ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, স্নায়ুনিচয়ের উপর চাপ পড়িয়াই আমাদিগের নিম্নাঙ্গ অসাড় হইয়া আইসে এবং তাহার ক্রিয়া শক্তিরও হ্রাস হয়। পাদদেশ-প্রসারিত কটিস্নায়ুর উপর চাপ পড়িলেই এই ফল ফলিয়া থাকে।

সচরাচর একই আকারের লোকের পৈশিক শক্তি এবং কার্য্যতৎপরতার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পৈশিক তন্তুগুলির আকার, বুনন এবং ঘনত্ব যেরূপ হইবে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-নিচয়ের কার্য্যকারিত্বও তদ্রূপ হইবে। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার পেশীনিচয়ের ঘনত্ব এবং বুননের সহিত বেতো ঘোড়ার পেশীগুলির তারতম্য করিলেই উভয়ের পার্থক্য বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এই জন্য যে সকল ব্যক্তিনিচয়ের পেশী পাতলা অথচ ঘন এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুনিচয় তৎপর, তাহারা যেরূপ ক্ষিপ্রতা এবং শক্তির সহিত কার্য্য করিতে পারিবে, সেরূপ পুরু অথচ ঢিলা পেশী-যুক্ত ব্যক্তি অনুরূপ আকৃতির হইলেও করিতে পারিবে না। লোকের যদি পেশী ক্ষুদ্র এবং স্নায়ু সুবৃহৎ ও কর্ম্মী হয়, তবে সে বিপুল পৈশিক শক্তি দেখাইতে সমর্থ হইবে বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক যদি রুগ্ন থাকে, তবে অধিকক্ষণ ধরিয়া সে শক্তি থাকিবে না। গুল্ম বায়ুরোগ (হিষ্টিরিয়া) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু লোকের যদি বিশাল পেশী এবং ক্ষুদ্র স্নায়ু-নিচয় থাকে, তবে সে অধিক শক্তির কার্য্য করিতে বা কর্ম্মে অধিক তৎপরতা দেখাইতে পারিবে না বটে, কিন্তু তাহার সহিষ্ণুতা অধিক থাকাতে অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবে। এতদ্দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, গঠন দেখিয়া লোকের কর্ম্ম করিবার শক্তির উপলব্ধি হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সূক্ষ্ম, ঘন, পূর্ণ বিকশিত পেশীনিচয়, বিশাল স্নায়ুমণ্ডলী এবং সুস্থ ও তৎপর মস্তিষ্ক হইলেই মানবের শক্তি, কার্য্য-তৎপরতা এবং সহ্য গুণ জন্মিয়া থাকে।

শরীরের যদি পূর্ণ বিকাশ প্রার্থনীয় হয় তবে বালকদিগের উপরকার অঙ্গের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহা সকলেই অবগত আছে যে যাহার উপরকার অঙ্গ সোজা তাহারা অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান হইতে, অধিক ভ্রমণ করিতে এবং অধিক পরিশ্রম করিতে

সক্ষম, কিন্তু যাহাদের উপরার্দ্ধ বক্র হইয়া পড়িয়াছে তাহারা উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত নহে।

এই তথ্যটী পৈশিক নিয়মের অনুকূল এবং তাহারও দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ পেশীকে সঙ্কুচিত অবস্থায় ধারণ করিতে হইলে মস্তিষ্ক হইতে তাহাতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। যত অল্প সংখ্যায় পেশী সঙ্কুচিত থাকিবে ততই স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি অল্প মাত্রায় ব্যয়িত হইবে এবং ততই অল্প ক্লান্তি অনুভূত হইবে। শরীরে উপরার্দ্ধ যদি উন্নত থাকে তবে তাহা দেহ ও মস্তক, মেরুদণ্ডের অস্থি ও উপাস্থিনিচয়ের উপর সমতা রক্ষা করিবে।

শরীর সম্মুখে সামান্য বক্র হইয়া পড়িলে মেরুদণ্ড-সংলগ্ন পশ্চাৎদিকের পেশী ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া শরীরকে খাড়া রাখে এবং পশ্চাৎদিকেও ঈষৎ বক্র করিয়া দেয়। কিন্তু যদি মেরুদণ্ডের সম্মুখস্থ পেশীনিচয় আকুঞ্চিত হয়, তবে সেটি আর হইতে পায় না। খাড়া শরীরে দেহটা পশ্চাৎ এবং সম্মুখে সামান্য দুলিতে থাকে। কিন্তু বক্র অবস্থায় মেরুদণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের পেশীগুলি সঙ্কুচিত থাকায় দেহকে সম্মুখের দিকে পড়িতে দেয় না বটে কিন্তু তদ্দ্বারা পৃষ্ঠদেশীয় পেশীগুলি এবং স্নায়বিক শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। খাড়াভাবে এইগুলির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, কারণ দেহটীর সম্মুখ এবং পশ্চাতে সামান্য দোলন জন্য সঙ্কুচন এবং শিথিলতা পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে।

যখন পেশীর কোন অংশ কার্য্য করিতে থাকে এবং অন্যাংশের পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম উপভোগ করিতে থাকে, তখন স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি তৎতৎ অংশে যাহা কার্য্য করিতেছে প্রধারিত হইবে, এবং তাহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইবে না, কারণ স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষমতা অধিক সংখ্যায় পেশীতে বিতরিত থাকে। বার্ত্তালাপ, পাঠ, গান গাওয়া অথবা অন্য কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে তদ্বিষয়ে চেষ্টা তখনই অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে যখনই দেহ ও মস্তক উন্নতভাবে থাকিবে।

উপবেশনেও উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তিকে ঝুঁকিয়া বসিতে দাও, দেখিবে যে তাহার পৃষ্ঠদেশীয় পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া শীঘ্রই স্নায়ুমণ্ডলীকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিবে কিন্তু খাড়াভাবে থাকিলে সে তত শীঘ্র ক্লান্তি বোধ করিবে না।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

নবীন অতিথি।

ওগো ! এসেছে আজিকে নবীন অতিথি,
তোমারি দুয়ার কাছে,
সেযে মানস মোহন বয়স নবীন,
সলাজে দাঁড়ায়ে আছে।
তারে, ডেকে নিয়ে এস করিয়া যতন,
ভাষা তার নাহি ফুটে,
ওযে, প্রথম অতিথি আর ত কখন,
বাহিরে আসেনি ছুটে।

আজ, শতধা বিচ্ছিন্ন হৃদয় লইয়া,
লয়ে আর ভাঙ্গা মন,
শুধু, তোমারে বলিতে হৃদয় বেদনা,
করিয়াছে আগমন।
তুমি, শুন, শুন, যদি পার প্রতিকার,
অথবা নাইবা পার,
তবু, সমবেদনায় অতিথির সনে,
ফেল বিন্দু অশ্রুসার।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভিতরে একটা দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে, নীচে ফরাস বিছানা। আমার দেবর একটি তাকিয়ার উপর ঘাড় রাখিয়া চিৎপাৎ হইয়া শুইয়া আছেন, মুখে গড়গড়ার নল, পার্শ্বে একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক তাঁহার তাকিয়ার উপর কনুই রাখিয়া, তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কিসব বলিতেছিলেন, আমি যেখান হইতে শুনিলাম, তাহা এই :—

"এ তোমার অন্যায় বৈ কি"—

"আরে ভাই, তুমিও যেমন,—মরুক গে।"

"তার সর্ব্বনাশ করলে, এখন বল মরুক্ গে? তার মা বুড়ো মানুষ, আমার কাছে কেঁদে,আকুল। যা হয় একটা বিহিত কর, না হয় তোমার শালাকে বল। এযে তোমার অন্যায় কথা! তুমি তো খোকা নও! চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স হ'তে গেল—এখন যে এ প্রবৃত্তি হবে এতো স্বপ্নেও কেউ ভাবে না।

"ধিক্ তোমার জীবনে! এদিকে মাথায় সাড়ে চা'র ইঞ্চি টিকি, দীক্ষাও লওয়া হ'য়েছে, হাতে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ, তার সঙ্গে একখানা কবচও আছে দেখ্‌ছি?"

"ওহে, টাকায় সব হয়। কৈ, তোমার তো এমন কার্ত্তিকের চেহারা—কত মজা ক'রেছ?"

"মা ব্রহ্মময়ী যেন একদিনের তরেও আমায় অমন কুমতি না দেন। তোমার সঙ্গে ছোট বেলার বন্ধুত্ব,—নইলে তোমার মত লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না। তুমি খুব পুণ্যশ্লোক—এখন এর একটা গতি কর।"

আমায় কে ধ'রে পায়? নামতো আর লেখা নেই। আমার নাম যদি করে, তবে জমীদারের সঙ্গে সড় ক'রে, তার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাঁয়ের বা'র ক'রে দেবো।

গলায় দড়ি জোটে না?

বালাই—ষাট!! এমন সকের প্রাণ—বলকি? খেটে খুটে দু-পয়সা রোজকার

ক'রছি—একটু ফুর্ত্তি কোববনা ? দেখনা, ইস্তলাগাৎ কতগুলি পয়সা গুণেছি—নইলে খেতো কি ? তার বাপ কত টাকা রেখে গেছ্লো ? শ্বশুরবাড়ীতে তো খেতে দেবার ভয়ে একবার খোঁজও করে না।

খুব বাহাদুরী ক'রেছ—এখনও একটু দৃষ্টি দেও। এমন কাজও মানুষে করে ? ছি ছি—সহস্র ধিক্ !!

এমন সময় আমাদের চাকরাণী বাজার হইতে আসিতেছিল, আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছো—চল বাড়ীর মধ্যে চল।" ভিতরে যাইতে যাইতে তাহাকে ন্যাকার মত বলিলাম "একটা নূতন কে লোক এসেছে, তাই দেখ্ছিলুম।"—ওঁকে চেন না ? উনি যে ও পাড়ার নন্দবাবু, পশ্চিমে চাক্‌রী করেন, সে দিন ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছেন। উনি খুব লেখাপড়া জানেন। আগে আমাদের বাড়ী এসে কত গান বাজ্না ক'রতেন। ছোট বাবুর সঙ্গে খুব ভাব।"

আপনাব ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কি সর্ব্বনাশ! পুরুষ মানুষ!—তোমরা কি ? এই পুরুষ মানুষকে যে বিয়ে করে তার সাত জন্মের অধর্ম্ম ; পুরুষ মানুষের ছায়া মাড়ালেও পাপ, পুরুষ-মানুষের বাতাস গায়ে লাগিলেও দেহ অপবিত্র হয়,—কার পেটে কি আছে, বুঝে কার বাবার সাধ্য ? আমার জায়ের মত রূপসী খুব কমই চোখে পড়ে—কে ব'ল্‌বে এতগুলি ছেলে পিলে হয়েছে ? আর ঠাকুরপো! তুমি নিজে ঐ হোদল্‌কুৎকু'তে; গায়ের ঘাম দোয়াতে পুরিয়া চিঠি লেখা যায়,—তুমি কি না, আমার জা'কে বল "তার কি আছে ?" যে পুরুষ মানুষের এই ধর্ম্ম, সেই পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি না, মেজদি আমাব বিয়ে দিতে চেয়ে-ছিলেন! বড় ফাঁড়াটা কেটে গিয়েছে!

মনে হইল এখনি গিয়ে আমাব জায়ের কাছে সব বলি। যে ঠাকুরপোর এত গম্ভীর ভাব, এত জপতপ, এত লোক লোকুতো, তাঁর মুখে এই কথা ? তাঁব কি না এই কাজ ? মানুসটাকে তো আদৌ মন্দ বোধ হয় না। ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, পূজা অর্চ্চনাও আছে, অতিথি সাধুদের দেওয়া থোয়াও আছে, তবে আবাব এমন কুবুদ্ধি কেন ? পুরুষ মানুষে কি এসব পাপ বলিয়া মনে করে না ? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলাম, আমার জাকে এসব কথা বলাটা ঠিক নয়। হয়তো তিনি অনেক দিন থেকেই এসব জানেন, আমি জানিয়াছি বলিলে আরো লজ্জা পাইবেন ; আর নয়তো এ সব শুনিয়া ঝগড়া বাধাইয়া নিজেই মারা পড়িবেন। এখনি যদি ঠাকুরপো বলেন "নিকালো," তখন আর তাঁর অভিমান কোথায় থা'কবে ? অনর্থক চিরদিন মনে অশান্তি ভোগ করিবেন,—এবং যদি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক হয়েন, তবে স্বামীর উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া মহাপাপগ্রস্তা হইবেন—আপনার মন কলুষিত করিবেন। তার চেয়ে, না জানেন সেই ভাল। কাহাকেও কিছু বলিলাম না।

৩

এ সব তো গেল পরের কথা। নিজের কথা এখনও বাকি আছে।—খুলিয়া না বলিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আর অধিক দিন বাঁচিব না, সময়তো হইয়া আসিল, —এই বেলা বলিয়া রাখি।

পুরুষ মানুষ তো আজো চিনিলাম না।

কত দিনই বা আর সংসারে বাস করিলাম? কিন্তু যে কয়টি দিন বাস করিয়াছি, পুরুষ মানুষেই আমার হাড় জ্বালাইয়াছেন, বাবা হাড় জ্বালাইয়াছেন;—কেন তিনি মরিয়া গেলেন? কেন আমার রাত্রি দিন বাবার জন্য কান্না আসে? আমি আর কয়দিন বাঁচিব? একয়টা দিন থাকিয়া যাইতে পারিতেন না? মরিবার কি তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল? তারপর দাদা। দাদাই আমার পরম শত্রু—এমন শত্রু বুঝি আর নাই। আমার যে মরিয়াও সুখ হইবে না!—মরিয়া গেলে আর তো আমার সঙ্গে দাদার সম্বন্ধ থাকিবে না, দাদাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, দাদাকে আরতো দাদা বলিয়া ভাবিতে পারিব না। কি জানি? আচ্ছা, ভালবাসার কি দাদা আর লোক পান নাই? নিজের বৌ আছে, তাঁর দিকে একবার ভাল করিয়া ফিরিয়াও চাহিতে শিখিলেন না। সংসারে কেবল চিনিয়া রাখিয়াছেন মেজদিদি আর সরলা। সরলা বলিয়া ডাকিতে গলা ভারী হইয়া আসিত, সরলার মুখের দিকে চাহিলে চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিত, সরলা হাতে করিয়া খাবার আনিয়া দিলে মুখে আহ্লাদ ধরিত না। তেমনি এখন টের পাইয়াছেন। এত লেখাপড়া শিখিয়া এটুকুও জ্ঞান হয় নাই যে, নিমজ্জমানকে আদর করিয়া ধরিতে গেলে নিজেও ডুবিতে হয়? এ হতভাগিনীকে যে স্নেহ করিতে যায়, তার চেয়ে অন্ধ কে? আর কি কাহারো দাদা নাই?—না আর কাহারো বোন থাকে না? যখন আমি নিজের হাতে দাদাকে প্রথম কলিকাতায় পত্র লিখিলাম, তাহার পর বাড়ী আসিয়া কত আহ্লাদ! সরলাকে কত আদর! সে চিঠি খানি আজো কাছে রাখা হয়েছিল। সরলা বিধবা হ'য়ে খাওয়া ত্যাগ করিল বলিয়া কিনা তাঁহারো খাবারদাবার তিক্ত লাগিতে আরম্ভ করিল,—প্রথম কয়দিন তো আহার ত্যাগই করিয়াছিলেন। এখন তেমনি টের পাইয়াছেন। দাদাকে সেই পর্য্যন্ত আর দেখি নাই—আমার দাদাকে। বেশ বাঁচিয়া আছি, খাইতেছি, পরিতেছি, ঘুমাইতেছি—আমার দাদাকেও দেখি নাই। পৃথিবীতে সবই সম্ভব। দাদা—আমার দাদা, কেমন করিয়া আছেন? কি জানি? আর এক শত্রু দাদাবাবু। শত্রু চারিদিকে। ভগ্নীপতি কি আর লোকের নাই? সেই এতটুকু বেলা থেকে কেবল কাঁধে পিঠে; কিসে সরলা লেখা পড়া শিখিবে, কিসে সরলা মানুষ হবে, কিসে কি হবে,—দুই স্ত্রীপুরুষে কেবল এই নিয়ে ব্যস্ত। আর এখন? এক দণ্ড কাছে না দেখিলে ব্যস্ত হইতে,—এখন? সরলাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে তোমার গাড়ি খালি বোধ হইত,—বেড়াইতে যাইতে পারিতে না,—কিন্তু এখন? বিধবা হওয়া অবধি আমার দিকে আর যে চাহিতে পারিতে না!—তা আর চাহিতে হইবে না। বড় যে তখন বলিতে "সরলা! তোর বিয়ে হ'য়ে গেলে তুই যখন বরের কাছে থা'কবি, তখন আমি কেমন ক'রে থা'কবো? আমি মাসে মাসে গায়ে প'ড়ে গিয়ে তোর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে আ'সবো—নহিলে যে আমি বাঁ'চবো না।" এখন একবার আমার বরের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাওনা এসে!—আমি তো বরের কাছে এসেছি!

এ ছাড়া মেজ দিদির শত্রুতা মার শত্রুতা

তো আছেই। কিন্তু স্ত্রীলোকের আর একটি শত্রু আছে,—মহাশত্রু। সে শত্রুর হাতে পড়িতে পারিলে, স্ত্রীলোকে আর সকল শত্রুকেই পরাস্ত করিতে পারে,—আর সকল শত্রুর হাত এড়াইতে পারে। শরীরে যদি কোনও স্থানে বড় যন্ত্রণাদায়ক পীড়া জন্মে, তবে সে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অল্প যন্ত্রণাদায়ক পীড়াকে ভুলাইয়া দিতে পারে। বৃশ্চিক দংশন করিলে লোকে শত পিপীলিকা দংশনের জ্বালাও ভুলিয়া যায়।

সংসারে যত অত্যাচার আমরা সহ্য করি, তাহার মধ্যে ভালবাসার অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নহে কি? ভাবিয়া দেখ—বুঝিতে পারিবে। যে আপনা ভুলাইয়া দেয়, আমার আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লয়, তাহার অপেক্ষা অত্যাচারী কে? এখন বল দেখি, স্ত্রীলোকের সেই মহাশত্রু কে? এক দিনের পরিচয়ে যে তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সব ভুলাইয়া দিতে পারে, এত দিনের এতগুলি স্নেহের বন্ধন যে একদিনে ছিন্ন করিতে পারে, এত দিনের আপনার জনগুলিকে যে এক দিনে পর করিয়া দিতে পারে, একদিনের আলাপের পর যে তাহার অদর্শনের এক দণ্ডকে এক যুগ মনে করাইতে পারে, তাহার মত পরম শত্রু আর কেউ কি জগতে আছে? এই পরম শত্রুর হাতে পড়িতে হয় নাই বলিয়াই না আজ এতগুলি শত্রুর অত্যাচার আমাকে সহিতে হইতেছে? —নহিলে আজ আমার কিসের ভাবনা? তোমরা বলিবে "তুই কলঙ্কিনী,"—বল, আমার পাপ ক্ষয় হইবে।

নারী-হৃদয় স্বভাবত অমানিশার দিগন্তব্যাপী সুনীল-স্বচ্ছ-নভোমণ্ডল। কত নক্ষত্র ফুটিয়া আছে, ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে,—বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এরা কাহারা?—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সঙ্গিনী, সই, মনের কথা, দেখন হাসি, গোলাপ ফুল, টকের আলু, এ, ও, সে,—যাহার যেমন থাকে। কিন্তু সেই হৃদয়াকাশে যে দিন হইতে পূর্ণ শশধর উদিত হয়, তখন আর কয়টি তারাকে দেখা যায়?—খুব নজর করিয়া না দেখিলে একটিকেও দেখা যায় না। বৃথা তাহার নারী জন্ম,—যাহার ভাগ্যে এই অমাবস্যার উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিকে ম্লান করিবার সৌভাগ্য না হইয়াছে!

নারী-হৃদয়ের স্বচ্ছ সরোবরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্ম ফুটিয়া আছে,—অসংখ্য আসন,—কাহাকেও স্থানাভাবে বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইবে না, কিন্তু তার মধ্যস্থলে যে পবিত্র শ্বেত-শতদলটী মুকুলিত হইয়া আছে,—তার উপরে কাহার আসন? মাত্র এক জনের;—সেই বদ্ধ-শ্বেত-শতদল কেবল এক জনের আগমনে প্রস্ফুটিত হইবে; যাহার কমল সেই ফুটাইবে, যাহার আসন সে আপনি বিছাইয়া লইবে।—তাহার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র ভ্রমরেরও সাধ্য নাই তাহার পবিত্র কক্ষ উচ্ছিষ্ট করে, সেই শতদল পদ্মাসনে যাহার আসন তাহারও আর আসন নাই।—এক আসন; এক আকাশ একই শশধর, একদিন একই দিনমণি, এক দেহ একই প্রাণ, এক শক্তি একই শিব, এক মায়া একই ব্রহ্ম। জিজ্ঞাসা করি—শুধু বিবাহের মন্ত্র পড়িলে এই শ্বেতশতদল প্রস্ফুটিত হয় কি? তাহা হইলে অনায়াসে এই পৃথিবীকে স্বর্গ করা যাইত। আমি কলঙ্কিনী?—ইচ্ছা হয়, সহস্র মুখে বল।

(ক্রমশঃ) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা ও সার্থকতা।

গৃহ-শিক্ষয়িত্রী চৌকীর উপর বসিয়া, কোলের উপর খোলা বই রাখিয়া ছাত্রীকে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন,—ছাত্রী চৌকীর উপর হাতের ভর রাখিয়া নতজানু হইয়া শুনিতেছিল;

শিক্ষয়িত্রী পড়াইতে ছিলেন,—"জীবে দয়াই মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি . . . . ."

ছাত্রী তন্মুহূর্ত্তেই পড়া ছাড়িয়া,—তড়াক্ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল; শিক্ষয়িত্রী দেখিলেন, বাহিরের বারেন্দায় কাঠের উনানে গরম জল ফুটিতেছিল যেখানে—ছাত্রী সেই খানে গিয়া উনানের ভিতর হাত পুরিয়া, কি একটা জিনিস ক্ষিপ্র হস্তে তুলিয়া ফেলিল; শিক্ষয়িত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন,—সে একটা ছোট, কুণ্ডলাকার 'কেন্নো' কীট!

কেন্নোটা উনানের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে সহসা আগুনের তাতে গুটাইয়া—উনানের নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, ছাত্রী ঠিক সময়ে তাহাকে না দেখিতে পাইলে সে আগুনে পুড়িয়া মরিত।

কেন্নোটাকে তুলিতে গিয়া ছাত্রীর হাতে আগুনের আঁচ লাগিয়া ফোস্কা হইয়া গেল; শিক্ষয়িত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি ভারি ছট্‌ফটে, অত্যন্ত অমনোযোগী।

কেন্নোটা তখন শরীর পুনশ্চ প্রসারিত করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ছাত্রী স্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "দেখুন আপনার কথায় আমি ঠিক মনোযোগ দিয়েছি, আপনি তো এখনই বল্লেন জীবে দয়া মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি!"

শিক্ষয়িত্রী নীরব রহিলেন।

শিক্ষা শুধু মুখে আওড়াইয়া গেলে নিস্ফল। তাহাকে মন দিয়া গ্রহণ করা ও কাজে খাটাইয়া তোলাই সার্থকতা!

উপযুক্ত শিষ্টাচার।

স্বর্গীয় পিতা হাতুড়ী পিটিয়া খাইলেও পুত্র এখন বি, এল, পাশ করিয়া উকীল হইয়াছেন, বার লাইব্রেরীতে তাঁহার গলার আওয়াজটা যত উচ্চে উঠে, তাঁহার পিতার লোহা পিটিবার শব্দ তত উচ্চে উঠিত না—বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ বলাবলি করিতেন;

আলোয়ান গায়ে, সৌখীন পম্প সু পায়ে চশমা চোখে উকীল বাবু বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন; পথে একটী দোকানের পাশে দেশপূজ্য পণ্ডিত—বৃদ্ধ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দাঁড়াইয়া,—দোকানের অধিকারী প্রৌঢ় কর্ম্মকার মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, উকীল বাবু উদ্ধত তাচ্ছল্য-পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার কর্ম্মকারটীর পানে চাহিয়া, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে সংক্ষিপ্ত নমস্কার করিয়া বলিলেন "ভাল আছেন তো!"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এক সময় তাঁহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার উদ্দেশে এ নমস্কার; কিন্তু প্রৌঢ় কর্ম্মকার যে এক সময় তাহার পিতার কর্ম্মের সহযোগী এবং

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সে স্মৃতি টুকু জাগিয়া উঠিবার ভয়ে তিনি তাহাকে সামান্য কোন রকম অভিবাদনও জ্ঞাপন করিলেন না;

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের যুবক পুত্র দোকানের এক পাশে হাপরের কাছে বসিয়া ঘোড়ার 'নাল' তৈয়ারী করিতেছিল; সে পিতার বন্ধুপুত্রের ব্যবহারটী লক্ষ্য করিল, কিছু বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল;

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের সসৌজন্য অনুরোধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও উকীল বাবু দোকানে উঠিলেন, উকীল বাবু স্বয়ং একখানা লোহার যোড়া চেয়ার টানিয়া ফটাং করিয়া খুলিয়া সদম্ভে জাঁকিয়া বসিলেন,—আর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বসিলেন,—পাশে যে বেঞ্চিতে দুই জন প্রতিবেশী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন,—সেই-থানে।

অনেকক্ষণ নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলে উঠিলেন; দোকানে উঠিবার পৈঠার উপর সকলে জুতা খুলিয়া আসিয়াছিলেন, কারণ সম্মুখে মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা ছিল।

সকলে উঠিলে প্রৌঢ় কর্ম্মকার স্বয়ং শশব্যস্তে আসিয়া সতরঞ্চি গুটাইয়া বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের জুতা জোড়াটী হাতে করিয়া সরাইয়া দিলেন, চশমা চোখে উকীল বাবু সেটুকু লক্ষ করিলেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জুতা পরিতে লাগিলেন, প্রতিবেশীদ্বয়ও নিজ নিজ জুতা লইয়া পরিতে লাগিল,—আর উকীল বাবু চেয়ার ছাড়িয়া গুটান সতরঞ্চির কাছে সরিয়া আসিয়া—নিজের জুতার আগমন অপেক্ষায়— যেন অন্যমনস্ক ভাবে, কথা কহিতে লাগিলেন।

বয়োজ্যেষ্ঠ কর্ম্মকার মহাশয়, তাঁহার সে আশার দৌড় আন্দাজ করিতে পারিলেন না, —জুতা সরাইলেন না। উকীল বাবু শেষে মুখ ফুটিয়া বলিলেন "ওহে জুতোটা সরিয়ে দাও।"

প্রৌঢ় কর্ম্মকার বিস্মিত দৃষ্টিতে উকীল বাবুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন,—তিনি যে তাঁহার পিতার বয়সী!—গমনোদ্যত বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ দৃষ্টিতে ছাত্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,— যুবক লেখাপড়া শিখিয়াছে না?

উকীল বাবুর কথা শুনিবামাত্র,—যুবক কর্ম্মকার হাতুড়ী হাতেই—হাপরের পাশ হইতে উঠিয়া পড়িল, ঘরের বাহিরে তাহার ছিন্ন মলিন পাদুকা যোড়াটী অনাদৃত ভাবে পড়িয়াছিল,—তাড়াতাড়ি সেইটা পায়ে দিয়া সে—সেই জুতা শুদ্ধ পায়েই উকীল বাবুর চক্‌চকে বার্নিশ করা দামী পম্প স্যু ঠেলিয়া— তাঁহার সম্মুখে সরাইয়া দিল।

প্রতিবেশীদ্বয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে গোপন হাস্যের রেখা বিজলী-বেগে ফুটিয়া অন্তর্হিত হইল; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অবাক হইয়া কর্ম্মকার যুবকের আপাদ মস্তকে শুধু একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টির পরশ বুলাইয়া লইলেন;—আর স্তম্ভিত উকীল বাবু মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠাগত দৃষ্টিতে একবার সেই নিরীহ আকৃতির, হাতুড়ী-পেটা যুবকটীকে দেখিয়া—জুতা পরিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন, একটী কথা কহিলেন না।

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের বাক্‌শক্তি লোপ হইয়াছিল! লোকগুলি সকলে দোকানের বাহিরে গেলে, তিনি ভর্ৎসনা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন "জানিস অভ্যাগত নারায়ণ?"

পুত্র যুক্তকরে বিনীত ভাবে বলিল "জানি, কিন্তু তুমি আমায় মাপ কর বাবা,— ঐ ভদ্রলোকটী যে শিক্ষাগর্ব্বে মনুষ্যত্ব হারিয়েছেন, সেই টুকু তাঁর মনে পড়িয়ে দিয়েছি মাত্র,—তোমার কাছে নাকখৎ দিচ্ছি, —মাপ কর!—"

সংবাদ।

১। জনৈক মহাত্মা বোম্বেতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ বোম্বাই কর্পোরেশনের হস্তে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২। এইরূপ প্রকাশ যে, ভারত-রমণীগণ এখানকার নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস চ্যান্সেলর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হইবেন। প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, সমস্ত কলেজের প্রিন্সিপাল ও সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সাত জনকে লইয়া উক্ত নারীবিশ্ববিদ্যালয়ের এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে।

৩। যখন ফ্রান্সের আমিয়েন সহর শত্রুহস্তে পতিত হয়, সেই সময় তথাকার কোন ফরাসী সন্ন্যাসিনী খুব সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে উপাধি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

৪। আগামী ডিসেম্বর মাসে বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তথাকার উৎসাহী সাহিত্য-সেবী বাঙ্গালীগণ এখন হইতেই তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্যানুরাগিণী মহিলাদের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিভাগের পরিচালনার নিমিত্ত কোচবিহারের রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী অথবা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে সভাকর্ত্রীর পদগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইবে স্থির হইয়াছে।

৫। এইরূপে প্রকাশ যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ বৈদেশিক সেক্রেটরীর পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন। ভারতে আসিবার পূর্ব্বেও লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

৬। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে জাপান হইতে ৩৩ কোটী টাকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসরের প্রথম তিন মাস অপেক্ষা ১১ কোটী টাকার বেশী দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 635. July, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৫ সংখ্যা। | আষাঢ় ১৩২৩। জুলাই, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উঠানে রৌদ্রে বসিয়া নমিতার জননী পাথরের খোরায় কাসুন্দীর আচারে সরিষা-গুঁড়া মাখাইতেছিলেন; রোগে, শোকে মানুষটি যেন অকাল-বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, সমস্ত শরীরের মাংস শ্লথ ও কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রং টুকু পাকা আমের মত টুক্ টুক্ করিতেছে। সর্ব্বায়বে যেন শান্ত সহিষ্ণুতার জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মানুষটিকে দেখিলেই সহসা মনে করুণা-মিশ্রিত ভক্তির উদয় হয়। মাথার চুলগুলি প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কয়গাছি পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে। সুশীলের আপত্তিতে এই অনর্থক জঞ্জাল তিনি এখনও মাথায় বহিতেছেন, ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন নাই। সময় সময় চুলগুলা লইয়া অত্যন্ত বিরক্তি ধরিলেও ছেলে মেয়েদের দুঃখ অসন্তোষের ভয়ে, এ দুর্ভোগ নীরবে সহ্য করিয়া চলিতেছেন। পরিচ্ছদাদির মধ্যে শাদা থান ছাড়া তিনি আর কিছুই ব্যবহার করিতেন না। অঙ্গে কোন আভরণ নাই।

বারেন্দায় বসিয়া সুন্দরী কিশোরী সমিতা পিঠের উপর সদ্যস্নাত কৃষ্ণ-চিক্কণ কেশরাশি এলাইয়া দিয়া আচারের জন্য হামান-দিস্তায় হলুদ কুটিতেছিল। সমিতার আকৃতি, গঠন ঠিক নমিতারই মত,—তবে বয়ো-গুণ-সিদ্ধ প্রকৃতির চপল-কৌতুহল-পরায়ণতা ও অস্থির-চাঞ্চল্য এখনও স্বভাবে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, নমিতার সহিত তাহার পার্থক্য এইখানেই—আকাশ পাতাল।

সমিতার পরিধানে একখানি সাড়ী ও

একটি সেমিজ, হাতে দুইগাছি সোণার তে-তারের রুলী, একছড়া সরু ছেলা-গোট-হার, কাণে দুইটি ফুল। ফুল দুইটি ও হার ছড়াটি পূর্ব্বে নমিতা ব্যবহার করিত, এখন অনাবশ্যক বোধে তাহা সমিতাকে দান করিয়াছে, নমিতার হাতে এখন শুধু তিন গাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই।

সমিতার পাশে বসিয়া তাহাদের পুরাতন দাসী কুর্ম্ম-রমণী লছমীর-মা তাহার চুল গুলা কুলাইয়া দিতেছিল; সমিতা একমনে হলুদ গুঁড়াইতেছিল,—নমিতার পদশব্দে তিন-জনেই মুখ ফিরাইয়া চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে সুশীলকুমার চিৎকার শব্দে জানাইল "দিদি এসেছে মা"।

"মাতা আগমনশীলা কন্যার রৌদ্র-তাপ-রক্ত শুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বেদনা-পীড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নি বুঝি?"

"না, সেই সন্ধ্যে বেলায় চা খেয়ে বেরিয়ে-ছিলুম—" বলিতে বলিতে নমিতা আসিয়া উঠানে মাতার কাছে দাঁড়াইল, সহসা মাতার ক্লেশ-ব্যঞ্জক মুখভাব অবলোকন করিয়া ত্রস্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খেলে নিশ্চয়ই অসুখ করত, কাল সমস্ত রাত জাগ্‌তে হয়েছে। ভাগ্যে খাওয়ার আগে ডাকটা এসেছিল!"

মাতা কিন্তু এ কথায় বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিলেন না, ধীরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন। লছমীর-মা বলিল "উঠে আয়, উঠে আয় দিদি, বড় রোদের তাত, ছায়ায় আয়"।

কাপড়ের আঁচলে মুখের ঘাম মুছিয়া নমিতা বলিল "মাও বড্ড ঘেমেছেন যে, রোদ থেকে উঠে চলুন।"

মাতা হাত ধুইয়া আসিয়া দালানে উঠিলেন, দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া অল্প অল্প হাঁপাইতে লাগিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে ইহাঁর হাঁপানির ব্যায়রাম ধরিয়াছে, সময় সময় ব্যাধির ঝোঁক খুবই বাড়িয়া উঠে; অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, ব্যাধি-সংঘাতে তাঁহার শরীর দিনে দিনে বড়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, কাজের মানুষ, চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, সংসারের দুই একটা কাজ যাহা করেন, তাহাতেই শ্রান্ত হইয়া পড়েন। লছমীর-মা অনেক দিনের পুরাণ লোক, দেখিয়া শুনিয়া সংসারের শৃঙ্খলা বিধানে তাহার বুদ্ধি বেশ পাকিয়াছে, সেই এখন গৃহিণী-পণা করে। ছেলেদের নিজে হাতে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া যত না হউক,—লছমীর-মা নিজে লোকটা বেশ মানুষের মত মানুষ ছিল বলিয়া, ছেলে মেয়েরা তাহাকে বাধ্য হইয়া মানিয়া চলিত। অনেক দিন বাংলা দেশে বাস করার জন্য লছমীর-মার চাল চলন কথাবার্ত্তা সব বাংলা দেশের মত হইয়া গিয়াছে; কেবল জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধানের বিশেষত্ব-টুকু সে ছাড়ে নাই; তবে একথা শতবার স্বীকার্য্য যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় তাহার কোথাও ত্রুটি ছিল না।

মাতাকে বসিয়া হাঁপাইতে দেখিয়া নমিতা নিজের গায়ের জ্যাকেট ও মাথার 'ভেলের' আচ্ছাদন খুলিয়া মাতার কাছে,—একটু স্বতন্ত্র ভাবে আসিয়া উপবেশন করিল,—নিকটে একখানা তালপাতার পাখা পড়িয়াছিল, সেইটা

তুলিয়া জননীকে বাতাস করিতে এবং বিনা প্রশ্নে স্বয়ং ভূমিকা ফাঁদিয়া গত কল্য রাত্রের ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা আরম্ভ করিল। সমিতা যখন শুনিল যে প্রসূতি তাহারই সমবয়স্কা ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় তাহারই সমকক্ষ একটি বালিকা মাত্র, এবং শিশুও একটি বারো-আনা দামের কাঁচের পুতুলের মত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণাকার হইয়াছে,—তখন কৌতুক ও উদ্বেগের যুগপৎ সংঘাতে তাহার হামানদিস্তার শব্দ বন্ধ হইয়া আসিল, তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিজের কোলে, বই শ্লেটের বোঝার পরিবর্ত্তে একটি কচি শিশুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া তাহার যেমনই অসহিষ্ণুতা বোধ হইল, তেমনই হাসি পাইল; মুখে কাপড় চাপা দিয়া অকারণ চপলতায় খক্ খক্ করিয়া খানিক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ দিদি, ছেলেটিকে দেখে তার মা কি বলছে ?"

নমিতা সহাস্যে বলিল "কি আর বলবে ?"

সমবেদনা পূর্ণ কণ্ঠে সমিতা বলিল "আহা বেচারীর বোধ হয় খুব ভয় হয়েছে না ?"

"ভয় কেন ?"

আহা অতটুকু ছেলেকে কি করে বাঁচিয়ে রাখবে ?

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, করুণ-বিষাদ ছায়ায় সহসা তাহার মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল, সে দৃষ্টি নত করিল, কোন কথা কহিল না—নীরবে পাখা ঘুরাইতে লাগিল।

গত কল্য এই ক্ষীণজীবী শিশুটিকে দেখিয়া অবধি ঠিক এইরূপ ধরণের অনেক প্রশ্নই তাহার মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু নিষ্ফল তর্ক বুঝিয়া কোন কথা উত্থাপন করে নাই, আজ প্রাতঃকালে কথা প্রসঙ্গে মিস্ স্মিথ বালিকার অকাল-মাতৃত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলায়, প্রসূতির জননী যে উত্তর দান করেন, তাহাতে নমিতা শুদ্ধ স্তব্ধ চমৎকৃত হইয়াছে, শুনিল———এই বালিকার বড় জা'য়ের খুব অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না, সম্ভবতঃ সেই জন্যই সন্তান জন্মিতে কয়েক বৎসর দেরী হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার শাশুড়ি ঠাকুরাণী পুত্রের পুনশ্চ বিবাহ দেন, এই অজুহাতে যে তাঁহার পুত্র একশত টাকা মাহিনার চাকরী করে, এবং পৈত্রিক জমী জমাও কয়েক বিঘা আছে, সুতরাং সন্তান-ব্যতীত এ সম্পত্তি ভোগ করিবে কে ?—অতঃপর দুই পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে ছয় কন্যা ও তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, ফলে সংসারে এমনই অনাটন ও অশান্তি বাড়িয়া উঠে যে, তাহার সংঘাতে গোষ্ঠী শুদ্ধ অস্থির; শেষে প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া মরে, এবং অপর সকলের সুখ স্বস্তির সীমাও যত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহা সহজানুমেয়। এখন ছেলেদের পড়া ও মেয়েদের বিবাহের তাড়ায় সেই একশত টাকার মাহিনাওয়ালা ভদ্র লোকটি রেলের লাইনে মাথা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহাই ভাবিতেছেন। সুতরাং এ হেন সংসারের বধূ হইয়া পূজনীয়া শাশুড়ি ঠাকুরাণীর খুসীর উপর যথাসম্ভব সত্বর যে সন্তানের জননী হওয়া একান্ত নিরাপদ ব্যাপার সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, তাহাতে হউক সন্তানের শারীরিক মানসিক অপুষ্টতা, আর না থাকুক সে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া! ——তাহার জন্য অপর্য্যাপ্ত দুঃখ আছে তো,

সেই যথেষ্ট,—চিন্তার প্রয়োজন নাই! যাহা কিছু চেষ্টা ও চিন্তা তাহা থাকুক অন্য বিষয়ের উপর———সকাল সকাল মাতা হওয়াটা চাই-ই।

নমিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া লছমীর মা সাংসারিক বিষয়ের কথা পাড়িল; নমিতাও চিন্তা ছাড়িয়া মাতার সহিত পরামর্শ করিতে মনোনিবেশ করিল, তিন জনে কথা বার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে সুশীল পাখীটাকে কিছু চাল ও জলসহ চক্ষুর অন্তরালে কোন নিভৃত অংশে বিশ্রাম করিতে দিয়া আসিয়া—নমিতার পিঠে ঠেস্ দিয়া দাড়াইল, এবং অদূরবর্ত্তিনী নমিতার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "আচ্ছা ছোড়্দি বল দেখি চড়াই পাখী কোন 'নাউন' (Noun)? উত্তর দানে অনিচ্ছুক ছোড়্দি বলিল—"জানিনে যা"। "আচ্ছা বল দেখি কোন 'জেণ্ডার' (Gender.)" ——"তুই বল দেখি?" এবার ছোড়্দি সোৎসাহে পরীক্ষকের আসন গ্রহণ করিল, কারণ সুশীলকে এই প্রশ্নে ঠকান' টা খুব সহজ কি না?—চক্ষু দুইটা সাধ্যমত গাম্ভীর্য্যে শাণাইয়া লইয়া পুনশ্চ বলিল "তুই যদি বল্‌তে পারিস্——"

"আহা আমি যেন জানিনে—ও'ত নিউটার জেণ্ডার (Neuter-Gender)"।

নমিতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "হুঁ, মেজদা আমায় একজামিন করে বলে উনিও আমায় একজামিন কর্ব্বেন, দৌড় কত! —তবু যদি গ্রামার জিনিসটা কি তা জান্‌তিস্!"—বিজয়-গর্ব্বদৃপ্ত নমিতার হামান-দিস্তার শব্দ উৎসাহ-ভরে উচ্চে আরোহণ করিল।

সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল; ছোড়্দির শব্দ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা পরীক্ষার স্পৃহাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতের মত নিবৃত্ত হইল, সে নমিতাকে ঠেলা দিয়া বলিল "দিদি চান কর্ব্বে চল।"

নমিতা কথা কহিতে কহিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল "যাচ্ছি দাঁড়া—"

মাতা বলিলেন "চান্ করবি এখন বাবু আগে একটু জল খা—"

নমিতা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ফি'এর টাকা কয়টি বাহির করিয়া মাতার সম্মুখে রাখিয়া বলিল "সারা রাত থাক্‌তে হয়েছিল বলে বারটি টাকা দিয়েছে—আমি অবিশ্যি চাইনি কিছু, মিস্ স্মিথ-ই বলে দিলেন, ·······যাক গৌরী পাঁড়ে আর শঙ্করের কাপড় এক যোড়া করে পাওনা হয়েছে, ভাব্‌ছিলুম মাইনের টাকা থেকেই দেব, তা টাকাটা যখন পাওয়া গেল তখন কেন বেচারাদের অনর্থক দেরী করে কষ্ট দেওয়া,—বিমলকে বলবেন আজই বৈকালে যেন কাপড় দু যোড়া ভাল দেখে এনে দেয়। আর বাকী টাকাটা খুচরো হাত-খরচের জন্যে রেখে দেবেন ··"

সেই সময় পাশের ঘরের দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িল, নমিতা দেখিল ইতিমধ্যে কখন সেখানে গিয়া, সুশীল দুই হাতে জলের গ্লাস ধরিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া জলপান করিতেছে,—সে যে ঠিক ইচ্ছার সহিত জলপান করিতেছে এমন বোঝাইল না। নমিতা বিস্মিত হইয়া বলিল "ও কিরে চান করতে যাবি, এখন জল খাচ্ছিস কেন, তেষ্টা পেয়েছে?"

সুশীল গ্লাস হইতে মুখ তুলিল, বলিল "না

তেষ্টা পায়নি, মা বল্‌লেন কি না তাই—” সে আবার গ্লাসে চুমুক দিল।

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক!—সমিতা খোস-মেজাজে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল “ওরে মূর্খ, মা কি তোকে জল খেতে বল্লেন, দিদিকে বলেছিলেন, বুঝতে পারিসনি? তুই কি বলে থামকা অতখানি জল খেলি, ভারি বোকা!”

সুশীল অত্যন্ত দমিয়া গেল, কষ্টে সৃষ্টে এতখানি জল অনর্থক খাইয়াই তো সে ঠকিয়াছে, তাহার উপর নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির সম্বন্ধে ছোড়দির নিদারুণ অভিমত শুনিয়া ভারি ক্ষুণ্ণ হইল—হায় মাতৃ-আজ্ঞা পালনের পরিণাম এত শোচনীয়। আস্তে আস্তে গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া সুশীল আসিয়া নমিতার পাশে দাঁড়াইল, সান্ত্বনা-কোমলকণ্ঠে, হাসি মুখে নমিতা বলিল “ভাই চল, তোকে আগে চান্ করিয়ে দিচ্ছি; ওরে সেলুন, বারসোপ সাবানখানা কোথায় আছে?”

সেলুন ওরফে সমিতা উত্তর দিল “ও ঘরে তাকের ওপর আছে।”

মাতা বলিলেন, “এখনো কিছু খাস্‌নি, এতখানি বেলা হয়েছে, আজ আর নাইবা কাপড়ে সাবান দিলি—”

“না মা, জামা সেমিজ সব ঘামে ভিজে গেছে, সারা রাত পরেছিলুন—তা ছাড়া আঁতুড়ঘরের বিছানা মাদুরে বসেছি, ও একটু সাবান দিয়ে রগড়ে নিই, আর সুশীলের কাপড়খানিও ধূলোয় অপরিষ্কার হয়েছে, ওতে একটু সাবান দিতে হবে।”

সমিতা ফোঁস করিয়া উঠিল, “হুঁ ওকে তো আর নিজে হাতে সাবান দিয়ে কাপড় পরিষ্কার কর্‌তে হয় না—তাই অত ধুলো ঘাঁটার 'বিত্তেব' বেড়েছে, ওকে দিন কতক নিজে হাতে আমাদের মত সাবান দিয়ে কাপড় কাচাও দেখি,—দেখ্‌বে ওর ধূলো ঘাঁটার ধুম একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে!”

সুশীল ক্ষোভ এবং অভিমানপূর্ণ দৃষ্টিতে সমিতার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। নমিতা হাসিতে হাসিতে তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। কুছনীর-মা বলিল “নমিদিদি, কাপড়ে সাবান দিয়ে রেখে দাও, আমি এরপর কেচে দেব।”

নমিতা মাথা নাড়িয়া বলিল “কোন দরকার নাই, আমি এখনি কেচে নেব, কতক্ষণ আর দেরী হবে,—” সে হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। সহসা বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চাপ পড়াতে বেদনা বোধ হইল, হাতটা নামাইয়া দেখিল আঙ্গুলে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, মনে পড়িল কাল সারা রাত্রি পাখা চালাইতে হইয়াছিল, ফোস্কাটি সেই সংঘর্ষণেই উদ্ভূত হইয়াছে!—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ফোস্কাটা যে উঠিয়াছে তাহা সে এতক্ষণ মোটেই লক্ষ্য করে নাই, আঙ্গুলটা জ্বালা করিতেছিল তাহা মাঝে মাঝে টের পাইয়াছিল ঐ পর্য্যন্ত,—ফোস্কার কথা আদৌ আন্দাজ করে নাই!

নমিতা আঙ্গুলটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে, দেখিয়া সুশীলও সেই দিকে চাহিল, সবিস্ময়ে বলিল “ওমা, দিদির হাতটা কি পুড়ে গেছে? ফোস্কা উঠেছে,”

নমিতা মৃদু হাসিয়া বলিল “না পুড়ে যাওয়ার জন্যে নয়, পাখার বাঁটের ঘেঁসে ফোস্কা উঠেছে,—আমারই বুদ্ধির ভুল, অনেকক্ষণ এক হাতে পাখা চালিয়েছিলুম যে!”

সমিতা বিরক্ত হইয়া বলিল "তাদের বাড়ীতে কি আর লোক ছিল না?—তুমি অতক্ষণ পাখা করলে কেন?"

নমিতা হাসিল, "ওরে কাজের সময় কি অত দুঃখ কষ্টের মাপ জোক মনে রাখলে চলে? কত ফোস্কা কাল্‌-শিরে হাতে, পায়ে ওঠে তার ঠিক কি! এদের এখানে দুজন হিন্দুস্থানি দাই ছিল,—কিন্তু তারা আগের দিন থেকে রাত জেগে একেবারে ঘুমে আধ-মরা হয়ে পড়েছিল, বুড়ো মানুষদের আর উঠিয়ে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হোল না, নিজেই ছোট খাট কাজগুলো সব করলুম্‌, –যাক তুই সাবানখানা দিবি আয় দেখি..."

নমিতা উঠিয়া পড়িল।

(৪)

বৈকালের সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছিল; পড়ন্ত রৌদ্রের ঝাঁজে তখন চারিদিকে আগুন ছুটিতেছিল। বাতাস তাপ-ভারে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া মন্থর-গতিতে চলিতেছিল; সূর্য্য-তাতে ঝল্‌সিয়া পীতাভ-মূর্ত্তি, বৃক্ষ লতা এখন বেলা অবসানের স্নিগ্ধ ছায়ায়, শ্যামচ্ছটা মেলিয়া ক্লান্তি আবেশে স্তব্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে।

নমিতা দ্রুত পদে হাঁসপাতালের দিকে চলিয়াছিল; আজ সে অন্য দিনের মত মিস্‌ স্মিথের সঙ্গে আসিতে পারে নাই,—মিস্‌ স্মিথ কোথায় তখন কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। একা আসিতে হইতেছিল বলিয়া—নমিতা যথাসম্ভব শীঘ্র পথটুকু অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য-ই ব্যস্ত পদে চলিয়াছিল।

হাঁসপাতালের মোড় ফিরিয়া দেখিল—ফটকের সম্মুখে পথের উপর য়্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রমথবাবুর গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি বোধ হয় এইমাত্র কোন স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন,—এখনও হাঁসপাতালে ঢোকেন নাই, ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক লিচুওয়ালার সহিত লিচুর দর কসাকসি করিতেছেন। লিচুওয়ালা তাহার প্রকাণ্ড বাজরা-ভরা লিচু লইয়া ফটকের ধারে বসিয়াছিল, পথের ওপাশে ডাক্তারের গাড়ী, এবং পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন স্বয়ং ডাক্তার। সেখানে আরও জন কয়েক লোক দাঁড়াইয়াছিল, অবশ্য লিচুর আস্বাদ পরীক্ষার জন্য নহে, ক্রয় বিক্রয় দেখিবার জন্য।—নমিতা বুঝিল সিবিল সার্জ্জন বুড়া নরম্যান সাহেব তখনও আসিয়া পৌছেন নাই।

নমিতার চরণ-গতি সংযত হইয়া আসিল। নতমুখে অনাবশ্যক আগ্রহে মাথার ভেলের আচ্ছাদন টানিয়া—সরাইয়া ঠিক করিয়া লইতে মনোযোগ দিল।—হাঁসপাতালের ফটক তাহার নিকট হইতে তখনও দুই রশি পথ দূরে, তথাপি সে খুব ধীরপদে চলিল; অভিপ্রায়, ফটকের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর লিচুক্রয় পর্ব্বটা সমাধা হইয়া যাউক।

ডাক্তার প্রমথ বাবুর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর; একহারা, খুব লম্বা, রং ফরসা; দাঁড়ি গোঁফ সযত্নে ক্ষৌর নির্ম্মূলিত; মুখ চোখের আকার মন্দ নহে, তবে কপাল কিঞ্চিৎ নীচু এবং নাসিকার গঠন অত্যুগ্র-তীক্ষ্ণ বলিয়া কিছু বিসদৃশ দেখায়, মাথার সম্মুখ ভাগে ছোট খাট একটু টাক, তাহাও ব্রাস-মার্জ্জিত বিরল কেশের, মুমূর্ষু আকৃতির টেরিতে সজ্জিত এবং সচরাচর হ্যাটের আবরণে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে। প্রমথ বাবুর চাল-

চলন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট কেতা-দুরস্ত, তাচ্ছল্য ও দাম্ভিকতা-পূর্ণ হইলেও স্বভাবতঃ অন্যরূপ; কথাবার্ত্তা উচ্চারণের ভঙ্গী অতি দ্রুত এবং অস্পষ্ট। বন্ধুগণ বলিতেন প্রমথ মিত্রের কথা রুষের কশাক সৈন্যের শত্রু-আক্রমণের মত তীব্র হুড়াহুড়ির আস্ফালন মাত্র!—অর্থ বোঝা দুষ্কর, কিন্তু আওয়াজ শুনিলে ভয় হয়।

চলিতে চলিতে নমিতা দেখিল ওদিকের পথ হইতে একজন যুবতী বাঙ্গালী-দাসী দুগ্ধের পাত্র হাতে ও একটি শিশুকে কোলে লইয়া এই দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ডাক্তার বাবু এমন ভাবে মধ্য পথে দাঁড়াইয়াছেন যে, সে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে আসা দুঃসাধ্য, কেননা, পথের অন্য পাশে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং মক্ষিকা দংশনে বিরক্ত ঘোটকটি, অধীর-ভাবে পদচতুষ্টয় আস্ফালন সহ সঘন লাঙ্গুলান্দোলনে নৃত্য করিতেছে, রমণী ঘোড়ার পাশ ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পারিতেছে না, শঙ্কাবশতঃ বার বার পিছু হাটিয়া যাইতেছে। রমণীর মাথায়,—কপাল ঢাকা ঘোমটা, দৃষ্টি সঙ্কোচ নত, সে অসহায়ভাবে পিছু হটিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিতেছে না।

দণ্ডায়মান লোকগুলি মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রমণীর বিড়ম্বনা লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ডাক্তার বাবুকে সরিয়া দাঁড়াইবার কথা বলিতে পারিতেছে না; ডাক্তার বাবু বক্র-চকিত কটাক্ষে দুই চারি বার রমণীর দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহাকে পথ দিবার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না—দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ফলওয়ালার সহিত কথা কাটাকাটি করিতে লাগিলেন। "ইস্‌মে নেই দেওগে? কাঁহে নেই দেওগে?—কেৎনে কোড়ি? শও কেৎনে বোল?—ছ্যা' আনেমে তব্ কাঁহে নেই হোগা..." অনর্গল তিনি দ্রুত স্বরে বকিয়া যাইতেছেন।

নমিতার বড় অসহিষ্ণুতা বোধ হইল; সেখানে যতগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যে সকলেই মূর্খ বা ইতর শ্রেণীর লোক, এমন বুঝাইল না, একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিও সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—এইরূপ মনে হইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য একজন একটু সরিয়া দাঁড়াইলে যে শিশু-ক্রোড়ে রমণীটি পথ পাইয়া বাঁচে, তাহাতে কাহারও দৃক্‌পাত নাই!—ধন্যবাদ এই লোকগুলির বুদ্ধিকে, আর নমস্কার ঐ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান প্রমথ বাবুর কাণ্ড-জ্ঞানকে!—নমিতা ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া, দ্রুতপদে চলিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতালের ফটকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া—দণ্ডায়মান লোকগুলির পাশ কাটাইয়া আসিয়া একটি লোক ডাক্তার বাবুর পাশে দাঁড়াইল, রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বেশ শিষ্ট ভদ্রতা-পূর্ণ মুখে ডাক্তার বাবুকে সংক্ষেপে কি দুইটি কথা বলিল—বোধ হইল পথ ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ।

ডাক্তার বাবু যেন বুঝিতে পারেন নাই, ঠিক এমনই ভাবে চাহিয়া ভ্রূ-যুগল উগ্র কুঞ্চিত করিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন "কি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর এবং গ্রীবা উত্তোলনের উদ্ধত ভঙ্গীতে মনে হইল, তিনি এখনই

বুঝি তাহাকে চড়াইয়া দিবেন, সে এমনই কোন অমার্জ্জনীয় দুষ্কার্য্য করিয়াছে!—কিন্তু লোকটা তাহাতে কিছুমাত্র দমিল না, শুধু কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া, পূর্ব্ব কথা পুনরুচ্চারণ করিল মাত্র, সে স্বরে সবিনয় নিবেদনের চিহ্নটা যত থাক না থাক—একটা শোভন-সঙ্গত ওজস্বী ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; কতকটা আদেশের ভঙ্গীতে!

নমিতা সন্তোষপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটার মুখ পানে চাহিয়া সহসা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—লোকটা হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী!—বাঃ, এই মৃদু-কোমল প্রকৃতির লোকটার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এমন নির্ভীক! আশ্চর্য্য বটে। এ লোকটি যে এমন অসঙ্কোচে কোন 'খাতির নদারতের' খাতির জমাইতে পারে, তাহা ইহাকে দেখিলে মনে হইত না!

সুরসুন্দরের কথায় এবার ডাক্তার আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, অপ্রসন্ন মুখে চঞ্চলচকিত নয়নে একবার রমণীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, যেন এতক্ষণ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কোন কিছুই জানিতেন না, এই তাহাকে দেখিলেন? তিনি একটু অবজ্ঞার সহিত-ই পিছন ফিরিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী সসঙ্কোচে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর একটি কথা না বলিয়া তখনই ধীরে ধীরে হাঁসপাতালের ভিতর চলিয়া গেল; ডাক্তার বাবুও দর দামের সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত ঠিক করিয়া—লিচুওয়ালাকে একজন কুলীর সহিত নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর নিকটস্থ ভদ্রলোকটির সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া তিনি ফটকের মধ্যে ঢুকিতে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময় নিকট-সমাগতা নমিতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই— একবার দাঁড়াইলেন, সৌজন্যের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে গম্ভীর মুখে, মাথার হ্যাটটা ডান হাতে একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া পুনশ্চ সেটা পূর্ব্বের মত মাথায় বসাইলেন। নমিতা ত্রস্তসংক্ষিপ্ত নমস্কারে নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিল - কিন্তু ডাক্তারের শিষ্টাচারে তাহার অন্তরে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক শ্লেষের কশাঘাত বাজিল.—ছিঃ, ইনিই কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আর একজন পথিক রমণীর প্রতি সেই অদ্ভুত শিষ্টাচার আচরণ করিয়াছেন না?—অথচ ইনিই নমিতার স্বদেশী, স্বজাতি,—অগ্রজের মাননীয় ব্যক্তি, ইঁহার এতদূর .. .... ধিক্, না না, ইনি মাত্রা ওজন করিয়া নমিতার প্রতি যে সম্মানটুকু বিজ্ঞাপন করিলেন, তাহাই নমিতার প্রকৃত অপমান। পথের ঐ রমণীর প্রতি তিনি যে অবজ্ঞা-সূচক আচরণটি স্বচ্ছন্দ-চিত্তে সম্পাদন করিয়াছেন -সেইটুকুই ইঁহার আন্তরিক সৌজন্যের নির্ঘাৎ সত্য মূর্ত্তি!—হউক সে ইতর, দরিদ্র দাসী, না থাকুক তাহার শিক্ষা সভ্যতার কোন বর্ণজ্ঞান,—কিন্তু তাহা বলিয়া এই অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষা উদ্ধত প্রভুদের খুসীর উপর, যত্র তত্র অসুবিধা উৎপীড়ন ভোগের জন্য সে যে একান্তই বাধ্য, এ কথা তো কেহ বলিতে পারে না, তবে! চুলোয় যাউক এই নিষ্ফল চিত্তদাহ! ইঁহাদের খুসীর জয় জয়কার হউক!—নমিতা মাথা নোয়াইয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিল; পাছে ডাক্তার বাবুর সহিত চলিতে হয় বলিয়া সে সম্মুখের পথে অগ্রসর

হইল না, ডানদিকে বাঁকিয়া বাগানের সরু ফুটপাথ ধরিয়া ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে চলিল। এ পথ দিয়া যাইলে একটু ঘুর হয় কিন্তু;

নমিতাকে বাগানের পথ ধরিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, কারণ নমিতা সঙ্গে আসিবে মনে করিয়া তিনি একটু আস্তে হাঁটিয়া চলিতে-ছিলেন; নমিতা বাগানের পথে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে, ডাক্তার বাবু দাঁড়াইলেন ও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "ম্যাডাম, মিস্ স্মিথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?"

নমিতা দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া, মাথা নাড়িয়া জানাইল 'না'।

ডাক্তার পুনশ্চ বলিলেন, "তিনি দূরে কোথায় একটা কলে গেছেন, আজ আমার ওপর ফিমেল ওয়ার্ডের চার্জ দিয়েছেন।"

নমিতাও পুনরায় মস্তকান্দোলনে জানাইল —'উত্তম'।

ডাক্তার জানিতেন নমিতা মিত্র স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, যেখানে মস্তক-সঞ্চালনে কাজ চলে সেখানে জিহ্বা-সঞ্চালনে সে অনিচ্ছুক। গাম্ভীর্য্য বা অপ্রসন্নতার আড়ম্বর না থাকিলেও এই সুন্দরী তরুণীর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ-সংযতভাব দৃঢ়রূপে বিদ্যমান ছিল, যাহাকে ঠেলিয়া ইঁহার সহিত ইচ্ছামত আলাপ জমাইতে একান্তই কুণ্ঠা বোধ হয়।

ডাক্তার আর কোন কথা না বলিয়া, ডানহাত পকেটে পুরিয়া বাম-হাতে ওভার কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে, গম্ভীর-মুখে, দম্ভলাঞ্ছিত পাদক্ষেপে—চলনের তালে তালে শিট্‌কান ঘাড় শুদ্ধ মাথাটা কাঁপাইয়া—সম্মুখের পথে অগ্রসর হইলেন। আর নমিতা নতশিরে ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া, অন্য-মনস্কভাবে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিমেল-ওয়ার্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতলের সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিল, পাশের ঘরে তাহার অন্যতম সহযোগি-শুশ্রূষা-কারিণী মিসেস্ দত্ত, ওরফে চপলা দত্ত মহোদয়া উগ্র-বিরক্তিতে কাহাকে ধমকাইতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর, অত অ-ত্রাহি হ'লে গবর্ণমেণ্টের হাঁসপাতালে আসতে নেই, নিজের বাপের ভিটেয় বসে সেবা খেতে হয়।"

তিরস্কৃত ব্যক্তি ক্ষীণ-কাতরোক্তি-সহকারে গোঙ্‌রাইয়া গোঙ্‌রাইয়া উত্তর দিল, "আহা মা, তা' হলে কি তোমাদের দুঃখ দিতে আসি ? থাকলে আজ আমার জোয়ান জোয়ান তিন ব্যাটা, আহ্—আল্লা!—" তাহার কণ্ঠস্বর বাষ্পাবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল!

নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দে একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর-পদে সেই কক্ষের উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রফুল্লতা।

প্রফুল্ল প্রফুল্ল আজি সকলি প্রফুল্লময়,
প্রফুল্ল সরসে ওই প্রফুল্ল কুমুদচয়।
কুসুম হাসিছে আজি প্রফুল্লতা লয়ে কত,
বহিছে সমীর ওই আনন্দেতে অবিরত।
আনন্দে নাচিছে আজ পৃথিবীর সুপ্ত বুক,
গাহিছে বিহঙ্গ ওই জাগায়ে অমৃত সুখ।
কি প্রফুল্ল দিনমণি সুনীল আকাশ মাঝ,
আপন আনন্দ যেন আপনি প্রকাশে আজ।
কি আনন্দ ভাসে হেরে শিশুর অধর পরে,
প্রফুল্ল গোলাপ যেন ফুটিয়া পড়িছে ঝরে।
আমার (ও) প্রফুল্ল আজি ভগন হৃদয়খানি,
গাহিছে আনন্দ কত চির প্রফুল্লতা বাণী।

শ্রীমতী বিনোদিনী সেন গুপ্তা।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বন্ধনী বা ব্যাণ্ডেজ ঃ—ইহা দ্বারা উষ্ণতার সৃষ্টি হইয়া থাকে, রোগী আরাম পায়, এবং আবশ্যক স্থানে বন্ধন এবং চাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ব্যাণ্ডেজের জন্য নানারূপ বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, যথা ফ্লানেল, ক্যালিকো, মস্‌লিন, চিক এবং ইণ্ডিয়া রবার। অঙ্গুলির জন্য ব্যাণ্ডেজ আবশ্যক হইলে তাহার প্রস্থ দেড় ইঞ্চ এবং শরীরের জন্য নয় ইঞ্চ হওয়া উচিত। লম্বায় ব্যাণ্ডেজ তিন হইতে ছয় গজ হইয়া থাকে। ব্যাণ্ডেজ রাখিতে হইলে গুটাইয়া রাখিতে হয় এবং বন্ধন করিতে হইলে নিম্ন হইতে উপরে বাঁধিতে হয়।

যদি হাতকে ঝুলাইয়া রাখিতে হয় তবে কনুই অপেক্ষা হাতটীকে উচ্চে রাখিতে হইবে নতুবা তাহাতে রক্ত জমিবার সম্ভাবনা। ঝুলনটী গলায় ঝুলাইতে হয়।

স্নান—নানা অভিপ্রায়ে স্নানের আবশ্যক হইয়া থাকে। ধৌত করিবার আশয়ে এবং লোমকূপ পরিচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে স্নানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শীতল জলে স্নান করিলে একটু পরিশ্রম আবশ্যক হয়, সুতরাং রোগী হয় স্বয়ং শরীর ঘর্ষণ করিবে নতুবা অন্য কাহার-দ্বারা ঘর্ষণ করাইবে। শীতল জলে স্নান করার অব্যবহিত-কাল পরে কিঞ্চিৎ ভোজন করা বিধেয়। শরীর সুস্থ থাকিলেও এরূপ করিবে; অসুস্থ অবস্থায় অন্যরূপ বিধি। উষ্ণ জলে স্নানের পর বিশ্রাম আবশ্যক। রোগী বালক হউক বা যুবকই হউক বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া একটু বিশ্রাম করিবে। তাহাকে ভোজনের জন্য অথবা জাগরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না। যাহাদিগের মৃগি-রোগ আছে তাহাদিগকে ৯৮ ডিগ্রির উষ্ণ জলে স্নান করাইবে না। বালক হইলে ৯৬ ডিগ্রির উষ্ণ জল যথেষ্ট।

৬০ হইতে ৭০ ডিগ্রির উষ্ণ-জলে স্নানকে শীতল স্নান কহে।

পটি—ঘা যত বড় পটিও তত বড় হওয়া আবশ্যক। পটি উত্তম করিয়া কাটিয়া তাহাতে মলম লাগাইয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে। ন্যাকড়ার অপেক্ষা তুলার পটি উত্তম, কারণ ন্যাকড়ায় নূতন নূতন চর্ম্ম উৎখাত হইয়া আইসে।

পিচকারী—কোষ্ঠকাঠিন্য হইলেই পিচকারী দেওয়ার আবশ্যক হয়। পিচকারী ব্যবহার করার পর তাহাকে শুষ্ক করিতে হইলে তাহার জল নির্গত করিয়া বাতাসে টাঙ্গাইয়া দিবে, বাক্সের মধ্যে রাখিবে না; কারণ তাহাতে পিচকারী ফাটিয়া যাইতে পারে। পিচকারী ব্যবহার করিতে হইলে উষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ জল, সাবানের ফেনার সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবে। কোন কোন স্থলে শীতল জলের ব্যবহারও হইয়া থাকে। জলের পরিমাণ এক পাইণ্ট হইলে যথেষ্ট। পিচকারী ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহার ভিতরের হাওয়া বাহির করিয়া দিবে, নতুবা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পিচকারী দিতে হইলে রোগীকে বাম দিকে শয়ন করাইবে, পরে পিচকারী দিবে। কোন কোন স্থলে পিচকারী দ্বারা রোগীকে আহার দেওয়া হয়।

ফোমেণ্ট—ফোমেণ্ট করিতে হইলে উষ্ণজল এবং ফ্লানেলের আবশ্যক। আর্দ্র ফ্লানেলকে নিংড়াইবার জন্য এক টুকরা কাপড় চাই। ফোমেণ্টের সহিত উত্তেজক অথবা ব্যথা-নাশক ঔষধের ব্যবহার হইয়া থাকে। তার্পিন তৈল উত্তেজক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-বহা নাড়ীর উপর ইহা অতি শীঘ্র প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ফ্লানেল্‌কে ফুটন্ত জল হইতে নিংড়াইয়া উঠাইয়া তাহাতে অর্দ্ধ আউন্স তার্পিন তৈল ছড়াইয়া দাও এবং আর একবার চাপন দিয়া সেই তৈলকে বিস্তার করিয়া লও; অনন্তর আবশ্যক স্থানে ব্যবহার কর।

লডেনাম এবং অহিফেন বৃক্ষের ফল বেদনা-নাশক। এক কোয়ার্ট জলে দুইটা অহিফেন ফল থেঁতো করিয়া ফেলিয়া দিয়া ফোমেণ্ট করিবে অথবা একড্রাম লডেনাম ফ্লানেলে দিয়া তার্পিন তৈলের ন্যায় নিংড়াইয়া ফোমেণ্ট করিবে। লডেনাম-ব্যবহারে অধিক মাত্রায় বেদনার উপশম হয়। অহিফেন ফল সুলভ।

এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া ফোমেণ্ট করিবে ও পরে স্থানটীকে আবৃত করিয়া দিবে। ১২ ঘণ্টা বা ২৪ ঘণ্টা অতীত না হইলে পুনরায় ফোমেণ্ট করা অবিধেয়।

কুলকুচার উপকরণ—থিমোল (thymol) এবং জল একত্র মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিলে গলার ক্ষত আরোগ্য হয়। গলক্ষতে ফট্‌কিরি এবং উষ্ণজল অথবা Chlorate of potash এবং শীতল জল একত্র মিশ্রিত করিয়া গলা ধৌত করার বিধি আছে।

বরফ—বরফকে শীতল রাখিতে হইলে ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া রাখা উচিত। বরফ-নিঃসৃত জল হইতে বরফকে রক্ষা করিতে হয়। একটা কোন পাত্রের মুখে দুইটা কাটি রাখিয়া অথবা একটা পাত্রের মুখে ফ্লানেল বাঁধিয়া তদুপরি বরফের টুকরা রাখিতে হয়। বরফ ভাঙ্গিতে হইলে একটি লৌহ গজাল দ্বারা বিদ্ধ করিলেই ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। বরফ উত্তাপ হ্রাস-কারক। ইহার নিম্নে যদি কোন বস্তু দ্বারা উত্তাপের হ্রস্বতা সাধিত হয় তবে তাহা

লবণ এবং জল। লবণ ও জলদ্বারা পরিপূর্ণ পাত্রে খাদ্য রাখিলে খাদ্য শীতল হয়। শীতল জলে ন্যাকড়া সিক্ত করিয়া ছায়ায় রাখিলে অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আইস-ব্যাগ (Ice-bag)—Ice-bag এর প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ বরফে পূর্ণ করিবে। বরফ গলিয়া যাইলে সেই জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় ব্যাগটীকে বরফ দ্বারা পূর্ণ করিবে। উত্তাপের বৃদ্ধি না হইলে পুনরায় বরফের ব্যাগ ব্যবহার করা অবিধেয়।

পটি —এক তৃতীয়াংশ অডিকলোন বা স্পিরিট এবং ⅔ ভাগ জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে উহা উত্তম প্রলেপের কার্য্য করিয়া থাকে। একটা পাতলা পটি উক্ত প্রলেপে সিক্ত করিয়া কপালের উপর রাখিবে। প্রলেপের আর্দ্রতা নষ্ট হইলে কোন ফলোদয় হয় না বলিয়া পটিটীকে সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিতে হইবে।

রাই সরিষার পলেস্তার—রাই সরিষা বাটিয়া কাপড়ে রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিবে। ইহা দ্বারা চর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া যায় বলিয়া পলেস্তার বার বার রাখা অবিধেয়।

পুলটিস—উত্তাপ দিবার জন্য পুলটিসের প্রয়োজন। প্রত্যেক পুলটিস চার ঘণ্টার অধিক রাখা উচিত নহে। সাধারণতঃ তিন দিন ব্যাপিয়া পুলটিস রাখা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ব্যবহৃত পুলটিসকে পুনরায় উষ্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে না। মসিনার পুলটিস প্রশস্ত। কখনও কখনও উত্তেজনার জন্য মসিনার পুলটিসের সহিত রাই সরিষা বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এক পাইণ্ট জলে বড় চামচের এক চামচ রাই সরিষা এবং যথেষ্ট মসিনা দিয়া গাঢ় করিয়া পুলটিস প্রস্তুত করণান্তর বক্ষে রাখা যাইতে পারে। এরূপ পুলটিস কখনও অধিকক্ষণ রাখিবে না; যুবকের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা এবং বালকের জন্য দশ মিনিট কাল যথেষ্ট জানিবে। রাই সরিষার পুলটিস হইলে চর্ম্মের উপর এক খানা পাতলা কাপড় থাকা চাই। পুলটিস খুলিয়া ফেলিলে স্থানটীকে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিবে, যেন শীতল বাতাস না লাগিতে পায়। যে স্থানে পুলটিস লাগাইবে তথায় তৈল মালিস করিয়া পুলটিস লাগাইলে মসিনা গাত্রে লাগিবে না।

স্পঞ্জ—স্পঞ্জ সর্ব্বদাই শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখিবে। লবণাক্ত জলে স্পঞ্জ ধৌত করিলে তাহাতে শৈবাল জন্মিতে পায় না। যদি ক্ষত স্থানে স্পঞ্জ ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহাকে ফুটন্ত জলে ধৌত করণান্তর বিষনাশক দ্রব্যে যথা carbolic acid (কার্ব্বলিক য়্যাসিডে) নিমজ্জিত করিয়া উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া রাখিয়া দিবে।

উদ্ভিদ্‌গণের বায়ুমণ্ডল হইতে আহার-গ্রহণ।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে উদ্ভিদের অধিকাংশই জলীয় পদার্থ-দ্বারা গঠিত। বৃক্ষের পত্র দিয়া জল বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। যদিও এই ক্রিয়াটি মানব নেত্রের অগোচর, তথাপি পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই তথ্যটি বিশেষরূপে জানিতে পারি। যদি

কোন উদ্ভিদকে আমরা বোতল দ্বারা আবৃত করি তবে অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাই যে বোতলের অভ্যন্তরে আর্দ্রতা জন্মিয়াছে। বোতল দ্বারা আবৃত করিবার পূর্ব্বে তৈলাক্ত কাগজ বা তৈলাক্ত কাপড় দ্বারা বৃক্ষের তলদেশটী ঢাকিয়া দিতে হইবে; তাহা হইলে বৃক্ষতলস্থিত মৃত্তিকা হইতে জলের বাষ্প বোতলের অঙ্গে লাগিতে পারিবে না। যদি পত্রের তলদেশ অনুবীক্ষণ বা বিপুল-দর্শক কাচ (magnifying glass) দ্বারা দেখা যায়, তবে দেখা যাইবে যে তাহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি দিয়া জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। উদ্ভিদ্‌গণ শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে জল গ্রহণ করে এবং পত্র দ্বারা তাহা বাষ্পাকারে বহির্গত করিয়া দেয়। যতদিন গাছ জীবিত থাকে তত দিন এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই প্রকারে উদ্ভিদগণ [illegible] গ্রহণ করে।

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রতি-পাউণ্ড শুষ্ক পদার্থ ফলনের জন্য প্রায় ৩০০ পাউণ্ড জল উদ্ভিদ গ্রহণ করে, অর্থাৎ এক সহস্র পাউণ্ড শস্য, তাহার ফলন-কাল পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৩০ টন জল লইয়া থাকে। এক একরের ১/৩০ ভাগে এক হাজার পাউণ্ড শস্য ফলান যাইতে পারে। অতএব বুঝা যইেতেছে যে এক একর জমির জন্য ৯০০ টন জলের আবশ্যক। এই জলটী জমির উপর ধারণ করিলে গভীর আট ইঞ্চ হইয়া থাকে। আমরা যে জলের কথা বলিলাম তাহার সহিত জমির ছিদ্র দ্বারা প্রস্থিত জলের কোন সম্বন্ধ নাই। অন্ততঃ পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ জল জমির অভ্যন্তর দিয়া নিঃসৃত হইয়া যায় সুতরাং শস্যের জন্য এক একর জমি অন্ততঃ ১৮০০ টন জল গ্রহণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জমির আর্দ্রতা রক্ষা করা কিরূপ আবশ্যক।

পক্ক ফলে ৮০ ভাগ এবং শুষ্ক পদার্থে ১০ ভাগ জলের অস্তিত্ব দেখা যায়। উদ্ভিদকে ওজন করিলে তাহা হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০ ভাগ জল পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদ-জীবনে যে জলের বিশেষ আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়।

উদ্ভিদগণ দ্রবাকারে আহার গ্রহণ করে। দ্রব না হইলে উদ্ভিদে আহার প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং উদ্ভিদের আহার দ্রব করিবার জন্যও জলের আবশ্যক। জল ভিন্ন উদ্ভিদের রসাল স্থানগুলিও কঠিন হয় না; সুতরাং তজ্জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। এই তথ্যটী আমরা গ্রীষ্ম সমাগমে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে গ্রীষ্মকালের দিবাভাগে উদ্ভিদ্‌গুলি ঈষৎ হেলিয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে জমির রস শুষ্ক হয় ও পত্র-দ্বারা বাষ্পাকারে জল উড়িয়া যায়। জমি যখন ত্বরিত-গতিতে জল যোগাইতে পারে না তখনই বৃক্ষগুলি ঈষৎ অবনত হয়। উদ্ভিদের উষ্ণতার উপর যে জলের প্রভাব নাই একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভিদকোষে উষ্ণতা উৎপাদন করে। যদি উষ্ণতা অতিমাত্রায় হয় তবে ফালতু উষ্ণতা বাষ্পীভূত হইয়া জলাকারে পত্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। মনুষ্য-শরীরেও অনুরূপ প্রথায় উষ্ণতা ঘর্ম্মাকারে পরিণত হয়। উদ্ভিদ্ জমি হইতে শিকড়-দ্বারা

যে আহার গ্রহণ করে অথবা পত্র-দ্বারা যে আহার শোষণ করে তাহা তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আবশ্যকতানুযায়ী দ্রবাবস্থায় গমন করে। যে জমিতে জলের মাত্রা যত অধিক সে জমি ততই উর্ব্বর। যে সকল প্রক্রিয়া-দ্বারা জমিতে জলীয় অংশ অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হয় তদ্বিষয়ে মানবের জ্ঞান থাকা উচিত এবং সেই সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে জমি যে উর্ব্বর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

উদ্ভিদ্গণ কেবলমাত্র বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজন গ্রহণ করে। বায়ুর ½ ভাগ অক্সিজন সুতরাং উদ্ভিদ্গণ কিয়ৎপরিমাণে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্গণ জীবগণের ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। জীবন রাখিতে হইলে কোষগুলিতে অক্সিজনের সরবরাহ অনিবার্য্য। ইহা যেমন উদ্ভিদ্জীবনে প্রযোজ্য জীবগণের পক্ষেও তদনুরূপ। কোষের পদার্থ-নিচয়ের সহিত বায়ুমণ্ডলের অক্সিজন মিলিত হইয়া উষ্ণতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। জীবদেহেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় উষ্ণতার উদ্ভব হয়। সঞ্জীবিত উদ্ভিদ্-কোষ হইতে যে উষ্ণতার উদ্ভব হয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা কোন গৃহে শস্য রক্ষা করিয়া তাহা আবৃত করিয়া দিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারি। গৃহ আবৃত হইলে তাপ-বিকীরণ হইতে পায় না, সুতরাং গৃহটী অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠে। শস্য-কোষগুলি নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বলিয়াই উষ্ণতা বাহির হইয়া যাইতে পারে না এবং উষ্ণতা ক্রমশঃ পুঞ্জীকৃত হইয়া গৃহটীকে অত্যন্ত উষ্ণ করে।

উদ্ভিদে যে সকল কঠিনাংশ আছে তন্মধ্যে অর্দ্ধভাগ কার্ব্বন দ্বারা গঠিত। বায়ুমণ্ডল-স্থিত কার্বণিক এসিড হইতে উদ্ভিদ্ কার্বণ প্রাপ্ত হয়। কার্বনিক এসিড বর্ণহীন গ্যাস ; ইহা কার্বন ও অক্সিজন নামক দুইটী পদার্থে গঠিত। কয়লা জ্বালাইলে ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বত্রই কার্বণিক এসিড গ্যাস বিদ্যমান আছে। আকাশের দশ সহস্র ভাগে কেবলমাত্র চারি ভাগ কার্বণ দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বণের অংশ অতি অল্প হইলেও ইহা দ্বারা যে উদ্ভিদের এত কঠিনাংশ প্রস্তুত হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্যাসকে বিশ্লেষণ করিতে কাঁচা উদ্ভিদের বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে ; তাহারা কার্বণ রক্ষা করে এবং অক্সিজন পরিত্যাগ করে। পত্র দ্বারাই এই ক্রিয়াটী হইয়া থাকে। উদ্ভিদে যে সবুজ বর্ণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই কার্বণকে আকৃষ্ট করে ; সুতরাং যে সকল উদ্ভিদের পত্র সকল সবুজ বর্ণ তাহারাই কার্বণিক এসিড গ্রহণ করিতে সক্ষম। বেঙের ছাতা এবং অন্যান্য উদ্ভিদ্ যাহাদিগের পত্রাদি সবুজ নহে তাহারা এরূপে কার্বণ গ্রহণ করিতে পারে না, —জীবাণু পচিলেই তাহারা তাহা হইতে কার্বণ গ্রহণ করে। সবুজ-বর্ণের উদ্ভিদ্গণ অন্য পক্ষে জমীর অজৈবিক পদার্থ এবং বায়ু-মণ্ডল হইতে আপনার খাদ্য আহরণ করে।

দিবাভাগেই উদ্ভিদ্গণ কার্বণিক এসি-ডের বিশ্লেষণ এবং কার্বণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কার্বণিক এসিডের কার্বণ এবং অক্সিজনকে চূর্ণ করিবার জন্য উদ্ভিদের শক্তির আবশ্যক ; সে শক্তি সূর্য্য-কিরণ প্রদান করিয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি যতই প্রখর হইবে কার্বণও তত শীঘ্র বৃক্ষে লাগিয়া যাইবে। এই কারণ-প্রযুক্ত যে সকল উদ্ভিদ্ সূর্য্য-কিরণে অবস্থিত তাহারা

ছায়াস্থিত উদ্ভিদপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যকিরণ-ব্যতীত উদ্ভিদের কার্বণ ব্যবহার করিবার শক্তি থাকে না, সুতরাং রাত্রিকালে উদ্ভিদ্‌গণ কার্বণ গ্রহণ করে না। রাত্রিকালে অঙ্কুরোদ্গম হয় বটে, কিন্তু তাহার পল্লবাদি ফ্যাকাসে হইয়া থাকে এবং তাহার বৃদ্ধিও লক্ষিত হয় না। বীজে যত দিন আহার নিহিত থাকে তত দিনই উদ্ভিদ্ বর্দ্ধিত হয় কিন্তু তাহা জমি বা বায়ুমণ্ডলস্থিত আহার গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। এরূপে উৎপন্ন উদ্ভিদে বীজস্থিত কঠিনাংশ অপেক্ষা ন্যূন কঠিনাংশ বিদ্যমান থাকে; —পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্যটী স্থিরীকৃত হইয়াছে। আলোকপ্রাপ্ত হইলে পত্র দ্বারা উদ্ভিদ্‌গুলি বায়ুমণ্ডল হইতে কার্বণিক এসিড শোষণ করিয়া লয় এবং শিকড় দ্বারা গৃহীত জল ও ধাতবপদার্থের সহিত কার্বণকে মিশ্রিত করিয়া carbohydrate proteid প্রভৃতি স্বীয় পুষ্টির উপযোগী পদার্থ নিচয়কে প্রস্তুত করে।

বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সবুজ বর্ণের উদ্ভিদ্‌গণ জমির কার্বণের উপয় নির্ভর করে না—তাহারা বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বণিক-এসিড হইতে কার্ব্বণ গ্রহণ করে। তাহারা কার্ব্বণকে কার্ব্বণিক-এসিড-গ্যাসাকার-ব্যতীত অন্য কোন আকারে গ্রহণ করিতে পারে না। বায়ুমণ্ডলে কার্বণিক-এসিডের অল্পতা-নিবন্ধন অনেকে আশঙ্কা করেন যে, কালে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। জনসন নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে পৃথিবীর উপরিভাগে প্রতি-একর স্থানের উপর ২৮ টন কার্বণিক-এসিড আছে এবং পৃথিবীর ¼ ভাগ জমি হওয়াতে বায়ুমণ্ডলে যে কার্বণিক এসিড দৃষ্ট হয় তাহা যথেষ্ট;—শত শত বৎসর ব্যাপিয়া যদি কার্বণিক এসিডের নূতন সরবরাহ না হয় তথাপি তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। বস্তুতঃ নূতন গ্যাস প্রত্যহ এরূপ মাত্রায় জন্মিতেছে যে আকাশস্থিত কার্বণিক এসিড সকল সময়েই সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই কয়লা, কাষ্ঠ বা অন্য কোন পদার্থ জ্বালান হয় তখনই কার্বণিক এসিডের সৃষ্টি হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিলিত হয়। জীববৃন্দও কার্বণের নিমিত্ত উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। তাহারা কার্বণিক-এসিড-গ্যাসাকারে যে গ্যাস নিঃশেষিত করে তাহা প্রশ্বাস দ্বারা বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে উদ্ভিদ্‌গণ কার্বণ গ্রহণ করে এবং পুনরায় তাহা বায়ুমণ্ডলে প্রত্যর্পন করে।

পরীক্ষা-দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বায়ুমণ্ডলে যে কার্বণ জন্মে তাহা উদ্ভিদের পক্ষে যথেষ্ট। উদ্ভিদ্‌গণ বিনামূল্যে কার্বণ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জমিতে কার্বণ-সংযুক্ত খাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই—জমীর কার্বণ উদ্ভিদ্‌গণ গ্রহণ করে না। কার্বণ-সংযুক্ত খাদ কি প্রকারে উদ্ভিদের হিতকর হয় তাহা পরে বলা যাইবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

শীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁর বারান্দায় একখানি বেত্রাসনে বসিয়া তাঁর প্রিয় পোষ্যগুলির সেবা করিতেছিলেন। দুটি সুন্দর খাঁচায় দুটি কেনারী পাখী, দাঁড়ে একটি বৃহৎ কাকাতুয়া ও বাঁশের খাঁচায় একটি ময়না রহিয়াছে। তাঁহার একজন ভৃত্যকে তিনি বলিলেন, "গাড়ী পাঠিয়েছিস্ ত?" সে বাঙ্গালী চাকর, বলিল,—হাঁ মা গাড়ী গেছে।" এমন সময় একজন ভৃত্য একখানি কার্ড আনিয়া তাঁহার হাতে দিল, তাহাতে লেখা আছে—"সুপ্রকাশ রায়।"

তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "সেলাম দেও।" হাস্য-প্রফুল্ল-আননে সুপ্রকাশ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন "তুমি? এখানে?"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন "সে সব কথা পরে হবে। আমি কেন তা চাকররা যাক্ পরে বলিব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। "এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? কোন খবর পাইনি কেন?"

সুপ্রকাশ। জানেন্ ত মাকে নিয়ে দেশে দেশে বেড়াতে হয়েছে, তার পর কিছুতেই কিছু হল না। এমন দেশ নাই যেখানে বেড়াতে যাইনি, কিছুতেই রক্ষা হল না। ওয়ালটেয়ার, মসুরি, সিমলা সর্ব্বত্রই গেছি!

মিসেস ব্যানার্জ্জি। সে কথা থাক, প্রভাতদের চেন? তারা এখানে নূতন জমিদারী কিনেছে এখানেই এবার তারা স্থায়ী হবে। তার ভাই সুব্রত এখানেই প্র্যাক্‌টিস করবে —কথা হচ্চে"।

সুপ্রকাশ। "না আমি মিঃ বসুকে জানি না, তবে এখানে এসে নাম শুনেছি। সুব্রতকে সেদিন দেখ্‌লাম, আলাপ নাই।"

এতক্ষণে কেনারীকে স্নান করান শেষ হইল। অর্থাৎ তাহারা আপন-মনে তাহাদের পাত্রে ডুবিয়া ডুবিয়া পাখা ডুবাইয়া আনন্দে স্নান করিল। তাহাদের খাদ্য দিবার পর তাহাদিকে রৌদ্রে রাখা হইল। কাকাতুয়া ততক্ষণ আপন মনে চীৎকার করিতেছিল— "মালি! মালি! ফুল আন।" সে প্রথম হইতে "ফুল আন"—কথা শিখিয়াছে ও এই কথাই সে ক্রমাগত বলিতেছে। তাহাকে খাদ্য দিয়া তাহার খাদ্যের পাত্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার করাইয়া তবে তিনি সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিলেন ও সুপ্রকাশকে বলিলেন, "তার পর।"

সুপ্রকাশ অতি মৃদু-কণ্ঠে গোপনে তাঁহাকে কয়েকটি কথা বলিলেন ও শেষে উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন, "এই পর্য্যন্ত থাক।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি (হাসিয়া)। "বেচারী সুব্রত।"

সুপ্রকাশ। "ও সব কথা থাক্। আপনাকে যা বলিলাম একটু মনে রাখিবেন।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। "আজ তুমি সকালে এখানেই খাও। বিকালেও আজ আমার

বাড়ীতে অনেকে আসবেন, তুমিও এসো। প্রভাত এবং সুব্রতও আস্‌বে, তাদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। শীলা খুব সুন্দর গান গায়; সে ত এখনই আসবে।

সুপ্রকাশ। এখনি, সকালেই আসবেন্?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। গাড়া আন্‌তে গেছে, এলো বলে। তোমার সঙ্গে কোথায় আলাপ হল?

সুপ্রকাশ। দু-তিন দিন দেখা হয়েছে, দু-চার্‌টে কথা বলেচি; আলাপ কি করে হবে!

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তোমার কি এখনও ঘুরে বেড়াবার মন? না এখানে থাক্‌বে?

গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল, সুপ্রকাশ উঠিয়া গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বারান্দায় উঠিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ দেখিলেন যে, শীলার সাজ-সজ্জা খুব সাধারণ হলেও বড় সুন্দর। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোট ব্যাগ আনিয়াছেন এবং সারাদিন থাকিবেন বলিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদিও আনিয়াছেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁহাকে লইয়া 'ড্রইং রুমে' প্রবেশ করিলেন। সুপ্রকাশও হাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নমস্কার করিলে শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। সে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপ্‌নি এখানে?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এত দিন কেন এখানে আসে নাই, তাই জিজ্ঞাসা কর। অথচ ও যখন জন্মেছে তখন থেকে আমি ওকে জানি। এত দিন কটকে এসেছে তবু দেখা দেয়নি। আশ্চর্য্য ছেলে যা' হোক্! তোমরা একটু বসে গল্প কর, আমি দেখে আসি খাবার কত দেরী।

এই বলিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করিলে সুপ্রকাশ একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন। শীলা আসন গ্রহণ করিলে, তিনিও দূরে একটি চেয়ারে বসিলেন। উভয়েই কিয়ৎ-ক্ষণ নীরবে রহিলেন। সুপ্রকাশ কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যাহাকে এত অল্প সময় দেখিয়াছেন, অথচ যে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার সামর্থ্য নাই। সে যেখানে থাকে সেখানে গিয়া সাক্ষাৎকার করিবার অধিকারও নাই। আর তাঁহাকে দরিদ্র জানিয়া কি রামলোচন-বাবু অগ্রসর হইতে দিবেন? এক দিকে ধনী সুব্রত, আর অন্য-দিকে দরিদ্র ভিখারী সুপ্রকাশ। একি অদৃষ্টের পরিহাস নয়? সুপ্রকাশ মুখ তুলিয়া দেখিলেন শীলা নতমুখে আছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, "কটকে এসে আপ্‌নার কেমন লাগ্‌ছে? পশ্চিম থেকে উড়িষ্যা একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের মনে হয় না কি? আপ্‌নার কাছে সবই অপরিচিত?

শীলা মুখ তুলিয়া বিষাদের কণ্ঠে বলিল, "অপরিচিত বইকি, আমি ত এখানকার কাহাকেও জানি না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত মিসেস্ বসুর বাড়ীতে দেখা হল, তাতেই তিনি আজ আমায় আনিয়েছেন।"

সুপ্রকাশ। আপনার কাকা ও খুড়ী-মাকে কি আপ্‌নি কখনো দেখেন নি?

শীলা। আমার বাবা ত এখানে কখনো আসেন নাই, সে-জন্য কাহাকেও দেখি নাই। আমার মাকে ব্রাহ্ম-মতে বিবাহ করার পর, তাঁর সমস্ত আত্মীয় তাঁর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন।

সুপ্রকাশ। আপনি সেখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারে লালিত হয়েছেন, আর এখানে আপনার কাকার বাড়ীতে সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার, খুব কষ্ট পাচ্ছেন, বোধ হয়?

শীলা। না, তাতে আর কি হবে। জীবনের সকল দিন সমান যায় না। বাবার শেষ আদেশ, কাকার কাছে এসে থাকতে হবে; সেই কথা মনে করে আমার কষ্ট হয় না।

সুপ্রকাশ। সারাদিন কি করেন্?

শীলা। অমিয়কে পড়াই, দু-চারটে বই এনেছি পড়ি, বা একটু সেলাই করি।

সুপ্রকাশ। বাজনা বাজান না? আপনার পিতার অমন সুকণ্ঠ, অত গান বাজনার সখ ছিল, আপ্‌নি নিশ্চয়ই খুব জানেন।

তাঁহারা এই প্রকার কথাবার্ত্তায় মগ্ন এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। সুব্রত আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "মাসীমা! মাসীমা!" তার পর শীলাকে অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। সেই সময় অন্য দ্বার দিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই যে সুব্রত। এস, তোমার সঙ্গে সুপ্রকাশের আলাপ করিয়ে দি। মিঃ সুব্রত বসু, আর মিঃ সুপ্রকাশ রায়—এইত বেশ ইংরাজি কায়দা হল।" তাঁহারা উভয়ে উভয়ের কর-মর্দ্দন করিয়া ইংরাজী ফ্যাসানেই আলাপ করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উভয়কে দেখিয়া একটু হাসিলেন ও সুব্রতকে বলিলেন, "তারপর, কি মনে করে সুব্রত? মা কেমন আছেন? বিকালে আস্‌বেন্ ত?"

সুব্রত। সেই-জন্যইত এসিছি। মা'র শরীর ভাল নাই, সেজন্য আজ তিনি আস্‌তে পার্ব্বেন না। বৌদি, দাদা ও আমি আস্‌ব। তিনি মিস্ মিত্রকে আনাবার কথা বল্‌তে বলে পাঠিয়েছিলেন; তা মিস্ মিত্রত এখানেই আছেন গিয়ে বলব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। শীলাকে আজ সকালেই এনেছি। শীলার সঙ্গেত একটুও কথা কইলে না।

সুব্রতের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; সুপ্রকাশের দৃষ্টি তাঁহার আননে পতিত হইল। সুব্রত শীলাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ভাল আছেন্? আজ বৌদি বিকেলে আস্‌লে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

শীলা। তিনি কেমন আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি সুখী হব। আপ্‌নার মায়ের কি হয়েছে?

সুব্রত। বোধ হয় জ্বর হবে, মাথা খুব ধরেছে। (তার পর সুপ্রকাশের প্রতি) আপনি এখানে কতদিন এসেছেন? কোথায় আছেন?

সুপ্রকাশ। আমি অল্প দিনই হল এসেছি। মিঃ রায়ের জমীদারী দেখতে এসেছি, আর তাঁর বাড়ীখানা পোড়ো বাড়ী হয়ে আছে, তার সংস্কার করাতে এসেছি।

সুব্রত একটু উপেক্ষার সহিত বলিলেন, "ওঃ, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত এই প্রথম আলাপ?" সুপ্রকাশ একবার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি চাহিলেন, যেন চক্ষের দৃষ্টিতে কি বলিয়া দিলেন। তারপর সুব্রতের কথার উত্তরে বলিলেন—'হাঁ, মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে অনেক দিন থেকে জানি। আমার মায়ের সঙ্গে ওঁর বহুদিনের আলাপ শুনেছিলাম।"

সুব্রত মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি চাহিয়া

বলিলেন, 'সত্যি নাকি? কই আপনার কাছে কখনও ত এঁর কথা শুনি নাই।" মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত সুব্রতদের বেশী দিনের আলাপ নয়। কটকে আসিয়াই পরিচয় হইয়া তাহা ঘনিষ্ঠতায় শেষ হইয়াছে।

সুব্রত সুপ্রকাশকে বলিলেন "আপনার নামও—রায়; আপনি জমীদার মিঃ রায়ের কি আত্মীয়?" সুপ্রকাশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আত্মীয় বটে, তবে দরিদ্র ও বেতন-ভোগী।"

সুব্রত সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয় শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কাকা আজ আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। দাদা তাঁকে কয়েক-দিনের জন্য আপনাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আমরা দুই ভাই কালই একবার কল্‌কাতায় যাব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। কেন, সেইখানেই প্র্যাক্‌টিস্ করবে বুঝি?

সুব্রত। সেই রকম ত মৎলব আছে, দেখি কি হয়। এখন তবে আসি মাসীমা। আবার বিকালে দেখা হবে।

সকলকে অভিবাদন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলাকে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

সুপ্রকাশ উঠিয়া নিঃশব্দে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সম্মুখেই মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সুদৃশ্য ফুলের বাগান। কয়েকটি সূর্য্যমুখী ফুল ফুটিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। নানা-বর্ণের রঙিণ ফুলে বাগানখানি যেন সুরঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,'এখনও ফিরি। কেন নিজের জটিল অদৃষ্টের সহিত অন্যের অদৃষ্ট গ্রথিত করিব? আমার চেয়ে সুব্রত অনেক-বিষয়ে উপযুক্ত। সংসারে আত্মীয়-স্বজনে সে পূর্ণ—স্নেহময়ী জননী, স্নেহময় উপযুক্ত ভ্রাতা। আর আমি অভাগা, আমার সংসারে কে আছে? তার উপর জীবনে কলঙ্কের বোঝা। আমার আর এ সব কেন? কিন্তু ফিরিতে কি পারিব? সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকে চাহিয়াই ফুটিয়া উঠে। কেহ তাহাকে শেখায় নাই। তাহার স্বভাবই সূর্য্যের দিকে চেয়ে-থাকা। আমারও তাহাই হইয়াছে। এত দিন আমার অন্তরে প্রণয়-পুষ্প ফুটিয়া উঠে নাই, আজ প্রেমসূর্য্যালোকে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কে জানে ইহা ধূলায় দলিত হইবে, না কেহ সযত্নে তুলিয়া লইবে?

সুব্রত বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া গিয়া জননীর সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। তাঁহার জননী তখন বসিয়াছিলেন, শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া গৃহকার্য্যে অবসর লইয়াছেন। সুব্রত গিয়া মায়ের নিকট বসিয়া পড়িলেন ও ডাকিলেন, "মা।" মা সেই কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন পুত্রের মনে কিছু দুঃখ হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনরে? কি হয়েছে সুবো?"

সুব্রত। তুমি আজ মাসীমার বাড়ী যেতে বলেছিলে, গিয়েছিলাম। সেখানে শীলা রয়েছেন, আর কে একজন ভদ্রলোক—সুপ্রকাশ রায়—তিনি ছিলেন। তারা দুজনে বসে ড্রইংরুমে গল্প কচ্ছিলেন, যেন কত দিনের ভাব। মাসীমা সেখানে ছিলেন না।

মা। সুপ্রকাশ রায় কে?

সুব্রত। মিঃ রায়ের কর্ম্মচারী, কোন দরিদ্র বেতনভোগী আত্মীয়।

মা। তোমার মাসীমাত জানেন যে, শীলার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে ; তা তিনি যার-তার সঙ্গে, আবার অমন ছোট-লোকের সঙ্গে শীলাকে মিশ্‌তে দেন কেন ? শীলার কাকাকে আমি কথা দিয়েছি যে মেয়েটি দেখে পর্য্যন্ত আমাদের পছন্দ হয়েছে।

সুব্রত। মেয়ের যদি আমাদের পছন্দ না হয় ?

মা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "নে আর জ্বালাসনে, ঢের দেখেছি। এমন ঘর, এমন স্বামী—যদি মেয়ের পছন্দ না হয়, তাহলে আর কাকে হবে ?"

সুব্রত। ঘরই বুঝি সব ? তুমিত সব জান ! আজ-কাল্‌কার মেয়েরা নিজের মন না হ'লে বুঝি বিয়ে কর্ব্বে ? তা'ছাড়া, এ হিন্দুমতে বিবাহ নয় ; শীলা সাবালিকা হয়েছে।

মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে নেব। যাতে কথা পাকাপাকি হয়, তা কর্ব্ব। তোমার যা কর্ব্বার, আমি যা ভাল বুঝবো কর্ব্বো।"

সুব্রত বিরক্ত-ভাবে বলিলেন, "তা বলে মাসীমার উচিত হচ্ছে না। আমি যখন চলে এলাম তখনো ত সেইখানেই ভদ্রলোকটি রইলেন। মাসীমাত তাকে দেখে গলে যাচ্ছেন।"

মা। মাসীমার পরিচিত, তা মাসিমা যত্ন না করে কি কর্ব্বেন ? বেলা ত ও-বেলা যাবে, দেখে আসবে ব্যাপার কি। তুমি অত মুখচোরা কেন ? নিজে ভাল করে আলাপ কর্ত্তে পার না ?

সুব্রত। ঐটি বড় কঠিন। দেখি কি হয় ? আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি যে এখানে না হলে, আমায় আর বিয়ের জন্য অনুরোধ কোরো না।

হেমন্ত-প্রয়াণ।*

হেমন্ত ! ভগিনি মোর ! কবি বাঙ্গালার !
আশৈশব এক সুরে বাঁধি' হৃদি-তার
বাণীর মন্দিরে দোঁহে প্রাণ-উপায়নে
সাজাতেছিলাম অর্ঘ্য আপনার মনে
কি গভীর হর্ষে নিতি ! বিজন বনের
দু'টী সুকুমার কলি অজ্ঞাতে বিশ্বের
বুঝি বিশ্ব-জননীর চরণ-সেবায়
পেয়েছিল অধিকার কেমনে বা হায়,
না জানি কি শুভক্ষণে ! ছিল সাধ কত
সুগোপন মরমের সুধা-গন্ধ যত
নিঃশেষে উৎসর্গ করি' করিব সার্থক
ক্ষুদ্র পুষ্পজন্মটুকু !

নিয়তি কণ্টক
হায়রে স্নেহের বোন্ ! ভাবিনি স্বপনে
পূজা ফুরাবার আগে মধুর বোধনে
বিজয়ার বিসর্জ্জন ! শশী পূর্ণিমার
অকস্মাৎ বসুন্ধরা করিয়া আঁধার
নিশি নাহি হতে শেষ হবে অস্তমিত
করাল রাহুর গ্রাসে ! উৎসবের গীত
সমাপ্ত না হতে হায়, করুণ ক্রন্দনে
সব হবে সমাপন ! আধেক জীবনে
এ সংসার-রঙ্গভূমে নাট্য-অভিনয়
হয়ে যাবে অবসান—সহস্র হৃদয়
ব্যাকুলিয়া তুমি হেন লইবে বিদায়

* লেখকের একমাত্র কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী হেমন্ত বালা দত্তের মহাপ্রয়াণে লিখিত।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মাঝে! কে জানিত হায়,
কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি বর্ষণ-মলিনা
অতর্কিতে ছিন্ন করি গীতিময়ী বীণা
নিবিড় তিমির আর তপ্ত আঁখি-জল
রেখে যাবে শুধু আজ!
অর্ঘ্য নিরমল
"শিশির" "মাধবী"* তব প্রকৃতিলক্ষ্মীর
শিশির-মাধবী সম শ্যামা ধরিত্রীর
উদার বিশাল বক্ষে পবিত্র সুন্দর
আনন্দের প্রস্রবণ, আজি হা ঈশ্বর!
মাতৃহারা শিশুপ্রায় তারা নিরন্তর
কি করুণ আর্ত্তনাদে সকল অন্তর
দহিতেছে পলে পলে! "বৈশাখী"। তোমার
বৈশাখী-ঝড়ের মত প্রাসাদ আশার
সহসা বিচূর্ণ করি' নিল উড়াইয়া
অকূল সিন্ধুর কূলে—বুঝি ডুবাইয়া
দিল হায়, চির তরে!
কি নিঃসঙ্গ আজ
কি গভীর শক্তিহীন বসুন্ধরা মাঝ
অভাগা অগ্রজ তব! বজ্রাহত-প্রায়
কর্ম্মহারা প্রাণহারা বসে শুধু হায়,
ভাবিতেছি নিশিদিন, একি আকর্ষণ
অজ্ঞাত দেশের কোন্, সকল বন্ধন
টুটে যায় ক্ষণে যাহে—হয়ে যায় শেষ
সব ব্যথা-যাতনার! কেমন সে দেশ—
কত দূরে—কোন্ খানে? প্রাণের ক্রন্দন
পশে কি সেথায় কভু? একটী স্পন্দন
তুলে কি ধরার শত স্নেহ-আকিঞ্চন
বারেক ভুলেও সেথা?
সেথা কি এমন
প্রকৃতি জননী হেন মুক্ত করি প্রাণ
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে নিত্য সুধা-স্তন্য দান
পিপাসু সন্তানে করে? অনন্ত গগনে
রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারা নর্ত্তন কীর্ত্তনে
অনাহত-সঙ্গীতের পীযূষ-প্লাবন
সেথা কি জাগায় কভু? স্নিগ্ধ সমীরণ
আনন্দের বার্ত্তা লয়ে দ্বারে দ্বারে দ্বারে
বহে কি এমনি সেথা? প্রসূন-সম্ভারে
ভরে উঠে অরণ্যানী? পাখী গায় গান
মুখরিয়া দশদিশি? তুলি 'কল'-তান
ধায় নদী সিন্ধু-পানে?
কিছু নাহি জানি—
বুঝিনা কিছুই হায়! শুধু সত্য মানি
সে দুর্জ্ঞেয় মহালোকে যারা যায় চলে
বুঝি তারা স্বর্গে যায়! যারা ধরাতলে
পড়ে রয় মন্দভাগ্য, নিত্য হাহাকার
তাদের সম্বল শুধু!
হা বোন্ আমার!
না বুঝি রহস্য এ কি! না বুঝি বিচার!
যারা হেথা আগে আসে, যাহাদের আর
নাহি কিছু প্রয়োজন, তারা পড়ি রয়
বহিবারে দুঃখ-ডালি—আবর্জ্জনাময়
করিবারে বসুধায়! হায়, নিশিদিন
অদৃষ্টের অভিশাপে সান্ত্বনাবিহীন
দহিতে মরমে শুধু তীব্র তুষানলে
বৃশ্চিক-দংশন-ক্লেশে! প্রফুল্ল কমলে
অকস্মাৎ হরি' লয় করি বৃন্তচ্যুত
নিদারুণ কাল-বায়, কোন্ সে অদ্ভুত
খেয়ালীর এ খেয়াল! শুনেছি দেবতা
ন্যায়ময় প্রেমময় দয়ালু সর্ব্বথা—
এ কি তা'রি পরিচয়!

---

* কবি হেমন্তের দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য।

† কবি হেমন্তবালার রোগশয্যায় লিখিত অপ্রকাশিত কাব্য।

ক্ষম কৃপাময় !
বুঝেনা—বুঝেনা আজ অশান্ত হৃদয়
কি তব মঙ্গল-বিধি ! না পায় খুঁজিয়া
মোদের এ খেলাঘরে যাহা হারাইয়া
যায় কভু একবার ! তাই বারংবার
আগ্নেয়-উচ্ছ্বাস জাগে প্রাণের মাঝার
ভস্ম করি জীবনের সব শান্তি সুখ
বিশুষ্ক তৃণের সম ! ভেঙ্গে পড়ে বুক
ধরণীর ধূলিস্তূপে !
শক্তি দাও নাথ !
অকাতরে সহি যেন নির্ম্মম আঘাত
নিরখিতে পারি ওই চরণ-ছায়ায়
আনন্দে হেমন্ত বসি প্রাণ ভরি গায়
তব অফুরন্ত দেব ! মহিমা-সঙ্গীত
সুমধুর সুধাস্রাবী এ-বিশ্ব-অতীত !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

বিবিধ।

কলিকাতা ও স্বাস্থ্য।—১৯১৪-১৫ সালে জন্ম-সংখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অল্প রহিয়াছে। মোট জন্ম-সংখ্যা ১৭,৩৮৬ অর্থাৎ হাজার করা ১৯·৪। গত বৎসর ছিল ২০·৫। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে সম্ভবতঃ সমস্ত জন্মের সংবাদ তাঁহাদিগের গোচর হয় না। মোট মৃত্যু সংখ্যা ২৫,৪৩১ অর্থাৎ হাজার করা ২৮·২। গত বৎসর ছিল ২৯·২। প্লেগ, কলেরা এবং বসন্তে গত বৎসর ২,৭৩৬ এবং আলোচ্য বর্ষে ৩,৪৬৩ জন মরিয়াছে। অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু-সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। নারী-মৃত্যু অত্যন্ত অধিক; হাজার করা ৩৮·৫। শিশু-মৃত্যু আশ্চর্য্যজনক—হাজার করা গত বৎসর ২৭৪·৮, আলোচ্য বৎসর ২৮২·৭। স্বাস্থ্য-বিষয়ক নানাবিধ পুস্তিকা ধাত্রীগণকে বিতরণ করা হইয়াছে।

খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অভিযোগের সংখ্যা গত বৎসর ৭৬৩, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ১,১১৫ দাঁড়াইয়াছে। আইনের কড়া-কড়িতে এখন অনেকেই ধরা পড়িতেছে। বিশুদ্ধ-দুগ্ধ-সরবরাহের প্রণালী-সম্বন্ধে এখনও আলোচনা, গবেষণা ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে।

কলিকাতা চিড়িয়াখানা।—দর্শকগণের নিকট দর্শনী বাবত ৪২,২৬৯/০ টাকা আদায় হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আদায়ের পরিমাণ ১১,৬৪৪৷৵০ কম। নানা বাবদে মোট জমা ৯৮,২০২৷/৪ টাকা এবং খরচ ৮৩,৭৩১৷৷/২ টাকা। ইউরোপের যুদ্ধের হাঙ্গামে এ বৎসর আয় অল্প হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে জন্তুর সংখ্যা ৩৩৪, পক্ষী ১,৮৯৮, এবং সরীসৃপের সংখ্যা ২৪৬। পূর্ব্ব বৎসর যথাক্রমে ৩৭৮, ১৬৫৯, এবং ২২৩ ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও মাসের মধ্যে ১ দিন দর্শকগণকে দর্শনী না দিয়া চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই সুযোগে মোট ৬৬,০৩৩ জন দর্শক পশু প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

তরুণবয়স্কগণের কয়েদ।—আলিপুরে ১৯০৮ সালে এই জেলখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কার্য্য বেশ চলিতেছে। কিন্তু ইহার সুফল পরবর্ত্তী কালে অনেকটা খারাপ হইয়া যায়, কেননা জেল হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগের যত্ন লইবার কেহই থাকে না। অন্যান্য দেশে এইরূপ জেলখানার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-

বিদ্যালয় থাকে। এই শিল্পবিদ্যালয়ে থাকিয়া কয়েদিগণ শিল্প শিক্ষা করিবার সুবিধা পায়।

কৃষকগণের অবস্থা।—ইউরোপে সহসা যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় পাটের দর অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে যেরূপ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ কখনও হয় নাই। কিন্তু দর কমিয়া যাওয়ায় উৎকৃষ্ট পাটই অতি অল্প মূল্যে বিক্রিত হইয়াছিল। যাহাদের পাট তত ভাল হয় নাই, তাহারা পাট বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। ফলে কৃষকগণের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল।

১৯১৪-১৫ সালে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে সুপ্রচুর বৃষ্টি না হওয়ায় বাখরগঞ্জ-অঞ্চলে ধান্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। বাখরগঞ্জের ধান্য প্রায় অর্দ্ধ বঙ্গের জীবনস্বরূপ। যাহা হউক এই নানাকারণ-জাত দুঃখ আংশিক মোচন করিবার জন্য সরকার হইতে ১,৬৪,-৩৮৫৲ টাকা কৃষকগণকে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল।

১৯১৩-১৪ সালে পাটের অবস্থা ভাল ছিল। মজুরগণ যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাইয়াছিল। পুরা দমে কাজও চলিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪-১৫ সালে পাট একবারে মাটি হইল। মজুরের মাহিনা কমিল, অথচ মজুরীও জুটিল না। ইহাদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়।

বন্য জানোয়ার ও মৃত্যুর হার।—১৯১৩ সালে বঙ্গে সর্ব্বসমেত ২৯৯ জন লোক বন্য-জীব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে ৩৩২ জন। এই বৃদ্ধি প্রেসিডেন্সি, ঢাকা এবং রাজসাহী বিভাগেই হইয়াছিল। ১৯১৩ সালে ব্যাঘ্রের আক্রমণে ৮৪ জন, এবং ১৯১৪ সালে ৬০ জন মরিয়াছে। কিন্তু বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ারের কবলে অধিক লোক মরিয়াছে, তন্মধ্যে কুম্ভীর প্রধান। ১৯১৩ সালে ৯৯ জন, কিন্তু ১৯১৪ সালে ১৪৮ জন লোককে কুমিরে খাইয়াছিল।

সর্পাঘাতে ১৯১৩ সালে ৪,৪৯১ জন এবং ১৯১৪ সালে ৪,৩৫৬ জন মরিয়াছিল। কিছু কম বটে। প্রেসিডেন্সি এবং রাজসাহী বিভাগেই কম মরিয়াছিল।

গরু বাছুর ৪,৭৫০টা বন্যজন্তু-কর্ত্তৃক এবং ১১৭টা সর্প-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা অনেক কম।

বাঘ মারা হইয়াছে ২০৫টা, সাপ ১০২১৫টা। নানাবিধ বন্য জানোয়ার মারার দরুণ সরকারের ১৭,৪৭৭৵০ টাকা এবং সর্প-হত্যার দরুণ ১৫৭।⁄১০ খরচ হইয়াছিল।

থান কাপড়ে ছাপার পাড় প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—প্রথমতঃ থান কাপড়খানাকে জলে কাচিয়া মাড়শূন্য করিয়া লইয়া একবার ইস্তিরী করিয়া লইতে হইবে। ছাপার ছাচ কেহ কেহ কাষ্ঠের করেন, অথবা টিনের বা দস্তার পাতের উপর যাহারা ষ্টেনশিল শ্লেটের কাজ করে, তাহাদিগকে দিয়া লতা-পাতা-ফল-ফুল-বিশিষ্ট এক ইঞ্চি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি প্রশস্ত শ্লেট করাইয়া লইতে হয়। কেহ কেহ পাড়ের উপর গান, কবিতা, নাম ইত্যাদিও দিয়া থাকেন।

তাহার পর একটি মৃত্তিকা-পাত্রে গরম বা ঠাণ্ডা জলে মগাই খয়ের খানিকটা দিয়া গলাইয়া লইতে হইবে। এই খয়ের বা জলের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যাহাতে খুব ঘন বা খুব পাতলা না হয়। এখন যদি কাষ্ঠের ছাঁচ হয় তাহা হইলে ঐ রঙ্গে ডুবাইয়া একখানা কাষ্ঠের তক্তার উপর ২।৩ পুরু কাপড় দিয়া প্যাডের

মত করিয়া তাহার উপর যে কাপড়ের পাড় ছাপিতে হইবে, তাহার পাড়টী টাইট করিয়া সমতল করিয়া বসাইয়া তাহার উপর ছাপ দিতে হইবে। ছাচ যদি দস্তার বা টিনের হয়, তাহা হইলে পাড়টীর উপর ছাঁচের প্লেটখানি বসাইয়া তাহার উপর একটী ন্যাকড়ার পুঁটলীকে দ্রবীভূত মশ্লাই থয়েরে ডুবাইয়া ঐ প্লেটের কাটা ফাঁক-গুলিতে বেশ করিয়া মাখাইতে হইবে, যেন সে রং কাপড়ের অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠে। কাপড়ের সমস্ত পাড়টার ছাপ দেওয়া হইলে আস্তে আস্তে কাপড়খানি তুলিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, যেন ছাপা জুবড়াইয়া না যায়।

তাহার পর একটা অন্য পাত্রে বাই-কার্ব্ব-নেট অফ্ পটাসকে ঘনভাবে গলাইয়া তাহাতে ছাপা শুষ্ক কাপড়ের কেবল পাড়ের অংশটুকু ডুবাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ শীতল জলে বারম্বার ধৌত করিয়া লইলে পাড় পাকা হইবে। বাই-কার্ব্বনেট অফ্ পটাসের সলুইশন যত ঘন হইবে পাড়ের রং তত উজ্জ্বল এবং স্থায়ী হইবে :—(কাজের লোক)

স্বদেশী-কলেজ-প্রতিষ্ঠার্থে দান।—কেণ্টের (Kent) অন্তঃপাতী হেভার-(Hevar) নিবাসিনী মিস্ ইথেল এভারেষ্ট ভারবর্ষে একটী স্বদেশী কলেজ স্থাপনের জন্য দুই লক্ষ দশ হাজার (২,১০,০০০) টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই ইচ্ছা যে তাঁহার টাকায় ভারতবাসীরা, তাঁহাদের যে বিষয়ে ইচ্ছা, ভারতবাসী ছাত্র-দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ভারতবাসী শিক্ষক নিযুক্ত করিবে। এই সংবাদটি আমাদের নিকট অতিশয় আদরণীয়। কারণ, কোন লোক এখন পর্য্যন্ত এরূপ দান করেন নাই। ভারতে যাহাতে শিক্ষার উন্নতি হয় তজ্জন্য সদয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন এবং অনেক লোক অনেক অর্থ-দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এরূপ দান কেহই করেন নাই। যাঁহারা দান করিয়াছেন তাঁহারা এমন কিছু উল্লেখ করেন নাই যে, তাঁহাদের অর্থে কেবলমাত্র ভারতবাসী শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। ইহার ফলে এই হয় যে, তাঁহারা যে বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য অর্থদান করিয়াছেন, সেই বিষয়ে যিনি উপযুক্ত তিনি জাতিবিভেদে নিযুক্ত হন। কিন্তু মিস্ এভা-রেষ্টের ইচ্ছা-পত্রে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে তাহার অর্থে কেবলমাত্র ভারত-বাসীই নিযুক্ত হইবে। ইনি বিদেশী রমণী হইয়াও যে ভারতের উন্নতির জন্য এরূপ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ইনি আজ যে পথ দেখাইলেন, আশা করি যাহারা শিক্ষার উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিবেন।

শ্যামদেশে ১৫,৯০,৮০০ নারিকেল গাছ বপন করা হইয়াছে। সমস্ত গাছই খুব তেজীয়ান্ হইয়াছে।

জলে অল্প পরিমাণ দুধ মিশাইয়া সেই জলে শিশুদিগকে স্নান করাইলে তাহাদের ত্বক্ কোমল ও মসৃণ হয়। যে জলে ধাতব পদার্থ মিশ্রিত আছে, সেই জল ২০ মিনিট কাল ফুটাইয়া তন্মধ্যে দুধ বা শুটের গুঁড়া মিশাইলে তাহা বেশ স্নানের উপযুক্ত হয়।

চাবি মাঝে মাঝে তৈলে ডুবাইলে তালা ভাল থাকে ; কব্জায় মধ্যে মধ্যে তৈল দিলে উহার শীঘ্র ক্ষয় হয় না।

অনেক সময় দুধ পুড়িয়া যায়। কড়ায়

দুধ ঢালিবার পূর্ব্বে যদি কড়ায় কিঞ্চিৎ জল দিয়া ফুটাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুধ কখনও পুড়িবে না।

অসামান্য-নারী।—কুমারী গারট্রাড ও' এভারেষ্ট ইংলণ্ডের এক ধনবতী রমণী। তিনি তাঁহার পরমসুন্দর ও সুবৃহৎ বাটী জীবের কল্যাণার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার বাটীতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য সাহিত্যিক, চিত্রকর ও গায়কগণ আশ্রয় পাইবেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আহারের খরচ-ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করা হইবে না। উদ্যানে বিহঙ্গম-সকল কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারিবে। কেহ তাহাদের শান্তিভঙ্গ করিতে পারিবে না। তাহার বাটী ও উদ্যান রক্ষার জন্য তিনি এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা রাখিয়াছেন। তিনি নিজের উইলে লিখিয়াছেন,—তাহার মৃত্যুর পর ছুরি-দ্বারা তাহার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিয়া তাঁহার যে নিশ্চিত মৃত্যু হইয়াছে, তাহা অবধারণ করিতে হইবে। তৎপরে তাহার দেহ ভস্মীভূত করা হইবে। সৎকারের সময় ধর্ম্মক্রিয়া করা হইবে না, ভস্মের উপর ফুল দেওয়া হইবে না এবং কেহ শোক চিহ্ন ধারণ করিতে পারিবে না।

সদালাপ-সংগ্রহ।

বেকুফ কে? (রাজা ও বনবাসী)। কোন রাজার খেয়াল হইল যে, সর্ব্বাপেক্ষা যে বেকুফ (নির্ব্বোধ) তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং অনেক টাকা দিবেন। যাহাকেই তাঁহার অনুচরেরা জিজ্ঞাসা করে যে, সে ব্যক্তি বেকুফ কিনা, সেই বলে,"আমি কেন বেকুফ হইব? তুমিই বেকুফ।" একদিন রাজা বনের ভিতর দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি যে-ডালে বসিয়া আছে তাহাই কাটিতেছে। রাজা বলিলেন, "তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বেকুফ।" সে ব্যক্তি বলিল,"না। তাহা হইলে মহারাজ! তোমাকে ঐ কথা পাল্টাইয়া বলিতাম।" রাজা বলিলেন, "তুমি ডাল কাটা হইলে পড়িয়া যাইবে; এরূপ ডাল-কাটার কোন কারণই নাই।"বনবাসী বলিল যে ঐ ডালটার অর্দ্ধেক কাটা হইলেই সে কাটারিটী ভূমে ফেলিয়া দিবে এবং আর একটা ডাল ধরিয়া পায়ের নিম্নের ডালটা খুব নাড়া দিবে; তাহা হইলেই ঐ শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে একটু ঝুলিয়া পুনর্ব্বার ঐ বৃক্ষাবলম্বনেই নামিয়া আসিবে। তাহাই ঐ ক্ষেত্রে শুষ্ক-কাষ্ঠ-সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। রাজা আবার বলিলেন, "তুমি বড় বেকুফ, তোমাকেই আমি টাকা পুরস্কার দিব।" বনবাসী বলিল,"আমি টাকা লইব না। টাকা ছুঁইয়া আমার সদানন্দ হারাইব—তত বেকুফ আমি নই।" রাজা বলিলেন, "টাকা ছাড়িতেছ, আর বেকুফ নও?" রাজা উহাকে "বড় বেকুফ"-অঙ্কিত একটী পদক দিলেন। বনবাসী ঝুলিতে রাখিয়া দিল।

কয়েক বৎসর পরে রাজার মৃত্যুকালে ঐ বনবাসী আসিয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ! যাহার চিন্তায় জীবন কাটাইলেন, সে ধন-জন সঙ্গে যাইবে কি?" রাজা বলিলেন, "না"।

বনবাসী বলিল, "যদি এ-সব ছাড়িয়া বা নাই ছাড়িয়া শ্রীভগবানের উপরই বেশী মন দিতেন, তাহা কোন ফল দিত কি?" রাজা ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "হাঁ"। বনবাসী বলিল, "মহারাজ! এই পদকটী আপনারই প্রাপ্য বলিয়া ইহা এখন আপনাকে দিব কি?"—রাজার তখন চক্ষু খুলিয়াছিল, তিনি মুক্ত-পুরুষের পাদস্পর্শ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিলেন, "উহা আমারই প্রাপ্য।"

কোন নরপতি সাগর-পারে গমন করিবার জন্য অর্ণবযানে উঠিলেন। সঙ্গে যে-সকল ক্রীতদাস ছিল, তন্মধ্যে একজন পূর্ব্বে কখনও সাগর দেখে নাই এবং পোতের সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থিতির বিড়ম্বনা কখনও সহ্য করে নাই। সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং ভয়ে তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। শত প্রবোধবাক্যেও সে প্রকৃতিস্থ হইল না। নরপতি অতিমাত্র দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। আরোহিগণের মধ্যে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "রাজন্! আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইলে কোন বিশেষ উপায়ে উহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারি।" নরপতির আদেশক্রমে ভৃত্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। কয়েকবার "ডুব খাইবার" পর উহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক উহাকে উত্তোলন করতঃ পোতস্তম্ভে বিলম্বিত করা হইল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য পোতবক্ষে অবতারিত হইলে একপ্রান্তে উপবেশন করিল এবং প্রকৃতিস্থ হইল।

নরপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে জ্ঞান-কুশল! আপনার কৌশলের মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।" পণ্ডিত কহিলেন—"জলে ডুবিলে কত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ভৃত্য তাহা জানিত না এবং পোতে থাকিয়া "আরাম"-প্রাপ্তির মূল্যও বুঝিত না। যে-হেতু, কেহ বিপদে না পড়িলে সঙ্গীদের মূল্য বুঝিতে পারে না। যাহার ক্ষুধা বিদূরিত হইয়াছে সে যব-রোটিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কিন্তু ক্ষুধাতুরের নিকট উহা পরম উপাদেয়। স্বর্গবাসী "আ'রাফে" (স্বর্গসুখ ও নরক-দুঃখ উভয়েই সে-স্থানে বর্ত্তমান)—উপনীত হইলে নরকে উপস্থিত হইলাম বলিয়া "ত্রাহি, ত্রাহি" বলিবে। কিন্তু নারকীর নিকট "আ'রাফ"ই স্বর্গ বলিয়া প্রতিপন্ন।

"সুখের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বরং অপেক্ষাকৃত দুঃখী জনের সহিত তুলনায় প্রাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশ্ব-বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলের কর্ত্তব্য।" (এডুকেশন গেজেট।)

মানুষের স্বাভাবিক মহত্ত্ব।—মানুষ চোর হউক কি বদমায়েস হউক, সে বিধাতৃ-প্রদত্ত মহত্ত্ব হইতে কখনও একেবারে বঞ্চিত হয় না। ইংলণ্ডের যে-সমুদায় বালক দুষ্কর্ম্মের জন্য সংশোধক কারাগারে আবদ্ধ আছে, তাহাদের ১৯ হাজার সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে তিন জন অসাধারণ বীরত্ব-প্রকাশের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাইয়াছে, ২৫ জন বীরত্বের জন্য মেডেল পাইয়াছে, ২০ জন প্রশংসা-ভাজন হইয়াছে এবং ৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পাইয়াছে।

ইংলণ্ডের কারাগার হইতে ১২০০ কয়েদী

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ভিক্টোরিয়া ক্রশ ও রুষ-সম্রাট-প্রদত্ত সেণ্ট্ জর্জ্জের ক্রশ পাইয়াছে। একজন অসামান্য-শূরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার সৈন্য-দলকে মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মহত্ত্ব আছে, কেবল শিক্ষা ও সঙ্গদোষে তাহারা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহা যদি স্মরণ রাখি, তবে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না।

শিষ্টাচার প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করে। ইহা মানব চরিত্রের কঠোরতা ঢাকিয়া রাখে এবং অপরের মনে বেদনা-দেওয়া অসম্ভব করে। অভদ্রের সঙ্গে যখন ব্যবহার কর, তখনও শিষ্টাচার পরিহার করিও না।

সময়ই জীবন। অপরের প্রাণহত্যা আর সময় নষ্ট করা একই কথা। এক এক জন এমন আছেন, সাক্ষাৎকার করিতে গিয়া আর উঠিতে চান না। কাজ শেষ হইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাওয়া উচিত। নতুবা যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিতে যাও, তাহার সময় নষ্ট অর্থাৎ প্রাণ নষ্ট করা হয়।

একটা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিলে আর একটা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনের শক্তি লাভ করা যায়। একটা পাপ জয় করিলে দশটা পাপ জয়ের শক্তি হয়।

বিবেকের মত চৌকিদার আর কেহ নাই।

প্রশংসা রসনা-উচ্চারিত শব্দ-মাত্র। আত্ম-সম্মান প্রশংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

পরচর্চ্চা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ইহাতে মানুষের মন ছোট হইয়া যায়। মানবের কৃত-কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করিতে পার, কিন্তু তাহার দোষ-গুণের আলোচনা করিও না।

নিজের দুঃখ-কষ্টের চিন্তা করিও না। তাহা অপেক্ষা আশা ও আনন্দের চিন্তা করাই ভাল। (সঞ্জীবনী।)

গান।

(ঝিঁঝিট রাগিণী)

কত-দিনে হব পার
দুঃখ-ব্যথা-ভরা
সুখ-শান্তি-হারা
এই অনিত্য সংসার?
মিটেছে আমার
সকল বাসনা,
পূর্ণ হয়েছে
সকল কামনা,
এখন তুমি হে আমার
সকল সাধনা
জেনেছি বুঝেছি সার।

তুমি ছাড়া আর
কেহ মোর নাই
খুঁজিয়া দেখেছি
বিশ্বে সব ঠাঁই,
তাই যে গো আমি
তোমারেই চাই
ওহে প্রাণাধার!

অনিত্য জগৎ
অনিত্য সংসার,
সকলি অনিত্য
অজ্ঞান আঁধার।
জ্ঞানের আলোক
জ্বাল হে আমার
ঘুচায়ে মোহ-আঁধার॥

শ্রী চারুমতি দেবী।

প্রেম ও আশা।

সে তার আঁধার ঘরে পড়ে আছে একা,
শুক্তি-মাঝে মুক্তা-আভরণ,
অতলের তল পেলে হবে তার দেখা
দুর্ভেদের গেলে আবরণ!
মৌন তার মনের বারতা, চির-স্থির আলোকের
খনির মণির দীপ, অনির্ব্বাণ তারকা-লোকের!

এ তার অপার পথে চলিয়াছে উড়ে
নীড়-ভাঙা পাখীর মতন,
আলো-আঁধারের পথে দূর হতে দূরে,
কোথা বাধা, কোথায় বারণ?
উধাও মনের তার বিদায়-বারতা, শুধু গান—
চাতকের তৃষ্ণা-মাঝে চকোরের সুধার আহ্বান।

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজ পাঁচ বৎসর শ্বশুরালয়ে আছি; ইহার মধ্যে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

দাদা পত্র লিখেন, মেজদিদি পত্র লিখেন, আমিও তাহাদের পত্র লিখি। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, মেজদিদির একটী খোকা হইয়াছে। আশা ছিল না,—এত বয়সে যে তাঁহার সন্তান হইবে, কেহ আশা করে নাই; শুনিলাম এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ নাকি কি কবচ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সেই-মেজদিদির খোকা হইয়াছে,—আর আমি দেখি নাই! বলিয়াছি ত, সবই সম্ভব। খোকার অন্নপ্রাশনের সময় তিনি আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি যাইতে চাহি নাই। আমি কাহারও সহিত আর সাক্ষাৎকার করিব না, একথা স্পষ্ট লিখিয়া থাকি। কি জানি কেন—? জানি বৈকি। এমন কি দাদা-পর্য্যন্ত আমায় আর দেখিতে আসেন নাই।—এই পাঁচ বৎসর। আমি লিখিয়া থাকি যে, আমি

ভাল আছি, খাসা আছি। দাদা ও মেজদিদি আমায় অনেক উপদেশ দিয়া পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি চিরকাল উপদেশের আগে চলিয়া থাকি—"স্রোতের আগে ট্যাপা মাছ" ভাসিয়া থাকি।

বলিয়াছি, আমাকে ইহার মধ্যে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে সকলের বাড়ীতেই সকলের যাওয়া-আসা থাকে। পাড়ার অনেক নিষ্কর্ম্মা ছেলে দুপুর-বেলা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া মাণিকের সঙ্গে তাস খেলা করে। মাণিক আমার জায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ছোট বেলা থেকেই এখানে থাকে, এখানেই একটু লেখাপড়া শিখিয়াছে, এখানেই জমীদার-বাড়ীতে কাজ করে। মাণিকের বয়স প্রায় পঁচিশ, সেদিন বিবাহ হইয়াছে। বেশ দিব্য বৌটি, খাসা কাজ-কর্ম্মে। মাণিকের ভারি ইচ্ছা, আমার সহিত একটু কথা কয়। কিন্তু প্রথম তিন বৎসর ত সে আমার মুখই দেখিতে পায় নাই; তারপর কথা কহিয়াছি বটে, কিন্তু আমার মুখের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সে বড় হতাশ হইয়াছে। 'দিদি' বলিয়া, দাঁত বাহির করিয়া বাধিত করার সুরে কত কথা বলিতে আসে, কিন্তু আমার গম্ভীর মুখের একটি "হুঁ" ভিন্ন সে আর বড় কিছু পায় না;—তাতেই যেন সে কত খুসী! তোমরা বলিবে, স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা সহাস্য-বদন হওয়া উচিত। সত্য বটে,—কিন্তু লোক-বিশেষে আছে।

পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সকলেই এপাড়া-ওপাড়া, এবাড়ী-ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়, ভ্রমরও বেড়ায়। পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মধ্যে কে কখন কোথায় গেল, তার খোঁজ-খবর সকলে বড় রাখে না। দুপুর বেলা খাওয়া হইলেই, ভ্রমর আঁচলে এক গোছা চাবী দোলাইয়া দুলিতে দুলিতে বাহির হয়। ভ্রমরকে আমি এরূপভাবে বেড়াইতে বারণ করিতাম। তাহাতে সে বলিত, "তাতে দোষ কি?"

পাড়ার ছেলেরা বাড়ীতে আসিলে ভ্রমর ছুতো-নাতা করিয়া কেবল তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবে, তাহাদের সঙ্গে হাসিবে, তাহারা খেলিতে বসিলে ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খেলা দেখিবে ও খেলা দেখাইয়া দিবে। মাণিক যেখানে বসিবে, ভ্রমর নিষ্কারণে সেখানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিবে, হাসিবে, ও চেচামেচী করিবে। পাড়ায় গিয়া সে কি করিয়া বেড়ায়, ভগবান্ জানেন। বাড়ীতে শাসন নাই—বুঝি শাসন করিবার উপযুক্ত লোকও নাই। ঠাকুরঝি কেবল জানেন লোকের সঙ্গে গলাবাজি করিয়া ঝগড়া করিতে। আমি ভ্রমরকে সহস্র-দিন অমন করিয়া পাড়া বেড়াইতে, পুরুষ-মানুষের সংস্রবে যাইতে, পুরুষমানুষের সঙ্গে অনাবশ্যক কথা কহিতে বারণ করিয়াছি,—সে শোনে নাই।

একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় দেখি!—ঠাকুরঝিকে। তাঁহার বিবাহের অব্যবহিত পরের ফটো ঘরে আছে। এই কি সেই মানুষ? কি আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন! তাহাতে কি সুন্দর, সহাস্য, কমনীয় মূর্ত্তি—আর এখন কি? মনুষ্য পশু নহে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি জন্তু-ধর্ম্মের চরিতার্থতা-ভিন্ন তাহার মন যেন আরও কিছু চায়।—কি চায়? থাক্। ঠাকুরঝির জীবন আশাহীন। এরূপ অবস্থায় জীবন-ধারণ করিতে হইলে মানুষ আপনিই দমিয়া যায়, কেমনতর কি হইয়া

যায়, এবং যেমনটি হইয়া সে জন্মিয়াছিল, আকৃতি-প্রকৃতিতে তাহার অনেক নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ঠাকুরঝির কি তাহাই ?

ভ্রমর আমার কথা শুনিত না, কিন্তু তাহার উপর রাগ করিতেও আমি এক দিনের তরে পারি নাই ;—তার উপর যেন কাহারও রাগ হইতেই পারে না। আশ্চর্য্য মেয়ে ! মনে হইত, যদি তার কপাল না পুড়িত, তবে ভোমরার কি সুখের সংসারই হইত ! তার সংসর্গে যে আসিবে তাকেই সে আনন্দময় করিতে পারে।

একদিন হঠাৎ শুনিলাম, আমার দেবর মাণিককে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এমনি-ভাবে কয় দিন কাটিল। দেখিলাম, সেই থেকে ভ্রমরও কেমনতর হইয়াছে। ভ্রমরকে বলিলাম, "মা ! আজ হতে তুমি আমার কাছে শোবে।" সে রাজি হইল। কিছু দিন পরে একদিন রাত্রে আমি ভ্রমরকে ধরিয়া পড়িলাম। সে কাঁদিয়া ফেলিল—আমায় জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। দু-জনে পাশাপাশি শুইয়াছিলাম,—মুখোমুখী হইয়া শুইয়াছিলাম। ভ্রমর কাঁদিল, আমিও কাঁদিলাম। তাকে আমি বড় ভালবাসিতাম ; তাহার উপর মিথ্যা সন্দেহ করায়, তার কান্না দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তার উপর আরও স্নেহ বাড়িল। সমস্ত-রাত্রি দু-জনে জাগিয়া কাটাইলাম। তাহাকে কত বুঝাইলাম, সে সব বুঝিল,—সে বুদ্ধিমতী। পরদিন হইতে ভ্রমর আমার মত হইতে সঙ্কল্প করিল, আমার মত সাজিল, আর প্রতিজ্ঞা করিল—এক দণ্ড আমার কাছছাড়া হইবে না।

সেও আজ দুই বৎসরের কথা। এখন ভ্রমরের গতর কমিয়াছে, হাড় বাহির হইয়াছে, মুখশ্রী ম্লান হইয়াছে, ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়াছে, চাহনি বিষাদ-পূর্ণ হইয়াছে, এবং কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হইয়াছে। সে এখন নির্জ্জনতা ভালবাসিতে শিখিয়াছে ; এখন তাহার হাসিতে লজ্জা হয়, কাঁদিতে সুখ হয়, সুখ দেখিয়া ভয় হয়, বিলাস দেখিলে ঘৃণা হয়, আর পুরুষ-মানুষ দেখিলে শিহরিয়া উঠে।—ভ্রমর এখন ঠিক আমারই মত হইয়াছে।

কিন্তু আমার এ কেমন বৈধব্য ? ডুব দিয়া জল খাইলে একাদশীর বাবাও টের পায় না বটে, কিন্তু যে খায় সে টের পায়।—সর্ব্বনাশ সেইখানে। সংসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী কয়-জন ? বাহিরে বিধবা সাজিলে যদি ব্রহ্মচারিণী হওয়া যাইত, তবে আমার দেবর-অপেক্ষা ধার্ম্মিক জগতে দুর্লভ। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে বিবাহ না করিয়া অন্য-পুরুষকে বিবাহ করিলে কে তাহার কি করিতে পারিত ?

যে কয়-দিন মেজদিদির বাড়ীতে ছিলাম—আমার মুণ্ডপাতের যখন সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছিল,—তারই মধ্যে একদিন সেই মনুষ্যটিকে দেখিয়াছিলাম। তিনি দাদাবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া ক্লারিয়নেট্ বাজাইতেছিলেন, দাদা তাহার সঙ্গে "মৃণালিনীর" গান গাহিতেছিলেন—"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জন্মের সাধ ফুরাইবে—।" তোমরা একটা অঙ্ক কসিয়া দেখ :—তাঁহার রূপ ছিল, আমি তাহা দেখিয়াছিলাম, আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছিল, আমি ক্ষুদ্র নারী।

তারপরে ত পলাইয়া আসিলাম, আবার বিধবা সাজিলাম, আবার কাঁচিয়া গণ্ডূষ

করিলাম। রাত্রের ঝির্ ঝিরে বাতাস আমার গায়ে তেমনি করিয়া লাগিত,—সেই বৈধব্যের পূর্ব্বরাত্রে যেমন লাগিয়াছিল, আর মেজদিদির পুকুরের ধারে বসিয়া সেই যেমন লাগিয়াছিল—তেমনি লাগিত। তার সঙ্গে আর কি ছিল? —বাহিরের বাতান্দোলিত পত্র-পল্লবের সর্ সর্ শব্দের মধ্যে সেই সেই দিনকার ক্লারিয়নেটের মধুর শব্দ, আর তার সঙ্গে সেই সুরের গায়ে মিশিয়া, সেই গানটির একটু অস্ফুট স্বর আমার কানের কাছে বাজিতে থাকিত। দাদা প্রাণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান গাহিয়াছিলেন, জানিতেন না অন্য কাহারো কানে সেই গানের কথাগুলি কি সুরে বাজিতে পারে। কোকিল ডাকে আপনার প্রাণে; সে জানে না যে কোন্ মানুষের কানে তাহা কোন্ সুরে কিরূপ বাজিতে পারে;—সে জানে না যে পাপীয়সী রোহিণী তাহাতে বারুণীর জলে ডুবিতে পারে। গল্প আছে, এক ধোপা আপন-মনে বলিয়াছিল —"বেলা তো গেল, এখনও বাসনায় আগুন দেওয়া হইল না?" তাই শুনিয়া লালাবাবু 'বাসনায়' আগুন দিয়া তখনই সংসার ত্যাগ করেন। তাঁর সাধ পূরিল না, এই ভাবিয়াই তিনি আকুল, স্বভাব-মধুর কণ্ঠ ফুকারিয়া সেই আকুল প্রাণের করুণ-গাথা গাহিতেই বিভোর! তিনি জানিতেন না যে পৃথিবীতে আরো কত মানুষ মন লইয়া বাস করে। কিন্তু সে-গানের সুর,সে-গানের কথা, সে-গানের ব্যথা ছাপিয়া উঠিয়াছে সেই কাল ক্লারিয়নেট্—বুঝি শুধু আমারই কানে! হায়,কান ছিল শুনিয়াছিলাম, চোক ছিল দেখিয়াছিলাম, মন ছিল ভাবিয়াছিলাম,—আমি ত দেবতা নহি!

রোজই রাত্রে যখন শয়ন করি, তখনই সেই ক্লারিয়নেটের সুর—গান এখন চাপা পড়িয়া গিয়াছে — কানে আঙ্গুল দিলে যে সেই মধুর স্বর আরো স্পষ্ট শুনিতে পাই! চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে সেই মোহনমূর্ত্তি আরো ভাল করিয়া দেখিতে পাই! এখন উপায়! আমি না ব্রহ্মচারিণী? ডুব দিয়া জল খাওয়া আর কাহাকে বলে? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম —তোমাদের মধ্যে কয়জন ব্রহ্মচারিণী আছেন? অধিক থাকে ত, তাঁহারা দেবতা কিম্বা পশু—মানবী নহেন; মানবীর হৃদয় থাকে —দুর্ব্বল হৃদয় থাকে! আমি কলঙ্কিনী। কিন্তু এখন উপায়—?

গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলাম, প্রাণ ভরিয়া গালি দিতে লাগিলাম। "রূপের কথা শুনিয়া মরিতে আসিয়াছিলে? আর মরিবার স্থান পাও নাই? আমার মত রূপসী খুঁজিয়া পাইতে না? তোমার মৃত-পত্নীর চিতায় কেন আরোহণ কর নাই? পরের সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই বুঝি ঈশ্বর তোমায় রূপ ও গুণ দিয়াছিলেন! আমার সম্মুখে আসিবার পূর্ব্বে কেন তোমার মৃত্যু হইল না?"—ইত্যাদি-প্রকার গালি বর্ষণ করিয়া নিরপরাধ (!) পরের বাছাকে আপন-মনে আপ্যায়িত করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এ গালি বর্ষণ কেবল আমার পুরাতন জ্বরে কুইনাইনের মত, পোড়া হাত জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টার মত, জ্বলন্ত অঙ্গার কাপড় চাপা দিয়া ঢাকিতে যাওয়ার মতই কার্য্য করিল। এখন উপায়? এমনি করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব? সকলকে ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু আপনাকে কেহ ফাঁকি দিতে পার কি?

কেহ পারে না, আমিও পারিলাম না। দেখিলাম, এ ষাঁড়ের মত গতর থাকিতে, এ ভাদ্রমাসের ভরা গাঙ ভবন্ত থাকিতে, আমার মনের কাছে নিস্তার নাই ;---এমন বাসা পাইলেই মন-বিহঙ্গ নাচিতে চাহিবে। এমন সাজানো বাগানে বসিয়া তপস্বিনী সাজিতে "আমি" ত পারিব না !—এ বাগান থাকিলেই ফুল ফুটিতে চাহিবে, ভ্রমর উড়িতে চাহিবে, কোকিল গাহিতে আসিবে, -প্রকৃতির সঙ্গে কে লড়িবে ? তবে ত এর উপায় করিতে হইল।—আহার কমাইতে আরম্ভ করিলাম,—এক-প্রকার বন্ধই করিলাম ;—চুলের রাশি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া ফেলিলাম, স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম।—অত্যাচারের চরম আরম্ভ করিলাম। একজন বুদ্ধিমান্ লোক ছিল। তাহার ঘরে বোল্‌তার চাক হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাকে দু'একটি কাম্‌ড়াইয়া ঘর-ভাড়া দিত; ভাঙিবার চেষ্টা করিলে আরও বেশী বেশী আসিয়া তাহাকে কামড়াইত। একদিন হঠাৎ তাহার বুদ্ধি খুলিয়া গেল। সে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "দেখি, বোল্‌তা কোথায় যায়"। আমাকে সেইরূপ বুদ্ধিমতী মনে করিতে হইবে কি-না, সেটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে ; তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে, সে বোল্‌তার হাত নিশ্চয়ই এড়াইয়াছিল। আমি ত মরিয়াছিলাম, কিছুইনা-কেহনা হইয়াছিলাম, বেশ ছিলাম। দাদা, মেজদিদি ও দাদাবাবু সকলে মিলিয়া আমার মনে বোল্‌তার চাক বাধিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই সম্মুখে ঘর পুড়াইয়া বোল্‌তা তাড়াইব। অনাথের নাথ, ভগবান ! আমার সহায় হও।—আমার আর কেহ নাই।

কিছু দিন পর হইতে একটু একটু জ্বর হইতে আরম্ভ করিল। বাঁচিলাম, জ্বরটুকু বেশ লাগিত। অনেক দিন ধরিয়া এমন চলিয়াছে। বেশ আছি ; বাঁশীর সুর এখন আর শুনিতে পাই না—কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে। একটুখানি বসিয়া থাকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে গেলে চক্ষের সাম্‌নে সপুষ্প সর্ষপ-ক্ষেত্র দেখিতে পাই—মানুষ আর দেখা দেন না।

বাঁচিলাম। এখন যদি পথ দেখিতে পাই। মানুষ ত তুচ্ছ ; ভালবাসার আরো লোক আছে। তাহার সঙ্গে তুচ্ছ দেহের কোনও সম্বন্ধ নাই, —বরং দেহ থাকিলে দুষ্‌মনিই করিতে পাবে। তখন যে নারী হৃদয়-সরোবরের সেই শতদলের চতুষ্পার্শ্বে আর আর ক্ষুদ্র কমলগুলি সমবেত হইয়া এক মহা সহস্র-দল পদ্মের সৃষ্টি করে। সেই বিকশিত শ্বেত-সহস্রদল-পদ্মাসনে আমার কে বসিবে ? অভাগিনীর হৃৎ-পদ্মাসনে তুমি বসিবে না, নাথ ? আমি যে বড় দুঃখিনী—আমার দুঃখ বুঝিবে না, নাথ ? আমি যে বড় অনাথা—তুমি বসিবে না নাথ ! সেদিন আমার কবে হবে ? (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গীতি-কুঞ্জ।

(১)

তুমি আছ বিশ্ব ছেয়ে,
তোমায় আমি দেখ্‌তে চেয়ে
খুলে আঁখি চেয়ে থাকি—
যায় না দেখ্‌তে পাওয়া,
আমার এই নয়নে তোমার পানে যায় না
সখা! চাওয়া।

সুরে সুরে গানে গানে
বিশ্ব বাঁধা টানে টানে,
সুরের রাণী বিশ্বখানি
সেই গানেতে ছাওয়া।
আমার এই সুরেতে তোমার ও গান যায়!
সখা! গাওয়া।

কোথায় তুমি—তোমায় পেতে
আকুলহৃদয় ছোটে মেতে,
পড়ে উঠে ভূমে লুটে—
শুধুই আমার ধাওয়া।
সুখ-সাগরে হায়রে আমার দুখের তরী বাওয়া॥

(২)

যখন একলা আমি বসে থাকি
আপ্‌নাতে আপ্‌নারে ঢাকি,
তখন অশ্রু-জলে আঁখির পাতা
আমার ভিজে আসে—
সেই জলেতে দেখি সখা! তোমার ওরূপ
ভাসে।

যখন বিশ্ব-আলো ঘনিয়ে এসে
আমার আঁধার মরম-দেশে
উথ্‌লে উঠে—তখন আমার
বয়ান মধুর হাসে—
সেই হাসিতে দেখি সখা! তোমার ওরূপ
ভাসে।

যখন নিভৃত এই হৃদয় পুরে
বাজে বীণা নূতন সুরে,
তখন পুরাণ সুর নূতন হয়ে
আসে আমার পাশে—
সেই সুরেতে দেখি সখা! তোমার ওরূপ
ভাসে।

(৩)

তুমি নাও গো আমায়
নাও গো কোলে তুলে।
সন্দেহ হয় মনে—বুঝি
আছ আমায় ভুলে।

পিতার দয়া মাতার স্নেহ,
প্রীতি-প্রেমের মধুর গেহ,
কিছুই ত আর নাইকো আমার,
ফুল ঝরেছে গলার মালার—
ছোটটি নাও খুলে।

আর কেন গো আশা তৃষা,
দিন ফুরালো—এলো নিশা,
হল আঁধার, পথ চলা ভার—
ভাস্‌ছি আমি হায়, অকূলে
একলা বসে কূলে॥

(৪)

আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার যেন
পায়ের সাড়া পাই!
চক্ষু মেলে দেখ্‌তে গেলে
আর ত তুমি নাই!

তোমার পায়ে নূপুর বাজে,
শুন্‌তে তা পাই বুকের মাঝে,
ওঠে তোমার বাঁশীর গানে
কত মূর্চ্ছনাই।

তোমার মধুর বাঁশীর গানে
জাগায় যে গান আমার প্রাণে,
সে গান কি যায় তোমার কানে
তাই তোমায় শুধাই॥

(৫)

আমি যখন শিশু ছিলাম
খেল্‌তে ধূলা-খেলা
আমার কাছে সখা! তুমি
আস্‌তে ছুটি বেলা।

এখন তোমায় পাই না খুঁজে,
বলিচি কি হায় না বুঝে,
আমার উপর কিরূপ তোমার
এত কেন হেলা?

তখন গলা ধরে হেসে
কইতে কত ভালবেসে
খাইয়ে দিতাম—খাইয়ে দিতে
হ'ত প্রেমের মেলা।

সেদিন গেল—তাই কি গেলে?
শুধাই তোমায় দেখা পেলে
আর কতদিন থাক্‌বো আমি
আড়ি দিয়ে ঠেলা॥

শ্রী দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

তোমার মন্দ আমার ভাল।

(বৈষম্য)

তোমার মন্দ আমার ভাল দেখ্‌তে ভালবাসি,
এটী আমার মনের কথা কাউকে না প্রকাশি;
আমার হবে গাড়ী-ঘোড়া সাইকেল মটর,
আমি যাব চড়ে সদা রাস্তার উপর;
অবাক্ হয়ে চেয়ে থাক্‌বে তুমি আমার পানে,
আমি তখন বুকটা ফুলিয়ে ব'সে রব যানে;
তোমার হবে খোড়ো ঘর আমার হবে কোটা;
তোমার হবে মেয়ের হাট আমার হবে ব্যাটা;
আমার ছেলে কার্ত্তিক হবে ময়ূর চড়ে যাবে,
তোমার ছেলে কাণা-খোঁড়া, পথে হোঁচট্ খাবে;
ঘরের গিন্নি হবে আমার ঘর কর্‌বে আলো,
তোমার বৌটা শাঁকচুন্নি আল্‌কাতরার কালো;
আমার বাটীর সাম্‌নে হেসে ফুলের বাগান,
হাজার হাজার ফুলে আমার উস্‌কে দেবে প্রাণ;
জাতি যুথি বেলা আর শেফালি টগর,
মল্লিকা মালতী কত গোলাপ সুন্দর;
হাস্‌না-হানা রজনীগন্ধ রাত্রিবেলা হলে,
মন মাতান গন্ধে আমার প্রাণটা দিবে খুলে;
সূর্য্যমুখী সূর্য্যপানে প্রাণটা দিয়ে ঢেলে,
সারা দিন্‌টা চেয়ে রবে সকল ফুলকে ফেলে;
বাগানের মধ্যখানে হবে সরোবর,
পদ্মে পদ্মে মধু খেয়ে ভ্রমিবে ভ্রমর;
দূর হতে উঁকি মেরে দিব্য দিবাকর,
প্রেমাবেশে ঢুলে পড়্‌বে পদ্মের উপর;
অশোক কিংশুক বক নানা জাতি ফুল,
বাগানের শোভা-বৃদ্ধি করিবে অতুল;
বাগানেতে সেতু হবে ঝিলের উপর,
বড় বড় মাছ তার খেলিবে ভিতর;
পরীর হাতে ফোয়ারা-মুখে উঠ্‌বে ফটিক জল,
রবির আলোয় দেখ্‌তে কেমন হইবে উজ্জ্বল;

রাত্রি হ'লে গ্যাসের আলো জ্বল্‌বে বাগানময় ;
চার্‌দিক্‌টা দেখ্‌তে হবে যেন ইন্দ্রালয় ;
এই ত আমার প্রাণের কথা শুন্‌লে ওহে ভাই,
তোমার বেলা এ-সব হ'লে দুঃখে মরে যাই ;
তোমার বাড়ীর সাম্‌নে হ'লে পচা ডোবা সার,
দেখ্‌তে আমি ভালবাসি—আনন্দ অপার ;
আমার হবে শান্তিপুরে ফরাশডাঙ্গা ধুতি চমৎকার,
তোমার বেলা ছেঁড়া ট্যানা মোটা ধুতি সার ;
সোণার চশ্‌মা দেব চোখে, সিল্‌কের কোট্‌ গায়,
দশটাকা-দামের জুতা আমার শোভা পাবে পায় ;
মস্‌ মস্‌ করে চলে যাব চেয়ে থাক্‌বে তুমি,
সংসারটা হবে আমার সুখের স্বর্গভূমি ;
ঝক্‌ ঝক্‌ কর্‌বে সোণার বোতাম আমার সুন্দর গায়,
সোণার ঘড়ি, সোণার চেন শোভা পাবে তায় ;
চাঁপার কলি আঙুলে আমার হীরার আংটী দিলে
ঝক্‌ ঝক্‌ করে জ্বল্‌তে থাক্‌বে দেখ্‌বে চক্ষু মেলে।

আমি খাব লুচি পাঁঠা চপ্‌ কট্‌লেট,
কোপ্‌তা কোর্‌মা কালিয়া আর পুডিং যত বেষ্ট ;
ছানার পায়েস রাবড়ী খাবো দুধ কম্‌লা আর,
চেয়ে চেয়ে রস্‌বে খালি জিবটি তোমার ;
রকম রকম চাট্‌নী খাবো—মজা হবে ভারি,
তোমার ভাগ্যে হ'লে আমি দেখতে কি তাই পারি ?

আমি খাব দাদ্‌খানি তুমি বুক্‌ড়ি চাল,
এই রকমটা হ'লে ভাল, নাই কোন জঞ্জাল ;
আমি খাব রুই কাত্‌লা সকল মাছের সেরা,
তুমি খাবে চুণা পুঁটি ঘিন্‌ ঘিনে ট্যাংরা ;
বর্দ্ধমানের বড় থাজা মিঠে মতিচুর,
আমার ঘরে শোভা পাবে প্রচুর প্রচুর ;
বাগ্‌বাজারে রসগোল্লা ভীম নাগের সন্দেশ,
আমার হবে নিত্য আহার থাক্‌বে না-ক ক্লেশ ;
আমি খাব ফজ্‌লী বোম্বাই ল্যাংড়া—আমের রাজা,
তুমি খাবে দিশী টোকো, নাইকো যাতে মজা ;
তোমার বেলা বন্দোবস্ত বিধির লিপি হবে,
বাশি মুড়ী চালভাজা খেয়ে জান্‌টা তোমার যাবে,
আমি খাব আঙুর পেস্তা আক্‌রোট খোবানী,
তুমি খাবে দিশী খেজুর অন্য নাহি জানি ;
কিস্‌মিস্‌ মনেক্কা আদি ঘড়ার খেজুর ;
আপেল ন্যাসপাতি খাব প্রচুর প্রচুর,
বেদানার রসে পুষ্ট হব, মুখটা হবে লাল,
উঁচু হয়ে ফুলে উঠ্‌বে দুই ধারের গাল ;
আমি খাব ক্ষীর সর সুন্দর মাখন,
তোমার ভাগ্যে টোকো ঘোল মিল্‌বেনা কখন ;
আমার গেটে রবে দরোয়ান্‌, ভিতরে ঝি চাকর,
তুমি মর্‌বে খেটে খেটে, হয়ে যাবে ফাঁকর ;
আমি হব পাড়ার মোড়ল, আমায় ডাক্‌বে সবে,
কোন কথা না কেউ কখন তোমায় জিজ্ঞাসিবে ;
কারো বাড়ী যজ্ঞি হ'লে আমি হব যজ্ঞেশ্বর,
তোমার কথাটি শুন্‌বে না কেউ লবে না খবর ;

তুমি রবে কোণে পড়ে, আমার হবে বাহার,
এই রকমটা হলে ভাল রীতি দুনিয়ার ;
সকল কাযে আমার নিমন্ত্রণ সবার আগে হবে,
কেউ কখন আমার আগে তোমার মুখ না চাবে ;
বড় বড় লম্বা লম্বা কথা আমি কব,
মুখ বুঝিয়ে রবে তুমি দেখে খুসী হব ;
ঘাঁড় বেকিয়ে চুরুট মুখে ধোঁয়া ছেড়ে দেব,
তোমার মুখটা ঢেকে ফেলে মটর চড়ে যাব ;
ঘড়া ঘড়া মধ্যম-নারা'ণ সঙ্গে নিয়ে যাব,

ধনীর পায়ে বসে পড়ে কসে তা লাগাব ;
এইত বুঝ্‌লে ব্যবসা আমার তোমার সাহস নাই,
কেমন করে সমান হতে তুমি চাহ তাই ?

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পূজার কথা।*

(১)

উপক্রমণিকা।

পুরাকালে আমাদের দেশে সুরথ-নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের দেশে দুর্গা-পূজার প্রচলন করিয়া যান।

আজ কত কত বৎসর হইল, এই বাৎসরিক আনন্দ-সমাগমে আমাদের দেশ পূত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে! কত দিন হইতে প্রতিবৎসর এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রতি-হিন্দুর ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ঢুকিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দময় উৎসবের হিল্লোলে আমাদের সারা বৎসরের ব্যথা-বেদনাগুলি অলক্ষ্যে মুছিয়া দিতেছে! কতকাল হইতে আজ এই অফুরন্ত মাতৃস্নেহ-সুধাপানে ভারতবাসী পরিতৃপ্ত! কিন্তু সকলের মূলে ও প্রথমে সেই কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি!—সুরথরাজার দুর্গোৎসব।

দেবতার ভাষায় অপূর্ব্ব ছন্দে এই কাহিনী-খানি রচিত। পণ্ডিতেরা ভাবে ও ছন্দে উভয়েই বিমুগ্ধ হইয়া যান, ভাষা-অনভিজ্ঞগণ, দুর্ব্বোধ্য হইলেও ইহার অপূর্ব্ব ছন্দো-রাগে আপনা বিস্মৃত হয়—ভাব না বুঝিলেও ভাষার সুরে তাহাদের কর্ণকুহরে কে যেন প্রাণোন্মাদ-কারী দেবতার আশীর্ব্বাদ অকাতরে ঢালিয়া দেয়। আমরা এই পুণ্য কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে উদ্যত হইলাম।

(২)

বলিয়াছি, পুরাকালে এই সুরথরাজা আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন, তাহা আজকাল ঠিকভাবে জানিবার আমাদের উপায় নাই। কিন্তু তিনি যে একজন নিতান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহা শোনা যায় বটে। চিরকাল নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে চলিয়া রাজত্বের শেষভাগে তিনি এক মহা শঙ্কটময় অবস্থায় পতিত হইলেন।

কোথাকার এক ম্লেচ্ছ রাজা হঠাৎ এক দিন আসিয়া তাঁহার সুখের রাজ্যখানি অধিকার করিয়া বসিল এবং তাহাকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল। আজন্ম রাজভোগে পালিত সুরথ-রাজা হঠাৎ রাজ্যচ্যুত হইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন এবং কোথায় আশ্রয় লইবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বিধর্ম্মী, অনাচারী রাজার হস্তে পড়িয়া রাজ্যের সকল পবিত্রতা দূর হইল। অনাচারে দেশ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কেবল এক স্থানে ইহার প্রভাব ঢুকিতে পারিল না। মহারাজ সুরথ সেই স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে এক মুনির আশ্রম।

---

* মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বনে এই পৌরাণিক কথা লিখিত।

সদা-পুণ্যকার্য্যরত, তপঃপ্রভাবশীল মুনি-ঋষিদের আশ্রমে সেকালে নিতান্ত পরাক্রান্ত নৃপতিরও অধিকার ছিল না। তপঃপ্রভাবে তাহারা নিতান্ত শক্তিমান্ শত্রুর হস্ত হইতেও নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন। মহামুনি মেধসের আশ্রমও এইরূপ তপঃ-সুদৃঢ় ছিল। এই সঙ্কট-সময়ে মহারাজ সুরথ সেই আশ্রমে যাইয়া মুনির শরণাগত হইলেন।

মহামুনি মেধস সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে অতি যত্নে আশ্রমে স্থান দিলেন।

বড়ই সুন্দর সে আশ্রম। জন-কোলাহল সেখানে কাহারও শান্তিভঙ্গ করে না, অথচ শ্রুতি-মধুর পাপিয়া ও ভ্রমরের গুঞ্জন নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার অস্বচ্ছন্দতা দূর করিয়া দিতেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে শিশির-মাখা শ্যামল বিটপিশ্রেণী কেমন মধুর হাসিয়া উঠে! সন্ধ্যার সিন্দুররাগে গোধূলি-কণিকা-গুলি আবীরের মত কেমন চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। জ্যোৎস্নার আলোকে শান্ত রজনীর লতাপাতাগুলি যখন দ্রব হেম-কান্তিতে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গের অপ্সরার মত পবিত্র হাসি হাসিতে থাকে, তখন কাহারও মনে আর এ সন্দেহ আসে না যে, এই পবিত্র আশ্রম স্বর্গেরই একটী মনোরম প্রদেশ কিনা।

কিন্তু এত সত্ত্বেও সুরথ-রাজার মনে এহেন স্থানে আসিয়াও শান্তি নাই। রাজ্য-চিন্তা ও প্রজার চিন্তা তাঁহার নয়ন হইতে আশ্রমের এমন মোহটুকুও আজ সরাইয়া রাখিয়াছে। রাজা কেবলই ভাবিতেছেন, রাজ্যের কথা; হায়, তাঁহার এত সাধের পুণ্যরাজ্যখানি আজ কোন্ অভিশাপে ম্লেচ্ছের অধিকার-মগ্ন! রাজা কেবলি ভাবিতেছেন, প্রজাদের কথা; হায়, কি অভিসম্পাতে আজ তাঁহার এমন সব প্রজা বিধর্ম্মীর হাতে পড়িয়া অনাচার-প্রপীড়িত!

মুনি রাজার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু কিছু কহিতেছেন না, শুধু মনে মনে একটু একটু হাসিতেছেন,—কি ভ্রম!

এইরূপ করিয়া দিন যায়, এমন সময়ে সেই আশ্রমে আর একটী অতিথির আগমন হইল। তাহার নাম সমাধি।

আশ্রমের উপকণ্ঠে সদ্য-আগত সমাধির সঙ্গে প্রথমেই রাজার সাক্ষাৎকার হয়। রাজা কহিলেন, "তুমি আবার কে?"

সমাধি রাজাকে চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমার নাম সমাধি। আমি বৈশ্যের ছেলে, পুত্র-কলত্রের জ্বালায় বাড়ী ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি, এইখানে থাকিব।"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ আবার কি ঘটনা! স্ত্রী-পুত্রের জ্বালায় তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ নাকি?"

সমাধি কহিল, "ত্যাগ করিয়াছি কি মহারাজ? তাহারা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অর্থই আমার অনর্থের কারণ হইয়াছে।"

রাজা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সমাধি বুঝাইয়া কহিল, "মহারাজ, আপনি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন, আর কি রাজ্য আছে? সব অনাচারে ছারখার গিয়াছে। ম্লেচ্ছের সংশ্রবে হিন্দু ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ভুলিয়া গিয়াছে। দেখুন না, আমি আজীবন-কাল এত কষ্ট করিয়া, এত পরিশ্রম করিয়া পরিবার

প্রতিপালন করিলাম, অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, এখন এই অর্থের লোভে আমাকেই কিনা তাহারা তাড়াইয়া দেয়।" রাজা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন; বলিলেন, "তবে আর কি? এস, তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। চল উভয়ে এখন তবে একত্র হইয়া এই শান্তিময় স্থানে বাস করি। এমন সংসারের আর কোন মায়া রাখিয়া দরকার নাই।"

সমাধিও এই কথায় স্বীকৃত হইল। তখন উভয়ে মুনির নিকট যাইয়া অনুমতি লইয়া সেইখানে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু কৈ? শান্তির দর্শন ত পাওয়া যায় না। রাজা পূর্ব্বের মত রাজ্যের চিন্তা করিয়াই অস্থির, সমাধি তাহার সেই অকৃতজ্ঞ পুত্র-কলত্রের জন্যই পাগল!—কি করিয়া পুনঃ তাহাদিগের দর্শন পাইবেন, কেবল সেই কথাই ভাবিতেছেন।

রাজা একদিন সমাধিকে কহিলেন, "একি আশ্চর্য্য ভাই! সব বুঝিতে পারি, তবু মনটা পরিষ্কার করিতে পারি না। একি প্রহেলিকা?"

সমাধি কহিল, "আমিও তাই ভাবিতেছি। যে-স্ত্রীপুত্র অর্থকে আমার অপেক্ষা বড় দেখিল, তাদের জন্যই আবার মন কাঁদিতেছে!"

রাজা কহিলেন, "কতদিন আর এভাবে কাটাইব? চল, একবার মুনির কাছে যাই। দেখি, তিনি কি বলেন।"

সমাধি সায় দিয়া কহিল, "সেই ভাল।"

তখন উভয়ে মুনির কাছে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মুনি তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মঙ্গল ত? কি খবর?"

রাজা ও সমাধি তখন বিনীতভাবে তাহাদের সমস্যার কথা কহিলেন— "একি প্রহেলিকা? সকলই বুঝিতে পারি, তবু মন প্রবোধ মানে না কেন? সংসার অনিত্য, স্ত্রী-পুত্র অনিত্য, সার মাত্র ভগবানের চিন্তা, কিন্তু তথাপি এই সব অনিত্য সামগ্রীর দিকেই মন এত ঝুঁকিয়া পড়ে কেন?"

মুনি কহিলেন, "এ-সব মহামায়ার খেলা। আগে মহামায়াকে বোঝ, তারপর এ সব বুঝিতে পারিবে।"

রাজা কহিলেন, "মহামায়া কে? তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার লীলাখেলাই বা কি? এ সব আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন। আমরা ত কখনও তাঁহার কথা শুনি নাই।"

ঋষি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শুনিবে কি? তাঁহাকে চিনিতে পারিলে যে, সকল অন্ধকারই দূর হয়। তিনিই হচ্চেন জগতের আদি, তিনিই হচ্চেন জগতের জীবন, তিনিই সকল জন্মাইতেছেন, তিনিই বিদ্যারূপে জ্ঞানদান করিতেছেন, আবার তিনিই অবিদ্যারূপে মোহ, মায়া ও মমতায় ফেলিয়া জীবগণকে সংসারাসক্ত করিতেছেন। এই মোহজাল অতিক্রম করিতে হইলে, উপাসনা-দ্বারা তাঁহারই যে তুষ্টি-সাধন করিতে হয়।"

রাজা কহিলেন, "বলেন কি? তবে কি তিনি ও ভগবান্ এক?"

ঋষি কহিলেন, "তা বৈ কি। তিনি যে তাঁহারই শক্তি। শারীরিক ও মানসিক শক্তির সঙ্গে আমাদের যেমন সম্পর্ক, মায়ের

সঙ্গেও ভগবানের তেমনি সম্পর্ক। শক্তি আছে বলিয়াই, আমরা যেমন নানা কাজকর্ম্ম করি, ভগবান্‌ও তেমনি অনন্তশক্তি মায়ের সাহায্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল হইতেছে। তিনি যখন যোগ-নিদ্রারূপে ভগবানের চক্ষুর উপর বসিতেছেন, তখনই ভগবান্ নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন, সৃষ্টি প্রলয়ে ডুবিয়া যাইতেছে। আবার যখন তাঁহাকে উদ্বোধন করাই আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে, তখন তিনিই আবার তাঁহার চক্ষু হইতে সে মোহ টানিয়া লইতেছেন, আবার সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিতেছে। এক-কথায় তাঁহার লীলা-খেলাতেই জগৎ চলিতেছে। জগতের ক্রীড়াকাণ্ড তাঁহারই লীলা-খেলার প্রতিবিম্ব-মাত্র!"

রাজা ও সমাধি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কথাশেষে তাঁহারা কহিলেন, "প্রভু, এ অপূর্ব্ব ভারতী অমৃত-সমান। আমরা এই মহাদেবীর লীলা-খেলার কিছু আভাস পাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট কিছু কিছু সে কাহিনী ব্যক্ত করুন। তিনি কখন্ কি-ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই কথা বলুন।"

মেধস কহিলেন, "নরবর, আমি সে কথা আজ তোমাদিগের নিকট অবশ্যই বর্ণনা করিব; কেননা উহা তোমাদের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তোমরা বিবেক-সম্পন্ন হইয়াও যে মোহ ও মমতা এখন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, এবং তাহার বিনাশের উপায় যে এই বর্ণনার মধ্যেই নিবিষ্ট রহিয়াছে, একটু চিন্তা করিলেই সে কথা বুঝিতে পারিবে। প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব যে মহামায়ার কৃপা ছাড়া হয় না, এবং সেই জ্ঞান লাভ করিতেহইলে যে তাঁহার উপাসনা চাই, তাহাই আজ তোমাদিগকে এই বর্ণনা-দ্বারা বুঝাইব। সুতরাং অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।"

এই বলিয়া ঋষি মহামায়ার লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা নিজ ভাষায় সে কাহিনী পর সংখ্যায় বর্ণনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়

প্রাবৃটে উৎসব-দিনে।

প্রাবৃট্-অরুণ বিজলি-আভায়
উদিল পূরব-গগনে।
নিবিড় নীরদ ত্যজিয়া আকাশ
ছুটিল নগেন্দ্র-ভবনে।

হাসিল অবনী, গাহিল বিহগ,
বহিল পবন সঘনে।
লতায় পাতায় কুসুম সুরভি
ফুটিল জীবনে জীবনে।

বরষা সুরসা, শ্যামলা ধরণী,
তটিনী সলীলা যৌবনে
উদ্দাম তরঙ্গে ছুটিছে অধীরা,
ধৌত করি ধরা-পুলিনে॥

আষাঢ়ে শিখিনী প্রফুল্ল-অন্তরে,
নাচিছে পেকম বিসারি।
সুখময়ী ধরা স্নিগধ-হৃদয়া
শান্ত-শীতলা পিয়ারী!

এ হেন সুন্দর শ্যামল ছায়ায়,
হে শিশু কি বলে ডাকিব তোমারে
জীবন-আনন্দ নয়নাভিরাম
কল্যাণ-আলোক বাছারে॥

রঞ্জন করেছ মা-বাপের হৃদি
"রঞ্জিত" নামেতে প্রচারি

ক্ষুদ্র শিশু হতে "মহান্ মানব,"
করুন তোমারে শ্রীহরি॥

দেবতা প্রসাদ সু-অন্ন আজিকে
যতনে দিতেছ বদনে।
দীর্ঘ আয়ু বল তুষ্টি পুষ্টি সহ
চিরদিন ভুঞ্জ সুমনে॥

অন্ন-ব্রহ্ম তোবে দিবেন আশীষ
বৃদ্ধি ঋদ্ধি হোক্ জীবনে।
শতশত বার চুম্বি তোর মুখ
ঐহিক আবাম সাধনে॥

শ্রীমনোজবা-বচয়িত্রী।

কবিত্ব-ধ্যানে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত দিন যুঝিয়া, ত্রিশ জন শত্রুকে হত ও এগার জন শত্রুকে আহত করিয়া, সন্ধ্যার পর সৈনিক তাঁবুতে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল; তাহার মন তখন তন্ময়, দৃষ্টি অবিচল এবং হস্ত লেখনী ধরিয়া সতর্কভাবে অপেক্ষা করিতেছিল।

সৈনিকের বন্ধু তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া হাস্যোজ্জ্বল-মুখে বলিলেন, "আজ তোমার কৃতিত্বের কথা শুনে ভারি খুসী হয়েছি;—এস আলিঙ্গন দাও—।"

তিনি সবলে তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু সৈনিক তাহার বক্ষের মধ্যেই ছিন্নমূল নবতরুর মত নিঃশব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! বন্ধু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—এ কি!

তাহার হাতে লেখা কাগজে কবিতার শেষ চরণ পড়িলেন:—

"মিলন-পরশে মধুর আবেশে
ডুবিব হরষে—

শেষের মিলটুকু আর নাই!—বুঝি কোন্ খানে ডুবিতে হইবে তাহাই খুঁজিতে—সেই স্থান টুকুই মিলাইতে—কবি গভীর সংযমে সমাহিত-চিত্তে ধ্যান-সাগরে ডুবিয়াছিল। অকস্মাৎ বাহ্য স্পর্শের আবেগ-পীড়নে কবির ধ্যানস্থ অন্তব-সংজ্ঞা উগ্র চমকে বেদনাহত ও বিকল হইয়া পড়িয়াছে,—কবি তাই মূর্চ্ছিত!

একদিনে যে একচল্লিশ জন শত্রুকে দুর্দ্ধর্ষ কঠোরতায় হতাহত করিতে পারে, সে এক মুহূর্ত্তে একজন মিত্রের প্রেমালিঙ্গন-স্পর্শে চেতনা হারাইয়া কুসুমকোমল লতার ন্যায় লুটাইয়া পড়ে—কবিতা-সুন্দরীর অপার্থিব স্নিগ্ধ স্বাদু স্তন্য-রস-পানে!

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি; বিবাহ ও জন্ম দিনের উপহার দিবার উপযোগী নানা প্রকার ব্রোচ, আংটী, কানফুল, এয়ারিং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্স

৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড

টেলিফোন নং ২৫৯৬।

ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু দিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই।

১। অদৃষ্ট লিপি।

ইহাতে অদৃষ্ট লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী

অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানা ভাবের, নানা রসের বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল।

ভগবৎ-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক।

৫। অশোকা—কবিতা পুস্তক।

৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক পত্রিকায় প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মন্ত্রশক্তি। (উপন্যাস।)

Her latest book "Mantra Sakti" fully maintains her reputation as a writer of the highest class of fiction—fiction that will live and move the hearts of men and women. The plot is thin, but the study of the characters of Ambar and Bani clearly shews that she is a psychologist of a very high order. 'Blessed be her pen. (*Amrita Bazar Patrika.*)

সুন্দর কাগজে পরিষ্কার তক্‌তকে ছাপা। দুইখানি মনোহর রঙ্গিন ছবি দ্বারা ভূষিত। বাঁধাই মূল্য ১॥০

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)। নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) ... ॥৶০

কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট ... ৸০

সিল্ক বাঁধাই ... ... ১৲

ঠিকানা—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,

১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহের উপহার।

যদ্যপি বিবাহে নববধূকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন, খাঁটী গিনি-স্বর্ণের জড়োয়া-অলঙ্কারের জন্য মণিলাল কোম্পানীর দোকানে আসুন। এরূপ সস্তা দরে, খাঁটী গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার কোন স্থানে পাইবেন না। উপরি-উক্ত গহনাগুলির চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেকটী ২৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে।

প্রাপ্তিস্থান—

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০নং গরাণহাটা—চিৎপুর রোড্,
কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ এড্রেস—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭০৪।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর। যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পূরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা, ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপিতরূপে কার্য্য না করিলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

মেস্ মেরিজম্ আংটি।

এই আশ্চর্য্য মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন আংটি বহু পরিশ্রম সহকারে ও মূল্যবান জিনিষ দ্বারা বিস্ময়কর চুম্বকশক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন ধাতুতে প্রস্তুত। এই অদ্ভুত আংটি ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। ইহা দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। এই আংটি দ্বারা মৃত অথবা জীবিতের সহিত সাক্ষাৎ, অবতার প্রভৃতি দর্শন, এক হাজার মাইল দূরের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া, লুক্কায়িত ধন, রোগীর অবস্থা, হারান দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করা, গুপ্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর পাওয়া এবং এই প্রকার আরও হাজার হাজার অদ্ভুত ব্যাপার মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্পন্ন হয়।

মূল্য—১।৷০ টাকা। ব্যবস্থা পার্শেলের সঙ্গে পাঠান হয়।

ঠিকানা—ম্যানেজার, ম্যাজিকেল কোম্পানী ১৩ নং ঝাঁনসি।

লণ্ডন হইতে ডাক্তার এস্, পি, শ্রীবাস্তব লিখিয়াছেন "আমি উপযুক্ত সময়ে মেস্ মেরিজম্ আংটি পাইয়াছি এবং আপনি যেরূপ কহিয়াছিলেন ইহাতে সমস্ত গুণ দেখিয়াছি। আমি আমার অনেক বন্ধু বান্ধবের নিকট ইহার কথা বলিয়াছি এবং তাঁহারা আমাকে ইহার অর্ডার দিতে লিখিয়াছেন।"

এই আশ্চর্য্যজনক আংটির সহায়তায় আমরা গবর্ণর জেনেরালের ভবিষ্যতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে তজ্জন্য গবর্ণর বাহাদুর আমাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এখনই সচেষ্ট হউন! এখন না লইলে আর হইবে না।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলেই গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১।৶০ তিন শিশির মূল্য ২।০, ভি পিতে ২৸৶০।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদজনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সালসা সেবন মাত্রই শরীরে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৶০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জার্ম্মেনীর পরাজয়

বার্ত্তা আতঙ্ক নিগ্রহ করে। রোগীর নিকট নীরোগ হইবার বার্ত্তা জীবনীশক্তি প্রদান করে। অতএব নীরোগ হইবার মন্ত্র গ্রহণ করুন।—

আতঙ্ক-নিগ্রহ-বটিকা

সেবন করুন। ইহা সেবনে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মেহ, স্মৃতিনাশ প্রভৃতি রোগ দূর হয় এবং শরীর নীরোগ, সুস্থ এবং সবল হয়। সর্ব্বরোগহর ভারতীয় উদ্ভিজ্জে ইহা প্রস্তুত। ৩২ বটিকার এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী,

হোমিওপেথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—(১) বড়বাজার শাখা, ২১২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভা-বাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্ম্মমিটার, ষ্টীথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধাদরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে, মূল্য ৸৶০—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতি সরল ও সুন্দর।

মণ্ডল ফ্লুট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহুপ্রচলিত মনোমুগ্ধকর, "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টী সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲ অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

কলিকাতা পাথুরেঘাটার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেট-বেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত হয় ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সাত দিনে নিশ্চয় আরোগ্য।

জ্বরামৃত ৩০ বটী ১৲

নূতন, পুরাতন, বিকার, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কুইনাইনে আটকান, মজ্জাগত দুঃসাধ্য জটিল জ্বর নাশক।

তিন মাসে নির্দোষ আরোগ্য।

মহাভ্র ৭ বটী ১৲

শ্বাস, কাশ, রাজযক্ষ্মা, রক্তক্ষয়, হৃৎপীড়া, পাণ্ডু, তদানুষঙ্গিক জীর্ণজ্বর, গ্রহণী, ক্রিমি, অর্শ, দুষ্টরক্ত, বাতরক্ত ও বাতনাশক।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
১৭ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 636. | August, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৬ সংখ্যা।	শ্রাবণ, ১৩২৩। আগষ্ট, ১৯১৬।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

শীলা।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৈকালে মিসেস ব্যানার্জির বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ। তিনি সে-দিন তাঁহার পরিচিত বন্ধুদের "চা"তে নিমন্ত্রণ করেছেন। শীলা সারাদিন তাঁহার গৃহকর্ম্মের সাহায্য করিয়া এখন আসিয়া ড্রইংরুমে বসিয়াছে। প্রভাত চন্দ্র, সুব্রত ও বেলা অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বেলা শীলাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লইয়া নানাপ্রকার কথায় ব্যস্ত রাখিয়াছেন, মাঝে মাঝে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আসিয়া নূতন অভ্যাগত-দিগের সহিত শীলার পরিচয় করাইয়া দিতে-ছেন, এমন সময় মিসেস্ লবি আসিলেন। তিনি সকলকার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিয়া শীলাকে লইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বেলা দেখিল মাধব—বেচারা সুব্রত একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তিনি শীলাকে বলিলেন, "এইবার তুমি গান গাও"। শীলা হাসিয়া বলিল, "আমি বুঝি রোজ গান গাব? তা' হবে না। আজ আপনি গান করুন।"

বেলা। তা কি করে হয়? এত লোকের সামনে কি আমি গান করবার উপযুক্ত! আমি তোমাকে আমার গান শোনাব, সে জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। কালইত আবার আমাদের বাড়ী আসছ। তোমায় 'তুমি' বলিলাম—কিছু মনে কোরো না ভাই। তোমায় দেখ্‌লে আমার নিজের ছোট বোন্ বলে মনে হয়। তুমি যদি

আমার ছোট বোন্ হ'তে, তা'হলে বেশ ভাল হত না?

শীলা। এখন তাই মনে করুন, তা হলেই বেশ হবে।

বেলা। আমার ত তাই ইচ্ছা—তুমি আমার ছোট বোন্ হও।

শীলা দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিল—সুপ্রকাশ প্রবেশ করিলেন। এবেলা তাঁহার পরিচ্ছদ অন্য-প্রকার; যদিও মহামূল্য নয়, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য রক্তিমাভা খেলিয়া গেল। শেষ কথার উত্তর না পাওয়াতে বেলা ফিরিয়া এই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া শীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে? নূতন দেখ্ছি"?

শীলা। ইনি 'মিঃ সুপ্রকাশ রায়'।

বেলা চমকিত হইয়া বলিল, "সুপ্রকাশ রায়;—তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি। এখানে আলাপ হয়েছে, না পূর্ব্বের পরিচয়?"

শীলা। এখানে এসেই হয়েছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত ত বেশ আলাপ আছে।

সুপ্রকাশ গৃহে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আনন্দের সহিত বলিলেন, "এই যে সুপ্রকাশ; এসো, তোমার সঙ্গে সকলকার আলাপ করে দি।" সুপ্রকাশ তাঁহার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিলেন,—যেন কি কথা তাঁহাকে জানাইলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, সকলকার সঙ্গে না পরিচিত হও, দু'-এক জনের সঙ্গেত হবে; এসো, প্রভাতের সঙ্গে আলাপ কর"।

সুপ্রকাশের সঙ্গে প্রভাতচন্দ্রের আলাপ হইয়া গেল; তাঁহারা দুজনে এ-দিক ও-দিকের কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন। সুপ্রকাশের সুন্দর শ্রীসম্পন্ন মুখের ভাব সকলেরই চক্ষে ভাল লাগিয়াছিল। সে ঘরে তাঁহার মত শ্রীসম্পন্ন কেহই ছিলেন না। মুখে কেমন একটা উদার ভাব অঙ্কিত যে, সকলের চক্ষেই তাহা ভাল লাগিতেছিল।

আহারাদির পর বেলা সুব্রতকে বলিলেন, "যাও না, নিজে গিয়ে শীলাকে পিয়ানোর কাছে নিয়ে যাও, গান গাইতে বল্।" তাহা শুনিয়া সুব্রত ধীরে-ধীরে শীলার কাছে গিয়া বলিলেন, "আপ্নি অনুগ্রহ করে একটি গান গাইবেন আসুন"। শীলা কি করিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। বেলা ইত্যবসরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট গিয়া গান-গাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি শীলার কাছে আসিয়া বলিলেন, "যাও মা, গান কর, সকলেই তোমার গান শুন্তে চান।" শীলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল এবং আবার তাহার দৃষ্টির সহিত সুপ্রকাশের দৃষ্টি মিলিল; ইহাতে তাহার অন্তরে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সুব্রত গিয়া বাজনা খুলিয়া দিলে শীলা বাজাইবার জন্য বসিয়া বলিলেন, "আপ্নি গান করবেন না?"

সুব্রত। না, আমি গান-বাজনা করি না। ও সখ আমার নাই, আর পার্লেও আপ্নার সমকক্ষ কে হ'বে?

শীলা। ও-কথা বল্বেন না; এত লোক আছেন, এঁরা কি কেহই বাজাতে পারেন না?

সুব্রত। বৌদিদি ত এই নূতন শিখ্ছেন। তা যে লজ্জা—আমাদের সামনেই গান করেন

না, তা এত লোকের সাম্‌নে কি গাইবেন? এইবার আপ্‌নি গান করুন।

শীলা অন্যমনস্কভাবে বাজনায় হাত দিলে, সে-হস্তের স্পর্শে বাজনার বক্ষ যেন কাঁপিয়া উঠিল। তারপর সে নিজের মনে কিয়ৎক্ষণ বাজাইয়া গেল ও শেষে গান ধরিল—

"নদীর কূলে আপন মনে
বসিয়াছিনু একা,
কখন্ সন্ধ্যা নেমে এল,
যায় না পথ দেখা।
আঁধার হল বিজন পথ,
ফির্‌তে হ'বে ঘরে,
পথ জানি নে, কি হবে তাই
ভাসি নয়ন-নীরে।
কোথায় আলো? আঁধার কালো
দূর করিয়া দাও,
আঁধারে একা, পথ দেখায়ে
সাথে করে লও।"

সুপ্রকাশ মন্ত্রমুগ্ধের মত নিকটে বসিয়াই এই সঙ্গীত শুনিতেছিলেন,—সঙ্গীত-সুধা তাহার অন্তর পূর্ণ করিতেছিল। গান শেষ হইবার পর সকলেই বলিলেন, 'আবার একটি গান করুন।'

সুব্রত বলিলেন, "কি সুন্দর আপ্‌নার কণ্ঠ! আপ্‌নার গান শুন্‌লে জীবন ধন্য হয়।"

শীলা ফিরিয়া চাহিল—দুইটি আনন্দোজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সুপ্রকাশ তাহার গান শুনিয়াছেন, প্রীত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সুব্রত এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তাঁহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সকলে শীলাকে পুনরায় গাহিতে বলায় শীলা বলিল, 'না আমি আর গাহিব না; আর কি কেহ গান জানেন না?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি হাসিয়া বলিলেন, "সুপ্রকাশ, তুমি ত বেশ গাইতে পার, তুমি গাও না।"

সুপ্রকাশ বিনা বাক্যব্যয়ে বাজনার কাছে গেলেন, কাজেই সুব্রতকে সরিয়া যাইতে হইল। শীলা উঠিয়া পার্শ্বের আসনে বসিল।

সুপ্রকাশ বাজনায় হাত দিলেন। বাজনা যখন বাজিয়া উঠিল তখন সকলেই চমকিত হইলেন এবং বুঝিলেন, যিনি এ প্রকার বাজাইতে পারেন, তাঁহার অসাধারণ শক্তি আছে। বাজনার সহিত গানও আরম্ভ হইল। গানে সকলের হৃদয় আন্দোলিত হইল, সকলের হৃদয়ে যেন সেই সুর কম্পিত হইতে লাগিল—

"কেগো আমায় ভুলাও তুমি
বল অমন করে?
মন যে আমার মানে না-ক,
থাকে নাক ঘরে!
কিসের আশে কাহার লাগি
হতে চায় সর্ব্বত্যাগী,
কোন্ বাঁশীর ধ্বনি শুনি
আকুল অন্তরে!
ছুট্‌তে চায় কাহার পানে,
কে তাহারে এমন টানে?
কোন্ যন্ত্রী প্রাণের তন্ত্রী
বাজায় এমন করে?—
আকুল প্রাণে পাগল হয়ে
ছুটে তারি তরে॥"

সুপ্রকাশ গানটী কয়েকবার গাহিয়া শেষ করিলেন। গান শেষ করিয়াই প্রথমে শীলার

দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ; শীলা সে নয়নের দৃষ্টিতে নূতন ভাষা প্রকাশিত দেখিল। শীলা কণ্ঠস্বরেই বুঝিয়াছিল যে প্রথম যে-দিন সে আসে, সে-দিন গবাক্ষ হইতে ইঁহারই কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল।

"ঘরে বড় গরম বোধ হচ্ছে না ?" শীলা বলিল, "কৈ—না।"

সুব্রত। এই জানালার ধারে আসুন না, বেশ খোলা আছে।

শীলা উঠিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সুপ্রকাশকে বলিলেন,"তোমার গলা যে আরও মিষ্টি হয়েছে" !

বেলা প্রভাতচন্দ্রকে বলিল, "যে রকম গলা, বোধ হয় থিয়েটারের দলের লোক হবে। বাজনারও ভঙ্গি দেখ্‌লে ত ?"

প্রভাতচন্দ্র। কে জানে, কোথাকার কে ? মাসীমাও সবাইকে ডেকে জড় করবেন, ওঁর উঁচু নীচু বাচ্-বিচার নেই।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আর একজনের সঙ্গে সুপ্রকাশের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার নাম—মিঃ মল্লিক, তিনি কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস করেন। সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য কটকে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। তিনি সুপ্রকাশকে বলিলেন, "আপনি মিঃ রায়ের কাজ-কর্ম্ম দ্যাখেন ? মিঃ রায়ের ত মস্ত জমিদারী, সম্প্রতি খরচও ঢের। তাঁর ত সে কেস্‌টায় ঢের খরচ হয়ে গেছে, তাঁর নামেও বদ্‌নাম বেরিয়েছে।" সুপ্রকাশ একবার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে চাহিলে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সুপ্রকাশ বলিলেন, "আমার ও সব সংবাদে কাজ কি ম'শায় ? আমি বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী, আমার কাজ নিয়ে থাক্‌লেই হল।"

মিঃ মল্লিক। এখানে কি কাজ দেখ্‌ছেন ? এখানেও কি জমিদারী আছে ? লোকটি দেখ্‌ছি ধনকুবের। যে দিকে যাও, সেই দিকেই জমিদারী। অমন মক্কেল যোগাড় হলে আর ভাবনা নাই। আপনার কি কাজ ?

সুপ্রকাশ। জমিদারীও দেখ্‌ছি, আর তাঁর এখানকার বাড়ীটাও মেরামত করাচ্ছি।

মিঃ মল্লিক। কেন, কল্‌কাতার বাড়ী ?

সুপ্রকাশ। সে ত আছে। কটকের জল-বাতাস ভাল, আর তাঁর এ-দিকেই বেশী জমিদারী, তাই এখানকার বাড়ী মেরামত হচ্ছে।

মিঃ মল্লিক। এখন তিনি কোথায় আছেন ?

সুপ্রকাশ। তা'ত জানিনা। তাঁর এটর্ণী ঘোষের কাছে চিঠি দিলে উত্তর আসে।

মিঃ মল্লিক হাসিয়া বলিলেন, "তিনি বুঝি এখনো লজ্জায় অজ্ঞাত-বাস কচ্ছেন, —অদ্ভুত লোক !"

সুপ্রকাশ অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

শীলা বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল, সুব্রতও গভীর-মনোযোগ-সহকারে সব শুনিয়াছিলেন। সুপ্রকাশ চলিয়া যাইবার পর তিনি শীলাকে বলিলেন, "মিস্ মিত্র, আপ্‌নাকে একটি অনুরোধ কচ্ছি। আপ্‌নি ভাল করে না জেনে, পরিচয় না পেয়ে ঐ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা কর্‌বেন না। এতে আপ্‌নার সুনামের হানি হবে।"

শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল, "কোন্ অপরিচিত ব্যক্তির কথা বল্‌ছেন ?"

সুব্রত। কেন ?—সুপ্রকাশ রায়। তাঁর সহিত আপ্‌নার মেলা-মেশা ভাল নয়।

শীলা গম্ভীর-ভাবে বলিল, "কি ভাল, কি মন্দ সেটা কি বুঝ্‌বার আমার নিজের ক্ষমতা নেই? আপ্‌নার এ বিষয়ে কিছু না বল্লেই ভাল হ'ত।"

সুব্রত। আমার বল্‌বার আবশ্যক তা আছে বলেই বল্লাম্। আশা করি, আমার কথা রাখ্‌বেন। ভবিষ্যতে সুপ্রকাশ রায়ের সহিত মিশ্‌বেন না।

শীলা "আপ্‌নার সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।"—এই বলিয়া অবজ্ঞার ভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সুব্রত বেলার নিকট গিয়া বলিলেন—"বৌদি! কখন বাড়ী যাবে? আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

বেলা। চল না এইবার যাই। মাসী-মাকে বলে আসি। শীলা কোথায় গেল? ব্যাপার কি?

সুব্রত বিরক্তভাবে বলিল—"ও ধারে কোথায় আছেন আমি জানিনা। তুমি দাদাকে ডাক; আমি বাড়ী যেতে চাই, আমার শরীর ভাল লাগ্‌ছে না।"

বেলা দেখিলেন সুবিধার কথা নহে। তিনি উঠিয়া গিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট বিদায় লইয়া আসিলেন ও প্রভাতচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন গৃহের ভিড় কমিয়া আসিয়াছে। অনেকেই গৃহে ফিরিয়াছেন, কেহ কেহ ফিরিতেছেন। তাঁহারাও বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সকলের শেষে শীলা যখন বাটী ফিরিতে ব্যস্ত হইল তখন মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সুপ্রকাশকে বলিলেন, "গাড়ী আন্‌তে বলে দাও। এখন তুমি যেওনা। একটু থাক, পরে যেও।" সুপ্রকাশ উঠিয়া গাড়ী আনিতে বলিতে গিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন যে সে গৃহে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি নাই, শুধু শীলা রহিয়াছে। তাঁহার অন্তর মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হইল, মুহূর্ত্তের জন্য যেন অন্তরের ভাষা অধর-প্রান্তে আসিয়া মিলাইয়া গেল। তারপরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনি একলা! মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কোথায় গেছেন?"

শীলা। আমির জন্য কিছু লজেন্স আন্‌তে গেছেন।

সুপ্রকাশ। আজ্‌কার দিন কি সুখেই কাটিল। এদিনের কথা চিরকাল স্মরণ থাক্‌বে। আবার আপ্‌নার সঙ্গে কবে দেখা হবে কে জানে?

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর রহিলেন। তারপর সুপ্রকাশ পুনরায় বলিলেন, "খুব সম্ভব আমি শীঘ্রই চলে যাব, যা'ইহোক, যদি আর দেখা না হয় তবু আজ্‌কার দিনের কথা কখনও ভুল্‌ব না।" এই সময় মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কাগজে করিয়া কতকগুলি লজেন্স লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সস্নেহে শীলাকে গাড়ী-পর্য্যন্ত তুলিতে গেলেন। সুপ্রকাশ বারাণ্ডায় দাড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর যেন সমুদ্রের তুফান ছুটিতেছিল। যে জীবনে কোন আগ্রহ বা কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, যে জীবন শূন্য মরুর ন্যায় ছিল, আজ সেই জীবনে এত আকাঙ্ক্ষা, এত সাধ কেন? তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, এ আকাঙ্ক্ষার শেষ কি হবে! শীলার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন সে তাঁহার হৃদয়ের ভাষা বুঝিয়াছে। যদি সে বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি তাঁহার অপরাধ-পূর্ণ জীবনকে লইবে? কে জানে? ভাগ্যনির্ণয়ের আর সময় নাই। স্রোতের মুখে তৃণের মত তার মনের সকল বাধা ভাসিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

পৈশিক ব্যায়াম।

শরীরের পৈশিক ক্রিয়া যে নিয়ম-দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে, পৈশিক ব্যায়ামও তাহার অনুকূল হওয়া চাই। ইচ্ছাশক্তি-দ্বারা পরিচালিত না হইলে ব্যায়াম মানবের কোনও-প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে না। ব্যায়াম-মাত্রই মানবের শক্তি ও বয়সের অনুযায়ী হওয়া চাই। ব্যায়াম করিতে হইলে এমন কতকগুলি ক্রিয়া নির্ব্বাচিত করা উচিত যদ্দ্বারা পেশীগুলি সম্যক্ সঞ্চালিত হইতে পারে।

পেশীমণ্ডলের সঙ্কোচন-শক্তির উপর মনের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। মস্তিষ্কে যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা প্রতিভাত হয়, অমনি তাহা তড়িৎ-গতিতে স্নায়ু-নিচয়ের মধ্যদিয়া পেশীমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়। কোন কোন পেশীতে তন্তুর ও কোন কোন পেশীতে স্নায়ুর বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই—যেখানে যেরূপ আবশ্যক সেখানে সেরূপটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে-স্থানে তন্তুর ভাগ কম সে-স্থানে স্নায়ুর বাহুল্যতা-নিবন্ধন সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। তন্তুবাহুল্যে পেশীর ওজন-বৃদ্ধি এবং স্নায়ুবাহুল্যে শক্তি-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ আমরা পক্ষীতে বিশেষরূপে দেখিতে পাই। যদি মাংস-তন্তুর বৃদ্ধি হওয়াতে অধিক শক্তির সমাবেশ হইত, তবে গুরুত্বের বৃদ্ধি-নিবন্ধন পক্ষিগণ অনায়াসে আকাশে উড্ডীয়মান হইতে পারিত না। কারণ, গুরুত্ব ও বলের পরিমাণ সমান হওয়াতেই আকাশ-মার্গে গতির অসুবিধা হইত। বৃহদাকার মৎস্যগণ অনায়াসে জলে ভাসে। তাহাদিগের গুরুত্ব জলে অনায়াস-সঞ্চরণে অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। কারণ, মৎস্যের বল স্নায়ু-সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে না কিন্তু পেশীর আয়তনের উপর নির্ভর করে।

ইচ্ছা-দ্বারা পরিচালিত হইলে পেশীমণ্ডল অত্যন্ত পরিশ্রমেও অল্প ক্লান্তি অনুভব করে। মানসিক উত্তেজনা না থাকিলে মানব শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। শিকারী-মাত্রকেই দেখিবে যে, তাহারা কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া শিকারের অনুসরণ করিলেও শীঘ্র ক্লান্ত হয় না; কিন্তু তাহার ভৃত্য অতি সহজেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, শিকারীর মনে উত্তেজনা আছে বলিয়াই সে ক্লান্ত হয় না, কিন্তু উত্তেজনার অভাবে ভৃত্য শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই শিকারীই কয়েক ঘণ্টা শিকারের অনুধাবন করার পর যদি শিকারকে আয়ত্ত করিতে না পারে, তবে হতাশ হইয়া ক্লান্তি ও দৌর্ব্বল্যের বশীভূত হইয়া পড়ে। এরূপ ক্লান্ত অবস্থায়ও যদি সে পুনরায় শিকারের দেখা পায়, তবে তাহার শরীরে নব বল ও উৎসাহের আবির্ভাব হয়; তখন সে ভীম-বিক্রমে শিকারের অনুসরণ করে। রুসিয়া হইতে ফরাসী সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঠিক অনুরূপ ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। শত্রু নিকটে না থাকিলে ফরাসী সৈন্যগণ স্ব-স্ব অস্ত্র-বহনেও অসমর্থ হইত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শত্রুর তোপধ্বনি তাহাদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইত অমনি তাহারা যেন নব-বলে বলীয়ান্ হইয়া অধিক শক্তির সহিত

অস্ত্র-চালনা করিত। শত্রু পলায়ন করিলে পুনরায় তাহারা দৌর্ব্বল্য-কর্ত্তৃক অভিভূত হইত। এই জন্যই রোগ-পরিমুক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে অশ্বারোহণ-কালে যদি চিত্তরঞ্জক গল্প বা মনোহর বার্ত্তালাপ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার মনে শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং তাহার দুর্ব্বল শরীর সেইরূপ অশ্বারোহণে লাভবান হয়।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্যায়াম করিতে হইলে যেমনই স্নায়বিক উত্তেজনার আবশ্যক তেমনই মানসিক উত্তেজনারও প্রয়োজন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এ বিষয়টী লোকে ভালরূপ বুঝে না এবং উক্ত-নিয়মানুযায়ী কার্য্য করে না। পেশীগুলি মনের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। ব্যায়ামকে ফলপ্রদ করিবার জন্য মনের স্বাস্থ্য ও উত্তেজনার বিশেষ আবশ্যক। পৈশিক ক্রিয়া যদি মানসিক উত্তেজনা-দ্বারা সম্পাদিত হয় তবে কে না আনন্দ অনুভব করে? যুবকের স্বাধীন ব্যায়াম এবং বন্দীর বিমর্ষময় ও অপরিবর্ত্তনশীল ব্যায়মের কি পার্থক্য নাই? বালকের স্ফূর্ত্তির কুর্দ্দন ও বন্দীর বিমর্ষপূর্ণ কার্য্যের তুলনা কর, বুঝিতে পারিবে যে, পার্থক্য কত। তখন দেখিবে যে, কয়েদী নড়িতেছে চড়িতেছে বটে, কিন্তু ব্যায়ামের জন্য নহে। বলা বাহুল্য যে ব্যায়ামের মধ্যে কোনটী স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর, কোনটী চর্ম্মের সুষুপ্ত-শক্তিকে জাগরিত করে, কোনটী রক্তের জ্বালা অপসৃত করে, কোনটী শরীর বলবান্ করে, এবং কোনটী শোণিতকে পরিষ্কার ও সৌন্দর্য্যের আভাকে পরিস্ফুট করে। ব্যায়ামের হিতকর মন্ত্র মনে নিহিত আছে; তাহা ব্যতীত ব্যায়াম ব্যায়ামই নহে। সে মন্ত্র—মানসিক উত্তেজনা।

ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই মনের সাহায্য-ব্যতিরেকে ব্যায়াম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের কোন ফলোদয় হয় না। উদ্দেশ্যহীন ব্যায়াম নিষ্ফল। কিন্তু যদি ছাত্রদিগের মস্তিষ্কে উদ্ভিদ্বিদ্যা বা কোন ভূতত্ত্ব-বিষয়ক উদ্দেশ্য প্রবেশ করে, তবে তাহাদিগের উত্তেজনাহীন ভ্রমণ লম্বা লম্বা পাদ-বিক্ষেপে পরিণত হইবে এবং তাহার চক্ষু ও গণ্ডদেশের বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানসিক উত্তেজনার উদ্রেকে মন ও পেশী ঐক্যতানে কার্য্য করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করে।

ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, ব্যায়ামের জন্য কেবলমাত্র ভ্রমণ হিতকর নহে। রোগ-দ্বারা প্রতিষিদ্ধ না হইলে সকলেরই উন্মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করা উচিত। যদি তাহা মানসিক উত্তেজনা-দ্বারা পরিচালিত হইয়া করা যায় তবে আরও উত্তম, নতুবা ভ্রমণ এরূপ ক্ষিপ্র হওয়া চাই যেন ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে এবং রক্ত-সঞ্চরণ উত্তমরূপে হয়। ব্যায়াম করিতে হইলে পরিচ্ছদ ঢিলা হওয়া উচিত, যেন তদ্দ্বারা হস্ত পদের ক্রিয়ার কোনরূপ প্রতিবন্ধক না হয় এবং বক্ষের অবাধ বিস্তৃতি সাধিত হয়।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী,

নরহি—লক্ষ্ণৌ।

দ্রৌপদীর প্রতি ভানুমতী।

বরষা বিগতে যথা বিকশিত কাশ
হেরি কৃষ্ণা-মুখ চারু, উৎফুল্ল-আননা
হর্ষ-কৃতজ্ঞতা-ভরে গদ-গদ ভাষ,
কহে কুরুরাণী,—বাজে বসন্তের বীণা।—

"অসীম বাসনবারি, না হেরি নিস্তার,
ডুবিল অতলে বুঝি অসহায় তরী,
নাহিক নাবিক, কেহ না জানে সাঁতার—
উদ্ধারিলা নিজ-গুণে ধর্ম্ম-অধিকারী।

"সদাকাল ধর্ম্মরাজ সদয়-হৃদয়,
নাহিক তিলেক রোষ অরাতি উপর;
সুমেরুর সম স্থির, চির-হাস্যময়,
শত ঝঞ্ঝাবাত, তবু অটল নির্ভর।

"যে দিন সকল ছাড়ি ধর্ম্ম নরমণি
প্রবেশিলা বনবাসে বাকল-বসনে,
স্মরি সে মলিন মুখ ক'ওনা ভগিনি।
কাঁদিয়াছি শোকাতুরা-শ্বশ্রূদেবী-সনে।

"বড় সাধ ছিল মনে শুনিতে আবার
ও মুখের সুধামাখা, স্নেহময়-বাণী;
কিন্তু তাহে নিহিত যে কঠোর পাষাণ!—
সহে বা রমণী-প্রাণে পতি-অপমান;—
পতি-নিন্দা শুনে সতী ত্যজেছিল প্রাণ।

"ধন্য ও কঠিন হিয়া, দেখিয়াছে দাঁড়াইয়া
কৌরব-সভায় ধর্ম্ম আনত-বয়ান,
নত পার্থ ধনুর্দ্ধর, ক্ষোভে স্তব্ধ বৃকোদর
নতশির ফণি যথা মন্ত্রের প্রভাবে;—
নাহিক ক্ষমতা বল দেখাতে কৌরবে।

কোমল কুসুমে বিধি গঠিল রমণী হৃদি।
সে অবধি পিপাসিত নয়ন আমার
হেরিতে আনন্দদায়ী বদন তোমার।

পবিত্র কানন-ভূমি পবিত্র-পরশে
অধিক পবিত্র হয়ে উঠেছে উজলি।
কি কাজ মুকুতা-মণি-মরকত বাসে,
ভক্তি-ডোরে বাঁধা যার নিজে বনমালী?

প্রেমময়ী অন্নপূর্ণা গৃহলক্ষ্মী যার—
কানন অমরাবতী; কি দুঃখ তাহার?
নিবাস করেছ বুঝি তোমরা এ বনে
এ বিপদে উদ্ধারিতে আমা সবাকায়
কি আনন্দ আজি দেবি! উথলে পরাণে
হৃদিভাব প্রকাশিতে না পারি ভাষায়।
তোমারি করুণা-বশে বাঁচে কুলমান,
স্বামী মম অপরাধী—ক্ষমা কর দান॥

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ভানুমতীর প্রতি দ্রৌপদী।

শুনি ভানুমতী-বাণী সুচারু-হাসিনী,
আনত কুরঙ্গ-নেত্র আত্ম-প্রশংসায়,
কহিলা মধুর ভাষে মধুর-ভাষিণী—
মোহন বাঁশরী-ধ্বনি শারদ নিশায়!—

"কুরুরাজ-প্রিয়তমে! কি-হেতু মিনতি?
চির-স্নেহময়ী তুমি, তাহা কি জানি না আমি?
পর-দুঃখে সদা দেবি, তব দুঃখমতি।

"যে-দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়
কত যত্নে নৃপবালা, নিজ-হাতে গাথি মালা,
'বনদেবী' বলে হেসে সাজালে আমায়!

"ছিল সাধ পুনঃ তোমা হেরিতে ভগিনি!
চিরদিন রমাপতি সদয় দাসীর প্রতি—
মিলালেন বন-মাঝে কুরু-কুলেন্দ্রাণী।

"দিবানিশি মাতুলের পাপ-মন্ত্রণায়
আত্মগর্ব্বে দুর্য্যোধন হারায়েছে জ্ঞান,
কার (ও) উপদেশ-বাণী শুনিতে না চায়,—
কমলে কণ্টক দেবি! বিধির বিধান।"

স্মরিতে সে-সব কথা উত্তেজিত মন,
আরক্ত আনন-ছবি। আপনা সম্বরি দেবী
কহিলা বাণীরে পুনঃ সস্মিত-আনন—

"পুরাতন কথা এবে কথনে কি কাজ?—
আমার অতিথি আজি কুরু অধিরাজ।
যথাবিধি অতিথিরে, যে জন না পূজা করে
চিরদিন বাস তার নিরয়ের মাঝ।
গৃহীর পরম ধর্ম্ম অতিথি-সেবন,
কর দেবি, আজি মোর আতিথ্য গ্রহণ।"

শ্রী ইন্দিরা দেবী।

নিয়তি।

(গল্প)

ষোল বছর আগেকার কথা। আমি তখন জাহানাবাদ পুলিসের সব্-ইন্‌স্‌পেক্টার। কোনও সরকারী কাজে আমায় সেবার পুরী যাইতে হয়। জীবনে এই আমার প্রথম সমুদ্র-দর্শন, তাই কাজ শেষ হইয়া গেলেও গড়িমসি করিয়া ফিরিবার দিন পিছাইতে ছিলাম। হাতেও তখন বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কাজ ছিল না।

তখন বোধ হয় গ্রীষ্মকাল। পুরীতে চির-বসন্ত বিরাজমান, সমুদ্রের বাতাসে গ্রীষ্ম-তাপ অনুভূত হয় না। সে দিন,—যেদিন কর্ম্মস্থলে ফিরিব তাহার পূর্ব্বদিন—বৈকালে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে সমুদ্রের একটা নির্জ্জন অংশে কখন গিয়া পড়িয়াছিলাম! সাগর-বক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, বেলাভূমি-প্রহত সেই চঞ্চল উদ্দাম নৃত্য তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম। সূর্য্য ডুবিয়া কখন যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, জানিতেও পারি নাই। সমুদ্রের পানে চাহিয়া বুঝি কোন্ অকূল-সমুদ্রের কথা মনে পড়িয়াছিল!—সেও যে এমনি সীমাহারা সন্ধিহারা, বুঝি এমনি অতল-স্পর্শ, তায় তলাইয়া দেখিতে সাহস হয় নাই কেমন করিয়া সে অকূল সাগরে পাড়ী দেওয়া যায়। তাহারই একটা সহজ কৌশল ভাবিয়া দেখিতেছি, এমন সময় পিছন হইতে কোমল নারীকণ্ঠে বলিতে শুনিলাম—"কি সুন্দর!"

বিস্ময়-বোধের সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। আমারই পার্শ্বে হাত-কয়েক দূরে এক কিশোরী বা বালিকা তাহার প্রশস্যমান-দৃষ্টি সমুদ্রের উপর ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যে স্তুতিবাণী উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা হৃদয়োত্থিত অকৃত্রিম আনন্দের অভিব্যক্তি।

আমি অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। জীবনে এমন ছবি এমন করিয়া আর কখনও দেখি নাই। এমন নির্জ্জন সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ-অপরিচিত পুরুষের পার্শ্বে একা দাঁড়াইতে সে ভয় পায় নাই, সঙ্কোচ বা কুণ্ঠাও তাহার ছিল না। অনেকক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল। একসময় মুগ্ধদৃষ্টি সাগরবক্ষ হইতে না ফিরাইয়াই সে যেন স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় কহিল, "কি চমৎকার। এমন আর কিছু দেখেছেন্ কি ?"

আমি কহিলাম, "না"। কিন্তু কাহার উদ্দেশ্যে সে স্বীকৃতি, তাহা নিজেও তখন বলিতে পারিতাম না। কারণ, আমার মুগ্ধদৃষ্টি তাহারই সরল মুখের উপর বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা থাকিলেও ফিরাইতে পারিলাম না। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন কথাই হইল না। সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল, আমি তাহাকেই দেখিতে ছিলাম। তাহাকে যুবতী বলা যায় না, বালিকাও সে নয় ;—বাল্য ও যৌবনের মধ্যগত সন্ধিস্থলে সে দাঁড়াইয়াছিল। তরুণ-লাবণ্যে তাহার কুসুম-পেলব-তনুলতা সমুদ্রের মতই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ মাধুর্য্যে শোভমানা। আধুনিক ফ্যাসনে সে সাড়ী ও জ্যাকেট-পরিহিতা। চরণ-কমলে জরি-জড়িত কট্‌কি জুতা। খাটো চুলের গোছা সম্মুখ-ভাগে ফিকা নীল-রংঙ্গের ফিতার বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পশ্চাতে কাঁধ ছাড়াইয়া স্তবকে স্তবকে পিঠে নামিয়াছে।

অন্ধকার কাটিয়া আকাশে চাঁদ উঠিল। সমুদ্রজলে চাঁদের ছায়া তরঙ্গে তরঙ্গে শত শত মুকুর-বিম্বিত মণিখণ্ডের মত নাচিতে লাগিল। আমি কহিলাম, "রাত হয়ে গেল—তুমি একা বেড়াতে এসেচ ?" সে চোক না ফিরাইয়াই কহিল, "বাবার সঙ্গে আমি ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এখানে এসে পড়েছি ;—দেখুন, সমুদ্র যেন হাত বাড়িয়ে আমাদের কোলে নিতে ডাকচেন্। নবদ্বীপ-চাঁদ যে-দিন ডাক শুনে ঐ নীল জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সে-দিনও বোধ হয় জলে অমনি চাঁদ উঠেছিল !" আমি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, "হবে"। মেয়েটির মস্তিষ্কের প্রকৃতাবস্থার বিষয়ে মনে সন্দেহ আসিয়াছিল। পাছে উপমেয়-ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বসে, সে ভয়ও না হইল তেমন নয়। আলাপ করিয়া তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার ইচ্ছায় কহিলাম, "তোমায় ত একদিনও এখানে দেখিনি, বাড়ী বুঝি এখানে নয় ?" সে মাথা নাড়িয়া সায় দিল—আমার অনুমান সত্য। কথা থামাইবার ইচ্ছা ছিল না, তাই তাহাকে বিমনা দেখিয়াও থামিলাম না, কহিলাম "এখানে বুঝি বেড়াতে এসেচ ?" সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া স্বীকারোক্তি জানাইল। হাল না ছাড়িয়া কহিলাম, "কোথায় থাক তোমরা ?" সে কহিল, "মেদিনীপুরে, বাবার পেন্‌সন হয়ে গ্যাছে কিনা, তাই আমরা আর সেখানে ফির্‌ব না ; এবার দেশে যাব। কালই আমরা চলে যাব।" আমি কহিলাম, "আমিও কাল দেশে ফির্‌ব।"

এতক্ষণের পর সে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "ওঃ, আপনারও এখানে বাড়ী নয়! আমি মনে করেছিলুম আপনি বুঝি এখানকার লোক। যারা বারমাস এখানে থাকে তারা বোধ হয়, খুব সুখী ; কেমন রোজ সমুদ্র দেখে!" আমি বাধা দিয়া হাসিয়া কহিলাম, "আমার ত বিশ্বাস যে, তারা মোটেই তা দেখে না। মানুষ

নিজের অবস্থায় তুষ্ট হতে জানে না। যারা রোজ দেখতে পায় তাদের দেখতে ভালও লাগে না।" সে বিস্মিত দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "তাদের তবে কি ভাল লাগে? খুব সম্ভব, বন-জঙ্গল আর পানাভরা পুকুর;—পাহাড়-টাহাড়ও হ'তে পারে!" সে মুখ টিপিয়া সরল হাসি হাসিয়া কহিল, "না, আপনি ঠাট্টা কচ্চেন! সমুদ্র বুঝি কারো আবার ভাল লাগে না—? আপনি বুঝি পাড়াগাঁয়ে থাকেন?" আমি হাসিয়া কহিলাম, "বাড়ী তাই বটে, থাকি অনেক জায়গায়—আপাততঃ জাহানাবাদে পুলিসে কাজ করি।" স্প্রিংয়ে হাত পড়িলে যেমন সেটা অকস্মাৎ লাফাইয়া উঠে, তেমনি করিয়া সভয়-সঙ্কোচে সহসা সে আমার কাছ থেকে হাত-কয়েক দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'অ্যাঁ পুলিস—আপনি পুলিস।"

এমনি স্বরে সে কথাগুলি উচ্চারণ করিল যে, ভয় পাইয়াছে অথবা ঘৃণা করিতেছে তাহা ঠিক বোঝা গেল না। আমি কহিলাম, "আমি পুলিস ইনস্‌পেক্টার—এটা বোধ হয় আমার অপরাধ নয়।" সে সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবেই কহিল, "পুলিসরা লোক ভাল নয়। আপনি পুলিস জান্‌লে আমি কথাও কইতাম না।" তাহার কথা-কহা বা না-কহায় আমার যে কিছুই আসিয়া যায় না, সে কথা মনে আসা ত দূরের কথা, তাহার উপরে রাগও হইল না। অথচ বেশ জানি, এ কথা সে না হইয়া অপর কেহ যদি বলিত, তাহা হইলে এখনি সে ধৃষ্টতার উচিত মত শিক্ষা পাইত। জাত-সাপের দৃষ্টিতে শুনিয়াছি, পাখী নাকি তাহার উড়িবার শক্তি হারাইয়া ফেলে। এই মায়াবিনী মেয়েটির দৃষ্টিতে তেমনি কোন অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল কিনা জানি না; আমি কিন্তু আমার পদমর্যাদা ভুলিয়া নিজের কৈফিয়ৎ-স্বরূপ কহিলাম, "পুলিস হলেই লোক মন্দ হয়—এ কি কথা? পুলিস লাইনেও ঢের ভাল ভাল লোক আছেন বই কি। অবশ্য কর্ত্তব্য-পালন করতে অনেক সময় অনেক নিষ্ঠুর ও সাধারণের অপ্রিয় কাজ করতে হয় বই কি। তা বলে, সবাই কিছু অন্যায় কাজ করে না।"

সে উদাসীন-ভাবে কহিল, "কে জানে!" তাহার স্বভাব-নীতি অনুসারেই বোধ হয় দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিহার-মানসে সে স্থানত্যাগের উপক্রম করিল। একটুখানি অগ্রসর হইয়া কহিলাম, "কাল আমি চলে যাব, তোমার সঙ্গে হয়ত আর কখনও দেখা হবেনা।" মানুষের গলার স্বর তার হাজারটা কথার চেয়েও বুঝি, তাকে মানুষের কাছে বেশী স্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে পারে! তাই আমার কণ্ঠস্বরে হয় ত এমন কোন ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছিল যাহা তাহার গতিকে ফিরাইল। পালে বাতাস লাগিলে যেমন করিয়া বিপরীতমুখী নৌকাখানা ঘুরিয়া দাঁড়ায়, তেমনি করিয়াই সে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। একটুখানি কাছে আসিয়া অত্যন্ত কোমল-কণ্ঠে কহিল, "আপনাকে খুব ভাল লোক মনে হচ্ছে। পুলিসের কাজ ছেড়ে দেবেন জানেন, ও ছাইয়ের চাকরী ছেড়ে দেবেন। আপনার নাম কি বল্লেন না ত?" আমি কহিলাম, "কাজ ছেড়ে দেব কিনা সে তখন ভেবে দেখ্‌ব। আমার নাম—চন্দ্রনাথ।" "চন্দ্রনাথ—! আমার দাদার নামও ছিল—চন্দ্রনাথ। দাদা নেই—এখন কেবল বাবা আর আমি। আপনাকে আমি দাদা বলব—

দাদার আর আপনার নাম এক কিনা। আমার নাম 'মাধবী', বাবা বলেন 'মাধি'। আপ্‌নাকে আমি ভুলে যাবনা, ঐ কাজটা—ঐ পুলিসের কাজ, ও ছেড়ে দেবেন, বুঝ্‌লেন ?" উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। দূরে কেহ মাধীর নাম করিয়া ডাকিতেছিল ; সে স্মিতমুখে কহিল, "ঐ যে বাবা আমায় ডাক্‌চেন ; ঠিক খুঁজে খুঁজে এসেচেন দেখুন।" —এই বলিতে বলিতে সে এক রকম ছুটিয়াই চলিয়া গেল। একটা বিদায়-সম্ভাষণও জানাইলনা। যেমন অতর্কিত তাহার আবির্ভাব তেমনি অতর্কিত তাহার অন্তর্দ্ধান—চমৎকার মেয়েটি! অবাক হইয়া আমি তাহার গতিশীল মূর্ত্তিখানিই দেখিতেছিলাম।

বালু ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া একবার সে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু দূরত্বের ব্যবধানে ও অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাওয়া গেলনা— নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলাম। সমুদ্রের সৌন্দর্য্য চোখে পড়িলনা, জ্যোৎস্না-যামিনীর সমস্ত রমণীয়তা সেই মেয়েটির সহিত যেন সেই মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়াছিল। রূপ কি ? রূপ প্রকৃতির বক্ষে, না মানুষের মনে ? ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ধরণীর অফুরন্ত রূপের ভাণ্ডার আমার চোখে আজ খালি হইয়া গিয়াছিল। চোখের দেখায়— শুধু মুহূর্ত্তের দর্শনে ভালবাসা জন্মায় কি-না জানিনা ; আমি কিন্তু সেই ক্ষণিকের দেখায় তাহাকে ভাল-বাসিয়াছিলাম। ভাল-বাসার স্থিতি কোথায় বলিতে পার ? আমি ত সন্ধান করিয়াও তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তবু মনের উপর তাহার অসীম শক্তির অমোঘ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই ইচ্ছা না থাকিলেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি স্বীকার করি তাহার স্থিতি যেখানেই হউক, সে আছে। যুগ-যুগ ধরিয়া ছিল, আর থাকিবেও। তাহার অসীম শক্তির পায়ে শক্তিধর পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। কথাটা উপহাস্য, তবু আশ্চর্য্য সত্য।

আমার ভালবাসার ইতিহাস শুনিয়া তোমরা ভয় পাইও না। হাসি তামাসার ইঙ্গিতেরও প্রয়োজন নাই, শুধু অবহিত হইয়া শুনিয়া যাও। অনেক-দিন হইতেই এ-সব চঞ্চল মনোবৃত্তিগুলিকে বিদায় দিয়া প্রবল উৎসাহে কার্য্যস্রোতে সাঁতার দিয়া চলিতেছিলাম—কাজ শুধু কাজ। মনে করিয়াছিলাম —সংসারের সহিত দেনা-পাওনা চুকাইয়া বসিয়া আছি, এখন ডাক পড়িলেই চলিয়া যাইব। পিছন ফিরিয়া তাকাইবার যখন প্রয়োজন নাই, তখন "কা চিন্তা মরণে ?" প্রয়োজন হইলে রণে যাইতেও অসম্মত নই। ৪৬ সের কোটায় পা দিয়া ভাবিয়াছিলাম নিজেকে জয় করিয়া ফেলিয়াছি। হায় মানুষের অন্ধ অদূরদর্শিতা।

সলিলোত্থিতা চঞ্চলা দেবীটির মত যে চঞ্চলা বালিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখে তাহার শারীরিক ছায়া আঁকিয়া দিয়া আবার লোক-সমুদ্রের অতল তলে মিলাইয়া গেল, তাহার চিন্তা আমি ভুলিতে পারিলাম না। তোমরা আমার ভাবুকতার কৈফিয়ৎ কাটিও না ; কারণ, আমার বয়সের হিসাব আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। সংসার আমায় এমন কিছু দেয় নাই, যাহার লোভে আবার নূতন করিয়া তাহার সহিত দেনা-পাওনার হিসাব খুলি—সে-সব কিছু না। সে আমায় তাহাকে ভালবাসিবার যে পবিত্র সম্বন্ধটুকু দিয়া গেল, কেবল

সেইটুকুই আমি প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই টুকুই আমার দুর্ব্বলতা।

পাঁচ বছরে অনেক দেশ ঘুরিলাম, অনেক চেনা ও অচেনা লোকের সহিত দেখাও হইল, কিন্তু সেই মুখখানা কোথাও দেখিলাম না। রাস্তা-ঘাটে বাঙ্গালী-ঘরের যুবতী কন্যার দেখা পাওয়া কিছু সুলভ নয়; তবু যখন যেখানে গিয়াছি, একটা অলীক আশার বাণী কাণের কাছে গুঞ্জন করিয়া বলিয়া গিয়াছে, 'হয় ত দেখা পাইবে।' নির্ব্বোধ আমি সে দেখার উপায় যে নিজেই নষ্ট করিয়াছি; সে কে? কোথায় বাড়ী? কাহার কন্যা?—কোন খবরও লই নাই। কোন এক পেনসন-প্রাপ্তের (তাহার কার্য্যের ঠিকানা নাই) কন্যা—এই ঠিকানাই কিছু অনুসন্ধানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। ইহাতে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া ত যায়ই না, বরং খুঁজিতে গেলে লোকে উচ্চ-প্রাচীরাবরোধে কোনও বিশিষ্ট-নামধেয়-স্থানে বাস করিবার পরামর্শই দিয়া থাকে। পুলিস লাইনে এত দিন সুনাম অর্জ্জন করিয়া কেমন করিয়া যে এমন বেকুব বনিয়া গেলাম তাহা এখনও ভাবিয়া পাই না। তবু আমার মন বলিত যে তাহার সহিত আবার দেখা হইবে। মনের কথা আমি চিরদিন মানিয়া আসিয়াছি—মন আমায় প্রায়ই ভুল বলে না—তাই উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার আশায় স্থান-কাল ভুলিয়া কোনও বিশেষ-বয়সের সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়িলেই একবার চাহিয়া দেখি। ইহাতে লক্ষিতাদের কাছে কখনও "মিন্সের রকম দেখ, হাঁ করে চেয়ে আছে", "বুড় বয়সে সখ কম নয়"—এমনই মধুর আপ্যায়নে অপরের মধ্যবর্ত্তিতার অন্তরালে থাকিয়া আপ্যায়িতও হই। তবু আশা ছাড়িতে পারি না—যদি সত্যই সে কোন দিন কাছে আসে, আর আসিয়া আমারই অনবধানে ফিরিয়া যায়।

একদিন সংবাদ পাইলাম—এক খুনি আসামী গাওয়ার কাছে এক জঙ্গলময় পোড়ো বাড়ীতে লুকাইয়া আছে। লোকটা বদমায়েসীতে একেবারে পাকা ওস্তাদ। শেয়াল-কুকুরের মত পুলিস তাহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতেছে, তবু ধরিতে পারে নাই। গোয়েন্দার কাছে ঠিকানা পাইয়া ওয়ারেণ্ট লইয়া বাহির হইলাম। সাবধানতার জন্য জন-কয়েক কনেষ্টবলকেও সঙ্গে লইলাম। সঙ্গের লোকেদের সাঙ্কেতিক শব্দের অপেক্ষায় থাকিবার জন্য দূরে গোপনে রাখিয়া আসামীর উদ্দেশে একাই চলিলাম। গুলিভরা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে আছে—ভয় কিসের?

অপরিচ্ছন্ন জঙ্গলাকীর্ণ একখানা একতালা বাড়ী,—তাহারও আধখানা ভাঙ্গা। ইটের স্তূপ জমা করা পড়িয়া আছে—স্তূপের উপরে আগাছা জন্মিয়া স্থানটিকে হিংস্র জীবের আবাস করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরে দরজায় বার-কতক ধাক্কা দিতে, জীর্ণ দরজা ভাঙ্গিবার ভয়েই বোধ হয়, ভিতরের সাড়া পাওয়া গেল। কে একজন দরজা খুলিয়াই অপর অংশে সরিয়া গেল। ভিতরটা একেবারে অন্ধকার, স্যাঁতানে—একটা দুর্গন্ধও নাকে আসিতেছিল। বিনা আহ্বানেই ভিতরে ঢুকিলাম। যে দোর খুলিয়াছিল সে স্ত্রীলোক। পুলিসের ইউনিফরম আমার পরণে, সুতরাং পরিচয়-লাভের প্রয়োজন তাহার ছিল না। সহসা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সে যেন হতজ্ঞানের মত মাটিতে বসিয়া

পড়িল। আমিও মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার পানে চাহিয়া তেমনি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম একি, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! যদিও এক্ষণে লাবণ্যবতীর সে মধুময় লাবণ্যের কণামাত্র তাহার অস্থিসার দেহে বর্ত্তমান নাই, তবু মুহূর্ত্তের দেখাতেও সেই অন্ধকার-প্রায় কক্ষে আমার চিনিতে বাধিল না। সে মুখ কি ভুলিবার, না সে কখনও ভোলা যায়? সেই পাঁচ বছর পূর্ব্বে দৃষ্টা সমুদ্র-তীরের সুন্দরী কিশোরী এখন যুবতী। তাহার কৈশোরের তরুণ-লাবণ্য যৌবনের পূর্ণতায় পূর্ণ হইয়া ত উঠেই নাই, বরং দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা তাহার নির্ম্মল-ললাটে রেখা আঁকিয়া, চোখের কোলে কালী মাড়িয়া, নিটোল গণ্ড ঝরাইয়া, পুরন্ত গলায় হাড় বাহির করিয়া, রুক্ষ চুলে, ময়লা কাপড়ে দুরবস্থার জ্বলন্ত ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে ;— এই আমার আদরিণী মাধবী! বিস্ময়ে 'আমা[illegible] রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠ হইতে বাহির হইল —"তুমি—মাধবী"। সেও চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভাল করিয়া চাহিতেই চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি!—ও ঠাকুর, তবে তুমি আমার ডাক শুনেচ। ওগো আমি যে রাত-দিন আপনার কথাই ভেবেছি।" তাহার চোখ দিয়া জলের ধারা ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। আমিও আত্মবিস্মৃত-ভাবে তাহার পানে চাহিয়া তাহার ক্রন্দন দেখিতেছিলাম ;—একটা সান্ত্বনার ভাষাও আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। আমার সর্ব্ব-শরীরে কম্পন আসিয়াছিল, ঘামে জামা-কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। কে জানে সে কি বলিবে—?'

খোলা দরজাটা যে বন্ধ করা প্রয়োজন সে কথাও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যখন স্মরণ হইল তখন চেষ্টা করিয়া আত্মসম্বরণ করিলাম এবং দরজা বন্ধ করিয়া সংযত-ভাবে কহিলাম, "আমার ভুল হয়েচে, ভারী ভুল করেচি। আমি একটা মিথ্যে খবর পেয়ে একজন খুনী আসামীর খোঁজে এসেছিলুম এখানে। কি আশ্চর্য্য! খবর যারা দেয় তাদের যদি একটুকু দায়িত্ব-জ্ঞানও থাকত—! কি ভয়ানক অবস্থায় আমার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল—উঃ।" মাধবী বলিল, "ওগো, তিনি যে আমার স্বামী, আমি এখন কি করব? আমায় দয়া করুন আপনি—!"

হা ঈশ্বর! মাধবী খুনি আসামীর স্ত্রী—একথা তাহার নিজের মুখেই আমায় শুনিতে হইল! পায়ের নীচে মাটি সরিয়া যাইতেছিল, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল না কেন? সে হাতে-হাতে ঘষিয়া মিনতি-ভরা চোখে আমারই উত্তর চাহিয়া আছে—সে চোখে সংশয়ের ছায়া! সে পুনরায় বলিল, "আপনি হয়ত মনে করবেন যে দায়ে পড়ে আমি বাড়িয়ে বল্‌ছি। তা' নয়। সত্যি সত্যি, আপনার কথা আমি বরাবর ভাবি। এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে জন্তু-জানোয়ারের মত বেড়াচ্চি, এর মধ্যে কতবার মনে হয়েচে—'যদি আপনার শরণ নিতে পারতুম!"

হায় ভাগ্য! পুলিস-বিদ্বেষিণী মাধবী আজ তাহারই শরণ-প্রার্থিনী! আজ এ বিজয়-গর্ব্বে আনন্দ পাইলাম, না তীব্র ব্যথায় মন যেন ভরিয়া উঠিতেছিল? পুলিস লাইনে প্রবেশ করিয়া এতদিনের যোগ্যতা উপার্জ্জনেও মনের দুর্ব্বল অংশটাকে যে এখনও বাদ দিতে পারি নাই, তাহা আজই প্রথম অনুভব করিলাম। মুখে একটা কথাও বাহির হইল না,

শুধু বিহ্বলের মত তাহার মুখের দিকে ব্যর্থক্ষোভে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সেও বুঝি, আমার মনের ভাষা মুখেই পাঠ করিয়াছিল, তাই নত-মুখে রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "বিশ্বাস করুন—তিনি ইচ্ছে করে খুন করেন নি। জুয়ায় হেরে, মদ খেয়ে মত্তাবস্থায় করে ফেলে—এখন খুবই সাজা পাচ্চেন।"

হায় মা বসুন্ধরা! তুমি দ্বিধা হইলে না কেন? মাধবী মদ্যপ, জুয়াড়ী, খুনীর স্ত্রী!

কপালে হাত ঠেকাইয়া আমার অব্যক্ত-প্রশ্নের উত্তরে নতমুখে সে কেবল কহিল, "আমার নিয়তি।"

নিয়তি—সত্যই নিয়তি। ইচ্ছা করিতেছিল যে হৃদয়হীনা নিয়তিটাকে একবার যদি চোখে দেখিতে পাই, গলা টিপিয়া চিরদিনের জন্য অসীম-শক্তির অপব্যবহার করিয়া তাহার খেলার সাধ মিটাইয়া দেই। ক্ষোভে, রোষে ও যন্ত্রণায় আমার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। মুখে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য আনিয়া কহিলাম, "তোমার স্বামী কোথায়?" মাধবী সিঁড়ি দেখাইয়া, অসঙ্কোচে কহিল, "উপরে।"

হায় বিশ্বাসিনি নারি! এ বিশ্বাস কাহাকে উপহার দিতেছিস্? আমি যে পুলিস অফিসর, দয়া-মায়া বা মমতার অবসর আমার কোথায়?

অন্তরে বাহিরে কাঁপিয়া মুখে কহিলাম, "আমার সাধ্যমতচেষ্টা করব যাতে তার সাজা কম হয়। প্রথমেই যদি ধরা দিত! পালিয়ে অপরাধ বাড়িয়ে ফেলেচে। যা' হোক, আমার দ্বারা যা' সম্ভব তা আমি করব।" সে সহসা আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া আমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল ও বলিতে লাগিল, "দয়া কর, তাঁকে দয়া কর। ওগো এ সময় তাঁকে দয়া কর।"

দয়া করিব কাহাকে? অপরাধীকে? আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববিবেক সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল, "অসম্ভব।" কিন্তু তবু দয়া করিতেই হইবে। মাধবীর চোখের জল—সে যে তখনও আমার পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতেছিল—সে চোখের জল সহ্য করা আমার পক্ষে ততোধিক অসম্ভব। দয়া আমায় করিতেই হইবে। হউক সে খুনী, তবু সে মাধবীর স্বামী। চিন্তা করিবার সময় নাই—সামর্থ্যও ছিল না। স্খলিত-কণ্ঠে কোন মতে কহিলাম, "পারত এখান থেকে চলে যেও;—আমি আর কি বলব? তোমায় সাহায্য করবার শক্তি আমার নেই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন?"

সে আমার পা ছাড়িয়া দিয়াছিল। অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে কহিল, "ভগবান আপনার কাজে অসন্তুষ্ট হবেন না। দেখে যান, তিনি মৃত্যু-শয্যায় না হলে এ অনুরোধ আমিও করতুম না।" কিন্তু আমি তাহার অনুরোধ রাখিতে সাহস করিলাম না। যদি সত্যই সে মৃত্যুশয্যা-শায়ী হয়—সেখানকার বিচারালয়ে তাহার বিচার হইবে; কিন্তু যদি মিথ্যা হয়—? কাজ নাই—না দেখাই ভাল। ভবিষ্যতে কখনও যদি প্রয়োজন হয়, আমায় খবর দিবার জন্য নাম ও ঠিকানা তাহাকে জানাইয়া, পিছনে ফিরিয়া না তাকাইয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। সে আমায় প্রণাম করিল কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলাম না। কি আশীর্ব্বাদ করিব—? সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলাম—'খবর ভুল।'

পুলিস্-লাইনে প্রবেশ করিয়া স্বেচ্ছায় আর কখনও এমন করিয়া কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করি নাই। মানবের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি—দয়া, কিন্তু ইহাকে কি দয়া বলে? ইহা

অপেক্ষা কত সামান্য অপরাধে অপরাধী দয়া-ইকেও ত কখন দয়া করি নাই ; আমার কার্য্য আমায় তাহা নিষেধ করিয়াছে। দয়া করিবার অধিকার আমাকে কে দিয়াছিল? এ ত দয়া নয়—এ স্বার্থ! মাধবীর স্বামী, তাই মহাপরাধে অপরাধী হইয়াও সে আমার দয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে; এ আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ। যুক্তি বুঝাইতে চাহিল সে—সে মুমূর্ষু; এ জগতের বিচারালয়ের অপেক্ষা উচ্চ বিচারালয়ের নিকট আগত, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় কর্ত্তব্যের হানি হয় নাই। মন কিন্তু ত এ সিদ্ধান্তে সায় দিল না। সত্যই সে মরণ-পথের যাত্রী কিনা, তাহার ত চাক্ষুষ প্রমাণ লই নাই এবং লইতে কেন যে সাহস করি নাই, সে পাপ ত আমার মনের অগোচর নয়। ভাবিয়া দেখিলাম, ইহার পর সরকারী কার্য্যে থাকা আমার আর উচিত নয়। আইন-বদ্ধ আইনজ্ঞ আমি; দয়া বা ক্ষমার বিচার করা আমার হাতে নয়—অধিকারও নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাকে দয়ার নামে অস্বীকার করা চলেনা। সে যদি মাধবীর স্বামী না হইয়া বিশ্বের অপর যে কেহ হইত, যত মুমূর্ষুই সে হউক, তাহাকে এমন করিয়া ছাড়িয়া আসিতাম কি?—কখনই নয়।

মনের সহিত বিচারে কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়া গেল; দুই চারি দিন ইতস্ততঃ করিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিবার দরখাস্ত দিলাম। আগাছা একবার জন্মিতে দিলে তাহার শিকড় মারিয়া ফেলা সহজ নয়। একটা মিথ্যা ঢাকিবার জন্য অনেক মিথ্যা-আশ্রয়ের প্রয়োজন। কর্ত্তৃপক্ষ আমার কাজে তুষ্ট ছিলেন। অনেক কষ্টেই তাঁহাদের স্নেহ-দৃষ্টি ও ভবিষ্যতে উন্নতির আশা ছাড়াইয়া পেনসন গ্রহণ করিবার সময়ের পূর্ব্বেই ঘরে আসিয়া বসিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল, কিছুদিন কোথাও বেড়াইয়া আসি; কিন্তু তাহাও ঘটিল না। মন বলিত যদি সে কোন দিন সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আমার কাছেই আসে ও আসিয়া ফিরিয়া যায়! তাহাকে বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছিলাম, তাই বাড়ী ছাড়িয়া কয়দিনের জন্যও কোথাও যাইতে পারি নাই। সুখহীন, শান্তিহীন, একান্ত অনাবশ্যক গৃহবাস যতই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, ততই দৃঢ়বলে তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিতেছিলাম। এ লোহার বাঁধন কাটিয়া কোথায়, কেমন করিয়াই বা যাইব?

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনি অসহ্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়া কাটিয়া চলিল। প্রতীক্ষিত কার্য্যহীন মন্থর দিনগুলা ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া পড়িতেছিল। জানিনা জীবনের এ দীর্ঘ-প্রতীক্ষার অবসানের আশা কোথায়? কার্য্যানুরোধে কোথাও যদি দুই দিনের জন্যও যাইতে হয়, অমনি ভয় হয় পাছে সে আসিয়া ফিরিয়া যায়! ছটি বৎসর এমনি করিয়া সংবাদ-পত্রে কেবল সেই খুনী আসামীর খবর লইয়াছি, উৎকণ্ঠায় বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে, পাছে তাহার ধরা-পড়ার খবর প্রকাশ হইয়া পড়ে। ঈশ্বর দয়া করিয়াছেন—সে ধরা পড়ে নাই। চিরদিনের ব্যবস্থায় প্রথম কয়েকটি নিরপরাধের নির্য্যাতন হইয়া ক্রমে তাহার কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আঃ! মাধবী এইবার নিরাপদ।

সেদিন—যেদিনের কথা বলিব—সকালের দিকে মেঘ জমিয়া ভারী এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়।

বসন্তকালের ঝড়ে গাছের পাতা, কাঁচা আম, কচি নোড় বাগানে স্তূপাকৃতি হইয়া পড়িয়াছিল। বৈকালে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গেলে মনে করিলাম যে রাস্তায় একটু বেড়াইয়া আসি। সবে মাত্র বাহিরে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার পুরাণ চাকর 'ভোলা' এক ধামা কাঁচা আম কুড়াইয়া বাড়ী ঢুকিয়া খবর দিল,—"বাগানে গাছতলায় একটা ভিখারিণী মেয়ে পড়ে রয়েচে, বাঁচবেনা—শ্বাস হয়েছে। এত বড় যে মরতে হয় রাস্তায় ?। মর, তা মাগী শুনবে না, নড়েও না চড়েও না ?" ইহা শুনিয়া আমি ধমক্ দিয়া কহিলাম, "আচ্ছা লোক ত তুমি! মানুষ মরচে, তাকে দেখা চুলোয় যাক্—আবার যে মরতে পাঠান!" ভোলা পুরাণ চাকর, সে ধমকে দমিল না, কহিল, "এই সাঁজ সন্দেয় কে আবার ভিকিরীর মড়া ছুঁয়ে গতি করতে যায়। তার উপর পুলিস এসে আবার হুজ্জুৎ করুক খুনের দায় চাপিয়ে ;—ভিকিরী বটে, রূপ্‌ত আর গরীবের থাক্‌তেও মানা নেই।" সহসা বেত্রাহতের মত চমকিয়া উঠিলাম—কে এ ভিখারিণী রে! আমার গৃহদ্বারে আজ দুর্য্যোগ-নিশীথে মরিতে আসিয়াছে! চকিতে একটা অস্ফুট সম্ভাবনা মনে জাগিল; তাড়াতাড়ি আম-বাগানের উদ্দেশে চলিলাম।

বাগানে গাছের ছায়ায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। গাছতলায় আপাদ-মস্তক কাপড়ে মুড়ি দিয়া কে একজন পড়িয়া রহিয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু-শব্দে বুঝিলাম—তখনও প্রাণ আছে। আচম্বিতে চোখে জল ভরিয়া আসিল, করুণায় মন যেন গলিয়া গেল। আহা! কে রে গৃহহারা এমন করিয়া আজ পথের ধূলায় মরণকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছিস্ ? ডাকিয়া কহিলাম, "ওগো বাছা, তোমার কি হয়েছে বল। তোমায় আমি ডাক্তার দেখিয়ে আরাম করে তুলব।" ডাক ব্যর্থ হয় নাই। সে মুখের কাপড় সরাইয়া তাহার মরণ-ছায়াচ্ছন্ন কালো চোখের তারা আমার চোখের উপর স্থির করিল। হরি! হরি! সন্দেহ সত্য হইয়া গেল। সেই বটে, ওগো সেই—আমার বড় আদরের, বড় ভালবাসার ধন—সেই মাধবী সে।

সে আমায় চিনিতে পারিল। তার স্তিমিত চোখে আনন্দের রশ্মি, শীর্ণ অধরে তৃপ্তির হাসি! তার মনের ভাষা তাকে আমার কাছে প্রকাশ করিয়া দিল। ক্ষীণস্বরে সে কহিল, "এসেচেন? আপনার জন্যে প্রাণ আমার বেরুতে পারছিল না।" মাটিতে বসিয়া তাহার কাদা মাখা মাথাটা কোলে তুলিয়া লইলাম ও কর্ত্তিত রুক্ষ চুলের ভিতর হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলাম, "এতদিন কেন আস নি বোন্? আমি যে তোমার জন্যেই পথ চেয়ে বসেছিলুম—।" তাহার গণ্ড বহিয়া দুইটি জলের ফোঁটা আমার কোলের উপর গড়াইয়া পড়িল, মুখের বিষাদ-মলিন হাসিটুকু আরো ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "তা জানি, আপনার ভালবাসা আমায় আজ আশ্রয় দিতে টেনে এনেচে। এতদিন নিজেকে বেঁধে রেখে আজ তাই আর পাল্লুম না।" চোখের জল ধরিয়া রাখা দায় হইয়া পড়িল। কেন সে এত বিলম্ব করিল? আসিল যদি, তবে সময় দিল না কেন? মনকে চেষ্টা করিয়া বাঁধিয়া কহিলাম, "এত দেরী কেন কল্লে মাধবি?—জাননা কি?"

বিধবা তাহার ভূষণহীন হাত-দুখানি যুক্ত করিয়া কহিল, "আমায় মাপ্ করুন্—আমার বাপ্ নেই, স্বামী নেই, ভাই নেই। আপ্নি আমার দাদা—আমি জানি আমার জন্যে কত ক্ষতি সয়েছেন।" বাধা দিয়া কহিলাম, "সে কথা ছেড়ে দাও,মাধবি! এখন সংসারে আমরা দুটি ভাই-বোন্। চল, তোমায় নিয়ে আমি কাশী যাই। সেখানে আবার নূতন করে আমরা সংসার পাত্‌ব।

সে হাসিল—অন্ধকারে যেন বিদ্যুৎ খেলিল। কি বিশ্বাসভরা মধুর সে হাসিটুকু! মাধবী কহিল,"কাশীনাথের ডাক্ শুনেই আমি এসেচি ভাই! এই যে আমার কাশী। এখানকার অভয় আশ্রয়েই জুড়িয়ে যাব;—আর আমার যা বলা হয়নি, তাও তোমার কাছে বলে যাব। তোমায় আমি ঠকাইনি ভাই! সেই রাতেই তিনি চলে গেছেন—।" একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাধবী চুপ করিল। তাহার ওষ্ঠাধরের মৃদু মৃদু কম্পনও থামিয়া গেল—বক্ষের স্পন্দনও বন্ধ হইল—! বুকে কাণ রাখিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম—সব স্থির হইয়া গিয়াছে! নাকে হাত দিলাম, শীতল নিঃশ্বাস নাই। আঃ! মাধবী শান্তি পাইল। জ্বালা যন্ত্রণার সংসারে এইবার সে যথার্থই জুড়াইয়াছে। যে কথা সে বলিতে আসিয়াছিল, সে কথাও সে বলিয়াছে। সে যে আমায় মিথ্যা কথায় ভুলায় নাই, শুধু এইটুকু আমার নিকট প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা তাহাকে মরণেও শান্তি দিতে পারিতেছিল না। আমার মনের দ্বন্দ্ব কি তাড়িত-বার্ত্তায় তাহার মনেও পৌছাইয়া দিয়াছিল? তবে অভাগিনি, সত্যই বুঝি তোকে সন্দেহ করিয়াছিলাম! মনের কাছেও ছলনা করিয়াছি, তাই বুঝি তুই এমন করিয়া সুদ-শুদ্ধ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলি!

আত্মীয়-হীন, গৃহহীন, খুনী ~~আসামীর~~ স্ত্রী মাধবীর মরণ-সুপ্ত মাথাটা তখনও আমার কোলের উপর। আমার অবারিত অশ্রুজলে তাহার জীর্ণদেহ ভাসাইতে আজ আর কোন দিকের কর্ত্তব্যে বাধিবে না। জীবনে যাহার এতটুকু দিতে পারি নাই—মরণে সে তাহার পাওনা পূরা আদায় করিয়া লইয়াছে।

শ্রী ইন্দিরা দেবী।

মা।

যৌবন-জোয়ার লাগি
সুষমা উঠিছে জাগি
সর্ব্ব-দেহ ভরি;
সুন্দরী ষোড়শী বালা—
পারিজাত-পুষ্পমালা
কণ্ঠ আলো করি।

কৈশোর গিয়াছে সবে,
যৌবন-প্রভাত এবে
রূপে উথলিত;
হাসি-খেলা সখী সনে,
আনন্দের সম্মিলনে
অবারিত চিত।

পতির সোহাগ তার
অপার্থিব অলঙ্কার,—
　　　রাজ রাজেশ্বরী!
সংসারে কিছু না জানে
পতি-প্রেম-সুধা-পানে
　　　সকলি বিস্মরি।
প্রণয় কৌতুক তায়
নানা ছন্দঃ কবিতার
　　　উঠে ঝঙ্কারিয়া,
তরুণী প্রেয়সী বধূ
স্বামীর জীবন মধু,
　　　দুঁহু এক হিয়া।
স্বর্গ হতে সমাচার—
মাতৃত্বের অধিকার,
　　　সহসা আসিয়া
খেলা-ধূলা লয় হরি,
বসায় জননী করি
　　　নারীত্ব আনিয়া!
কিশোরী, যুবতী আর
রহে না-ক, বিশ্বে যার
　　　সিংহাসন লভি,
পুত্রকোলে বসি সুখে,
স্তন্য দিয়া শিশু-মুখে
　　　পায় যেন সবি।

শরীর, শরীর নয়,
শুধু মন সত্ত্বময়,
　　　লাজ-ভয়-মান
মাতৃগর্ব্বে পদে দলি
বিজয়িনী যায় চলি
　　　সাধিয়া কল্যাণ।
স্নেহ মায়া ভালবাসা
পূরায়ে জীবের আশা
　　　জগৎ বাঁচায়,
এক দিনে যুগান্তর
পৃথ্বী পায় রূপান্তর
　　　সন্তান-মায়ায়।
তরুণী আকৃতি যার
হৃদে প্রেম প্রাচীনার—
　　　জননী সবার,
আত্ম পর ভেদাভেদ
অন্তরে রাখে না খেদ
　　　আপনা বিলায়।
দেবতার প্রতিচ্ছায়া
জননীরূপিণী মায়া
　　　পার্থিব ঈশ্বরী
জীব রাজ্য ক্রোড়ে করি
　　আছে মাতৃরূপ ধরি
　　　ভবেশ শঙ্করী।

শ্রী প্রসন্নময়ী দেবী।

সন্তান-পালন।

সন্তান-পালন মাতার কর্ত্তব্যের একটি প্রধান অঙ্গ; কিন্তু এ বিষয়টী অতি অল্প-সংখ্যক রমণীগণই বুঝিয়া থাকেন। এই জন্য এই-সম্বন্ধে দুই একটি উপদেশ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যাহা পালন করিলে সন্তানের হিত ত অনিবার্য্য, তদতিরিক্ত মাতার স্বাস্থ্যও উত্তম থাকিবে।

যে-সকল রমণী স্বীয় সুখের পাছে অন্তরায় হয় এই আশঙ্কায় আপন শিশু-সন্তানকে স্তন্যদান হইতে বিরত থাকে, তাহারা স্বীয় জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্যের প্রতি অনবধানতা প্রকাশ করিয়া থাকে। পিক-বধূগণ কাকের বাসায় অণ্ড প্রদান করিয়া পলাইয়া যায়। অণ্ড ফুটিলে বায়স পিক-শিশুকে স্বীয়-সন্তান-বোধে প্রতিপালন করে। আপনার শরীর-জাত সন্তানকে স্বয়ং প্রতি-পালন না করিয়া যে রমণী পিকবৃত্তি অব-লম্বন-পূর্ব্বক ধাত্রী নিযুক্ত করে, তাহার জীবনে ধিক্। সে মাতৃ-নামের অযোগ্যা।

মাতার যদি স্বয়ং সন্তান-পালনে কোন-রূপ বাধা থাকে, অর্থাৎ মাতা যদি রুগ্না হয় তবে তাঁহার পক্ষে ধাত্রী নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ। ঈশ্বর সন্তান-পালনের জন্য যখন রমণীগণকে স্তন দিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অভি-প্রায় এই ছিল যে, সন্তান জাত হইলে রমণী স্বয়ং স্তন্যপান করাইয়া সন্তানের লালনপালন করিবে। যখন অত্যন্ত হিংস্র পশুও স্তন্যদানে স্বীয় সন্তানের লালনপালন করে তখন তদ-পেক্ষা অধিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব তাহা করিবে না কেন? যদি রমণী সন্তান-পালনের ভার লয়েন,তবে যেন তিনি এই বিষয়টিকে স্বীয় সুবিধার অধীন না করেন। তাঁহার আমোদ-প্রমোদে বাধা না পড়িলেই তিনি সন্তানকে স্তন্য দান করিবেন, নতুবা নহে—এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানকে স্তন্য-দান করা অপেক্ষা ধাত্রী নিযুক্ত করা সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেয়ঃ।

এমন অনেক রমণী আছেন যাঁহারা সন্তানকে স্বীয়-স্তন্যদানে প্রতিপালন করিবার বাসনা সত্ত্বেও শারীরিক-অসুস্থতা-নিবন্ধন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্যারেন-না। কিরূপ অবস্থায় রমণীর স্বয়ং সন্তান পালন নিষিদ্ধ তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। রমণীর স্বয়ং সন্তান পালন করা কেন উচিত তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ, মাতৃদুগ্ধ সন্তানের পুষ্টির জন্য বিশেষ উপযোগী; এবং দ্বিতীয়তঃ, শিশুর মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য-নিবন্ধন ধাত্রী-রক্ষণাপেক্ষা স্বয়ং স্তন্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শরীরের পুষ্টির জন্য তৈলাক্ত পদার্থ, শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি বস্তু পৃথক্‌রূপে মানবের আহারে প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু এক মাতৃস্তন্যে সে-সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে তাহা যেমন সন্তানের পক্ষে উপযোগী, তেমন অন্য কিছুই নহে। ভূয়োদর্শন-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সহরে যে শিশুগণ জন্ম হইতেই মাতৃস্তন্য-ব্যতি-রেকে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬৩টী এবং যে-সকল সন্তান স্বীয়-মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত হইয়াছে; তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ৩৫টী মাত্র। অতএব শিশুগণের মৃত্যুসংখ্যার উপর দৃষ্টিপাত করিলে এমন কোন্ রমণী আছেন যিনি সন্তানকে স্বীয়-স্তন্যদান হইতে বিরত থাকিবেন্।

যাঁহারা পূর্ব্বে সন্তান প্রসব করিয়াছেন্ তাঁহাদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, গর্ভের অন্তিম অবস্থায় তাঁহাদিগের স্তন বিলক্ষণ স্ফীত ও দুগ্ধভারে অবনত হইয়া থাকে। প্রথম-প্রসূতা রমণীর দুই বা তিন দিন গত না হইলে স্তনে দুগ্ধ দেখা দেয় না। দুগ্ধ দেখা দিলে রমণীর শারীরিক অবস্থার কিছু বিপর্য্যায় ঘটে। শৈত্য, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ

প্রকাশ পায়; কিন্তু তাহা শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। স্তন বৃহৎ হয় ও নীলবর্ণের শিরা-নিচয় স্তনের উপর দৃষ্ট হয় এবং প্রসূতি বেদনানুভব করিয়া থাকেন্। এই লক্ষণগুলি সন্তান স্তন্য পান করিলেই অন্তর্হিত হয়।

সর্ব্বপ্রথম যে-দুগ্ধ ক্ষরিত হয় তাহা দেখিতে কতকটা আবিল কিন্তু পরে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রথম দুগ্ধ বালকের জুলাপের কার্য্য করে। যাহারা পূর্ব্বে অপত্য-হীন ছিলেন এবং যাহাদিগের গর্ভের অন্তিম অবস্থায় দুগ্ধ ক্ষরিত হয় নাই, তাঁহারা পুনঃ-পুনঃ সন্তানের মুখে স্তন দিবেন না। কারণ, স্তন টানিলে যদি বালক দুগ্ধ না পায় তবে সে আর স্তন মুখে করিতে চাহিবে না। ইহাতে এরূপ বুঝা উচিত নহে যে, সন্তানকে প্রথম বা দ্বিতীয় দিন আদৌ স্তন দিবেন না। সন্তানকে স্তন দিলে শীঘ্র দুগ্ধ-স্রাব হয়।

যাহাদিগের পূর্ব্বে কোন সন্তান জন্মে নাই এবং যাহাদিগের দুগ্ধ ক্ষরিত হয় নাই, তাঁহারা নবজাত বালকের মুখে ছয় ঘণ্টা অন্তর একবার স্তন দিবেন। সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাহাকে গাধীর দুগ্ধ অথবা গাভীর দুগ্ধ উষ্ণ-জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে চিনি-সংযোগ-করণান্তর ঈষৎ মিষ্ট করিয়া পান করাইবে।

গাভীর দুগ্ধ হইলে তাহাতে উষ্ণ-জলের পরিমাণ সমান হওয়া চাই। দুই ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধ খাওয়ান উচিত। দুগ্ধের পরিমাণ জানিতে হইলে একটা আচূষণ-বোতলে দুগ্ধ ভরিয়া সন্তানকে পান করিতে দিলেই বাল-কের আহারের পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে। বালক আবশ্যকাতিরিক্ত দুগ্ধ পান করিবে না। এই সময় ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইলে দুগ্ধের আন্দাজ পাওয়া যায় না; সুতরাং, অতি-ভোজন-নিবন্ধন সন্তানের রোগ জন্মিতে পারে।

স্তনে দুগ্ধ আসিলে কৃত্রিম আহার পরিত্যাগ করিয়া বালককে স্তন-দুগ্ধ পান করিতে দিবে। স্তনদুগ্ধ পান করাইতে হইলেও একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। শৃঙ্খলা না থাকিলে কু-অভ্যাস-জনিত পাকাশয়ের পীড়া সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। সন্তান রোদন করিলেই যে স্তন-দুগ্ধ দিতে হইবে, তাহা নহে। সন্তান কাঁদিলেই যদি স্তন্য দেওয়া হয় তবে অতিভোজন-প্রযুক্ত বালকের বমন ও উদরা-ময় সঙ্ঘটিত হইতে পারে।

শিশুর আহারের শৃঙ্খলা না থাকিলে মাতা ও বালক উভয়কেই ভুগিতে হয়। শিশুর জন্মের প্রথম দিন হইতে একমাস-কাল পর্য্যন্ত দিনে দুই ঘণ্টা ও রাত্রে ৪ ঘণ্টা অন্তর একবার দুগ্ধ পান করাইবে। প্রথম হইতেই এই নিয়ম স্থাপন করা উচিত; কারণ, মাতার বিশ্রামেরও বিশেষ আবশ্যক। বিশৃঙ্খলা-নিবন্ধন যদি রাত্রে মাতার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় তবে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, দুগ্ধের অপকর্ষতা এবং বালকের পুষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিবে।

সন্তান নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেই স্তন্যপান করান প্রশস্ত। স্তন্যপান করিলেই সন্তান নিদ্রা যায় এবং তখন মাতাকে কোন কষ্ট ভুগিতে হয় না। স্তন্যপান-সময়ে সন্তানকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। ইহা করিলে এমন কু-অভ্যাস হইয়া যাইবে যে, স্তন বিনা সন্তানের নিদ্রাই আসিবে না। সুতরাং এরূপ কুঅভ্যাস হইতে দিবে না।

সন্তানের জন্মের প্রথম মাস হইতে দন্ত-

নির্গমন কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত-নিয়মে তাহাকে স্তন্য দান করিবে। দিনে ২॥ বা ৩ ঘণ্টা এবং রাত্রে ৩ বা ৪ ঘণ্টা অন্তর একবারের অধিক স্তন্য প্রদান করিবে না। বালক যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, আহারের সময়ও তদনুসারে বৃদ্ধি করিয়া দিবে। এই নিয়মে কার্য্য করিলে বালক ৪।৫ ঘণ্টা কাল গাঢ় নিদ্রা যাইবে এবং মাতাও তাঁহার স্বাস্থ্যের আবশ্যকানুযায়ী নিদ্রার সময় পাইবেন। কিন্তু যদি এরূপটা না হইয়া রাত্রিকালে মাতার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তবে তাহার স্বাস্থ্য-হানি অবশ্যম্ভাবী।

প্রথম-দন্ত-নির্গমের সময় পর্য্যন্ত বালককে মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন দুগ্ধ দিবে না। প্রথম দন্ত নির্গত হলেই বুঝিতে হইবে যে, সন্তানের কঠিন আহারের আবশ্যক হইয়াছে; স্বভাব তাহাকে কঠিন দ্রব্যাদি আহার করিবার জন্য দন্ত দিয়াছে। সুতরাং, একটু এ্যারারুট, কি দাউল, কি সামান্য ভাত বালকের মুখে দিতে আরম্ভ করিবে। যখন দেখিবে যে বালক পরিপাক করিতে পারিতেছে, তখন যে দ্রব্য হজম করিতেছে তাহাকে সেই দ্রব্য খাইতে দিবে। হঠাৎ আহারের পরিবর্ত্তন করিবে না। পরীক্ষা-দ্বারা যখন নির্ণীত হইবে যে অমুক বস্তু বালক পরিপাক করিতেছে, তখন সেই বস্তু তাহাকে দিবে।

দুগ্ধ ছাড়ান।—বালক ৯।১০ মাসের হইলে তাহাকে আর স্তনদুগ্ধ দিবে না। অনেক মহিলা ১৫, এমন কি ১৮ মাস পর্য্যন্ত স্বীয় বালককে স্তন্য পান করান। তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, যত অধিক সময় পর্য্যন্ত স্তন্য-দান করিবে তত অধিক সময় পর্য্যন্ত রমণী গর্ভধারণ করিবে না। বলা বাহুল্য, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। বালককে স্তন্য পান করান গর্ভধারণের পরিপন্থী হইতে পারে না। রমণী গর্ভবতী হইলে তাহার স্তনদুগ্ধ বিকৃত হয় এবং সেরূপ স্থলে রমণী যদি স্তনদুগ্ধ স্বীয় সন্তানকে পান করান্, তবে সেই বিকৃত স্তন্যের ফলে বালক পীড়িত হইবে।

স্তনদুগ্ধ ছাড়াইবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। অবস্থার বিপর্য্যয়ে নিয়মেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মাতা ও বালক স্বস্থ থাকিলে ৯ বা ১০ মাস হইতে বালকের দুগ্ধ-ছাড়ান আরম্ভ হওয়া উচিত। বালক যদি দুর্ব্বল হয়, অথবা সে যদি যক্ষ্মারোগ-গ্রস্থ পিতা মাতা হইতে জন্মিয়া থাকে, এবং সেই বালক যদি স্বস্থ-ধাত্রী-দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তবে তাহার দুগ্ধ ছাড়ান ১১-১২ মাস হইতে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। মাতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হইলে একেবারে দুগ্ধ ছাড়াইয়া দিবে। দন্ত নির্গত হইলেই কৃত্রিম উপায়ে বালকের পরিপোষণ আরম্ভ হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে স্তনদুগ্ধও ক্রমশঃ ছাড়াইতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় এক-কালে বালককে কি পরিমাণে আহার দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করা অসম্ভব। কারণ, বালকমাত্রেরই পরিপাক-শক্তি বিভিন্ন। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এক-কালে তিন আউন্স তরল খাদ্য দিতে পারা যায়; কিন্তু তদতিরিক্ত কখনও দিবে না। অতিমাত্রায় আহার দিলে বালক পরিপাক করিতে পারে না; সুতরাং তাহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া থাকে।

স্তন্য-দান ঃ—গর্ভাবস্থায় কসা জামা পরিধান করিলে রমণীগণের চুচুক বসিয়া যায়; সুতরাং প্রসূত সন্তান মুখে স্তন ধরিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অতিশয় সাবধানতার সহিত বালকের মুখে স্তন দিবে, নতুবা বালক সজোরে মুখ বসাইলে বায়ু-রোধ হইয়া তাহার শ্বাস বন্ধ হইতে পারে।

স্তন্য দিতে হইলে পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করতঃ একহস্তের উপর স্বীয় মস্তক রাখিয়া স্তন্য দেওয়াই মাতার পক্ষে প্রশস্ত। শয্যার উপর উপবেশন-পূর্ব্বক স্তন্য দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। উপবিষ্ট-অবস্থায় স্তন্যদান করিলে প্রসূতির পৃষ্ঠ-বেদনানুভূতি হইতে পারে। শয্যার বাহিরে স্তন্য দিতে হইলে সোজাভাবে উপবেশন করিয়া স্তন্য দেওয়াই বিধি। তখন শয়ন করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।

সন্তানকে স্তন্য দিবার পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ-জল-দ্বারা স্তনকে ধৌত করা উচিত। তদনন্তর তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সন্তানকে স্তন দিবে। শিশুর স্তন্য-পানান্তে পুনরায় অনুরূপ ক্রিয়ার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ঈষদুষ্ণ-জল ও সাবান দ্বারা স্তনকে প্রত্যহ দুই বা তিন বার ধৌত করিবে।

প্রসূতির মানসিক অবস্থা দুগ্ধ-ক্ষরণের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, মাতার ক্রোধ বা বিষাদের পর সন্তানকে স্তন্য দান করাতে বালক সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়াছে। অতএব প্রসূতিগণ স্মরণ রাখিবেন যেন সন্তানের স্তন্যপান-কালে তাঁহাদিগের মন প্রফুল্ল থাকে।

কাহারা স্তন্য পান করাইবার অনুপযোগী ঃ— সন্তানকে স্তন্য-দান করিবার বাসনা সত্ত্বেও কখন কখন বালকের এবং নিজের হিতের জন্য মাতাকে স্তন্য-দান হইতে বিরতা হইতে হয়। চিকিৎসক নিষেধ করিলেও যদি মাতা বলপূর্ব্বক সন্তানকে স্তন্য দান করেন, তবে তিনি সন্তানের মধ্যে রোগের বীজ উপ্ত করিবেন। যাহারা যক্ষ্মারোগাক্রান্তা তাহারা সন্তানকে স্তন্য দান করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এরূপ ক্ষেত্রে ধাত্রী নিযুক্ত করা মাতার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ধাত্রী রাখিলে সন্তানও দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয় এবং সে জন্মকালে পিতামাতা হইতে যে দোষ প্রাপ্ত হয়, তাহা সবল ধাত্রীর অবিকৃত দুগ্ধ পানে নিবারিত হইয়া থাকে।

যে-সকল রমণী স্নৈবিক বিকারগ্রস্ত এবং অল্পতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবম্ভূত-রমণী সন্তানকে স্তন্য দিবার অনুপযোগী। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মাতার মানসিক অবস্থা দুগ্ধক্ষরণের উপর প্রবল আধিপত্য করিয়া থাকে, এবং যাহা মাতার উপর অশান্তি আনয়ন করে তাহা তাঁহার দুগ্ধকেও বিকৃত করিয়া থাকে।

কোন কোন রমণী রুগ্না না হইলেও তাহাদিগের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত কোমল। এবম্বিধ রমণী সন্তানকে স্তন্য দান করিতে পারে বটে, কিন্তু যদি তাহাতে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্তন্যদান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, স্তন্য পান করাইতে করাইতে সহসা কোন দিন মাতার স্তন্যক্ষরণ রোধ হইয়া যায়। এরূপ-স্থলে দুই বা তিন দিন সন্তানকে স্তন না দিলেই, স্তনে দুগ্ধ পূর্ব্ববৎ প্রত্যাগমন করে। কোন বিপদ সঙ্ঘটিত

হইলে হঠাৎ এইরূপ অস্থায়িরূপে দুগ্ধ-ক্ষরণ লোপ হইয়া যায়।

স্তন্য-দান-কালে স্বাস্থ্যের জন্য মাতার কর্ত্তব্য—স্তন্যদান-কালে মাতার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে তবে সন্তানের স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে। সুতরাং মাতার স্বাস্থ্য যাহাতে বিকৃত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে উচিত। মাতার স্বাস্থ্য-বিকৃতিতে বালকের স্বাস্থ্য-বিকৃতি অনিবার্য এবং বালকের স্বাস্থ্য খারাপ হইতে দেখিলে মাতার স্বাস্থ্য আরও অবনতি প্রাপ্ত হইবে। অতএব নিম্নলিখিত কতক-গুলি বিষয়ের উপর মাতার দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আহার।—সন্তান পোষণকারিণী মাতার আহার পুষ্টিকর অথচ সহজ-পাচ্য হওয়া চাই। খাদ্যের পরিমাণ-বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই। মদ্যাদি উত্তেজক পদার্থ সম্পূর্ণ-নিষিদ্ধ। সুখকর কার্যে ব্যাপৃতি এবং নিয়মিত ব্যায়াম যেরূপ মানসিক অবসাদ দুর করিতে সমর্থ, সুরাদি উত্তেজক পদার্থ সেরূপ নহে। অত্যন্ত মসলা-সংযুক্ত খাদ্য পরিহার করিবে, কারণ তাহা দুষ্পাচ্য। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও যে, যে-খাদ্য মাতা আহার করিবে বালকের উপরও তাহা আধি-পত্য বিস্তার করিবে। খাদ্যের গুণে যদি মাতার কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা উদরাময় হয়, তবে সন্তানের উক্ত রোগ হওয়া অবশ্যম্ভাবী! এ সমস্ত জ্ঞান মাতার থাকা উচিত।

ব্যায়াম :—স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য মাতার ব্যায়াম বিশেষ আবশ্যক। পাদ-চারণ সর্বোৎকৃষ্ট ব্যায়াম। কিন্তু সকল হিন্দু-রমণীর ভাগ্যে ইহা ঘটিয়া উঠিতে পারে না। গৃহ-কর্ম্ম যদি আমোদের সহিত কৃত হয়, তাহাতেও উত্তম ব্যায়াম হইতে পারে।

স্নান :—মাতা প্রত্যহ স্নান করিবেন। স্নানে স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক-শক্তি আছে। এই স্নান প্রত্যূষে হওয়াই উচিত। প্রচণ্ড শীতে ঈষ-দুষ্ণ জল ব্যবহারে দোষ নাই।

পরিচ্ছদ :—প্রসূতির পরিচ্ছদ ঢিলা হওয়া উচিত। আঁটা পোষাক সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। যে পরিচ্ছদ-দ্বারা অঙ্গ-চালনার অসুবিধা ঘটে তাহা কখনও সুখকর হইতে পারে না।

কার্য্য—সন্তান-পালিকার কার্য্যাদি লঘু হওয়া উচিত। যে-কার্য্য দ্বারা ক্লান্তি না হয় তাহাই প্রশস্ত। এবম্বিধ লঘু কার্য্য দ্বারা শরীর ও মন সবল হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধ শুষ্ক করিবার উপায়।—সন্তানকে অবিচ্ছেদে প্রায় নয় মাস পর্য্যন্ত স্তন্য দান করার পর যদি সন্তানকে স্তনদুগ্ধ ছাড়াইতে হয়, তবে রমণী স্তনে কিঞ্চিন্মাত্র বেদনা অনুভব করে না। যদি সন্তানকে স্তন্য ছাড়ানর পর রমণী বেদনানুভব করে এবং স্তন দুগ্ধভারে স্ফীত হয়, তবে স্তন হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে দুগ্ধ গালিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। অতিমাত্রায় দুগ্ধ বাহির করা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ, স্তন হইতে পুনরায় দুগ্ধ-ক্ষরণ হইয়া পুনরায় বেদনানুভূতি হওয়া সম্ভব। যে পরিমাণে দুগ্ধ বাহির করিলে বেদনার উপশম হয়, সেই পরিমাণে দুগ্ধ বাহির করা কর্ত্তব্য। কখন কখন মৃতবৎসা রমণীর স্তন দুগ্ধ-ভারে ফুলিয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় জুলাপ লওয়া কর্ত্তব্য। Epsom Salt উত্তম বিরেচক। তৈল উষ্ণ করিয়া স্তনে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য-Eau-de-cologne এবং জল মিশ্রিত করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে হিতকর ফল দর্শে। এতদ্দেশীয় রমণীগণ স্তনে মুসুর ডাল বাটিয়া প্রলেপ দেন—তাহাতেও দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায়।

শ্রী হেমন্ত কুমারী দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৫)

কক্ষের দ্বার-সম্মুখে আসিয়া নমিতা আবার দাঁড়াইল ও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—এখনও 'ডিউটি' পড়িতে খানিকটা সময় বাকী আছে, এমন সময় আপনা হইতে গিয়া রোগীকে কোন' কিছু সাহায্য করিবার জন্য মিসেস্ দত্তের কাছে কি বলা যায়?

প্রত্যেকেই তাহার কর্ত্তব্য-পালনে যথা-রীতি বাধ্য, ইহা ত নীতি-সঙ্গত যুক্তি; কিন্তু এই বাধ্যতার মধ্যে তাচ্ছীল্য বা অনিচ্ছা-মূলক ঝড়ের ঝাপ্টা আসিয়া পড়িলেই শান্তিভঙ্গের উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে। তাই নমিতা অন্তরের মধ্যে একটা বিদ্রোহিতার ঈষদুন্মেষ অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল;—না না, কক্ষস্থ ঐ ক্লিষ্টের করুণ কাতরোক্তি তাহার বুকের মাঝে ঘা দিয়া বিপ্লবের সুরঝঙ্কার উৎপাদন করিতে চাহি-তেছে। না, এখন উহার সান্নিধ্যে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সমীচীন নহে; হয় ত অন্যের পক্ষেও তাহা নিরবচ্ছিন্ন-আরাম-দায়ক ব্যাপার হইবে না, থাক্।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নমিতা ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। দ্বিতলের বারান্দার প্রান্তে দুইখানা চেয়ার পাতা ছিল, একখানা চেয়ার লইয়া সে 'রেলিং' এর গা ঘেঁসিয়া বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল ও উদাস-নয়নে বাগানের দিকে চাহিয়া নীরবে নানা-কথা ভাবিতে লাগিল।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শ্যামচ্ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল, বাগানে হরেক রকমের গাছের সবুজ পাতার হরেক রঙের ফিকা গাঢ়ত্ব, তখন সন্ধ্যার কোমল ম্লানালোকে সমস্ত বর্ণ-পার্থক্য ঘুচাইয়া, গভীর সৌহৃদ্যে এক রাঙা-শ্যামলতার স্মিত-মনোহর-বেশে হাসিতে-ছিল! আকাশের তিন দিকে অনুজ্জ্বল নীলিমার বুকে দুই-একখানা ভাঙ্গা কাল মেঘ মৃদু-গতিতে উড়িয়া যাইতেছিল। পশ্চিমাকাশে কে যেন দীপশিখার ঔজ্জ্বল্যে সিঁন্দুরের রক্তিমা ছড়াইয়া অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যের সুন্দর শিল্প রচনা করিয়াছিল; পশ্চিমের শ্রেণীবদ্ধ বড় আমগাছগুলির পাতার ফাঁক হইতে সে বর্ণ-সুষমা বড় চমৎকার দেখাইতেছিল! নমিতা সেই দিকে চাহিয়া মৃদুভাবে একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। ধন্য শিল্পি! একই সময়ে একই আকাশের বুকে, কত বর্ণ-বৈচিত্র্য কি সুন্দর নির্ব্বিরোধিতায় ফুটিয়াছে!—

কিন্তু নমিতা ভাবিতেছে কি? ক্ষমা-দ্বারা বিরোধকে জয় করিয়া চলিতে হইবে। হাঁ, সে তাহাই করিবে। এই সাধনাই সে জীবনের জন্য বরণ করিয়া লইয়াছে; কিন্তু বিরোধের প্রাবল্যের সহিত সম্মুখ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখনও তাহার ক্ষমা যোগ্য-শক্তি লাভ করে নাই। তা না করুক, কিন্তু সে হতাশ হয় নাই। ইচ্ছাশক্তির অসাধ্য কাজ কি হৃদয়ের মধ্যে থাকিতে পারে?—না।

পায়ে পায়ে আঘাত খাইয়া সে ত প্রতি-মুহূর্ত্তেই সমস্ত সত্য-মিথ্যাকে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে! সে ত সব বুঝিতেছে! এই একটা ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া দেখা যাক্ না,—

মিস্ স্মিথ্ তাহাকে একটু বেশী স্নেহ করেন্ বলিয়া মিসেস্ দত্ত মহোদয়া অকারণে তাহার উপর অপ্রসন্ন। হায় রে সংসার! এখানে অযাচিত স্নেহও জ্বালাজনক ঈর্ষার উদ্দীপক! বড় দুঃখে নমিতার হাসি পাইল, ব্যথিতভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কপালের ঘাম মুছিল।

তা হউক, ইহার জন্য নমিতা ক্লিষ্ট নয়; ক্লিষ্ট হয় সে অন্য-কারণে। এই প্রচ্ছন্ন বিড়ম্বনাটুকু মাঝখানে আড়াল পড়াতে কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে সময় সময় বড় বিব্রত হইতে হয়। দত্তজায়ার নিকট কোন সাহায্য গ্রহণ করিতে বা স্বেচ্ছায় সমাদরে তাঁহার কর্ত্তব্যের কোন অশং নিজের ঘাড়ে টানিয়া সানন্দে বহন করিতে নমিতার ভয় হয়। ববং বিদেশিনী হইলেও হাঁসপাতালে মিস্ চার্ম্মিয়াণের সঙ্গে আন্তরিক সরলতায় এরূপ আনন্দের আদান-প্রদানে তাহার দ্বিধা বোধ হইত না। আহা! দত্তজায়া যদি একটুখানি—। সে কথা যাক্, সে বিচার-ব্যবস্থার অধিকার তাহার নাই। সে অকপট-প্রাণে শুধু নিজের কর্ত্তব্যটুকু পালন করিয়া যাইবে, তারপর যাহা হয় হইবে, আর যাহা হয় হউক। কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে সে দত্তজায়াকে চিরদিন নিজের জেষ্ঠ্যা ভগিনীর মত সম্মান করিতে বাধ্য।

"অহো বাপ্, ওঃ—"—এই আকস্মিক ত্রস্ত আর্ত্তস্বর দূরে ধ্বনিত হইল; নমিতা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রেলিং এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্বর-লক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল, নীচে বারেন্দার প্রান্তে কল্-ঘরের পাশে পথের উপর যন্ত্রপাতি-সমেত গুরুভার 'ষ্টেরেলাইজ বক্স'-ঘাড়ে বৃদ্ধ সন্দার-কুলি ছট্টু যন্ত্রণাব্যঞ্জক-মুখে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ঐ কাতরতা-সূচক ধ্বনি করিতেছে! বোধ হয়, তাহার পায়ে কিছু লাগিয়াছে। মাথার ভারি বাক্সটা সে নামাইতেও পারিতেছে না, অথচ পায়ের কোন কিছু সাহায্য-ব্যবস্থার উপায়ও নাই। নিকটে কেহই ছিল না, সুতরাং নমিতা ব্যস্তভাবে চারিদিক চাহিয়া ভাবিতে লাগিল -- "তাই ত কেউ যে নাই—।"

ঠিক এই সময়ে দ্রুতপদে কলঘরের ভিতর হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল। সন্ধ্যার ছায়ায় তাহাদিগের মুখ অস্পষ্ট হইয়া আসিলেও নমিতা কণ্ঠস্বরে বুঝিল যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি---সেই কম্পাউণ্ডার তেওয়ারী। নমিতার উদ্বেগ মুহূর্ত্ত-মধ্যে অন্তহিত হইল। তাহার মনে হইল যেন বৃদ্ধ ছট্টুর জন্য আর কাহাকেও কিছু ভাবিতে হইবে না, তাহার সব যন্ত্রণার উপশম হইয়া গিয়াছে।

আশ্বস্তভাবে সে চেয়ারে আবার বসিয়া পড়িল এবং রঙ্গমঞ্চের অভিনয়দর্শনোৎসুক দর্শকের মত নির্ভাবনা-প্রসন্ন-মুখে ও সস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সে দেখিল--- সুরসুন্দর আসিয়া একটিও কথা না বলিয়া বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ও সযত্নে তাহার পায়ে হাত দিয়া কি যেন কিছু একটা টানিয়া তুলিল। তাহার বোধ হইল যেন সেটা কাঁটা। বৃদ্ধ ছট্টু আরাম পাইয়া বলিল, "আঃ! জীতা রও, বাপ্"।

মাথা হইতে তাড়াতাড়ি ষ্টেরেলাইজ বক্স নামাইয়া বৃদ্ধ তেওয়ারীকে প্রণাম করিল, তেওয়ারী যে ব্রাহ্মণ। তেওয়ারী একটু বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তুলিল, ও বৃদ্ধের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কুণ্ঠাটুকু সংশোধন করিবার জন্য কোমলকণ্ঠে কি কতক-গুলা কথা

বলিল। তাহার একটা কথা নমিতার কাণে গেল—…"হাম্ তোমরা লেড়্কাক মাফিক্ ছট্টু! চলা যাও বাবা।" ছট্টু গেল কি না সুরসুন্দর দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল না; তাড়াতাড়ি অর্দ্ধধৌত গ্যালিপট হাতে লইয়া কলঘরে ধুইতে গেল। সুরসুন্দরের সঙ্গীটি এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সুরসুন্দর বিনা-বাক্যে আসিয়া কাজটি সমাধা করিয়া বিনাড়ম্বরে সরিয়া যায় দেখিয়া সে সপরিহাসে বলিল, "হোঁ তেওয়ারী জী, বুঢ্ঢাকো কোঢ়ি (কুষ্ঠগ্রস্থ) বানাও গে?"

কণ্ঠস্বরে নমিতা বুঝিল, এ ব্যক্তি তাহাদের হাঁসপাতালের—সেই ছেলেমানুষের মত রঙ্গ কৌতুক-প্রিয় সরলহৃদয় কম্পাউণ্ডার—সমদ্রপ্রসাদ সিংহ। সমদ্রের কথার উত্তরে শুনিতে পাওয়া গেল, কল ঘরের ভিতর হইতে সুরসুন্দর রহস্য স্মিত কণ্ঠে কি যেন উত্তর দিতেছে। কথাগুলি বুঝা গেল না, কিন্তু তাহার সেই কথায় সমদ্রপ্রসাদ যেন নবোত্সমে যো পাইয়া বসিল ও দ্রুত-উচ্চারিত ভাষায় উৎসাহিত-কণ্ঠে সুরসুন্দরকে প্রচ্ছন্ন-কৌতুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া সুরসুন্দর যে কণ্টকোৎপাটন-অছিলায় তাহার পায়ে হাত দিয়াছে সে শুধু নিরীহ বেচারীর পা-দুইটিতে বুড়া বয়সে গলিত কুষ্ঠ ধরাইবার জন্য। অতএব সত্বরই সুরসুন্দরের শাস্তিবিধানে মনোযোগ দেওয়া ছট্টুর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য, নচেৎ তাহার দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য।

সমুদ্রপ্রসাদকে হাঁসপাতালের সকলেই ভাল রকম চিনিত; সুতরাং বৃদ্ধ ছট্টু তাহার সহৃদয়তাপূর্ণ সুযুক্তির উত্তরে শুধু একটু হাসিয়া কম্পিত ওষ্ঠে কৃতজ্ঞ-স্বরে সুরসুন্দরের জন্য ভগবানের দয়া ভিক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। সমুদ্রও কপট হতাশা-প্রকাশে আপন-মনে কাল-ধর্ম্মের বিকৃতি-সম্বন্ধে নানা মন্তব্য আলোচনা করিতে করিতে কলঘরে ঢুকিল।

ঘটনাটা ছোট— অতি ছোট। অন্য সময় হইলে নমিতা এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাক্, হয় ত, দৃক্পাতও করিত না। কিন্তু আজ সে তাহা পারিল না, গভীর আনন্দে স্তব্ধভাবে বসিয়া বিস্ময়োজ্জ্বল-নয়নে সে সমস্ত দৃশ্য দেখিয়া লইল। ব্যাপারটা লইয়া কোন কিছুর সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে, বা ইহার কোন অংশের বিচার বিশ্লেষণ করিতে তাহার সাহস হইল না। সে শুধু নিভৃত প্রীতি-স্পন্দিত হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন-তরঙ্গের মধ্যে একটি নিবিড় শ্রদ্ধাস্পর্শ বারম্বার্ অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইল। আহা,—কে বলে যে এ রোগি-নিবাসে শুধু মৃত্যু-দূতের আগমন-পদ-শব্দই অহোরাত্র অস্বস্তি-কর ভীষণতায় ধ্বনিত হইতেছে? না—না, এখনও এখানে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সমবেদনার সন্ধিযোগ বাঁচাইয়া রাখিতে, জীবনের দূতও—আছে! দুঃখের বিষয়টা যতই বেশী হউক, কিন্তু সুখের বিষয়টা যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, ইহাই অপরিসীম সৌভাগ্য!

পথে আসিবার সময়, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দৃষ্ট ঘটনাগুলি একে একে নমিতার মনে পড়িয়া গেল। অনেকগুলি অচিন্ত্যপূর্ব্ব কৌতুহল তাহার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়া জাগিয়া উঠিল। সে কয়েক-মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে

বসিয়া রহিল ও তাহারপর সহসা মনে পড়িয়া গেল যে, তাহার ডিউটির নির্দ্দিষ্ট সময়ের আর বেশী দেরী নাই। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং সিঁড়ির পাশে, যে ঘরখানায় ঢুকিতে গিয়া তখন ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই কক্ষেই গিয়া প্রথমে ঢুকিল।

নমিতা দেখিল, আজ কয়দিন হইতে সেখানে যে দুইজন রোগী ছিল, তাহার উপর এখন আর-একজন নূতন বাড়িয়াছে। সেই নূতন রোগীর শয্যাপার্শ্বেই খোলা জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া দত্তজায়া গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে কি-একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছেন,—পড়েন নাই।

দত্তজায়ার বয়স অন্যূন চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর। তাঁহার আকার কিছু খর্ব্ব এবং স্থূল; রংটা আধময়লা, মুখ-চোথ মন্দ নয়। কপাল অত্যন্ত নীচু এবং চক্ষু-দুইটি কিছু ছোট বলিয়া মুখশ্রী তেমন বুদ্ধিমত্তা ও সরলতার পরিচায়ক নহে। দৃষ্টি-ভঙ্গিতে একটা অকারণ-ক্রূরতার জ্বালা অহরহঃ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি-সম্ভ্রম করিতে পারুক আর না পারুক —তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া অনেকে যে ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

নমিতা ঘরে ঢুকিলে তিনি বই হইতে চোখ তুলিয়া একবার চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। এরূপ স্থলে পরিচিত-সম্ভাষণে সংক্ষিপ্ত শির-কম্পনে উর্দ্ধে উঠিতে তিনি সচরাচর বড় একটা ইচ্ছুক হইতেন না। নমিতা তাহা জানিত, তাই সেও কোন কথা না কহিয়া, মাথা নোয়াইয়া দৃষ্টি ফিরাইল ও পুরাতন রোগীদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নূতন রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

দত্তজায়ার নিকট অনতিকালপূর্ব্বে তিরস্কৃত হইয়াই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, সেই শয্যাশায়ী রোগীটি তখন মুদ্রিত-নয়নে যথাসাধ্য আত্ম-সম্বরণের চেষ্টায় মৃদু মৃদু কাতরোক্তি করিতেছিল। পাশে খোলা জানালার ভিতর দিয়া সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোক রোগীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল! নমিতা তাহার মুখপানে চাহিয়া সহসা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"একি মক্‌বুলের মা, তোমার এমন অসুখ করেছে?—কই কেউ তো এ কথা বলে নি?—" নমিতা শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার ললাটে হস্তার্পণ করিল এবং কোমল-স্বরে পুনশ্চ বলিল, "তোমার কি অসুখ করেছে, মক্‌বুলের মা?

রোগযন্ত্রণাচ্ছন্ন বৃদ্ধা মুসলমান রমণীর প্রাণে সে সুকোমল সহানুভূতির স্পর্শ বুঝি, বড় বেশী জোরে আঘাত করিল, তাই বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল। দত্তজায়া ব্যাপার দেখিয়া ঈষৎ বিচলিত হইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তুলিয়া অস্ফুট-স্বরে নমিতাকে প্রশ্ন করিলেন, "একে চেন কি?"—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দৃষ্টি-কোণে একটু কৌতূহল-মিশ্রিত ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

নমিতা সেটুকু লক্ষ্য করিল। কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া সে পরিষ্কার-কণ্ঠে উত্তর দিল "হ্যাঁ চিনি—?"

"কি রকম?—"

মনের অনিচ্ছা দমন করিয়া নমিতা কহিল, "এই মক্‌বুলের মা আমাদের বাড়ীতে

গামছা-টামছা মাঝে মাঝে বিক্রী করিতে যায়, সেই সূত্রে চিনেছি। বড় গরীব এরা—।"

"ওঃ"। নিষ্করুণ তাচ্ছীল্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দত্তজায়া চক্ষু ফিরাইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাপার হরপ তখন দেখা যাইতেছিল কি-না —তিনিই জানেন; কিন্তু তথাপি তিনি বই খানার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

রোরুদ্যমানা বৃদ্ধাকে সংক্ষেপে সান্ত্বনা দিয়া নমিতা একে একে প্রশ্ন করিয়া শুনিল যে, তাহার আজ সাতদিন সর্দ্দি, কাশী ও জ্বর হইয়াছে। বৃদ্ধার অল্পবয়স্কা বিধবা পুত্রবধূদ্বয় যথাসাধ্য যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু চিকিৎসার খরচ যোগাইয়া ওঠা তাহাদের সাধ্যাতীত; তাই বৃদ্ধা স্বেচ্ছায় সাধারণ চিকিৎসালয়ে চলিয়া আসিয়াছে।

ভৃত্যগণ কক্ষে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। নমিতা বসিয়া বৃদ্ধার সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময় সিঁড়িতে ভারি জুতার মশ্ মশ্ শব্দ হইল। নমিতা কথা বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দত্তজায়াও বইখানা মুড়িয়া চেয়ারের পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া টুপি খুলিয়া ডাক্তারবাবু কক্ষে ঢুকিলেন, এবং চঞ্চল-চকিত-নয়নে গৃহস্থ প্রাণীগুলির উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া, স্বভাবসিদ্ধ দ্রুত-উচ্চারিত স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার-সাহেব পার্টিতে গেছেন, আজ আর আসবেন না। সত্যবাবুকে ও ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম। আপনাদের এখানে আজ একজন নতুন লোক এসেছে?

"এই যে এই 'বেডে'—" দত্তজায়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে বৃদ্ধার বিছানা দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তারবাবু পকেট হইতে ষ্টিথোস্কোপ্ (Stetho-scope) বাহির করিতে করিতে রোগীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভোগাবে দেখ্ছি?"

তিনি বসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ও রোগসম্বন্ধীয় আবশ্যক প্রশ্নাদি করিয়া শুশ্রূষা-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপদেশ দিয়া তাহার নিকট হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। সহসা দত্তজায়ার সেই বইখানার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; ফশ্ করিয়া সেটা চেয়ারের উপর হইতে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এ কি কোন নভেল্ নাকি? আপ্‌নি পড়্‌ছিলেন? না, এ যে কর্ম্মযোগ। স্বামী বিবেকানন্দ! এ বই মিস্ মিত্রের বুঝি?"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নমিতার দিকে চাহিলে নমিতা মাথা নাড়িল; দত্তজায়া গম্ভীর-মুখে বলিলেন, "না, ওটা আমিই আপ্-নার ভায়ের কাছে চেয়ে নিয়েছি। আমি ভেবেছিলুম্ ওটা ইংরাজি নভেল, তাই পড়্বার জন্যে।"

"নিম্মলের কাছ্ থেকে? হুঁ"—এই কথা বলিয়া অবজ্ঞাভরে চুম্‌কুড়ি দিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, "ওর ঐ সব বুজরুকিই তো আছে; বি, এ, পাশ কর্‌তে চল্লো, কিন্তু বুদ্ধি যদি এক বিন্দু— হুঁ! আচ্ছা, বিবেকানন্দের লেখা আপ্‌নার কেমন লাগে?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "এমন কিছু glorious (যশস্কর) ব্যাপার তো দেখ্-লুম্ না। সবটা অবিশ্যি পড়িনি। আমার ভাল লাগ্‌ল না।"

ব্যঙ্গ-ভরে হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এ লোক্‌টার নাম শুন্‌লে আমার তো হাসি

পায়। কল্‌কাতায় যখন সতীশ-দা'র সঙ্গে ইনি কলেজে পড়্‌তেন, তখন আরে বাপ্‌, কি ফূর্ত্তিবাজ লোকই ছিলেন,—এখন স্বামী বিবেকানন্দ!—হুঁ,ইনি সেই দত্ত!"—ডাক্তার বাবু বইখানা বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে তাহার মাঝখান হইতে পাতাগুলা থস্‌ থস করিয়া উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন। ছাপার হরপের বাহার ও কাগজের পাতার সংখ্যা ছাড়া তিনি যে পুস্তকের মধ্যে আর কিছু দেখিতেছেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল।

দত্তজায়া আনন্দের সহিত হাসিয়া বলিলেন, "আপনারও তা হলে এঁর ওপর Respectability (শ্রদ্ধা-ব্যঞ্জক ভাব) নেই?"

"কিছু না। আমি ত এঁর লেখা কখনো পড়িনি! তবে হ্যাঁ, লোকের মুখে শুন্‌তে পাই যে, লোকটা 'maxim-monger' (বচন-ব্যবসায়ী)র অনুপযুক্ত ছিল না। আমেরিকা ট্যামেরিকা ঘুরে এসেছিল, ইংরিজিটা বেশ চমৎকার জানত।"

নমিতা সজোরে অধর দংশন করিয়া মুখ ফিরাইল। হায়! স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ! তোমার সম্মানের মর্য্যাদা আজ এখানে শব্দশাস্ত্রের স্কন্ধে ভর দিয়া রক্ষা পাইল! তবু ভাল। মানুষের বুদ্ধি বিচক্ষণতা কি তীক্ষ্ণ! কি নিরঙ্কুশ দীপ্তিমান্‌ গো!

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "লোক্‌টার আর কিছু থাক—না থাক্‌, মাথা ছিল। শুন্‌তে পাই না-কি, সে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক Perplexing (জটিল) বিষয়ের বেশ পরিষ্কার মীমাংসা করেছিল। আরে একি!—এটা Present (উপহার) বই!"—

ডাক্তারের হস্ত ও রসনা-সঞ্চালন যুগপৎ স্থগিত হইল। মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা খুলিয়া স্তব্ধভাবে বিস্ময়-কুঞ্চিত-নয়নে চাহিয়া রহিলেন ও নীরবে কি পড়িতে লাগিলেন,—কোন কথা কহিলেন না।

"কই আমি ত কিছু লক্ষ্য করি নি। আমি মনে করেছি, এটা নির্ম্মলবাবুর নিজের কেনা বই। দেখি, কি লিখ্‌ছে! কে উপহার দিচ্ছে?"—দত্তজায়া কৌতূহলপূর্ণ-নয়নে উঁচু হইয়া লেখাটা দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

"Donor হচ্ছেন—আমাদের W. H. Smith। কাল্‌কের তারিখে Present করা হয়েছে, দেখুন।"—ডাক্তার গম্ভীর-মুখে বইখানা নামাইয়া দত্তজায়ার সম্মুখে ধরিলেন। নমিতাও আত্ম-দমন করিতে পারিল না; তাহার স্নেহময়ী মাতৃরূপিণী মিস্‌ স্মিথ্‌ ইহা ডাক্তার বাবুর ভাইকে উপহার দিয়াছেন। আহা, সে দত্তজায়ার পাশে ঝুঁকিয়া লেখাটা পড়িবার চেষ্টা করিল। লেখার উপর দৃষ্টি পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল! একি, না! এ ত ডাক্তারবাবুর ভাইকে নয়—এ যে—।

অভাবনীয় বিস্ময়ের আতিশয্যে নমিতার সুন্দর মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল; সে রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ-দৃষ্টিতে দেখিল যে পুস্তকের পাতার উপর মিস্‌ স্মিথের হাতের টানা লেখায় বক্র-কম্পিত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে:—

Presented to my darling
Sooro Soondar Tewary.
——W. H. Smith.

(অর্থাৎ—স্নেহাস্পদ সুরসুন্দর তেওয়ারীকে পহার দিলাম।—ডব্‌লিউ এইচ, স্মিথ্‌)।

নমিতার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।—কি আনন্দ, কি আনন্দ! তাহা

হইলে ত তাহার দৃষ্টি প্রতারিত হয় নাই, অনুমান মিথ্যা হয় নাই। সে ত ঠিকই বুঝিয়াছে যে এই কম্পাউণ্ডারটি যথার্থই কাজের লোক। সে ত ইতোমধ্যে মিস্ স্মিথের গুণগ্রাহি-হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে একটি স্নেহের আসন দখল করিয়া বসিয়াছে! আশ্চর্য্য—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! কিন্তু তদপেক্ষা বড়ই আনন্দের সংবাদ।

সহসা দত্তজায়ার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল; দেখিল—তিনি প্রবল ঔদাস্যে নীচেকার ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটা ঠেলিয়া বলিতেছেন. "ওঃ বাপ্ রে, কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দরকে!—আমি বলি, আপ্‌নার ভাই—নির্ম্মলবাবুকে দিয়েছেন!"

"হুঁ, মিস্ স্মিথের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই!" এই বলিয়া ঘোরতর তাচ্ছীল্যের সহিত ডাক্তারবাবু বইখানা চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিলেন, যেন সেটা এতক্ষণের পর সত্য-সত্যই সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। দত্তজায়া একটু কুণ্ঠিতভাবে, যেন কৈফিয়তের সুরে, আপন-মনেই বলিলেন, "আমি মোটেই জানতুম্ না যে, ওটা সুরসুন্দর তৈয়ারীর বই। আমি ভেবেছিলাম, এ বুঝি নির্ম্মলবাবুর।

ডাক্তারবাবু কোন কথা কহিলেন না এবং সেখানে আর অধিক বিলম্ব না করিয়া রোগীদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। নমিতাও নিজের কর্ত্তব্য-পালনে উদ্যোগিনী হইল। দত্তজায়ার মুখখানা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি সংক্ষেপে রোগীদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলিবার জন্য ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের অপেক্ষায় নীরব রহিলেন,—আর একটুও অনাবশ্যক কথা কহিলেন না।

ডাক্তারবাবু এবার খুব গম্ভীর ও সংযত চালের উপর রোগীদের প্রতি সমুদয় কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। তাহারপর প্রত্যেকের সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়া তিনি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একজন কুলী আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "হুজুর, ছোটাবাবু মুলাকাৎ মাঙ্গ্‌তা।"

ছোটাবাবু, অর্থাৎ ডাক্তার বাবুর খুল্লতাত-পুত্র—নির্ম্মলচন্দ্র। ডাক্তারবাবু হাসপাতালের কাছে সরকারী বাড়ীতে থাকেন,—ছোটখাট প্রয়োজনে প্রায়শ: হাসপাতালে তাঁহার নিকট বাড়ীর লোকেরা আসিত। ডাক্তারবাবু বলিলেন—"বোলাও বাবুকো হিয়া।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পূজার কথা।

(পৌরাণিক কাহিনী)

মধু-কৈটভ-বধ।

(২)

বহু আদিমকালের কথা। মন্বন্তরশেষে পুরাতন সৃষ্টি প্রলয়ের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। মহামায়া পুনরায় ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে যোগমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন, চারিদিক স্তব্ধ—শূন্য ও জলময়। কেবল নারায়ণের নাভি হইতে উত্থিত পদ্মোপরি নীরবে বসিয়া ব্রহ্মা নূতনসৃষ্টির কথা ভাবিতেছেন। যোগনিদ্রামগ্ন নারায়ণের দেহ এই অনন্তবিস্তৃত জলধির উপরে ভাসমান অনন্তনাগের শীর্ষে শায়িত।

হঠাৎ একদিন এই অবস্থার ব্যতিক্রম হইল। ব্রহ্মা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও নূতন সৃষ্টির সমস্যাপূরণ করিতে পারিতেছিলেন না। বোধ হয়, সেই সমস্যা দূর করিবার জন্যই হঠাৎ মহামায়ার ইচ্ছায় সেই অনন্তশয্যাশায়িত নারায়ণের কর্ণমূল হইতে একদিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটা অসুর বাহির হইয়া পড়িল।

নারায়ণের কাণের ময়লা হইতে তাহারা বাহির হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের দেহ ও চরিত্রগুলিও তদ্রূপ কালই হইল। তাহারা অতিভীষণ কুরূপ ও হিংস্র-স্বভাব লইয়া জন্মের পরই তাড়া করিয়া ব্রহ্মাকে খাইতে গেল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্মের উপর বসিয়া বসিয়া মুদ্রিতনেত্রে হটাৎ একটা বিকট গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। চক্ষু মেলিয়াই দেখেন, সেই দুই দৈত্য! তাহাদের রকম সকম ও ভীষণ আকার দেখিয়া ব্রহ্মাও ভয় পাইয়া গেলেন, এবং ব্যস্ত হইয়া বিষ্ণুকে ডাকিতে লাগিলেন।

মহামায়ার সমাগমে বিষ্ণু তখন যোগনিদ্রা-মগ্ন! সে ডাক একটুও তিনি শুনিতে পাইলেন না। ব্রহ্মা তখন নিরুপায় হইয়া মহামায়াকে ধরিলেন। মহামায়াকে প্রীত করিবার জন্য স্তব আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার স্তব শুনিয়া মহামায়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, ভক্তিতে তিনি চিরকাল প্রসন্ন। তিনি অবিলম্বেই এই বিপদ বারণ করিবার জন্য নারায়ণের দেহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া জগৎময় ছড়াইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে নারায়ণও শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সেই জলরাশির মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লইয়া রণসজ্জায় দাঁড়াইলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চরাচর, দৈত্যগণ এমন কি ব্রহ্মাও একটা প্রকাণ্ড মায়ায় জড়িত হইয়া গেলেন।

তখন দৈত্যদিগের আর হিতাহিত-জ্ঞান-মাত্রও রহিল না। তাহারা হাঁ করিয়া ব্রহ্মাকে খাইতে যাইবে, না, একবারে বিষ্ণুর কাছেই আসিয়া পড়িল। তখন বিষ্ণুর ভয়ানক রাগ হইল। ব্রহ্মা শান্তশিষ্ট দেবতা, উপকার ভিন্ন

অপকার করা তাঁহার অভ্যাস নহে, তাঁহার উপর এ অত্যাচার কেন? আর তিনি স্বয়ং বিষ্ণু, চরাচরের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা—ইহাদিগেরও জীবনদাতা—তাহার উপরই বা একি দুঃসাহসিক আক্রমণ! বিষ্ণু হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দৈত্য-দুইটার চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাদিগকে খুব একটা পাক্ খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। দৈত্যেরা হঠাৎ বড় চমকাইয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

দৈত্য-দুইটাও নিতান্ত সোজা পাত্র নহে। তাহারা অপ্রস্তুত ছিল বলিয়াই, এমন হঠাৎ থ খাইয়া গিয়াছিল। এখন প্রস্তুত হইয়া কোমর বাধিয়া হাত-পা গুটাইয়া আবার অগ্রসর হইয়া আসিল ও বলিল, "কে রে? এখুনি খাইয়া ফেলিব, জানিস্?"

বিষ্ণু হাসিয়া কহিলেন, "এস, আগে তো তোমাদের মারি। তারপর—"

কথা সমাপ্ত হইল না। দেখিতে না দেখিতে ভীষণ যুদ্ধ লাগিয়া গেল। পটাপট্, সপাসপ্, ঝপাঝপ্—কীল, চাপড় ও মুষ্ট্যাঘাত চলিতে লাগিল। চীৎকার, হুঙ্কার ও গভীর নিঃশ্বাসের রবে চরাচর পরিপূরিত হইয়া গেল।

দৈত্য-দুইটা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, —তাহারা দুইজন, আর বিষ্ণু একা—ধরিবে আর তাহাকে দু'ভাগ করিয়া দুইজনে দু'গ্রাসে হজম করিয়া ফেলিবে; কিন্তু এখন বিষ্ণুর প্রতাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। কৈ, যুদ্ধ আর শেষ হয় না। মাস, বৎসর, যুগ যুগান্তর গেল, যুদ্ধের শেষ নাই! অনন্ত অসীম জলরাশির উপর চল্-চল্, ছল্-ছল্, কল্-কল্ করিয়া অনবরতই যুদ্ধ চলিতেছে—কেহ কাহাকেও হটাইতে পারিতেছে না। বিষ্ণু এক-একবার এক-একটা বজ্রের মত ঘুষি লইয়া যান, কিন্তু গেলে কি হইবে? একটা দৈত্যের দিকে যাইতে আর একটা দৈত্য পেছন হইতে আসিয়া বাধা দেয়। এই ভাবেই সময় কাটে।

ক্রমে এইভাবে পাঁচ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তখন একটু একটু করিয়া দৈত্যদিগের যুদ্ধের সাধ কমিয়া আসিল।

একদিন হায়রাণ হইয়া দৈত্যেরা বিষ্ণুকে কহিল, "বিষ্ণু, তুমি লড়াই করিতে জান বটে! তোমার লড়াই দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর।"

মহামায়ার লীলা! নতুবা দৈত্যদের মুখ হইতে এমন দুর্বুদ্ধির কথা বাহির হইবে কেন? মায়ায় অভিভূত হইয়া তাহারা নিজেদের এত বড় ভাবিল যে, বিষ্ণুকেও বর দেওয়ার স্পর্দ্ধা করিয়া বসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পতনের পথ পরিষ্কৃত হইল। বিষ্ণু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ক্ষতি কি? কি বর দেবে?"

দৈত্যেরা একটু মুরুব্বিয়ানা করিয়া কহিল, "চাওনা, যা খুসী চাও। যা' চাও তাই দিব।"

বিষ্ণু কহিলেন, "তথাস্তু"। তারপর চাহিয়া বসিলেন, "তবে এই বর দাও, যেন তোমাদের দুইটাকেই এক কোপে মারিয়া ফেলিতে পারি।"

অ্যাঁ! বরের নাম শুনিয়াই তো দৈত্যদের অপস্মার! চোক্ ঠিকরাইয়া তালুর দিকে উঠিয়াছে। কি সাংঘাতিক কথা! এ কথা তো তাহাদের কল্পনাতেই আসে নাই। এখন কি করা যায়!

তখন তাহারা দুইজনে এককোণে যাইয়া

মুখোমুখি হইয়া পরামর্শের পর পরামর্শ, জল্পনার পর জল্পনা, কল্পনার পর কল্পনা, কত যে করিল, তাহার ঠিক নাই। শেষটা একটা বুদ্ধি স্থির করিয়া হাসিয়া, কতকটা সুস্থির হইয়া প্রফুল্লমুখে কহিল, "আচ্ছা, তাই হোক। তুমি নামকরা যোদ্ধা, তোমার হাতে মরিতে আমাদের অপমান নাই। কিন্তু এককথা—মারিবে কোথায়? আমরা জলে মরিতে পারিব না, আমাদিগকে স্থলে মারিতে হইবে। যদি কোথাও স্থল পাও—খুঁজিয়া দেখ, আমরা প্রস্তুত।"

দৈত্যেরা দুষ্টহাসি হাসিতে লাগিল। তাহারা দেখিয়াছিল, চারিদিকে কেবল জল, জল, জল—কোথাও স্থলের চিহ্নমাত্র নাই; তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতেছিল, "এইবার আচ্ছা ফাঁকি দিয়াছি!"

বিষ্ণু ও দৈত্যদিগের দুষ্টামি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি "বেশ, বেশ এ তো ন্যায্য কথা—তথাস্তু।" এই কথা বলিয়া, দৈত্যেরা কিছু বুঝিতে না বুঝিতে, চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে, নিজের হাটু দুইখানিকে অতিবিস্তৃত করিয়া সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে গাড়িয়া ফেলিয়া, দৈত্য-দুইটাকে হঠাৎ দুই হাতে সেখানে টানিয়া লইয়া আপনার ভীম সুদর্শনযন্ত্রের এক কোপেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। তখন চীৎকার করিতে করিতে সেই দু'টা দৈত্য সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে পাহাড়ের মত পড়িয়া গেল।

দৈত্যদের দেহ-দুইটা এত বড় ছিল যে, তাহাদের হাড়গুলির মধ্য হইতে যে মেদ-নামক পদার্থ বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই আমাদের এ পৃথিবীটা তৈয়ারী হইয়াছিল। এজন্য পৃথিবীর আর এক নাম—মেদিনী।

দৈত্য-দুইটার নাম ছিল মধু আর কৈটভ। ব্রহ্মা বিপদে পড়িয়া বিষ্ণুকে ডাকিয়াছিলেন, আর সেই আহ্বানে বিষ্ণু উঠিয়া মধুকৈটভকে বধ করেন—এজন্যই লোকে বিপদে পড়িলে আজও মধুসূদনের নাম করিয়া থাকে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যদিও নারায়ণ স্বয়ংই এই অসুর-দুইটাকে নিহত করিয়াছিলেন, তথাপি মহামায়ার কৃপাতেই এরূপ হইয়াছিল। মহামায়ার কৃপা না হইলে বিষ্ণু জাগিতেন না, আর না জাগিলে অসুরও হত হইত না। সুতরাং সকলের মূলে সেই মহামায়া! অতএব এ লীলাখেলা মূলতঃ তাঁরই। এখন দ্বিতীয় এক কাহিনী শোন।

মহিষাসুর-বধ।

এখন মহিষাসুর-বধের কথা কহিব। দুর্গা-পূজার সময় মায়ের কাঠামের নীচে একটী ছোট বিচ্ছিন্নমস্তক মহিষ ও তাহার পার্শ্বেই তাহার দেহ হইতে উৎপন্ন একটা প্রকাণ্ড ভীষণ অসুরের মূর্ত্তি দেখা যায়। এ সেই মহিষাসুরের মূর্ত্তি।

এ আর এক মন্বন্তরের কথা। মধু-কৈটভ-বধের পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা আবার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বর্গ হইয়াছে, মর্ত্ত হইয়াছে, পাতাল হইয়াছে, আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল লোকে বাস করিবার জন্য দেবতা এবং দানবদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যদেবের সৃষ্টি হওয়াতে তখন রাত্রি ও দিন হইতেছে; চন্দ্র ও তারকাগণও গগনের শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন। এ হেন যুগে, হঠাৎ আবার একবার অসুরের দৌরাত্ম্যে ত্রিভুবন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহিষাসুর-নামক এক ভয়ানক অসুর দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল।

এখন দেবতারা যান কোথায়? তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া কয়েক-দিন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষটা যাইয়া পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,"অসুর, এ আমার কর্ম্ম নয়। চল যাই শিব ও নারায়ণের নিকট যাই। তাঁহারা যাহা হয় করিবেন।"

তখন সকল দেবতা পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া যাইয়া প্রথমে কৈলাসে ও পরে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন।

বৈকুণ্ঠে জগৎ-পালক হরি রত্নসিংহাসনে বসিয়া স্বয়ং কমলার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে-ছিলেন; ব্রহ্মা ও শিবের সহিত সকল দেবতা-দিগকে তথায় উপনীত দেখিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া আসিলেন। তিনি কহিলেন, "ব্যাপার কি? তোমাদের মঙ্গল তো?" ব্রহ্মা কহিলেন, "মঙ্গলই যদি হইবে, তবে আর কে মধুসূদনকে স্মরণ করে? হে মধুসূদন, আবার বুঝি মধু-কৈটভের পালা উপস্থিত, আবার রক্ষা কর।" এই বলিয়া তাহারা মহিষাসুরের তাবৎ বৃত্তান্ত নারায়ণের শ্রুতিগোচর করাইলেন।

তাহা শুনিয়া হরি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু কর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল। মুখখানি ক্রমে রক্তবর্ণ হইতে হইতে তাহা হইতে এমন একটা জ্বলন্ত পদার্থ নির্গত হইল যে, তাহার আভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মহামায়া তখন দিগন্ত ব্যাপিয়া সৃষ্টির মধ্যে মিশিয়া ছিলেন; এখন এই তেজাকারে, বিষ্ণুর কোপ-হেতু, সকল স্থান হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণের মধ্যেই তিনি বিশেষভাবে অবস্থান করেন, সুতরাং প্রথমেই তাঁহার মুখ হইতে এই তেজ নির্গত হইল। তৎপর শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণের মুখ হইতে এইরূপ তেজোরাশি নির্গত হইয়া আসিল। তখন সকলে মিলিয়া এক প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিল। কিন্তু এ কি? ধীরে ধীরে সেই প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা এ কি-অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে পরিণত হইল! দেবতারা দেখিলেন, তাঁহাদের সমস্ত তেজোরাশি মিলিয়া এক অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ঔজ্জ্বল্যে দিগন্ত প্রভাসিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বুঝিলেন, এ আর কেহ নহে, ইনি সেই মহামায়া! উল্লাসে তাঁহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

মায়ের আবির্ভাবে সকলের সন্ত্রস্ত হৃদয় সুস্থির হইলে দেবতারা তাঁহাকে আপন আপন অস্ত্রাদি-দ্বারা সজ্জিত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কমণ্ডলু, বিষ্ণু চক্র, মহাদেব ত্রিশূল, ইন্দ্র চন্দ্র, যম দণ্ড, এবং বরুণ পাশ দিলেন। এইরূপ সকল দেবতাই নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া তাঁহাকে সুশোভিত করিলেন। ক্ষীর-সাগর বস্ত্র ও রত্নালঙ্কারাদি আনিয়া দিলেন, জলধি শঙ্খ,

পদ্ম ও পুষ্পমালা পরাইলেন, চরাচর চারিধার হইতে সুষমারাশি আহরণ করিয়া উপহার দিল। আর বাকি রহিল কি ? একটি বাহন। পর্ব্বতরাজ হিমালয় সেইটী যোগাইলেন। তিনি দেবীকে একটী সিংহ উপহার দিলেন। তখন নানা প্রহরণ ধরিয়া দেবী দশভূজা সিংহ-বাহিনী হইয়া সহুঙ্কারে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া অসুরনাশে চলিলেন।

মহিষাসুর দূর হইতে শুনিলেন, প্রলয়-কল্লোলের মত হুঙ্কারধ্বনি উঠিতেছে। তিনি কিছু বিরক্ত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "অ্যাঃ একি ?" অসুরেরা বাহির হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। মহিষাসুরও ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনিও আসিলেন ; আসিয়া দেখিলেন, অপূর্ব্ব ব্যাপার !

মহিষাসুর দেখিলেন, এক উজ্জ্বল রূপসীর রূপ-প্রভায় জগৎ আলোকিত হইয়াছে, তাঁহার বিশাল দেহ বিশ্বময় ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কিরীট তাঁহার স্বর্গের দুয়ারে, পদযুগল তাঁহার রসাতলে ; দেহভারে তাঁহার জগৎ টলিতেছে, ভ্রুকুটিতে তাঁহার মহাপ্রলয়ের সুচনা দেখা যাইতেছে ! মহিষাসুর বুঝিলেন, এ আর কেহ নহে, সেই দেবতাদের রক্ষাকর্ত্রী —মহামায়া ! দেবতাদের পক্ষে হইয়া তাহারই সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিতেছেন। রাগে তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখনই তিনি সকল অসুরকে ডাকিয়া সমরের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিলেন।

মহিষাসুর দেখিয়াছিলেন, যুদ্ধে আসিতে-ছেন কেবল দুর্গা (দুর্গতি হরণ করেন বলিয়া মহামায়ার অপর নাম, দুর্গা) একা ! একটী সামান্য সিংহ ছাড়া তাঁহার সঙ্গে আর অপর কেহ নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন, "এই-বার মহামায়াকে কিছু বিশেষ শিক্ষা দিব। একবারে কোটি কোটি অসুরের চাপে তাঁহাকে এমন নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিব যে, দেবতারাও বুঝিবে, অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা একটা ননীর পুতুলের কর্ম্ম নয়।"

এই ভাবিয়া মহিষাসুর সকল অসুর-দিগকে ডাকিয়া এমন যুদ্ধের আয়োজন করি-লেন যে, তাহাদের অস্ত্রের ঝন্-ঝনায় দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল।

মহামায়া সেই শব্দ শুনিয়া একটু মৃদুহাসি-মাত্র হাসিলেন, আর চুপ করিয়া বসিয়া রহি-লেন। অনতিবিলম্বেই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি প্রবলবিক্রম অসুর, কেহ বা শূল লইয়া, কেহ বা শাবল লইয়া, কেহ বা মুসল লইয়া, কেহ বা মুদ্গর লইয়া, কেহ বা খড়্গ লইয়া, কেহ বা কুড়ালি লইয়া, কেহ বা পাশ লইয়া, কেহ বা পট্টিশ লইয়া, দেবীকে আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিতে লাগিল। এই সকল অসুর-সেনার মধ্যে আবার অসংখ্য রথ, ঘোড়া ও হাতী ! আবার তাহাদের উপরে অসংখ্য মহাবিক্রম-শালী সেনাপতিও রহিয়াছেন। তাহাদের নাম, চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বাস্কল, পরিবারিত, বিড়ালাক্ষ এবং আরও কত কি ! ইহাদের নাম যেমন কটমট, আকারও তেমন ভয়ানক ! দেখিলেই মূর্চ্ছা যাইবার কথা ! দেবতারা ও ঋষিরা অলক্ষ্যে থাকিয়া এই যুদ্ধকাণ্ডের রঙ্গ দেখিতেছিলেন। এই সব দেখিয়া তাঁহারা ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মহামায়া নড়িলেন না, তিনি যেমনি বসিয়া-ছিলেন, তেমনি বসিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বজোড়া মূর্ত্তি, তখন

একটি সামান্যা বালিকার আকার ধারণ করিয়াছে।

অসুরেরা ভাবিল, "এ কি? এ কিসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলাম। এ যে একটা পাথরের মূর্ত্তি, নড়েও না চড়েও না!"

তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটু দুর হইতেই দেবীর গায়ে দু'টি একটি করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সবিস্ময়ে দেখিল, দেবীর গায় ঠেকিয়া সেগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তখন তাহারা, এটা একবারে নিরেট জড়পদার্থ নয় বুঝিতে পারিয়া, অনেকগুলি অস্ত্র এক-সঙ্গে ক্ষেপণ করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই একটুখানি মেয়েটা ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কেমন সহজ ভাবে এবারও তাহাদের সবগুলি অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন!

অসুরেরা বুঝিল, না, মেয়েটা দেখ্‌তে যতটা অবলা, বাস্তবিক কাজে ততটা নহে। তখন তাহারা সেনাপতিদের ইঙ্গিত পাইয়া একবারে কোটিতে কোটীতে, লক্ষে লক্ষে, অশ্ব, গজ ও রথাদির সহিত সেই বালিকাটীর উপর ঝুকিয়া পড়িল। তখন মহামায়াও সহস্র বাহু মেলিয়া আবার বিশ্ব-গ্রাসিনী প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন।

তারপর উভয়পক্ষে অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরেরা দেখিল, এখন কোথায় বা সেই শান্তশিষ্ট মেয়েটি, আর কোথায় বা তাঁহার সেই অচল, নিশ্চল ভাব! তখন তাঁহার হুঙ্কারে চরাচর কম্পিত হইতেছে, পদভরে মেদিনী টল্‌মল্‌ করিতেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাসে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বহিতেছে, প্রখরদৃষ্টি দিয়া অগ্নি ছুটিতেছে। অসুরেরা সবিস্ময়ে আরও দেখিল, দেবী আর এখন একা নহেন। তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হইতে অবিরত প্রমথসৈন্যগণ বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রমথগণ শিবের উপাসক। রণে তাহারা যেমন দুর্দ্ধর্ষ, গীতবাদ্য ও নৃত্যেও তাহারা তেমনই নিপুণ। তাহারা আসিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে অসুরনিপাত, জয়ধ্বনি ও গীতবাদ্যও আরম্ভ করিল। সিংহটা এতক্ষণ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, রকম দেখিয়া সেও উঠিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। অসুরের রক্ত খাইয়া, ঘাড় মট্‌কাইয়া, কট্‌মট্‌ করিয়া মস্তক চিবাইয়া সে বেশ আনন্দে এ-ধার ও-ধার উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এভাবে যুদ্ধ অধিকক্ষণ চলিল না, অচিরেই অসুরসৈন্য বিনষ্ট হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া তারপর সেনাপতিরাও একে একে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তাহারা প্রত্যেকেই এক-একজন মহাকায় যোদ্ধা! কিন্তু দেবী আজ কালান্তক হইয়া আসিয়াছেন, কেহই তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কেহ তাঁহার হাতে মরিল, কেহ বা প্রমথদের হাতে মরিল, কতকগুলিকে সিংহটা থাবা মারিয়া, মারিয়া ফেলিল।

তখন মহিষাসুর ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া অসুরপুরী হইতে বাহির হইয়া আসিল।

মহিষাসুর নানা মায়া জানিত। কখন সে ব্যাঘ্রের মত হইত, কখনও সিংহের রূপ ধরিত, কখনও বা হস্তীর রূপ ধরিত। মহিষের রূপটাই তার বিশেষ প্রিয় ছিল—এজন্যই তাহার মহিষাসুর নাম হইয়াছে। সে প্রথমেই এই রূপটি ধরিয়া দেবীকে আক্রমণ করিতে আসিল।

যুদ্ধের অবস্থা এখন একবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন মহিষাসুর একা, দেবীর পক্ষে অসংখ্য প্রমথ। কিন্তু মহিষাসুর একাই সকল অসুরের সমকক্ষ। সে শৃঙ্গে, খুরে ও লেজের দাপটে চারিদিক এমন উলটপালট্ করিয়া আসিতে লাগিল যে মনে হইতে লাগিল, আবার বুঝি প্রলয় উপস্থিত! তাহার শৃঙ্গের ঘায় পর্ব্বত চুরমার হইয়া গেল, নিঃশ্বাসের চোটে পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি শূন্যে উড়িতে লাগিল, খুরের আঘাতে ধরণীর বক্ষ বিদারিত হইয়া কোথাও হ্রদ, কোথাও সাগরের সৃষ্টি হইয়া পড়িল। তারপর সে যখন একটা প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর মত প্রমথসৈন্যদের মধ্যে পড়িয়া চক্ষুর নিমেষে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া শৃঙ্গের আঘাতে মেঘগুলিকে বাষ্পাকার করিয়া উড়াইতে লাগিল, তখন দেবতারা সন্ত্রাসিত হইয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, 'কি হয়! কি হয়!'

এইবার প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এতক্ষণ যুদ্ধ হইয়াছে সামান্য সৈনিকে সৈনিকে। এখন আর বাজে সৈনিক নাই। এখন যুদ্ধ আসলে আসলে। মহামায়া মহিষের এই হাত-পা-ছোড়া বন্ধ করিবার জন্য প্রথমেই তাহাকে পাশ-দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গে, পায় ও লেজে দেবীর পাশ জড়িত হইয়া যাওয়াতে মহিষাসুর বড় কাবু হইয়া পড়িল। তখন সে মহিষের রূপ ছাড়িয়া একটা সিংহ হইয়া আসিয়া দেখা দিল। দেবী খড়্গ দিয়া একটী কোপ বসাইয়াই কেশরযুক্ত তাহার গলাটী কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সে একটী বিরাট পুরুষাকারে উপস্থিত হইয়া অসি-হস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে এমন প্রবল-বেগে বিদ্যুতের মত অসি ঘুরাইতে লাগিল যে কাহার সাধ্য তাহার নিকটে যায়। মহামায়া দূর হইতে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিলেন। তখন সে একটা প্রকাণ্ড হাতী হইল। হাতী হইয়া শুঁড় দিয়া সে দেবীর সিংহটাকে কষিয়া টানিতে লাগিল। দেবী বিষম রাগিয়া তাহার শুঁড়টীও কাটিয়া-দিলেন। তখন সে আবার মহিষের রূপ ধরিয়া সরিয়া যাইয়া খুর, শৃঙ্গ ও লেজের আঘাতে পাহাড়-পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত করিয়া জগৎ সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিল।

দেবী দেখিলেন, এ মায়াবী অসুরের সঙ্গে এরূপভাবে যুদ্ধ করা বৃথা। সে দেবীকে ধরা না দিয়া সরিয়া সরিয়া কেবলি জগতের অনিষ্ট করিবে। তিনি তাহাকে একবারে চাপিয়া ধরিবার বাসনা করিলেন। পরিশ্রম বিনোদনার্থ একপাত্র মধু হাতে লইয়া কহিলেন, "ওরে মূর্খ, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। যতক্ষণ এই মধু পান করি, ততক্ষণ তোমার তর্জ্জন-গর্জ্জন সহিব। তৎপরে তোমার গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে এই স্থানে দেবতাদের আনন্দধ্বনি উঠিবে।"

দেবী এই কথা কহিয়া মধুপানপূর্ব্বক অপূর্ব্ব দীপ্তিময় কান্তি ধরিয়া সিংহে যাইয়া উঠিলেন। সিংহও ব্যাপার বুঝিয়া একবার খুব ভালরূপে কেশর ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এক লম্ফেই মহিষাসুরের উপর যাইয়া পড়িল। দেবী পদভরে মহিষটাকে চাপিয়া ধরিয়া শূল-ক্ষেপণে তাহার মস্তকটী বিচ্ছিন্ন করিবামাত্র মহিষাসুর এবার আর পলাইবার পথ না পাইয়া সেই নিহত মহিষদেহ হইতে কতকটা বাহির হইয়া পড়িল। এবার মহিষাসুর নিজ-

মূর্ত্তিতেই দেখা দিলেন। বাহির হইয়াই তিনি পলাইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মহামায়া তাহাকে এমনি চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে, কতকটা অংশ তাহার সেই নিহত মহিষদেহ-টার মধ্যে রহিয়াই গেল। তদুপরি, সিংহের থাবায় এবং দেবীর শূলেও তার অনেকটা আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। এবার অসুরকে ভালরূপ আট্‌কাইয়া দেবী তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বসংহারক দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

জগৎ ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেবতারা সে দিব্যমূর্ত্তি দেখিবার জন্য শ্বাস-রোধ করিয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহি-লেন। মহিষাসুর একমুহূর্ত্ত সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মরক্ষা ভুলিয়া গেল। যে মহিম-ময়ী মূর্ত্তি আজও হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজিত হইয়া থাকে, সে এই মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তি! হিন্দু যখন বৎসর বৎসর মহামায়াকে আহ্বান করে, তখন তাঁহাকে এই মূর্ত্তিতেই আহ্বান করিয়া ধন্য হয়! এবং এজন্যই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এখনও সেই মাথা-কাটা মহিষটা এবং পাপিষ্ঠ মহিষাসুরটাকে আমাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইতে দেখি। দেবগণ এই অসুর-নাশিনী অভয়া মূর্ত্তি দেখিয়া এখন ভয়ে ও ভক্তিতে মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু যখন মস্তক পুনরায় তুলিলেন, তখন দেখিলেন, আর সে চিত্র নাই।—দেবী অস্ত্র সংযত করিয়া-ছেন, অসুর নিহত হইয়াছে, তাহার মুণ্ডটা লইয়া সিংহ ইতস্ততঃ উৎসাহে উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতেছে! দেবী সত্যকথাই কহিয়াছিলেন। এইমাত্র যে-স্থান মহিষাসুরের ভীষণ নিনাদে কম্পিত হইতেছিল, তাহা এখন দেবগণের ও ঋষিদের উচ্চ আনন্দ-কোলাহলে ও জয়ধ্বনিতে পরিপূরিত হইয়া গেল। দেবতারা ছুটিয়া আসিয়া মহামায়াকে ঘিরিয়া নানারূপে তাঁহার অর্চ্চনা ও স্তব আরম্ভ করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেবগণ! এইবার নির্ব্বিবাদে স্বর্গরাজ্য ভোগ কর, আর অপর কিছু বাঞ্ছনীয় থাকে তো বল, আমি তাহাও পূরণ করিব! বর গ্রহণ কর।"

দেবগণ যোড়হস্তে কহিলেন, "মা, তোমার এই অমূল্য আশীর্ব্বাদ ও মহিষাসুরের পতনের পরে আর আমাদের কি বাঞ্ছনীয় থাকিতে পারে? তথাপি যদি তুমি এতই প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই বর দাও, যেন বিপদে পড়িয়া ডাকিলেই তোমায় পাই, তুমি যেন তখন বরাভয়প্রদা হইয়া আসিয়া আমাদিগকে বিপন্মুক্ত কর। যে কেহ তোমাকে এরূপ ভক্তিভরে ডাকে, তাহারই যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।"

অতীব প্রসন্না হইয়া হাসিয়া, "তথাস্তু" কহিয়া মা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। দেবগণের কণ্ঠ হইতে আবার সমস্বরে জয়ধ্বনি উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

বিবিধ।

সর্পাঘাতে তুলসী।—তুলসী হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র বৃক্ষ। পুরা-কালে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও ইহার গুণের নানাবিধ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। বিষ-বৈদ্যের মুখে শুনা গিয়াছে, ইহা সর্প-বিষের ঔষধ। তাহারা বলে ইহার মূল গৃহে রাখিলে সর্প-ভয় থাকে না। সম্প্রতি এই পরম পবিত্র তুলসী-পত্রের রসে একটি মুমূর্ষু ব্যক্তি জীবন পাইয়াছে। ঘটনাটি এই —গদাই মালি নামক জনৈক উড়িয়া মালি গত ২৯এ মে বেলা আন্দাজ ৭॥০ টা ৮ টার সময় গাছতলায় পতিত একটি আম খায়। আধ ঘণ্টা পর হইতে তাহার গা ঝিম ঝিম করিতে থাকে, ক্রমশঃ তাহার সর্ব্ব শরীর অবশ ও নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়ে। তাহার শরীরে সম্পূর্ণরূপে বিষক্রিয়া হইতে আরম্ভ হয়। তখনই ডাক্তার ও অন্যান্য বিষ-বৈদ্যকে ডাকিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিয়া গেল, কিন্তু যখন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রোগীর কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, নাড়ীও নাই, কেবল নাভির নিকট অল্প একটু নড়িতেছে মাত্র। বাঁচিবার আশা নাই দেখিয়া ডাক্তারেরা সেই মত প্রকাশ করায় অত্র গ্রাম-নিবাসী হৃদয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক বিষ-বৈদ্য (ওঝা) একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ রস হইতে পারে এরূপ-পরিমাণ তুলসী পাতা আনিতে বলিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ নিকটে তুলসী গাছ থাকায় তৎক্ষণাৎ পাতা আনা হইল। তিনি নিজ হস্তে সেই পাতার রস বাহির করিয়া রোগীর সর্ব্বশরীরে বেশ করিয়া মাখাইয়া ছিলেন এবং মুখের মধ্যে, কণ্ঠে ও নাভিকুণ্ডে যতটা ধরে পূর্ণ করিয়া দিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রোগী অল্প নড়িয়া উঠিল, এবং মুখের মধ্যে যে তুলসী-রস দেওয়া হইয়াছিল তাহাও একটু গলাধঃকরণ করিবার সামর্থ্য হইল। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই রোগীকে বিশেষ যত্ন-সহকারে শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সকলের সম্মুখে রোগী উঠিয়া বসিল ও কথা কহিল; তখন তাহার অসহ্য গাত্রদাহ হইতেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। ক্রমশঃ সে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিল। তুলসীর এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইয়া পড়িল। সাধারণের নিকট ইহার গুণ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এত বিশদ করিয়া বর্ণনা করিতে হইল। সর্প-ভয় সর্ব্বস্থানেই আছে। অতএব যে কেহ ইচ্ছা করিলে ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। —(বাঙ্গালী।)

আনন্দের সমাচার।—৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও সুবিখ্যাতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভগিনী কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের ট্রাইপোজ্ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি; বিবাহ ও জন্ম দিনের উপহার দিবার উপযোগী নানা প্রকার ব্রোচ, আংটী, কানফুল, এয়ারিং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্‌স

৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড

টেলিফোন নং ২৫৯৬।

ব্রাঞ্চ ১৬।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু দিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই।

১। অদৃষ্ট লিপি।

ইহাতে অদৃষ্ট লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী

অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানা ভাবের, নানা রসের বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল।

ভগবৎ-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক।

৫। অশোকা—কবিতা পুস্তক।

৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক পত্রিকায় প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মন্ত্রশক্তি। (উপন্যাস।)

Her latest book "Mantra-Sakti" fully maintains her reputation as a writer of the highest class of fiction—fiction that will live and move the hearts of men and women. The plot is thin, but the study of the characters of Ambar and Bani clearly shews that she is a psychologist of a very high order. Blessed be her pen. (*Amrita Bazar Patrika.*)

সুন্দর কাগজে পরিষ্কার তক্‌তকে ছাপা। দুইখানি মনোহর রঙ্গিন ছবি দ্বারা ভূষিত। বাঁধাই মূল্য ১॥০

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)। নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) ... ॥৵০

কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট ... ৸০

সিল্ক বাঁধাই ... ... ১৲

ঠিকানা—মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,

১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহের উপহার।

যদ্যপি বিবাহে নববধূকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন, খাঁটী গিনি-স্বর্ণের জড়োয়া-লঙ্কারের জন্য মণিলাল কোম্পানীর দোকানে আসুন ও এরূপ অল্প মূল্যে খাঁটী গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার কোন স্থানে পাইবেন না। উপরি-উক্ত গহনাগুলির চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেকটী ২৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে।

প্রাপ্তিস্থান—

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্, ৪০নং গরাণহাটা—চিৎপুর রোড্,
কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ এড্রেস—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭০৪।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধাঁ লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর। যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পূরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা, ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপিতরূপে কার্য্য না করিলে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।

মেস্ মেরিজম্ আংটি।

এই আশ্চর্য্য মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন আংটি বহু পরিশ্রম সহকারে ও মুল্যবান জিনিষ দ্বারা বিস্ময়কর চুম্বকশক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন ধাতুতে প্রস্তুত। এই অদ্ভুত আংটি ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। ইহা দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। এই আংটি দ্বারা মৃত অথবা জীবিতের সহিত সাক্ষাৎ, অবতার প্রভৃতি দর্শন, এক হাজার মাইল দূরের সংবাদ জ্ঞাত হওয়া, লুক্কায়িত ধন, রোগীর অবস্থা, হারান দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করা, গুপ্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর পাওয়া এবং এই প্রকার আরও হাজার হাজার অদ্ভুত ব্যাপার মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্পন্ন হয়।

মূল্য—১৷৷০ টাকা। ব্যবস্থা পার্শেলের সঙ্গে পাঠান হয়।

ঠিকানা—ম্যানেজার, ম্যাজিকেল কোম্পানী ১৩ নং ঝানসি।

লণ্ডন হইতে ডাক্তার এস্, পি, শ্রীবাস্তব লিখিয়াছেন "আমি উপযুক্ত সময়ে মেস্ মেরিজম্ আংটি পাইয়াছি এবং আপান যেরূপ কহিয়াছিলেন ইহাতে সমস্ত গুণ দেখিয়াছি। আমি আমার অনেক বন্ধু বান্ধবেব নিকট ইহার কথা বলিয়াছি এবং তাঁহারা আমাকে ইহার অর্ডার দিতে লিখিয়াছেন।"

এই আশ্চর্য্যজনক আংটির সহায়তায় আমরা গবর্ণর জেনেরালের ভবিষ্যতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে তজ্জন্য গবর্ণর বাহাদুর আমাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এখনই সচেষ্ট হউন! এখন না লইলে আর হইবে না।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলেই গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১।৶০ তিন শিশির মূল্য ২।০, ভি পিতে ২॥৶০।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদজনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সালসা সেবন মাত্রই শরীরে নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১॥০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৶০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জার্ম্মেনীর পরাজয়

বার্ত্তা আতঙ্ক নিগ্রহ করে। রোগীর নিকট নীরোগ হইবার বার্ত্তা জীবনীশক্তি প্রদান করে। অতএব নীরোগ হইবার মন্ত্র গ্রহণ করুন।—

আতঙ্ক-নিগ্রহ-বটিকা

সেবন করুন। ইহা সেবনে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মেহ, স্মৃতিনাশ প্রভৃতি রোগ দূর হয় এবং শরীর নীরোগ, সুস্থ এবং সবল হয়। সর্ব্বরোগহর ভারতীয় উদ্ভিজ্জে ইহা প্রস্তুত। ৩২ বটিকার এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী,

হোমিওপেথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—(১) বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভা-বাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্ম্মমিটার, ষ্টেথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধাদরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে, মূল্য ৸৶৹—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতি সরল ও সুন্দর।

মণ্ডল ফ্লুট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহুপ্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টী সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲ অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

কলিকাতা পাথুরেঘাটার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেট-বেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত হয় ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সাত দিনে নিশ্চয় আরোগ্য।

জ্বরামৃত ৩০ বটী ১৲

নূতন, পুরাতন, বিকার, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কুইনাইনে আটকান, মজ্জাগত দুঃসাধ্য জটিল জ্বর নাশক।

তিন মাসে নির্দোষ আরোগ্য।

মহাভ্র ৭ বটী ১৲

শ্বাস, কাশ, রাজযক্ষ্মা, রক্তক্ষয়, হৃৎপীড়া, পাণ্ডু, তদানুষঙ্গিক জীর্ণজ্বর, গ্রহণী, ক্রিমি, অর্শ, দুষ্টরক্ত, বাতরক্ত ও বাতনাশক।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
১৭ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 637. September, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৩৭ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৩। সেপ্টেম্বর, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নূতন রোগীটিকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ডাক্তারবাবু পূর্ব্বোক্ত কক্ষে আসিয়া ঢুকিলেন। তিনি রোগীর ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় কুলীর সহিত একটি সুন্দর তরুণ যুবা ঘরে ঢুকিল। তাহার বয়স একুশ বাইশের বেশী নহে, চেহারা দোহারা, মুখখানিতে সুশ্রী-সৌন্দর্য্যের সহিত মানসিক সরলতা ও বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহার পায়ে চটি, গায়ে বুক-খোলা কোট্; চুলগুলি ব্রুস-মার্জ্জনায় ভদ্রভাবে সজ্জিত;

নমিতা বুঝিল ইনিই ডাক্তারবাবুর ভাই নির্ম্মলবাবু; সে ইতঃপূর্ব্বে নির্ম্মলকে কখনও দেখে নাই, আজ প্রথম দেখিল। নির্ম্মল কলিকাতার মেসে থাকিয়া কলেজে পড়ে; এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া, মাতাকে লইয়া কয়দিন হইল করমগঞ্জে বেড়াইতে আসিয়াছে। নমিতা ইহাই শুনিয়াছিল, ইহার বেশী আর কিছু জানিত না।

নির্ম্মল ঘরে ঢুকিয়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া, দাদার পাশে আসিয়া দাড়াইল; পকেট হইতে একখানি টেলিগ্রাম বাহির করিয়া দাদার হাতে দিয়া বলিল, "বৌদির দাদা টেলিগ্রাম করেছেন, আজ রাত্রে সাড়ে দশটার গাড়ীতে তাঁরা আসবেন, ষ্টেশনে সেই সময়—।"

"সে রাস্কেলের যদি এতটুকু সেন্স্ আছে!"

দারুণ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া ডাক্তারবাবু রোগীর হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "আমার ঢের কাজ আছে, অত রাত্রে ষ্টেশন যাওয়া আমার পোষাবে না;—তুই পারবি?"

দাদার উদ্ধত ভঙ্গিতে ভাই যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, দাদার প্রস্তাবে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা পারব না কেন?"

"বেশ, তাই যাস্, ঘরের গাড়ী কিন্তু পাবি না। বেহারাকে বলে দে, একখানা ভাড়াটে গাড়ী যেন বলে রাখে।"

"যে আজ্ঞে—।" নির্ম্মল তখনই প্রস্থানোদ্যত হইল; সহসা কি ভাবিয়া দত্তজায়া ডাকিলেন, "নির্ম্মলবাবু—।"

নির্ম্মল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে।"

দত্তজায়া বইখানা তুলিয়া বলিলেন, "এ বইখানা সুরসুন্দর তেওয়ারীর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কই আপ্‌নি তো, তা আমায় বলেন নি—।" কথাটার মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুর বাজিয়া উঠিল। নির্ম্মল সহসা দত্তজায়ার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না, তাহার কি যেন গোলমাল ঠেকিল; দুই মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কার বই আপ্‌নি তো জিজ্ঞাসা করেন নি, পড়্‌তে চাইলেন তাই দিয়েছিলুম্—কেন?"

দত্তজায়া একটু অপ্রতিভ হইলেন; তাঁহার মনের অসন্তোষ মুখের কথায় যে রূঢ় আকারে প্রকটিত হয়, ইহা বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; অসাবধানে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন। নির্ম্মলের শেষ কথায় বিচলিত হইয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব্বক্রটি সংশোধনের জন্য বলিলেন—"না, আর কিছুর জন্যে নয়—যার তার বই নিয়ে পড়া আমি পছন্দ করি না, তাই বল্‌ছি। আচ্ছা, মিস্ স্মিথ্ এটা সুর-সুন্দরকে কেন দিয়েছেন?"

"ও এ-সব পড়্‌তে বড্ড ভালবাসে শুনে স্মিথ্ খুসী হয়ে উপহার দিয়েছেন।"

ডাক্তার গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তেওয়ারী এ সব লেখা পড়্‌তে পারে?"

নির্ম্মল সরলভাবে বলিল, "পারে বই কি—"

ডাক্তার এবার স্পষ্ট শ্লেষের বক্রহাসি ওষ্ঠে মাখাইয়া বলিলেন, "পড়ে তো, বুঝ্‌তে কিছু পারে?"

অসহিষ্ণুভাবে কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া নির্ম্মল থামিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "ও খুব চমৎকার হিন্দি আর ইংরেজী জানে; এখনও রাত্‌ জেগে পড়াশুনার চর্চ্চা করে—শুধু ওষুধ্ ঘেঁটে দিন কাটায় না।"

দত্তজায়ার অধর-প্রান্তে গূঢ় বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল; দন্তে অধর দংশন করিয়া সেটুকু চাপিবার চেষ্টায় কর্ম্মযোগের তৃতীয় অধ্যায়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "আমাদের নির্ম্মলবাবুটি কেবল ইউনিভার্সিটির কার্‌বার নিয়েই নিশ্চিন্দি থাকেন না, অনেকের হাঁড়ির খবরও রাখেন, ইতর-ভদ্রের বাচবিচার করেন না।"

"আজ্ঞে না"।—নির্ম্মল সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। পরিষ্কার সংযত কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু তেওয়ারীকে হীনবংশের ছেলে মনে কর্‌লে ভুল হবে। লাহোরে ওঁর বাপের এক সময়

লাখ্ টাকার কার্‌বার ছিল, এখন অবস্থার বিপাকে পড়ে সব বদ্‌লে গেছে, কম্পাউণ্ডারী করে ওঁকে ভাইয়ের পড়ার খরচ যোটাতে হচ্ছে; ওঁর ভাই কল্‌কাতায় আমাদের সঙ্গে পড়ে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "—বি, এ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এবারে এক্‌জামিন দিয়ে বাড়ী গেছে।"

দত্তজায়ার হাতের বই হাতেই রহিয়া গেল, তিনি অবাক্ হইয়া স্থিরনয়নে নির্ম্মলের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—নির্ম্মলের ভাষা যেন তাঁহার আদৌ বোধগম্য হয় নাই, ঠিক এইরূপ ভাবে চাহিয়া রহিলেন!

নির্ম্মল সসঙ্কোচে দৃষ্টি নামাইল; দাদার বিস্ময়-কুঞ্চিত দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল, "তা হলে আমি চল্লুম,—বৌদির দাদাকে কিছু বল্‌তে হবে না?"

নির্ম্মলের প্রশ্নে দাদা নিজের অবস্থার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া আশ্রয় লইলেন; গম্ভীরমুখে টুপিটা টানিয়া মাথায় পরিবার উদ্যোগ করিয়া বলিলেন, "নাঃ, কি আর বলবি? বলিস্ শুধু যে দাদার সময় হোল না বলে তিনি এসে আপ্‌না-দের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার্‌লেন না।"

নির্ম্মল স্বীকার-সূচক গ্রীবাসঞ্চালন পূর্ব্বক বাহির হইল, ডাক্তারবাবুও আর কোন কথা না কহিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। দত্তজায়া পূর্ব্ব-স্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বইয়ের পাতা উল্টাইয়া, স্মিথের সেই হস্তাক্ষরটুকু বাহির করিয়া অবাক্ হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন। এতক্ষণ এই কয়টা অক্ষর, যাহা তাঁহার চোখে-মুখে কঠিন ঈর্ষা ও তাচ্ছীল্যের রেখা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এখন সেই কয়টা অক্ষরই তাঁহার মুখে গূঢ় সঙ্কোচপূর্ণ বিস্ময়ের নূতন রং ফলাইয়া দিল। দত্তজায়া নির্ব্বাক্-ভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন—তিনি ভুলিয়া গেলেন যে তাঁহার ছুটি হইয়া গিয়াছে।

নমিতা এতক্ষণ রোগীদের সেবা-সাহায্য-ব্যপদেশে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল, প্রয়োজন মত রোগীদের যাহার যাহা কিছু আবশ্যক, নিপুণ যত্নের সহিত তাহা যোগাইতেছিল,—কিন্তু তথাপি তাহার কাণ ছিল, ইহাদের কথাবার্ত্তার প্রত্যেক শব্দ-সংঘাতের উপর! ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে মধ্যে মধ্যে তাহার মুখভাবের মৃদু অবস্থান্তর যে ঘটিতেছিল না, এমন নহে; কিন্তু তথাপি সে একটিও কথা কহে নাই। বিশেষতঃ বিবেকানন্দ স্বামীর রচনার সমালোচনা শুনিতে শুনিতে তাহার মনটা একবার অত্যন্তই অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, ইচ্ছা হইয়াছিল সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলে, কিন্তু দত্তজায়া-মহাশয়ার নিষ্করুণ ললাট-কুঞ্চন এবং ডাক্তার বাবুর বক্র-চকিত দৃষ্টিচাঞ্চল্য তাহার ইচ্ছার কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া ধরিল; এ আলোচনা-প্রসঙ্গে আধখানা কথা কহিতে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল;—না সে একটি শব্দও এখানে উচ্চারণ করিবে না, ইহাদের কাছে তাহার কোন কথা বলিবার নাই। ভগবান্ ইহাদের বাক্‌শক্তি দিয়াছেন, ইহারা সে শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া খুসী হন তো হউন, নাই বা রাখিলেন তাহার সহিত চিত্তের বিচার শক্তির-যোগ!—ক্ষুদ্রা নমিতা ইহার বিরুদ্ধে কথা কহিবার কে? না, এ ক্ষেত্রে তাহার অসহিষ্ণুতা কখনই শোভনীয় নহে, তাহার পক্ষে নিস্তব্ধতাই

শ্রেয়স্কর। নমিতা মুখ ফিরাইয়া দাগ মাপিয়া ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে খাওয়াইতে মন দিল।

নির্ম্মলের শেষ কথায় তাহার মনের ঔদাসীন্য অন্তর্হিত হইল, ইঁহাদের বিস্ময়ের সহিত তাহার চিত্তও যোগ দিতে বাধ্য হইল; কিন্তু সে যোগের সহিত সঙ্কোচ ছিল না,—ছিল শুধু একটু আনন্দ এবং অনেকখানি বেদনা! বোধ হয় নিজেদের পূর্ব্ব-সৌভাগ্য-স্মৃতির সহিত এই বর্ত্তমানে ভাগ্য-বিড়ম্বিত যুবকের অবস্থা মিলাইয়া সে ভাবটুকু উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে একটিও শব্দ উচ্চারণ করিল না, নীরবে আত্মদমন করিয়া রহিল।

তবু কিন্তু সুর-সুন্দরের প্রতি একবার সে মনে মনে একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল;—ছিঃ, এত অসতর্ক সরলতা মানুষের পক্ষে কখনই নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণের বিষয় নহে। মানিলাম,—বইখানায় গোপনের বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু মিস্ স্মিথের ঐ যে হস্তাক্ষরটুকু—ঐ যে তাঁহার অতুলনীয় মমতা-প্রবণ হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ-নিদর্শনটুকু—উহার মূল্য কি সকলে বুঝিবে?—না, সকলের তাহা বুঝিবার যো কি? ওটুকুর মর্য্যাদা বুঝিবে সে,—যাহার বাহ্যেন্দ্রিয়-নিহিত অনুভবশক্তির উর্দ্ধে আর একটু স্বতন্ত্র শক্তি—হৃদয়-আখ্যা-অভিহিত একটা স্বতন্ত্র বস্তু যাহার অন্তরে আছে—সে বুঝিবে! সুর-সুন্দরের সহিত তাহার কোন লৌকিক সম্পর্ক নাই, সুতরাং এই ব্যাপারটা লইয়া তাহার সহিত কোন কিছু বোঝাপড়া করিবার অধিকার নমিতার নাই; তাহা না হইলে নমিতা আজ তাহার এ ত্রুটি-বিচ্যুতিটুকু কখনই ক্ষমা করিত না,—বোধ হয় মুখোমুখী ঝগড়া করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। কেন সে এরূপ শ্রদ্ধেয় সামগ্রী অপরের ব্যঙ্গ-তাচ্ছীল্যের আয়ত্তীভূত হইবার সুযোগ দিয়াছে? না, বিষয়-বিশেষে এত শৈথিল্য কখনই ক্ষমার্হ নয়!

"কুমারী মিত্র——।"

রোগীকে খাওইবার জন্য নমিতা এরোরুটের পাত্র সাম্‌নে রাখিয়া, 'মিনিম্' গ্লাশে ফোঁটা মাপিয়া ব্র্যাণ্ডি ঢালিতেছিল, সহসা দত্তজায়ার আহ্বানে, বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল;—মৃদুস্বরে বলিল, "আমায় কিছু বলছেন?"

দত্তজায়া তখনও পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিলেন, নমিতাকে আহ্বান করিবার সময়ও তাঁহার দৃষ্টি পুস্তকের পৃষ্ঠায় সম্বদ্ধ ছিল; এবারও তিনি পুস্তকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'মিস্ স্মিথ্ কোথায় 'কলে' গেছেন জান?"

"না"

"কখন আস্‌বেন্?"

'ঠিক বল্‌তে পারি না, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি—।"

"দেখা হয় নি? ও—" দত্তজায়া বইখানা মুড়িয়া কক্ষ হইতে বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেন, নমিতা ঈষৎ-কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বইখানা আপ্‌নি আর পড়্‌বেন্ কি?"

"কেন বলো দেখি"—দত্তজায়ার ভ্রূযুগল আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

নমিতা অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আমার দু'এক চ্যাপ্টার দেখ্‌বার ইচ্ছে

ছিল; যদি আপনার পড়া হয়ে গিয়ে থাক্‌ত, তো—”

“না, আমি এটা আর একবার ভাল করে দেখ্‌ব আজ রাত্রে; এর পর তুমি নিও।” দত্তজায়া কক্ষ হইতে ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নমিতা মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে, মনে মনে হাসিল;—হায়রে মনুষ্যত্ব! সংসারের বাজারে তোমার বাহ্যিক সম্পদ্-গৌরবের মূল্য আছে, কিন্তু তোমার মূল্য নাই। মানুষের দৃষ্টিতে তোমার অস্তিত্বটা কিছুই নয়—কিন্তু তোমার ঐ পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বরটা পূজার জিনিষ বটে,—মানুষের দৃষ্টি শুধু খোঁজে তাহাই!—অতি সম্পদের সৌগন্ধ এত অদ্ভুত কার্য্যকরী শক্তি রাখে!

অজ্ঞাতে নমিতার বুকের ভিতর হইতে একটা বেদনা-ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাস ধীরে নির্গত হইল।

(৬)

“তেওয়ারী—”

“আজ্ঞে—।” ঔষধ প্রস্তুত করিতে করিতে সুর-সুন্দর সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল; অন্যান্য কম্পাউণ্ডারগণও তাড়াতাড়ি হাস্য, বিদ্রূপ ও কথোপকথনের মাত্রা পূর্ণরূপে সংযত করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত হইল।

অন্যতম এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন—বৃদ্ধ সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় ধীরপদে কক্ষে ঢুকিয়া সুর-সুন্দরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সত্যবাবু বহুদিনের পুরাতন চিকিৎসক, গবর্ণমেণ্টের অধীনে চিকিৎসা-বিভাগে খাটিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়াছেন, অবসর-গ্রহণের সময় প্রায় পূর্ণ হইয়াছে, আর কয়মাস বাকী আছে। তাঁহার চেহারা খর্ব্ব, বার্দ্ধক্য-শীর্ণ; স্বভাব শান্ত-সংযত; কথাবার্ত্তায় বড় প্রিয়ভাষী লোক।

সুর-সুন্দরকে উঠিতে দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পকেট হইতে একটা সদ্যঃপ্রস্তুত ঔষধপূর্ণ শিশি বাহির করিয়া মৃদু-হাস্য-প্রসন্ন-বদনে বলিলেন, “তেওয়ারী, এ ওষুধ্‌টা কি তুমি তৈয়ারী করেছ বাবা?”

‘আজ্ঞে না, ওটা সমুদ্রপ্রসাদ তৈরী করেছে।”

“সমুদ্র? আমিও ঠিক তাই মনে করেছি।—কেমন হে, তুমি এটা তৈরী করেছ? আর্সেনিক বেশী ঢেলেছ বোধ হয়?”

সুর-সুন্দরের পার্শে সুন্দর স্থূল চেহারার নবীন-বয়স্ক কম্পাউণ্ডার সমুদ্রপ্রসাদ সিংহ দাঁড়াইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিল। তাহার স্বভাবটা কিছু অতিরিক্ত চঞ্চল, হাত, পা এবং রসনাটি, অহোরাত্রই অনাবশ্যক বাহাদুরীতে আস্ফালন করে বলিয়া, তাহার কাজ-কর্ম্মের মধ্যে প্রায়ই ভুল হইয়া থাকে; সেইজন্য বিষসংক্রান্ত ঔষধাদি তাহাকে সচরাচর প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইত না। পূর্ব্বে সে দুই ফোঁটার স্থলে দশ ফোঁটা ঢালার জন্য, প্রায়ই ঔষধ নষ্ট করিয়া তিরস্কৃত হইত,—এখন সুর-সুন্দরের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া, তাহার সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া, ক্রমাগত নিজের ত্রুটি সংশোধন করিতে করিতে তাহার স্বভাব এখন সত্য-সত্যই সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। সুর-সুন্দর তাহার কাজের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ রাখিবার জন্য তাহাকে নিজের পার্শে রাখিয়া খাটাইত, তাহার সেই পদে-পদে ভুল-ত্রুটি এমন নিঃশব্দ ক্ষমায়,—এমন অনাড়ম্বর সহজ ভাবে নীরবে স্বহস্তে সংশোধন করিয়া লইত যে,

অপর কেহ সহসা সে দৃশ্য দেখিলে মনে করিত, সে ভুল সে ক্রটি বুঝি সুরসুন্দরের নিজেরই! শুধু সমুদ্রপ্রসাদের বেলায় নয়, প্রত্যেক সহযোগীর অপরাধ-দায়িত্ব সে এইরূপে নিজের স্কন্ধে টানিয়া লইয়া, নিঃশব্দে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিত।

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে, সমুদ্রপ্রসাদ সজোরে মাথা নাড়িয়া নির্ভীক-ভাবে বলিল, "আজ্ঞে না, হেড্ কম্পাউণ্ডার জীকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি ঠিক সমান মাপে ওষুধ ঢেলিছি, উনি দেখেছেন।"

"হ্যাঁ হে তেওয়ারী ?—"

ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে তেওয়ারী বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নিজে দেখেছি বৈ কি। আপনার যদি··"

"না না, তা হলে আর কিছু দেখ্‌বার দরকার নেই।"—সাদরে তেওয়ারীর পিঠ ঠুকিয়া ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "তুমি খুব হুঁসিয়ার লোক, সে আমি জানি। সমুদ্র অল্পদিন কাজে ঢুকেছে, ছেলেমানুষ, তাই ওকে একটু ভয় করে। আচ্ছা তেওয়ারী, এই শিশিটা নিয়ে যাও তো বাবা, 'আউট ডোরে' একটি হিন্দুস্থানী ছোক্‌রা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এটা দিয়ে বিদায় করে দিও; আর একটি বুড়ো ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁকে বলো যে ডাক্তারবাবু আসছেন, একটু বসুন,—।"

তেওয়ারী ঔষধের শিশি লইয়া প্রস্থান করিল; সত্যবাবু একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পকেট হইতে একটি প্রেস্‌ক্রুপসান বাহির করিয়া সমুদ্রপ্রসাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা চট্ করে Serve করে দাও তো বাবা।"

সমুদ্র বুঝিল, তেওয়ারীর নামের খাতিরে গতবার সে বিনাবাক্যে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু এবার হাতে-কলমে পরীক্ষা; সে খুব সংযত হইয়া ধৈর্য্যের সহিত লিখিত প্রেস্-ক্রুপসানটির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া, আলমারি হইতে ঔষধগুলি নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিল; তারপর খুব সতর্কতার সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ঔষধ ঢালিয়া, নিপুণতা-সহকারে অল্প সময়ের মধ্যে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ডাক্তার বাবুর হাতে দিল। বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু এতক্ষণ চেয়ারে বসিয়া নীরবে তাহার কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন,—এইবার শিশিটি হাতে লইয়া হাসি-মুখে সমুদ্রের পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাতে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "তেওয়ারীর পাল্লায় পড়ে মানুষ হয়ে গেছ, এবার বেশ কাজ শিখেছ!"

সমুদ্রপ্রসাদ নতমুখে একটু আহ্লাদের হাসি হাসিল; একজন মধ্যবয়স্ক কম্পাউণ্ডার বলিলেন, "হাঁ বাবু, তেওয়ারী ছেলেমানুষ হোক্, কিন্তু হেড্ কম্পাউণ্ডার বটে; নিজেও যেমন খাট্‌তে পারে, লোক্‌কেও তেমনি খাটাতে জানে,—কিন্তু কাউকে বে-খাতির নেই, অতিভদ্রলোক। হাজার হোক্ বাবু, উচুঁ-ঘরণা ছেলে, আজই না হয়—।"

"সুপ্রভাত ডাক্তারবাবু!" মিস্ স্মিথ্ ঢুকিয়া ডাক্তারের সহিত যথারীতি শিষ্টাচার বিনিময় করিলেন। স্মিথের পিছনে নমিতাও আসিয়াছিল, সেও মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিল; স্মিথ্ বলিলেন, "আমি আপ্‌নাকে খোঁজ্‌বার জন্যে, আউট্‌ডোরে গিয়েছিলুম্।"

ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, ডাক্তার সুধাইলেন, "কিছু প্রয়োজন আছে ?"

তদুত্তরে স্মিথ্ বলিলেন, একটা অস্ত্রোপচারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে; কারণ, সে অস্ত্রোপচারটি কিছু কঠিন, তাহাতে রোগী কিছু বেশী কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, তিনি ডাক্তার সাহেবকেই ডাকিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দশ মিনিট পূর্ব্বে একটা জরুরী ডাক পাইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেইজন্য তিনি সহকারী চিকিৎসকগণের সাহায্য পাইবার আশায় আসিয়াছেন।

ডাক্তার কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় সুবসুন্দর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, আউট্‌ডোরে আরও নূতন কয়জন লোক আসিয়া ডাক্তারবাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ম্যাডাম্, তবে একটু সবুর করুন, আমি শীঘ্র এদের বিদায় করে আস্‌ছি"।

মিস্ স্মিথ্ ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন, "ডাক্তার মিত্র কোথায়? তিনি কি এখনও আসেন নি? —সাতটা চুয়াল্লিশ মিনিট হতে চল্ল, যুবক ডাক্তারের বুঝি এখনও নিদ্রাভঙ্গের সময় হয় নাই! আর আমাদের মত বৃদ্ধের বুঝি—"। মিস্ স্মিথ্ বিরক্তিভরে অধর দংশন করিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলেন।

সত্যবাবু বহির্গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, স্মিথের কথায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "এই রকমই তো দৈনিক ব্যবস্থা; কুলিকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম, তা বলেছেন, 'পোষাক পরে যাচ্ছি বলগে'। সাহেব থাক্‌লে বকাবকি করতেন—আর কি?"

"একেই বলে ইচ্ছাকৃত অবহেলা!—" স্মিথ্ অধিকতর অসন্তুষ্টভাবে বলিলেন, "ইচ্ছাকৃত অবহেলা ভিন্ন কি বল্‌ব। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের বাড়ী গিয়ে তাস খেলে, গান-বাজনা করে, আমোদের খাতিরে রাত্ জাগ্‌বেন, আর নিজের কর্ত্তব্যসাধনের সময় ঘুমিয়ে থাক্‌বেন! এটা তাঁর পক্ষে যতই আনন্দ বা আরামের বিষয় হোক্, —কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে চিকিৎসক বা চিকিৎসিত কারুরই পক্ষে এটা মঙ্গলের বিষয় নয়। চিকিৎসককে চিকিৎসা-দায়িত্বের মধ্যে দেহের আরাম আর মনের স্বাধীনতা বিকিয়ে তবে চিকিৎসক সেজে দাঁড়াতে হয়,—এটুকু চিকিৎসকমাত্রেরই সকলের আগে মনে রাখা উচিত।"

সত্যবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সে বিচারের অধিকার আমাদের নেই ম্যাডাম্; ডাক্তার মিত্রকে এ-সম্বন্ধে সৎ-পরামর্শ দিয়ে অনধিকার-চর্চ্চার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি; ডাক্তারবাবু হিতৈষীর পরামর্শ অপমানের শ্লেষ বলে গ্রহণ করেন। দুঃখের কথা বল্‌ব কি ম্যাডাম্, আমার মত একজন বৃদ্ধ স্ব-ব্যবসায়ীকেও তিনি তাঁর উন্নতির প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবেচনা করেন! কি করব—আমার দুর্ভাগ্য!"

সর্দ্দার-কুলির যুবক পুত্র লাল্লু কতকগুলা শিশি ধুইয়া আনিয়া টেবিলের উপর এক পাশে সাজাইতেছিল, সে ইহাদের ইংরেজী কথা কিছু না বুঝিলেও, এটুকু বুঝিল যে ডাক্তার মিত্রের দেরী করিয়া আসার কথা লইয়া ইঁহারা আলোচনা করিতেছেন। ডাক্তারবাবুকে প্রত্যহ সকালে ডাকাডাকি করার ভারটা প্রায়ই তাহার উপর পড়িত;—কাজটা বিশেষ সুবিধার ছিল না; চিল্লানর অপরাধে

ডাক্তারবাবুর নিকট প্রায়শঃ তর্জ্জিত হইয়া তাহার এ-কাজে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। ইহাদের অসন্তোষ-আন্দোলনে আজ তাহার অন্তরের সুপ্ত বিদ্বেষ মাথা তুলিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল, সে আত্ম সম্বরণ করিতে পারিল না; শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তার-বাবু ডাকাডাকি শুনেও সময়ে হাঁসপাতাল আসেন না,—শেষে সাহেব এসেছে শুন্‌লে চোরের মত চুপি চুপি মেথরদেব উঠ্‌বার—সেই পেছুকার সিঁড়ি দিয়ে এসে হাঁসপাতালে হাজির হন!"

মিস্ স্মিথ্ বিরক্তিতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তার সত্যবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্য নাকি?"

সত্যবাবু দুঃখিতভাবে শুধু একটু হাসিলেন, কোন কথা বলিলেন না। তাহাকে নীরব দেখিয়া অন্তর্দ্দাহে অস্থির হইয়া লাল্লু আবার বলিয়া উঠিল,—"হোক্ গে বাবা, ও সব শক্ত ধাপ্পা-বাজীর ছল-চাতুরী তারই স্বভাবে বরদাস্ত হয় অন্যের স্বভাবে—।" সহসা দ্বারের দিকে চাহিয়া তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল; বর্ম্মাক্ত-বদনে, ভয়ত্রস্তচিত্তে লাল্লু তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া দৃষ্টি নামাইল।

যুগপৎ সকলেই ফিরিয়া চাহিলেন, সকলে দেখিলেন দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান—স্বয়ং ডাক্তার মিত্র! ইতোমধ্যে তিনি কখন নিঃশব্দ পাদ-বিক্ষেপে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন কেহই টের পায় নাই।

ডাক্তারের দিকে চাহিয়া অনেকেই প্রমাদ গণিল! রাত্রিজাগরণে রক্তোষ্ণতায় এবং অপক্ক-সুপ্তি-ভঙ্গের বিরক্তি ডাক্তার মিত্রের উগ্র লোহিত চক্ষুযুগলে দেখা গেল, কঠোর ক্রোধ পরিষ্কাররূপে দীপ্তিমান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

উদ্ভিদের যবক্ষারজান-গ্রহণ।

শস্যের শুষ্ক পদার্থের দেড়ভাগ যবক্ষারজান-দ্বারা গঠিত। কোন কোন উদ্ভিদে ইহাপেক্ষা অধিক যবক্ষারজান থাকে বটে, কিন্তু শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ক্বচিৎ শতকরা তিন ভাগ দেখা গিয়াছে। শস্যে যবক্ষারজানের পরিমাণ কম হইলেও উদ্ভিদের পোষণের পক্ষে উহা বিশেষ আবশ্যক। বস্তুতঃ মৃত্তিকার যবক্ষারজান রক্ষণ ও তাহার উৎপাদনের উপর ভূমির উর্ব্বরতা নির্ভর করে। আমরা একথা বলি না যে উদ্ভিদের অন্যান্য উপাদানাপেক্ষা যবক্ষারজান অধিক প্রয়োজনীয়; তবে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, যবক্ষারজান ভূমির উর্ব্বরতা-সাধনে সারভূত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা আশু নিঃশেষিত হইয়া যায়।

অধিকাংশ শস্যই ভূমি হইতে যবক্ষারজান আহরণ করে। ভূমিতে যে যবক্ষারজানের অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই অদ্রবণীয় জান্তব পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয় না। যবক্ষারনামক পদার্থে কতকটা

যবক্ষারজান বিদ্যমান থাকে। উক্ত যবক্ষার নাইট্রিক এসিড এবং ভূমির কোন একটী ধাতব পদার্থের সম্মিলনে গঠিত হয়। ভূমির যবক্ষারে যে যবক্ষারজান নিহিত থাকে, শস্য তাহাই গ্রহণ করে; সুতরাং যবক্ষারজান-সম্বন্ধে ভূমির উর্ব্বরতা যবক্ষারনামক পদার্থের উপর নির্ভর করে। ভূমিতে যবক্ষার অতি অল্পমাত্রায় থাকে, কিন্তু তাহাকে উদ্ভিদের আবশ্যকতানুসারে অধিক-মাত্রায় প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ভূমি অতি অল্পমাত্রায় বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান প্রাপ্ত হয়। আকাশে সকল সময়ে সামান্য পরিমাণে এ্যামোনিয়া বিদ্যমান থাকে। ঝঞ্ঝাবাতে সামান্য পরিমাণে যবক্ষারজান এবং অম্লজান মিলিত হইয়া নাইট্রিক এসিডের সৃষ্টি করে। এই উপাদানগুলি বৃষ্টির ধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া ভূমিতে আনীত হয়। এইরূপে ভূমি অতি অল্পমাত্রায় যবক্ষারজান প্রাপ্ত হয়। উক্ত উপায়ে এক বৎসরে এক একর (acre) ভূমি ৩ হইতে ৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত যবক্ষারজান গ্রহণ করে। ভূমিতে যে যবক্ষারজান নিহিত থাকে তাহা পূর্ব্বোৎপন্ন বৃক্ষাদি পচিয়া সৃষ্ট হয়। উদ্ভিদে protein-নামক পদার্থই যবক্ষারজান। বৃক্ষাদি মরিয়া যাইলে উক্ত protein-পদার্থটী অন্যান্য উপাদানের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভূমিতে অবস্থিতি করে। যতদিন যবক্ষারজান এরূপ অবস্থায় থাকে, ততদিন তাহা নূতন উৎপন্ন উদ্ভিদের কোন কার্য্যে আইসে না—পচিয়া যাইলে অথবা যবক্ষারজান যবক্ষারে পরিণত হইলেই উদ্ভিদ্‌গণ তাহা গ্রহণ করে।

ভূমি শুদ্ধ ধাতব পদার্থ নহে, অথবা ইহাকে পূর্ব্বোৎপন্ন পচা বৃক্ষের সমষ্টিভূত জড়পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। ইহাতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবনিচয় অহরহঃ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত করিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ জীবাণুগণ! ভূমির এক আউন্স মৃত্তিকাতে প্রায় ১৫০,০০০০০ (এক শত পঞ্চাশ লক্ষ) জীবাণু থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি জীবাণু উৎসেচন বা ক্ষয় সঙ্ঘটিত করিয়া কার্ব্বলিক এসিডকে বায়ুমণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তিত করায়। অন্যগুলি যবক্ষারজান-সমন্বিত জৈবিক পদার্থকে পচাইয়া যবক্ষার প্রস্তুত করে।

কয়েক-প্রকারে জীবাণুদ্বারা জৈবিক পদার্থের যবক্ষারজান যবক্ষারে পরিণত হয়। সকল-প্রকার ভূমিতে এই প্রকার জীবাণুর অস্তিত্ব দেখা যায়। জল জমিয়া বরফ হইবার উত্তাপাপেক্ষা ৫ ডিগ্রি অধিক উত্তাপ হইলেই যবক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং উত্তাপ যত বৃদ্ধি হয় যবক্ষার প্রস্তুত তত শীঘ্র হইয়া থাকে। এই-হেতু শীতকালে যবক্ষার প্রস্তুত হয় না, পরন্তু গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত যবক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। যবক্ষার-উৎপাদক জীবাণু যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন না পাইলে জীবিত থাকিতে পারে না, এই জন্য তাহারা ভূমিতে গর্ত্তাদি খনন করিয়া তদভ্যন্তরে বায়ু-প্রবেশের রাস্তা করিয়া দেয়। এতদ্দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র যবক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। অম্লাক্ত ভূমিতে উক্ত জীবাণুগুলি বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং চূর্ণ অথবা ভূমির অম্ল-দূরীকরণক্ষম অন্য কোন পদার্থ যবক্ষার প্রস্তুতের জন্য বিশেষ আবশ্যক। এ সমস্ত বিষয়গুলির পরে বিশদরূপে আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ শস্যের উন্নতিকল্পে

যবক্ষারের কিরূপ প্রয়োজন তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। বিষয়টী অতিগুরুতর; কারণ, যবক্ষার প্রস্তুতের উপর ভূমির উৎকর্ষ বিশেষ-রূপে নির্ভর করে।

যবক্ষার-উৎপাদনকারী জীবাণুগুলি কৃষকের বন্ধু হইলেও ভূমিতে এমন অনেক জীবাণু আছে, তদ্দারা ক্ষেত্রের অনিষ্ট সংঘটিত হয়। যবক্ষার-ধ্বংসকারী জীবাণুগুলি যবক্ষার ও যবক্ষারজানের উপাদানগুলি বিশ্লেষিত করে। ফলে এই হয় যে, যবক্ষারজান উঠিয়া গিয়া বায়ুতে মিশ্রিত হয়। এইরূপে ভূমির যবক্ষার-জানের কিয়দংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাতে শস্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। অক্সিজেনের অনস্তিত্ব এবং অম্লত্বের বিদ্যমানতা যবক্ষার-ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ। ভূমিকে যে-পরিমাণে যবক্ষার প্রস্তুতের উপযুক্ত করা যাইবে সেই পরিমাণে ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

বায়ুমণ্ডলের ⅘ ভাগ যবক্ষারজানদ্বারা গঠিত। যদি এই যবক্ষারজানটুকু পূর্ণমাত্রায় উদ্ভিদ প্রাপ্ত হয়, তবে যবক্ষারজানের অভাব আদৌ হইতে পারে না। উদ্ভিদ্ আকাশের যবক্ষার-জান গ্রহণ করে কিনা এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে, কিন্তু এখনও এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব অজ্ঞাত আছে। এক সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, উদ্ভিদ কেবলমাত্র আকাশ হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে। কিন্তু বউসিংগল্ট, (Boussingault) নামক জনৈক কৃষি-রসায়নবিদ্ যবক্ষারজান-পরিমুক্ত বন্ধ্যা ভূমিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন করিয়া যাহাতে তাহা বায়ু ভিন্ন ভূমি হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধান করেন। এইরূপে উৎপন্ন উদ্ভিদ্গুলি কিছু দিনের জন্য জীবিত ছিল বটে, কিন্তু তাহা-দিগকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিতে পান যে, বীজে যে-পরিমাণে নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান বিদ্যমান ছিল তদপেক্ষা অধিক নাইট্রোজেন উদ্ভিদে নাই। বিলাতের রথ্হাম্ষ্টেড্ নামক স্থানে যে-সকল পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতেও অনুরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। রথ্হাম্ষ্টেডের পরীক্ষা-দ্বারা আরও জানা গিয়াছে যে, clover বা অন্যান্য দ্বিদল শস্যের চাষ করিলে সেই উদ্ভিদ্গুলি বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করা ব্যতীত ভূমির যবক্ষারজান বৃদ্ধি করে। অন্যান্য পরীক্ষা-দ্বারা আরও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে cloverএর অজ্ঞাত পদার্থ হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিবার শক্তি আছে। কৃষকেরা জানে যে clover জন্মানর পর যদি সেই ক্ষেত্রে গম বপন করা যায়, তবে তাহা হইতে যে পরিমাণে ফসল পাওয়া যাইবে তাহা ঠিক যবক্ষারজান-সমন্বিত-খাদ্য-প্রদত্ত ভূমির অনুরূপ হইবে।

হেল্রিগেল (Hellriegel) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দ্বিদল শস্যের মধ্যে যে গুলির শিকড়ে গাঁট গাঁট পদার্থ জমিয়াছে, তাহারাই ভূমীর উর্ব্বরতা সাধন করিতে সমর্থ। এই গাঁটগুলি জীবাণুপূর্ণ। পরীক্ষার্থে তিনি দুইটী টবে দ্বিদল শস্য জন্মান, তন্মধ্যে একটি টব সম্পূর্ণ নাইট্রোজেন-পরিমুক্ত এবং অন্যটীতে সাধারণ ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ জল সেচন করিয়া দেন। পরে দেখা গেল যে, যে-টবটীতে জমী হইতে জল ছেঁচিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই টবের দ্বিদল উদ্ভিদে নাইট্রো-জেনের বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সেই টবের গাছ-

গুলির মূল ডুমো ডুমো ফুলিয়া আছে। অপর টবটীর দ্বিদল শস্যের মূলে গাঁট পড়ে নাই এবং তাহার ভূমিতে নাইট্রোজেনেরও বৃদ্ধি হয় নাই।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, নাইট্রোজেন-বর্দ্ধক-জীবাণুপূর্ণ ভূমিতে দ্বিদল-শস্য বপন করিলে তাহারা ভূমির যবক্ষারজান ব্যতীত অন্য প্রকারেও যবক্ষারজান গ্রহণ করে। এই ক্রিয়াটী দ্বিদল শস্যের নহে—গাঁট উৎপন্নকারী জীবাণুর। এই জীবাণুগুলি না থাকিলে দ্বিদল শস্যগুলি অপরাপর শস্যের ন্যায় যবক্ষার-প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। আরও দেখা গিয়াছে যে, দ্বিদল শস্যগুলি যদি যবক্ষার আকারে যবক্ষারজান আহরণ করিতে পায়, তবে তাহাদের মূলে গাঁট জন্মিবে না। এই কারণে যবক্ষারজানপূর্ণ ক্ষেত্রে দ্বিদল-শস্যের মূলে জীবাণু বর্ত্তমান থাকিলেও গাঁট উৎপন্ন হয় না। সার নিষ্কর্ষ এই যে clover, মটর, শিম প্রভৃতি দ্বিদল শস্য বপন করিলে তাহারা বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং উক্ত শস্য-গুলি দ্বারা ভূমির নাইট্রোজেনের হ্রাস হয় না বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পরীক্ষা-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে দ্বিদল শস্য-দ্বারা ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করিবার জন্য সকল ভূমিতে জীবাণু থাকে না। এই জন্য যে ভূমিতে দ্বিদল শস্য পূর্ব্বে উত্তমরূপ জন্মিয়াছে তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে মৃত্তিকা লইয়া বীজের সহিত বপন করিলে ভূমিতে নাই-ট্রোজেন-বর্দ্ধক জীবাণুর সৃষ্টি করা হয়। ইহাকে টীকা দেওয়া কহে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে এক প্রকারের জীবণু লইয়া সকল প্রকার দ্বিদল শস্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। যে ক্ষেত্রে clover উত্তমরূপে জন্মিবে, তাহাতে soy bean উত্তমরূপ জন্মিবে না। এইজন্য অনেক পরীক্ষায় কৃষক-দিগকে হতাশ হইতে হইয়াছে। অনেক সময় ভূমিতে টীকা দিলে উত্তম ফল দর্শে বলিয়া ইহার উপর অধিক বিশ্বাস করা অনুচিত। ভূমির সকল প্রকার দোষ ইহা দ্বারা কাটে না। ভূমিতে টীকা দিলে তাহাতে গাঁট উৎপাদন-কারী জীবাণুকে প্রবিষ্ট করান হয় মাত্র। যে-সকল স্থলে কেবলমাত্র জীবাণুর অভাবে দ্বিদল শস্যের অনিষ্ট হয় সেরূপ স্থলে ভূমিতে টীকা দিলে উপকার দর্শে। অধমবীজ-বপন, ভূমিতে রীতিমত কর্ষণাদির অভাব, আব-হাওয়ার প্রতিকূলতা, ভূমির অম্লত্ব নিবন্ধন শস্যের অনিষ্ট হইলে সেরূপ স্থলে টীকা কিছুই করিতে পারে না। অতএব টীকা দিবার পূর্ব্বে ভূমির অন্যান্য অবস্থা অনুকূল আছে কি না, তাহা কৃষকের জ্ঞাত হওয়া উচিত।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

ঊষা ও সন্ধ্যা।

(১)

প্রকৃতির দু'টি মেয়ে সন্ধ্যা আর ঊষা ;—
ঊষা সে বালিকা মেয়ে, মুখ-পানে থাকে চেয়ে,
যেন ভাল নাহি বুঝে বেদনা-তিয়াসা !
শুধু হাসি শুধু খেলা,　　ফুটায়ে কুসুম মেলা,
বহায়ে শিশির মাখা শীতল বাতাস ;
আলুথালু কেশবেশ,　　ছুটাছুটি একশেষ,
একটু দাঁড়ায় নাকো, নাহি চায় পাশ !

সে চায় তাহারি মত, ধরণীর জীব যত,
নিয়ে শুধু সরলতা হউক্ পাগল ;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তাই, ঘুম ভেঙে দেয় ভাই,
পরশি ও রাঙা ঠোঁটে সবার কপোল!
তাই তার পরশনে, জেগে উঠে ত্রিভুবনে,
কি যে সঞ্জীবতাময় নবীন উছাস ;
ছাড়ি নিজ জন-বাড়ী, ছুটে যেতে তাড়াতাড়ি,
সবার মানসে জাগে আকুল পিয়াস ;

(২)

সন্ধ্যা সে তরুণী বালা, নাহি অত হাসি-খেলা,
ধীরে ধীরে আসে আর ধীরে চলে যায় ;
সে যেন বুঝিতে পারে, সকলি গো ভাল করে,
লাজে নত চারু আঁখি তুলে নাহি চায় !
তার সে বিরল ফুলে, তার সে মধুরানিলে,
কি যেন কি গভীরতা পরাণ মাতায় ;
খানিক বসিয়ে পাশে, সে ত শুনে ভালবেসে,
কেমনে জীবন কাটে আশা-নিরাশায় !
পরিপাটী সব তার, বসন-অলক-ভার,
সিঁথিতে সিঁদূর শোভে লোহিত আভায় ;
কপোলে একটি তারা, কোমল কিরণ-ধারা,
আকুলি পরাণ-মন অখিলে ছড়ায় !
সে যেন সবার চিত, গড়িয়ে নিজের মত,
আপনার কম বুকে টেনে নিতে চায় ;
তাই সে নিকটে এসে, কয় যেন মৃদু হেসে,
"আয় সবে আয় এবে সবে ফিরে আয় !"
তাহার পরশে তাই, যেন গো দেখিতে পাই,
গৃহের মোহন ছবি সকল হিয়ায় ;
তাই যে আকুল হয়ে, গৃহ-পানে যাই ধেয়ে,
দিবসের কোলাহলে দিয়ে গো বিদায় !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নববর্ষ।

সারাটি বরষ আছি গো অপেখি
তব শুভ আগমন লাগি,
আন গো বারতা সুমঙ্গল বহি ;
বিশ্বজননী উঠ গো জাগি ॥

আজি নব-বরষের নবীন পুণ্যে
ভুলে যাও পুরাতন স্মৃতি,
ভুলে যাও ছল-কপটতা ;
তুলে দাও অমঙ্গল রীতি ॥

লয়ে এস প্রীতি ভালবাসা
ঘরে ঘরে শুভ আশীর্ব্বাদ।
বঙ্গমাতার শান্তির আলয়ে
(যেন) নাহি কভু আসে অবসাদ ॥

জননি ! তোমার শ্যামল বক্ষে
উঠুক জাগিয়া সুপ্ত হিয়া ;
ঝরুক বিশ্বে অমৃত-নিঝর
মা তোমার কণ্ঠ উপচিয়া ॥

শ্রীমতী—

পৃথ্বীরাজ।

ঐতিহাসিক মহাকাব্য।

বঙ্গসাহিত্যে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু-মহাশয় সুপরিচিত। একদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লিখিয়া তিনি গদ্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, অপরদিকে তাঁহার রচিত "কবিতা প্রসঙ্গ", রামায়ণের ছবি ও কথা এবং কঠোপনিষৎ প্রভৃতি পুস্তকগুলি পদ্যসাহিত্যেরও সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার রচিত "পৃথ্বীরাজ" নামে একখানি মহাকাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত, এবং মিত্রামিত্র-বিবিধছন্দে রচিত। কবি গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' উপাখ্যান, এবং নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' এই দুই গ্রন্থে প্রদর্শিত পথ অনুসারে তিনি ইতিহাস অবলম্বন করিয়া উহা রচনা করিয়াছেন। দিল্লীর শেষ হিন্দুসম্রাট্ পৃথ্বীরাজের এবং তাঁহার সঙ্গে হিন্দু-স্বাধীনতার পতন এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কাব্যের বিষয় সংক্ষেপে এই ;—

পৃথ্বীরাজের মাতামহ অনঙ্গপালের পুত্র-সন্তান ছিল না, দুইটি-মাত্র কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুন্দরীর সহিত কনোজের রাজার এবং কনিষ্ঠা কন্যা কমলাবতীর সহিত আজমীরের নৃপতির বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠার পুত্রের নাম জয়চন্দ্র এবং কনিষ্ঠার পুত্রের নাম পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীরাজ শৌর্য্য, বীর্য্য এবং দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সর্ব্বগুণে ভূষিত ছিলেন। বৃদ্ধ, অনঙ্গপাল জীবনের অবশিষ্টকাল বদরিকাশ্রমে গিয়া অতিবাহিত করিবেন বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত যবনগণ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিতেছিল দেখিয়া অনঙ্গপাল দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকেই যোগ্যতর বিবেচনায় দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করেন। অভিমানী জয়চন্দ্র এই ঘটনার পর হইতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হন ও আপনাকে অপমানিত মনে করেন এবং নিজ বাহুবলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হন। এই সময় হইতেই রাঠোর ও চৌহান বংশের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকে, এবং এই গৃহবিবাদই পরিণামে হিন্দু-স্বাধীনতা-লোপের অন্যতম কারণ হইয়া উঠে। রাঠোররাজ-জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অসাধারণ লাবণ্যবতী বিবাহ-যোগ্যা কন্যা ছিলেন। জয়চন্দ্র স্থির করিলেন যে, সংযুক্তার স্বয়ংবরের সহিত রাজসূয়-যজ্ঞ সমাধা-পূর্ব্বক হিন্দুস্থান-মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য ও একছত্রত্ব সংস্থাপন করিবেন। যদি দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সেই সভায় উপস্থিত হন, তাহা হইলে কৌশলে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, এবং তিনি সার্ব্বভৌম পদ লাভ করিবেন। কিন্তু লোকপরম্পরায় যখন তিনি শ্রবণ করিলেন যে, পৃথ্বীরাজ সভায় আগমন করিবেন না, তখন তিনি পৃথ্বীরাজের দ্বারপাল-মূর্ত্তি গঠন করাইয়া বেত্রহস্তে তাহা সভাস্থলে রাখিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য জয়চন্দ্রকে অনেক সদুপদেশ প্রদান

করিলেন, এই ব্যাপার হইতে ভবিষ্যতে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, বিশেষতঃ যবনগণ সেইসময় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত, এমন সময়ে ভ্রাতৃভেদ ও জাতিবৈর দেশের পক্ষে যে কোন মতেই মঙ্গলজনক নহে তাহা উল্লেখ করিলেন। তুঙ্গাচার্য্য কহিলেন—

"গুরু আমি তব, মোর শুন উপদেশ
ভুলে যাও অভিমান, জিঘাংসা, বিদ্বেষ।
সম্মিলিত হও বীর পৃথ্বীরাজ সনে,
শিখাও সংগ্রামনীতি মিলি দুইজনে
রাঠোর-চৌহান-দলে। যদি হুতাশন
মিলে বায়ুসনে, তারে কে করে বারণ ?
আত্মীয়-কলহে যদি তৃপ্তি এত হয়,
করিও পশ্চাতে ; এবে উপযুক্ত নয়।
হিন্দু হ'ক, বৌদ্ধ হ'ক, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ
এ সময় রক্ষা নাই বিনা সম্মিলন"।

পৃথ্বীরাজের দোষ কি ? তিনি মাতামহের স্বেচ্ছাদত্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন মাত্র। দিল্লী কনোজের ন্যায় প্রাচীন এবং কনোজ অপেক্ষা বলবীর্য্যে কোনমতেই হীন নহে, সুতরাং চৌহান কেন রাঠোর-প্রাধান্য স্বীকার করিবে ? এরূপ অসঙ্গত বাসনা তাঁহার মনে উদয় হইলই বা কেন ? পরে তিনি জয়চন্দ্রকে বলিলেন—

"যাব আমি, পৃথ্বীরাজে কহিব বুঝায়ে,
গুরু আমি দুইহাতে ধরিব দু'ভায়ে ;
ভ্রাতৃভেদে কভু কার (ও) হয় নাই হিত,
উভয়ে পাইবে ধ্বংস, জানিও নিশ্চিত"।

কিন্তু তুঙ্গাচার্য্যের সকল উপদেশ বৃথা হইল, বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ, জয়চন্দ্র আপনার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। যথাসময়ে সংযুক্তার স্বয়ংবর হইয়া গেল। সংযুক্তা কৈশোর হইতেই পৃথ্বীরাজকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। পূজা, যজ্ঞ, নিমন্ত্রণে সংযুক্তা মধ্যে মধ্যে আজমীরে যাইতেন এবং তখন হইতেই অচ্ছেদ্য প্রণয়-বন্ধনে উভয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে যখন অনঙ্গপাল পৃথ্বীরাজকে দিল্লীশ্বর-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন তখন হইতে রাঠোর ও চৌহান বংশের মধ্যে মনোমালিন্য আসিয়া পড়িল এবং সেই অবধি সংযুক্তার সহিত পৃথ্বী-রাজের সাক্ষাৎকার হইবার অবসর হয় নাই। স্বয়ংবর সভায় জম্বুপতি, গুর্জ্জরপতি প্রভৃতি নৃপতিগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সংযুক্তা দ্বারপালবেশি-পৃথ্বীরাজ-মূর্ত্তিপদে অর্ঘ্যসমর্পণ ও কণ্ঠে মাল্য প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সসৈন্যে নিকটেই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। সংযুক্তাকে নিজ-অশ্বে আরোহণ করাইয়া যেখানে নদীবক্ষে তাঁহার সুসজ্জিত তরণী অপেক্ষা করিতেছিল সেইদিকে চলিলেন। ইতোমধ্যে রাঠোর ও চৌহান সৈন্যের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং অবশেষে রাঠোরেরা পরাজিত হইল। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে লইয়া নৌকারোহণে অন্তর্দ্ধান করিলেন। অভিমানী রাজা জয়চন্দ্র এইরূপে সম্মিলিত নৃপতিগণের সম্মুখে পরাজিত ও অপমানিত হইলেন। সংযুক্তার স্বয়ংবর-চিত্রটি কবি অতিশয় নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে রঘুবংশের ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের কথা মনে পড়ে, অথচ 'তাহা মৌলিকতায় ও ঐতিহাসিকতায় পূর্ণ। কনোজ, স্বয়ংবর সভা, সংযুক্তাকে দর্শন করিয়া

রাজগণের বিলাসচেষ্টা প্রভৃতির বর্ণনা অতিশয় সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

সংযুক্তার সহিত মিলিত হইয়া পৃথ্বীরাজ আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। যে আশা বহুদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা চরিতার্থ হওয়াতে তিনি ধন্য হইলেন এবং বিশ্ব তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। কিন্তু সংসারের নিয়ম অতি দুর্জ্ঞেয়, নিরবচ্ছিন্ন সুখ অথবা দুঃখ কেহই ভোগ করে না। যে-নিয়মে বাহ্য জগতে অকস্মাৎ ভীষণ ঝটিকা আসিয়া প্রশান্ত ধরণীর মধ্যে প্রলয় উপস্থিত করে, সেই নিয়মেই সুখপূর্ণ হাস্য-মুখরিত সংসারের মধ্যে কি এক উপপ্লব আসিয়া উপস্থিত হয় যাহা সকলকে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুখ, আশা, উৎসাহ সব কোথায় ভাসিয়া যায়। দিল্লী আজ হর্ষে পরিপূর্ণ, "জয় পৃথ্বীরাজ"-শব্দে মুখরিত, পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার মিলনে সকলেই গৌরবান্বিত, কিন্তু কনোজবাসী আজ ম্রিয়মাণ, অপমানে ও লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত, প্রতিশোধ-বাসনা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত, সদসদ্ যে কোন উপায়েই হউক, চৌহানের ধ্বংসই তাহাদের মূলমন্ত্র হইয়াছে। হায়, তাহারা জানিত না, এই জ্ঞাতি-হিংসার কি বিষম পরিণাম হইবে!

ঠিক এই সময়ে যখন হিন্দুস্থানে জ্ঞাতি-হিংসায়, রাজাদিগের মধ্যে মিলনের অভাবে এবং সামাজিক দুর্নীতি-বশতঃ হিন্দুজাতির অধঃপতনের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তখন গজ্‌নীর অধিপতি মহম্মদ ঘোরী ও তাঁহার অমাত্যগণ ভারতবর্ষ আক্রমণের অবসর খুঁজিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ভারতবর্ষের সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যের কথা দূতমুখে সংগ্রহ করিতেছিলেন। ভারতের স্বাভাবিক শোভা ও ধন-সম্পদ্ বহুপূর্ব্ব হইতেই সকল বিজেতৃগণের মন হরণ করিয়া আসিয়াছে। এই শোভা ও সম্পদের চিত্র কবি তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে যে-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, আমরা যেন জন্ম জন্ম এই হিন্দুস্থানেই জন্ম গ্রহণ করি। এ স্থলে বোধ হয় দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহম্মদ ঘোরী তাহার দূতকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ? সেখানকার সম্পদ্-বিভব কিরূপ? তখন দূত আলি প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

"জাঁহাপনা! কি কহিব,
অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, দেশ। বিশ্বস্রষ্টা যেন
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তারে নিরুপম করি
গড়েছেন ধরা-মাঝে। সুনীল আকাশ;
সমুজ্জ্বল দিবাভাগে তপন-কিরণে;
জ্যোতির্ম্ময় নিশাকালে তারকার করে;
চন্দ্রালোকে দীপ্তিমান। তুষার ঝটিকা
না জানে সে দেশে লোক। মধুর পবন
বহে সেথা সংবৎসর। স্রোতস্বতী যত
অমৃত-সলিলে পূর্ণ। তরুলতাগণ
ফলে ফুলে শোভাময়। নাহি জানি নাম,
আস্বাদে সৌরভে কিন্তু চিত্ত বিমোহিত!
বিশাল সে দেশ; কোথা গিরি সুমহান
গগনে তুলিয়া শির, আছে বিরাজিত।
কোথা বনভূমি, পূর্ণ ভীষণ শ্বাপদে;
কোথা রম্য উপবন, পুষ্পে সুশোভিত
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে।
যোজন যোজন ব্যাপী ক্ষেত্র স্নিগ্ধশ্যাম

শোভে কোথা ; কোথা নদী বহে কল-কলে।
খনিগর্ভে জন্মে মণি ; সাগরে মুকুতা ;
নারী সেথা নিরুপমা। সমৃদ্ধা নগরী ;
ফলে শস্যে পূর্ণা পল্লী। কি কব অধিক,
স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ হিন্দুস্থান"।

অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায়, বস্তুর আকৃতি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে কবি গ্রন্থের স্থানে স্থানে যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় "পৃথ্বীরাজ" বঙ্গ-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিবে। মহাশূন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল, শরৎ-প্রভাতে যমুনাতীর, দেবী শুভঙ্করী, ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র আজমীর, তুঙ্গাচার্য্যের অগস্ত্যদর্শন প্রভৃতি চিত্রগুলি কাব্যসাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবে। গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, "কবিতারস বিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য ; মুখ্য উদ্দেশ্য নহে"। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের মধুরতা যদি কবিতার বিশেষ লক্ষণ হয়, তবে তাঁহার চিত্র-গুলি অতি হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে এ কথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। গ্রন্থের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবিতা একভাবে গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহের ন্যায় তর তর ভাবে চলিয়া গিয়াছে, কোথাও জড়তা অথবা কষ্ট-কল্পনা নাই ; সর্ব্বত্রই রচনানৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে, এবং পাঠকের মনে কবিতারসাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ ধর্ম্ম ও সাধুভাবের উদ্রেক করিতেছে।

মহম্মদ ঘোরী দূতমুখে ভারতবর্ষের অবস্থা শ্রবণ করিয়া কিরূপে সেইদেশে বিশাল সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম, আচার, যুদ্ধ-নৈপুণ্য সমস্ত বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, হিন্দুগণের পতন অনিবার্য্য।

"শতজাতি, শতধর্ম্ম, শতরাজ্য যেথা—
ধ্বংসে রত পরস্পর, কেমনে তথায়
বন্ধন মিলন হবে" ?

বিশেষতঃ দিল্লীরাজ্যে বিষবীজ রোপিত হই-য়াছে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ, একজনকে হস্ত-গত করিয়া অপরের বিনাশ অনায়াস-সাধ্য হইবে ; আর যদি দিল্লী একবার হস্তগত হয় তাহা হইলে ইসলাম ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষে স্থাপিত হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া অবশেষে তিনি পৃথ্বীরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দশম সর্গে কবি এই দৌত্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই সর্গটি অতিশয় মূল্যবান। স্থান—পুণ্যতীর্থ আজমীর। এই স্থানে তীর্থরাজ পুষ্কর বর্ত্তমান। এই স্থানেই বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রিয় জয় করিয়া অমরত্ব লাভ করেন, এই স্থানেই মহামুনি অগস্ত্য স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য তপশ্চর্য্যা করিয়া-ছিলেন। আজমীর যে কেবলমাত্র তপঃক্ষেত্র তাহা নহে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের জন্যও আজমীর দর্শনীয়। শৈলমালায়, সুরম্য সরোবরে এবং নির্ঝর-রাজীতে ইহা অলঙ্কৃত। এই আজমীরে হিন্দু-মুসলমান, মোগল-পাঠান রাজপুত-রাজপুতে কত মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছে। কবির বর্ণনায় আজমীর আজ অমরত্ব লাভ করিয়াছে। উহা পাঠ করিয়া প্রত্যেক নর-নারীরই যে এই প্রদেশটি দেখিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বর্ণময় সিংহাসনে পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত

হইয়া পৃথ্বীরাজ আসীন। সভা জনপূর্ণা। গজনী হইতে যবনদূত কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে তাহা শ্রবণ করিবার জন্য সকলেই উৎসুক। দূত হামজবী সসম্ভ্রমে বিনীত ভাষায় অগ্রে পৃথ্বীরাজকে বলিলেন যে তাতার, মিসর, কাবুল প্রভৃতি দেশ মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। কেবল হিন্দুস্থানই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ভুলিয়া এখনও মূর্ত্তি-পূজা লইয়া মত্ত আছে। তাই মহম্মদ ঘোরীর একান্ত ইচ্ছা যে পৃথ্বীরাজ এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন। আর যদি ইহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে কৃপাণ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। রাজগুরু তুঙ্গাচার্য্য হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে মুসলমানদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিবার জন্য অনেক শাস্ত্রীয় কথার অবতারণা করিলেন। এই সর্গে কবি অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলমান দূতকে উপলক্ষ্য করিয়া তর্কচ্ছলে, গুরু তুঙ্গাচার্য্য যে সমস্ত তর্কের উত্থাপন ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকেরই পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কাব্যে এই সকল কথার এরূপ মীমাংসা আর কোথাও পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

"তিনিই আকাশচারী দেবতা তপন,
অন্তরীক্ষবাসী তিনি দেব সমীরণ।
অগ্নি তিনি, বেদী-মধ্যে বসতি তাঁহার,
তিনি সোমরস, স্থিত কলস মাঝার।
নররূপে, দেবরূপে, তিনি বিরাজিত ;
কিবা যজ্ঞে, কিবা ব্যোমে, তিনি প্রতিষ্ঠিত।
মুকুতা মকর তিনি সাগরের জলে,
তিনি ব্রীহি, যব যাহা জন্মে ধরাতলে।
তিনি নদী জলময়ী, পর্ব্বতবাহিনী ;
তিনি সত্য সুমহান্, সর্ব্বময় তিনি।
তিনি সর্ব্বময় তাই, সর্ব্বভূতে মোরা
হেরি তাঁর অধিষ্ঠান, সাকারের মাঝে
পূজি সেই নিরাকারে। হিন্দু পৌত্তলিক
যে কহে, সে ভ্রান্ত, নাহি বুঝে ধর্ম্ম তার।"

ইহাই ত প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, কি মহান্ সত্যের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত তাহা হিন্দুদ্বেষিগণ কেমন করিয়া বুঝিবে ?

"কি শান্তি কি তৃপ্তি আছে হিন্দুর ধরমে,—
জগতের স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা, প্রভু যিনি,
নাহি যার নাম, রূপ, জাতি, লিঙ্গ, দেহ,
বাক্য-মন-অগোচর, চিৎস্বরূপে সেই,
আরাধিলে মাতৃভাবে, প্রাণ-প্রিয়-রূপে,
ভক্তি প্রীতি-পুষ্পদানে—কি আনন্দ, দূত।"

হিন্দুকুলভূষণ পৃথ্বীরাজ কি এই পবিত্র ধর্ম্মের বিনিময়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন ? মাতামহ-দত্ত সিংহাসন কি ভীত হইয়া মহম্মদ ঘোরীর করে অর্পণ করিবেন ? কখনই নয়। দূতের কথার প্রত্যুত্তরে পৃথ্বীরাজ বলিলেন—

"যতক্ষণ রবে প্রাণ স্বধর্ম্ম, স্বদেশ
স্বাধীনতা না ছাড়িব, না ছাড়িব কভু।
লইলাম তরবারী, কহিও প্রভুরে
হইবে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-প্রাঙ্গণে।

উৎসুক সভাসদ্গণ তাঁহার এই বীরোচিত উক্তিতে অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করিলেন।

ইহার পর উভয়পক্ষেই যুদ্ধ-আয়োজন হইতে লাগিল। এই অবসরে কবি আমাদিগকে আজমীরের আর একটি চিত্র দেখাইয়াছেন। আজমীরের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এ দৃশ্যটি অন্যরূপ।

গৌরীপূজা আজমীরের একটী প্রধান উৎসব। আজ উৎসবের শেষ দিন। হরগৌরী-মন্দিরে পুরনারীগণ, রাজ্ঞী, রাজবধূ সকলেই দেব-দেবীর চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছেন। পুরুষের মধ্যে একমাত্র তুঙ্গাচার্য্য বেদীর উপর বসিয়া আছেন। তিনি রাজগুরু, অতএব দেশপূজ্য, সকলেই তাঁহার নিকট অবনতমস্তক। বয়সে, গাম্ভীর্য্যে, জ্ঞানে, তপঃসাধনায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি রোগে চিকিৎসক, শোকে শান্তিদাতা। কি মন্ত্রগৃহে, কি অন্তঃপুরে সর্ব্বত্রই তাঁহার জন্য দ্বার অবারিত। তিনি আবাল-বৃদ্ধ বনিতার পূজ্য। এই সংসারত্যাগী, ধার্ম্মিক, দেশহিত-পরায়ণ, ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ কবির কল্পনাপ্রসূত। আজ তিনি নারীগণের মধ্যে উপবিষ্ট, সকলেই তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য সমুৎসুক। আমাদের দেশে সতীধর্ম্ম কেন এত প্রবল, কি তেজে সতী এত তেজস্বিনী, কি বিশ্বাসে এরূপ ব্রতচারিণী ও নিষ্ঠাবতী, তাহা যদি কেহ বুঝিতে চান, তবে এই আজমীর-স্থিত হরগৌরী-মন্দিরে, রাজপুত রমণীগণের গৌরীপূজা একবার পাঠ করুন।

উভয়পক্ষেই ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। কবি নৈপুণ্যের সহিত এই যুদ্ধায়োজন বর্ণন করিয়াছেন। রাজপুত নর-নারী কি ভাবে স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত, মাতা কিরূপে পুত্রকে, সতী কিরূপে পতিকে যুদ্ধে গমনের জন্য বিদায় দিতেন পাঠক তাহা চিত্রপটের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিবেন। তরায়ণ-ক্ষেত্রে, পুণ্য-সলীল-সরস্বতী-তীরে উভয়দলে মহাযুদ্ধ হইল। প্রথম যুদ্ধে পৃথীরাজ জয়ী হইলেন কিন্তু মহম্মদ ঘোরী তাহাতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পুনর্যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তুঙ্গাচার্য্য আর একবার কনোজরাজ জয়চন্দ্রকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন। সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজ কোন অপরাধে অপরাধী নন, অতএব তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ বিজাতীয় রোষ কখনই উচিত নয়। যদি পৃথ্বীরাজ ম্লেচ্ছহস্তে পরাজিত হন তবে হিন্দুর গৌরব-রবি চির-দিনের জন্য অস্তমিত হইবে ইত্যাদি অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। শোণিতাক্ষরে যবনের সন্ধিপত্রে জয়চন্দ্র আপন নাম সাক্ষর করিয়াছেন, প্রাণ থাকিতে তিনি সত্য লঙ্ঘন করিবেন না। তিনি নিজহস্তে অস্ত্রধারণ করিবেন না বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত সৈন্য যবনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে।

যুদ্ধের সম্যক্ বিবরণ দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। পৃথ্বীরাজ প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় তরায়ণের যুদ্ধে মুসলমানদিগের হস্তে পরাজিত এবং নিহত হইলেন। সাধ্বী সংযুক্তা তাঁহার সঙ্গে চিতারোহণ করিয়া সতীব্রত উদ্যাপন করিলেন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-স্বাধীনতা বিলুপ্ত এবং মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহাই সংক্ষেপে "পৃথ্বীরাজ" মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিয়া কবি ইহাতে যে কাব্যোচিত মাধুর্য্য প্রদান করিয়াছেন তাহা যে-কোন কবিরই পক্ষে গৌরবজনক। লোক-শিক্ষাই পৃথ্বীরাজ

মহাকাব্যের উদ্দেশ্য। পৃথ্বীরাজ নিজে আদর্শবীর ও আদর্শ রাজা ছিলেন, আর সংযুক্তা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ছিলেন, তবে তাহাদিগের ধ্বংস হইল কেন? যাঁহারা প্রজাকুলের জনক-জননী ছিলেন, যাহাদিগের অনাথ-আতুরে দয়া এবং দেবদ্বিজে ভক্তির শেষ ছিল না, তাঁহাদিগের প্রতি বিধাতা এরূপ নির্ম্মম দণ্ড কেন প্রয়োগ করিয়াছিলেন? কবি নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন,—"যে বংশ মহাপাপে কলঙ্কিত, ললাম তাহার মরে সকলের আগে"। পঞ্চদশ সর্গে কবি তুঙ্গাচার্য্যের অগস্ত্যদর্শনের প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের তাৎকালিক-অবস্থা প্রকাশক কয়েকটি সামাজিক চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং বুঝাইয়াছেন, যে দেশে ধর্ম্মের নামে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিবাদ, ধর্ম্মমন্দিরে যেখানে ব্রহ্মচর্য্যের নামে পাপের স্রোত অব্যাহত-ভাবে প্রবাহিত, লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে দেশে ধর্ম্মের যথেচ্ছাচার বর্ত্তমান, সে দেশ কেমন করিয়া স্বাধীনতা-ধন রক্ষা করিবে?

"দশ হ'তে তুইবার লহ যদি পাঁচ
কিবা রহে শূন্য বিনা? মানব হইতে
যায় যদি নীতি, ধর্ম্ম, কিবা রহে তার?"

জাতি-হিংসায় এবং জাতিগর্ব্বে যে দেশ জর্জ্জরিত, যে দেশে জ্ঞানের সীমা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা, সেই দেশ কেমন করিয়া এই অমূল্যধনের অধিকারী হইতে পারে? তাই কবি বলিয়াছেন,

"ভৌতিক শকতি নহে নিয়ন্ত্রী বিশ্বের;
রহি অন্তরালে তার শক্তি আধ্যাত্মিকী
শাসন, পালন বিশ্ব করেন সতত।
কদাচারে, পাপাচারে সঙ্কলিত যথা
বিধিরোষ, নিঃসন্দেহ জানিও তথায়
নিষ্ফল পুরুষকার, দৈব বলবান্"।

সুতরাং এই কল্যাণময়-বিধাতার রাজ্যে যথেচ্ছাচারিতার স্থান নাই। জাতিগত স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা এবং ধর্ম্ম ও নীতির অভাব—এইগুলি যে জাতীয় জীবনের বিশেষ অন্তরায়, তাহা কবি এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন হিন্দুজাতির অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অপরদিকে আবার তাহাদিগের মধ্যে যে পুণ্য ও বীরত্বের লোপ হয় নাই, তাহাও দেখাইয়াছেন। সংযুক্তার ন্যায় রাণী, পৃথ্বীরাজের ন্যায় রাজা, তুঙ্গাচার্য্যের ন্যায় ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষকে চিরদিনই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তবে বহুদিন ধরিয়া যে পাপরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন; যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাঁহাদিগের বংশধরগণ এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তবে আবার তাহারা পাপমুক্ত হইবে। অতএব হিন্দুগণের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্ম ও সমাজগত দোষের সংশোধন হইতে পারে তজ্জন্য প্রতীকারচেষ্টা কর্ত্তব্য এবং ইহাই গ্রন্থের অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য। কবি পঞ্চদশ সর্গে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সময়েও দৃষ্টিলভ্য। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে হিন্দুগণের পূর্ব্বাবস্থার অদ্যাবধি বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। গ্রন্থের ভাষা যেমন মধুর, ভাব যেমন উন্নত, চরিত্রগুলিও তেমনই সুন্দর। পৃথ্বীরাজকে কবি একাধারে স্বদেশ-বৎসল, বীর এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ-রাজরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সিংহাসনে আরোহণের

দিন মাতৃহীন শিশুগণ যাহাতে পয়স্বিনী গবী পায় তজ্জন্য আদেশ দিয়াছিলেন, আর মৃত্যুর প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন,—

"অন্তকালে আজ
চাহি, দেব! হ'ক এই বিশ্বের কল্যাণ;
নাহি শত্রু, নাহি মিত্র; ঘুচে গেছে ভেদ;
স্থাবর জঙ্গম আজ লুপ্ত প্রেমময়ে।"

সংযুক্তা আদর্শ-হিন্দুরাজ্ঞী। তিনি সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখিবৃত্তিপরায়ণা, মাতৃহীনের মাতৃস্থানীয়া, আবার অবস্থাবিশেষে নিষ্কোষিত-খড়্গধরা। তুঙ্গাচার্য্য আদর্শ ব্রাহ্মণ, নিত্য-ক্রিয়াশীল, অথচ নিষ্কাম। এইরূপ প্রত্যেক চরিত্রই সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী। পৃথ্বীরাজ বঙ্গসাহিত্যে কিরূপ স্থান পাইবে উত্তরকাল-বর্ত্তিগণ তাহার বিচার করিবেন। আমরা এইমাত্র এক্ষণে বলি যে এই মহাকাব্য লিখিয়া কবি দেশবাসীকে যে মহৎঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

পৃথ্বীরাজের অভ্যন্তর যেমন সুন্দর, বহির্দেশও তেমনই। সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা। সাতখানি চিত্রে অলঙ্কৃত। মূল্য দুই টাকা। ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।

শ্রীসাধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পূজার কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ।

(৪)

মহিষাসুরের মত মহাসুর আর বড় জন্মে নাই। কেবল আর একবার এমনি দুর্দ্ধর্ষ দুইটা অসুর জন্মিয়াছিল, তাহাদের বধার্থ মহামায়াকে আবার আবির্ভূত হইতে হইয়াছিল। সেই দুইটা অসুরের কাহিনী আরও ভয়াবহ।

এই দুইটা অসুরের নাম ছিল শুম্ভ ও নিশুম্ভ। তাহারা এমন পরাক্রমশালী ছিল যে, পাতালের রাজা হইয়াই তাহারা অতি অল্পকালের মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যরাজ্য দুইটীও জয় করিয়া লইল। দেবগণের নিকট হইতে তাহারা সকল ভার কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে বনে-জঙ্গলে তাড়াইয়া দিল। চন্দ্র-সূর্য্যকেও তাহারা মাপ করিল না, নিজেরা নূতন চন্দ্র-সূর্য্য সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের স্থলে সেইগুলিকে দিবা-রাত্রি-সংঘটনের জন্য নিযুক্ত করিল।

এমন অরাজকতা আর দেবরাজ্যে কেহ কখনও দেখে নাই। সকলে মিলিয়া ভাবিতে লাগিল, "কি করা যায়!" হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহামায়ার কথা। তিনি বর দিয়াছিলেন, ডাকিলেই তিনি আসিবেন! তবে আর কি? "চল, আবার তাঁহার শরণ লই।"

তখন দেবগণ সকলে মিলিয়া আবার তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। আবার মহামায়ার আসন টলিল।

ইহার মধ্যে এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছিল। মা দুইবার ইতোমধ্যে জীবের কল্যাণ-সাধনের জন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন। একবার দক্ষের ঘরে জন্মিয়া পতিনিন্দা-শ্রবণে যজ্ঞানলে প্রাণাহুতি দিয়াছেন, আবার হরপ্রেমসুধা পান করিবার জন্য গিরিরাজ হিমালয়ের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছেন। দক্ষের ঘরে জন্মিয়াছিলেন 'সতী' হইয়া, গিরিরাজের ঘরে আসিয়াছেন এবার 'গৌরী' হইয়া।

দেবগণের স্তব শুনিয়া গৌরী তখন একখানি গামছা কাঁধে করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকট যাইয়া কহিলেন, "দেবগণ, কাহার তপস্যা করিতেছ?" দেবগণ দেখিলেন, সামান্যা এক বালিকা। তাঁহারা স্তব ভঙ্গ না করিয়া আবার চক্ষু মুদিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মা কৌতুকের হাস্য হাসিলেন। মায়ের প্রশ্ন ব্যর্থ হয় দেখিয়া মায়ের শরীর-কোষ হইতে তখনই একটী মায়ের মত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা দেবীমূর্ত্তি বাহির হইয়া উত্তর করিলেন, "শুম্ভ-নিশুম্ভ-কর্ত্তৃক পরাজিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এই দেবগণ আমারই উপাসনা করিতেছেন।"

মা এই কথায় হাস্য করিয়া সেই শ্যামাঙ্গী আত্মমূর্ত্তিকে সেইস্থলে রাখিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মায়ের শরীরকোষ হইতে জন্মিয়াছেন—এজন্য তাঁহার নাম হইল, 'কৌশিকী!' দেবগণের হঠাৎ চৈতন্য হইল। সেই অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া তাঁহারা এইবার দেখিলেন, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! এ যে বরাভয়প্রদা, জগত্তারিণী, জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি! তাঁহাদেরই আশ্রয়দাত্রী সেই মহামায়া! উল্লাসে দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মহামায়া তাঁহাদিগের এই তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কহিলেন, "মা, মহিষাসুর মারিয়া আমাদিগকে রাখিয়াছিলে; এবার শুম্ভ-নিশুম্ভের হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এবার যে সব যায়!"

মা অতি মধুর হাসিয়া কহিলেন, "জানি বৎসগণ, সেই দুষ্টদের কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, আর কোন চিন্তা নাই। তোমরা এখন স্ব-স্ব স্থানে যাও, আমি এখনই তাহাদের ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া দেবী একটা পর্ব্বতের রমণীয় চূড়ায়, ঝরণার তীরে, একখণ্ড মর্ম্মর-শিলা টান দিয়া বসিলেন। তাঁহার পদনিম্নে কতকগুলি রাঙা ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার চরণযুগলকে নীলপদ্মের শোভা দান করিল। দূরে একটা প্রকাণ্ড সিংহ বসিয়া নীরবে অনিমেষ-নয়নে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

পাতালে রত্নসিংহাসনে বসিয়া অসুররাজ শুম্ভ দূতদের মুখে খবর লইতেছিলেন, কোথায় কি নূতন সামগ্রী মিলিতেছে, এমন সময় তাহার দুই প্রবলপ্রতাপ সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ড সেইস্থানে প্রবেশ করিয়া কহিল, "মহারাজ, এক অতি আশ্চর্য্যজনক জিনিসের সন্ধান আনিয়াছি, এমন অপূর্ব্বা নারী আর ত্রিভুবনের কোথাও নাই। হিমালয়ের কোলে বসিয়া সে দশদিক্ আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছে। আপনার পুরীতে জগতের সকল শ্রেষ্ঠসামগ্রী আছে, সত্য, কিন্তু ইহার তুল্য একটাও নাই। আপনি সত্বর এই সামগ্রী সংগ্রহ করুন।"

শুম্ভ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তবে তো সে আমার রাণী হইবার যোগ্য! সুগ্রীব, তুমি এখনি যাও, সেই সুন্দরীকে

আমার অনুমতি জানাইয়া এইখানে লইয়া আইস। আমি তাহাকে রাণী করিব।"

সুগ্রীব মহাপরাক্রান্ত অসুর। সে তখনই বুক ফুলাইয়া সুন্দরীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। কতকক্ষণ পরেই একা ফিরিয়া আসিয়া বিমর্ষ-ভাবে কহিল, "মহারাজ, বড়ই দুঃখের কথা, এমন মেয়েটা ক্ষেপা। সুন্দরীও সে অপরূপ, মহারাজের প্রতি টানও তার যথেষ্ট; কিন্তু বলে কিনা যুদ্ধে না হারিলে কাহাকেও বিবাহ করিবে না; যে তাহাকে যুদ্ধে হারাইবে, সেই শুধু তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে—অন্যে নহে। ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। সে আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে।"

শুনিয়া দৈত্যমণ্ডলী 'হি হি' করিয়া হাসিয়া উঠিল। মহারাজ শুম্ভ যুদ্ধ করিবেন, শেষকালে কিনা একটা অবলার সঙ্গে! রহস্য তো মন্দ নয়! তাহারা বলিল, "মহারাজ, এ পাগ্‌লামী শুন্‌বেন না। যে কেহ একজনকে আজ্ঞা দিন, ধরিয়া লইয়া আসুক; এখানে আসিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

শুম্ভ কহিল, "সেই ভাল। কথাটা শুনিয়া আমার কেমন সন্দেহ হইতেছে। এ দেবতাদের কোন চক্রান্ত নয় তো? যাহা হউক, এখনই সব বোঝা যাইবে। এই বলিয়া অসুররাজ, ধূম্রলোচন-নামক তাহার একজন ভীষণ সেনাপতিকে আজ্ঞা দিলেন, "ধূম্রলোচন, এখনই তুমি তোমার যত সৈন্য-সামন্ত লইয়া সেই সুন্দরীর কাছে যাও। কথায় না পারিলে, তাহাকে বলে ধরিয়া আনিবে; দুষ্টামি করিলে কেশাকর্ষণ করিতেও অন্যথা করিও না। এ আমার আজ্ঞা।" ধূম্রলোচন 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। শুম্ভ অসহ্যভাবে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ যায়, ধূম্রলোচন আর ফিরে না! তারপর অসুরদিগের অতিগভীর কিচি-মিচি শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইল। সঙ্গে সঙ্গে একজন রক্তাক্ত অসুর গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "মহারাজ, সর্ব্বনাশ! সে মেয়েটা সামান্য প্রাণী নয়, এক হুঙ্কারেই আমাদের সেনাপতিকে শেষ করিয়াছে; তারপর সিংহটাকে কথাইয়া দিয়া আমাদিগেরও দেখুন না, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে!"

শুম্ভ কহিল, "পলাইয়া আসিয়াছিস্ নাকি? রাখ্, এখুনি তোর মগজটা বাহির করিয়া ফেলিব।" এই বলিয়া শুম্ভ এক চাপড় তুলিতেছিল, অসুরটা দৌড়িয়া কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিল। বিরক্ত ও ক্রোধারক্ত হইয়া অসুররাজ তারপরে চণ্ড-মুণ্ডকে ডাকিল। সে কহিল, "আমি বুঝিয়াছি, এ সেই মহামায়ার কাণ্ড; বারবার অসুর-ধ্বংস করিয়া তার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। এইবার আমি তাহাকে আচ্ছা শিক্ষা দিব। তোমরা এখুনি যত ইচ্ছা সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধে যাও। সেই দুষ্টা ও তাহার বাহনটাকে জীবিত না পার, মৃতাবস্থায় হইলেও আমার নিকট ধরিয়া আনিবে। অসুরের এই চির-শত্রু-দুইটাকে মৃত দর্শন না করিয়া আমি ঘুমাইতে পারিব না।"

চণ্ডমুণ্ড কহিল, "মহারাজ, আপনি চিন্তিত হইবেন না, এবার সে নিশ্চয় মরিবে—তাহার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। অনতি-বিলম্বে আপনি এ সংবাদ পাইবেন। আমরা

এখনই যুদ্ধযাত্রা করিতেছি। আপনি নির্ভয়ে বিশ্রাম করুন।"

এই বলিয়া প্রচণ্ড অসুরযুগল চণ্ড ও মুণ্ড অসংখ্য অসুরসৈন্য লইয়া মহাগর্ব্বে হিমালয়-অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদের পদক্ষেপে ধূলিকণা উড়িয়া চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

হিমালয়ের এক অতি রমণীয় প্রদেশে শিলাতলে বসিয়া, একখানি পা সিংহের উপর রাখিয়া ত্রিশূল-হস্তে চণ্ডিকা অসুরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে দূর হইতে চণ্ড-মুণ্ডকে দেখিতে পাইলেন।

তাহাদের আস্ফালন ও বিকট ধ্বনি শুনিয়া দেবীর সিংহটা লাফাইয়া উঠিয়া কেশর ফুলাইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চণ্ডিকাও ত্রিশূল দৃঢ় করিয়া এক লম্ফে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে চাপিয়া বসিলেন, তারপর তাহাদের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।

চণ্ডমুণ্ড অসংখ্য অসুরসেনা লইয়া আসিয়াছিল। তাহারা আসিয়া দেবীকে ঘিরিয়া ফেলিল। দেবী নড়িলেন না, একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া একবার শূন্যপানে অতি ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতেই এক অতিভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইল। তাঁহার সেই ভ্রুকুটী-কুঞ্চিত ক্রোধান্ধকারাবৃত ললাট হইতে এক অতি ভয়ঙ্করী দেবী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার বর্ণ ভয়ানক কাল, শরীরের মাংস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত, কিন্তু তাহার দৃষ্টি অতি ভীষণ। রসনা লোল হইয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পরণে অন্তবাস নাই—কেবলমাত্র একটী ব্যাঘ্রচর্ম্ম। বদন এত বিস্তৃত যে, বুঝি তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডও ঢাকিয়া যায়! তাঁহার চারিখানি হাত, তাহার মধ্যে দু'টীতে অসি, একটীতে একটী মুদ্গর, গলায় নরমুণ্ডমালা। এই ভয়ঙ্করী দেবী জন্মিয়াই অতি ভৈরব গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং অসুরদিগকে দেখিবামাত্রই অতিবেগে তাহাদের মধ্যে পতিত হইয়া যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই মুখে পূরিয়া কড়্মড়্ করিয়া দাঁতে চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন।

অসুরগণ এই অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু তারপর যখন দেখিল যে কেবল মানুষ নহে, তাহার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র এমন কি হাতীঘোড়া-রথ পর্য্যন্তও দেবী অবলীলাক্রমে মুখে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিতেছেন, তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। চণ্ডমুণ্ড অনেকটা ভয় পাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহারা সেনাপতি, পলাইতে তো পারে না; রাগিয়া দেবীর নিকটে আসিয়া প্রাণপণ অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তমাত্র। দেবী ফিরিয়া তাহাদিগকে দেখিয়াই চুলে ধরিয়া দুই কোপে তাহাদের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, তারপর সেই মস্তক-দুইটা লইয়া চণ্ডিকাকে যাইয়া উপহার দিলেন।

দেবী চণ্ডিকা সিংহের উপর বসিয়া এককোণে সরিয়া এতক্ষণ রঙ্গ দেখিতেছিলেন; সেই অসুর মুণ্ড-দুটি উপহার পাইয়া প্রীত হইয়া কহিলেন, "হে দেবি, তুমি অপূর্ব্ব যুদ্ধ করিয়াছ। তুমি চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিয়াছ, সুতরাং আজ হইতে 'চামুণ্ডা' নামে পরিচিত হও।"

এই চামুণ্ডাদেবীরই নামান্তর কালী।

যখন ভক্তগণ মহামায়াকে বিভীষণা মূর্ত্তিতে দেখিতে চান, তখন তাঁহাকে এই মূর্ত্তিতেই উপাসনা করেন। ইনিই মহামায়ার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি!

এইবার অতি মহাযুদ্ধের উদ্যোগ হইল। এতক্ষণ যুদ্ধ হইয়াছে, উভয়পক্ষের অনুচরদের ভিতরে, এখন প্রতিযোগীরা স্বয়ং বল-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে চলিলেন; চরাচর কম্পিত হইতে লাগিল।

শুম্ভ আজ্ঞা দিলেন, "যেখানে যত অসুর বীর আছ, আমার সঙ্গে আইস; এইবার মহা-প্রলয় করিব, দেবতাদিগকে চিরকালের জন্য নিষ্পেষিত করিয়া আসিব, ভবিষ্যতে জ্বালাতন করিতে একজনও যেন না থাকে।" নিশুম্ভকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ভাই, দেবতা-ধ্বংস বা অসুর-নিপাত—আজ এই পণ; চল আর কালবিলম্ব নয়, সেই দুর্ব্বিনীতার আস্পর্দ্ধা আমার অসহ্য হইয়াছে। তাহার মৃতদেহ না দেখিয়া আর আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।"

এই বলিয়া অসুররাজ সহুঙ্কারে পুরী হইতে নির্গত হইলেন। অগণিত অনুচর, সৈনিক, হাতী, ঘোড়া ও রথ তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নানা-বংশের নানা-অসুরবীর নানা অস্ত্র লইয়া চণ্ডিকাকে নিষ্পেষিত করিতে চলিল।

চণ্ডিকা দূর হইতে এই বিপুল বাহিনী দেখিয়া এইবার স্বয়ং যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। এইবার, এক হস্তে ত্রিশূল, একহস্তে ধনু, একহস্তে অসি ও একহস্তে ঘণ্টা গ্রহণ করিয়া, সেই ধনুর টঙ্কার-ধ্বনিতে ও ঘণ্টার রবে এমন চারিদিক কম্পিত করিয়া তুলিলেন যে, সকলেই বুঝিতে পারিল, এইবার মায়ের সর্ব্বসংহারিণী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে। দেবীর এই অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া উৎসাহে চামুণ্ডাদেবী ও সিংহটাও ভীষণ-রবে দিঙ্-মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিল।

তখন উভয়পক্ষের ভীষণ কল্লোলে জগতে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইল যে, দেবগণও অন্তরালে থাকিয়া ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন। মেদিনী থর থর করিয়া টলিতে লাগিল, আকাশ নিশ্চল, নিষ্কম্প হইয়া গেল।

শুম্ভ সম্মুখে আসিয়া দেখিয়াই বুঝিলেন, এ আর কেহ নহে, সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী মহামায়ার খেলা। আজ তিনি সংহারমূর্ত্তিতে তাহার বিরুদ্ধেই অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাহার ভয় হইল না, দ্বিধা হইল না, মনে আরও প্রবল জোর আসিল। 'বেশ তো। আমি ত্রিভুবনের রাজা—ইহার সঙ্গে বল-পরীক্ষা তো আমারই কাজ! এইবার যুদ্ধের মত যুদ্ধ করিতে পারিব।' এই ভাবিয়া শুম্ভ নিশুম্ভকে ডাকিয়া সেই কথা কহিল। তখন উভয় ভ্রাতা প্রবল বিক্রমে সৈন্য-সামন্ত সহ দেবীকে আক্রমণ করিল।

অতিভীষণ আক্রমণ সে। দেবতারা অন্তরালে থাকিয়া ভাবিলেন, বুঝি বা এই আক্রমণের বেগে হিমালয় শুদ্ধ ভাসিয়া যায়। তাঁহারা মহামায়ার জন্য চিন্তিত হইলেন। দৈত্যশক্তি আজ পূর্ণভাবে দৈবীশক্তিকে আক্রমণ করিয়াছে, দেবীশক্তিরও পূর্ণভাবে এ আক্রমণের বিপক্ষে দাঁড়ান আবশ্যক, নতুবা কি হয়, কে জানে! এই ভাবিয়া তাঁহারা আপনাদের মধ্যে যেটুকু যেটুকু মহামায়ার অংশ ছিল, সে সব দেবীর সাহায্যার্থ বাহির করিয়া দিলেন। এইরূপে অষ্টমাতৃকার

সৃষ্টি হইল। নারায়ণের শরীর হইতে তাঁহার শক্তিতে নারায়ণী, শিবের শরীর হইতে তাঁহার শক্তিতে শিবানী, ইন্দ্রের শক্তি হইতে ইন্দ্রাণী, এইরূপ আটজন প্রধান প্রধান দেবতার শরীর হইতে আটটী শক্তি আটটি দেবীর আকারে বাহির হইয়া, সেই সব দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিয়া চণ্ডিকার সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তখন দৈত্যদের মধ্যে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

তাহারা প্রবলবেগে দেবীকে আক্রমণ করিতে যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিল, কোথা হইতে অপূর্ব্ব-জ্যোতিঃসম্পন্না শস্ত্রধারিণী অসংখ্য রমণী আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেই এমন প্রবল যুদ্ধ ও অস্ত্রবৃষ্টি আরম্ভ হইল যে, চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। শুম্ভ তখন রক্তবীজ-নামক একজন দুরন্ত যোদ্ধাকে ডাকিয়া কহিল, "রক্তবীজ, এইবার তোমার পালা; এই সব অস্ত্রমুখে অগ্রসর হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, কেননা তুমি রক্তবীজ; তুমি অগ্রসর হইয়া ইহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রগুলি খাইয়া ফেল, দৈত্যবংশও বৃদ্ধি হউক।"

রক্তবীজ এই কথা শুনিয়া গর্ব্বভরে অগ্রসর হইল। রক্তবীজ বড় ভয়ানক অসুর। অস্ত্রাঘাতে তাহার শরীর হইতে রক্তপাত হইলে, প্রতি রক্তবিন্দু হইতে তাহারই অনুরূপ এক একটী অসুর জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং এই অসুরের জীবন অপেক্ষা মৃত্যু আরও ভীষণ। দেবী ক্ষণকাল যুদ্ধের পরই এই অবস্থা অনুভব করিয়া দেবী-চামুণ্ডাকে কহিলেন, "দেবি, তুমি বদন বিস্তৃত কর, আমি রক্তবীজকে আহত করিতেছি; তাহার একবিন্দু রক্তও যেন মাটীতে পড়িতে না পারে। যখনই রক্ত ক্ষরিত হইবে, তুমি তোমার ভীষণ বদন বিস্তার করিয়া শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত শোষিয়া খাইবে। তাহা না হইলে এ দুরন্ত অসুর মরিবে না।"

চামুণ্ডা তাহাই করিলেন। তখন ক্রমে ক্রমে রক্তহীন হইয়া রক্তবীজ মাটিতে শুইয়া পড়িল।

রক্তবীজের পতন হইলে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ মহাক্রোধে দেবীকে তাড়া করিয়া আসিল। তখন দেবীতে ও সেই দুই ভ্রাতায় মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল।

এ সংগ্রামের তুলনা নাই, দোসর নাই। পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হইয়াছে, ইহার তুলনায় সকলই অতি সামান্য। গল্প আছে, এই যুদ্ধের বহুকাল পরে, দ্বাপর-যুগে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধান্তে পাণ্ডবগণ একদিন ভূষণ্ডী কাককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে কাক, তুমি বহু প্রাচীন, সত্যযুগ হইতে তুমি বাঁচিয়া আছ, একবার বল দেখি, আমাদের মত যুদ্ধ কে করিয়াছে?"

কাক হাস্য করিয়া উত্তর দিয়াছিল, "তোমরা বাতুল। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে দেশময় রক্তের প্লাবন ছুটিয়াছিল, আমি ডুবিয়া ডুবিয়া, সাঁতরাইয়া সাঁতরাইয়া সে রক্ত কত পান করিয়াছি, রাম-রাবণের লড়াইতেও বৃক্ষচূড়ে বসিয়া, বেশ গলা ভিজাইয়া কত রক্ত খাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমাদের যুদ্ধে যে পিপাসাই মিটাইতে পারিলাম না! আমার কণ্ঠ অর্দ্ধশুষ্ক হইয়া গিয়াছে! একি যুদ্ধ!"

সুতরাং বলিতে হইবে, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের মত যুদ্ধ আর জগতে একটীও হয় নাই।

বহুকাল ধরিয়া সে যুদ্ধ জগৎখানিকে উলট্-পালট্ করিয়া দিয়াছিল।

জয়-পরাজয় অনেকদিন পর্য্যন্ত কোনপক্ষেরই আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। উভয়পক্ষের তুল্য পরাক্রম দেখিয়া বিজয়শ্রী অনেককাল পর্য্যন্ত ভাবিতে ভাবিতে বিমনা হইয়াছিলেন! পরে একদিন ধর্ম্মের ইঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

তপস্যা-প্রভাবেই অসুরদ্বয় এত পরাক্রম-শালী হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন গর্ব্ববশে দেবীর কেশাকর্ষণ করিতে যাইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ সে তপস্যার্জ্জিত ফল হারাইয়া ফেলিল। তখন দেবী অনায়াসে নিশুম্ভকে হত্যা করিলেন।

প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যুতে নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া শুম্ভ কহিল, "দুর্গে, এই তোমার শক্তি? এই তোমার আত্মাভিমান? অন্যের শক্তি লইয়া যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধজয়ী হইতে তোমার লজ্জা বা সঙ্কোচ হইতেছে না? ধিক্ তোমাকে!"

রাগিয়া দেবী উত্তর করিলেন, "আর ধিক্, তোমাদের মত দুরাচারকে, যাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না যে, আমারই জগতে দ্বিতীয় শক্তি নাই, শক্তি ও আমি অভিন্ন, জগতের সকল শক্তি আমা হইতেই উৎপন্ন, এবং পরিণামে আমাতেই লয়! এই ত্যাখ্ মূঢ়, এই সব শক্তি এখনই আমাতে পর্য্যবসিত হইতেছে।"

দেখিতে না দেখিতে সেই অষ্টমাতৃকা ও চামুণ্ডাদেবী প্রভৃতি দেবীর দেহে মিলাইয়া গেলেন। দেবী একামাত্র তথায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেবী সিংহকে উত্তেজিত করিয়া শূলহস্তে প্রবল বিক্রমে তাহার উপরে নিপতিত হইলেন। সে বেগ শুম্ভ সাম্‌লাইতে পারিল না। সিংহের থাবা এবং শূলের ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ সে নীচে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল। এই সুযোগে দ্বিতীয় এক শূলের ঘায় দেবী তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। চারিদিকে জয়জয়কার উঠিল, জগৎ কম্পিত হইতে হইতে স্থির হইয়া গেল, দেবীর উপরে স্বর্গ হইতে ক্রমাগত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। তখন দেবতারা নির্ভয়ে বাহির হইয়া আসিয়া নানারূপ ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিতে দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। অর্চ্চনান্তে ভক্তিভরে প্রার্থনা করিলেন,—

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

দেবী কহিলেন, 'তথাস্তু'; তারপরে দেবতাদেরই দেহে অকস্মাৎ বিলীন হইয়া গেলেন। বহুকাল পরে অসুর-নিধনান্তে স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া দেবগণ আবার যাঁর যাঁর অধিকার-পুনঃপ্রাপ্তির আশায় দৌড়িলেন।

(৫)

এইখানে দেবীমাহাত্ম্য শেষ করিয়া মেধস-মুনি কহিলেন, "মহারাজ, এই অলৌকিক দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে; এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ যে, ইঁহার কৃপা ভিন্ন মোহ-মুক্ত হইবার উপায় নাই। সুতরাং যদি সুখশান্তি ও প্রকৃতজ্ঞান চাও, তবে যাইয়া

প্রথমে মহামায়ার পূজা কর। তাঁহার কৃপা হইলে সকল দুঃখ-আপদই দূর হইবে।”

রাজা সুরথ ও সমাধি এই কথা শুনিয়া মুনিকে প্রণাম করিয়া সেইস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে গঙ্গাতীরে কোনও এক স্থানে যাইয়া দশভুজার মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন-পূর্ব্বক নানা উপচারে দেবীর আরাধনা করিলেন। সুদীর্ঘ তিনবৎসর-কাল তাঁহারা এইভাবে কাটাইলেন; হঠাৎ একদিন দেবী প্রসন্ন হইয়া দেখা দিয়া কহিলেন, “বৎস, কেন আমায় স্মরণ করিয়াছ? বল, কি বর চাই, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।”

সম্মুখে সাক্ষাৎ ভগবতীকে দেখিয়া তাঁহাদের আর কোন কষ্ট মনে রহিল না, বহুকালের নির্ব্বাসন এবং সুদীর্ঘ তিনটী বৎসরের তপস্যার কষ্ট এক মুহূর্ত্তেই ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে হাত যোড় করিয়া রহিলেন।

দেবী আবার কহিলেন, “বৎস, বর নাও, আমি প্রসন্ন হইয়াছি।”

তখন রাজা প্রার্থনা করিলেন, “মা, যদি প্রসন্ন হইয়াছ তবে এই বর দাও, যেন আমার হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হই, এবং এখন হইতে চিরকাল নির্ব্বিবাদে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারি। পরজন্মে যেন আমি পৃথিবীশ্বর হই।”

মা কহিলেন, “তথাস্তু, তোমার রাজ্য এখনই পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। এ জীবন-অবসানে তুমি সূর্য্যদেব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সাবর্ণি-মনুরূপে পৃথিবী শাসন করিবে।”

সমাধি প্রার্থনা করিল—“মা! আমি রাজ্য চাই না, সুখ চাই না, ভোগ চাই না, আমি চাই আমার এ অভিমানের বিনাশ, আমি চাই তত্ত্বজ্ঞান। আমাকে সেই মহাজ্ঞান দাও, যাহার আলোকে আমি পুত্রকলত্রাদির মায়া কাটাইয়া তোমার চরণের সার্থকতা বুঝিতে পারি।”

মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সেই বর দিলেন। তিনি কহিলেন, “বৎস, তাহাই হউক, আজ হইতে তোমার সংসার-বন্ধন ঘুচিল। তুমি মায়া-মুক্ত হইলে।”

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অভীষ্ট লাভ করিয়া রাজা ও বৈশ্য হৃষ্টচিত্তে অভিমতানুরূপ স্থলে প্রস্থান করিল। দেবীর কৃপায় অনতিকাল-মধ্যেই ম্লেচ্ছ-নির্যাতন করিয়া রাজা সুরথ পুনঃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে জগতে প্রথম মাতৃপূজা স্থাপিত হইল। আমাদের দেশে যে শরৎকালে প্রতি-বৎসর মহা জাঁক-জমকে মায়ের পূজা হইয়া থাকে, তাহার প্রবর্ত্তনা এই ভাবেই প্রথম হইয়াছিল। সেই সুরথ-রাজার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বৎসরের ভিতর দিয়া মায়ের পূজা একভাবেই চলিয়া আসিয়াছে! এত যুগযুগান্তরের পরেও হিন্দুর নিকটে সে মাতৃ-মাহাত্ম্য একটুও ম্লান হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়াও আশঙ্কা হয় না।

রাজ্য-প্রাপ্তির পরে সুরথ রাজ বৎসর বৎসর বসন্তকালে মায়ের পূজা করিতেন। বহুকাল পর্য্যন্ত এই প্রথাই পৃথিবীতে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে দিন ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণ-বিনাশার্থ শরৎকালে দেবীকে আবাহন করিলেন, সেই দিন হইতে এ-প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন ভক্ত উভয়কালেই মাকে আবাহন করেন; কিন্তু বাসন্তী অপেক্ষা শারদীয় অর্চ্চনার প্রতিপত্তিই এখন বেশী।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়।

সন্তান-পালন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

ধাত্রী-রক্ষণ

ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে ধাত্রীর বয়সের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহার বয়স ২০ হইতে ৩০ বৎসরের ভিতর হওয়া চাই। যে রমণী পূর্ব্বে দুই-একটি সন্তান প্রসব করিয়াছে সে রমণী প্রথমপ্রসূত-রমণী অপেক্ষা দুই কারণের জন্য প্রশস্ত। প্রথমতঃ, তাহার দুগ্ধ প্রথম-প্রসূত-রমণী অপেক্ষা উত্তম; এবং দ্বিতীয়তঃ, সন্তানপালন-সম্বন্ধে সে প্রথম-প্রসূতাপেক্ষা অভিজ্ঞা।

ধাত্রীর বালকের বয়স কত তাহাও জ্ঞাত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে-বালকের জন্য ধাত্রী রাখিতে হইবে তাহার বয়সের অপেক্ষা যদি ধাত্রীর বালকের বয়স অত্যন্ত অধিক হয়, তবে সে রমণী ধাত্রী হইবায় অযোগ্যা। যদি বালকের বয়স কয়েক সপ্তাহ হয় এবং ধাত্রীর পুত্রের বয়স যদি ৬ বা ৭ মাসের হয়, তবে ধাত্রীর দুগ্ধ গুরুপাক হইবে এবং সে দুগ্ধ পান করিলে বালকের পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত ঘটিবে। মোট কথা এই যে, প্রতিপাল্য বালক অপেক্ষা ধাত্রীর বালকের বয়স অধিক হওয়া উচিত নহে। যে-সকল রমণীর ক্ষয়রোগ, গণ্ডমালা প্রভৃতি আছে সে-সকল রমণী ধাত্রীর অনুপযোগী জানিবে।

ধাত্রীর স্তনের অবস্থা কিরূপ তাহা সবিশেষ জানা কর্ত্তব্য। স্তনের আকার সুডোল হওয়া উচিত। চূচুক বসা হইলে বালক সহজে স্তন ধরিতে পারে না, সুতরাং তাদৃশ-ধাত্রী রাখিলে মাতাকে ঠকিতে হইবে। ধাত্রীর স্তন টিপিয়া একটু দুগ্ধ নির্গত করতঃ দেখিবে দুগ্ধ উত্তম কিনা। উত্তম দুগ্ধ পাত্‌লা, নীলাভ শ্বেত এবং মিষ্ট-আস্বাদ-যুক্ত।

সন্তান-জন্মের পর ধাত্রী ঋতুমতী হইয়াছিল কিনা তাহা জানা মাতার সর্ব্বপ্রধান বিষয়। ঋতু হইলে রমণীর দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায়। এরূপস্থলে তাদৃশ-ধাত্রীকে কখনো নিযুক্ত করিবে না। ধাত্রী-রক্ষার ৬ বা ৭ মাস পরে যদি তাহার ঋতু-দর্শন হয় তবে তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, এই সময়ে বালক স্তন্য ব্যতীত অন্যপ্রকার খাদ্য-আহারের প্রায় উপযোগী হইয়া থাকে। যে কয়েক দিন ঋতু থাকে, সে কয়েক দিন বালককে উপরকারী খাদ্য খাওয়াইয়া রাখিবে —ধাত্রী-দুগ্ধ পান করিতে দিবে না।

ধাত্রী নিযুক্তা হইলে তাহাকে কিরূপ আহার দিতে হইবে, সে বিষয়ে মাতার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ধাত্রীকে স্বেচ্ছানুসারে খাইতে দিবে না। দুষ্পাচ্য বস্তুর আহার-দ্বারা তাহার পরিপাক-শক্তির হানি হইয়া থাকে; সুতরাং, তাহার স্তন্যপায়ী বালকেরও হজম-শক্তির ব্যতিক্রম ঘটে। ধাত্রীকে সহজ-পাচ্য বস্তু-সকল খাইতে দিবে এবং যে সকল সাবধানতা মাতার লওয়া কর্ত্তব্য ধাত্রী-কেও তাহা লইতে হইবে।

ধাত্রীকে ছাড়াইতে হইলে নূতন ধাত্রী না দেখিয়া তাহার সমক্ষে তাহাকে কল্য হইতে অবসর দিবার কথা কহিবে না। কারণ,

তদ্দ্বারা ধাত্রীর মানসিক অশান্তি সজ্ঘটিত হইয়া থাকে এবং সে-স্থলে তাহার স্তন্যপানে বালকেরও রোগোৎপত্তি হওয়া সম্ভব। সন্তানের স্তন্যপান-কালে যদি ধাত্রী গর্ভবতী হয় তবে অন্যধাত্রী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

বাহ্য আহার দ্বারা সন্তান-পালন

সন্তান-পালনের তিনটী উপায় আছে: যথা, (১) মাতার স্বীয়স্তন্য দান; (২) ধাত্রী-রক্ষণ; এবং (৩) বাহ্য আহার দ্বারা সন্তান-প্রতিপালন। প্রথম দুইটির আমরা আলোচনা করিয়াছি। শেষোক্ত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। বাহ্য আহার দ্বারা সন্তান-পালনে বালকের মৃত্যু-সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে বলিয়া প্রত্যেক মাতার এ-বিষয়টি জানা আবশ্যক। স্তন-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গাধী-দুগ্ধ ছাগী-দুগ্ধ এবং গাভী-দুগ্ধ ক্রমানুসারে বালকের হিতকর। গুণানুসারে গাধী-দুগ্ধ নারী-দুগ্ধের প্রায় সমান, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য বলিয়া অনেকে তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না। ছাগী-দুগ্ধ গাধী-দুগ্ধের ন্যায় দুষ্প্রাপ্য না হইলেও সময়ে সময়ে উহার প্রাপ্তি কষ্টকর বলিয়া সাধারণের সুবিধাজনক নহে। একমাত্র গাভী-দুগ্ধই সকলের পক্ষে সহজলভ্য। কিন্তু ইহাকে গাধী-দুগ্ধের সমান করিতে হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। গাভী-দুগ্ধে নারী-দুগ্ধাপেক্ষা ছানার অংশ অধিক এবং নবনীত ও শর্করার অংশ অল্প; সুতরাং বালকের বয়ঃক্রমানুসারে গাভী-দুগ্ধে কথঞ্চিৎ জল এবং শর্করার সংমিশ্রণ আবশ্যক।

অধুনা বৃহৎ বৃহৎ সহরে খাঁটি দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন। জল, খড়ি, ময়দা এবং অন্যান্য পদার্থের ভেজাল দুগ্ধের সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় পুনরায় জল মিশ্রিত করিলে জলের মাত্রা অত্যধিক হওয়া নিবন্ধন বালকের স্বাস্থ্য-হানি হওয়া সম্ভব।

প্রথম দশদিন দুগ্ধ এবং জলের পরিমাণ সমান হওয়া চাই। অতঃপর তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধের মাত্রা ⅔ এবং জলের মাত্রা ⅓ হওয়া আবশ্যক। অনন্তর জলের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া লইয়া আসিবে। চতুর্থ বা পঞ্চম মাসে বালককে খাঁটী দুগ্ধ দিতে পারা যায়। যে দুগ্ধ বালককে পান করান হইবে তাহা যেন শীতল না হয়।

বাহ্য দুগ্ধের উত্তাপ নারী-দুগ্ধের উত্তাপের অনুরূপ হওয়া উচিত। অতএব উষ্ণজল দুগ্ধে মিশ্রিত করাই বিধি। যদি খাটি দুগ্ধ দিতে হয়, তবে ফুটন্ত জলে দুগ্ধের বাটী বসাইয়া দিয়া যখন দেখিবে যে তাহার উত্তাপ ৯৬ ডিগ্রী পঁহুছিয়াছে তখন তাহাকে উঠাইয়া লইয়া বালককে খাইতে দিবে। নারী-দুগ্ধের উত্তাপ ৯৬ ডিগ্রী বলিয়াই বাহ্য দুগ্ধের উত্তাপ ৯৬ ডিগ্রী হওয়া চাই। দুগ্ধ একটী গাভীর হওয়া আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন গাভীর দুগ্ধ বালকের সহ্য হয় না; সুতরাং যে-গাভীর দুগ্ধ সহ্য হইয়া যাইবে সেই গাভীর দুগ্ধ বালককে দেওয়াই শ্রেয়।

কিরূপ পরিমাণে দুগ্ধ খাওয়ান উচিত তদ্বিষয়ে প্রত্যেক মাতারই অভিজ্ঞতা থাকা চাই। মাতা মাত্রই বালককে অতিমাত্রায় আহার দিয়া থাকেন। ফলে পরিপাক-

শক্তির ব্যতিক্রম সঙ্ঘটিত হইয়া বালক রোগ-গ্রস্ত হয়। অতিভোজন সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। বালকের বৃদ্ধির সহিত দুগ্ধের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। প্রথম কিছু দিনের জন্য একবারে ৬ হইতে ৮ টেব্‌ল-স্পুন দুগ্ধ বালকের পক্ষে যথেষ্ট। স্থলবিশেষে ইহা অপেক্ষা অল্প দুগ্ধ দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রথম কিছু দিন অতিবাহিত হইলে প্রতি-আহারে ৩ বা ৪ আউন্স খাদ্য দন্তনির্গম-কাল পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। বালকের আহারে যদি শৃঙ্খলা না থাকে তবে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়; সুতরাং প্রথম হইতেই মাতা একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন। এক আহার হইতে অন্য আহারের সময় পর্য্যন্ত কিছু সময় বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। তদ্বিপরীতে বালকের স্বাস্থ্য ঠিক থাকিতে পারে না।

শিশুজন্মের প্রথম মাস হইতেই দিনে আড়াই বা তিন ঘণ্টা এবং রাত্রে চারি ঘণ্টা অন্তর আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। অতঃপর বালককে প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর আহার দেওয়াই বিধি। দন্ত না উঠিলে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন আহার বালককে দিবে না—এ বিষয়টী যেন বিশেষ করিয়া স্মরণ থাকে। যে-সকল বস্তু দ্বারা বালকের শরীরে তন্তু গঠিত হয় সে সকল উপাদান একমাত্র দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে।

কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ খাওয়াইতে হইলে দুইটি প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে—(১) ঝিনুক-দ্বারা এবং (২) আচূষণ-বোতল দ্বারা। সাধারণতঃ প্রথম প্রথাই অবলম্বিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার দোষ এই যে, তদ্দ্বারা দুগ্ধপান-কালে বালকের যথাবিধি লালা ক্ষত হয় না। পরন্তু আচূষণ-বোতল দ্বারা লালার অধিক নির্গমন-প্রযুক্ত বালকের পরিপাক শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। সুতরাং আচূষণ-বোতল দ্বারা বালকদিগকে দুগ্ধ পান করানই প্রকৃষ্ট উপায় বলিতে হইবে। আচূষণ-বোতল যদি পরিষ্কৃত না থাকে তবে বালকের মুখে ক্ষতাদি সঙ্ঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব বালককে দুগ্ধ খাওয়ানর পরই আচূষণ-বোতলকে উষ্ণজল-দ্বারা এরূপ ধৌত করিবে যেন তাহাতে কোনরূপ দুগ্ধের অংশ না থাকে। কেবলমাত্র বোতলকে পরিষ্কার করিলেই চলিবে না, তাহার নলকেও অনুরূপ প্রথায় পরিষ্কার করিতে হইবে; পরে শীতলজল দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে।

দুগ্ধ দিতে হইলে এককালে দুই-তিনবারের জন্য দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে না। সময় ও পরিশ্রমের লাঘব করিতে গিয়া অনেক সময় রোগের বীজ বালকে উপ্ত করা হয়। যখনই দুগ্ধ খাওয়াইবে তখনই দুগ্ধ নূতন করিয়া তৈয়ার করা উচিত। বিষয়টী অতি গুরুতর বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতেছি: প্রথমতঃ বালককে আচূষণ-বোতল-দ্বারা দুগ্ধ খাওয়ান হউক; দ্বিতীয়তঃ, দুগ্ধ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত করিয়া বালকের বয়ঃক্রমানুসারে তাহাতে জল মিশ্রিত করণান্তর খাইতে দিবে; তৃতীয়তঃ নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তর দুগ্ধ খাওয়ান উচিত; এবং চতুর্থতঃ আচূষণ-বোতল, তাহার নল ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত থাকা চাই। এইগুলির প্রতি দৃষ্টি থাকিলে বালকের স্বাস্থ্য উত্তম থাকিবে।

ছয় বা সাত মাস গত হইলে বালকের দন্ত নির্গত হইতে থাকে। তখন আহারের

পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু বালক যদি দুগ্ধ-পানে সুস্থ থাকে তবে আহারের পরিবর্ত্তনের জন্য হঠকারিতার আবশ্যকতা নাই। যখন কঠিন খাদ্যের আবশ্যক হইবে তখন দুগ্ধের সহিত একটু এ্যারোরুট, সামান্য মসুর দাউল, একটু ভাত প্রভৃতি বালকের উপযোগী। পরীক্ষা-দ্বারা, যে বস্তুটী সহজপাচ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাই সন্তানকে খাইতে দিবে।

কিরূপভাবে দুগ্ধ খাওয়ান উচিতঃ—অনেক মাতাই বালককে ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া থাকেন। এরূপে প্রায় বালকের শ্বাসরোধ হইবার সম্ভাবনা। খাওয়াইবার সময় বালকের মস্তক এরূপভাবে উন্নত রাখিবে যেন বালক হস্তের উপর হেলিয়া থাকে। এইভাবে দুগ্ধ পান করানই প্রশস্ত। ইহা-দ্বারা আহার অন্য রাস্তায় যাইতে পায় না। আহার-করণান্তর বালককে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিবে, তখন তাহাকে লইয়া ক্রীড়াদি করিবে না। আহারান্তে বালকের সহিত ক্রীড়া সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়।

শৈশব ও বাল্যাবস্থায় স্বাস্থ্য।

দন্ত-নির্গমনের সময় বিভিন্ন-বালকের বিভিন্ন-প্রকার উত্তেজনা ঘটিয়া থাকে। কোন কোন বালকের দন্ত-নির্গমনকালে কোনরূপ কষ্ট হয় না এবং কোন কোন বালকের প্রত্যেক নবদন্ত-নিষ্ক্রমণকালে অনেক কষ্ট হয়। এই কালে বালকের পাকাশয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি বালকের উদরাময় সঙ্ঘটিত হয় তবে আহারের কথঞ্চিত পরি-বর্ত্তন করা আবশ্যক। যদি ইহা-দ্বারা উদরাময়ের উপশম হয় তবে ঔষধ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ অবস্থায় একটু এ্যারোরুট দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দিবে। যদি ইহা সহ্য না হয় তবে তাহা জলের সহিত দেওয়া কর্ত্তব্য। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ঘোল দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে একটু চূণের জল মিশ্রিত করিয়া দিবে।

যদি দন্ত-নির্গমনের সময় কোষ্ঠ-কাঠিন্য ঘটে তবে সামান্য ম্যাগ্‌নেসিয়া-চূর্ণ দিলে দাস্ত পরিষ্কার হইবে। চামচের মুখে যতটুকু ম্যাগ্‌নেসিয়া ধারণ করিবে ততটুকু দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। সুপক্ক ফলের সারকতা গুণ থাকাতে বালককে তাহা দিতে নিষেধ নাই।

বাল্যাবস্থায় বালকের বৃদ্ধি শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে বলিয়া আহারও বৃদ্ধি করা আবশ্যক। দিনে চারিবারের অধিক আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই চারিবারের মধ্যে অন্য কোন আহার কখনো দিবে না। বাল্যাবস্থা হইতেই বালককে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইতে শিক্ষা দিবে। মাতার অনবধানতা-নিবন্ধন অনেক বালক গিলিয়া আহার করে। তাহার ফল এই হয় যে, লালাস্রাব রীতিমত না হওয়াতে পাকাশয় আহার পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং বালকের পরিপাক-শক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে।

বালককে সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া শিশুকে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাকালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে এবং তদনন্তর শীতলজলে স্নান করানই বিধি। যাহারা নবজাত বালককে

শক্ত করিবার জন্য শীতলজলে স্নান করায় তাহাদিগের মত মূর্খ পৃথিবীতে আর নাই। প্রথম কয়েক সপ্তাহ ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করান উচিত এবং পরে উষ্ণতার ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া শীতল জলে স্নানের অভ্যাস করান সম্পূর্ণরূপে বিধেয়। প্রথম প্রথম তিন বা পাঁচ মিনিটের অধিক সময় বালককে জলে রাখিবে না; পরে ক্রমশঃ সময়ের বৃদ্ধি করিবে। সুস্থশরীরের উপর স্নানের অত্যন্ত প্রভাব। তদ্দ্বারা বালকের স্নায়ুমণ্ডল দৃঢ় হয়, উত্তেজনার অপগম হয় এবং বালকও প্রসন্ন থাকে। রাত্রি সমাগতা হইলে বালকদিগের প্রায়ই চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয় এবং স্নান-দ্বারা সেই চাঞ্চল্য নিবারিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লোমকূপ পরিষ্কৃত ও ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া শরীরকে স্বস্থ রাখে। শৈত্যনিবারণের স্নান অমোঘ ঔষধ। স্নানকালে সাবানের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। সাবান উগ্র হওয়া উচিত নহে। শৈশবকালে চর্ম্ম কোমল থাকাতে সহজেই উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া থাকে; সুতরাং উগ্র সাবানের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শীতল গৃহে স্নান করান উচিত নহে; কারণ, তাহাতে শৈত্য লাগিতে পারে। স্নানসমাপনান্তে বালককে উত্তমরূপে মুছাইয়া উষ্ণ পরিচ্ছদ পরাইয়া দিবে। শরীর মুছাইবার কালে এরূপ ঘর্ষণ দিবে যাহাতে চর্ম্ম লাল হইয়া উঠে। আহারের পর বালককে কখনও স্নান করাইবে না। যদি কোনও কারণ-বশতঃ আহারের পর স্নানের আবশ্যকতা হয়, তবে এক বা দুই ঘণ্টা পরে স্নান করানই বিধি; নতুবা বালকের পীড়িত হইবার সম্ভাবনা।

বালকের বগল, নিতম্ব এবং কুঁচকি উত্তমরূপে মুছাইয়া দিবে; কারণ, এই স্থানগুলি আর্দ্র থাকিলে প্রায়ই হাজিয়া যায়; এরূপস্থলে ময়দার গুঁড়া প্রভৃতি ছড়াইয়া দিলে হাজা নিবারিত হইতে পারে। বালকের পরিচ্ছদ ভিজিয়া যাইলেই তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নতুবা তদ্দ্বারা উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে। এগুলির প্রতি মাতার যদি বিশেষ দৃষ্টি থাকে তবে বালকের স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে আর ভাবিতে হয় না।

নিদ্রা :—শৈশবাবস্থায় বালকেরা অত্যন্ত নিদ্রা যায়। বিশেষতঃ জাত হওয়ার প্রথম কয়েক সপ্তাহ বালক এত নিদ্রা গিয়া থাকে যে, কেবল মাত্র ক্ষুধা পাইলেই জাগরিত হয় এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলেই পুনরায় নিদ্রিত হয়। অতঃপর ক্রমশঃ নিদ্রার হ্রাস হয় এবং একমাস গত হইলে বালক তখন তাহার চতুর্দ্দিকে কি হইতেছে তাহা অনুভব করিতে থাকে। এই সময় হইতে বালকের নিদ্রার একটী শৃঙ্খলা স্থাপিত করিবে; নতুবা কু-অভ্যাস হইয়া যাইলে তাহার প্রতিবিধান করা সহজসাধ্য নহে। যদি বালককে স্তনের বোঁটা মুখে করিয়া নিদ্রা যাইবার অভ্যাস করান হয় তবে সে অভ্যাস সহজে যাইতে পারে না। যদি বালককে দোলনায় দোলাইয়া নিদ্রিত করা হয় তবে দোলনা ব্যতীত বালকের নিদ্রাই হইবে না। এই সকল কারণে সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত।

প্রথম মাসে মাতা বালককে সঙ্গে লইয়া নিদ্রা যাইবেন। বালকের শরীরের উষ্ণতা অত্যন্ত অল্প হওয়াতে এই প্রথাটী অবলম্বন করিতে হয়; নতুবা হিতে-বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। মাতার শরীরের উষ্ণতা-দ্বারা

বালক স্বীয় শরীরে উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় বালককে ভারি কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে না; কারণ তাহাতে নিঃশ্বাস-রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। নিম্নলিখিত নিয়মের প্রতি মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত :—

বালক নিদ্রিত হইলে তাহার শয্যার কতকটা স্থান থালি থাকা উচিত। অতি-সন্নিকটে বালককে কখনও শয়ন করাইবে না। শয্যার পরিসর অল্প হওয়াতে যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে বালককে অন্যদিকে মুখ ফিরা-ইয়া অথবা চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে। বালকের মুখ কখনও চাদর-দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে না। যে বালিসের উপর বালক মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছে সে বালিসের সন্নিকটে অন্য কোন বালিস রাখিবে না; কারণ, যদি বালক ঘুরিয়া অন্য বালিসে পতিত হয়, তবে তাহাতে মুখ চাপিয়া গিয়া শ্বাসরোধ হইতে পারে। স্তন্য পান করাইতে করাইতে বালককে নিদ্রা যাইতে দিবে না। কারণ, এরূপে অনেক বালক চুচুক পরিত্যাগ করিয়া চাদরে মুখ আবৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বায়ু-প্রবাহের সম্মুখে বালকের শয্যা কখনও স্থাপন করিবে না। বালকের উপর অতিমাত্রায় কাপড় চাপাইয়া তাহাকে উষ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে না; কারণ, তদ্দ্বারা উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া বালকের নিদ্রার ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া যে বালককে যথেষ্টরূপে আচ্ছাদিত করিবে না তাহা নহে। বালকের মস্তক সর্ব্বদা অনাবৃত রাখিবে।

প্রথম দুই বৎসর বালক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার নিদ্রা যাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দুইবার নিদ্রা এরূপভাবে নিয়মিত করিবে যেন আহার করাইতে ব্যাঘাত না ঘটে। প্রথম হইতে শৃঙ্খলা স্থাপন করা আবশ্যক। দিনের বেলা নিদ্রা যাইলে বালককে ১১টা হইতে ১টা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে দিবে। পরে আহার-সমাধা হইলে বৈকালে আরও অন্ততঃ এক ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে দিবে।

প্রথম দুই বৎসরের পর বৈকালের নিদ্রাটী স্থগিত করিবে কিন্তু মধ্যাহ্নের নিদ্রা শীঘ্র ছাড়াইবে না। পঞ্চম বা ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত বালক মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাইতে পারে।

যৌবন সমাগত হইলে আট ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। এই সময় হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নিদ্রার সময় আর হ্রাস করিবে না। নিদ্রা যাইবার সময় ঘরে আলোক জ্বালিতে না দেওয়াই শ্রেয়। বিশেষতঃ শৈশবাবস্থা হইতে এই অভ্যাসটী অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। এরূপ করিলে বালকের অন্ধকার-জনিত ভয় আর থাকিবে না।

বালককে কখনও হঠাৎ ঊর্দ্ধে উঠাইবে না, অথবা তাহার হস্ত ধরিয়া টানিবে না। কারণ, তদ্দারা বালকের অস্থি উৎপাটিত হইতে পারে এবং বালকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। বালককে হাঁটাইতে হইলে হস্তধারণ-পূর্ব্বক হাঁটাইতে শিখাইবে না। তাহার কোমর-ধরিয়া হাঁটাইতে শিক্ষা দেওয়াই প্রশস্ত রীতি। দন্তনির্গমন-কালে বালকের মস্তক শীতল রাখা উচিত। এই সময়ে মস্তক কখনও আবৃত রাখিবে না। বালকের পরিচ্ছদ ঢিলা হওয়া উচিত। যাহাতে বালক অবাধে হাত-পা ছুড়িতে পারে এরূপ ঢিলা পরিচ্ছদ প্রশস্ত।

বালককে বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিন মাস অথবা তাহারও কম বয়সে টিকা দেওয়া উচিত। ইহাই টিকা দিবার প্রশস্ত কাল। দন্ত-নির্গমনের সময় টিকা দিলে বালকের অত্যন্ত উত্তেজনা সহিতে হয়; প্রথমতঃ দন্ত-নির্গমের উত্তেজনা এবং দ্বিতীয়তঃ টিকার উত্তেজনা। এই সকল কারণের জন্য শিশুর জন্মের পর ছয় সপ্তাহ অতীত হইলে টিকা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ক্রমশ:)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সরোজিনী।

(১)

প্রফুল্ল এখন কলিকাতায়। তাহার শ্বশুর-মহাশয় বলেন, পাড়াগাঁয়ে তাঁহার কন্যার শরীর ভাল থাকে না এবং মন লাগে না; অধিকন্তু কলিকাতায় থাকিলে প্রফুল্লর অর্থোপার্জ্জন অধিক হইবে, এজন্য তাহাকে কলিকাতায় যাইয়া ডাক্তারি করিতে অনুরোধ করেন। প্রফুল্ল সেই অনুরোধকে অনুজ্ঞা বলিয়া মনে করিয়াছে; কারণ, সে বলে, "আমি-বিক্রীত।" সে এখানে থাকায় গ্রামের লোকের একটী পয়সা লাগিত না, এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহও তাহার মত একজন ডাক্তারকে পল্লীগ্রামে পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছিল। কত দুর-দুরান্তর হইতে তাহার ডাক আসিত! মাসে যে চারি-পাঁচ শত টাকা পাইত, প্রফুল্ল তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিল। দু'টী ঘোড়া, দু'খানি গাড়ী, একখানি পাল্কি ও একখানি বাইসিকেলেই তাহার স্বচ্ছন্দে চলিত, সে কোনও কষ্ট বোধ করিত না। কিন্তু এখন আর প্রফুল্ল দেশে থাকে না, মধ্যে মধ্যে আসে মাত্র।

যখন সে এখান হইতে যায়, তখন সাত-আটখানি গণ্ডগ্রামের বিশিষ্ট-ভদ্রলোকগণ তাহার কাছে আসিয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন, ততোধিক চক্ষের জল প্রফুল্ল ফেলিয়াছে,—আমাদের তো কথাই নাই। কিন্তু সে সকলকে জবাব দিয়াছে, "যে-দিন হইতে আমি বিবাহিত হইয়াছি, সেই দিন হইতে তোমাদের আর আমার উপর দাবী নাই—আমারও আর আমার উপর দাবী নাই। আমার মন তোমাদের কাছে রহিল—আমার মন বিক্রীত হয় নাই—কিন্তু এ পাপদেহ আর কাহারও নহে, কেবল ক্রেতার।" এই বলিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে বিদায় হইয়াছে।

তাহার প্রতি বৌ অথবা তাহার পিতা কখনও যে কোনও আজ্ঞা অথবা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করাইয়াছেন তাহা নহে। প্রফুল্লকুমারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কোনও কার্য্য করাইতে পারে এমন মনুষ্য-জীব কেহ আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি

না ; সে যখন হামা টানিতে শিখিয়াছে, তখন হইতে তাহার পরিচয় দিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই তাহার এরূপ ব্যবহারের মূলে কেবল অভিমান,—বাবা নাই, মা নাই, সংসারে সুখ নাই, সুখের আশা নাই ; —তাহার মেজদিদিই তাহার সব। ক্ষুদ্র, অবোধ, দুরন্ত শিশুটীব মত, কেবল যত আব্দার, যত দুরন্তপনা, যত অভিমান সবই তাহার মেজদিদির কাছে। বাহিরের লোকে প্রফুল্লকুমারের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে সাহস করে না,—কিন্তু মেজদিদির বাড়ী আসিয়া, সেই লাফালাফি, দৌড়া-দৌড়ি, খোকার সঙ্গে খেলা, কুকুরের সঙ্গে খেলা, দত্তজার সঙ্গে দুষ্টামী, মেজদিদির কাছে ছেলেমী, আব্দার, অভিমান। কিন্তু "প্রফুল্ল! তোমার মেজদিদি তোমার কি করিতে পারিয়াছে ?"

এখন সে দেশে নাই, এখন সেই সকল লোক বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারা কি হারাইয়াছে। তেমন করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া অনাথা বিধবাদের আর কে সাহায্য করে ? পিতার অর্থাভাবে উপযুক্ত-কন্যা অপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা দেখিলে কাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে ? তেমন করিয়া বাড়ী হইতে ঔষধ-পথ্য আর কে গায়ে পড়িয়া বাড়ী বহিয়া দিয়া আসে ? তেমন করিয়া প্রতিদিন এত বড় গ্রামখানি প্রদক্ষিণ করিয়া কে আর বাড়ী বাড়ী খবর লইয়া বেড়ায় ? তেমন করিয়া বালকদের ব্যায়াম-শিক্ষার জন্য কে আর প্রাণ পাত করে ?—কে আর আপনার ব্যয়ে তাহাদের খেলিবার সরঞ্জাম কিনিয়া দেয় ? নিজে সঙ্গে করিয়া ব্যায়াম-শিক্ষা দেয়, খেলা শিক্ষা দেয় ? প্রফুল্ল আসে, টাকাও অনেককে পাঠায়, খোঁজ-খবরও মাঝে মাঝে সকলেরই লইয়া যায় ; কিন্তু তাহারা যেন কিছুই চাহে না— চাহে কেবল চক্ষের সাম্‌নে আমার প্রফুল্লকে।

প্রফুল্ল পত্র লিখিয়াছে আমাদের যাইতে ; সরলার বড় অসুখ, তাহাকে কলিকাতায় আপনার বাসায় আনিবে ; সে নাকি তাহার মেজদিদিকে, তাহার দাদাবাবুকে, তাহার মেজদিদির খোকাকে এখন দেখিতে চায়। সরলার হঠাৎ কি এমন অসুখ করিল ? প্রফুল্ল লিখিয়াছে—"সরলা নিজে লিখিত ভাল আছে, কিন্তু তাহার দেবর সম্প্রতি লিখিয়াছেন—'বধূ-ঠাকুরাণীর বড় অসুখ'; সরলা নাকি বলে গঙ্গার ধারে থাকিতে তাহার বড় সাধ, নহিলে নাকি তার অসুখ সারিবে না। তাহার দেবর দু'এক দিনের মধ্যে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন,—লিখিয়াছেন গঙ্গার ধারে বাসা ভাড়া করিতে।" কি এমন অসুখ তাহার! কৈ, সে তো নিজের হাতে বরাবর লিখিয়াছে, বেশ ভাল আছে ; কিন্তু বলে, কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে না। কিছুই তো বুঝিতেছি না!

(২)

পরদিবসই আমরা কলিকাতায় রওনা হইলাম। গঙ্গার ধারেই বাসা ভাড়া করা হইয়াছে ; সেইখানেই আমরা উপস্থিত হইলাম, এবং সরলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দত্তজা—কি জানি কেন—আমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহেন নাই। কেবল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকেন ; এমন কি খোকা কাছে গেলেও সময় সময় বিরক্ত হয়েন। মনের ভাবও তো আমায় কিছু

খুলিয়া বলেন না। আমি পীড়াপীড়ি করায়, যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে, আমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। সরলাকে আনিবার জন্য আমরা ষ্টেশনে যাইলাম, দত্তজা গেলেন না—জাহ্নবীর খরস্রোতের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ্‌টী করিয়া সোপানের উপর বসিয়া রহিলেন। তখন বেলা পাঁচ্‌টা।

আমরা ষ্টেশনে গিয়া প্রফুল্লর গাড়ীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে গাড়ী আসিল, সরলা আসিল, তাহার দেবরও আসিলেন; আর দেখিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সরলাকে ধরিয়া একটি বিধবা যুবতী—ম্লান, শুষ্ক, রৌদ্রদগ্ধ অপরাজিতার ন্যায় একটি বিধবা যুবতী। যদি নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-বর্ণের স্ত্রীলোকের সুন্দরী হওয়া সম্ভব হয়, তবে এমন সুন্দরী আমার চক্ষে বড় অধিক পড়ে নাই।

সে যাহাই হউক, আমার মাথা আর মুণ্ড —আমার সরলাকে কি দেখিলাম! এই কি আমার সেই সরলা? এ কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে? আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতেই পারি নাই; শেষে যখন তাহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ অপরূপ চক্ষুতারকার পানে চাহিলাম, তখন চিনিতে পারিলাম। এ চক্ষুতারকায় কেবল আমারই সহোদরা ভিন্ন অন্য কাহারও অধিকার নাই। অনেক রূপসী এ জীবনে দেখিয়াছি—সাহস করিয়া বলিতে পারি—এমন চক্ষুতারকায় আমারই সহোদরা ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই। তাই চিনিতে পারিলাম। বুকের মধ্য শুকাইয়া গেল, ফাটিয়া গেল, জ্বলিয়া গেল;—ভয়ে কণ্ঠ বিশুষ্ক হইল, সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল; —প্রফুল্ল-কুমারের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তবে সাম্‌লাইতে পারিলাম। এই কি আমার সেই সরলা? এ সর্ব্বনাশ তো একদিনে হয় নাই! সে রূপলাবণ্যচ্ছটা তো একদিনে ম্লান হইবার নহে! সেই কূলে-কূলে পূর্ণ যৌবনোচ্ছ্বাস তো একদিনে বিশুষ্ক হইবার নহে! সেই মার্জ্জিত কাংসবর্ণ তো একদিনে মলিন হইবার নহে! কতদিন ধরিয়া এই সর্ব্বনাশের আয়োজন চলিয়াছে? মনে হইল, সেই ষ্টেশনের লোক-সঙ্ঘ তুচ্ছ করিয়া, লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠি।

সরলা অতিকষ্টে আমার এবং প্রফুল্লর পদধূলি গ্রহণ করিল, সেই মেয়েটীর কাঁধ ধরিয়া আমার গাড়ীর মধ্যে উঠিল; তৎক্ষণাৎ আমি হাত বাড়াইয়া তাহাকে আমার কোলে উঠাইয়া লইলাম। সরলা ক্ষীণহস্তে আমার গলা জড়াইয়া, আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া, আমার কোলে বসিয়া পড়িল। চক্ষু শুষ্ক অশ্রুহীন, নিঃশ্বাস ক্ষীণ অথচ দ্রুত; দেহ রূক্ষ, লোলচর্ম্মাবৃত কঙ্কালাবশেষমাত্র। মনে করিয়াছিলাম, এত দিনের পরে সরলা তাহার দাদাকে দেখিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইবে, তাহার মেজদিদিকে দেখিয়া কাঁদিয়া কোলের মধ্যে আসিবে। সরলা কোলের মধ্যে আসিল,—কিন্তু কাঁদিল না। আমার মুখের দিকে আস্তে আস্তে চক্ষু ফিরাইয়া, অতিক্ষীণ-কণ্ঠে একবার ডাকিল—"মেজ—দি—দি!" আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, সস্নেহে উত্তর করিলাম—"কেন দিদি আমার! এই যে আমি—।" সরলা সে কথা যেন কাণে তুলিল না; সেই মেয়েটি সম্মুখের গদিতে বসিয়াছিল, তাহার

দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—"ভো—ম—র!" মেয়েটি নীরবে আসিয়া আমার বামপার্শে বসিল; সরলা তাহার বাম হাতখানি সেই মেয়েটীর কোলের উপর আস্তে আস্তে রাখিয়া চুপ করিয়া আমার কোলের উপর অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় রহিল, গাড়ী চলিল; আর আর সকলে প্রফুল্লর শ্বশুরের ল্যাণ্ডোতে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বামাবোধিনীর জন্মদিনে।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

সে অনেক দিনের কথা। সেও এমনি ভাদ্র মাস। তখন আকাশে এমনি মেঘের স্তর; কখনও নীল, কখনও শুভ্র, কখনও বর্ষণোন্মুখ ঈষৎ ধূমল। কখনও দিবাভাগে উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে জগতে হাস্যোজ্জ্বল ছটা; নৈশ-আকাশে চন্দ্র-তারকার বিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত; কখনও বারিধারায় দিগন্ত প্লাবিত; কখনও বিহঙ্গ-কলরবে কানন-কুঞ্জ মুখরিত, কখনও মণ্ডূক-নিনাদে মানব-শ্রুতি নিপীডিত। তখনও নদনদী, বিল-খাল পরিপূর্ণ, অস্বচ্ছ সলিলে প্রবাহিত; তখনও বাগানে শেফালী ঝরিয়াছিল, অতসী হাসিয়াছিল, চম্পকাদি রূপের ছটায় আলো করিয়াছিল; নিবিড় বনে কেতকী তাহার সৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছিল; এই বঙ্গদেশের কর্ম্মক্লান্ত রাজ-পুরুষ হইতে শ্রমজীবিগণ সকলেরই উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়; সকলেই সুখে বা দুঃখে, চিন্তা ও ব্যগ্রতায় ব্যতিব্যস্ত; তাহাদের দীর্ঘ অবকাশ সম্মুখস্থ, তাহাদের সকলেরই "বৎসরের দিন" বটে।

অনেক দিন আগে—ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এমনি ভাদ্র মাস আসিয়াছিল। তখন দেশের আর যাহার যেমন অবস্থাই থাকুক না কেন, বঙ্গ-মহিলাদিগের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। সে আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী, গৌতমী, গার্গী, খনা, লীলাবতীর যুগ নহে, থেরীগাথা-রচয়িত্রী বৌদ্ধ মহিলাদিগের যুগ নহে, সে স্বর্ণকুমারী, ফুল-কুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়ের যুগ নহে; সরলা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী কিম্বা সরোজকুমারী দেবী প্রভৃতি তখন কল্পনারও অনধিগম্য; সে আমাদেরই ঠাকুর মা, দিদিমাদিগের যুগ। সেই শীর্ষে উচ্চ কবরী, নথের গুরুভারে এবং বিচিত্র উল্কী দ্বারায় মুখচন্দ্র সুশোভিত, বিচিত্র শঙ্খ-বলয়ে, বাউটী, পৈছা প্রভৃতি ভূষণে ভুজযুগল বিভূষিত, সেই অমার্জ্জিত জ্ঞান ও রুচি-বিশিষ্ট বঙ্গ-মহিলাগণ তখন ঘরে ঘরে বিরাজমান ছিলেন। যে-জাতি পুরুষদিগের শৈশবে মাতা, বাল্যে ভগিনী, যৌবনে ভার্য্যা, প্রৌঢ়ে কন্যা হইয়া তাঁহাদিগকে জীবনপথে চলিবার সহায়তা করে, যে জাতির সহায়তা না পাইলে মনুষ্য-সমাজ এক তিল সময়ও থাকিতে পারে না, সেই স্ত্রীজাতি তখন সাধারণতঃ নিরক্ষরা, কুসংস্কারা-পন্না এবং জ্ঞানরাজ্যের বাহিরের জীবরূপে

জীবন যাপন করিত। তাহাদের মধ্যে যে মনস্বিনী মহিলা কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই এমন কথা বলিতে পারি না;—তাহাদের মধ্যে আমাদের বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের জননী, পুণ্যব্রত কেশবচন্দ্র সেনের জননী, মহাত্মা কালীকৃষ্ণ মিত্রের জননী, সাধু জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী, রাণী রাসমণি, মহারাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি রমণীরত্ন জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমির বক্ষ আলোকিত করিয়াছিলেন, সে কথা এদেশের অনেকেই জানেন। তবে সাধারণতঃ জ্ঞানালোক-বঞ্চিতা, উচ্চাভিলাষ-শূন্যা, অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী, অশিক্ষিতা নারীই ঘরে ঘরে বিরাজমানা ছিলেন। অধিক কি, স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মনে এইরূপ ধারণাই ছিল। বঙ্গ-বামার সেই দারুণ দুর্দ্দিনে তাহাদের মনে বিদ্যানুরাগ জন্মাইতে, তাহাদের অজ্ঞানতা দূর করিতে, তাহাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিতা করিতে, বামাবোধিনীর জন্ম হইয়াছিল। ইহাতে বামারচনা প্রকাশ করিয়া, অন্তঃপুর-পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া কত যত্নে কত আদরে বঙ্গবামাকে শিক্ষাপথে টানিয়া আনিতে হইয়াছিল! যাঁহারা "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" বলিয়া স্ত্রী-শিক্ষার জন্য এই বামাবোধিনীর সৃজন করেন, যাঁহাদিগের একাগ্রতা-পূর্ণ সদিচ্ছা, অব্যাহত চেষ্টা ও যত্ন এবং প্রাণপণ পরিশ্রমে এই কার্য্য সাধিত হইতেছিল, বঙ্গ-বামার পিতৃস্থানীয় চিরসুহৃদ্, বামাবোধিনী-প্রবর্ত্তক, প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোগী এবং অগ্রণী। তাঁহার আদরের বামাবোধিনী কতবার মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়াছে, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ কতবার ইহার জীবনের বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন, কিন্তু "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়" এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই স্বর্গীয় দেব শত সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে, তাঁহার আদরিণী মানসী কন্যা বামাবোধিনীকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন। এত করিয়া বামাবোধিনীকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্য, প্রধান উদ্দেশ্য—বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন।

আজি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কৃপায় বামাবোধিনীর জীবনের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল হইয়াছে। আজি বঙ্গবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারিণী, আজি বঙ্গবামা জ্ঞানপ্রদ এবং সুপাঠ্য গ্রন্থাবলীর গ্রন্থকর্ত্রী, আজি বঙ্গবামা স্কুল-কলেজের সুযোগ্যা শিক্ষয়িত্রী; আজি বঙ্গবামা পরহিত-ব্রতে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রবর্ত্তন-কারিণী, আজি বঙ্গবামা দুরবস্থ অশিক্ষিত ভগিনীগণের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগিনী; ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এ দেশের লোক যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই, আজি সত্য-সত্যই সেইদিন আসিয়াছে! বঙ্গবামা সর্ব্বত্রই যে প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, আমরা এমন কথা বলি না—এখনও কত স্থানে কত পল্লিগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই; এখনও কত গৃহে অজ্ঞান তমসাবৃতা নিরক্ষরা রমণী অতিতুচ্ছ বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া দিন যাপন করিতেছে; এখনও কত স্থানে স্বার্থপরায়ণা, কলহ-প্রিয়া বঙ্গবামা নগণ্য বিষয় লইয়া শান্তিময় অন্তঃপুর ভীষণ করিয়া তুলিতেছে! তথাপি এই ত্রিপঞ্চাশদ্বর্ষ-মধ্যে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতেই বামাবোধিনী অন্তরের অন্তরে কৃতার্থা হইয়াছে। প্রত্যক্ষে হউক

আর পরোক্ষেই হউক, বামাবোধিনীর ক্ষুদ্রা-দপি ক্ষুদ্র ক্ষমতা এই স্ত্রীশিক্ষায় যতটুকু সহায়তা করিতে পারিয়াছে, সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতার সেই অনুগ্রহ শিরোধারণ করিয়া বামাবোধিনী কৃতকৃতার্থা হইয়াছে।

যিনি গত পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গ-বামার কল্যাণার্থে বামাবোধিনীকে পরিচালনা করিয়াছেন, বমোবোধিনী যাঁহার স্নেহের দুহিতা আজি জন্মদিনে সেই স্নেহময় স্বর্গীয় পিতা'র চরণে শত সহস্র প্রণতি করিয়া বামাবোধিনী নবজীবন-পথে অগ্রসর হইতেছে। সেই অলক্ষিত শুভাশীর্ব্বাদ বামাবোধিনীর জীবনে অমৃত-স্বরূপ। আর যাঁহাদের দয়া, যাঁহাদের যত্ন এবং যাঁহাদের নিঃস্বার্থ হিতৈষণায় বামা-বোধিনী এখনও জীবিতা রহিয়াছে, সেই পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা প্রভৃতি সকল অনুগ্রাহক ও অনুগ্রাহিকা, পিতৃহীনা বামাবোধিনীর হৃদয়পূর্ণ ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন, এবং বামাবোধিনীকে নববলে বলবতী করুন। ভগবৎকৃপাই সকলের মূল।

শ্রী মা—

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শীলা গৃহে ফিরিয়া দেখে তার খুড়ীমার গৃহে অতিথি আসিয়াছে। খুড়ীমার ভাজ তাঁর বার বছরের একটি কন্যা, নয় বছরের একটি পুত্রবধূ, দু'টি ছোট শিশু ও সঙ্গে অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্রকে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা পুরী যাইবেন, তীর্থযাত্রার জন্য আসিয়াছেন। শীলা আপনার কক্ষে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় অমিয় আসিয়া বলিল, "দিদি ভাই, কাল আমরা জগন্নাথক্ষেত্রে যাব; আমার মা যাবেন, মামী যাবেন, দাদাবাবু যাবেন; তুমি যাবে?"

শীলা। না ভাই, আমি আর কোথায় যাব?

অমিয়। তুমি একলা থাকবে? আজ কে এসেছিল তা জান? প্রভাতবাবুর মা এসেছিলেন। তোমার বিয়ে হবে দিদি ভাই!

শীলার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। সে বলিল, "এ সব কথা কে বল্লে?"

অমিয়। প্রভাতবাবুর মা মাকে বাবাকে কি সব বলছিলেন। মা কাল তোমায় তাঁদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, তুমি এ তিন দিন তাঁদের বাড়ীতেই থাকবে। তুমি নীচে চল, আমার মামীমা তোমায় ভাল করে দেখতে চান।

শীলা অমিয়র সহিত নীচে গেল। তাহাকে দেখিয়া খুড়ীমার ভাজ মাথার ঘোমটা টানিয়া দিলেন। তাঁহার পরণে একখানা লাল-পেড়ে সাড়ী, নাকে একটি ছোট নথ, কাণে গোছা করা মাকড়ি। হাতে হোগলা-পাকের বালা ও উপর হাতে তাগা। তার উপর রূপার গোট পরিয়া আছেন। তিনি ঘোমটার ভিতর হইতে উৎসুকনেত্রে তাহাকে

দেখিতে লাগিলেন। ছোট্ট বৌটি একখানি নীলাম্বরী পরিয়া আছে; কপালে টিপ, নাকে নাকছাবি, গলায় হেঁসো হার, হাতে বালা ও পায়ে মল। সেও ঘোম্‌টার ভিতর হইতে হাসিয়া চাহিতেছিল। শীলা গিয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় নাই। পরে খুড়ীমার ভাজকে নমস্কার করিতে গেলে তিনি একটু দূরে সরিয়া গেলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন, "ঐ হয়েছে, থাক্ থাক্ আর কাজ নাই।"

খুড়ীমা। এখন পায়ে হাত দিও না, সন্ধ্যাহ্নিক কর্বেন। তা আজ্‌কে প্রভাতবাবুর মা এসেছিলেন। কাল আমি বৌ-এর সঙ্গে পুরী যাচ্চি; মহাপ্রভুর কৃপায় দু'বার দর্শন হয়েছে, এই তিনবার হলে আমার সার্থক হবে, এ সুযোগ কি ছাড়্‌তে পারি? কি বল ভাই বৌ? (বৌ ঘোম্‌টার মধ্য হইতে মাথা নাড়িলেন।) প্রভাতবাবুর মার কাছেই তুমি এই কয় দিন থেকো। আমরা কাল ভোরেই যাব, কালই তা'হলে ঠাকুর-দর্শন হবে। তিন দিন বাদে আস্‌ব। তোমার কাকা থাক্‌বেন, তিনি রোজ গিয়ে তোমায় দেখে আস্‌বেন।

তাঁর ভাজের মেয়ে বুড়ি বা শৈলী ধীরে ধীরে শীলার কাছে সরিয়া আসিল। তাহার মা ঘোম্‌টার ভিতর হইতে চক্ষের কটাক্ষের দ্বারা তাহাকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছিলেন, সে তাহা দেখিল না। তিনি শশব্যস্ত হইলেন। বিয়েঅলা মেয়ে এখনি অজাতের মেয়েকে ছুঁইয়া দিবে, আবার তাহলে সব কাচাইতে হইবে। কি বিভ্রাট!

শীলা সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার খুড়ীমা বলিলেন, "প্রভাতবাবুর মা ত আজ কর্ত্তার কাছে তোমার বিয়ের কথা বল্‌ছিলেন।"

শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল, "কেন, তাঁর এত ভাব্‌না কিসের?"

খুড়ীমা। তিনি যে তোমায় বৌ কর্ত্তে চান, তাই তাঁর ভাব্‌না।

শীলা সুব্রতর কথার অর্থ এতক্ষণে বুঝিল; সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও বলিল, "আমি প্রভাতবাবুদের বাড়ী যাব না।"

খুড়ীমা। সে কি? তোমার কাকা কথা দিয়েছেন, না গেলে কি হবে? প্রভাতবাবুর মা নিজে এসে বলে গিয়েছেন। আর তোমার বাবার একান্ত ইচ্ছা তাই ছিল বলে অন্নদাবাবু তোমায় এখানে রেখে গিয়েছেন। ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা কর্বে বলেই আম্‌রা তোমায় যেতে দিচ্চি, না হলে তুমি কি এমন করে বেড়াতে পার্ত্তে?

শীলা। কই, বাবা ত আমায় কখনো এমন কথা বলেন নি; তবে প্রভাতবাবুদের কথা বল্‌তেন বটে, ওঁরা খুব ভদ্র পরিবার তাও বল্‌তেন।

এমন সময় রামলোচনবাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, "কি হচ্চে গো তোমাদের?" তাঁহাকে দেখিয়া গৃহিণীর ভাজ সঙ্কুচিত হইয়া এক গলা ঘোম্‌টা টানিয়া দিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "কাল সব শ্রীক্ষেত্র যাব, তার গোছ্‌গাছ্ হচ্চে। তোমার সব ঠিক করে রাখ্‌লুম। শীলাকে ত কাল প্রভাতবাবুর মা নিয়ে যাবেন।" রামলোচনবাবু বলিলেন, "বেশ ত; শীলাকে তাঁদের বড় পছন্দ হয়েছে, প্রভাতবাবু ত শতমুখে শীলার প্রশংসা কচ্ছিলেন। এস ত

শীলা, আমরা বাহিরের ঘরে যাই; তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।" শীলাও তাঁহাকে দু'চারিটি কথা বলিবে স্থির করিয়াছিল; সে বাহিরে আসিল।

রামলোচনবাবু। প্রভাতবাবুর মায়ের ইচ্ছা তোমায় কাছে রাখেন। তোমার বাবারও ইচ্ছা ছিল, সুব্রতর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় সে সাধ পূর্ণ হ'ল না দেখেই তিনি তোমাকে আমার কাছে পাঠাতে বলেছিলেন। প্রভাতবাবুর মায়েরও ইচ্ছা শীঘ্র বিবাহ দেন।

শীলার যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছিল। ক্রোধে অভিমানে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কাকা, আমার অমতে প্রভাতবাবুর মা আমায় তাঁর পুত্রবধূ কর্‌তে পারেন না। আমি তাঁদের বাড়ী যাব না।"

রামলোচন। এ ত আর জোরের কথা নয়। তোমার ইচ্ছা না হলে বিয়ে হবে না, সে ত জানা কথা। তোমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সব নির্ভর কর্‌ছে। তবে তোমার যাতে মঙ্গল হয়, তোমার আপ্‌নার লোকের কি তা দেখা উচিত নয়? তুমি এত রাগ কর্‌লে কেন? আর কাউকে কি বিবাহ করতে চাও?

লজ্জায় শীলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে কহিল, "না, তা কেন? আমি এখন আর বিবাহ করব না।"

রামলোচন। বেশ, তাতে কি হল? তুমি তিন চার দিন ওঁদের বাড়ী থাক্‌বে বই ত নয়। ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে ত কোন ক্ষতি নেই। প্রভাত ও সুব্রত দু'জনেই কাল কল্‌কাতায় যাবেন, তাঁদের কাজ আছে। প্রভাতের মা ও স্ত্রী কেবল থাক্‌বেন; সেখানে যেতে তোমার আপত্তি কি?

শীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, তা হলে আমার আপত্তি নেই। আর এক কথা, আমার থাকায় যদি আপ্‌নাদের অসুবিধা হয় বল্‌বেন, আমি লক্ষ্ণৌ চলে যাব। আমি সেখানকার কন্‌ভেণ্টে গিয়ে থাক্‌ব; সেখানকার সিস্‌টাররা আমায় খুব ভালবাসে। আমি বুঝ্‌ছি আমার আসাতে আপ্‌নাদের বড় কষ্ট হচ্চে; কিন্তু কি কোর্ব্বো বলুন? বাবার আজ্ঞা, আমায় তাই আস্‌তে হয়েছে, না হ'লে আমার স্ব ইচ্ছায় আসি নি।"

রামলোচনবাবু। তোমার বাবার আজ্ঞা যদি সুব্রতর সঙ্গে বিয়ে কর্‌তে বলা হয়, তা হলে কি কর্ব্বে?

শীলা। আমি তা বল্‌তে পারি না, এ বিষয় আমার যা মত তাই হবে।

গৃহিণী আপনার ভাজকে বলিতেছিলেন, "কর্ত্তার যেমন আক্কেল, কোথাকার অজাতের মেয়ে এনে ঘরে ঢুকিয়েছেন; আপদ্ বার হলে বাঁচি।"

গৃহিণীর ভাজ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "ঠাকুঝি, অত বুড় মেয়ের বিয়ে হয় নি কিগো! কি করে আছে! ও বুঝি মেম্, না হলে অমন করে কাপড় পরে কেন?"

গৃহিণী। মেম্ কেন হবে? ব্রহ্মজ্ঞানী, শোন নি?

গৃহিণীর ভাজ। ব্রহ্মজ্ঞানী কি? কর্ত্তা-ভাজার দল?

গৃহিণী। (বিরক্তভাবে) "না গো না, ওদের জেতের বিচের নেই। মেলচ্ছর আচার। যার তার সঙ্গে বিয়ে হয়, যে জেতে খুসী বিয়ে

হয়। ইচ্ছে হলে আইবুড় থাকে। দিনরাত্ হটহটিয়ে বেড়ায়, কোনও লজ্জা-সরম নেই। সবারি সঙ্গে কথা কয়। কে জানে বাপু কিসের ঢং? আমার ভাসুর যে বেরহ্মজ্ঞানী ছিলেন, লক্ষ্ণৌতে বিয়ে করেছিলেন।

শীলা অন্তঃপুরের পথে আসিতেছিল। সে এই সকল কথার কিছু কিছু শুনিল, তাহার মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিল। তাহার দিদিমাকে মনে পড়িল। তাহার মায়ের মৃত্যুর পরও তাহার দিদিমা কয়েক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি ঘোরতর হিন্দু ছিলেন। শীলার দাদা-মহাশয় ব্রাহ্ম ছিলেন, দিদিমা হন নাই; কিন্তু কখনও ব্রাহ্মদের ঘৃণা করিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে শীলাদের বাটীতেও আসিতেন; স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন; বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার মন কত উদার ছিল! অন্য জাতিকে ত এমন ভাবে ঘৃণা করিতেন না! সে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল—মানুষ কেন অন্যের ধর্ম্মে এমন আঘাত করিতে যায়? অন্যজাতির প্রতি এমন তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া তাহা-দিগকে বাক্যবাণ-দ্বারা বিদ্ধ করে? সে ত আজন্ম অন্যভাবে লালিত; কই, সে ত হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুপ্রথাকে ঘৃণা করিতে পারে না। যদি তাহা করিত, তাহা হইলে সে কি এমন ভাবে তাহার খুড়ীমার কাছে থাকিতে পারিত? সে ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে এক পাশ দিয়া উপরে উঠিয়া নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তারপর বাতায়ন মুক্ত করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

সম্মুখে মিঃ রায়ের বৃহৎ অট্টালিকা দেখিয়া, তাহার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে মিঃ মল্লিক যাহা মিঃ রায়ের বিষয়ে বলিতে-ছিলেন তাহা মনে পড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল মিঃ রায় না জানি কি ভয়ানক লোক, তাঁহার চারিদিক যেন রহস্যে জড়িত। তাঁহার চরিত্র না জানি কি ভীষণ! অর্থবলে ধনী, তাই বোধ হয় এত দুষ্ক্রিয়া-পরায়ণ। বোধ হয়, জীবনে অনেক মন্দ কার্য্য করিয়াছেন, না হইলে সকলে মিঃ রায়ের নামে এত হাসাহাসি কানাকানি করে কেন? শীলা ভাবিল, 'দূর হোক, আর মিঃ রায়ের বিষয় ভাবিয়া কি ফল?' অমনি সুপ্রকাশের কথা মনে হইল; সেই উদার মুখে সরলহাস্য, সেই ভাবপূর্ণ চক্ষের দৃষ্টি যেন শীলার হৃদয়ে চিত্রিত হইয়া গিয়াছে! সেই দৃষ্টি যেন বিষাদের ছায়ায় আবৃত! কেন এত দুঃখ?—দরিদ্র বলিয়া? দরিদ্র হইলেই বা দুঃখ কেন? অর্থেই বুঝি সব হয়! অর্থে কি সব পাওয়া যায়? হৃদয়ে যদি যথার্থ ভালবাসা থাকে, তবে তাহাই কি স্বর্গের ঐশ্বর্য্য নয়? অমনি প্রভাতচন্দ্রের মায়ের কথা ও সুব্রতর কথা মনে পড়িল। সুব্রত ত ভালবাসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত, তাই সুপ্রকাশের সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিতে নিষেধ করিয়াছেন। শীলা হাসিল, সুব্রতর কথায় সে সুপ্রকাশের সহিত কথা পরিত্যাগ করিবে? একজন সুব্রত কেন, সহস্র জন আসিলেও কেহ তাহার হৃদয়কে সুপ্রকাশ হইতে বিমুখ করিতে পারিবে না।

কেন তাহার হৃদয়ে এ চাঞ্চল্য হইল? সে যে-দিন সুপ্রকাশকে দেখিয়াছে সেই দিন বুঝিয়াছে তাহার হৃদয়ে আর অন্যের স্থান নাই। সে কখন মনেও আনে নাই যে, সুপ্রকাশের

সহিত তাহার নিকট-সম্বন্ধ হইবে। তবে সে নিজে যে বিবাহ করিবে না—ইহা ঠিক। সুব্রতর মাকে স্পষ্ট বলিয়া দিবে যে, তাঁহারা যেন এ আশা না মনে স্থান দেন। পৃথিবীতে কত সুন্দরী আছে, তাঁহারা ধনী, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই শীলা অপেক্ষা রূপে গুণে শ্রেষ্ঠা বধূ আনিতে পারিবেন। সে দরিদ্রা আশ্রয়হীনা, তাহাকে লইয়া এ টানাটানি কেন? সুব্রতর সহিত বিবাহ মনে করিলে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে, মনে হয় কি পাপের কথা! অন্তরে যে দেবতাকে সে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সে স্থান কি অন্যে লইবে! ছিঃ ছিঃ, তা কখনও কি হইতে পারে? সে মনে মনে স্থির করিল, এখানে বেশী পীড়াপীড়ি করিলেই সে লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাইবে। কাকা, খুড়ীমা সকলেই ত প্রভাতবাবুদের দিকে হইবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই জোর করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। সে এখন সাবালিকা, অর্থ ইত্যাদি সবই তার হাতে। সে নিরাশ্রয়া হইলেও অর্থহীনা নহে। সহসা তাহার মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে মনে পড়িল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি আগামী কল্যের তারিখ দিয়া লিখিল :—

শ্রীচরণেষু

আপনি আমায় যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন। আমি আজ মিঃ বসুর বাড়ী যাইতেছি, সেখানে গিয়া ৩।৪ দিন থাকিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সুবিধামত আমার সহিত সেখানে দেখা করিবেন। বিশেষ আবশ্যক আছে, দয়া করিয়া ভুলিবেন না। প্রণাম জানিবেন। ইতি— আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণী।

শীলা।

পত্রের শিরোনামায় মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নাম ও ঠিকানা দিল, ও মনে মনে স্থির করিল, কাল যখন প্রভাতচন্দ্রের মায়ের নিকট যাইবে তখন নিজের সম্মুখে কোনও ডাক ঘরে চিঠি ফেলাইয়া দিবে। কাহারও হাতে দিবে না। তাহার মনে এই নূতন উপায় জাগিয়া উঠিল।

অতি প্রত্যূষে শীলার কক্ষ-দ্বারে অমিয় আঘাত করিল। শীলা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। অমিয়রা তখনি যাইতেছে, শীলার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছে। শীলা তাহার সহিত নীচে নামিয়া আসিল। তখনও সম্পূর্ণ-রূপে প্রভাত হয় নাই, অন্ধকারের ঘোর রহিয়াছে। নিদ্রিত পাখীর সেই প্রথম কল-কণ্ঠ বাহির হইতেছে। গৃহিণী ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "পূজারী, সব জিনিষগুলা ঠিক করে দে বাপু! আমার জলের ঘটী দে। আমার গুলের কোটো কই? ওরে ও পুঁটুলিটা ধামায় দে না। অচ্যুত সংএর মত দাঁড়িয়ে দেখ্‌চিস্ কি?"

অচ্যুত। সবু বেলে অচ্যুত, অচ্যুত; অচ্যুত ঠিহা হেইছে, কি বিছানা বাঁধুছে? টিকে সবুর কর।*

গৃহিণী। পূজারী! বাবুর এই কয় দিনের চাল, ডাল, নুন, তেল সব রেখে গেলুম। বুঝে খরচ করিস্ বাছা! বাজারের পয়সা বাবুর কাছ থেকে নিস্।

পূজারী। গৌড়িণকে কিছি কহিল না, সে মোর সাথে নড়াই নাগিবে। গো-রস কেত্তে নিব?†

* সব সময় অচ্যুত, অচ্যুত; অচ্যুত কি দাঁড়িয়ে আছে, না বিছানা বাঁধছে? একটু সবুর কর।

† ঝিকে কিছু বলিলে না, সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করিবে। দুধ কত নেব?

গৃহিণী। আধ্ সের নিলেই হবে; শীলাও ত থাক্‌বে না।

রামলোচনবাবু চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া বলিলেন, "কি গো, আর দেরী কেন? ট্রেন ফেল হবে বুঝি?"

গৃহিণীর অষ্টাদশবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কহিল, "পিসিমা, শীগ্‌গীর নিন্। বেশী জিনিষ সঙ্গে নেবেন্ না। পাণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে পৈতৃক প্রাণটা বাঁচ্‌লে বাঁচি।"

গৃহিণী। ষাট্ ষাট্, ও আবার কি কথা! মহাপ্রভুর দর্শনে যাচ্ছ, কত পুণ্যির ফল! (তার পর কর্ত্তার প্রতি) তবে চল্লুম্ গো, এই রইল তোমার ঘর-সংসার, আর শীলা—।

শীলাকে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন, "তবে আসি বাছা!" শীলা দূর হইতে প্রণাম করিল। অচ্যুত গাড়োয়ানদের সহিত বকাবকি লাগাইয়া দিল। রামলোচনবাবু গিয়া থামাইয়া দিলেন ও সকলকে গাড়িতে উঠাইয়া দিলেন। 'দুর্গা! শ্রীহরি! জয়জগন্নাথ মহাপ্রভু!' বলিয়া গৃহিণী আত্মীয়-পরিজনে বেষ্টিত হইয়া তীর্থ-দর্শনে বাহির হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

জন্মাষ্টমী।

দৈবকি! মুহূর্ত্ত তরে মেলিয়া নয়ন তব
বিশ্ববিমোহন রূপ হের কিবা অভিনব!
ঘুচিল বন্ধন তব আবির্ভূত বাসুদেব!
পীড়িত ধরণী-অঙ্গে প্রদানিতে শান্তিবারি
আজি অবনীতে অবতীর্ণ গোলোকবিহারী।

জ্যোতির্ম্ময় রূপে ব্যাপ্ত হের বিশ্ব-চরাচর;
নিমেষে টুটিল তব কারাকক্ষ-অন্ধকার।
বাজিছে দুন্দুভি ঘন, পুষ্পাসার বিকীরণ
করিতেছে দেবগণ প্রফুল্ল অন্তরে সবে।
বসুধা পুলকে পূর্ণ মগ্ন হ'য়ে মহোৎসবে।

শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজ-সুশোভিত চারি কর,
কনককিরীট শিরে, পরিধান পীতাম্বর।
কটীতে কিঙ্কিণী সাজে, চরণে নূপুর বাজে,
অলকা তিলকা ভালে, গলদেশে বনহার;
কৌস্তুভ-মণ্ডিত উরঃ, বাঁকা আঁখি মনোহর।

দুরন্ত কংসের ডরে আকুলে উভয়ে মিলে
স্মরেছিলে দয়াময়ে পীড়িয়া মরমতলে;
তাই পুত্ররূপে সাজি, নিখিলের নাথ আজি,
বিষাদ-বেদনা-ভরা কারাক্লেশ নিবারণে,
এভাবে এমনে আজি উদিলেন শুভক্ষণে।

এ সাধনা-সিদ্ধি তব বহু তপস্যার গুণে,
নাহিক সন্দেহ তাহে তিলমাত্র পরিমাণে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণে, বহুবর্ষ আরাধনে,
নাহি পান দরশন চরণকমল যাঁর,
তুমি মাতৃরূপে পেলে তাঁর করুণা অপার।

এবে বারেকের তরে ক্রোড়ে করিয়ে ধারণ
সুশীতল কর তব অশান্ত পরাণ-মন।
এখনি যে বসুদেব, কাড়ি ঐ নিধি তব,
ত্বরিতে করিয়া গতি, নন্দগোপ-আলয়েতে,
বঞ্চিত মানসে শিশু ল'য়ে যাবে এ নিশীথে।

ধন্য গো দৈবকি তুমি, ধন্য কৃষ্ণাষ্টমী নিশি,
ঘুচিল উদয়ে যার বিশ্বের সন্তাপরাশি।
পুত্রহীনা যশোমতী, শুভিয়ে সাদরে অতি,
পালিবেন সযতনে পুত্রনির্ব্বিশেষ করি।
রহিবেন ব্রজে হরি গো-পালক-বেশ ধরি।

গোধন-চারণ তরে রাখাল রাজার বেশে,
বদ্ধ গোপবৃন্দ সনে মধুর সখ্যতা-পাশে।
নন্দরাণী স্নেহসরে, পরিপুষ্ট কলেবরে,
মোহন মাধুরী ভরা শৈশবের অবসান।
স্নেহ-ভক্তি-প্রীতিময় অপরূপ নিদর্শন।

গোকুলে গোপের সনে কৈশোর করিয়ে লয়,
নাশি দুষ্ট কংসাসুরে প্রবেশিয়া মথুরায়,
পরে রত্নসিংহাসনে, রত্নময় আভরণে,
ভূষিত করিয়া বপু শোভিবেন মধুপুরে;
গোপাল ভূপাল-বেশে মুগ্ধ করি নারীনরে।

বিশ্বের আনন্দপূর্ণ এ আখ্যান মধুময়,
জগৎ-কারণ-লয় যেরূপে সাধিত হয়।
স্বপ্রকাশ নিজগুণে অখিল ভুবন তিনে,
সাধুরে করিতে ত্রাণ বিনাশি দুষ্কৃতকারী,
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ যুগে-যুগে অবতরি।

শ্রীমতী সরলা বালা বিশ্বাস।

৩নং সিমলা ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে শ্রীশরৎচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রী[illegible] দত্ত কর্ত্তৃক ৩০ নং আণ্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 638. October, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৩৮ সংখ্যা।	আশ্বিন, ১৩২৩। অক্টোবর, ১৯১৬।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

৺ মহাত্মা বেথুনের স্মৃতি-সভোপলক্ষে।*

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক মহোদয়ের আদেশে সমগ্র ভারতব্যাপী 'সতীদাহ' নিবারিত হয়। সে সময়ে † J. E. D. বেথুন ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। ভারতে সতীদাহ রাজাদেশে নিবারিত হওয়ার পর, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের লোকমণ্ডলীর আবেদন যখন ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রেরিত হয়, তখন বেথুন ব্যারিষ্টার হইয়াও ভারত-সম্বন্ধীয় কোনও সংবাদ জানিতেন না। তিনি এতদ্দেশীয় সামাজিক নীতি-পদ্ধতি-বিষয়ে অন্যান্য ইংরাজগণের ন্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। সেইজন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক মহোদয়ের আদেশের বিরুদ্ধপক্ষে কার্য্য-পরিচালনের জন্য তিনি কাউন্সিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যথাসাধ্য সে-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেও রাজা রামমোহন রায়ের সপক্ষতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তিনি সে সময়ে বিলাতে উপস্থিত থাকায় রাজাদেশ অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে জে, ই, ডি বেথুন সে সময়ের ভারতীয় নারীজাতির শোচনীয়া অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইয়া বিরূপপক্ষের সপক্ষতা করার জন্য মর্ম্মান্তিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কখনও ভারতীয় নারীসমাজের কোনও প্রকার কল্যাণ-সাধনের সুযোগ ঘটে, প্রাণপণে তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

* ১২ আগষ্ট বেথুন-সাহেবের স্মৃতিসভায় পঠিত।

† John Elliot Drinkwater Bethune.

১৮৪৯ সালে মাননীয় জে, ই, ডি, বেথুন ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিবের পদ গ্রহণপূর্ব্বক ভারতে শুভাগমন করেন। সে সময়ে ভারতের রাজকার্য্য-পরিচালনায় নিযুক্ত, সকল পদস্থ ইংরেজ-মণ্ডলীর সহিত আমাদের দেশের সর্ব্বজন-বরেণ্য ও পূজনীয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় ও আত্মীয়তা ছিল। বলা বাহুল্য যে মাননীয় বেথুন মহোদয়ের সহিত বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের গভীর আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। ক্ষীণাঙ্গী স্রোতস্বিনী যেমন পর্ব্বতদেহ অতিক্রম করিয়া নিম্নভূমির দিকে অবতরণ করিতে করিতে বৃহদায়তনা হইয়া প্রবল আবর্ত্তে সাগরাভিমুখে ধাবমানা হয়, বেথুন-বিদ্যাসাগর-সৌহার্দ্দও সেইরূপ প্রবলতর ও গভীরতর আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার ফলে এতদ্দেশীয় নারীজাতির নানাবিধ কল্যাণ-সাধনের উপায়াবলম্বন-চেষ্টা সূচিত হয় এবং হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই হিন্দু বিদ্যালয়ে কার্য্য-পরিচালনার জন্য মাননীয় বেথুন স্বয়ং সমগ্র কার্য্যের ভার নিজ-স্কন্ধে গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয় সেই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। স্ত্রী-শিক্ষার অন্যতম সুহৃৎ স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যাদ্বয়, কুন্দমালা ও ভুবনমালা অদ্যকার এই ফলফুলশোভিত, বিবিধ-শ্রীসম্পৎ-সম্পন্ন বেথুন-বিদ্যালয়ের প্রথমা ছাত্রী। সুকিয়াষ্ট্রীটের যে বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ফটক (এক্ষণে লাহাবাবুরা বাস করেন) সেই বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আজ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের কন্যারাও বেথুন-বিদ্যালয়ে আসিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন; কিন্তু সেই ১৮৪৯ সালে, এই বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাকালে স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে মহোদয়গণ এই বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানাপ্রকারে নিপীড়িত ও সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অহো! কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন!

মাননীয় বেথুন বিদ্যাসাগর-মহাশয় সমভি-ব্যাহারে প্রায় প্রতিদিনই বিদ্যালয়-পরিদর্শনে আসিতেন এবং আসিয়া বালিকাদিগকে নানা-প্রকার আদর-যত্ন করিতেন। এমন কি সময়ে সময়ে ছাত্রীদিগের প্রীতিবিধানের জন্য বালিকা-দিগকে নিজপৃষ্ঠে বসাইয়া হাতে-পায়ে হামা দিয়া তাহাদিগের সহিত খেলা করিতেন। এরূপ মহানুভব ব্যক্তি মানবসংসারে যে দুর্লভ, তাহাতে কি সন্দেহ আছে! তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মিলিত উদ্যম ও আয়োজনের ফলে হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয় দিনে দিনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সেকালে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সখ্যই বঙ্গীয় ললনা-গণের সৌভাগ্যাকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল।

মাননীয় বেথুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার-সাধন-জন্য এরূপ একনিষ্ঠ কর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন যে ১৮৫১ সালের বর্ষাকালে হুগলিজেলার অন্তর্গত জনাই-নামক সম্ভ্রান্ত পল্লীতে বালিকা-বিদ্যালয়ের পারি-তোষিক-বিতরণ উপলক্ষে তিনি অন্যান্য দেশীয় বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের সহিত তথায় যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে অনেককে জল-কাদায় অসুবিধা ভোগ করিতে দেখিয়া তিনি নিজ

পাল্কীতে যাতায়াত করিতে অসম্মত হইলেন; এবং সকলের সহিত একভাবে জলে ও কাদায় যাতায়াতে ক্লেশ ভোগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হওয়ার পর, জ্বরায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে তাঁহার সেই রোগ আর আরোগ্য হইল না। এই বিদেশে তাঁহার বহুবন্ধুর হৃদয়ে শেলসম যাতনার সৃষ্টি করিয়া, বহুলোকের অশ্রুপাত করাইয়া, মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের ন্যায় এদেশের লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। আমাদের দেশ একজন অকৃত্রিম সুহৃদ্ হারাইল। আজ তাঁহার স্মরণার্থে আমরা যে গৃহে মিলিত হইয়াছি, এই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ, তাঁহার 'উইলে' নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তরগমনে, বিদ্যাসাগর-প্রমুখ দেশীয় সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিগণের যত্ন ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ের নাম "হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়" এর পরিবর্ত্তে "বেথুন বিদ্যালয়ে" পরিণত হইল। ভারতবন্ধু মহাত্মা বেথুনের জীবিত-কালে ও লোকান্তর-গমনের পর দীর্ঘকাল, তাঁহার স্মৃতি-কল্পে এবং নিজের হৃদয়ের তাড়নায়, বিদ্যাসাগর-মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। মাননীয় বেথুনের স্মৃতি-রক্ষণে যেমন একদিকে বিদ্যালয়ের নাম 'বেথুন বিদ্যালয়' হইল, তেমনি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উদ্যমে বেথুনের স্মৃতি-রক্ষার্থে "বেথুন সোসাইটী-" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

পরবর্ত্তিকালে যাঁহারা প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, "বেথুন সোসাইটী" তাঁহাদের সেই প্রতিষ্ঠা-লাভের কেন্দ্রস্থল ছিল। অধুনা নানা সভা-সমিতির তাড়নায় সেই "বেথুন সোসাইটী"টী মারা গিয়াছে।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন-প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে বেথুন বিদ্যালয়ের অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবং বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের ন্যায় অন্যান্য উদ্যোগী পুরুষের হস্তে বিদ্যালয়-পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকিলেও অনেকদিন এই বিদ্যালয় উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ১৮৭২ সালে মাননীয়া Miss Carpenter যখন সর্ব্ব-প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সে সময়ে বঙ্গের ছোটলাট Sir William Gray মহোদয় মাননীয়া Carpenter মহোদয়ার সহিত একযোগে বেথুন-বিদ্যালয়ের সে সময়ের সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া অর্থাৎ বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় না রাখিয়া, সঙ্গে সঙ্গে বেথুনের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিয়া, গৃহে গৃহে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটা ট্রেনিং স্কুল (Training School) করিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত থাকিলেও এবং স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ বিদ্যালয়ের সম্পাদক থাকিলেও বেথুন-বিদ্যালয় লোপ করিবার আয়োজন হইয়াছিল।

মাননীয় বেথুনের অকৃত্রিম প্রেমে আবদ্ধ, অসুস্থ বিদ্যাসাগর-মহাশয় বেথুন-বিদ্যালয় ও বেথুনের নাম লোপ পাইবার সংবাদে আর একবার সিংহবিক্রমে অগ্রসর হইয়া বেথুন বিদ্যালয়কে এই পরিবর্ত্তনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে বাদ-প্রতিবাদ ও বেথুন-সৌহার্দ্দের সাক্ষ্য-দান "বিদ্যাসাগর জীবনী"র শেষভাগে ছোটলাট ও বিদ্যাসাগরের পত্রালাপে পরিস্ফুট হইয়া

রহিয়াছে। এই সেই বিদ্যালয়, যাহা উঠিয়া যাইতে বসিয়া ছিল এবং যাহা নারী-সুহৃদ্ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় সুরক্ষিত হইয়াছিল। এই সেই বিদ্যালয় যাহা দেশে নারীসমাজে উচ্চশিক্ষার সহায়তা করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় অবলা-সুহৃদ্ মাননীয় বেথুনের পুণ্য-স্মৃতির প্রতি এতদ্দেশীয় নরনারী ও বালিকাগণের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে।

ভারতবন্ধু প্রাতঃস্মরণীয় জে, ই, ডি বেথুন ও বিদ্যাসাগরের বন্ধুতার ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সংসাধিত হইয়াছে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা এই, যেন সেই মণিকাঞ্চন যোগপ্রসূত অমৃত-ধারা চির-প্রবাহিত থাকিয়া বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

শ্রীশেফালিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিস্ স্মিথ্ বুঝিলেন ডাক্তার মিত্র সবই শুনিয়াছেন, তাহার অজ্ঞাত ব্যাপার বড় বেশী কিছুই নাই; কিন্তু ইহাও বুঝিলেন যে, কথা-গুলির জন্য তিনি অন্য কাহারও উপর অপ-মানের প্রতিশোধ লইতে পারুন্ আর না পারুন্, কিন্তু তাঁহার নখ-নিষ্পেষণে সংহার-যোগ্য, ক্ষুদ্রপ্রাণ লাল্লুর স্পর্দ্ধিত-ধৃষ্টতা তিনি কখনই সহজে ক্ষমা করিবেন না।

একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে প্রত্যেকেই বুঝিবেন যে এ-ব্যাপারে লাল্লুর অপেক্ষা ডাক্তারবাবুর অপরাধটাই বেশী,—তিনিই তো স্বয়ং লাল্লুকে ঐ অন্যায্য স্পর্দ্ধাটুকু প্রকাশের জন্য "ন্যায্য" সুযোগ দিয়াছেন! তিনি যদি ঐ অন্যায় স্বেচ্ছাচারগুলি না করিতেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ভৃত্যটার সাধ্য কি যে তাঁহার আচরণে দন্তস্ফুট করে? অবশ্য লাল্লুর জবানবন্দিতে ডাক্তার মিত্রের কার্য্য-সমালোচনা, মিস্ স্মিথের কানেও কিছু ভাল লাগে নাই; শেষের দিক্‌টায় তিনিও সহিষ্ণুতা হারাইয়া প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ডাক্তার মিত্রের উপর দৃষ্টি পড়ায়, তাঁহার সে মনোভাবটুকু চকিতে অন্তর্হিত হইল!—না, তাঁহাদের তরফ হইতে ইহার বিরুদ্ধে বলিবার বিষয় কিছুই নাই; যদি গায়ের-জোরে রসনার সশব্দ ঝঙ্কারে রক্তচক্ষের উগ্রতা দেখাইয়া তিনি ঐ ভৃত্যটাকে নীরব হইতে বাধ্য করেন, তবে তাহা অশোভন নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য হইবে,—তাহা শোভন সুন্দর ন্যায়-সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে না। ডাক্তার মিত্র আসিয়াছেন, স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াছেন, ভালই হইয়াছে; তিনি বুঝুন যে ন্যায়ের বিদ্রোহিতা-চরণ করিলে, পিপীলিকার দংশন-যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হয়!

গম্ভীরভাবে, মুখ ফিরাইয়া প্রাভাতিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া মিস্ স্মিথ্ বলিলেন, "আপ্‌নার আস্‌তে এত দেরী হোল?"

রূক্ষ ভ্রূকুটী-বদ্ধ ললাটে প্রত্যভিবাদন জানাইয়া ডাক্তার মিত্র সংক্ষেপে উত্তর দিলেন "হুঁ—।"

স্মিথ্ বলিলেন, "আমি খুঁজ্‌তে এসেছিলুম্; ডাক্তার-সাহেব 'কলে' বেরিয়ে গেছেন, সত্যবাবু আউট্ ডোরের কাজ না সেরে ছুটি পাচ্ছেন না,—ফিমেল ওয়ার্ডে একটা শক্ত গোছের অস্ত্রোপচার আছে, আপ্‌নাকে একবার গিয়ে সাহায্য কর্‌তে হবে।"

"আচ্ছা, আমার এখানকার কাজ সেরে যাচ্ছি—"এই বলিয়া ডাক্তার মিত্র সজোরে মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ-পাদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

তাহার সে গতিভঙ্গীর অর্থ সকলেই বুঝিল; সত্যবাবু ক্ষুণ্ণভাবে একটু হাসিলেন। কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্মিথ্ সস্মিতমুখে বলিলেন, "আপ্‌নাকে তা হলে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, ডাক্তার মিত্রই আস্‌বেন।"

স্মিথ্ বাহির হইয়া গেলেন; নমিতাও নিঃশব্দে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল। সত্যবাবু অন্তদ্বার দিয়া আউট্ ডোরে চলিয়া গেলেন।

সমুদ্রপ্রসাদ এতক্ষণ প্রাণপণে রসনা সম্বরণ করিয়াছিল, এইবার সে মুখ খুলিল। হেঁটমুণ্ডে কার্য্যরত লাল্লুর দাড়িতে হাত দিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া চাপা গলায় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সমুদ্রপ্রসাদ বলিল, "ক্যা লাল্লুজী, একদম্‌সে চুপ কাহে ?"

"ছোড়্ দিজিয়ে সিংহজী"—এই বলিয়া মাথা সরাইয়া লইয়া, ভীতিমলিন-মুখে একটু কষ্টের হাসি আনিয়া, লাল্লু একবার দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত করিল, তাহারপর অস্ফুটস্বরে বলিল, "আর বাবু, চড়ুই পাখী হয়ে কেউটে-সাপের চক্কোরে ঠোক্কর দিয়েছি,—এইবার আমি সাবাড়্ হব!"

"চক্কোর কিরে? ল্যাজে বল!"—এই কথা বলিয়া সমুদ্রপ্রসাদ হাঃ-হাঃ শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; সকলেই সে হাসিতে যোগ দিল,—কেবল নীরব রহিল সুরসুন্দর। সকলের হাসি থামিলে, সুরসুন্দর ভর্ৎসনা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সমুদ্রপ্রসাদের পানে চাহিয়া বলিল, "সমুদ্র, তোমারও এতটুকু আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান নেই? লোক হাসাতে চাও বলে কি এম্‌নি করে ওজনের ওপরই উঠ্‌তে হয়? কথা কইবে, একটু ভেবে চিন্তে কোয়ো!—"

সুরসুন্দরের কথা শেষ হইতে না হইতে গাট্-গাট্-শব্দে শক্ত পাদক্ষেপে ডাক্তার মিত্র কক্ষে ঢুকিলেন। কক্ষস্থ কাহারও পানে না চাহিয়া একবারে সুরসুন্দরের মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া রূক্ষস্বরে ডাকিলেন, "একবার উঠে এস তেওয়ারী!"

সুরসুন্দর হাতের ঔষধের শিশি নামাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল; ডাক্তার মিত্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া বরাবর আসিয়া বারেন্দার প্রান্তে, নির্জ্জন চলন-ঘরটিতে উপস্থিত হইলেন, তারপর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সামান্য একটি ভূমিকামাত্র না করিয়া, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, সত্যি করে বলত, আমার সম্বন্ধে ওখানে ওঁরা সবাই কি কি কথা কইছিলেন?"

সর্ব্বনাশ! এত লোক থাকিতে সুরসুন্দরকে ইহার সাক্ষ্যদান করিতে হইবে? না, সুরসুন্দরের সে কাজ নহে; সে সত্যও গোপন করিবে না, মিথ্যাও বলিবে না, তাহাতে যাহা হইবার তাহা হউক! সুরসুন্দর

বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে, আমায় মাপ্ করুন।"

"বল্‌বে না, কেন? সত্যবাবুর ভয়ে?—" ডাক্তার মিত্রের কণ্ঠের স্বর ও দৃষ্টির ভঙ্গি ভীষণ হইয়া উঠিল। তীব্রস্বরে তিনি বলিলেন, "দেখো তেওয়ারী, এ কথা যার কাছ থেকেই হোক্ নিশ্চয় শুন্‌তে পাব, কিন্তু তোমার কাছ থেকে ঠিক সত্য খবরগুলো পাব বলেই, বিশ্বাস করে তোমায় জিজ্ঞাসা করছি; সত্যবাবু আমার সম্বন্ধে কি কি বল্লেন, সমস্ত বলে যাও, কিছু লুকিও না; বল, তোমার কোন ভয় নেই।"

"আজ্ঞে, ভয়ের জন্য নয়—" অবিচলিত স্বরে সুর-সুন্দর উত্তর দিল, "কিন্তু এ রকম কথা-চালাচালির ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণাজনক! আমায় মাপ্ কোর্ব্বেন, তবে আমায় সত্যবাদী বলে যদি আপ্‌নি বিশ্বাস করেন তো শুনুন, আমি যথার্থ বল্‌ছি, সত্যবাবু আপ্‌নার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নি।"

অধৈর্য্যভাবে ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ও সব বাজে কথা রাখ; তুমি আগাগোড়া সব খুলে বল।"

"ও সব তুচ্ছ ব্যাপার—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাক্তারবাবু গর্জ্জন করিলেন, "তুমি বল্‌বে কি না?—"

ধীরস্বরে সুরসুন্দর উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, আমায় মাপ্ করুন।"

নিষ্করুণ রোষোত্তাপ নিষ্ফলতার বক্ষে আহত হইয়া পরাজয়ের অবমাননা বহন করিয়া ফিরিয়া আসিল! অধীর উত্তেজনায় রূঢ়স্বরে ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ! —মনে রেখো, আমিও সকলকে দেখে নেব!" ডাক্তার পরমুহূর্ত্তে দ্রুত পাদক্ষেপে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সুর-সুন্দর স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পশ্চাতে কাহার মৃদু পদশব্দ পাইয়া ফিরিয়া চাহিল; দেখিল হাঁসপাতালের নার্শ নমিতা মিত্র ঘাড় হেঁট করিয়া তাহার পিছন দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। চিন্তাকুল সুর-সুন্দর হটাৎ চমকিয়া থতমত খাইয়া গেল। সহসা মনে হইল, তাহার গোপনকৃত কি একটা অপরাধ ইহার নিকট ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে! ত্রুটি সংশোধনের উপায় কি,—হতবুদ্ধি সুরসুন্দর ভাবিয়া পাইল না; অভ্যাস-বশে মস্তকান্দোলন করিয়া সসম্ভ্রমে পিছু হটিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আভ্যন্তরিক উদ্বেগ-সংঘাতে তাহার রসনা অসাড় হইয়া গিয়াছিল, সে একটাও কথা কহিতে পারিল না। নার্শ চলিয়া গেলেন।

উদ্বেগের উত্তেজনা ধীরে প্রশমিত হইয়া আসিল, ক্লিষ্টহৃদয়ে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সুর-সুন্দর ঔষধ প্রস্তুত করিবার গৃহে আসিয়া নিজের পূর্ব্বস্থানে বসিল; সকলেই কৌতুহল-পূর্ণ নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া, নানা প্রশ্ন-বর্ষণ আরম্ভ করিল,—ডাক্তারবাবু তাহাকে কেন ডাকিয়াছিলেন? কি বলিলেন ইত্যাদি। সুর-সুন্দর শান্তমুখে সংক্ষিপ্ত উত্তরে শুধু জানাইল, "বিশেষ কিছুই নয়!"

(৭)

নির্দ্দিষ্ট-সময়ে কাজ শেষ হইলে, নমিতা হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইল; বাগানের সরু ফুট্‌পাথ্ পার হইয়া যখন সে ফটকের কাছে পৌঁছিয়াছে, তখন একজন লোক বাগানের মেহেদীর বেড়া ডিঙ্গাইয়া, ফুটপাথে

উঠিয়া একটু ত্রস্তচরণে ফটকের দিকে অগ্রসর হইল।

নমিতা স্বভাব-সিদ্ধ প্রশান্ত গমনে চলিয়াছিল; সে ফটক পার হইয়া সিকি বশি পথ যাইতে না যাইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকটি আসিয়া তাহার সমীপস্থ হইল।

পদশব্দে নমিতা চাহিয়া দেখিল—সুর-সুন্দর! সুরসুন্দর বটে, কিন্তু তাহার মাথায়, তখন সেই জাতীয় বিশেষত্বের সুন্দর নিদর্শন ক্ষুদ্র নীল মখমলের টুপিটি ছিল না; টুপিটা সুর-সুন্দর মাথা হইতে খুলিয়া, উল্টাইয়া উঁচু করিয়া হাতে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। টুপির অভ্যন্তরে নমিতার বোধ হইল ফুল বা অন্য কিছু রহিয়াছে। সুর-সুন্দরের টুপিহীন মুখখানা অত্যন্ত নূতন ধরণের দেখাইতেছিল। কয়দিন দেখিয়া দেখিয়া তাহার টুপিযুক্ত মুখখানাই নমিতার দৃষ্টিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল,—এখন এ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রালোকে সহসা তাহার সেই অযত্ন-বিশৃঙ্খল-কেশরাশি-চুম্বিত প্রশস্ত ও উন্নত ললাট, সরল সুগঠিত নাসিকা, এবং প্রশান্ত ও আয়ত চক্ষুর্দ্বয়যুক্ত উজ্জ্বল শ্যাম-সুন্দর বদনকান্তি, অত্যন্ত অদ্ভুত, নূতনত্বপূর্ণ দেখাইল। নমিতা বিস্মিতভাবে চাহিয়া ভাবিল, একি বিদেশী সুরসুন্দর, না, তাহার স্বদেশী কোন বাঙ্গালী যুবক? কিন্তু হউক স্বদেশী, নমিতা সহসা একটা আশ্চর্য্যজনক অভাব-বেদনার সহিত মনে মনে স্বীকার করিল, এ যেন শ্রীহীন মূর্ত্তি! সুর-সুন্দরের সেই টুপিযুক্ত শ্রীমান্ মুখখানাই যেন তাহার অনাবশ্যক-আড়ম্বরহীন সরল পরিচয় জ্ঞাপনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল,—এ যেন থাপ ছাড়া পরিচয়ের ধার করা নিদর্শন!—

সুরসুন্দর একটু ব্যগ্রতার সহিত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে, দেখিয়া নমিতার চমক ভাঙ্গিল; মনে মনে অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। নিজের যা খুসি-তাই ধরণের অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশৃঙ্খল চিন্তাশক্তির অসংযত 'দৌড়-ঝাপ' এবং অসঙ্কোচে যথেচ্ছ বিচরণ-উৎসাহের প্রাবল্য স্মরণ করিয়া মনে মনে সে নিজের উপর একটু অসন্তুষ্ট হইল। কেন, তাহার এত স্বেচ্ছাচারিতা কিসের জন্য? সে হাঁসপাতালের শুশ্রূষাকারিণী, বহির্জগতের সহিত এ সম্পর্কের উর্দ্ধে তাহার অন্য কোন দাবী-দাওয়া নাই; তবে কেন সে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ মানুষগুলির স্বভাবগত দোষ-গুণের যত্র-তত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, নিজের মনের মধ্যে গড়িতে পিটিতে এমনভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগে? একি তাহার অনধিকারচর্চ্চা-ব্যাধি? এই আজ প্রাতঃকাল হইতে হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডে সংঘটিত ঘটনাগুলির সহিত তো তাহার কোন সংস্রব নাই, তথাপি খামকা সেগুলার উত্তাপ-স্পর্শ নমিতার মনকে কেন এত ভারাক্রান্ত করিল, ইহার কোন সদুত্তর আছে কি? তারপর ফিমেল ওয়ার্ডে সেই অস্ত্রোপচার-ক্রিয়ার বিপজ্জনক মুহূর্ত্তে, যখন মিস্ স্মিথ্ মুমূর্ষু রোগীর জীবনী-ক্রিয়া সতেজ করিয়া তুলিবার জন্য চর্ম্মভেদী পিচ্‌কারীর সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় যখন ব্যাণ্ডেজ দিতে একটু দেরী হওয়ায় ডাক্তার মিত্র ধৈর্য্য হারাইয়া, ক্রোধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মিস্ স্মিথের সমক্ষেই একজন ড্রেসারের গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করেন,

তখন নমিতা তো সত্য-সত্যই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল! অবশ্য মুখোমুখী কাহারও সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তর করা তাহার পোষায় না, তাই রক্ষা; নচেৎ ডাক্তার মিত্রের প্রতি তাহার মনের অবস্থাটা যে সে-সময় কিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানে শুধু সে—আর জানেন শুধু অন্তর্যামী।

চিন্তাস্রোতের উচ্ছলতা নমিতার অন্তঃকরণে একটু অস্বাভাবিক উত্তেজনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল; সে একটু বেশী ক্ষিপ্রতার সহিত চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সুরসুন্দরের গমন-গতি তাহার দ্বিগুণ বেশী হওয়ায়, সে অবিলম্বে আসিয়া নমিতার সঙ্গ ধরিল। গতিবেগ ঈষৎ সংযত করিয়া নমিতার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে, কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিয়া সুরসুন্দর বিনীতভাবে বলিল, "অসৌজন্য ক্ষমা কর্‌বেন, যদি অনুমতি দেন তো আমি কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি—।"

চলিতে চলিতে ঈষৎ মুখ তুলিয়া নমিতা বলিল, "স্বচ্ছন্দে বলুন।" একটু কাশিয়া সুরসুন্দর বলিল, "চলন-ঘরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার মিত্র আমায় যা বল্‌ছিলেন, বোধ হয়, আপনি তা শুনেছেন।"

মৃদুস্বরে নতমুখে নমিতা উত্তর দিল "যৎ কিঞ্চিৎ, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়। আপ্‌নারা ঘরে কথা কইছিলেন তা জান্‌তুম্ না; আমি ঘরে ঢুক্‌তে গিয়ে, ফিরে দুয়ারের পাশে অপেক্ষা কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম্; ক্ষমা করবেন।"

"না না, আপ্‌নার অসুবিধা-সংঘটনের জন্যে আম্‌রাই অপরাধী, আমাদের ক্ষমা করুন্; কিন্তু ঐ সম্বন্ধে আমার একটু প্রার্থনা আছে।"

"কি বলুন—।"

সু। আশা করি, এ সম্বন্ধে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে কিছু আলোচনা—

"না—না—না, আমায় আপ্‌নারা তত হীনপ্রকৃতির মনে করবেন না—"

নমিতা আবেগভরে আরও কতকগুলা কি কথা বলিতে গিয়া এস্তভাবে আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইল। সুরসুন্দর নমিতার সে আবেগ-দমন-চেষ্টাটুকুর মধ্যে একটা ঘৃণা-ব্যঞ্জক বেদনার আভাস অনুভব করিল—মুহূর্ত্তে তাহার মুখের সমস্ত কুণ্ঠিত-উদ্বিগ্নতার চিহ্ন অন্তর্হিত হইয়া পূর্ণ বিশ্বাস-নির্ভরতার নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় তাহার চক্ষু-দুইটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে বা একটা শব্দ উচ্চারণ করিতেও যেন তাহার দ্বিধা বোধ হইল; মৃদুগম্ভীর কণ্ঠে সে শুধু একটিবার বলিল, "ধন্যবাদ," তারপর সৌজন্যচ্ছন্দে মাথাটা একটু নোয়াইয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া তাহার অভ্যস্থ দীর্ঘ ও দ্রুত পাদক্ষেপে, সে নমিতাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

সুরসুন্দরের সেই প্রসন্ন সন্তোষপূর্ণ দৃষ্টি এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ধন্যবাদ মুহূর্ত্ত-মধ্যে নমিতার সমস্ত হৃদয়টা এমন একটা নিগূঢ় আনন্দে ও সান্ত্বনায় পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিল যে, তাহার পর যেন তাহার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না! সুরসুন্দর তাহা বুঝিয়াছিল কি না ঈশ্বর জানেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে যখন বিনা-বাক্যে বিদায়-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়া, নমিতার সঙ্গ ত্যাগ করিল,

তখন নমিতা সেই নীরবতার মধ্যে আর এক গভীর-সম্মান-নিদর্শন উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইল ; নম্রমুখে সশ্রদ্ধ-নমস্কারে সেও নিঃশব্দে প্রত্যভিবাদন করিল ; তারপর অগ্র-গমনেচ্ছু সুরসুন্দরকে সুযোগ-দানের অভিপ্রায়ে নিজে অত্যন্ত ধীরপাদক্ষেপে চলিতে লাগিল।

নমিতা কুড়ি হাত পথ পার হইতে না হইতে, সুরসুন্দর আশী হাত পথ অতিক্রম করিয়া বাম দিকের মোড় ফিরিয়া অন্তর্হিত হইল। নমিতাকেও সেই পথে যাইতে হইবে। নমিতা অন্যমনস্ক-ভাবে নানা-কথা ভাবিতে ভাবিতে খুব মন্থর-পাদক্ষেপে চলিল।

"—সব এক একটি জানোয়ার আর কি!" পরিচিতকণ্ঠের হাস্যপূর্ণ এই ব্যঙ্গোক্তি-শ্রবণে, চকিতনেত্রে নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল ; দেখিল পিছনের গলির ভিতর হইতে হাস্যবিকশিতমুখে উক্ত কথা-কয়টি উচ্চারণ করিতে করিতে, দত্তজায়া-মহাশয়া বাহির হইতেছেন,—তাঁহার পিছনে ভৃত্য ও জনৈকা রজক-রমণী আসিতেছে। বোধ হয়, তাহাদেরই কাহাকে লক্ষ্য করিয়া, দত্তজায়া ঐ কথা বলিলেন।

দত্তজায়ার হাসিমুখ! নমিতা ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত থমকিয়া দাঁড়াইল। বিশেষ সৌভাগ্য-যোগ না থাকিলে দত্তজায়া মহাশয়ার হাসি কেহ দেখিতে পায় না, এই-রূপ একটা প্রবাদ পারিপার্শ্বিক জন-সমাজে প্রচলিত আছে,—নমিতার মনে পড়িল। বাস্তবিক খুসী হইলে দত্তজায়া বিনা কারণে প্রচুর হাসি হাসিতে পারিতেন, কিন্তু খুসী না হইলে হাস্যরসের সহস্র কারণ বিদ্যমান সত্ত্বেও তিনি পরিপূর্ণ-ধৈর্য্যে বিকট-গাম্ভীর্য্যে অটল হিমাদ্রির মত অবস্থান করিতেন! সে সময় অন্য কেহ হাসিলে, তিনি রুক্ষ-দৃষ্টিতে কঠোর ভ্রূভঙ্গী-দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, অথচ তিনি স্বয়ং যখন—কারণে হউক, অকারণে হউক, খুসীর উপর হাসিতে ইচ্ছুক হইবেন, তখন কৃতার্থ হইয়া সকলেরই সে হাসিতে যোগদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য—একথা তিনি মনে মনে খুব জোরের সহিত মানিতেন। যে দুঃসাহসী ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এ নিয়ম লঙ্ঘন করিত, দত্তজায়া মহোদয়া তাহার উপর কখনই সন্তুষ্ট হইতেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। মোট কথায় তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা দুঃসহ স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য তীব্র ঔদ্ধত্যে বিরাজ করিত, যাহার তাড়নায় তিনি সকল বিষয়েই নিজের অভ্রান্ত বোধ-শক্তির অখণ্ড কর্ত্তৃত্বটুকু, হিসাবে হউক, বে হিসাবে হউক, পূর্ণ-মাত্রায় বজায় রাখিতে পারিলেই প্রসন্ন থাকিতেন ; অন্যথা তাঁহার চিত্তভাবের বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহার এই যথেচ্ছ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা দত্তজায়ার নিকট চিত্তস্বাধীনতারূপে প্রতীয়মান হইলেও অনেকের নিকট তাহা অসহনীয় জেদের অত্যাচার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল ; এবং সেইজন্যই তাঁহার নিকট-সম্পর্কীয় পারিবারিক ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার নিজের মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছিল—এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

কে জানে কেন, সে দিন দত্তজায়ার মনটা সে সময় নিতান্তই পঞ্চম-সুরে বাঁধা ছিল; তিনি পথিমধ্যে সহসা নমিতাকে দেখিতে পাইয়া অযাচিত আগ্রহে পরমসৌহৃদ্য সহকারে

বলিয়া উঠিলেন, "কে, মিস্ মিত্র নাকি? এমন সময় কোথা গিয়েছিলে?"

"হাঁসপাতাল থেকে আস্ছি—" এই বলিয়া নমিতা নমস্কার করিল।

দ। কেন এমন সময়?

ন। একটা লীবারের পাথুরে অপারেশন কেস্ ছিল, মিস্ স্মিথ দেখ্বার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তাচ্ছীল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া দত্তজায়া বলিলেন, "অনর্থক ভূতের ব্যাগার। বেল পাক্‌লে কাকের কি?"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "কিছু না, তবে যতটুকু ব্যাগার খেটে শিখ্‌তে পারা যায়, ততটুকুই নিজের মঙ্গল।"

দ। মঙ্গল আর ছাই! তুমি কোন দিন কি আর একটা সামান্য সার্জ্জিক্যাল কেসে ছুরি ধর্‌তে পাবে, আশা কর?

দত্তজায়া মহাশয়ার কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন পরিহাসের শ্লেষব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিল। নমিতা আরক্তমুখে একটু কাশিল; —না, আজ তাহার ছুরী ধরিবার আশার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নাই,—সে আশা বহুদিন পূর্ব্বে ভাগ্যবিপর্যয়ের সহিত চুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু একদিন, যে দিন প্রসন্ন-ভাগ্যবরে উৎসাহিত হৃদয়ে সে শিক্ষা-মন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিন সেই সম্ভাবিত আশার সাফল্য-সম্বন্ধে তাহার চিত্ত পূর্ণ-বিশ্বাসী ছিল বৈ কি! আজ অবশ্য সে সৌভাগ্য-কল্পনা মিথ্যার জল্পনা নৈরাশ্যে অন্ধকারাবৃত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নমিতা উত্তর দিল,—"আজ্ঞে না, নিজে ছুরী ধর্‌তে পার্‌ব না বটে, কিন্তু অন্য কেউ যখন ধর্‌বেন, তখন দরকার হলে তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌বার শক্তিটুকু সংগ্রহ করে রাখা উচিত নয় কি—?"

"কিন্তু নিষ্ফল!" ইংরাজীতে দত্তজায়া উত্তর দিলেন, "ও শিক্ষার সার্থকতা কোথায় থাক্‌বে জান? যেখানে পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নাই, সেইখানে। সংসারকে চেন না মিস্ মিত্র! শিক্ষা-বিভাগের সনন্দের জোরে অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে কার্য্যকরী বুদ্ধি পার হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার আমার মত ঠেকে-শেখা মূর্খের আশা সেখানে নেই।"

নমিতা দৃঢ়স্বরে ইংরেজীতে উত্তর দিল, "না থাকাই মঙ্গল, ক্ষমতাবানের ক্ষমতা যোগ্যক্ষেত্রে সমাদৃত হোক্, ইহা ত সকলেরই প্রার্থনীয়!"

দ। তবে দুরাশার পেছনে, কখনও যা সম্ভবপর নয়, তার আশায় ছুট্‌ছো কেন মিস মিত্র?

ন। আমার নিজের উপকারের জন্যে। আমি পরিশ্রমের বিনিময়ে যেটুকু শিক্ষা অর্জ্জন কর্‌তে পারি, সেইটুকুই আমার লাভ।

"ওঃ! ওরকম লাভ লোক্‌সানের খাতায় জমা করে রাখাই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। তুমি অল্পবয়স্কা, অনভিজ্ঞ, দেড় বৎসর মোটে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছ, তোমার সকল শিক্ষাই বাকী আছে; কিন্তু আমি প্রায় দশ বৎসর এই কাজে ঘুর্‌ছি তো, আমি দুনিয়ার লোককে ঢের বেশী রকমই চিনেছি;—ব্যাগার যতই খাট্‌বে, তারা ততই বাহবা দেবে, কিন্তু নগদ বিদায়ের ব্যবস্থায়, তোমার অদৃষ্টে জুট্‌বে শুধু একটি প্রকাণ্ড আকারের—'শূন্য'

মাত্র!" দত্তজায়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে একবার হাসিলেন, তারপর আবার বলিলেন,"ঐ দুঃখেই তো আমি ব্যাগার খাটা বন্ধ করেছি। যে আসে তাকেই সাফ্ জবাব ঝেড়ে দিই, পারিশ্রমিক দাও তো পরিশ্রম কর্‌ব, না হলে অনর্থক সময় নষ্ট কর্‌তে রাজী নই। পয়সার বেলা অন্য লোক, কিন্তু বিনা পয়সায় আমি? — কি বয়ে গেছে?"

মনের অসহিষ্ণুতা দমন করিয়া নমিতা বলিল, "শিক্ষার সদ্ব্যবহার পরীক্ষার ক্ষেত্রেই সার্থক; পারিশ্রমিকের মুখ চেয়ে পরিশ্রম তো সবাই কর্‌তে চায়, কিন্তু গরীবের মুখ চাইবার জন্যে অন্ততঃ দু-এক জন থাকা চাই বই কি।"

কথাটা দত্তজায়া-মহাশয়ার কাণে ভাল লাগিল না। তিনি অপ্রসন্নভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নতদৃষ্টিতে চাহিয়া, জুতার অগ্রভাগ-দ্বারা রাস্তার একটা ঢিল এধারে ওধারে ঠেলিয়া ক্রীড়াচ্ছলে গড়াইয়া দিতে লাগিলেন,—কিছু উত্তর দিলেন না। তাহার নিস্তব্ধতার অর্থ নমিতা বুঝিল, ঈষৎ অপ্রতিভ হইল,—ইহার কাছে কথাগুলো না বলিলেও কোন হানি হইত না। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষুণ্ণচিত্তে নমিতা কয়-মুহূর্ত্ত নীরব রহিল, তারপর ত্রুটি সংশোধনের জন্য নম্রভাবে ধীরে ধীরে বলিল, "আমরা তো দরিদ্র আছিই, না হয় দারিদ্র্যের মধ্যে চির-জীবন যাপনেই অভ্যস্ত থাকবো, তাতে তো কষ্ট কিছুই নেই; কিন্তু সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে যদি কেবল দরিদ্রের এতটুকু দুঃখ দূর করতে পারি তো সেই আমাদের পক্ষে পরম লাভ। কি বলুন— ?"

"কি বলুন?" এই কথায় দত্তজায়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন, কি বলিবেন হঠাৎ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। অনিচ্ছার স্বরে বলিলেন, "তা বই কি!—"

নিতান্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর! নমিতা অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "অবশ্য, আমি নিজের সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোন আশা রাখি না, আর কোন উদ্দেশ্য নিয়েও এই অনর্থক ব্যাগার খাটতে ছুটি না,—তবে যেখানে সুবিধে পাই শিখ্‌তে যাই; তার মানে হচ্ছে, আমার শিখ্‌তে ভাল লাগে—এই পর্য্যন্ত!"

কথাটা শেষ করিয়া দত্তজায়ার মুখপানে চাহিতে আর নমিতার সাহস হইল না। পাছে তাহার এই মর্ম্মগত সত্য কৈফিয়তের উত্তরে দত্তজায়া-মহোদয়া নীরব গাম্ভীর্য্যে বা স-রব প্রতিবাদে পুনশ্চ লোকচরিত্র-সম্বন্ধে কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য ফাঁদিয়া বসেন, এই ভয়ে নমিতা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ উল্টাইয়া লইবার জন্য, দত্তজায়ার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী রজকরমণীকে লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "আজ মাসের পঁচিশে নয়? বৈকালে কি কাপড় দিয়ে যাবে?"

"না মা, সকালবেলা কাপড় দিয়ে এসেছি, ছোট-দি'দমা খাতায় মিলিয়ে নিয়েছেন,"— রজকরমণী উত্তর দিল।

"বেশ, বৈকালে এসে কাপড় নিয়ে যেও।"

এতক্ষণ দত্তজায়া মহোদয়া পাশে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন বলিয়া নমিতাও দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল; এইবার দত্তজায়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহারাও চলিতে আরম্ভ করিল। দত্তজায়া চলিতে চলিতে গম্ভীরমুখে কয়-মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন, তারপর

অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার ক'দিন অন্তর কাপড় কাচ্‌তে দেওয়া হয় নমিতা?—"

"দশ দিন—"

"দশ দিন! বাড়ীর সবাইকার বুঝি? আর তোমার নিজের?"

"আমারও ঐ সঙ্গে, আলাদা নয়।"

"ঐ সঙ্গে? বাব্বা! প্রত্যেক বারে কতগুলো করে কাপড় ব্যবহার কর মিস্ মিত্র? খুব বেশী নিশ্চয়?"

তাঁহার প্রশ্নের মধ্যে একটা মাত্রাতিরিক্ত দারুণ বিস্ময়ের ভাব পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল। দরিদ্রের অসচ্ছল সংসার-যাত্রার সামান্য উপকরণের হিসাব শুনিলে অনেক আড়ম্বর-প্রিয় বিলাসী অবস্থাপন্ন ব্যক্তির—এইরূপ বড়মানুষী ধরণের ন্যাকামীতে, নাসিকা-সঙ্কুচন-ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয়। নমিতা তাহা জানিত; সে হাস্য দমন করিয়া বলিল, "সাধারণতঃ কাপড়-জামায় পাঁচ খানার বেশী নয়!"

বিস্ফারিতচক্ষে চাহিয়া, অপরিসীম বিস্ময়ের ভঙ্গীতে দত্তজায়া বলিলেন, "মোটে পাঁচ খানা! ও বাবা বল কি! কাপড় ময়লা হয়ে যায় না? কিন্তু কই তোমার কাপড় তো তেমন ময়লা দেখি না; সাবানে কাচাও বুঝি?"

নমিতা কিছু বেশী মাত্রায় শক্ত হইয়া উঠিল! অসঙ্কোচে বলিল, "হাঁ আমরা স্নানের সময় প্রত্যহ নিজ হাতে কাপড়ে সাবান দিই, আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরাও দ্যায়।"

হঠাৎ দত্তজায়া একটা অচিন্ত্য পরাভবের প্রচ্ছন্ন আঘাত অনুভব করিয়া স্তব্ধভাবে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দরিদ্র নমিতার এই অপ্রত্যাশিত দীনতা-স্বীকারের অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধাটুকু তাঁহার দৃষ্টিতে অত্যন্তই অদ্ভুত ঠেকিল; মূঢ়ের মত দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, তারপর মনকে চাঙ্গা করিয়া—তীব্র অবজ্ঞামিশ্রিত স্পষ্ট বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ, মিতব্যয় খুব ভাল, খরচ যতদিকে যত কমান যায়, ততই মঙ্গল! তবে কিনা—।" বাকি কথাটা ব্যঙ্গ্যহাস্যের অন্তরালে উহ্য রাখিয়া, আর একটু বেশী তাচ্ছীল্যের সহিত মাথা নাড়িয়া তিনি আপন-মনেই আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"তা হোক্ গে বাবা, আমি অত টানাটানি কর্‌তে পারি না; দু'টাকার যায়গায় চার টাকা যায় সেও ভাল, তা বলে নিজের হাতে সাবান লাগান—বাব্বা!—"অসম্মতি-সূচক প্রবল মস্তকান্দোলন সহ তিনি ক্রূর ব্যঙ্গে আবার হাসিলেন। দুই মুহূর্ত্ত পরে কি ভাবিয়া হাসি থামাইলেন, স্বর বদলাইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি ত তোমার নিজের কাপড়গুলো পাঁচ-ছ'দিন অন্তর ধোপার বাড়ী দিতে পার?—তাতে আর কতই বেশী খরচ পড়ে?"

অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ, চমৎকার সৌখীন পরামর্শ! নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য অসহিষ্ণু হইয়া, পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া লইল! থাক্, এক তরফা ডিক্রিই নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হউক, অনর্থক কথা-কাটাকাটি করিয়া লাভ কি? উহাঁর বাক্যেন্দ্রিয়-বেচারী পর্য্যাপ্ত ব্যায়ামে পরিতৃপ্ত হউক, নমিতার শুধু একটু ধৈর্য্য তো? তাহা সে সাম্‌লাইয়া লইতে পারিবে।

নমিতাকে নীরব দেখিয়া দত্তজায়া মহোদয়া বোধ হয়, মনে মনে নিজের যুক্তি-

যুক্ত কথাগুলির ঔদার্য্য-সম্বন্ধে কিছু সংশয়ান্বিত হইয়া পড়িলেন, একটু ভাবিয়া, বাক্যার্থের উদ্দেশ্যটা সুকৌশলে বুঝাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে ধীরে-ধীরে বলিলেন, "এই গ্যাখো না, আমার পুরাণ ধোপা এবার পাঁচ দিনের মধ্যে কাপড় দিতে পাবে নি বলে, আমি আবার তোমাদের এই ধোপাকে বেহারা দিয়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলুম,—একজন আছে, দুজন হোক্, পাঁচদিনের কাপড় তিন দিন অন্তর হেসে পাব তো; পয়সার মায়া কল্লে চল্‌বে কেন?"

নমিতা তথাপি কোন উত্তর দিল না, নীরব রহিল; দত্তজায়া একটু উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, উত্তর-প্রত্যাশায় কয় মুহূর্ত্ত নীরবে পথ অতিক্রম করিয়া সহসা মুখ তুলিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমিও নিজের কাপড়-চোপড় সম্বন্ধে এই-রকম আলাদা বন্দোবস্ত কর্‌তে পার না? কেন গোলে হরিবোল দিয়ে অনর্থক কষ্ট পাও?"

নমিতার অধরপ্রান্তে নিঃশব্দে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল! আহা কি অনুপম উপমাই প্রযুক্ত হইয়াছে! দত্ত-জায়ার আয়-ব্যয়ের তুলনার অনুপাতে নমিতার আয়-ব্যয়ের হিসাব যে সম্পূর্ণই বিভিন্ন! দত্তজায়া একাকিনী বিদেশে বাস করিতেছেন, নিজের জন্য খাটিতেছেন, স্বেচ্ছাধীন ব্যয়-বাহুল্যের উপর যথেচ্ছ আরাম উপভোগ করিতেছেন; তাঁহার 'কাঁদিতে-ককাইতে' একটা উপলক্ষ্য নাই, 'ফারখতি' অর্থাৎ সম্বন্ধ-ত্যাগী স্বামী শ্রীযুক্ত···দত্ত মহাশয় সব্-রেজিষ্ট্রারী করিয়া মাসিক দেড় শত টাকা আয় ও দ্বিতীয় পক্ষের সংসার লইয়া কোন্ মুল্লুকে বাস করিতেছেন, বোধ হয়, সে সংবাদও তিনি জানেন কিনা সন্দেহ; তাহার উপর সংসার-বৈরাগ্যে ঘোরতর নির্লিপ্তভাব তোড়ে অতিবড় নিরপরাধী এবং নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণেরও সুখ-দুঃখের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উপার্জ্জনের অর্থ-গুলা নিজের জন্য ব্যয় করা ছাড়া আর গত্য-ন্তর নাই। কালে-ভদ্রে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে চাঁদার খাতায় যাহা দান করেন, তাহার অনুল্লেখ থাকাই ভাল; সুতরাং তাঁহার আয়-ব্যয়ের তুলনায় নমিতার আয়-ব্যয় — হা ভগবান্!

কিন্তু তবুও তাঁহার উক্তির সেই "গোলে হরিবোল দেওয়ায় অনর্থক কষ্ট"—কথাটি নমিতার একটু হাস্যোদ্রেক করিল! হায়, কে এই 'অনর্থক কষ্টের' অতুলনীয় শান্তি-সার্থকতার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে? কে জানিবে সে কিসের জন্য এই নিয়ম দাসখতে, পরিপূর্ণ আনন্দ ও উৎসাহে কেন আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে! কে বুঝিবে যে এই সুমহান্ আর্ত্তসেবাব্রত প্রতিপালন করিতে তাহার কত আনন্দ, কত সান্ত্বনা! এই বড় সাধের অমূল্য সাধনা-শ্রমের বিনিময়ে যখন দুই হাত পাতিয়া তাহাকে রূপার মুঠা গ্রহণ করিতে হয়, তখন হে পরমেশ্বর! তুমি জান, কি অসহ্য বেদনাভারে তাহার বুক অবসন্ন হইয়া পড়ে! কাহার মুখ চাহিয়া সে চক্ষের জল নমিতা চক্ষের মধ্যে সম্বরণ করিয়া লয়, কাহার স্মৃতি স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখে, তাহা জানেন শুধু অন্তর্যামী; কিন্তু মানুষ সে কথা শুনিলে নিশ্চয় উপহাস করিবে, কেন না, তাহাই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে স্বাভাবিক কাজ।

তাহা হউক, তাহাতে নমিতার কোন খেদ নাই, সে ইহা শুনাইয়া কাহারও তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা-সহানুভূতি আকর্ষণে দুরাশান্বিতা নহে! কিন্তু আঘাত পাইলে সমস্ত সুপ্তস্মৃতি মনের মধ্যে নূতন বেদনায় বড় তীব্রভাবে ঝলসিয়া উঠে কি না, তাই একটু বেশী মাত্রায় অসহ্য বোধ হয়! দূর হউক, নিজস্ব সুখদুঃখের অভিমান উৎসন্ন যাউক। নমিতা তো মানুষের মুখ চাহিয়া তাহার জীবনের গতি নির্ণয় করে নাই এবং কর্ত্তব্য-সম্পাদনে ব্রতী হয় নাই যে, মানুষের মুখ-নির্গত নিষ্করুণ শব্দসংঘাতে আহত হইয়া পিছু হটিবে! তাহার অন্তরে যে লক্ষ্য নির্ণীত আছে, তাহারই উপর স্থির-বিশ্বাস রাখিয়া সে চলিয়াছে, তাহার কোন কিছুর জন্যই দুঃখ নাই, এবং ঈশ্বর করুন্ যেন শেষ পর্য্যন্ত তাহা না-ই থাকে!

নিঃশব্দে নমিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; শিষ্টাচার রক্ষার জন্য রসনার একটা উত্তর চাই, তাই ধীরস্বরে বলিল, "কষ্টকে কষ্ট বলে গ্রহণ কর্‌লেই সে অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়! একান্নবর্ত্তী পরিবারের পারিবারিক 'শান্তি-স্বচ্ছন্দতার জীবন' রক্ষা কর্‌তে হলে, সংসারস্থ প্রত্যেকের উচিত,—বিশেষতঃ সংসারের যে যত বেশী উচ্চস্থানীয় ব্যক্তি, তার তত বেশী পরিমাণে—নিম্নস্থানীয় ব্যক্তি-গণের জন্যে স্বার্থত্যাগ করে চলা! আমি যদি আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য একটা সামান্য বিষয়ে এ রকম স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখাই, তা হলে আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা কি—!"

বাধা দিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "বা, এ যে অন্যায় মনযোগানে কথা বল্‌ছ; আমি না খেয়ে না ঘুমিয়ে, বারমাস ত্রিশদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাট্‌ব, অথচ তার বদলে আমার নিজের সুখ-স্বস্তির ব্যবস্থাটা অন্য সকলের চেয়ে কিছু বেশী হলেই অঘটন ঘটে যাবে!—"

কষ্ট-সৃষ্ট হাসির অন্তরালে একটা অসহনীয় বেদনার আর্ত্তনাদ নমিতা জোর করিয়া চাপা দিল! কিন্তু তবুও—ছিঃ! এত সঙ্কীর্ণতা, এত আত্ম পরায়ণতা! ইহাও যে ঘরের লোক দত্তজায়া-মহোদয়ার মুখে শুনিতে হইল, ইহা বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখ! ধিক্, এ-কথার উত্তর! না না কিছু না! জোর করিয়া যদি কিছু বলা যায়, সে শুধু বাক্যব্যভিচার হইবে মাত্র! অতএব এখানে নীরব থাকাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সদুত্তর!

নমিতাকে নীরব দেখিয়া দত্তজায়া পুনশ্চ একটা দুঃসহ অসহিষ্ণুতা অনুভব করিলেন, একটু জোরের সহিত ব্যঙ্গ্যহাস্যে বলিলেন, "তোমাদের এই মেড়ুয়াবাদী ধাঁচের 'কার্পণ্য-মতবাদ' দেখ্‌লে আমার হাড় জ্বালা করে। কেন রে বাবু?—নিজে খেটে-খুটে উপার্জ্জন কর্‌ব, অথচ নিজের আরাম-সুখের বেলাতেই যত ব্যয়সঙ্কোচের হুড়োহুড়ি! এ কি অন্যায় ব্যবস্থা বলত! এই আমাদের নির্ম্মলবাবুর কাছে আজ শুন্‌ছিলুম, আমাদের হাঁস-পাতালের ঐ হেড্ কম্পাউণ্ডারটা—কিরে কি ওর নামটা, দাঁড়াও বলি—।" নাসিকা, ওষ্ঠ এবং ভ্রূ-যুগল যুগপৎ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ-চেষ্টার ভঙ্গীতে একবার মুখখানা ঈষৎ ফিরাইলেন, তারপর

পর মুহূর্ত্তেই কৃতকার্য্যতায় সঙ্কোচমুক্ত মুখখানা সবেগে ঘুরাইয়া নিদারুণ অবজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তেওয়ারী; লোকটা এম্নি আহাম্মক, অত খাটে, আর ঐ রোগা ডিগ্‌ডিগে চেহারা, কিন্তু আহারের ব্যবস্থা কি জান? হোটেলের জঘন্য ভাত, আর জলখাবার হচ্ছে আদা-ছোলা অথচ—" (শ্লেষভরে হাসিয়া) "দুঃখের কথা বল্‌ব কি—।"

হেঁট মুখে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে নমিতা বলিল, "ওর ভাইয়ের পড়ার খরচ—।"

"শুধু ভাই! কোন্‌কালে শাপ্তাহারে হাঁসপাতালে চাক্‌রী করে এসেছিল, সেখানে কে এক মা-বাপ-মরা গরীবের ছেলে ছিল, তার পড়ার খরচ এখনো মাসে তিন টাকা করে যোগাচ্ছে! কেন রে বাবু, পেটে খেতে কুলোয় না, অত বাহাদুরী কেন? একি বোকামীর দুর্ভোগ বল দেখি!"

নমিতা কিছুই বলিতে পারিল না, বুঝি, বলিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না, এই ইচ্ছাসুখে বোকামীর দুর্ভোগভোক্তা লোক-টাকে, কতখানি কঠিন অবজ্ঞায় বিকৃত করিয়া তোলা উচিত, তাহাও সে যেন হঠাৎ ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে সে দত্তজায়া-মহোদয়ার মুখপানে একবার চাহিয়া তারপর দৃষ্টি নামাইল। মুহূর্ত্তে তাহার গতকল্যকার ঘটনাগুলা মনে পড়িয়া গেল, নির্ম্মলবাবুর মুখে সুরসুন্দর তেওয়ারীর পূর্ব্বসৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া দত্তজায়ার মুখে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ হইল। হাঁ ঠিক, ইনি ত তিনিই!—ইনি ইহাঁর উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময় বোধ করাই ভুল!

কিন্তু তাহা হইলেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করা নমিতার পক্ষে অনুচিত; আর ইহার সম্বন্ধে কোন কিছু বিচার করিবার বা সে কে? কেহই না। তবে হাঁ, ঐ যে কাণ্ডজ্ঞানহীন অবজ্ঞেয় লোকটির নির্ব্বুদ্ধিতার আলোচনা চলিতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কিছু ভাবিবার অধিকার সে আজ লাভ করিল বটে। তিনটি টাকা! অতিতুচ্ছ, অতিসামান্য জিনিষ, কিন্তু দেশ-কাল পাত্রভেদে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কি গৌরবপূর্ণ, কি মহত্ত্বে অলঙ্কৃত সে দান! নমিতার সমস্ত হৃদয় স্নিগ্ধ সম্ভ্রমের আবেগে আপ্লুত হইয়া উঠিল! না, নিঃসম্পর্কীয়তার অজুহাতে এ সকল লোককে কি অপর বলিয়া দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায়? ইহারা যে তাহার পূর্ব্বেই স্নেহময় আত্মীয়ের বেশে শ্রদ্ধার মন্দিরে তাঁহাদের প্রাপ্য আসনগুলি অতি সহজেই নিঃশব্দে অধিকার করিয়া লইয়াছে!

দত্তজায়া-মহোদয়া নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াই আগ্রহান্বিত দৃষ্টিতে নমিতার মুখ পানে চাহিয়াছিলেন,—নমিতা কি বলে? কিন্তু নমিতাকে কলের পুতুলের মত একটির পর একটি চরণ নিয়মিত ব্যবধানে বিন্যস্ত করিয়া, তাঁহার সঙ্গে নীরবে চলিতে চলিতে শুধু হেঁট মুখে বারম্বার কপালের ঘাম মুছিতে ব্যস্ত দেখিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হইলেন, বুঝিলেন তাঁহার মতের সহিত নমিতার মতের মিল নাই। নিজের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন পরা-ভব-দৈন্য অকস্মাৎ তীব্র কশাঘাতের মত তিনি উপলব্ধি করিলেন,—নমিতার উপর

অত্যন্ত চটিয়া উঠিলেন এবং হটাৎ রূঢ়স্বরে বলিলেন, "কিন্তু যাই বল, যাই কর বাবু, অত স্বার্থত্যাগী হতে গেলে সংসারে বাস করা চলে না।

তাঁহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে আত্মসমর্থনের দার্ঢ্য এবং গায়ের 'ঝাল' মিটাইবার হিংস্র-উত্তেজনা যেন কঠোরভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল! নমিতা বিস্মিতভাবে চাহিল, এত ঝাঁজ কেন? সে কি নিজের অজ্ঞানে দত্তজায়া-মহোদয়ার মানহানিকর কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে? না, কৈ কিছু ত মনে পড়ে না;—তবে? আপনা আপনি তাহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট জড়িত স্বরে নির্গত হইল—"না।"

দত্তজায়াও ঈষৎ বিচলিত হইলেন; এই 'না' শব্দটির উদ্দেশ্য এ-স্থলে যেন সম্পূর্ণই দ্ব্যর্থ ব্যঞ্জক বোধ হইল!—তাঁহার গোলমাল ঠেকিল, তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিলেন, দেখিলেন সেও আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ নিপুণ অভিনিবেশে, সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু বৃত্তির কঠিন প্রাখর্য্যবলে স্থির-মীমাংসা করিলেন—ঐ দৃষ্টির অর্থ সম্পূর্ণই সুবোধ্য—অর্থাৎ পরিষ্কার নির্ব্বুদ্ধিতার দৈন্য পূর্ণমাত্র!

হাঁপ ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত প্রসন্নভাবে দত্তজায়া মুখ ফিরাইলেন; না, অনর্থক সন্দেহ। দত্তজায়ার কোন ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত করা কি নমিতার সাহসে কুলাইতে পারে! মিস্ স্মিথের পায়ে ভর দিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে বইত নয়! নচেৎ দত্তজায়া-মহোদয়ার সহিত কি মুখ তুলিয়া কথা কহিবার স্পর্দ্ধা তাহার সম্ভব? আজি ছয় মাসের উপর সে করমগঞ্জের হাঁসপাতালে আসিয়াছে, কিন্তু আজও হাঁসপাতালের ডাক্তারদিগের সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে, আতঙ্কে তাহার মুখ শুকাইয়া যায়, স্বর সঙ্কোচে কাঁপিয়া নামিয়া আসে! সে কিনা দত্তজায়ার মত তেজস্বিনী মহিলাকে সাঙ্কেতিক অপমানে প্রতারিত করিবে? সে বটে মিস্ চাম্পিয়ানের স্বভাবে সম্ভব! শাদা চাম্‌ড়ার জোরে সে নিজের ন্যায্য সম্মানটুকু পৃথিবীর নিকট কড়াক্রান্তিতে হিসাব বুঝিয়া আদায় করিয়া নেয়, ডাক্তার মিত্রের মত অসংযতভাষী ব্যক্তিও মিস্ চাম্পিয়ানের নিকট কথা কহিবার সময়, ওজন বুঝিয়া চলেন। নমিতার মত নিরীহ গো-বেচারা সে স্পর্দ্ধা পাইবে কোথা?

গর্ব্বপ্রফুল্ল মুখে দত্তজায়া অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে ধীর-গমনরত নমিতার অনাবশ্যক স্থৌল্য-বর্জ্জিত, সরল সুগঠিত দেহটির পানে চাহিলেন, একবার ত্রিগুণ বিশাল, বিপুল বসা-সঙ্কুল নিজদেহটির পানে চাহিলেন, তারপর আশ্বস্তভাবে দৃষ্টি তুলিয়া সন্তোষপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তবে আসি মিস্ মিত্র, আমি বাড়ীর কাছে গলিতে এসে পড়েছি, এবার মোড় ভাঙ্গি, তুমি বাড়ী যাও। হ্যাঁ ভাল কথা, তুমি 'কর্ম্মযোগ' বইখানা পড়্‌বে কি? তাহলে আমার বেহারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই গে।"

ডাহিনের গলিতে প্রবেশোদ্যত দত্তজায়া মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন,—নমিতা অবাক্ হইয়া গেল! এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহের আকস্মিক বর্ষণের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না,—একটু থতমত খাইয়া গেল! কুণ্ঠিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে একটা কিছু কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেছে,

এমন সময় দত্তজায়া নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন—"দ্যাখো, কিন্তু আজ বৈকালে সেটা নির্ম্মলবাবুকে ফেরৎ দেবার কথা আছে—এর মধ্যে পড়ে ফিরিয়ে দিতে পার্‌বে ?"

নমিতা যেন বিপন্মুক্তির সূত্র পাইল, ত্রস্তে বলিয়া উঠিল—"না না সেটা থাক্, আজ বাড়ীতেও কিছু কাজ আছে, পড়্‌তে হয়ত সময় পাব না।"

"তবে আর কি হবে ? তা হলে এর পর যখন পড়্‌তে ইচ্ছে হবে বোলো, আমি যোগাড় করে দেব'খন।"

"ধন্যবাদ"। নমস্কার করিয়া নমিতা অগ্রসর হইল, দত্তজায়া ভৃত্য ও রজক-রমণী সহ ডাহিনের গলি দিয়া তাঁহার নিজ বাসা অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নমিতা বামদিকে পথের মোড় ভাঙ্গিল, এইবার শ'খানেক হাত অগ্রসর হইলেই তাহার নিজ বাসা। পথের দুই পার্শ্বে স্থানীয় অধিবাসিগণের বাস ; কয়েকখানা নিম্নশ্রেণীর লোকের কুটীর আছে, আর খান তিন চার, পান, সিগার, খাবার ও মনোহারীর দোকান আছে।

মোড়ের অদূরে একখানা পানের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তিনজন লোক কথা কহিতেছিল, তাহাদের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা ঈষৎ সঙ্কোচ ও বিস্ময়ের সহিত সহসা উদ্যতচরণ সম্বরণ করিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রেম।

যৌবনে মাতিয়া যবে
　　প্রবাহিনী বরিষায়,
হৃদিতল উছলিয়া
　　দিশাহারা প্রাণে ধায়,
সাগর-সহস্র উর্ম্মি
　　ভুজ প্রসারিয়া তারে,
আনন্দে বিভোর হয়ে
　　আদরে হৃদয়ে ধরে।

২

শুভ্র রবি-করে যবে
　　কুতূহলে সরোজিনী
মাথার আঁচল খুলে
　　নেহারে হৃদয়মণি,
বিমল তপন হাসি
　　আপন হৃদয় খুলে,
প্রাণ পুরে মেখে লয়
　　আনন্দে আপনা ভুলে!

৩

দিবা-অবসান-কালে,
　　পূরব গগন-পটে
ধীরে ধীরে নিশামণি
　　আপনি ফুটিয়া উঠে;
ফুল্লমনে কুমুদিনী
　　বসিয়া সরসীকূলে,
আপন নাথের পানে,
　　চেয়ে রয় মুখ তুলে।

৪

নশ্বর লতিকা ভবে
বায়ুভরে হেলে-দুলে
আসিলে তরুর পাশে,
তরু তারে বুকে তুলে;
অনন্য-শরণা সেই
লতাবধূ তরুবরে
বাহু বিজড়িত করি'
ফল-ফুলে শোভা ধরে।

৫

সুনীল অম্বর-পটে
নবীন নীরদদলে
ঘন আঁধারিয়া যবে
জগৎ ছাইয়া ফেলে,
গরবে ময়ূরীকুল
সুচারু পেখম খুলে,
পূর্ণ মাতয়ারা তনু,
নৃত্য করে হেলে-দুলে।

৬

মধুর প্রণয়-ছবি
বিশ্বমাঝে অগণন,
প্রতিপরমাণু সনে
এ বিশ্বের আকর্ষণ।
মানব-জগৎ মাঝে
তাই কিগো দুটি প্রাণে
প্রণয়-প্রবাহে পড়ি
ভেসে যায় একটানে?
তাই কিগো জীবনের মধুর মিলন,
পুরুষ-প্রকৃতি সনে বিবাহ বন্ধন?

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সন্তান-পালন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শৈশব-শিক্ষা।

বাল্যকালে মানব যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা তাহার ভবিষ্য জীবন গঠিত হইয়া থাকে। শৈশবে মাতা বালকের উপদেষ্ট্রী বলিয়া তাঁহার উপর বালকের ভবিষ্য জীবন নির্ভর করে। বাল্যকালে মানব যে স্বভাবে অভ্যস্ত হয়, চিরকাল সে স্বভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। অভ্যাস একবার দৃঢ়ীভূত হইলে শত চেষ্টায়ও তাহার অপনয়ন করা যায় না। কু-অভ্যাস গঠিত হইলে তাহা মানবজীবনে যে ঘোর অশান্তি আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রথম ৮ বা ১০ বৎসর, বালকের উপর মাতার যেরূপ প্রভাব পতিত হয় সেরূপ অন্য কাহারও নহে। এই জন্য সন্তানের শিক্ষায় মাতার অনবধানতার ন্যায় মহাপাপ আর কিছুই নাই। যে মাতা সন্তানের শিক্ষায় পরাঙ্মুখ, তাঁহার ভবিষ্যজীবনও অতিকষ্টকর হইয়া থাকে। জীবন-সংগ্রামে অহরহঃ যুদ্ধ করিয়া পুরুষগণ অচিরে মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়, তখন সেই বিধবা মাতার পুত্রই একমাত্র ভরসা। কিন্তু যদি ভাগ্যদোষে সেই পুত্র কুক্রিয়াসক্ত, মাতার প্রতি ভক্তিহীন এবং বৈধব্যদশায় তাঁহার ভরণ-পোষণে বীতস্পৃহ

হয়, তবে সে রমণীর অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা ভাবিলে এ হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। তখন এই বিশাল সংসারে সেই অভাগা রমণী কেবলমাত্র বিধবাই নহে—পুত্রহীনাও বটে। পুত্র থাকিতেও, যে পুত্র মাতার কোন কার্য্যে না আইসে, সে মাতাও বস্তুতই পুত্রহীনা। দশ মাস দশ দিন জঠরে ধারণ করিয়া কত কষ্ট সহ্য করিয়া মাতাকে সন্তান-পালন করিতে হয়, কত চক্ষের জল যে মাতাকে সন্তানের জন্য ফেলিতে হয়, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? কিন্তু যদি সেই সন্তান বড় হইয়া মাতার ভরণ-পোষণে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহা অপেক্ষা আর কষ্টকর কি হইতে পারে? এরূপ যন্ত্রণা কি মাতার পক্ষে অপরিসীম নহে? এই সকল হেতু নিবন্ধন সন্তানের চরিত্র-গঠনের প্রতি মাতার বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সন্তানের শিক্ষা যদি মাতা স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা না করেন, তবে অন্ততঃ তাহার ভবিষ্যৎ সুখের জন্যও সেই শিক্ষাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত। মাতা যদি সন্তানের চরিত্রগঠনে তৎপর হন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য যথাবিধি প্রতিপালন করেন, তবে সন্তানও মাতাকে কেন না মান্য করিবে এবং মাতার অসহায় অবস্থায় তাঁহার সুখের প্রতি কেন না দৃষ্টি রাখিবে? কিন্তু যদি শৈশবাবস্থা হইতে বালককে অসচ্চরিত্র হইতে দেখিয়া মাতা তাহার প্রতিবিধান না করেন এবং সেই বালকের প্রবৃত্তিনিচয়কে সৎপথে প্রধাবিত করিবার কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করেন, তবে সে মাতা সন্তানের অভিসম্পাত কেন না প্রাপ্ত হইবেন?

বালক নানাপ্রকারে শিক্ষা লাভ করে। বিচারশক্তির বিকাশের পূর্ব্বেই বালকের অনুভব-শক্তির বিকাশ হয়। বালক ছয় বৎসরের হইলে তাহার মানসিক শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বেই বালকের আনুভূতিক শিক্ষা অলক্ষ্যভাবে আরম্ভ হয়। শৈশবে বালকেরা যুক্তির অধীন হয় না, পরন্তু তাহারা তাহাদিগের অভিভাবকের স্নেহ ও দয়ার বশীভূত হইয়া থাকে। যতক্ষণ না বালকের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যদি নৈতিক শিক্ষা না দেওয়া হয়, তবে বালকেরা স্ব স্ব স্বার্থ ও বাসনার দাস হইয়া যায়।

মাতাপিতা হইতে বালক শিক্ষা ত পাইবেই, তদ্ব্যতীত যে সমস্ত লোক দ্বারা মাতাপিতা পরিবেষ্টিত থাকিবেন তাহাদের প্রভাবও বালকের উপর পতিত হইবে। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, তাহাদিগের বার্ত্তালাপ, তাহাদিগের সমাজ, তাহাদিগের আত্মীয়বর্গ—সকলই বালকের শিক্ষাপ্রদ হইবে। মানবমাত্রেই অবস্থার দাস; সুতরাং যে শিক্ষা বাল্যাবস্থা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা মানবের অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়ে। এই জন্য মানবমাত্রেরই সাধুব্যক্তি-দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা উচিত, তাহা হইলে বালকও সাধুস্বভাব হইবে।

যে স্থলে পিতামাতা স্বয়ং কুক্রিয়াশক্ত, কটুভাষী ও কপট, সে স্থলে সন্তানগণ কি কখনও সাধুচরিত্র হইতে পারে? এরূপ পিতামাতা জনসমাজের অনুপযোগী এবং সভ্যতার শত্রু। যাঁহারা সন্তানের যথাযথ শিক্ষাদানে উদাসীন তাঁহারা সন্তান-হত্যাপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত। পিতামাতার

অনবধানতাবশতঃ যদি সন্তানাদি পাপে পরিবর্দ্ধিত হয়, তবে তাহাদিগের সেই দুষ্কৃতরাশি পুরুষানুক্রমে অবতরণ করিয়া পাপের স্রোত বৃদ্ধি করে। সচ্চরিত্রতা শৈশবে সৎশিক্ষার মধুময় ফল। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পিতাকে অনেক সময় বাটীর বাহিরে থাকিতে হয় বলিয়া, সন্তানের শিক্ষা-সম্বন্ধে পিতাপেক্ষা মাতার দায়িত্ব অধিক গুরুতর। সহস্র শিক্ষকে যাহা করিতে অসমর্থ, মাতা তাহা করিতে সমর্থা। পুস্তকাদি পাঠ করিয়া অথবা ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া মানব নৈতিক বিজ্ঞানের অনেকটা শিক্ষা করিতে পারে, স্বীকার করি বটে; কিন্তু মানবকে ধর্ম্মপথে চালাইতে অথবা তাহার জীবনকে ধর্ম্মে পর্য্যবসিত করিতে কেবলমাত্র মানবের মাতাই সক্ষম। এই ভাবটি যদি পিতামাতার হৃদয়ে অঙ্কিত না হয়, তবে সমাজের নৈতিক উন্নতি সুদূর-পরাহত।

মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি লইয়াই পূর্ণ, বোধ হয়, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং শিক্ষার পূর্ণত্ব দেখিতে হইলে প্রথমেই মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্যক্ পরিপুষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নতুবা শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সুদূরপরাহত। যদি কোন বিশেষ অঙ্গ অযথা বৃহৎ হয়, তবে তাহা অন্য অঙ্গের পুষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে। ফলে এই হইবে যে, দৈহিক ক্রিয়ার একটা বিকৃতির উদ্ভব হইবে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্বস্থভাবে অবস্থিত থাকিলে জীবনীশক্তি সর্ব্বত্রই সমভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য শারীরিক পরিপুষ্টির কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না; এরূপ স্থলে এক অঙ্গের ক্রিয়ার সহিত অন্য অঙ্গের ক্রিয়ার কিছুমাত্র বৈষম্য লক্ষিত হয় না।

মানবশরীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-দ্বারা গঠিত হইলেও, তাহারা পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সন্নদ্ধ যে পরস্পরের ঐক্যতানিক ক্রিয়া ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যকে অব্যাহত রাখিতে পারে না! মানবের বিভিন্ন অঙ্গ নৈতিক জ্ঞান, অনুভূতি ও দৈহিক ক্রিয়ার অধিষ্ঠানভূমি এবং তাহাদিগের পরস্পরের সহিত এরূপ সৌহার্দ্দ যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষে অন্যটীও আক্রান্ত হয়। মানবমস্তিষ্কের, যে অঙ্গ দিয়া নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহার উন্নতিতে নৈতিক জ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া থাকে। এইরূপে বুদ্ধি, অনুভূতি এবং দৈহিক শক্তিও স্ব-স্ব অঙ্গের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি কোন প্রধান অঙ্গ বিকৃত হয়, তবে তাহা সমস্ত শরীরকে বিকৃত করিবে। আমাদিগের শরীরের মধ্যে তিনটী বৃহৎ অঙ্গ আছে। যথা (১) পাকাশয় (২) ফুস্ফুস্, রক্তবহা নাড়ী ও হৃৎপিণ্ড এবং (৩) মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ও স্নায়ুমণ্ডল। প্রথমটী অন্নরস প্রস্তুত করে, দ্বিতীয়টী রক্তসঞ্চালন করে এবং তৃতীয়টী বুদ্ধি ও আনুভাবিক শক্তির জনক। এই যন্ত্রত্রয় পরস্পরের সাহায্য-দ্বারা শরীরের অন্যান্য যন্ত্রাদির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এই তিনটী যন্ত্রের মধ্যে যদি কাহারও ক্রিয়াবৈকল্য ঘটে, তবে অন্যান্য যন্ত্রগুলিও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। মনে কর, পাকাশয় বিশৃঙ্খল হইল, তখন মস্তিষ্কের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। পরিপাক-শক্তির খর্ব্বতা-নিবন্ধন নূতন রক্তের সৃষ্টি হইবে না এবং মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব হইলে তাহা ক্ষীণ হইয়া

পড়িবে। মোট কথা এই যে, পাকাশয়ের বিকৃতি-নিবন্ধন নূতন রক্ত জন্মিবে না; শ্বাস-যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈপরীত্যে শোণিতের প্রাণদ-শক্তির অপকর্ষ সাধিত হইবে এবং হৃৎপিণ্ড বিকৃত হইলে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত করিতে পারিবে না।

মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে হইলে মস্তিষ্কনামক যন্ত্রের উন্নতির আবশ্যক। মস্তিষ্ক ব্যতিরেকে মন ক্রিয়া করিতে অসমর্থ। বিকৃত মস্তিষ্ক কখনও স্বস্থ চিন্তার উপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং মস্তিষ্ককে সবল করিতে হইবে। উত্তম ও উপযুক্ত পরিমাণে আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শরীরাদি হইতে মলাদির যথাযথ নির্গমন, চর্ম্মের পরিচ্ছন্নতা এবং ঋতুর উপযোগী বস্ত্রাদির উপর দৃষ্টি না রাখিলে মস্তিষ্ক সবল হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শরীরকে বাদ দিয়া শিক্ষা দিলে তাহা সুফলপ্রদ হইতে পারে না। সুতরাং শিক্ষা দিতে হইলে, দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উন্নতি প্রথমেই করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বালকের প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। মনে কর, কোন বালকের লসীকাপ্রকৃতি অত্যন্ত প্রবল। এরূপ বালকেরা প্রায়ই বোকা হইয়া থাকে; ইহাদিগের কোন বিষয় শীঘ্র বোধগম্য হয় না এবং কার্য্যে ইহাদিগের কোনরূপ তৎপরতা দৃষ্ট হয় না। এরূপ বালককে শিক্ষা দিতে হইলে অধুনা প্রহারই মুখ্য অবলম্বন কিন্তু তদ্দ্বারাও কোন ফলোদয় হয় না। তখন শিক্ষা সম্বন্ধে একটা বিষম সমস্যা আসিয়া যায়। এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট বালকের উন্নতি করিতে হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর আহার দিতে হইবে। নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ আহারই এরূপ স্থলে প্রশস্ত। বালককে উন্মুক্ত বায়ুতে নিয়মিত ব্যায়াম করিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে; তবে লসীকা-প্রকৃতির হ্রাস এবং রক্ত ও স্নায়বিক প্রকৃতির আধিক্য হইবে। বক্ষ্যমাণ উপায়ে বালকের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক, নতুবা কেবল মাত্র প্রহার দিলে বালকের উন্নতি হইবে না। বালককে বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তদ্দ্বারা কোন শিক্ষা হয় না।

শিক্ষা দ্বিবিধ—একটা ঔপদেশিক ও অন্যটী কর্ম্মাত্মক। যে শিক্ষা পুস্তক অথবা শিক্ষকের মুখ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ঔপদেশিক এবং যদ্দ্বারা মন বা শরীরকে কোন পৌনঃপুনিক কর্ম্মের অধীন করা যায়, তাহা কর্ম্মাত্মক। প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, শরীরের যে কোন অঙ্গকে কোন পৌনঃপুনিক ক্রিয়ার অধীন করিবে, সেই অঙ্গ সেই কার্য্যের জন্য অধিক উপযোগী হইবে। সুতরাং ক্রিয়া-দ্বারা একদিকে শক্তি ও অন্যদিকে অভ্যাসের উদ্ভব হইয়া থাকে। বালককে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দাও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি তাহাতে ধর্ম্মকার্য্যে অভ্যস্ত না হয়, তবে মৌখিক ধর্ম্মশিক্ষা বিফল হইবে। বালককে দয়ালু, হিতৈষী, শিষ্ট এবং বিনয়ী করিতে হইলে নিজেকে তদ্রূপ গুণসম্পন্ন করিতে হইবে, নতুবা বালকের মনে উক্ত গুণগুলির বীজ উপ্ত করিতে পারিবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

জলের দান।

(ছোট গল্প)

(১)

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। মেঘমুক্ত সুনীল আকাশে দশমীর চাঁদ হাসিতেছিল; কিন্তু ইহারই এক কোণে একটু কাল মেঘও আবার ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল। অত্যন্ত গুমোট।

বাহিরের দিকের বারান্দায় ডাক্তার রামজয়বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র অনিল একখানা লজিকের পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুনীলের সহিত পিতার কথোপকথন শুনিতেছিল। সুনীল পিতার ক্রোড়ে প্রায় শুইয়া পড়িয়া নিজের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলা টানিতে টানিতে বলিল, "আচ্ছা বাবা! আমার এ চুলগুলো কাটিয়ে দাও না কেন? স্কুল-কলেজের ছেলেরা সব আমায় বড় ঠাট্টা করে; বলে, 'মেয়ে মানুষ তুই!' কাটিয়ে দেবে বাবা?" পিতা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "না।"

সুনীল উঠিয়া দাঁড়াইল ও বলিল, "আমি তা'হলে নিজেই কাঁচি দিয়ে কাট্‌বো।"

হঠাৎ এই সময় কতকগুলা লোককে কি বলিতে শুনিয়া সে নিজের সংকল্প ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরা কি বল্লে বাবা?"

রামজয়বাবুও বিস্মিতভাবে শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কোটের ওদিকের রাস্তায় জল এসেছে। জল চার হাত উঁচু হয়ে ছুটে আস্‌তেছে। এ রাস্তায় আর ঘণ্টাখানেক পরে জল আস্‌বে।"

সুনীল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এখন রাত্রি নয়টা; কিন্তু রাত্রি হইলে কি হয়, এ রকম দিন ত আর রোজ হইবে না! সুনীল বন্যার জল যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ কিছুতেই শুইবে না।

"ওই না! হাঁ, ওইত একটা শব্দ হচ্ছে বাবা!"

এই বলিয়া সুনীল ছুটিয়া নীচে নামিতে গেল। কিন্তু রামজয়বাবু তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অধীর বালক পিতার বাহুর মধ্যে বদ্ধ হইয়া মহা হাঙ্গামা আরম্ভ করিল। সে বলিতে লাগিল, "কিছু না, শুধু একবার আমি হোষ্টেলের ছেলেদের বলে আসি যে বন্যা আস্‌ছে, তারা হয়ত ঘুমুচ্ছে, কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। বাবা, দাওনা ছেড়ে, অমিয় যে জল দেখ্‌তে পাবে না।"

পিতা বালককে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "জল ত আর এখন পালাচ্ছে না; কাল তারা সকলে দেখ্‌বে অখন। যাও, জল তো তোমার দেখা হোলো, এবার শোওগে যাও।"

অভিমানে বালকের হৃদয় গর্জ্জিয়া উঠিল, "কই দাদাকে ত শুতে বল্‌লেন না, বাবা দাদাকেই বেশী ভালবাসেন! আচ্ছা, দেখা যাবে! কাল আমি বাবার সঙ্গে কথা কবো না, তখন কেমন মজা হবে। কিছুতেই কথা কবো না।"

বিছানায় শুইয়া সুনীল ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল ও মনে মনে বলিতে লাগিল, "ঐ যে জলের কল্-কল্ শব্দ, ঐ যে দুর্ভাগ্য দরিদ্র ব্যক্তিগণ নিজের ঘরটী বাঁচাইবার চেষ্টায়

বাঁধ দিবার জন্য কোদাল দিয়া মাটি কাটিতেছে! সকলেই দেখুক, শুধু আমি আর অমিয় দেখ্‌তে পাব না! কই অমিয়র ঘরে ত আলো জ্বলে উঠ্‌লো না!"

সুনীল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল ও তারপর জানালার কাছে গিয়া ডাকিল, "অমিয়!" এত আস্তে ডাকিল যে ঘুমন্ত অমিয় কিম্বা অদূরবর্ত্তী মেসের আর কোন ছেলেই তাহা শুনিতে পাইল না। জোরেই বা কেমন করিয়া সে ডাকে? বাবা যে শুনিতে পাইবেন!

সুনীল আবার বিছানায় আসিয়া শুইল। তারপর কখন যে নিদ্রাদেবী তাহাকে তাঁহার সুকোমল ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই।

তখন সকাল হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় ছোট ছেলেগুলার উল্লাস-ধ্বনিতে হঠাৎ সুনীলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রামজয়বাবু ও আর সকলে তখন ঘুমাইতেছিলেন। এই ত সুযোগ। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

রামজয়বাবুর বাড়ীটী দেখিতে বড়ই সুন্দর! ফুল-পাতা-ভরা বাগানের মধ্যে বাড়ীখানি একটি ছবির মতই মনোরম। বন্যার জলে বাগান প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাতে বাড়ীখানি আরো সুন্দর দেখাইতেছিল। সুনীল বহুকষ্টে জল ঠেলিয়া গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া, মনে মনে বলিল, "কই অমিয় তো এখনও ওঠে নাই! বাবা! কি ঘুম! "একটা ঢেউ আসিয়া সজোরে তাহাকে ধাক্কা দিল। সুনীলও সোৎসাহে ছুটিয়া মেসের বাসার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, ও উচ্চকণ্ঠে, ডাকিল, "অমিয়, ও অমিয়! ওঠো না।"

সে ডাকে অমিয়র ঘুম ভাঙ্গিল না। সুনীল তখন কণ্ঠস্বর অধিকতর উচ্চে তুলিল।

অমিয়, অজয়, বিপিন সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তা বর্ষায় ভরা নদীটার মতই তরঙ্গায়িত গভীর জলে ভরিয়া গিয়াছে। সুনীল বুক-পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া, সহর শুদ্ধ লোক জাগিয়া আছে অথচ তাহারাই বা এত বেলা অবধি কেমন করিয়া এত ঘুম ঘুমাইয়াছিল, ভাবিয়া সে হাসিয়া কুটি-কুটী হইতেছিল; হঠাৎ পিতার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল। তারপর করুণস্বরে উত্তর দিল, "একটুখানি ঐ তো এসচি, একটু জলে বেড়াই না বাবা, এত আর সত্যিকার নদী নয়।"

রামজয়বাবু উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "না রে পালিয়ে আয়, অসুখ-বিসুখ করবে আবার।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া সুনীল উত্তর দিল, "এমন মোটা আমি, আমার অসুখ অমনি কর্‌লেই হল? অসুখের সঙ্গে আমি তা'হলে যুদ্ধ কর্‌বো না?"

গৃহিণী বিরাজমোহিনী নিজের বাড়ীর বারান্দা হইতে হাসিয়া বলিলেন, "আহা, যেতে দাও না একদিন; ঐ ত বোর্ডিংয়ের ছেলেগুলোও সব যাচ্ছে।"

পিতাপুত্রের এই বাদানুবাদের সময় সমস্ত ছেলেরাই নামিয়া আসিয়াছিল। সুনীল ছুটিয়া গিয়া অমিয়র হাত ধরিয়া বলিল, "মার অনুমতি পেয়ে গেছি, আর কি।"

অমিয় রামজয়বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র অনিলের সহিত এক ক্লাসে পড়ে তাই, এবং সুনীলের আব্দারে বিরাজমোহিনী দেবী তাহার সম্মুখে বাহির হইতেন ও নিজপুত্রের মতই তাহাকে

স্নেহ করিতেন। গুপ্তভাবে রামজয়বাবু ও তাঁহার মধ্যেও নাকি এই ছেলেটীর সম্বন্ধে একটা পরামর্শও হইয়া গিয়াছিল। অমিয় গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি সুনীলকে নিয়ে যাব কি? এখনই ফিরে আসবো।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসুভাবে রামজয়বাবুর দিকে চাহিলেন; তিনি বলিলেন, "যাও, কিন্তু বেশি দূরে যেও না যেন।" "আচ্ছা" বলিয়া সুনীল ও অমিয় অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিলিত হইল। কারণ, আর সকলে তাহাদের অপেক্ষা না করিয়াই কিছুদূর চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই বন্যাজলের স্রোত এত অধিক যে তাহারা খুব অল্পই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। সুনীল ও অমিয় তাহাদের ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। অমিয় সুনীলের দিকে চাহিয়াছিল; মুখ ফিরাইয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওহে বিপিন, কোন্ দিকে যাবে?" বিপিনকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া সুনীল বলিয়া উঠিল, "নদীর দিকেই চলো?" সোৎসাহে সকলে এই বালকের পরামর্শেই সম্মত হইয়া বলিল, "বেশ্ বেশ্ নদীতেই চল।" জল ছিটাইয়া গান গাহিয়া জলপূর্ণ ও জনপূর্ণ রাস্তাকে আরো বেশী করিয়া তোল-পাড় করিতে করিতে দশম-বর্ষীয় বালক সুনীল ও যুবকবৃন্দ নদীর দিকে অগ্রসর হইল।

তখন ভাদ্রমাস, অদূরে একটা পাকা তাল পড়িল। সুনীল তাহার কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। "এটা ভাই নিয়ে যাই, নদীর জলে এটাকে ভাসাতে হবে।"

সকলে এই প্রস্তাবটাকেও হাসিয়া পাকা করিয়া ফেলিল। অজয় কাছে আসিয়া বলিল, "দাও, আমি এটা বয়ে নিয়ে যাই, তুমি নদীতে গিয়ে ভাসিও।" ভারী জিনিষটা লইয়া এই জলের স্রোত ঠেলিয়া যাওয়াও বেশ একটু কষ্টকর হইতেছিল, তাই তাহার কাছে নিজের রোজকার করা বস্তুটি দিয়া সুনীল আবার অমিয়র হাত ধরিল, এবং আর সকলকে ছাড়াইয়া তাহারা দুইজনেই একটু দূরে চলিয়া গেল। অমিয় মধ্যে মধ্যে সুনীলের মুখের-দিকে চাহিতেছিল! কি সুন্দর তার মুখ! কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া চুলের মাঝখানে গোলাপি আভাযুক্ত মুখখানি যেন সবুজপাতা-ঢাকা গোলাপের মতই সুন্দর। তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধকবি অমিয় হঠাৎ আত্মবিস্মৃত-ভাবে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্ বড় ভুল করে-ছেন রে সুনীল!"

বিস্মিতভাবে সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভুল করেছেন তিনি অমিয়বাবু? বাবা বলেন তিনি কি ভুল করতে পারেন? ভুল্ ত আমরাই করি।"

হাসিয়া অমিয় বলিল, "করেছেন বৈকি।"

সুনীল স্রোত ঠেলিতে পারিতেছিল না, তাই অমিয়র হাতে ভর দিয়া বলিল, "কি বলো না!"

অমিয় সুনীলের কোমল গণ্ড ঈষৎ টিপিয়া দিয়া বলিল, "তোর নাম সুনীল দিয়ে ভুল করেছেন, সুনীলা দিলেই বেশ্ মানাতো!"

হাসিয়া সুনীল বলিল, "এই! যে রকম করে আরম্ভ করেছিলে তুমি, আমি ভাব্লাম না জানি কি! কিন্তু এতে ভগবানের দোষ কি? মা-বাবা যা নাম রেখেছেন, ভগবান্ তার কি করবেন?"

অমিয় সুনীলকে আরো কাছে টানিয়া

লইয়া বলিল, "বুঝ্‌লি না বোকা। নারীর মত কোমল তুই, তোকে কিনা করলেন পুরুষ!"

অমিয়র বাহুর মধ্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া সুনীল বলিল, "ধেৎ, সেই বুঝি ভাল! অমিয় হাসিল।

ক্রমে তাহারা নদীর ধারে আসিয়া পড়িল। সুনীল সেই দূরবিস্তৃত জলরাশি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া অমিয়র হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অজয়ের নিকট ছুটিয়া গেল এবং তাহার হাত হইতে সেই কুড়ান ডালটা লইয়া উৎসাহের চোটে সকলকে ছাড়াইয়া বাঁধের-দিকে ছুটিয়া গেল। ক্রমে সে বাঁধের উপর উঠিবার উপক্রম করিল। ভীতভাবে অমিয় ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া আসিল, "সুনীল! সুনীল! ওকি! ওকি করো সুনীল!" সুনীল বাঁধের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডালটা সজোরে জলের উপর ফেলিতে গেল, কিন্তু সে নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিল না। কল-কল শব্দে জল ছুটিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে বাঁধের উপর সেই প্রতিহত ভীষণ তরঙ্গ-সকল আছড়াইয়া পড়িতেছিল! সেই জলের উপর পড়িয়া মুহূর্ত্তে সুনীল অনেক দূরেই চলিয়া গেল। অমিয় জলে ঝাপাইয়া পড়িতে গেল কিন্তু নীরদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আঃ কি ছেলে-মানুষি করো অমিয়! যে, গেছে সে ত গেছেই; তুমি শুদ্ধ যাবে যে!"

অমিয় সবেগে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অজয় ও নীরদ তাহাকে এত দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিল যে, সে কিছুতেই নিজেকে তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারিল না। ক্রোধের উচ্চ চিৎকারে সে কহিল, "ছেড়ে দাও, আমি রামজয়বাবুকে কি বল্‌বো? আমায় তোমরা ছেড়ে দাও। আঃ ছেড়ে দাও না নিবোধ!"

কোথায় সেই প্রবল জলের স্রোত তীরের মতই তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল! আর অমিয়? যাহাকে সে নিজের ভাই বন্ধুদের অপেক্ষাও বুঝি অধিকতর ভালবাসিত, সেই সুনীল, তাহার চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, চিরজন্মের মতই চলিয়া গেল, আর সে কিছুই করিতে পারিল না। হায় মানব! হায় অমিয়, কত ক্ষুদ্র তুমি, তবু নিজেকে বড় ভাবিয়া গর্ব্বে অস্থির হও! কতটুকু শক্তি তোমার!

বিপিন শুদ্ধ অমিয়র কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "কি আর করবে ভাই? চল, বাড়ী ফিরে চল।"

অমিয় উত্তর দিল, "বাড়ী? রামজয় বাবুর বাড়ীর পাশেই না আমাদের বাসা? সেখানে যাব? তার ছেলেকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমি আবার সেইখানে ফিরে যাবো? পারব না বিপিন, এ অনুরোধ আমায় কোরো না।"

কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিল না, প্রায় টানিয়াই তাহাকে লইয়া চলিল; সে সকলের পিছনে পিছনে অতি প্রাণহীন-ভাবে চলিতে লাগিল। সকলেই সেই সুন্দরকান্তি কোমল-হৃদয় বালককে ভালবাসিত। যে দেখিত সেই বুঝি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাহাকে দেখিলে ভাল না বাসিয়া থাকা

যায় না, তাই সকলেই তাহার জন্য কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। নীরবে নতমস্তকে সকলে অবশ চরণে ফিরিতেছিল। যাহার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ সেই নাই! মুকুল ফুটিবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হইল!

সকলের পিছনে অমিয় আসিতেছিল। প্রাণবায়ু যেন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! তাহার মুখখানা নীল হইয়া গিয়াছিল। কলে-চলা পুতুলের মতই সে আসিতেছিল। তাহার মনের ভিতরটাও এমনি অবশ হইয়া গিয়াছিল বটে, তবুও মাঝে মাঝে কেমন তোলপাড় করিয়া উঠিতেছিল। সে কেমন করিয়া রাম-জয়বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে। কেমন করিয়া বলিবে, "ওগো আমি তোমার পুত্র-হন্তা। তোমার সুনীল আর নাই।" কেমন করিয়া সে বলিবে—ওগো ভগবান্? কেমন করিয়া সে পুত্রহারা পিতাকে গিয়া তাহারই হস্তে গচ্ছিত পুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ জানাইবে? আর সে নিজেই যে তাঁহার পুত্রের বন্ধুরূপী মহাশত্রু।

অমিয় হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া নীরদের হাত চাপিয়া ধরিল ও বলিল, "আচ্ছা নিরোদ, সে যদি সত্যি না মারা গিয়ে থাকে? জলে তাকে খোঁজ হোলো না তো?"

ম্লানভাবে হাসিয়া নীরদ বলিল, "দেখ নি তুমি, তখনই যে একটা সাপ তাকে জড়িয়ে ধরেছিল?"

আকুল স্বরে অমিয় বলিয়া উঠিল, "না না; যাও পুলিসে খবর দাও, সে হয়ত বাঁচ্‌তে পারে।"

পুলিশ আসিয়া যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিল; কিন্তু সেই প্রবল বন্যাস্রোতের ভীষণ ক্রুদ্ধ তরঙ্গের তাড়নায় কোথায় সেই ক্ষুদ্র জুঁই-ফুলটী ভাসিয়া গিয়াছে, কে তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে? তখন অগত্যাই সকলে বাড়ী ফিরিয়া চলিল।

অমিয় আবার সকলের পিছনে গিয়া দাড়াইল। মুহূর্ত্তে তাহার মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠিল—উৎকণ্ঠিত পিতামাতা তাঁহাদের স্নেহের ধন সুনীলকে পাঠাইয়া ব্যগ্রদৃষ্টিতে এই পথের দিকেই চাহিয়া আছেন। হা ভগবান্! অমিয় এখন কি করিবে? বলে দাও প্রভু বলে দাও অমিয় কি করিবে। কেমন করিয়া সে বলিবে, "নাই, নাই, সে নাই!" কেমন করিয়া এ কথা সে বলিবে?

ক্রমে সকলে মেসের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। ঐ না রামজয়বাবুর আনন্দপূর্ণ বাড়ীখানি দেখা যাইতেছে? ঐ তো ঐ রামজয়বাবু ও নিরাঙ্গমোহিনী দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। সকলের চরণ অবশ হইয়া আসিল। ক্লান্ত চরণকে টানিয়া কোনমতে সকলে অগ্রসর হইল। হঠাৎ রামজয়বাবুর কণ্ঠস্বরে সকলেই চমকিয়া মুখ তুলিল।—"সুনীল! সুনীল! আমার সুনীল! কই সে? কোথায়?"

সে নাই, সে নাই! চারিদিক্ দশম-বর্ষীয় বালকের বিচ্ছেদে আর্ত্তস্বরে যেন কাঁদিয়া উঠিল! অজয় নিকটে আসিয়া বলিল, "আমাদের অসাবধানতায় সুনীল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।" তাহার কণ্ঠ এইখানেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

"সে নাই? আমার সুনীল! না না সে আমার নয়, স্রোতের ফুল সে, স্রোতেই তাই আবার ভেসে গেছে।"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রামজয়বাবু সেই বন্যার জলের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকখানি সময় কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল তাহা কেহ জানিতেও পারিল না। রাস্তার লোকগুলা বন্যা দেখিবার কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। অনেকে অনেক প্রশ্ন করিয়াও কাহার নিকট বিশেষ বৃত্তান্ত না পাওয়ায়, বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন ব্যাপার তো কখনও তাহারা দেখে নাই! বিপদ্ হইয়া থাকে শোক প্রকাশ করিবে, কাঁদিবে; তা না, একজন রহিলেন মুখ ঢাকিয়া বসিয়া, আর একদল রহিলেন মাটির পুতুলের মত দাঁড়াইয়া। তামাসাটা বড় রুচিকর হইল না দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে সকলেই স্থানত্যাগ করিয়া বন্যার জলের দিকেই মনোযোগ প্রদান করিল।

আকাশ মেঘে ঢাকা, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়িতেছিল। বহুক্ষণ পরে রামজয়বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তারপর হোষ্টেলের ছেলেদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গায়ে মাথায় জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না, বাড়ী যাও।"

ক্রমে সকলেই চলিয়া গেল, কিন্তু অমিয় সেখান হইতে নড়িল না। ফিরিয়া যাইতেও সে পারিল না, কাছে আসিতেও সাহস করিল না। ভগবানই অবশ্য সবই করান, কিন্তু এক্ষেত্রে সেই যে এ নিয়তির নিমিত্তকারণ।

কয়েক মিনিট পরে অমিয় আসিয়া রামজয়বাবুর পা-দুইটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আমি, আমিই আপনার পুত্রহন্তা। আমি যদি তাহাকে না লইয়া যাইতাম, তাহা হইলে ত এমন হইত না।"

অমিয়র হাত হইতে পা-দুইখানা সরাইয়া লইয়া, তারপর তাহার মাথায় হাত রাখিয়া রামজয়বাবু বলিলেন, 'সবই মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছা! অমিয়! ক্ষুদ্র মানব আমরা, আমরা কি করিতে পারি?"

পুত্রহন্তাকে এতবড় ক্ষমা করিতে কয়জন এ জগতে পারে? সুগভীর শ্রদ্ধায় অমিয়র মাথাটা নিঃশব্দে রামজয়বাবুর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "ভিজা কাপড়ে থেক না বাবা, যাও বাড়ী যাও।"

অমিয় ও রামজয়বাবু তাহার সেই ফুলগাছ ভরা বাগানের মধ্য দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে সব গাছের ফুলগুলা কাহার বিরহে যেন ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল! দরজার কাছে লাল করবীটা কাহার আশায় যেন পথ চাহিয়াছিল, তাহাকে না পাইয়া অভিমানেই যেন মুখ ফিরাইল! বারান্দার দাঁড়ের উপর ময়না পাখীটা বসিয়াছিল, তাহাদের দেখিয়া বলিল, "সুনীল এলি না, ভাত যে জুড়িয়ে গেল।" হায়! তবু যে কেহ আসিল না! আসিবে কোথা হতে? সে যে নাই! সে আর আসিবে না, চিরজন্মের মতই সে চলিয়া গিয়াছে!

অনিলের একখানা কাপড় পরিয়া অমিয় স্খলিত পদে উপরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। মেজের উপর বিরাজমোহিনী দেবী মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছেন, শবার

একটুও কাঁপিতেছে না, হয় ত মূর্চ্ছাই হইয়া থাকিবে। মাথার কাছে রামজয়বাবু বসিয়া; পাশেতে সুনীলের পোষা বেরালটা সুনীলকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। রামজয়বাবু অমিয়কে বলিলেন, "বোস।"

অমিয় নিকটে বসিল, সে মুখ তুলিতে পারিতেছিল না। রামজয়বাবু বলিলেন, "শোন অমিয়, এ পৃথিবীতে আমি এবং আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেউ,—এমন কি সুনীল নিজেও তার প্রকৃত পরিচয় যা, তা জান্ত না। তুমি আজ শোন; সে যদি থাক্‌তো তা' হলেও তোমায় শুধু এ কথা বল্‌তাম, সে আজ চলে গেছে তবুও বল্‌ছি। শোন, সুনীল ছেলে নয়, সে মেয়ে; এবং আমার নয়—অপরের। কার তা জানি না। সে আজ নয় বৎসরের কথা। অনিল তখন ৫ বছরের। আমি তখন ভাগলপুরে ছিলাম। খুব বন্যা এসেছে, আর সেই বন্যায় কি-রকম ভাবে ঠাণ্ডা লেগে আমার এক বছরের ছেলে নিখিল সে দিন হঠাৎ ভোরবেলা মারা গেল। আমার স্ত্রী এমনি করেই পড়েছিলেন। সমস্ত দিন যে কি করে কেটে গেল তা ভগবানই জানেন! তখন প্রায় বেলা একটা, বাড়ী বড় অসহ্য হওয়ায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। রাস্তায় খুব জল—ঠিক এমনি। না, এর চেয়েও বুঝি বেশী। হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম! একখানা চালা ভেসে আস্‌তেছে, তাতে একটা সুন্দরকান্তি শিশু শুয়ে। ছুটে গিয়ে চালাটা ধর্‌লাম। বহুকষ্টে জল ঠেলে বাড়ী ফির্‌লাম। আমার স্ত্রী তখনও তেমনি ভাবেই পড়েছিলেন। কাছে গিয়ে বল্‌লাম, ভগবান্ তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন কেন জান? চম্‌কে আমার স্ত্রী মুখ তুলে বল্লেন, কেন? তারপর আমার কোলে সেই একই বয়সের অজ্ঞাত কুল-শীল শিশুকে দেখে, নিখিল ভেবে তখনি তাকে বুকে চেপে ধর্‌লেন। আমি বল্‌লাম, ভগবান্ নিখিলকে কেড়ে নিয়ে একে পাঠিয়ে দিয়েছেন; নিখিল থাক্‌লে যদি একে আমরা না নিই, তাই তাকে কেড়ে নিয়েছেন।

"বালিকার ভিজে পোষাকটা বদ্‌লাতে গিয়ে দেখ্‌লাম বাংলায় লেখা রয়েছে—'সুনীলা দেবী'; বুঝ্‌লাম শিশু ব্রাহ্মণকন্যা, আমাদেরই স্বজাতি।

"তাকে পেয়ে আমার স্ত্রী যেন অনেকটা সুস্থ হলেন। এ শিশুটীও প্রায় সেই এক বৎসরেরই। ক্রমে সে সুস্থ হ'ল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। আমার স্ত্রীকে নিজ মাতা ভাবিয়া তাঁহার কোলে গিয়ে উঠ্‌ল। ক্রমে ৭ বৎসর চলে গেল। আমি ভাগলপুর হতে দু-এক দিনের জন্য বাড়ী এসেছিলাম বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী বা পুত্র কেউ আসে নি। সুনীলকে পাবার সাত বৎসর পরে আমি ভাগলপুর হতে চলে আস্‌লাম, সুনীল তখন আট বৎসরের। এখানে দু'বৎসর এসেছি। এখানে বা ভাগলপুরে কেউ জানে না যে সুনীল বালক নয়, বালিকা। সকলেই জানে সে আমার সন্তান। মনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না; শুধু আমার স্ত্রীর খেয়ালেই তাকে ছেলের মত রাখা হয়। ভেবেছিলাম তোমায়, শুধু তোমায় বলব সুনীল কে? তারপর যদি উচিত মনে করো তবে, তাকে তোমার হাতেই দোব। কিন্তু তোমার বাবাও জানিবেন না যে, সুনীল

আমার মেয়ে নয়। এ দেশের লোকেরাই এ কথা জানিবে যে, সুনীল আমার ছেলে নয়—আমার মেয়ে। শুধু তুমিই জানিবে সুনীল আমার রক্ত-সম্বন্ধে কেহই নয়, সে শুধু আমার প্রাণের বন্ধনে, স্নেহের বন্ধনে বদ্ধ অতি আপনার। উঃ আমার সুনীল! না না আমার নয়। কার সে? সুনীল কার? সেই দিন যে দিন সে আমার কাছে এসেছিল, সে-দিন তার বাপ-মা কি এর চেয়ে বেশী আকুল হয়েছিল অমিয়? ভগবান্! না কখনই না। বাছা আমার সুনীল রে! ফিরে আয়।"

সুনীল আসিল না। রাস্তায় উৎফুল্ল বালকের দল আনন্দে চিৎকার করিতেছিল। জল যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, "সে আর আসিবে না, সে আর ফিরিবে না। আমিই তাকে এনেছিলাম, আমিই ফিরিয়ে নিয়েছি। তোমরা তার কে যে, তাকে ফিরে পেতে চাও?" হু-হু শব্দে গাছ-পাতা এবং রামজয়বাবু ও অমিয়র হৃদয় কাঁপাইয়া বাতাস যেন কাণের কাছ দিয়া বলিয়া গেল, "সে নাই! সে নাই! সে চলিয়া গিয়াছে, কেন আর ডাকাডাকি?" অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইল; মাতালের মত টলিতে টলিতে পাশের ঘরে গিয়া সুনীলের শয্যার উপর সে শুইয়া পড়িল। অস্ফুট স্বরে বলিল, "সুনীল! আমার সুনীল! তুমি রামজয়বাবুর নও, তুমি অনিলের মারও নও, তুমি আমার! একমাত্র আমারই। যতদিন কাছে ছিলে ততদিন তুমি আমার ছিলে না। আজ দূরে, বহু দূরে চলে গেলে, কিন্তু আজই আমার হৃদয়ের অধিকতর কাছেই তুমি এসেছ। সুনীল আমার! এবারকার এই সারা-জীবনের কঠোর সাধনায় চার জন্মে আমি তোমায় পাবই পাব!"

শ্রীবন্দনা দেবী।

বিরহের ব্যাপ্তরূপ।

আজি প্রফুল্ল হিয়া মোর,
বিরহ-ব্যাকুল বেদনার ডোরে
বাঁধা পড়িয়াছ চোর!
তোমার মদির দরশে পরশে
আকুল চিত্ত ব্যাকুল হরষে,
মিলনানন্দে অশ্রু তরাসে
নিশি হয়ে যায় ভোর।
মিলনের মহা-মেলার মাঝারে
ডুবে থাকি মোহ-কূপে;
বিরহের দিনে দেখা দাও তুমি
নিতি নব নব রূপে।

কভু পাই কাছে, কখনো হারাই,
ব্যাকুল চিত্তে দু'বাহু বাড়াই,
কভু নাচি, কভু হাসিয়া লুটাই,
কভু বহে আঁখি লোর।
তোমার বিরহ-বেহাগ-রাগিণী
গগনে গগনে বাজে;
শান্ত সমীরে বহে যায় ধীরে
সে ধ্বনি ভুবন মাঝে।
পাখী কেঁদে বলে তুমি নাই কাছে,
ফুল মাথা নেড়ে বলে আছে আছে,
চাঁদ হেসে বলে সে বদন-আঁচে

হের এ বয়ান মোর।
ধরণীর এই ব্যাকুলতা মাঝে
তুমি যে পড়েছ ধরা!
মধুর তোমার লুকোচুরি বঁধু,
পরাণ পাগল করা।

মিলনে তোমারে পাই যে গোপনে,
বিরহে ব্যাপিয়া রয়েছ ভুবনে,
শত রূপে তুমি শত বন্ধনে
বেঁধেছ নবম ডোর।

দরবেশ।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাতেই শীলা মিঃ বসুর বাড়ী যাইবে, তাই সে তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইয়া মিসেস্ ব্যানার্জির পত্রখানিকে সযত্নে নিজের নিকট রাখিল, যাইবার সময় ডাকের বাক্স দেখিলেই ফেলিয়া দিবে। সে উপরেই ছিল, এমন সময় রামলোচনবাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শীলা, তোমার গাড়ী এসেছে।" শীলার দ্রব্যাদি, তাহাদের ব্রাহ্মণ সইসকে ডাকিয়া আনিয়া, উপর হইতে নামাইয়া দিল। শীলা তাহার কাকার কাছে গেল। তিনি একখানি পত্রপাঠে ব্যস্ত ছিলেন, শীলাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি যাচ্ছ, আচ্ছা। এই আবার সুপ্রকাশ রায়ের চিঠি এসেছে, তিনিও আজ কল্‌কাতায় যাচ্ছেন। আমায় লিখেছেন, 'মিঃ রায়কে যদি চিঠি দেন, আমার সঙ্গে দিবেন।' মিঃ রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। মিঃ রায়ের জমিদারীর ম্যানেজার নাই, তাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন; আমি দরখাস্ত করেছি, আবার সুপ্রকাশ রায়কে লিখেও দি। প্রভাতবাবুর মা ত সুপ্রকাশ রায়ের সঙ্গে আমাদের কথা-বার্ত্তা কর্ত্তেই মানা করেছেন; আমার তা চলে কই?—পেটের দায় বড় দায়।"

শীলা। আমি কিন্তু মিঃ বসুর বাড়ী বেশী দিন থাক্‌ব না। তিন দিন আপ্‌নি বলেছেন বুঝি, সেই তিন দিন থাক্‌ব।

রামলোচনবাবু। আমারও তাই ইচ্ছা। প্রভাতবাবুর মা সে কোন মতে শুনেন না, বল্লেন যে ছেলেরা কেউ বাড়ী থাক্‌বে না। তা তোমার যদি কষ্ট হয় আমায় জানিও, আমিও দেখ্‌তে যাব, তোমায় নিয়ে আস্‌ব। আমি আশা করি, তুমি এখন বড় হয়েছ, নিজের ভাল যাতে হয় বুঝ্‌বে।

শীলা গিয়া গাড়ীতে উঠিল, তাহার হৃদয় যেন ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। সুপ্রকাশ কলিকাতায় চলিয়া যাইতেছেন, তাহাকে একবারও ত বলেন নাই। তাহার সহিত পাছে সাক্ষাৎকার হয়, সেই ভয়েই পলাইতেছেন! দরিদ্র হইলে বুঝি, সাহসও থাকে না! সম্মুখে ডাকবাক্স দেখিয়া শীলা গাড়ী থামাইতে বলিয়া সইসকে চিঠিখানি ফেলিতে দিল।

গাড়ী যখন মিঃ বসুর বাড়ী উপস্থিত হইল, শীলা দেখিল, বারান্দায় মিঃ বসুর মা ও বেলা দাঁড়াইয়া আছেন। সে নামিবামাত্র বেলা তাহার হাত ধরিয়া বলিল,

"এসো ভাই, আমরা তোমার পথ চেয়ে রয়েছি ; মা ত কতবার বাবাণ্ডায় এলেন,— না মা ?" প্রভাতের মা বলিলেন, "ঘরে চল, মুখ ধুয়ে আগে চা খাবে চল ।"

আহারের কক্ষে সকলে প্রবেশ করিলেন। শীলা দেখিল সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ, সেখানকার সকল দ্রব্য গৃহস্বামিনীর সুরুচির পরিচয় দিতেছে ; তাঁহারা ইংরাজী ফ্যাসানে থাকেন, আহারাদির ব্যবস্থাও সেই প্রকার। রৌপ্য চা-দানিতে 'বয়' জল আনিয়া দিল। বেলা গিয়া চায়ের পাত্রের কাছে বসিল ও বয়কে বলিল,"সাহেবদের সেলাম দাও।" শীলা চমকিত হইয়া উঠিল। বেলা তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওঁরা আজ দুপুরের ট্রেনেই কলিকাতায় যাবেন। (শ্বশ্রূর প্রতি) মা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস না।" প্রভাতচন্দ্রের মাতা দূরে একখানি আসনে বসিলেন। তিনি বিধবা হইবার পর আর এ সকল আহারাদি করেন না। তাঁহার সব ভিন্ন ব্যবস্থা। হিন্দু ব্রাহ্মণকন্যা-দ্বারাই সকল কার্য্য করান। তবে পুত্রদের সঙ্গে থাকিতে হয়, সেজন্য তাহাদের কার্য্যে বা পার্টিতে যোগ না দিলে চলে না। পুত্ররা মনে ব্যথা পায়, সেজন্য তাঁহাকে বাহির হইতে হয়।

প্রভাতচন্দ্র ও সুব্রত সেই কক্ষে আসিয়া শীলাকে অভিবাদন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। প্রভাতচন্দ্র শীলাকে বলিলেন, "আমরাও আজ কল্‌কাতা যাচ্ছি, চার পাঁচ দিনে ফিরবো। সুব্রত ব্যারিষ্টার হয়ে এসে এখনো হাইকোর্টে প্র্যাকটিস্ করবার অধিকার পায় নি, তাই ওকে নিয়ে যাচ্ছি। বেলা রইল, আপনারা দু'জনে বেশ থাকবেন।" তারপর মার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, আমাদের পথের খাবার দিও, কেলনারের খাবারে হবে না, তা বাপু বলে দিচ্ছি।"

মা। আমি তা জানি। তোমাদের খাবার করে দিয়েছি।

বেলা। (শীলার প্রতি) "ওকি ভাই তুমি ত কিছুই নিচ্ছ না! মা, একবার দেখনা, শীলা লজ্জা কচ্ছে।"

সুব্রত টেবিল হইতে কয়েকটি দ্রব্য উঠাইয়া শীলার সম্মুখে ধরিল। শীলা বলিল, "না, আমি এখন কিছু খাই না, যা আছে এই ঢের। সুব্রতর দিকে চাহিতে তাহার যেন ভয় হইতেছিল। এত যত্ন-আদর তাঁহারা ঐ জন্যই ত করিতেছেন, কিন্তু যখন সে ভুল ভাঙ্গিবে তখন তাঁহারা কি করিবেন!

আহারাদির পর প্রভাতচন্দ্রের মাতা গৃহকার্য্যে গমন করিলেন। শীলাকে লইয়া বেলা বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তুমি ততক্ষণ অ্যালবাম্ দেখ, আমি ওঁদের জিনিষপত্র গুছিয়ে আস্‌ছি।" শীলা একখানি চেয়ারে বসিয়া ছবি দেখিতে লাগিল।

বেলা গৃহের বাহিরে আসিয়া সুব্রতকে বলিলেন, "শীলা ওই ঘরে আছে, যাও না? তোমার মত মুখচোরা ত কাউকে দেখি নি ; অমন দাদার এমন ভাই কেন?" সুব্রত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "বৌদি, বৃথা চেষ্টা ; যা হবার নয় তোমরা কেন তা ঘটাতে চাচ্ছ?" বেলা গর্ব্বের সহিত বলিলেন, "হবার নয়? তুমি সব জান? পৃথিবীতে কে এমন অবুঝ আছে যে, এমন সুখ সৌভাগ্য নিজের পা দিয়ে ঠেলে দেয়? তুমি যাও, পরে অন্য কথা হবে।" বেলা চলিয়া গেলেন। সুব্রত কোন কথা না কহিয়া

বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বারের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

শীলা আপনার মনে ছবি দেখিতেছিল, তাহার চক্ষু ছবির প্রতি ছিল, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল বিষাদে পরিপূর্ণ। লোকের কথায় বা ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে পড়িয়া সে কি অন্যায় পথে যাইবে? প্রভাতচন্দ্রের মাতার যত্ন, বেলার সস্নেহ সম্ভাষণ সব মনে হইল। মনে হইল সে জগতে নিরাশ্রয়া সহায়হীনা, যদি সে এ ঘরের পুত্রবধূ হয় (তাহার এ কথা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে), তাহা হইলে তাহার আর কোন চিন্তা থাকে না, সে সংসারে ও সমাজে দাঁড়াইবার স্থান পায়। ঐ ত কাকার বাড়ী, আর খুড়ীমার স্নেহ! সেখানে থাকার চেয়ে কি এই সুখৈশ্বর্য্য ভাল নয়? ছি ছি, তার চেয়ে দরিদ্র ভিখারী হইয়া জীবন কাটানই ভাল। অমনি সুপ্রকাশের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে একবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাহার হৃদয়পটে সেই মূর্ত্তি প্রকাশিত! চক্ষু খুলিয়া চাহিল, যেন সম্মুখেও সেই মূর্ত্তি! সে ধীরে ধীরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যেমন দ্বারের দিকে চাহিল, দেখিল সুব্রত দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার মলিন মুখ আরও মলিন হইয়া গেল। সুব্রত যখন দেখিলেন আর সে স্থানে দাঁড়ান ভাল নয়, তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ছবি দেখ্‌ছেন? বৌদিদি কোথায়?"

শীলা। তিনি মিঃ বসুর জিনিষপত্র গুছাইতে গেছেন।

সুব্রত। আমরা কয়েক-দিন পরেই আস্‌ব, কল্‌কাতা থেকে আপ্‌নার কিছু আনাইবার আছে কি?

শীলা। (লজ্জিতভাবে) না, আমার কিছু আবশ্যক নেই।

সুব্রত। আপ্‌নি কি কল্‌কাতায় অনেকবার গেছেন?

শীলা। আমার জন্মের পর এই আমি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে এসেছি। আস্‌বার সময় ষ্টেসনেই ছিলাম, কলিকাতায় আমাদের চেনা লোক কেউ নেই।

সুব্রত। লক্ষ্ণৌ বুঝি আপ্‌নার খুব ভাল লাগিত? আমরা ওধারকার অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এখনো আগ্রা, দিল্লি বা লক্ষ্ণৌ যাই নি। বিলাত থেকে ত এই ক'বছর পরে এলাম। বিলাত চমৎকার দেশ।

শীলা। শুনেছি ত, দেখা ত সহজ নয়।

সুব্রত। এখন আর তেমন কঠিনও নয়, প্যাসেজও ঢের কম লাগে। আর আজকাল বাঙ্গালীদের থাকারও ঢের সুবিধা। আজকাল অনেকেই পাহাড়ে না গিয়ে, বিলাতে চেঞ্জে যান।

শীলা একখানি ছবি দেখাইয়া বলিল, "এটি কার ছবি? কি সুন্দর মুখ!"

সুব্রত। ও যে সুষমার ছবি, মাসীমার নাত্‌নী। ওকে আমরা দেখি নি, তবে শৈলেন রায়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছে, শুনেছি। আজ ক'বছর হল বিয়ে হয়েছে; সুষমার শরীর বড় অসুস্থ, তাই তাঁরা এখন সিম্‌লায় আছেন।

শীলা। এঁর স্বামী কি করেন?

সুব্রত। আগ্রায় প্রফেসর। সম্প্রতি ছুটী নিয়ে সিম্‌লায় আছেন।

শীলা। বড় সুন্দর মুখ! মিসেস্ ব্যানার্জির কি আর কেউ নেই?

সুব্রত। সুষমার একটী ছোট আছে—রমা, সেও সুষমার কাছে এখন আছে; তাকেও আমরা দেখি নি। সে তার বাবার কাছেই থাকে।

শীলা। তার ছবি নেই ?

সুব্রত। না, মাসীমার কাছে চাইতে হবে। আপনি যে ক'দিন থাক্‌বেন, আমরা ত কেউ থাক্‌ব না; আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌বেন কি ?

শীলা। কি বল্‌বেন বলুন; আপনাদের বাড়ীতে আছি, আপনাদের কথা শুন্‌তেই হবে।

সুব্রত। আপনি সুপ্রকাশ রায়ের সঙ্গে কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা রাখ্‌বেন না, আমায় এই কথা দিন।

শীলার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া গেল; সে বলিল, "আপনাদের বাড়ীতে আছি, সেইজন্যই আপনি আমায় অপমান কর্‌ছেন। কিন্তু বিবেচনা করে দেখ্‌বেন যে, আমি স্বেচ্ছায় আপনাদের বাড়ীতে আসি নি বা পরিচিত হই নি। যদি আপনারা আমার সঙ্গে পরিচয় না রাখেন, আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

সুব্রত তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আপনি কেন চলে যাবেন ? আমার মা আপনাকে আদর করে এনেছেন, আর আমি আপনাকে তাড়াব ? আপনার মন নিশ্চয়ই পাষাণের মত কঠিন, তাই এমন কথা বল্‌ছেন। আপনি কি জানেন না, বা বুঝ্‌ছেন না যে, আমরা সকলেই আপনার জন্য কিরূপ ব্যস্ত ? তবু আপনি কি করে এমন নিষ্ঠুর হন,' বুঝ্‌তে পারি না।

শীলা। আর ও কথায় কাজ নাই, থাক্ !

সুব্রত। না, একবার যখন কথা উঠেছে আর গোপন কর্‌তে পারি না। আপনি যখন শুন্‌লেন, এই টুকু শুনে রাখুন,—আপনাকে যেদিন প্রথম দেখিছি, সেই সময় হতেই আপনাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিছি; জানি না, আমার মত দুর্ভাগা আপনার মন পাবে কি না ?

শীলা। আমি ও কথা শুন্‌তে চাই না, আমায় ক্ষমা করুন। আপনার জন্যে বাস্তবিক আমি দুঃখিত জান্‌বেন, কিন্তু আপনি অপাত্রে আপনার ভালবাসা অর্পণ করেছেন। বড় দুঃখের কথা যে আমি আপনাদের বাড়ীতে এসিছি; আমি এমন জান্‌লে কখনও আস্‌তাম না।

সুব্রত। আমায় ক্ষমা করুন, আমি একবারও ভাবি নি যে, সাহসা আপনাকে এই ভাবে আমার হৃদয়ের কথা জানাতে হবে। যাই হোক, যখন আশা নেই বলেছেন, তখন আমার বল্‌বারও কিছু নেই। তবে আপনার কাছে করজোড়ে এই মিনতি যে, এই কয় দিন আমার মায়ের কাছেই থাক্‌বেন, আমার ছায়াও আপনি দেখ্‌তে পাবেন না। আমার মাকে আর এ বিষয় কিছু জানাবেন না; কারণ, তা হলে তিনি আর আমায় ক্ষমা করবেন না।

শীলা। আপনি যদি আর এ কথার উত্থাপন না করেন, তা হলে আমিও করব না। কিন্তু এ অপ্রিয় কথা উত্থাপন না করাই ভাল। যদি তা করেন, ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আমি আর দেখাও কর্‌তে পারব না।

সুব্রত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখে

ঘোর নিরাশার ছায়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। তিনি বলিলেন, "একবার ভেবে দেখ্‌বেন, আর আমার কিছু বল্‌বার নেই। আমি বুঝিছি আর আমার কোনও আশা নেই। আমার কথা যাক্‌। আপ্‌নি এ ক'দিন আমার মায়ের কাছে নিরাপদে থাকুন্‌। আমি আজই চল্‌লাম।"

সুব্রত চলিয়া গেলেন। শীলা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিল। তাহার পর সে ভাবিল, সে কাহার জন্য এই সব বিসর্জ্জন দিল। বেচারী সুব্রত নিরপরাধ, ভালবাসিয়া এত অপমানিত হইল। তাঁহার কোনই অপরাধ নাই, তবু কেন সে তাঁহাকে দেখিতে পারে না? তাঁহার সঙ্গে বিবাহের কথায় কেন তাহার হৃদয় এমন জ্বলিয়া যায়? প্রভাতের মার সস্নেহ ব্যবহার, বেলার আদর সে কি-ভাবে উপেক্ষা করিতেছে! সে কি মরীচিকা দেখিয়া অন্ধ হইয়া বেড়াইতেছে? তাহার হৃদয়ও ত নিরাশার তীব্র তাড়নায় এমনি করিয়া ধূলায় লুটাইবে! না না, সেই সুন্দর সরল মুখে উদারতার ছায়া প্রকাশিত! সেই নয়নে প্রেমের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! সে কি বৃথা? সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকেই চাহিয়া ফুটিয়া উঠে, সে আর অন্যদিকে চাহে না। তাহার হৃদয়ের প্রণয়-পুষ্প সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; সে কি করিয়া সুব্রতর প্রতি চাহিবে?

সুব্রত গিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইল। গৃহিণী তখন নিজের কক্ষেই কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। সুব্রত গিয়া মাতার নিকট দাঁড়াইবামাত্র, তিনি তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া বলিলেন, "কিরে সুবো, কি হয়েছে?"

সুব্রত। মা তোমরা বৃথা চেষ্টা কচ্ছ। শীলার সঙ্গে বিয়ে হবে না।

মা। কেন, সে কি কিছু বলেছে?

সুব্রত। হাঁ, সে বলেছে সে কোনমতে আমায় বিয়ে কব্‌তে পার্‌বে না।

মা। আচ্ছা, তোমরা আজ কটক থেকেত যাচ্ছ, যাওত। আমার চেষ্টায় যতদূর হবে তা কব্‌ব। আমি তোমায় বলে রাখ্‌ছি, যে আমার এই ঘর ছেড়ে, তোমার মত স্বামী ছেড়ে, অন্য কাউকে বিয়ে কব্‌বে, তার নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

সুব্রত। মা, শীলার সুপ্রকাশ রায়ের প্রতি নিশ্চয়ই অনুরাগের ভাব আছে। মা, তুমি শীলাকে তার সঙ্গে মিশ্‌তে দিও না, বা এ কয়দিন মাসীমার বাড়ী যেতে দিও না। মাসীমা সব জেনে শুনে কেন সুপ্রকাশকে এমন ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? জানা-শোনা নেই, কোথাকার অপরিচিত লোক, কাজ কর্ম্মের ঠিক নেই, ঘর-বাড়ী কিছু নেই, সে কি শীলার উপযুক্ত হবে?

মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, শীলা আমার ঘরেরই বৌ হবে।

সুব্রত জানিতেন, তাঁহার মায়ের সকল কাজেই দৃঢ়তা আছে ও তিনি বেশ সুচারু-রূপেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন; তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার যা ভাল বোধ হয় তাই কর মা! আমি কিন্তু তোমায় ঠিক বলে দিচ্ছি, আমি আর কাউকেই বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না; আমায় এ বিষয় অনুরোধ কোরো না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সপত্নী-দর্শনে।

সপত্নী-দর্শনে কৃষ্ণা রহে অধোমুখে,
প্রফুল্ল-নলিনী ম্লান রবি-তাপ-দুখে ;
বাণী নাহি সরে মুখে ছল-ছল আঁখি,
তবু আসি ধীর পায়ে, করে কর রাখি
দাঁড়াইল পাশে যথা ভদ্রা লাজমুখী,
উদ্দীপ্তা মহিমাময়ী প্রণয়ে বিমুখী।
পার্থ প্রতি অভিমানে চিত্ত জর-জর,
করেতে বরণ-ডালা কম্পে থর থর ;
প্রেমে আজি অংশীদার, বড় ব্যথা প্রাণে ,
প্রেমরাজ্যে কি বিপ্লব বিদ্রোহি-মিলনে !
মনোহর সুবিমল প্রেম অনাহত
রূপসীর চিত্ত-মাঝে শোভা দিত কত !
শতদল দলে-দলে ফুটি অবিরাম,
পরিপূর্ণ চিরস্নিগ্ধ তৃপ্ত মনস্কাম !
আকুল করিল আজি ভদ্রা-মুখ হেরি,
অর্জ্জুনে কটাক্ষ করে বিষাদে গুমরি।
সুকোমলা নববালা সুভদ্রা ষোড়শী
অপরাধি-বেশে তথা রহে গো উদাসী।
মধুর সুকান্তিখানি উজল নয়ন,
দ্রৌপদীর মুখ পানে চাহিল তখন।
কাতর-বেদনা-ভরা কম মুখে হেরে
সপত্নী-বিদ্বেষ-বহ্নি নিভিল অচিরে।
অনুজা-সোহাগে ত্বরা সে মুখ চুম্বিল,
দয়ানদী উথলিল প্রক্ষালি আবিল।
অদূরে দাঁড়ায়ে হেরে পার্থ মহারথী,
কৃষ্ণার মহত্ত্ব হেরি অতি-মুগ্ধমতি !
পরাজয়ী বীর সম লজ্জানম্র-চক্ষে
ধরিয়া যুগল করে প্রেমপূর্ণ বক্ষে,
(কহে), "খুলে দেখ হৃদি-দ্বার পাণ্ডব-মহিষি !
তোমা বিনা হেথা আর কেবা গরীয়সী।
সহস্র তারকা কভু আবরিতে নারে
পূর্ণিমার অনাহত আলোক বিভারে॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আবাহন।

১

আয় মা, শরতের রাণী,
শরতের এই শুভদিনে।
মাতিয়ে দে মা, বাংলা-দেশে,
হাসিয়ে দে মা দীনহীনে॥
তোরি তরে, দেখ্ মা চেয়ে,
ছেলে-বুড়ো আস্ছে ধেয়ে,
বাংলা আছে আঁধার হয়ে,
তোরি আগমন বিনে।
সপ্তকোটী ভায়ে মিলে,
আজ্‌কে তোকে প্রণাম করে।
ভুলিয়ে দিয়ে হিংসা-দ্বেষে,
মিলিয়ে দে মা, করে করে॥

২

বরষ পরে, হরষ-ভরে,
আপন ঘরে ফিরে এলি।
দে মা বুকে অভয় আশীষ,
দে মা শিরে চরণ-ধূলি॥

আমি মা তোর অবোধ ছেলে, ভুলিস নে মা অধম বলে ;
তুই যদি না নিবি কোলে, কে আর নেবে বুকে তুলি ?
সপ্তকোটী ভায়ে মিলে, আজকে তোকে প্রণাম করে।
ভুলিয়ে দিয়ে হিংসা-দ্বেষে, মিলিয়ে দে মা, করে-করে ॥

৩

বুঝি মা গো এত দিনে, পড়্‌ল মনে সন্তানেরে,
তাই বুঝি আজ ফিরে এলি, লক্ষ্মী-ছাড়া ছেলের ঘরে।
আমের পাতা মাটির ঘটে, আলিপনা চিত্রপটে,
মঙ্গল শাঁখ তোমার কথা করছে জ্ঞাপন চরাচরে।
সপ্তকোটী ভায়ে মিলে, আজ্‌কে তোকে প্রণাম করে।
ভুলিয়ে দিয়ে হিংসা-দ্বেষে, মিলিয়ে দে মা ! করে-করে ॥

৪

ছয়টী ঋতু ফুলের মালা, ঘুরে ঘুরে গেছে ফিরে।
বরষ পরে, তেমনি করে, বস্‌ব মা ! তোর চরণ ঘিরে ॥
দুঃখ-পাপ আর বেদন যত, তোর ত নয় মা ! অবিদিত,
ষড়্‌রিপু বলি দিয়ে, নে মা, আমায় শোধন করে।
সপ্তকোটী ভায়ে মিলে, আজ্‌কে তোকে প্রণাম করে।
ভুলিয়ে দিয়ে হিংসা-দ্বেষে, মিলিয়ে দে মা, করে-করে ॥

৫

আগমনে মা, তোর আজি, ফুটেছে ফুল ঝাঁকে ঝাঁকে,
বক-সারসে করছে কেলি, গাইছে পাখী শাখি শাখে।
আয় জননি ! সিংহ-বায়ে, হাসিয়ে রঙ্গ কিরণ ভায়ে,
তোর ঐ দনুজনাশি শূলের ঘায়ে, দূর কর পাপ-তমসাকে।
সপ্তকোটী ভায়ে মিলে, আজ্‌কে তোকে প্রণাম করে।
ভুলিয়ে দিয়ে হিংসা-দ্বেষে, মিলিয়ে দে মা ! করে-করে ॥

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাসায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে সরলাকে শয়ন করাইয়া, ব্যস্তভাবে প্রফুল্ল যন্ত্র-সাহায্যে তাহার বুক পরীক্ষা করিতে বসিল। আমি উদ্‌গ্রীব হইয়া সরলার শিয়রে বসিয়া প্রফুল্ল-কুমারের চক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। একটু পরেই প্রফুল্লকুমারের ভ্রূযুগল অলক্ষ্যে ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, ক্রমে আরও কুঞ্চিত হইল, ক্রমে আরও—; চক্ষের তারা-দুইটী যেন ক্রমে ক্রমে কোন্ দূর হইতে দূর-তর স্থানের উপর কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল;—ক্রমে যেন বোধ হইল, প্রফুল্লকুমার কত দূরস্থিত বস্তুর উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়াছে! ক্রমে সে দৃষ্টি যেন কিছুরই উপর স্থাপিত নহে, এমনই বোধ হইল;—শূন্য চাহনি! প্রফুল্লকুমারের স্বাভাবিক স্ফীত-কপোত-বক্ষ একবার ফুলিয়া উঠিয়া, নাসাগ্রভাগ একবার কম্পিত করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইবার উপক্রম হইল; প্রফুল্লকুমার অতিকষ্টে তাহা চাপিয়া ক্ষিপ্রভাবে সরলার বুক হইতে হাত উঠাইয়া লইল এবং কান হইতে যন্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। প্রফুল্ল বাহিরে আসিয়াই হস্তস্থিত ষ্টিথোস্কোপ্‌টি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অবশভাবে দত্তজার স্কন্ধের উপর বাহু রাখিয়া তাঁহার গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। দত্তজা বারাণ্ডার সোপা-নের উপরেই বসিয়াছিলেন; আসিয়া অবধি সকাল-সন্ধ্যা তিনি সেই স্থানটীতেই বসেন এবং স্থির-গম্ভীর দৃষ্টিতে জলের পানে চাহিয়া থাকেন।

এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আমার কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না, তথাপি প্রফুল্লকে আমার কাছে ডাকিলাম। প্রফুল্ল আসিয়া আমার কাছে বসিল। আমারও তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না, অতিকষ্টে বুক চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হবে, প্রফুল্ল?" প্রফুল্ল বলিল, "আমার মাথা আর মুণ্ডু,- উঃ; আর এক সপ্তাহ আগে জান্‌তে পার্‌লেও বুঝি—।" প্রফুল্ল আর কথা কহিল না। সে সকল সময় কান্না আসে না। সেইদিন অনেক রাত্রে দুই ভাই-বোনে অনেক কাঁদিয়াছিলাম।

সরলার দেবর আপনার বাসায় চলিয়া গেলেন। তিনি কলিকাতায় একটি মেসে থাকিয়া চাকরী করেন এবং সপ্তাহান্তে বাড়ী গিয়া থাকেন, শুনিলাম। তিনি বলিয়া গেলেন, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা আসিয়া খবর লইয়া যাইবেন।

পরদিবস প্রাতে সেই মেয়েটির নিকট সরলার আগাগোড়া ব্যবহার শুনিলাম। প্রথমে একটু একটু জ্বর, ক্রমে একটু একটু কাশি। হিন্দুর বিধবার স্বাস্থ্যের প্রতি যেমন হিন্দু-গৃহস্থের অবহেলা স্বাভাবিক, মাস-কয়েক তাহাই হইল। তারপর বাড়াবাড়ি হইলে গৃহস্থ ঔষধাদি যাহা দিত, সরলা লুকাইয়া লুকাইয়া তাহা ফেলিয়া দিত। ভ্রমর বারণ করিলে বলিত, "হিন্দুর বিধবার জীবন ধারণ কর্‌বার জন্যে এত কি মহাপাপ।" আমাদের সংবাদ দিবার কথা উঠিলে নাকি সকলকে ভয় দেখাইত,—"তোমায় যদি এমন অসুস্থাবস্থায়

দেখেন, তবে দাদা আমায় নিশ্চয় নিয়ে যাবেন; আর তিনি নিজে ডাক্তার—আমায় আরাম করে তুলে আবার বিবাহ দেবেন এবং তোমাদের কুলে কলঙ্ক অর্পণ করবেন।" বাড়ীর বধূর পুনর্ব্বিবাহ-জনিত কুলে কালি পড়িবার ভয়ে সকলে চুপ করিয়া থাকিতেন, পীড়া সাঙ্ঘাতিক জানিয়াও কেহ আমাদের তাহা এতদিন জানিতে দেন নাই। এদিকে সরলা মরিয়া ফুটিয়াও আমাদের পত্র লিখিত —"ভাল আছি।"

সরলার আশ্চর্য্যজনক ভাব! আসিবার পর একবার ক্ষীণহস্ত খোকার মাথায় বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল মাত্র;—সেই অবধি কেমন চুপ! চক্ষে একবিন্দু অশ্রু নাই, একবিন্দু বিষাদ, নৈরাশ্য বা দুঃখের ভাব মুখে নাই, কাহারও সহিত কথা কহিতে যেন আদৌ উৎকণ্ঠা নাই। সেই শুষ্ক-প্রসূন-সদৃশ মুখখানি আজ কত প্রশান্ত, দৃষ্টি কেমন স্থির-করুণ!

কিন্তু সরলার চক্ষে—সেই কোটরপ্রবিষ্ট উষার ক্ষীণ-নক্ষত্রের মত দুটী চক্ষে—কেবল এক এক সময় অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। শুষ্ক কপোল বহিয়া, উপাধান সিক্ত করিয়া, শয্যা-বস্ত্রের উপর তাহা গড়াইয়া পড়ে,—দিনের মধ্যে অনেকবার পড়ে। জাগ্রতাবস্থায় পড়ে, নিদ্রাকালে পড়ে; আবার কখনও বা সেই ম্লান, শুষ্ক, নিদ্রিতমুখে হাসির ক্ষীণ-চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে! সরলা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেমন বলিয়া ওঠে—"চল, চল, সখি! ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি—ব্রজের রতন!"

তাহার তোরঙ্গের মধ্য হইতে একখানি কাচে-বাঁধানো সুন্দর ছবি বাহির করিয়া প্রাতঃকালে ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় দেবো মা?" সরলা অতিকষ্টে হস্তোত্তোলন করিয়া ইসারায় দেখাইয়া দিল—তাহার চক্ষের সম্মুখে, দেওয়ালের গায়ে। ভ্রমরের কথামত আমি স্বয়ং সেখানি তেমনি করিয়া টাঙ্গাইয়া দিলাম। যখনই সরলা কিছুক্ষণ ধরিয়া স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া থাকে, তখনই চক্ষের জলে বালিশ ভাসায়।

চিত্রখানি অতিমনোহর,—আমার চক্ষে অমন চিত্র পড়ে নাই। চিত্রকর প্রেমিক;—যে প্রেমে বিচ্ছেদের ভয় আছে, সেই তুচ্ছ প্রেমের প্রেমিক তিনি নহেন। যে প্রেমে বৃন্দাবন একদিন দিশাহারা হইয়াছিল, যে প্রেমে একদিন যমুনা উজান বহিয়াছিল, যে প্রেমে মত্ত হইয়া একদিন বাংলা-শুদ্ধ লোক উন্মত্তের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছিল,—চিত্রকর নিশ্চয়ই সেই প্রেমের প্রেমিক; তাহা না হইলে এমন ভাব কোথায় পাইবেন? আমার বাড়ীতে অন্যূন দুইশত বাছাই চিত্র আছে, এ ছাড়া এই ক্ষুদ্র জীবনে কত চিত্র দেখিয়াছি তাহার অন্ত নাই। এর চেয়ে অনেক সুন্দর ছবি দেখিয়াছি,—আমার বাড়ীতেও আছে; কিন্তু এমন ভাবটি তো আর কোথাও দেখি নাই! চিত্র-বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত হইলে এর চেয়েও অনেক সুন্দরতর ছবি অঙ্কিত করা যায়, কিন্তু এমন চক্ষুতো কেবল বিদ্যার সাহায্যে অঙ্কিত করা সম্ভব নহে! ভক্তির চস্‌মা চক্ষে না পরিলে, তেমন চক্ষু তো মানস-নয়নের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যাইবে না! মানস-চক্ষে আগে না দেখিয়া কে কি আঁকিতে পারেন? অগ্রে মানস গোচর না হইলে কিছুরই কি বহিরস্তিত্ব সম্ভবে?

সেই অপরূপ চক্ষের উপর যখন সরলার ক্ষীণ চক্ষু-দুইটি স্থির দৃষ্টিতে-বসিয়া থাকে, তখনই তাহার শুষ্ক বক্ষ নিষ্পেষিত করিয়া দরবিগলিত-ধারে দ্রবীভূত প্রেমামৃত নিঃসৃত হইতে থাকে!—হায়, আজ তাহার সেই শুষ্ক বক্ষে বুঝি, আমাদের জন্য আর এক বিন্দুও অশ্রু নাই!! কিন্তু যে লোচনের পানে চাহিয়া আজ সরলা তাহার মেজদিদিকে বিস্মৃত হইতে পারিয়াছে, তাহার দাদাকে বিস্মৃত হইতে পারিয়াছে,—সে লোচনদ্বয় কাহার?—চিত্রখানি কাহার?—দৃশ্য কি?

গভীর, জনশূন্য, হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল, শাল-তমাল-তাল-দ্রুমরাজি-শোভিত ভীষণ অরণ্য! স্তবকে স্তবকে পুষ্পিতা ব্রততী-রাশি বৃহৎ-কাণ্ড-তরু-স্কন্ধে দোদুল্যমান; বনবিহঙ্গ-মিথুনগণ৷ শাখায় শাখায় বনফলাস্বাদনে ক্ষিপ্র-চঞ্চু-সন্তাড়ন-ব্রতী; উপরিস্থিত বৃহত্তরু-রাজির ঘন-পত্র-শাখাচ্ছাদনে বনভূমি ছায়াময়;—মধ্যে মধ্যে কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌদ্রখণ্ড লুকাইয়া আসিয়া শুইয়া আছে। এই বনভূমির পাদদেশ বিধৌত করিয়া অদূরে শান্তিময়ী কালিন্দীর কজ্জল-জলরাশি মৃদু কল-নিনাদে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া, আপন মনে কোথায় চলিয়াছে!—পর-পারে আবার "তমাল-তালী বনরাজি-নীলা" আরম্ভ হইয়াছে, যেন দূর আকাশের গায়ে গিয়া তাহা মিশিয়াছে, এই সেই মধুবন—আর অদূরে অলস-গামিনী ঐ যমুনা; সেই যমুনা যাহার প্রতি-বারিবিন্দু প্রেমের অশ্রুবিন্দু ছিল, এই সেই যমুনা! এই মধুর গম্ভীর অরণ্য মাঝে, একটী বৃহৎ-কাণ্ড-বৃক্ষ পাদমূলে, পূর্ণ অবতার, পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, ক্ষত্রিয়তনয়, সুনীতি-গর্ভ-সম্ভূত, কঠোর তপস্বী ধ্রুব,—শিশুর ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ স্কন্ধোপরি আসিয়া পড়িয়াছে; একটি ক্ষুদ্র গৈরিক বসন ক্ষুদ্র বাহু-দ্বয়ের অদ্ধাংশ আবৃত করিয়া, স্কন্ধ হইতে জানু অবধি বিলম্বিত। শিশু আপনার নবকিশলয় সদৃশ সুগোল ক্ষুদ্র বাহু-দুইখানি উর্দ্ধে প্রসারিয়া, সুকুমার কচি মুখখানি উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া, অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে! আজি সে কঠোর সাধনের ধন পদ্মপলাশলোচনকে পাইয়াছে, তাই শিশু আজ আত্মহারা,—যেন দুই ক্ষুদ্র বাহু প্রসারিয়া কোলে উঠিতে যাইতেছে! আর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়ে কে ওই? আমার চিরদুঃখিনী সরলা নিদ্রার ঘোরে মুদ্রিত নয়ন অশ্রুজলে ভাসাইয়া, শুষ্ক ওষ্ঠা-ধরে ম্লান হাসির রেখা ফুটাইয়া, এক এক দিন যে মোহনমূর্ত্তির উদ্দেশ্যে ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠে—"ওই, ওই—দাঁড়াইয়ে নারায়ণ, শান্তিপ্রস্রবণ—ওই দাড়াইয়ে কে ঐ?"

নব-যৌবন সম্পন্ন, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-মূরতি পরম সুন্দর কে ওই?—ঐ গলে দোলে বন ফুলমালা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে ওই চারু চারি ভুজে;—ওই কণ্ঠেতে কৌস্তুভ-মণি, মস্তকে কিরীট ওই;—ওই কাণেতে কুণ্ডল শোভে, বাহু চতুষ্টয়ে শোভে কেয়ূর-বলয় ওই;—ওই পরিধানে পীতবাস, নিতম্ব বেড়িয়ে দোলে হেমকাঞ্চীদাম;—ওই, চরণেতে শোভে কিবা সোণার নূপুর;—ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়ে কে ওই? আর, ওই প্রেম-অশ্রু-টল-টল আকর্ণ-নয়ন-দুটি—কত শান্তি, কত প্রেম, কতই আশ্বাসে ভরা!—আ মরি মরি!!—সাধে কি সরলা

কাঁদে! ধন্য সরলা, আর ধন্য চিত্রকর! আর তোর জন্য কাঁদিব না; হায়, কাঁদিব না?

(উপসংহার)

প্রফুল্লকুমার।

নিজে তো ছিলামই,—কলিকাতারও কাহাকে দেখাইতে বাকি রাখি নাই। বাকি থাকিতে সরলা আমায় খবর দেয় নাই!! সবই বুঝিয়াছি; যে দিন হইতে জ্ঞান হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এ সকলের জন্য প্রস্তুত হইতে শিখিতেছি।

আমার পত্র পাইয়াই, সত্যেন্দ্র একটী স্ত্রীলোককে পাঠিয়ে সরলার খবর নিয়েছিল; সেই থেকে মানুষটা দমে গেছে। সরলার কাছে এ কয়দিন বড় যেতো না,—কলিকাতায় আসিতেই চাহে নাই। সরলাও কাল শেষরাত্রে কেমন সত্যেনের মুখের দিকে চেয়েছিল,—সত্যেন অমনি উঠিয়া বাহিরে গেল। মেজদিদির মুখের দিকে চেয়েছিল, ভ্রমরের মুখের দিকে চেয়েছিল,—দু'জনে ছেলেমানুষের মত ফুলে ফুলে কেঁদেই অস্থির!

সরলা নাই!—সোজা কথা। এ ক্ষুদ্র পৃথিবীতে কত লোক আসিয়াছে, কত লোক গিয়াছে—তাহারা আর নাই,—সরলাও নাই! —আমার সেই সরলা! আমার বোন! কার বোন? আমারই বোন-বলিব না? অবশ্য বলিব, খুব করিব—আমার বোন সরলা! সে আর নাই—কোথায় গিয়াছে!

আজ সকালবেলা, যখন কাল রাত্রের চল্‌-চলে চাঁদখানা আকাশের কোণে কোথায় লুকাইয়া পড়িল, ঠিক সেই সময়ে সরলাও! যাক্‌, সে তো আর নাই, আমি আছি,—এই তো আমি আছি, এই যে আছি! আবার ভাত খাইব, আবার গাড়ী চড়িয়া সাহেব সাজিয়া বেড়াইব, আবার হয় তো হাসিব—কিন্তু সরলা থাকিবে না! সে যে নাই। আমি আছি—যাবো কোথায়? আমি তো আর সরলা নহি,—আমি যাবো কোথায়? এই তো সরলা আজ সকাল বেলাও ছিল,—ঘরে শুয়ে ছিল—ওগো ছিল বৈ কি! আমার মুখের দিকে চেয়ে যে একবার "দা—আ—আ—" বলিতে গিয়া আর পারিল না! তা না থাকুক, সে ছিল—আমার বোন!—উঃ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দুর্গোৎসব।

(আবাহন)

শরদাগমে প্রফুল্ল হয়েছে নলিনী,
বৃথা আড়ম্বরে মেঘ কাঁপায় মেদিনী;
শোভিছে শস্যের শীষ শ্যামল সুন্দর,
ঢেউ তুলি খেলে তায় বায়ু নিরন্তর;
শেফালিকা স্থলপদ্ম পুষ্প মনোহর,
ফুটিয়া করিছে শোভা কানন-ভিতর;
হেন কালে এস মা গো ভক্তের জননি!

দুর্গতি নাশিনি, দুর্গে দনুজ দলনি।
দশভুজে, লয়ে এস দশ প্রহরণ,
অশুভ অসুরে মা গো কর বিনাশন;
বিঘ্ননাশী গজানন ষড়ানন সনে,
লক্ষ্মী-সরস্বতী লয়ে এস গো ভবনে;
কল্যাণ দায়িনী মা গো কল্যাণ-ভাণ্ডার,
ভারত শ্মশান এবে কি দেখিবে আর!

৬নং সিমলা ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে; শ্রীসনৎকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আন্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

VICTORIA MEMORIAL BOARDING INSTITUTION

Main– 100, Shambazar Street, Calcutta. Hindu & Mahomedan Departments in separate houses.

Branch Giridih, E I R.– Hill-Lodge, Pachamba Post, a 1st class Sanitorium, only for the Hindu boys.

A unique Residential Institution under whole-time resident teachers—graduates and under-graduates—enjoying recognition of the Calcutta University for over 30 years—under a strong and influential Committee of management with its President - Mahamahopadhya Pandit Kali Prosanna Bhattachar[illegible] M. A., late Principal, Sanskrit College.

[illegible] Results - Uniformly satisfactory, passing cent per cent most years with Scholarships and competition. Since 1910, the 1st year of Matriculation, it has passe[d] 4 times cent per cent, twice over 80 per cent,—secured 3 Government Scholarships including 1 competition. Last year it passed 11 boys out of 13,—9 in the 1st and 2 in the 2nd division. This year, it has passed 10 boys out of 13,—7 in the 1st and 3 in the 2nd division with a junior scholarship of Rs. 10/- a month—occupying the 4th place in the list of the Calcutta scholars.

It has on its staff 5 experienced graduates, both Kabya and Byakarantirtha Pundits, Madrassa-Final passed Moulavies; the Head master, Mr. K. M. Banerjee, B. A.,– of over 30 years' experience, late of the Government Hare School, Calcutta.

Separate buildings are provided for the Quiet and Refractory boarders—**the correction of the l[a]tter—its speciality and monopoly.** The Day-School re-opens on the 3rd July; the Boarding department is never closed.

A certain number of **free and half-free studentships** in the Day-school and also **free board and lodging,** available from July next, will be given to deserving, meritorious students of the 1st and 2nd classes.

N. B.—Special care will be taken of the plucked students in the **afternoon Free Coaching classes.**

For Prospectus and other particulars, please apply to

[illegible] B A.,
[illegible]

The 20th June, 1916.

বামাবোধিনী সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি, বিবাহ ও জন্ম দিনের উপহার দিবার উপযোগী নানা প্রকার ব্রোচ, আংটী, কানফুল, এয়ারিং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্স

৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড

টেলিফোন নং ২৫৯৬।

ব্রাঞ্চ ১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু দিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই।

১। অদৃষ্ট লিপি।

ইহাতে অদৃষ্ট লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী

অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল।

ভগবৎ-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। **কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প**—গল্পের পুস্তক।

৫। **অশোকা**—কবিতা পুস্তক।

৬। **হাসি ও অশ্রু**—কবিতা পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক পত্রিকায় প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মন্ত্রশক্তি। (উপন্যাস।)

Her latest book "Mantra-SaKti" fully maintains her reputation as a writer of the highest class of fixtion—fixtion that will live and move the hearts of men and women. The plot is thin, but the study of the characters of Amber and Bani clearly shews that she is a psychologist of a very high order. Blessed be her pen. (*Amrito Bazar Patrika*.

সুন্দর কাগজে পরিষ্কার তক্‌তকে ছাপা। দুইখানি মনোহর রঙ্গিন ছবি দ্বারা ভূষিত। বাঁধাই মূল্য ১॥০।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)। নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) ... ॥৶০।

কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট ... ৸০

সিল্ক বাঁধাই ... ... ১৲

ঠিকানা—মুখার্জ্জি, বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স,

১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহের উপহার।

যদ্যপি বিবাহে নববধূকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন, খাঁটি গিনি স্বর্ণের অলঙ্কারের জন্য মণিলাল কোম্পানীর দোকানে আসুন। এরূপ অল্প মূল্যে খাঁটি গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার কোন স্থানে পাইবেন না। উপরি-উক্ত গহনাগুলির চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেকটি ২৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে।

প্রাপ্তিস্থান—

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্, ৪০ নং গরাণহাটা—চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ এড্রেস—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭০৪।

ভীষণ প্রতারণা! ভীষণ প্রতারণা!!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে!!

ক্রেতাগণ সাবধান!!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর। যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পুরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা, ষষ্ঠীতলা রোড কলিকাতা।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না: জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলেই গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১।/০; তিন শিশির মূল্য ২৷০, ভি পিতে ২॥/০।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী-কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবন মাত্রই শরীরে নূতন জীবনি শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১॥০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২/০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জার্ম্মেনীর পরাজয়।

বার্ত্তা আতঙ্ক নিগ্রহ করে। রোগীর নিকট নিরোগ হইবার বার্ত্তা জীবনীশক্তি প্রদান করে। অতএব নীরোগ হইবার মন্ত্র গ্রহণ করুন।—

আতঙ্ক-নিগ্রহ-বটিকা।

সেবন করুন। ইহা সেবনে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মেহ, স্মৃতিনাশ প্রভৃতি রোগ দূর হয় এবং শরীর নীরোগ, সুস্থ এবং সবল হয়। সর্ব্বরোগহর ভারতীয় উদ্ভিজ্জে ইহা প্রস্তুত। ৩২ বটিকার এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ--

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভা-বাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্ম্মমিটার, ষ্টিথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধাদরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে-মূল্য ৮৵৹—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতি সরল ও সুন্দর।

মণ্ডল ফ্লুট।

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রসংশিত— দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টী সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ্ ৩ ষ্টপ্ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড্ ৪ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রায় ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রায় ১৲

কলিকাতা পাথুরেঘাটার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবৰ্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত হয় ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সাত দিনে নিশ্চয় আরোগ্য।

জ্বরামৃত ৩০ বটী ১৲

নূতন; পুরাতন, বিকার, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কুইনাইনে আটকান, মজ্জাগত দুঃসাধ্য জটীল জ্বর নাশক।

তিন মাসে নির্দ্দোষ আরোগ্য।

মহাভ্র ৭ বটী ১৲

শ্বাস, কাশ, রাজযক্ষ্মা, রক্তক্ষয়, হৃৎপীড়া, পাণ্ডু, তদানুষঙ্গিক জীর্ণজ্বর, গ্রহণী, বাতনাশক ক্রিমি, অর্শ, দুষ্টরক্ত, বাতরক্ত ও বাত নাশক।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,

১৭ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিবর দক্ষিণারঞ্জন প্রণীত

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ

——বঙ্গগৌরব——

বঙ্গমহিলার দুঃখে ও সুখে

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

বঙ্গমহিলার বিশ্রামে ও উৎসবে

বঙ্গমহিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

পরম মনোরম নূতন তৃতীয় সংস্করণ

দেশবিখ্যাত অতুল চিত্রভাণ্ডার সহ রাজসংস্করণ দুই টাকা মাত্র।

সুলভ সংস্করণ—১॥০

শিশুসাহিত্যসম্রাট-প্রণীত

দেশের

জননীদের অজানা সান্ত্বনা

খোকা-খুকুর স্বর্গের আমোদ

"আমাল্‌বই"

কচি-কথার ভোরের উৎসব

দেশের নূতন বই

খোকাখুকুদের আটখানি ছবি সহ—।০

[প্রত্যেক জননী 'আমাল্ বই'এর জন্য লিখিতেছেন।]

[একত্রে তিন খানার জন্য অর্ডার দিবেন।—নহিলে কাড়াকাড়ি পড়িবে।]

["ঠাকুরদাদার ঝুলি"র সঙ্গে লইলে ডাকমাশুল কম পড়ে।]

—প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম, এ।

* **বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির** *

৯৬, বেলতলা রোড পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

—এবং আমাদের স্পেশিয়াল এজেন্টসের নিকট—

মেঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১নং কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী
১নং কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এতদ্ভিন্ন—সমগ্র বাঙ্গালার অন্যান্য সকল পুস্তকালয়।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 639. November, 1916

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ।	কার্ত্তিক, ১৩২৩। নবেম্বর, ১৯১৬।	১১শ কল্প।
৬৩৯ সংখ্যা।		১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৭)

কথোপকথনরত লোক-তিনটির একজন সুরসুন্দর তেওয়ারী, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডাক্তারবাবুর ভাই নির্ম্মল-চন্দ্র, এবং তৃতীয় ব্যক্তি একজন নিম্নশ্রেণীর প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী;—সে ব্যক্তি সেইমাত্র অন্যদিক্ হইতে আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইল।

মুক্তচ্ছত্র-স্কন্ধে নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুরসুন্দর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মুখখানাও ছাতায় আড়াল পড়ায় সেও নমিতাকে দেখিতে পাইল না।

নমিতা নিঃশব্দে পিছু হাঁটিয়া মোড়ের আলোক-স্তম্ভের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল,—বিদ্যুতের মত একটা তীক্ষ্ণ জ্বালাময় সংশয় চকিতে তাহার মনের উপর সবেগে চমকিয়া গেল,—ইঁহারা এই দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে পথে দাঁড়াইয়া কি গুরুতর প্রসঙ্গের আলোচনায় এমন তন্ময়ভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছেন? সকাল বেলার সেই অপ্রীতিকর ঘটনা-বিবরণ ত নয়? অসম্ভব, সুরসুন্দর কি তত অনাবশ্যক-চর্চ্চা[illegible] লোক হইবে!—না, বিশ্বাস হয় না। নমি[illegible] উদ্বিগ্ন অন্তরের মধ্যে একটা গুপ্ত আগ্রহ নিঃশ[illegible] মাথা তুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল,—ইঁহারা প্রকাশ্য রাজপথের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে [illegible] কহিতেছেন, সুতরাং ইঁহাদের কথা অতি[illegible] কাহারও কর্ণগোচর হইলে, বোধ হয়, বেশী ক্ষ[illegible] সম্ভাবনা নাই। চিত্তের সমস্ত সংশয় ঝাড়িয়া ফে[illegible] নমিতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।—ইঁহাদের কথাটা [illegible]

কিন্তু নমিতার দুর্ভাগ্য-বশতঃ আলোচিত প্রসঙ্গ ড়িয়া সুরসুন্দর তখনই সেই সদ্য-আগত লোকটির জ কথাবার্ত্তা কহিতে মন দিল। কোন ব্যক্তির ড়ার সম্বন্ধে কি দুই-চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, র নিজের জামার পকেট হইতে কাগজে জড়ান য়কটা ড্রেসিং ফোরসেপস্ এবং একটা ছোট শিতে ভরা 'পটাশ পারম্যাংস' বাহির করিয়া সেই াকটির হাতে দিয়া, হিন্দীতে বলিল, "তুমি গরম গ প্রস্তুত করিবে চল, আমি যাইতেছি।"

লোকটা কৃতজ্ঞতায় বিনীতভাবে অভিবাদন রিয়া বিদায় লইল। সে দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে র্ম্মল কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সুরসুন্দরের পানে হিয়া সোৎসুকে প্রশ্ন করিল—"এদের বাড়ীতে স্ করতে যান্, ফীজ্ নেন্?"

"ফীজ্!—"এই বলিয়া সুরসুন্দর হাসিল। াহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "না, নির্ম্মল-বু! আমি নিজে গরীব, আমি আবার গরীবের াছে কিসের দাবী কোর্ব্বো? শুধু খেটে তাদের যত-ু উপকার করতে পারি, সেইটুকুই আমার পরম াভ।"

সুরসুন্দরের কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটি পরম আন্তরিকতার ভাষা ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মল সেটুকু ক্ষ্য করিয়া গভীর-সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার াহার দিকে চাহিল, পর-মুহূর্ত্তে কে জানে কি াবিয়া—সুরসুন্দরকে একটু নিষ্ঠুর আঘাত করিবার ন্যই যেন সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "অনুগ্রহের পর!"

সুরসুন্দর আহত করুণ-দৃষ্টিতে একবার নির্ম্মলের ানে চাহিল, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "কি রতে পারি? যে রকম সময় পড়েছে, শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহ সবই জমাখরচের ওপর অদল-বদল চল্‌ছে র্ম্মলবাবু। বিশেষতঃ আমার মত দরিদ্রের স্পর্দ্ধাটা সংসারের বুদ্ধিমান্ লোকেদের চক্ষে ক্রমশই সন্দেহ-জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে!"

নির্ম্মল কপট ব্যঙ্গে বলিল, "আপ্‌নার যে অন্যায় বাবু,—যার তার সঙ্গে অযাচিত বাধ্য-বাধকতা স্থাপনের উদ্দেশ্যটা আপ্‌নার কি বলুন তো?"

হাসিয়া সুরসুন্দর উত্তর দিল, "আমার নির্ব্বুদ্ধিতা!—"

নির্ম্মল একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা প্রচ্ছন্ন বিষণ্নতায় তাহার মুখখানা ম্লান হইয়া উঠিল—দুই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ মাথা নাড়িয়া বিকার-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "না, মুখে হাস্‌ছি বটে দাদা, কিন্তু মন আমার ভারি ছোট হয়ে গেছে।"

"কিছু না নির্ম্মলবাবু, আমার মন কিন্তু এতে ভারি বড় হয়ে উঠেছে। নির্ম্মলবাবু! সবাই ভুল্‌লেও আমি ত ভুলি নি যে, পনের বছর বয়েসে হঠাৎ দুর্দ্দশার মাঝে পড়ে আমার জীবনের ওপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে। আপ্‌নারা শুধু আমার কাজের সফলতাটুকুই দেখে খুসী হয়েছেন, কিন্তু বিফলতার পরিমাণটা ত জানেন না!—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সুরসুন্দর কপালের ঘাম মুছিল ও দুই মুহূর্ত্ত পরে ঈষৎ আত্মসম্বরণ করিয়া মৃদু-কোমল হাস্যে বলিল—"ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করে কম্পাউণ্ডারী পাশ করেছি নির্ম্মলবাবু! সে-কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে ভাগ্যদেবতা যে আমায় অকৃতজ্ঞ বলে অভিশাপ দেবেন!"

নমিতার সর্ব্বশরীরের শিরায় শিরায় একটা নিগূঢ় বেদনাবহ লজ্জার কম্পন বহিয়া গেল!—ছিঃ ছিঃ ধিক্, দুর্ব্বল ঔৎসুক্যে সে ইহাই শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল! না, নমিতার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এখনই হওয়া উচিত; সে এখনই উহাদের সম্মুখ দিয়াই ঐ পথটুকু দৃঢ়পদে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

নমিতা অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অদূরস্থ মৃৎকুটীরের দ্বার ঠেলিয়া বার তের বৎসর-বয়স্ক একটি টুকটুকে সুন্দর হিন্দুস্থানী বালক সুরসুন্দরের দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে আগ্রহান্বিত কণ্ঠে ডাকিল—"মামুজী।"

"মামুজী"—। প্রতিধ্বনি-ব্যঞ্জক এই কোমল উত্তর সহ সহাস্যবদনে সুরসুন্দর ফিরিয়া চাহিল, স্নেহময় কণ্ঠে বলিল, "কেয়া খবর বাচ্চা? মায়্‌জীকো তবিয়ৎ আচ্ছি হ্যায় তো?"

"জী হাঁ", উৎফুল্ল মুখে বালক বলিল, "আপ্‌কো দাওয়াই বহুৎ কাম কিয়া!"

"হামারা দাওয়াই?" এই বলিয়া সুরসুন্দর হাসিল। তাহার পর নির্ম্মলের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "নির্ম্মলবাবু, দুনিয়ার যত অপরাধী জীব এরাই। এদের ক্ষমা করা যায় না, কি বলুন্?

বালক আসিয়া সুরসুন্দরের পার্শ্বে দাড়াইল। সুরসুন্দর তাহার স্কন্ধ-বিলম্বিত গামছার প্রান্তভাগ টানিয়া বিস্তৃত করিয়া, নিজের মাথা হইতে টুপী খুলিয়া, সেই সদ্যঃসঞ্চিত পুষ্পগুলি তাহাতে ঢালিয়া দিল।

নমিতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল! সুরসুন্দর এই বালককে দিবার জন্য, এই জ্বলন্ত দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে বাগানে ঢুকিয়া ফুল তুলিয়া আনিয়াছে! —সুরসুন্দরের এই ছেলে-মানুষী খেলাকে কোন বিশেষণে অভিহিত করা যায়? সে বাস্তবিক প্রকৃতিস্থ আছে তো?

বালক সেই ফুলগুলার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া হর্ষ-বিকসিত মুখে কি দুই-চারিটা কথা মৃদুস্বরে বলিল, বুঝা গেল না। নির্ম্মল বালকের মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কালকের সেই ফুলগুলা বিক্রী করে কত পেয়েছিলে রামপ্রসাদ?"

পার্শ্ববর্ত্তী পানের দোকানে প্রৌঢ় অধিস্বামী এতক্ষণ পরস্পর-বদ্ধ বাহুদ্বয়ের আশ্রয়ে হাঁটু গুটাইয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। সে লোকটিও হিন্দুস্থানী। নির্ম্মলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে এইবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কাল বাবু, এক মস্ত দাও মারা গিয়াছিল। সেই ফুলে মাঝারি রকমের বেশ দু'ছড়া চলন-সই মালা তৈরী হয়েছিল। সন্ধের সময় কোন এক বড়লোকের খানসামা এসে, ভারি দরকার জানিয়ে মালা-দু'ছড়া চাইলে। আমি একটু রগড় করবার জন্যে আট আনা দাম হাঁকলুম—কিন্তু তাদের নাকি ভারি তাগাদা, তাই আর দর করবার সময় পেলে না, এক ডাকেই আট আনা দাম দিয়ে মালা-দু'ছড়া কিনে নিয়ে চলে গেল, অন্য সব দোকানদাররা হাসতে লাগ্‌ল।" প্রৌঢ় থামিল, অবজ্ঞাব্যঞ্জক কটাক্ষে একবার পার্শ্ববর্ত্তী দোকান-গুলির পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মৃদুস্বরে বলিল, "তা বাবু, আর হাসি কি আছে? বড়লোকের পয়সা দেওয়া আর খেয়ালেই তো যায়, তা আমরা গরীব, ঐ রকমের হাতামুঠো যা আদায় করতে পারি তাই ভাল। ওরা তো আর হাত তুলে কেউ—। এই দেখুন না সেই পয়সায় গরীব ছোঁড়াটার বুড়ী নানীর রোগের পথ্য হ'ল, ছোঁড়ার দু'খানা কটিবস্ত্র যোগাড় হ'ল। আপ্‌নারা ভাল লোক, ভাগ্যে দয়া করে ফুলগুলি যোগাড় করে দিয়ে যান, তাই। তা নইলে ঐ গরীব ছোঁড়াটার যে কি—।"

নমিতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আত্মবিস্মৃতের মত চাহিয়া রহিল। এ সকল সে শুনিতেছে কি দেখিতেছে কি? সুরসুন্দর যে ক্রমশঃ বাস্তবিক একটি কেমনতর কি হইয়া দাঁড়াইতেছে! এ সুরসুন্দর সেই অসভ্য মেড়ুয়াবাদী! এই সুরসুন্দর সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তি!

প্রৌঢ় দোকানী প্রশংসার আবেগে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে দেখিয়া, বিব্রত সুরসুন্দর তাহার কথাটা থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বালকটির

কাছে টানিয়া, এ-ও-সে কতকগুলা বাজে প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া, ব্যস্তভাবে তাহাকে বলিয়া দিল যে, তাহার পীড়িতা নানীকে সুরসুন্দর বৈকালে হাঁস-পাতাল যাইবার সময় দেখিয়া যাইবে।

নির্ম্মলের দিকে ফিরিয়া সুরসুন্দর বলিল, "এখন তা'হলে আসি নির্ম্মলবাবু! আপ্‌নি বাড়ী যান, ঢের বেলা হয়েছে ; রৌদ্রে আর,—।"

অদূরে নতমুখে আগমনশীলা নমিতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুরসুন্দর ত্রস্তভাবে থামিল। নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া চাহিল, উভয় পক্ষে দৃষ্টিবিনিময় সহ সংক্ষিপ্ত পক্ষেতে নমস্কার-বিনিময় হইল। সুরসুন্দর কিন্তু একটু বেশী রকমই লজ্জাবিপন্নতা বোধ করিল ; তাহার মনে হইল, নমিতা বড় শীঘ্র এ রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য, সুরসুন্দর নির্ম্মলবাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায়, এ রাস্তায় নমিতার আগমনের অচির-সম্ভাবনার কথাটুকু একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল,—তাহা ঠিক। সুরসুন্দরের এই নির্ব্বুদ্ধিতার ত্রুটিটুকু আমার্জ্জনীয়ও বটে ; কিন্তু তাহা হইলেও নমিতার যেন আর একটু পরে এখানে আসাটাই ঠিক ছিল। এ আগমন যেন নিতান্তই অতর্কিত আগমন! ইহার উদ্দেশ্য যেন শুধু অসতর্ক অপরাধীদিগের হাস্যোদ্দীপক-বর্ব্বরতা পরিদর্শনমাত্র! আর কিছু নয়। নিজের উপর সুরসুন্দর মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, কথাবার্ত্তার উত্তেজনায় মাতিয়া মূর্খ সে, কেন একটা সময়ের আন্দাজ ঠিক রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল? এ কি তাহার বিষম অসাবধানতা ?

নিরুপায়! কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সুরসুন্দর পানওয়ালার দোকান ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া দোকানের কাঠের পাটায় তর্জনীর ঠোক্কর মারিতে লাগিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল যে, সে তখনই হন্‌-হন্‌ করিয়া নমিতার আগেই অগ্রসর হইয়া পড়ে, কিন্তু এবার অগ্রসর হইবার সামর্থ্য তাহার ছিল না,—অগ্রসর হইবার সঙ্কল্পটাও যেন এবার তাহার নিকট অত্যন্ত অসৌজন্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইল।

নির্ম্মল অল্প কথায় বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল বালক রামপ্রসাদ সুরসুন্দরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত কৌতূহলপূর্ণ নয়নে নীরবে নমিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ধীর সংযত পাদক্ষেপে নমিতা দোকানের সম্মুখের পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পথের দুই পার্শ্বে দোকানে কার্য্যরত ব্যক্তিগণ, যাহারা দুই বেলা এই পথে নমিতাকে গমনাগমন করিতে দেখে—তাহাদের কেহ কেহ একবার দৃষ্টি তুলিয়া সেই শান্ত-সরল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তরুণ সুন্দর মূর্ত্তিটির পানে চাহিল তাহার পর সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিল।

(৮)

বাড়ীতে আসিয়া নমিতা একবারে নিজের কক্ষে গিয়া উঠিল। উঠানে, বারেন্দায় তখন তাহার ভাই-বোন কেহ ছিল না, মাতার কথার শব্দ রান্নাঘর হইতে পাওয়া গেল, বোধ হয়, সেইখানেই সকলে আছে।

ঘরে ঢুকিয়া নমিতা দেখিল, টেবিলের উপর অনিলের সদ্যঃসমাগত পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বেশ পরিবর্ত্তনের অবকাশ হইল না, নমিতা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বেশী কথা নহে, সংক্ষেপেই অনিল এখানকার সকলের কুশল জানিতে চাহিয়াছে, এবং নিজের মঙ্গল-সংবাদ জানাইয়াছে ; আর 'পুনশ্চ'-সম্বোধনে লিখিয়াছে যে তাহার চরম পরীক্ষার আর বড় দেরী নাই, সেই জন্য সে ব্যস্ত আছে।

পত্রখানা যথাস্থানে রাখিয়া নমিতা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। ধীরে তাহার হৃদয়ে

না চিন্তার আলোড়ন আরম্ভ হইল ; হাঁসপাতালের ঘটনাবলী, দত্তজায়া-মহোদয়ার দাম্ভিকতা, সুরসুন্দরের আচরণ, একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল, ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত চিত্ত একটা নিবিড় আনন্দ-বিহ্বলতার মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়িল! কি অদ্ভুত, কি আশ্চর্য্য, সুরসুন্দর তেওয়ারী তাহাদের কে?—সে বিদেশী, অনাত্মীয়, সে তাহাদের কেহই নহে!—সত্যই কি সে কেহই নহে?

ভাল, কেহই যদি না হইল, তবে সে অমন সহজে ত লোককে কেমন করিয়া আত্মীয়তার শৃঙ্খলে বাঁধিল? অবশ্য নমিতার সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই, ইহা খুব সত্য কথা, কিন্তু এই সম্পর্কহীনতাই নমিতার অন্তরকে একটা সূক্ষ্ম বেদনায় পীড়িত করিতেছে!—নমিতা কিছুতে সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে ধারণা করিয়া লইতে পারিতেছে না যে, সত্যই সুরসুন্দর তাহাদের আপনার জন কেহ নহে, সুরসুন্দরের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই ; যেটুকু সম্পর্ক আছে, সে শুধু কার্য্যালয়ের সম্পর্কমাত্র, কার্য্যসাধনে যন্ত্রের সহিত যন্ত্রের প্রাণহীন পরিচয়টুক মাত্র!—তাহার অপেক্ষা বরং সম্পর্কের বেশী দাবীদাওয়া ঐ স্বদেশী স্বজাতি ভদ্রলোক—ডাক্তার দত্তের।

অসহ্য চিন্তা! নমিতা সজোরে মুখ ফিরাইল, টেবিলের উপর অনিলের চিঠি-খানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই হঠাৎ তাহার মন এক অপরিসীম সান্ত্বনার রসে ভরিয়া উঠিল! না না, ঐ ত তাহার বড় ভাই অনিল রহিয়াছে, অনিলকে কি সে নিঃসম্পর্কীয় বলিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? না সে আজ সুদূর সমুদ্র-পারে অবস্থান করিতেছে বলিয়া নমিতার সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে? অবশ্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যদি রক্তের সম্পর্কের দাবীটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও সেই রক্তের সম্পর্কের দাবীও চক্ষু এবং মনের অনুমতি-সাপেক্ষ। মন অবিশ্বাস করুক, চক্ষু অগ্রাহ্য বলিয়া মানিয়া লউক, তখন দেখা যাইবে,—কোথায় থাকে সেই সম্পর্ক-জ্ঞানের দাবী আর দায়িত্ব!

না থাক, কূট তর্ক নিষ্প্রোয়জন, কিন্তু খুব সরলভাবে স্বচ্ছন্দমনে ভাবিয়া দেখিতে গেলে, ঐ বিদেশী হিন্দুস্থানী যুবাকে কখনই পর বলিতে পারা যায় না।

আচ্ছা, নিজের দিক্ হইতে বিচার করা যাক্। এই যে অনিল কার্য্যগতিকে বিদেশে গিয়া বাস করিতেছে,—সেই বিদেশী লোকগুলি যদি সকলে মিলিয়া নিজ-নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে সংযত রাখিয়া অনিলকে বিদেশীয় বলিয়া দূরে দূরে হটাইয়া রাখিয়া চলে, তবে সেই প্রবাসের সুন্দর অভিশাপ ও ক্ষোভপূর্ণ জীবনটা অনিলের বাস্তবে এবং অনিলের ভগিনী নমিতার কল্পনায় কিরূপ আনন্দময় প্রতীয়মান হইতে পারে?

বাস্তবিকই, 'পর পর' বলিয়া হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে হৃদয়হীন বর্ব্বরতা ছাড়া আর কোনই কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। সুরসুন্দর এখানে যাহাই হউক, কিন্তু সেও তাহার নিজের দেশে স্বদেশী, নিজের জাতির মাঝে আপন জন,—সেও মাতার পুত্র, ভগিনীর ভাই ও ভ্রাতার সহোদর!—তবে?

না, অন্য যে পারে সে পারুক, কিন্তু নমিতা কখনই সুরসুন্দরকে পর বলিয়া দূরে সরাইতে পারিবে না, পারিলে যে তাহাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে! তাহার নিজের ভাই বিদেশে বাস করিতেছে, সে কেমন করিয়া তাহার দেশের প্রতিবেশী, সৌহার্দ্দ-মমতায় ঘরের লোক সুরসুন্দরকে পর বলিয়া অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করিবে? না, নমিতা তাহা পারিবে না,—অনিলের মত সুরসুন্দর

তাহার নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়। সে চোখের উপর তাহার আত্মীয়তা দেখিতেছে, মনের ভিতর তাহার সম্পর্ককে স্পষ্ট অনুভব করিতেছে, সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে, সুবসুন্দর তাহার কেহ নয়? না, কিছুতেই তাহা হইতে পারে না, সুবসুন্দর তাহার ভাই, তাহার মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়—নিতান্তই আপনার জন—ভাই,—নিশ্চয় ইহাই নির্ভুল!

সবেগে দোদুল্যমান হস্তদ্বয়ে সম্মুখে এবং পশ্চাতে তালি দিতে দিতে 'গ্যালাপ'খেলার ভঙ্গীতে লাফাইয়ে লাফাইতে সুশীল আসিয়া কক্ষে ঢুকিয়া ডাকি —"দিদি"!

চিন্তারত নমিতা অকস্মাৎ চমকিয়া আশ্চর্য্যজনক ভাবে তাহার মুখপানে চাহিল। এ কে ডাকিল সুশীল!—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

সন্তান-পালন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শৈশব-শিক্ষা।

মানব সু- ও কু-ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার মস্তিষ্কে যে ভাব অধিক স্ফূর্ত্তি পায়, সে সেই-ভাবপ্রধান হইয়া থাকে। যদি বালকের মনে পাশবপ্রবৃত্তি বলবতী হয়, তবে সে কুক্রিয়াসক্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? শৈশবাবস্থায় বালক যখন হিতাহিত-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত থাকে, তখন কেবলমাত্র পাশব-বৃত্তিগুলি বিকশিত হয়, এবং সে সময় তাহার শাসন না হইলে, বালক স্বীয় প্রবৃত্তির দাস হইয়া থাকে।

অতিশৈশবে প্রথমেই বালকের আত্মরক্ষেচ্ছা-বৃত্তির উদ্রেক হয়। ক্রন্দনই এই বৃত্তির পরিচায়ক। শৈশবে বালকেরা মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারে না, ক্রন্দন-দ্বারা স্বীয় কষ্টানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রন্দনের কারণ অপসৃত না করিয়া, যদি কোনও প্রকারে বালককে ভুলাইয়া রাখা হয়, তবে প্রকৃত প্রতিবিধান করা হয় না; বালক অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় কাঁদিতে থাকে। এইরূপে অধিকক্ষণ ক্রন্দন করিলে বালকের স্বভাব রুক্ষ হইয়া যায়। রুক্ষ মেজাজ সৃষ্টি করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে, অতএব মাত বালকের ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রতিবিধানে যত্নবতী হইবেন। বালকের দ্বিতী প্রবৃত্তি আহারেচ্ছা। ইহাও শৈশবে ক্রন্দনে প্রকা পায়। বালক কাঁদিলেই মাতা যদি স্নেহের বশীভূত হইয়া তাহাকে আহার দেন, তবে বালক অচিরে ঔদরিকে পরিণত হইবে, এবং অতিভোজনের ফলে বাল[illegible] [illegible]বাময় প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া তাহার অনিষ্ট-সাধন করিবে। তৃতীয় প্রবৃত্তি আসুরক্তি। এক বালকের সমক্ষে অন্য বালককে আদর দেখান মাতার পক্ষে অতীব অনুচিত। এরূপ করিলে বালকের মনে ধারণা হইতে পারে যে, মাতা তাহার প্রতি স্নেহহীনা, সুতরাং সেও বড় হইলে মাতার প্রতি স্নেহহীন হইবে।

অবাধ্যতা একটী মহৎ দোষ। বাল্যকালে ইহার বিকাশ হইলে মাতার তাহাকে শাসন করা

চিত। স্মরণ রাখিও যে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা সন্তান-রক্ষার প্রধান উপকরণ। বালক তোমার যদি আজ্ঞানুগ না হয়, তবে তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা। তুমি বালকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পার, তুমি তাহাদিগকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে পার, কিন্তু তাহারা যদি তোমার অবাধ্য হয়, তবে তোমার সকলই বিফল হইল। ভয় দেখাইয়া যে বাধ্যতার সৃষ্টি করা যায়, তাহা বাধ্যতা নহে। তোমার আজ্ঞা পাইবা-মাত্রই বালক যদি তদনুসারী কার্য্য করে, তবে তাহাই যথার্থ বাধ্যতা। বাধ্যতার বিকাশ করিতে হইলে বালককে এমন কোন আদেশ করিবে না, যাহা সে পালন করিবে না। বালক যদি একবার বুঝিতে পারে যে, তোমার আজ্ঞা পালন না করিলে তুমি তাহাকে কোন দণ্ড দিবে না, তবে সে তোমার কোন আজ্ঞাই শুনিবে না, এবং ক্রমশঃ সে তোমার ঘোর অবাধ্য হইয়া উঠিবে। তুমি যদি নিজের আপাত-সুখ-স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বালকের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিহীন হও, তবে তুমিও দেখিবে যে, তোমার বৃদ্ধাবস্থায় বালক তোমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে, এবং তখন তোমার নয়নজলের সহিত চৈতন্য হইবে যে, তোমারই অনবধানতার ফলে এইরূপটী ঘটিয়াছে। প্রহার দিলেও যখন দেখিবে যে বালক মানিতেছে না, তখন তাহাকে উপর্য্যুপরি প্রহার করিতে চেষ্টা করিও না। তখন সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক নিরস্ত থাকিবে। কিছু সময় অতীত হইলে বালককে সস্নেহে বুঝাইয়া দিয়া সেই কার্য্য করিতে বলিবে, তখন বালক সেই কার্য্য নিশ্চয়ই করিবে। জগৎ মিষ্ট কথায় বশ। উপর্য্যুপরি প্রহার বশ্যতার জনক নহে।

পিতামাতার আত্মসংযম না থাকিলে বালকের বাল্যশিক্ষা সুদূরপরাহত। অবস্থার বিপর্য্যয়ে কয়জনের ধৈর্য্য থাকে? এমন কয়জন আছেন যে, অন্যকে ক্রোধান্বিত দেখিলে স্বয়ং ক্রুদ্ধ হয়েন না? মাতার আত্মসংযম না থাকিলে বালকের শাসন হইতেই পারে না। মাতাকে স্বীয় রিপু দমন করিয়া বালকদিগকে নম্রতা ও ধৈর্য্যের উদাহরণ দিতে হইবে, নতুবা বালকদিগের রিপু জয় করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত। মনে কর, একটী বালক ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার ভগ্নীকে প্রহার করিল, মাতা তদ্দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিলেন। এ স্থলে মাতা ও বালক উভয়েই দোষী। বালক বুঝিল, ক্রোধ করিলেই প্রহার করিতে হয়। হঠাৎ কোন কার্য্য হইয়া যাইলে বালককে ভৎর্সনা করিবে না, তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে এরূপ কার্য্য করা গর্হিত। কিন্তু যদি দেখ যে, বালক সেই অন্যায় কার্য্য জ্ঞানতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়াছে, তখন তাহাকে নিশ্চয়ই শাসন করিবে, কিন্তু তা বলিয়া বালকের প্রতি অতি-কঠোর হইও না।

পিতা-মাতার দৃঢ়তার অভাবও বাল্যশিক্ষার আর একটী অন্তরায়। বালককে অভীপ্সিত বস্তু হইতে বঞ্চিত করিতে অথবা তাহাকে দণ্ড দিতে পিতা-মাতা যদি কুণ্ঠিত হন, তবে সে দোষ পিতা-মাতার। শাসনের বিধান কেবল বুঝিলেই চলিবে না—তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। পিতা-মাতার চরিত্রের দৌর্ব্বল্য এবং স্বীয়-কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখতাই অনেক গৃহ-ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, পিতা অবাধ্য বালককে প্রহার করিলে মাতা বালকের পিতার সহিত কলহ করেন এবং পিতার সমক্ষেই বালককে ক্রোড়ে লইয়া আদর দিতে থাকেন। ফলে এই হয় যে, একদিকে বালক স্বীয় অবাধ্যতায় আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং অন্যদিকে পিতাকে নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে। এরূপ মাতা বালকের শত্রু

হই মিত্র নহেন। ইহাপেক্ষা বালকের ধ্বংসের কারণ আর কি হইতে পারে? ইহাতে বালক যদি তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখে, তবে আর আশ্চর্য্য কি? কর্ত্তব্য আদেশ দিতেছে যে তুমি অবাধ্য বালককে দণ্ড দাও, কিন্তু মমতা বলিতেছে যে, বালককে মার্জ্জনা কর। এতদুভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে মমতার জয় হইল, বালক দোষ করিয়াও দণ্ডিত হইল না। তখন বালক নির্ভয়ে দোষ করিতে লাগিল। ফলে এই হইল যে, শাসনহীন বালক বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত স্বীয় স্বেচ্ছার দাস হইল—পিতামাতার ঘোর অবাধ্য হইয়া পড়িল। তখন পিতামাতা বুঝিলেন যে, অবাধ্য সন্তানের মত জ্বালা পৃথিবীতে আর নাই; এরূপ সন্তান অপেক্ষা নিঃসন্তান থাকা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। অতএব স্মরণ রাখিও যে, বালকদিগের শিক্ষায় জনক-জননীর দৃঢ়তার অভাব গার্হস্থ্য-সুখের প্রধান অন্তরায়।

চরিত্রের তেজ না থাকিলে শাসন অতি ক্ষীণ হইয়া থাকে। এরূপ শাসন-দ্বারা সুফল ফলে না, বরং কুফলের সম্ভাবনা। কার্য্যে পরিণত না করিলে দণ্ড অভীষ্ট-ফলপ্রসূ হয় না। যে মাতা প্রথমে তোষামোদ করেন, পরে ভয় দেখান, তৎপরে দণ্ড দিতে উদ্যত হন, ও অবশেষে সামান্যমাত্র দণ্ড দেন, তিনি নিজের উপর ও সারা পরিবারবর্গের উপর দুঃখ আনয়ন করেন। সন্তান-সন্ততি শারীরিক দুর্ব্বল হইলেও অবাধ্যতা দেখিলে দণ্ড দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না। বালকের দুর্দ্দম্য রিপুগুলির শাসন করিতে না পারিলে, অথবা বালককে তোমার আজ্ঞানুগ করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে তুমি তোমার ও বালকের সুখ-বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবে

বালকের সমক্ষে কখনও তাহার প্রশংসা করিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা বালকের অহঙ্কারের উদ্ভব হইয়া থাকে। বালক কোন সুখ্যাতির কার্য্য করিলে তাহাকে ধন্যবাদ দিবে, কিন্তু প্রশংসা করিয়া তাহার মনে কখনও অহঙ্কারের সৃষ্টি করিবে না। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে প্রশংসায় আত্মহারা না হয়? যখন বিচারশক্তিসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রশংসা-বাদে আত্মবিস্মৃত হন, তখন বালকেরা কোন্ ছার।

শৈশবাবস্থা হইতেই বালকদিগের ক্রোধের বিকাশ হইয়া থাকে। এই দুর্জ্জয় রিপুকে বশে না আনিলে, ইহা ভবিষ্যৎ জীবনে মহান্ অনর্থ আনয়ন করে। যাহারা ক্রোধের বশ, তাহাদিগের আকৃতিও বিকৃত হইয়া যায়। ক্রোধের উদ্রেক হইলে শরীরের উপরিভাগ হইতে রক্ত হটিয়া গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; সুতরাং, মানবের চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায়, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে, অনেক সময় মূর্চ্ছাও সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত হয়, শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা অনুভূত হয়, এবং মুখ হইতে বাক্য স্পষ্টরূপে নিঃসৃত হয় না। ক্রোধে মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। ভ্যালেন-টিনিয়েন-নামক রোমের জনৈক অধিপতি ক্রোধেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রোধের ক্ষমতা অসীম। ইহা-দ্বারা লোকে পাগল হইয়া থাকে এবং ক্ষুধারও লোপ হয়। সুতরাং ক্রোধকে জয় করিবার জন্য অতিশৈশবাবস্থা হইতেই বালককে শিক্ষা দিতে হইবে। বালককে কোনও বস্তু না দিলে যদি তাহাতে তাহার ক্রোধের উদ্রেক হয় ও সে কাঁদিতে থাকে, তবে তাহাকে কখনও সেই বস্তু দিবে না। যদি তুমি তাহা দাও, তবে বালকের এই ধারণা হইবে যে, অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে হইলে ক্রোধের আবশ্যক। বালককে বুঝাইয়া দিবে যে, ক্রোধ করিলে সে কিছুই পাইবে না, বরং শান্তভাব ধারণ করিলে তাহা পাইতে পারিবে। বালক শান্ত হইলে তখন তাহাকে তাহার জিদের বস্তু দিবে। এইরূপে

বালকের ক্রোধের দমন করিতে হইবে। বালককে ক্রুদ্ধ দেখিলে মাতাও যদি ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাহাকে প্রহার দেন, তবে বালকের ক্রোধের বৃদ্ধি ব্যতীত উপশম হইতে পারে না। ক্রিয়া-দ্বারা বৃত্তি-গুলি প্রবল হয়, এবং অক্রিয় থাকিলে সেগুলি নির্জ্জীব থাকে। এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া যদি ক্রুদ্ধ বালকের প্রতি মৃদুভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত ব্যবহার করা যায়, তবে বালকের প্রচণ্ড ক্রোধ লোপ পাইয়া তৎপরিবর্ত্তে উচ্চ ভাবের বিকাশ হইবে।

বাল্যকাল হইতেই বালকদিগকে গোপনশীলতা শিক্ষা দিবে, কিন্তু গোপনশীলতা শিখাইতে গিয়া যেন তাহাকে ধূর্ত্ততা শিখাইও না। ধূর্ত্ততা গোপনশীলতার কুব্যবহার-মাত্র। বালক যদি কোন কুকার্য্য করিয়া পিতামাতার তাড়না হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে তাহা গোপন করে ও তাহা যদি তুমি জানিতে পার, তবে বালককে বুঝাইয়া দিবে যে পিতামাতাকে গোপন করিয়া কোন কার্য্য করিতে নাই। তাড়না ধূর্ত্ততার জনক। সুপথে চলিতে হইলে, গোপন-শীলতায় ইষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কুপথে চলিতে হইলে তাহা ধূর্ত্ততা ও ভণ্ডামিতে পর্য্যবসিত হয়।

বাল্যকাল হইতে বালকদিগকে সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দিবে। বাল্যকাল হইতে এই বৃত্তিটি শিক্ষা না দিলে যৌবনে লোকে সঞ্চয়ী হইতে পারে না। লোকের সুখ-সম্পদ্ সকলই সঞ্চয়িতা-গুণের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালীর সমাজে যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অসঞ্চয়ী, তাহার কারণ বাল্যশিক্ষার অভাব। বালককে সঞ্চয়িতা শিক্ষা দিতে হইলে, তাহাকে মাসে মাসে কিছু কিছু অর্থ দিবে ও বুঝাইয়া দিবে যে, সে সেই অর্থ হইতে এত সঞ্চয় করিতে পারে এবং এত নিজের জন্য ও এত দয়ার কার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে পারে। যে অধিক সঞ্চয় করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কৃত করিবে, তবেই বালকের তদ্বিষয়ে একটা উৎসাহ জন্মিবে। কিন্তু যদি দেখ কোনও বালক তোমার প্রদত্ত অর্থ কিছু-মাত্র খরচ না করিয়া কেবলমাত্র জমা করিতেছে, তবে সে-স্থলে তাহাকে পুরস্কৃত করিবে না; কারণ, তদ্দ্বারা বালক স্বার্থপর, নীচাশয় ও অর্থগৃধ্নু হইবে। যে বালককে দয়ার কার্য্যে কিছু খরচ করিয়া বাকী অংশ জমাইতে দেখিবে, তাহাকেই পুরস্কৃত করিবে। এতদ্দ্বারা বালকেরা একদিকে দয়ার কার্য্য ও অন্যদিকে সঞ্চয়িতা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইবে।

অতিবাল্যকাল হইতে বালকদিগকে সাবধানতা শিক্ষা দেওয়া উচিত। সাবধানতা শিক্ষা না দিলে বালক ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিহীন হইবে এবং ফলাফল বিচার না করিয়া কার্য্য করিবে। ফলে এই হইবে যে, সে যদি কোন বাণিজ্য করে, তবে তাহাকে আর্থিক হানি সহ্য করিতে হইবে। অনেক পিতামাতা বালককে সাবধান করাইবার জন্য ভূতের ভয় দেখান। এরূপ প্রথা অত্যন্ত গর্হিত। পিতা-মাতারা জ্ঞাত নহেন যে, বালক যদি সতেজ-স্নায়ু-বিশিষ্ট না হয়, তবে এরূপ ভয়-প্রদর্শনে মূর্চ্ছা বা বাতুলতার সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক সময়ে বালককে কোন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অন্ধকার গৃহে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এ প্রথা যে কিরূপ গর্হিত তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। অনেক সময়ে মূর্চ্ছা, এমন কি মৃত্যু-পর্য্যন্তও এরূপ প্রথায় ঘটিয়াছে। বালকের ভীরুতা দৃষ্ট হইলে তাহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। যদি সে ভূতের ভয় বলে, তবে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে ভূত পৃথিবীতে নাই। ভূত মনের ধোকা-মাত্র, এই ধারণা দৃঢ় করিবার জন্য একটা ম্যাজিক লণ্ঠন ক্রয় করিয়া বালককে তাহার পর্দ্দাগুলি দেখিতে বলিবে। যে পর্দ্দাটিতে

কঙ্কাল আছে সেই পর্দ্দাখানি বিশেষ করিয়া বালককে দেখাইবে। অবশেষে লণ্ঠনটি জ্বালিয়া দণ্ডায়মান নরকঙ্কালকে বৃহদাকারে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবে যে, ভূত অলীক পদার্থ; ভীরু ব্যক্তিকেই লোকে এই প্রকারে ভূতের ভয় দেখান মাত্র। এতদ্দ্বারা বালকের ভূতের ভয় দূরীভূত হইবে।

বালককে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে কদাপি ভুলিও না। বালক ধার্ম্মিক না হইলে গৃহে শান্তি থাকিতে পারে না। বাল্যে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে অনেক বালক যৌবনে কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পরিবারবর্গের উপর অনন্ত দুঃখ আনয়ন করে। এইরূপে বুদ্ধিবিকাশের পূর্ব্বে বালককে চরিত্র সংগঠনের শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষাগুলি মাতা অতিসহজে বালককে দিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

ধারা।

ঝরিছে নিখিলে অমৃত-নিঝর
 সুনীল অম্বর হ'তে,
ভরিছে চৌদিকে শীতল শীকর,
 তোমার অবনী-পথে।
জাগিতেছে তাই হৃদয়-মাঝারে,
 তব আগমনী-গীতি।
ছেয়েছে আকাশ দখিনা-বাতাসে
 লইয়া আশীষ-প্রীতি।

বরষা-দেবতা! এস প্রাণে প্রাণে
 উজল বিমল রূপে,
বসাব যতনে করি আকিঞ্চন,
 সুবিমল নব ভূপে।
বিকশিত কর হৃদয়-কমল,
 তোমারি চটুল লহরে।
কর হে আশীষ ভবতবাসীরে
ভাসা'ও না ঘোর পাথারে।

শ্রীসুনীতি দেবী।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বেলা আসিয়া শীলাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেলেন। শীলা দেখিল সে কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি মহামূল্য ও সব নূতন। যেখানকার যে দ্রব্য, সব অতিশয় সুন্দররূপে সজ্জিত রহিয়াছে। কক্ষে একটি লৌহের স্প্রিংএর খাট; তাহাতে সুপরিষ্কৃত শয্যা বিস্তৃত। কক্ষের এক পার্শ্বে একটী আল্‌মারি, এক পার্শ্বে একটী ছোট টেবিল, তাহাতে বেলার স্বহস্তে রচিত একটি চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে। একটী দোয়াত-দানে দোয়াত ও কলম রহিয়াছে; একটি নূতন ব্লটার, তাহার পার্শ্বে খান-কত চিঠির

কাগজ ও খাম। কয়েকখানি নূতন পুস্তকও সজ্জিত। এক পাশে ছোট টিপাইয়ে (Teapoy) একটি ফুলদানীতে সুগন্ধি-কুসুমগুচ্ছ। এই কক্ষের পার্শে বস্ত্রাদি রাখিবার কক্ষ। সে কক্ষে একটি বৃহৎ দর্পণ; দর্পণের সহিত মার্ব্বেল টেবিল সংলগ্ন, তাহাতে রূপা-বাঁধান চিরুণী, বুরুষ, পাউডারের কৌটা, সুগন্ধি তৈল—সব সজ্জিত আছে। আল্‌নায় দু'খানি বড় তোয়ালে ঝুলিতেছে।

বেলা বলিলেন, "তোমার যদি কিছু অসুবিধা হয়, আমায় বোলো, লজ্জা কোরো না। আমার ভাই, তোমায় দেখে পর্য্যন্ত নিজের বোনের মত মনে হয়। এক দণ্ড ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে না।"

শীলা। আপ্‌নাদের স্নেহ আমি কখনো ভুল্‌ব না।

বেলা। তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর। আহারের সময় আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব। ওদের সঙ্গে খাবার করে দিতে হবে, দেখি কি হয়। ঐখানে নূতন বই আছে, যেটা ইচ্ছে হয় নিয়ে ততক্ষণ পড়।

বেলা চলিয়া গেলেন। শীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শয্যায় শয়ন করিল। সে এই কয়দিন কটকে আসিয়াছে, ইহারই মধ্যে কত পরিবর্ত্তন! সে যখন আসিয়াছিল তখন কি জানিত যে, তাহার সম্মুখে এমন পরীক্ষা? সম্প্রতি পিতৃবিয়োগের কষ্ট, তাহার উপর একি সমস্যা! পিতা যে সুব্রতকে বিবাহ করিতে বলিয়া গিয়াছেন, কই সে ত তাহা একদিনও শোনে নাই। যদি সে সুপ্রকাশকে না দেখিত, তাহা হইলে সে কি সুব্রতকে ভালবাসিতে পারিত? সে-কথা মনে করিতে তাহার শরীর যেন শিহরিয়া উঠে। এই যে আরাম ও ঐশ্বর্য্যের গৃহ, ইহা যেন তাহার কারাগার-তুল্য মনে হয়; তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। সুপ্রকাশ, তিনি যাইবার পূর্ব্বে সংবাদও দিলেন না। কি করিয়াই বা দিবেন? যদি তাহাদের মাঝখানে এত সমুদ্রের ব্যবধান, তবে প্রাণের ভিতর এত টানাটানি কেন? হয় ত সুপ্রকাশ তাহার কথা মনেও করেন না। সুব্রতর জন্য মধ্যে মধ্যে দুঃখ হইতে লাগিল, আবার মনে হইল পৃথিবীতে কত সুন্দরী আছে, কত গুণবতী রমণী আছে, সুব্রতর অভাব কি? সকলে স্বেচ্ছায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে। সুব্রত শীলার কথা ভুলিয়া গিয়া শীলাকে শান্তি দিন, নিজে শান্তি পান, শীলার এই প্রার্থনা।

আহারাদির পরই সুব্রত ও প্রভাতচন্দ্র যাত্রা করিলেন। প্রভাতচন্দ্র যাইবার সময় শীলাকে বলিলেন, "আশা করি আপ্‌নার কোনও অসুবিধা হবে না। বেলার ত সব কথা মনেই থাকে না, তার উপর খোকাকে নিয়েই ত তার সব সময় যায়।"

বেলার ক্রোড়ে ক্ষুদ্র তিন মাসের সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু, চক্ষু-দুটী মেলিয়া রহিয়াছে। এমন সুন্দর দুটি চোক, যেন কাচের মত স্বচ্ছ। মস্তকে কাল কেশের গুচ্ছ। সুন্দর মেয়েটি দেখিলে কোলে করিতে ইচ্ছা করে। নাম হইয়াছে নীর[illegible] কিন্তু 'নিলি' বলিয়াই ডাকা হয়। নাম সার্থক, যথার্থ সে পদ্মের মতই সুন্দর।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, "এখন সব দোষ এ[illegible] ঘাড়ে দাও।"

তাহারা বারান্দায় বাহির হইয়া গেলে, সুব্রত শীলার নিকট আসিয়া বলিলেন, "এখন চল্‌লা[ম] একটু দয়া রাখ্‌বেন। একবার ভেবে দেখ্‌বেন। একজনের জীবন মরণ আপ্‌নার হাতেই রইল।" এই বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

শীলার কয়েকদিন একভাবেই কাটিয়া গে[ল]। সকালে একটু বাগানে বেড়াইয়া, একটু নিলির সহি[ত] খেলা করিয়া, তারপর আহারাদির পর গল্প করিয়া,

বিকালে সকলের সহিত গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া তাহার দিন কাটিত। শীলা দেখিত প্রভাতচন্দ্রের মা তাহাকে বিশেষভাবে যত্ন করিতেছেন। তাহার যাহাতে সামান্য একটুও অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। দাস-দাসী সকলেই যেন তাহার আজ্ঞা-পালনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এত ঐশ্বর্য্য, এত যত্ন, তবু শীলার মন কিছুতেই ফিরিল না। তাহার যেন সর্ব্বদা মনে হইত, সে কারাগারে বন্দী হইয়াছে ; ইহাপেক্ষা খুড়ীমার সেই ঘরে ও অমিয়র সঙ্গে তাহার বেশী স্বাধীনতা ছিল। এ যেন সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়। এর চেয়ে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে থাকিলে সে কত আরাম পাইত!

শীলার প্রভাতচন্দ্রদের বাটীতে আসিবার পর চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে তাহার কাকা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। সে দেখিল তাহার কাকার মুখ বড় বিষণ্ণ। তিনি আসিয়া বলিলেন, "শীলা, পুরীতে তোমার খুড়ীমার খুব অসুখ, কি হবে তার ঠিকানা নাই। আমি আজই চল্লাম। ক'দিনে ফির্ব জানি না, ডাক্তারের অনুমতি না হলে ত হবে না। তুমি তা হলে ক'য়দিন এখানেই থাক। যদি ভাল দেখি, আমি এক দিনের মধ্যেই সকলকে নিয়ে ফিরে আসব।

শীলা। তাঁর কি হয়েছে?

রামলোচন। তা ত লেখেন নি তাঁর ভাইপো। ভুলসী টেলিগ্রাম করেছে—"শীঘ্র আসুন, খুড়ীমা বড় পীড়িত।" পুরীর জল-বাতাস ত ভাল নয়,আর যাত্রীদের নানা অসুবিধা,কি কোর্ব্বো বল? ঐ অসুস্থ শরীর নিয়ে আমারও যেতে দিতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কথা ত শুনবে না, এখন আমারই প্রাণান্ত। তোমার এখানে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত?

শীলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "না, আমার কিছু অসুবিধা নেই, কিন্তু আপনার বাড়ী ফিরে গেলে আমি সুখী হব।"

রামলোচনবাবু গৃহসজ্জার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর বাড়ী, রাজার হালে আছ, তবু আমার বাড়ী যেতে চাচ্ছ! কেন, তোমায় এঁরা কি কিছু বলেছেন?"

শীলা। সেইজন্যই ত আমার এ বাড়ী কারাগারের তুল্য মনে হয়। সে কথা আর বলে কি হবে? আপনি এসেই আমায় সংবাদ দেবেন, আমি তা'হলে যাব। আমি গিয়ে খুড়ীমারও সেবা কর্তে পার্ব। অমিয়কে ক'দিন পড়ান হয় নি, সে তা না হলে সব ভুলে যাবে। আপনি এসেই আমাকে সংবাদ দিতে ভুল্বেন না। আশা করি খুড়ীমাকে ভালই দেখ্বেন।

রামলোচনবাবু বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। দুই দিন কাটিয়া গেল, শীলা কাকার নিকট হইতেও কোন সংবাদ পাইল না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট হইতেও পত্রের উত্তর না পাইয়া সে বিস্মিত হইতেছিল। সুপ্রকাশের সংবাদ ত সে পাইবার আশাও করে না।

একদিন প্রাতঃকালে সে প্রভাতচন্দ্রের মায়ের নিকট বসিয়াছিল, তিনি সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া বলিলেন, "তোমায় একটি কথা বল্ব, আমার অনুরোধ রাখ্বে কি?" শীলার হৃদয় কম্পিত হইল, সে ভাবিল আবার কি বিপদে পড়িবে। সে নিরুত্তর হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তিনি পুনরায় বলিলেন, 'তোমায় যে দিন থেকে দেখ্ছি মা, এমন মায়া জন্মে গেছে—। আমার এই দুটি ছেলে, মেয়ে ত হয় নি ; বড় বৌমা আমার মেয়ের মত। কর্ত্তা যা সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাতে আমার দু'ছেলে রাজার মত থাক্বে। তুমিও

আমার একটি মেয়ে হও, আমার এই সাধ বল মা, তুমি সে সাধ পূর্ণ কর্ব্বে?

"সুব্রত আমার কি গুণের ছেলে, তা আর কি বল্‌ব? এমন মাতৃগতপ্রাণ ছেলে প্রায় দেখা যায় না। সে ত এতদিন বিয়ের নামে জ্বলে যেত তোমায় দেখে পর্য্যন্ত তার আর সে ভাব নেই। সে আমায় বলেছে, তোমায় না পেলে সে আর কাউকেই বিবাহ কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমাদের সময় অন্য অবস্থা ছিল। মা-বাপ যাকে ধরে দিয়েছেন, তার সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। চিরকাল সুখেও কেটেছে। তোমাদের কালে ত তা হবার জো নেই। নিজেদের মতামত না হলে হবে না।

"তোমার বাবার বাড়ীতে যখন লক্ষ্ণৌতে গিয়ে উঠি, তিনি বলেছিলেন, 'আপ্‌নার একটি ছেলে আমায় দিতে হবে।' প্রভাতের ত আগেই বিয়ের ঠিক ছিল; সুতরাং সুব্রতর সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব, কথা দিয়েছিলাম। তাই ত তিনি অন্নদাবাবুর সঙ্গে তোমাকে কটকে পাঠিয়েছেন, অন্নদাবাবু ত তাই বলে গেলেন। তুমি এতে মত না দিলে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে। আমি বড় কষ্ট পাব। একবার ভেবে দেখ মা। আমাদের সকলকার মনে কত দুঃখ দেবে।"

শীলা দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি এখন বিবাহ কোর্ব্বো না।"

প্রভাতের মা। বিবাহ কর্‌বে না, সে কি কথা? তোমার কাকা ত আমায় বলে গেলেন, তোমার বিয়ে দিয়ে তাঁরা সুখী হবেন। সকলকার মত, তবু তোমার আপত্তি কেন? আমার ছেলে দেখ্‌তে নিতান্ত কুৎসিত নয়, কোনও দোষ নেই। এমন গুণের স্বামী পেলে তোমারও জীবন ধন্য হবে। তোমায় বড় ভালবেসে ফেলেছি। বেলা ত আমায় বল্‌ছিল, আমাদের দু'জনের কেমন নামের পর্য্যন্ত মিল, মা! তুমি শীলাকে যেমন করে পার, আমাদের ঘরে রাখ। তা মা, তোমায় ত সব কথা বল্‌লাম, আমাদের মনের কথা জানালাম, তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় কোরো! বিয়ে কোর্ব্বো না, ও-সব পাগ্‌লামীর কথা বই ত নয়। ও কথা ছাড়।

শীলা নিরুত্তর রহিল। এমন সময় বেলা হাসিতে হাসিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা! টেলিগ্রাম এসেছে, তারা আজ আস্‌বেন।"

প্রভাতচন্দ্রের মা। তবে যাই আমি, সব খাবার উদ্যোগ দেখি গে; আমি ত আজ কিছুই কর্ত্তে দিই নি। আজ ত ঘরেও তেমন সুবিধার কিছুই নেই।

বেলা। তাঁরা কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছেন, তাঁদের আবার কি দেবে? তারা খুব খেয়েছেন। আর এক কথা, মাসীমার এক চিঠি পেলাম, তাঁর বড় অসুখ। হাঁপানিতে ৮ দিন শয্যাগত, উঠ্‌বার শক্তি নেই। তিনি আজ আমায় ও শীলাকে যেতে বলেছেন, কি লিখ্‌বো? তুমি কি যাবে?

প্রভাতচন্দ্রের মা। ট্রেণ কখন আসে?

বেলা। সেই ত বিকেলের দিকে আসে, এ বেলা তোমার খাবার তাড়া নেই।

প্রভাতচন্দ্রের মা। তা আমি আর যাব না, তোমরা ভাত খেয়ে দুপুরে যাও, একটুখানি থেকেই এসো। জান ত বাইরে থেকে এলে, বাড়ীতে না দেখ্‌লে প্রভাত রাগ করে।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত থাক্‌বে।"

প্রভাতচন্দ্রের মা। না বাছা, ও-সব হবে না। আজ ক'দিন বাদে ঘরে আস্‌বে, তোমার বাইরে বেড়ালে চল্‌বে না। আমার ত কিছুতেই যাওয়া হবে না, খেয়ে একটু না শুয়ে আমি নড়্‌তে পারি না। তা ছাড়া বিকেলে তাদের জল-খাবারের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। মাসীমাকে বোলো, আমি কাল যাব।

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, বেলা শীলার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, তাহার মনে খুব কষ্ট হইয়াছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কি হয়েছে ভাই ? মাসীমার বাড়ী যাবে ?"

শীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হাঁ, যাব বৈকি। আমি ত ভাব্‌ছিলাম, তিনি আমায় ভুলে গেছেন। কখন যাবেন ?"

বেলা। খেয়ে-দেয়েই যাব। আবার ত এখানে এসে হাজির হতে হবে; না হলে যে খোঁটা খেতে খেতে প্রাণ যাবে। তোমাব ত সে ভয় নেই। তার আমাদের ছোটবাবু বেশ ঠাণ্ডা লোক, তোমার কেন ভয়ও থাক্‌বে না। (শীলাব গলদেশ বাহু-দ্বারা বেষ্টিত করিয়া) তোমায ভাই, এমন আপ্‌নার মনে হয় যে, এক মুহূর্ত্ত ছাড়্‌তে ইচ্ছে হয় না।

শীলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। বেলার সরলতায় তাহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল, সে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা শুধু বন্ধুত্বেই সুখী হইতেন, তাহা হইলে কত ভাল হইত! তাহার নিজেকে এমন অসহায় মনে হইত না। সে যে কোন মতে তাহার মনের গতিকে ফিরাইতে পারিতেছে না। সুব্রতকে সে কোন মতে অন্য চক্ষে দেখিতে পারে না। যদি সুপ্রকাশকে না দেখিত, তাহা হইলে কে জানে কি হইত ? কিন্তু এখন সে অন্য কাহারও কথা মনে আনিতে পারে না। সুপ্রকাশের সঙ্গে, বোধ হয়, আর ইহ জন্মে সাক্ষাৎকার হইবে না, তবু তাহাকে সে ভুলিতে পারে না। হায় প্রেম! তোমার কি গতি, তাহা বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রেমে মানব দেবতা হয়, আবার প্রেমেই দানব হয়!

(১৩)

বেলা আহারাদির পর শীলাকে লইয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে গমন করিলেন। তখন দ্বিপ্রহর। গাড়ীতে বেলা বলিলেন, "শীলা ভাই, গিয়েই মাসীমাকে একবার দেখেই চলে আস্‌ব—কি বল ? আবার কখন তাঁরা এসে পড়্‌বেন। যদিও মাকে বলে এসেছি অন্য গাড়ীটা পাঠিয়ে দিতে,তবু সময়ে ফেরা ভাল।

শীলা। আপ্‌নি যখন ফির্‌বেন আমি তখনই ফির্‌ব।

বেলা। তোমার ভাই, এখন এ-সব ভাবনা নেই। জান না ত বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরে যদি সাম্‌নে না দেখ্‌তে পান, কি দুঃখ কি রাগ হবে! শেষে আমারই সাধাসাধির পালা পড়ে যাবে। একবার সে যে কাণ্ড—! তখন আম্‌রা কল্‌কাতায় ছিলাম্। বাপের বাড়ী গিয়েছি, সে সময় উনি জমীদারীর কাজে গিয়েছেন। যে দিন ফির্‌বেন সে দিন উনি আমায় সংবাদ দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আস্‌তে চাইলাম, মা আস্‌তে দিলেন না; বল্লেন, "খাওয়া দাওয়া করে যাস্।" সে দিন আবার পিসীমাও এসেছিলেন, আমি লজ্জায় আর কিছু বল্‌তেও পারি নি। রাত্রে বাড়ী এসে দেখি কি কাণ্ড, সে মুখের কি ভাব! আমার ভয় হয়ে গেল। তারপর কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত নেই! আমি লজ্জায় ও ভয়ে সারা। সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর এমন কর্ম্ম কখনো কোর্ব্বো না।

শীলা শুনিয়া হাসিল, কিন্তু তাহার মনের ভিতর যাহা হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিবার নয়।

তাহারা দুইজনে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে উপস্থিত হইল। বেলা একেবারে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির শয়ন-কক্ষে গেলেন; দেখিলেন,তিনি অনেকগুলি বালিসের উপর ভর দিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তখনও তাঁহার হাপানির ভাব রহিয়াছে। তিনি বেলাকে দেখিয়াই বলিলেন, "শীলা আসে নি ?"

বেলা, "এসেছে বই কি ; তাকে ডেকে আনি।" —এই বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। শীলা আসিলে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাহাকে বসিতে বলিলেন। দু-চার কথার পর বেলা নিজের মণিবন্ধ-সংলগ্ন ঘড়িটির দিকে দেখিয়া একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ও অবশেষে শীলাকে বলিলেন, "তুমি একটু বোস মাসীমার কাছে, গাড়ী কর্ত্তে বলে আসি।"

বেলা চলিয়া গেলে মিসেস ব্যানার্জ্জি শীলাকে বলিলেন, "তোমার চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে পারি নি, বড় যন্ত্রণায় ছিলাম। তুমি এখনই যেওনা, একটু থাক না ? বিকেলে আমার গাড়ী তোমাকে রেখে আসবে।"

শীলা। আপ্নি ওঁকে বলুন, আমার তো খুব ইচ্ছা করে আপ্নার কাছে থাকি।

বেলা আসিয়া সংবাদ দিলেন গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, শীলা গাড়ীতে উঠুক্!

মিসেস্ ব্যানার্জ্জির তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হইতেছিল, তিনি ধীরে-ধীরে বলিলেন, "বেলা, ওকে একটু রেখে যাও না মা। আমি ও-বেলা সন্ধ্যার পর পাঠিয়ে দেব।"

বেলা একটু ভাবিত হইয়া বলিলেন, "মা যে বলে দিয়েছেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। মাকে বোলো মাসীমা বল্লেন, "একলাটি কষ্ট পাচ্ছি, তাঁর উচিত ছিল এসে খবর নেওয়া। এতদিন তো একবারও তোম্রা কেউ বাছা, একটু খোঁজ্ও নাও নি ; বুড়ী মরেছে, কি বেঁচে আছে, তাও দেখ্তে আস নি। আমি ভাল থাক্লে সাতবার হয়ে আস্তাম।"

বেলা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপ্নি তো আমাদের খুবই করেন মাসীমা, আমরা তেমন পারি কই। জানেন তো আমাদের কত ঝঞ্ঝাট। আচ্ছা, আমি তবে যাই, আর থাক্লে চল্বে না।" তাহার পর শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলে, "শীলা! তা হলে ভাই, তুমি সন্ধ্যার আগেই ফিরো। তোমার কাকা আমাদের ওখানে তোমাকে রেখে গেছেন,— যদিএসে পড়েন।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। শীলার কাকার বাড়ী থেকে তো শীলা আমার কাছে এসেছে, তাঁরা তাতে আর কি মনে কোর্বেন। তা বাছা, তোমাদের যদি অমত হয়, না হয় নিয়েই যাও।

শীলা। না, আমি এখন একটু থাকি ; আপ্নি এখন যান, আমি সন্ধ্যার আগেই যাব।

বেলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আর দেরী করলে চল্বে না, মাসীমা, তবে চল্লুম, আবার শীগ্গিরই আস্ব, মাও আসবেন। শীলার প্রতি "তবে ভাই যাই, তুমি শীগ্গির এসো। তোমায় একদণ্ড ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না ; কি মায়াই তুমি জান!" এই বলিয়া বেলা হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা চলিয়া যাইবার পর শীলা যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যদিও সে বেলাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত, তবু সে জানিত বেলা তাহাকে এত ভালবাসা দেখাইতেছে, তাহাকে আত্মীয় করিবার জন্য। যখন সে জানিবে যে, শীলা সে-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহে না, তখন তাহার শীলার প্রতি যে বিশেষ ভালবাসার ভাব থাকিবে, তাহা ত মনে হয় না। কারণ, পৃথিবীর নিয়মই এই। সে ভাবিতেছিল যে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে একবার বলে যে, তিনি কি কিছু দিনের জন্য দয়া করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিবেন ? কিন্তু তাঁহার অসুস্থ অবস্থা দেখিয়া সে কিছু বলিতে সাহস করিল না। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাহার খুড়ীমা আসিলেই সে চলিয়া যাইবে ; এবং প্রভাত-বাবুর মাকে সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে যে, সে কোনও মতে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিবে

না। সে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে তাঁহার দুধ খাওয়াইল, শয্যা-প্রান্তে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিল, এবং তিনি যখন যাহা বলিলেন তাহাই করিতে লাগিল। তাহার প্রথম হইতেই মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি বড় মায়া পড়িয়াছিল। তিনিও একাকিনী সেও একাকিনী।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলাকে বলিলেন, "আমার একটু ঘুম আস্‌তেছে, একটু ঘুমাই। তুমি ড্রংই-রুমে কোন কাগজ বা বই নিয়ে পড, না হয় বাজনা বাজাও।"

শীলা। বাজনার শব্দে আপ্‌নার ঘুম হবে না।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। খুব হবে, তুমি ধীরে ধীরে একটি গান করগে। আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌বো। একটু তন্দ্রা আস্‌বে বই ত নয়। আমি তোমায় ঘুম থেকে উঠে পাঠিয়ে দেব।

শীলা ড্রইং-রুমে গেল। নিস্তব্ধ ঘরে কেহ কোথায় নাই। সে ধীরে ধীরে বাজনার কাছে গিয়া, বাজনা খুলিয়া মৃদুভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বাজাইতে লাগিল ও গাহিতে লাগিল—

"সম্মুখে আঁধার ঘোর,
আমি অসহায় অতি।
রক্ষা কর এ বিপদে
মোরে জগতের পতি!
কোন্ দিকে কোথা যাই,
কিছু না ভাবিয়া পাই,
স্রোতে ভাসি তৃণ-সম
হয়েছে আমার গতি।
পথ দেখাইয়া মোরে,
লয়ে চল হাত ধরে;
ধ্রুবতারা হয়ে থাক,
দাও মোরে শুভমতি।
রক্ষা কর, দয়া কর,
ও চরণে এ মিনতি॥"

ধীরে ধীরে করুণস্বরে এই গানটি বাজাইয়া সে গাহিতে লাগিল। তাহার মনের ভাব যেন এই কথার ভিতর সুস্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠিল। তাহার দুইটি চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। সে বাজাইতে বাজাইতে সহসা কাহার শব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল—সম্মুখে সুব্রত। তাহার প্রাণের ভিতর যেন শিহরিয়া উঠিল। সে বাজনা বন্ধ করিয়া দিল।

সুব্রতর মুখ পথশ্রমে মলিন। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"কি সুন্দর আপ্‌নার বাজ্‌নার হাত। কি সুন্দর আপ্‌নি গান করেন! আপ্‌নার গান শুন্‌লে মনে হয়, যেন আর গান বন্ধ না হয়। আপ্‌নি ভাল আছেন ত? মাসীমা ত শুন্‌লুম ঘুমোচ্ছেন।"

শীলা। আপ্‌নি কি এখনই এলেন?

সুব্রত। আমাদের ট্রেণ আজ একটু সকাল সকালই এসেছে। বউদির আজ খুব মুস্কিল হয়েছিল, তার গাড়ী ও আমাদের গাড়ী একসঙ্গেই বাড়ীতে পৌঁছে ছিল। মা আমায় আপ্‌নাকে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন।

শীলা। আপ্‌নি আবার কষ্ট করে কেন এলেন? আমি তো এখনই যাচ্ছিলাম। আজ ট্রেন্ থেকে এসেছেন, এত কষ্ট করে না এলেই হত।

সুব্রত। কষ্ট করে আসা বল্‌ছেন? আজ এই এক সপ্তাহ যাকে একবার দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল ছিলাম, তাকে দেখ্‌বার জন্য কি আগ্রহ হয়, তা যদি আপ্‌নি আমার মত ভালবাস্‌তেন তাহলে

বুঝ্‌তে পার্চ্চেন। আমি আমার মায়ের প্রশ্নের উত্তর শুন্‌বার জন্যে নিজে এসেছি। আমি জান্‌তাম এ বাড়ীতে কেউ নেই, এখানে আমি আস্‌লে নির্জ্জনে আপ্‌নাকে এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌ব। শীলা—শীলা—। (এই বলিয়া শীলার দুইটি হাত ধরিয়া) বল, একবার বল, তুমি আমার হবে কি না? আমার জীবন সার্থক কোর্ব্বে কি না?

শীলা ভয়-চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিল—দ্বারপর্য্যন্ত রুদ্ধ রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি দুই হস্ত টানিয়া লইয়া বলিল, "মিঃ বসু! আপ্‌নারা ভদ্রলোক, সেই জন্যে আপ্‌নাদের বাড়ীতে আছি। যদি এ প্রকার ব্যবহার করেন, আর আমি আপ্‌নাদের বাড়ী যেতে পার্‌ব না। আপ্‌নি বাড়ী ফিরে যান, আমি এখানেই থাকব।"

সুব্রত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "কখনো তা হবে না। আপ্‌নার কাকা আপ্‌নাকে আমাদের বাড়ীতে রেখে গেছেন, আপ্‌নাকে আমার সহিত যেতেই হবে।"

শীলা। আমি কখনো যাব না। আপ্‌নি কি ভেবেছেন, এ দেশ অরাজক? আপ্‌নি মনে কর্‌ছেন আমি আপ্‌নার এই ব্যবহারে ভীত হয়ে যাব, বা আপ্‌নাদের ঐশ্বর্য্যের লোভে মুগ্ধ হব। যদি তা ভেবে থাকেন, বড়ই ভুল ভেবেছেন। আপ্‌নি বাড়ী ফিরে যান। আপ্‌নার মায়ের প্রশ্নের উত্তর যদি শুন্‌তে এসেছেন, তবে শুনে যান যে, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও আমি আপ্‌নাকে বিবাহ কোর্ব্বো না।

সুব্রত। (তীব্র কণ্ঠে) কেন কোর্‌বে না, তা কি আমি জানি না? সেই দরিদ্র ভিখিরী সুপ্রকাশের জন্যে। সেই তোমায় ভুলিয়েছে। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, আমি কখনো তার সহিত তোমার বিবাহ হতে দেব না। যার জন্ম কথা কেউ জানে না, যে পরের দাসত্বে দিন কাটাচ্ছে, সেই তোমার প্রাণের উপযুক্ত, আর তারই জন্যে আমি তোমার চক্ষে ঘৃণিত। কেন, আমার অপরাধ কি? আপ্‌নার পিতার মৃত্যুশয্যার অনুরোধ নিয়ে অন্নদাবাবু আমার মায়ের কাছে এসেছিলেন, তাই মা তোমায় দেখে পুত্রবধূ কর্‌তে চেয়েছেন। আমি ভাল বাস্‌ছি—এই আমাদের অপরাধ?

শীলা। কেন আর ও-বিষয় নিয়ে কথা বাড়াচ্ছেন? আমার নিকট অন্য কাহারও নাম করবেন না। আপ্‌নি কোন্ অধিকারে একজন ভদ্র মহিলার সহিত এমন ভাবে কথা কইতেছেন? আপ্‌নি পথ ছাড়ুন, আমি মিসেস ব্যানার্জ্জির কাছে চলে যাই—।

সুব্রত। পথ ছাড়্‌ব, তার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর যে —সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করবে না, তাকে বিবাহ করবে না।

শীলা। আপ্‌নি ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেন আমায় যেতে দিন। আমি আর আপ্‌নার একটা কথাও শুন্‌ব না।

সুব্রত। (সম্মুখে দাঁড়াইয়া) প্রতিজ্ঞা কর, পথ ছেড়ে দিতেছি।

শীলার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দ্বার খুলিয়া একব্যক্তি আসিয়া সুব্রতর হস্ত ধরিয়া সরাইয়া দিলেন। সুব্রত উত্তেজিত ভাবে দৃঢ়মুষ্টি হইয়া ফিরিয়া দেখে —সুপ্রকাশ। তাঁহার চক্ষের তারা যেন জ্বলিয়া উঠিল তিনি শীলাকে বলিলেন, "এই পথের ভিখারী, নামহীন গৃহ-হীনের জন্যে আমায় এত অবহেলা? এখন বল্‌ছি, শীলা! যদি নিজের মঙ্গল চাও—নিজের ভবিষ্যৎ নরক-তুল্য না কর্‌তে চাও—এর সংশ্রব ছাড়

শীলার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল। সুপ্রকাশকে দেখিয়া সে এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, এত আনন্দিত

হইয়াছিল যে, তাহার বাক্‌শক্তি যেন লোপ পাইতেছিল। সে দু-এক পদ অগ্রসর হইতে গিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছিল, সুপ্রকাশ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া নিকটস্থ সোফায় বসাইয়া দিলেন। সুব্রত কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। আবার শীলার নিকট গিয়া বলিলেন,"এখনো প্রতিজ্ঞা কর, আমি চলে যাচ্ছি।"

সুপ্রকাশ। কি প্রতিজ্ঞা কর্‌বেন?

শীলা। (ব্যস্তভাবে) না, না, আপ্‌নি আর কোন কথা শুন্‌বেন না। (সুব্রতকে) আপ্‌নি বাড়ী চলে যান, আমি যাব না।

সুব্রত। আচ্ছা আমি চল্‌লাম; কিন্তু বলে যাচ্ছি এখনও সময় আছে; যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি নিজের সর্ব্বনাশ কর্‌বার ইচ্ছা না থাকে, ঐ ভিখারীকে পরিত্যাগ কর।

এই বলিয়া তিনি সুপ্রকাশের প্রতি ঘৃণা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শুধু হাসিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কৃষক কামিনী।

কুটিরে করিয়া বাস কৃষক কামিনী,
কেমন সুখেতে আছে দিবস-যামিনী।
বিলাস-বাসনা তার উচ্চ অভিলাষ
মেঘাচ্ছন্ন করে না'ক হৃদয়-আকাশ;
শয্যা হ'তে উঠে প্রাতে বিহগের সনে,
গৃহকার্য্যে রত হয় আপনার মনে,
গৃহের প্রাঙ্গণ-আদি করি পরিষ্কার,
বানায় ব্যঞ্জন অন্ন হস্তে আপনার;
সুমিষ্ট তাহার স্বাদে পুলকিত মন,
কৃষক আপনি খায়, পুত্রকন্যাগণ;
অতিথি অভ্যাগত সে যদি আসে ঘরে,
খাওয়ায় তাহারে সুখে পরম আদরে,
সরলতা-ছবিখানি কৃষক কামিনী,
মরি কি সুন্দর দৃশ্য হৃদয়-তোষিণী।

মহাভারতের বচন-সংগ্রহ।

আদিপর্ব্ব।

রাগদ্বেষ-দ্বারা আত্মবিঘ্ন হয়।

মনুষ্য বিপন্ন না হইলে শ্রেয়োভাজন হইতে পারে না; কিন্তু বিপন্ন হইয়া যদি জীবিত থাকে, তবেই সৌভাগ্যশালী হইতে পারে।

দুর্ব্বলের পরমধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। দুর্ব্বল হওয়াই অধর্ম্মের মূল কারণ।

বনপর্ব্ব।

জ্ঞান-দ্বারা মানসিক দুঃখের বিনাশ করিতে হয়। মনোদুঃখ প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও অন্তর্হিত হয়।

পুরুষ জীর্ণ হইলেও বাসনা জীর্ণ হয় না।

ইষ্টলাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম কাম।

গৈরিক বস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়।

জ্ঞানদ্বারা কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি স্বপ্নবৎ অলীক বোধ হইলে, কর্ম্মমাত্রই অকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বুদ্ধির পরক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। মন ও বুদ্ধির লক্ষণ-নিরূপণ করাইয়া অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতগণের প্রধান কার্য্য। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। মন স্বতঃই উৎপন্ন হইয়াছে।

মনুষ্যেরা সুখে আসক্ত হইলেই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া থাকে। পতিত হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে, অপরকেও সচেতন করিয়া দিতে পারে।

যে ব্যক্তি দিবস-গণনায় উদ্বিগ্ন হয় না, সেই চিরজীবী।

সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করা উত্তম ব্রত।

নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কামনাত্যাগ-দ্বারাই লোক-সকলকে বিনশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন, এবং পরিশেষে সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষমার্গে উপনীত হন।

আত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হন, এবং ঈশ্বর-রূপে সকলকে চেষ্টিত করান।

যোগ যে কি পদার্থ তাহা গুরুও যখন দে... পারেন না, তখন বিষয়-ত্যাগই লক্ষণা-দ্বারা যো... প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সন্ন্যাসকেই ব্রহ্মযোগ বা... জানিবে।

পরম তপস্যার অর্থ, আত্মালোচনাত্মক নিরুপাধিক ধ্যান।

শোক হইতে বিপদ্ উপস্থিত হয়; শোকাকুল হইয়া কেবল শত্রুগণেরই আনন্দ বর্দ্ধন করা হয়।

ক্লেশ-পরম্পরা স্মরণ হইলে মনের শান্তি এ... কালে তিরোহিত হইয়া যায়, জ্ঞান-দ্বারাই বিশ্বা... জন্মে।

জ্ঞানযোগকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে। অজ্ঞান... শোক।

যাহার অতীত ও অনাগত, সুখ ও দুঃখ, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়েই তুল্য, তিনিই সর্ব্বধনের অধিকারী।

বিরাটপর্ব্ব।

দৈব যাহার অর্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাত করে, সে অর্থকামনা ত্যাগ না করিলে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হয়। অতএব দৈবের উপর নির্ভর করিলে প্রায় শোচনীয় অবস্থা হয় না।

যদি পরকৃত অপকারের প্রতিকার-চিন্তা দূর করা না যায়, তাহা হইলে অনেক সময়ে নিজের কার্য্যোদ্ধারের ব্যাঘাত ঘটে।

উদ্যোগপর্ব্ব।

যজ্ঞে গোবধ-বিষয়ে বেদোক্ত মন্ত্র আছে। ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে গোমেধ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যে ব্যক্তি ধনাঢ্য হইয়াও কৃপণ হয়, বা দৈববিড়ম্বিত হইয়াও ত্যাগপরায়ণ না হয়, সে অতিনরাধম।

সন্তাপে রূপ, বল ও জ্ঞান নষ্ট হয়, সন্তাপে ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

শোক-দ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভ করা যায় না; ...হাতে কেবল শ... ...রিতপ্ত হয় এবং শত্রুগণ হৃষ্ট হইয়া থাকে। ...শোক উপস্থিত হইলে বীর ব্যক্তি কদাচ শোকের বশীভূত হ...ন না।

ক্রোধ বিষম ব্যাধিস্বরূপ, ইহা শিরোরোগের কারণ।

কপটের সহিতও কপট ব্যবহার করিবে না।

বিষয়ানুরাগী বিষয়-নাশের পর বৈরনির্য্যাতনের

...ক্ষয় না করিলে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। অতএব বিষয়ানুরাগের হেতুরূপ অজ্ঞান-নামক মহাশত্রুকে জ্ঞান-দ্বারা অপনয়ন করা উচিত।

মান ও মৌন একত্র বাস করিতে পারে না; ইহলোক মানের, আর পরলোক মৌনের।

পরমাত্মার নামই মৌন। যে পদ বাক্য ও মনের অগোচর,তাহা প্রাপ্ত হইতে মৌনের প্রযোজন। পর-ব্রহ্মের ভাবনা-দ্বারাই মৌনাবলম্বন সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বেদ-সকল অধ্যাত্মারোপ-প্রসঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বিশ্বকে ব্রহ্মরূপেই নির্দ্দেশ করেন, এবং অপবাদ-প্রসঙ্গে বিশ্ব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্যও ব্যক্ত করেন।

সত্যের অজ্ঞানতা-হেতু উপাস্য-সকল কল্পিত হইয়াছে।

জ্ঞানই প্রত্যক্ষফলপ্রদ এবং তপস্যা পরোক্ষ-ফলপ্রদ হইয়া থাকে। শোকমোহাদি-নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান-ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়।

ধ্যানকালে মনে-মনেও অন্য কোন চিন্তা করিবে না।

মন পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারাই লাভ করা যায়।

সম্পত্তির বিনাশ পুরুষের পক্ষে মরণ অপেক্ষাও গুরুতর ক্লেশ। তখন শাস্ত্রপ্রভাবেও তাহার দুঃখ দূর হয় না।

বীজ ও ক্ষেত্রের ন্যায়, দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের সমন্বয়ে ফল সিদ্ধ হয়।

যে কোন উপায়ে হউক, সঞ্চিত কোপ বিনষ্ট করিয়া শান্তিলাভ করা মনুষ্যের ধর্ম্ম।

স্বাস্থ্যলাভ-কামনায় দক্ষিণপার্শ্বে শায়িত ও নিদ্রিত হইবে।

ভীষ্মপর্ব্ব।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

বীরগণ শস্ত্রাঘাতে সন্তাপিত হইয়াও ধৈর্য্যগুণে বেদনা-সংবরণপূর্ব্বক কেবল ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন।

বাসুদেব অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত ছিলেন, তিনি সঙ্কল্প-সাধনের নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, স্ত্রী ও যশ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

শোকে কার্য্যহানি হইলেও উহাতে জ্ঞানের অনুকূলতা হয়।

শরণাগত-রক্ষার্থও মিথ্যা কথা বলিলে পাতক হয়, এরূপ স্থলেও মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগে সত্যের অপলাপ হয়।

ক্রোধরূপ অগ্নি প্রজাপতির ধর্ম্মযজ্ঞ হইতে সম্ভূত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ধর্ম্ম এইনামে নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম। পরদারাপহরণাদি-কার্য্য লোক-ধ্বংসকর। অতএব যাহাতে প্রাণিদিগের জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মে তাহা ঘোরতর অধর্ম্ম।

মাননীয় ব্যক্তির অপমানই জীবন্মৃত্যু; গুরুজনকে 'তুমি' বলিলে তাঁহাকে বধ করা হয়,বেদেই এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ও বিহিত আছে।

নিষ্ঠুর বাক্যে তেজস্বীকেও বলহীন করে।

স্বয়ং আপনার গুণকীর্ত্তন করিলে আত্মবিনাশ করা হয়। এইরূপে যে আত্মঘাতী হয়, তাহার ভ্রাতৃবধ অপেক্ষাও ঘোরতর পাপ হয়।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

মনুষ্যমাত্রেই স্ব-স্ব বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাতে পুরুষকারের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে;

সুতরাং, বুদ্ধিকেই পুরুষকারের প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। কিন্তু সেই বুদ্ধির প্রেরণা মনুষ্য-দ্বারা হইতে পারে না, ভগবান্‌ই উহার প্রেরক। সুতরাং সকলই দৈব।

শোকাভিভূত হইলেও কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবে না, ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের শাসন।

শান্তিপর্ব্ব।

(রাজ-ধর্ম্ম)

ব্রাহ্মণ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে অপটু, কিন্তু মানসিক ক্লেশে সহিষ্ণু, ক্ষত্রিয় তাহার বিপরীত।

জয়লাভ-জনিত সুখই পুরুষের সুখ,—ক্ষত্রিয়ের শত্রুর উপর জয়লাভ, এবং ব্রাহ্মণের নিজের উপর জয়লাভ।

ঐশ্বর্য্য স্বতঃ ত্যাগ করিলে সুখ হয়, কিন্তু অন্যে বলপূর্ব্বক তাহা অপহরণ করিলে, অপহারককে ক্ষমা করিতে পারা যায় না।

যে ব্যক্তি অতীত দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখই লাভ করে।

যিনি শরীরস্থ পঞ্চভূতকে একাকার আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আত্মায় বিলীন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ক্রোধদ্বারা মন দূষিত হইলে সাধুভাব-দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

অবীরা স্ত্রীর অন্ন আয়ুর হানি করে।

ভৃত্যদিগের সহিত পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ, তাহা করিলে তাহারা প্রভুর অন্তঃপুরধর্ম্ম নষ্ট করিতে উৎসুক হয়।

যে ব্যক্তি সহাস্যবদনে সম্ভাষণ করে, সে সকলের প্রিয় পাত্র হয়। শান্তভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দান করিলে, তাহা ব্যঞ্জনবিহীন অন্নের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হয় না। আর মধুর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সর্ব্বস্বাপহারীর একমাত্র নম্রতা-গুণে লোকে তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব দণ্ড-বিধান-কালেও শান্তভাব অবলম্বন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহাতে অনেক কার্য্য সাধিত হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না।

মহর্ষিগণ ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিয়াছেন। সকল ত্যাগের মধ্যে কলেবর ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়গণ সমরক্ষেত্রে কলেবর ত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ হন না।

শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্যই তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিত।

বণিক-দিগের মঙ্গল-বিধান করা অনায়াস-সাধ্য, অথচ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।

প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। খদ্যোতকে অগ্নির ন্যায় দেখায়, কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক অগ্নি নাই।

তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই, ভূমণ্ডলে প্রায়ই নির্দ্দোষ লোকেরা দোষীদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের, ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিক-দিগের এবং সুরূপেরা কুরূপদিগের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া থাকে।

মানব-মাত্রেরই অন্তঃকরণে আশা জন্মিয়া থাকে। এবং উহা বিফল হইলেই তাহার পর্ব্বতসদৃশ মহাদুঃখ উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই।

যে যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সকল সময়ে সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত শঠতাচরণ করিবে না; কিন্তু সাধু অসাধু সকলের সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

কেহ নিন্দা করিলে তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং স্বীয় দোষ সংশোধন করাই উচিত। কোন ব্যক্তিই

সকলের প্রশংসাভাজন হয় না, এবং কোন ব্যক্তিই সকলের নিন্দাভাজন হয় না।

অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ এবং প্রিয় ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে।

মনুষ্যকে মধুর বাক্যে সমাদর করিলে সে পুত্র-কলত্র, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হয় না।

পাপাত্মারা সর্ব্বগুণান্বিত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্ট করে।

যে সময়ে লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই সময়ই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল।

যাঁহাদের অনিত্য-সুখ-লাভে তৃপ্তি হয় না, তাঁহারাই জ্ঞানী, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন।

(মোক্ষধর্ম্ম)

লোকে যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানে অনুরক্ত হইলে দেহাদি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

যিনি যে পরিমাণে কাম ত্যাগ করেন, তাহার সেই পরিমাণে সুখ লাভ হয়।

লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে পঞ্চভূতকে পৃথক্ মনে করে; কিন্তু বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু, সলিল, পৃথিবী ও আকাশ—সকলই পরব্রহ্মের অন্তর্ভূত।

ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের প্রভেদ নাই।

গুণ-সকল আত্মাকে অবগত হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা গুণ-সমুদায়কে অবগত হইতেছেন।

যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন সমুদায় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে; তৎকালেই ব্রহ্ম লাভ হয়।

যাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও ত্যাগ-পরাঙ্মুখ হন, তাহাদিগকে সতত ক্লেশভোগ করিতে হয়।

বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কদাপি সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম, উহাতে সকলেরই অধিকার আছে।

যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলেন। কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন যে, যিনি সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত হন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চই মুক্তিলাভ করিতে পারেন

সকল বর্ণেরই বেদপাঠে ও বেদ শ্রবণে অধিকার আছে।

অনুশাসনপর্ব্ব।

যে পরের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করে তাহার আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

সকলেই ঈশ্বর-কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তার একতা অনুভবেরই নাম শান্তি।

ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি শমাদি-গুণদ্বারা অন্তঃশত্রু বিনষ্ট করিবেন।

মনোরূপ রাজ্যে রাজত্ব লাভের চেষ্টা করিবে। এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব, স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা।

যিনি দেহের সহিত আত্মার ভিন্ন ও অভিন্ন ভাব দর্শন করেন, তাঁহার দুঃখ থাকে না।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই পুরুষ হইতে অভিন্ন জানিবে।

যাঁহার পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞান হয়, তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়।

যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান জন্মে।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ।

সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব ।

জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপর হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। জীব নিত্য কিন্তু জীবের শরীর উপাধি-স্বরূপ ও অনিত্য। ইহাই মহাভারতের সারোপদেশ।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সাহা।

বিবিধ তত্ত্ব।

ছবির গিল্টি করা ফ্রেম মলিন হইলে জলে পেঁয়াজ সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা উহা ধুইয়া ফেল, ফ্রেম নূতনের মত হইবে।

অয়েল ক্লথ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। উহা দীর্ঘ-কাল-স্থায়ী করিতে হইলে প্রথমতঃ গরম জলে উহা প্রক্ষালন কর। সাবধান, সাবান ব্যবহার করিও না। উহা শুষ্ক হইলে দুধে একখণ্ড নেকড়া ভিজাইয়া উহার উপর ঘর্ষণ কর, তারপর উহা মসৃণ করিয়া লও।

কাঠের হাতার দ্বারা রান্না করা উত্তম। ইহাতে কোন খাদ্যদ্রব্য কলঙ্কিত হয় না।

ইস্পাতের দ্রব্যে মরিচা ধরিলে উহাকে সুইট্ অয়েল দ্বারা ভিজাইয়া খুব ঘর্ষণ করিতে হয়। ইহার ৪৮ ঘণ্টা পরে চূণের খুব মিহি গুড়া দ্বারা উহাকে ঘর্ষণ করিলে মরিচা উঠিয়া যাইবে।

গালিচা বিবর্ণ হইলে উহা কোন স্থানে ঝুলাইয়া উহাতে লাঠি দ্বারা খুব আঘাত করিতে হয়। তাহার পর উহা বুরুষ করা উচিত। ইহার পর হাতে সয় এমন গরম জলে দশ ছটাক ভিনিগার মিশাইয়া ঐ জলে কাপড় ভিজাইয়া ঐ কাপড় দ্বারা গালিচার সর্ব্বত্র ঘর্ষণ করিতে হয়। তখন দেখা যাইবে, গালিচা যেন নূতন হইয়াছে।

যখন কাচের একটা গ্লাসের মধ্যে আর একটা এমন আটিয়া যায় যে টানিয়া বাহির করা যায় না,

তখন ভিতরকার গ্লাসে ঠাণ্ডা জল দিয়া বাহিরের গ্লাস গরম জলে কিয়ৎকাল ডুবাইয়া রাখিও, দেখিবে ভিতরকার গ্লাস সহজেই বাহির হইবে।

জাপানী ট্রে মলিন হইলে কখনও গরম জল দ্বারা ধুইও না। গরম জল ব্যবহার করিলে উহার ভার্ণিস উঠিয়া যায়। উহার উপর অলিভ অয়েল ঘসিয়া, তারপর ফ্লানেল দ্বারা উহা পরিষ্কার কর।

(গৃহীত)

কেন?

তোমাতেই আছি মিশে,
ব্যাকুল পরাণ মোর
কেন তবু চায়?

হৃদয়-মাঝারে আছ,
কত দূরে কোথা তুমি—
কেন মনে হয়?

বাহিরে না দেখে শুধু
কেন করে হাহাকার
অবোধ হৃদয়?

আকুল এ হৃদি মোর
কেন তৃপ্ত নয় শুধু
ধ্যান-ধারণায়?

ধ্যানের মাঝারে আছ,
হৃদয়ের স্বামী মোর।—
বাহিরে তো নাই!

বাহিরে ভিতরে আমি
হে মোর অন্তরর্যামি!
কেন নাহি পাই?

শ্রীচারুমতি দেবী।

প্রায়শ্চিত্ত।

(গল্প)

নেহাৎ যদি না ছাড়, তবে বলি শোন। কিন্তু শুনে বড় আনন্দ পাবে না। শোন, আমার জীবনের সুখ-দুঃখের কথা সবই শোন।

আমি যখন বি, এ পড়ি, তখন সুজন-নামে একজন সহপাঠীর সহিত আমার খুব বন্ধুত্ব হয়। লোকে বলে, শুনেছি, আমার চেহারাখানা নাকি নেহাৎ মন্দ নয়; তা সেই সুজনকুমারকেও দেখিতে খাসা। দুইজনের আমাদের গলায় গলায় ভাব, তাই আর সব ছেলেরা আমাদের জোড়া-কার্ত্তিক বলিয়া তামাসা করিত। আমি সুজনকে যথার্থই ভাল বাসিতাম। আমার ভাই বোন কেহই ছিল না; সে স্নেহ যে কেমন তাহাও ইহার পূর্ব্বে কোন দিন এমন করিয়া বুঝি নাই। সেও আমায় খুবই ভাল বাসিত।

আমার বাবা জমীদার। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী ও কড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের বাড়ী

শ্রীরামপুর, কিন্তু আমরা কলিকাতায় থাকিতাম। কারণ, বাবা আমায় কলিকাতায় একাকী ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক নহেন। কি জানেন, যদি তাঁহার একমাত্র বংশধর কলিকাতায় কুসঙ্গীদিগের হস্তে পড়িয়া বাঁদর হইয়া যায়। বাবা তাঁহার পুত্রকে মানুষ করিবার জন্য অনেক চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু হায় ভগবান্! এত করিয়াও তিনি আমায় কুসঙ্গীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। গত জন্মে অনেক পুণ্য করিয়া তবে আমি তাঁহার পুত্র হইয়াছিলাম। আর তিনি গত জন্মে অনেক পাপ করিয়া তবে 'আমায়' তাঁহার একমাত্র পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন বলিতে আরম্ভই করিয়াছি, তবে সকলই বলি শোন।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুজনের সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুত্ব। শুধু সুজনের সঙ্গেই বা বলি কেন? সুজনের সহিত বন্ধুত্ব উপলক্ষে তাহাদের বাড়ী যাওয়া-আসার সুযোগে তাহার ভগিনী কনকলতারও সহিত আমার কতকটা বন্ধুত্ব জন্মায়। ক্রমেই সেই বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর ও ক্রমে গাঢতম হইবার পথে অগ্রসর হইতেছিল।

কনকলতা মেয়েটি বড়ই লাজুক। আমি প্রায়ই তাহাদের বাড়ী যাইতাম, কনকের মাতা আমাকে খুবই আদর-যত্ন করিতেন, নিজের হাতের নানা-রকমের খাবার-দাবার করিয়া খাওয়াইতেন।—তোমার মনে হয়ত, প্রশ্ন উঠিয়াছে,—"কেন? কনকের মাতার কি তোমায় দেখিয়া জামাই করিবার সাধ গিয়াছিল?" হ্যাঁ ভাই, সেই রকমই কোন একটা সাধই, বোধ হয়, কনকের মাতার মনে উদিত হইয়াছিল। তাহা না হইলে অত খাতির কি কেহ কাহাকেও অনর্থকই করে? আমি তাঁহাদের বাড়ী যাইলে, সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেন।—"কনকের মা।"—তুমি এখনই হয়ত বলিয়া বসিবে, "কনকের মা কেন? সুজনের কি তিনি কেউ নয় নাকি?" সত্য তিনি দুইজনেরই মা, কিন্তু কনক-নামটি আমার কাছে বড় মিষ্ট, বড় মধুর, তাই তাঁহাকে "কনকের মা" বলিয়াই বারংবার উল্লেখ করিতেছি। কনকের মাতা আমায় এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, মাতৃহীন আমি সে-যত্নে মাতৃস্নেহের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতাম। বাটীতে নিজের কোন ছোট বা বড় বোন, অথবা অন্য কোন মেয়ে ছিল না, নিজেও তখন জামাই হই নাই, জানিতাম না, জামাই-আদর কাহাকে বলে। কিন্তু মনে হইত জামাই-আদরও এত বেশী নয়। কনকের মার কাছে হাজারবার "বাবা, বাবা" শুনিতে শুনিতে লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসিত। মনে করিতাম, পরের নিকট হয়ত এতটা লওয়া উচিত নয়—আর যাইব না। কিন্তু না গিয়াও থাকিতে পারিতাম না। কনকের লজ্জানম্র আরক্ত মুখখানি না দেখিলে, তার মুখের দু'একটি কথা না শুনিলে সে দিনটা যেন বৃথা মনে হইত। সে কিন্তু ইদানীং বড় একটা আমার সম্মুখে বাহির হইত না। কখন কখন তাহার ভ্রাতার নিকট ভৎর্সিত হইয়া জল বা পানের ডিবা লইয়া আসিত। সুজনও আমাদের মত আজকালকারই ছেলে; সেও তার ছোট বোনটির এতটা লজ্জার অর্থ বুঝিতে পারিত না। হায়রে, বিংশ-শতাব্দীর বৈদেশিক-শিক্ষা-মদ-গর্ব্বিত যুবক। লজ্জা নারীর যে কি ভূষণ, তুমি তাহার কি বুঝিবে? পুরুষের যেমন বিদ্যা, নারীরও তেমনই লজ্জাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। আমরা মনে করি, 'হিল-সু' পায়ে দিয়া খট্‌মট্ করিয়া চলিলেই এবং ফড়্‌ফড়্ করিয়া খুব খানিকটা ইংরাজী বলিতে পারিলেই স্ত্রী-শিক্ষার চরম হইয়া গেল! লজ্জা-সরম সে সব সেকালে-পনা—এ কালে ও-সব শোভন নয়। এমনই দুরবস্থাই আমাদের মনে ঘটিয়াছে। যা তা

তাহা সর্ব্বকালেই ভাল, এটা আমরা বুঝি না।

সুজনের পিতা নাই। অবস্থাও তেমন ভাল নয়। কনকেরও বয়স হইল। দেখিয়া শুনিয়া কনকের মা আমাকেই সংপাত্র বিবেচনা করিলেন। আমি সৎপাত্র! হা ভগবান! অসংপাত্র তবে আর কে? সুজন আমার পিতাকে এই বিষয় জানাইল, বলিল, "এ বিয়ে আপ্‌নাকে দিতেই হবে।" আমার বাবা একটুখানি আপত্তি করিয়াছিলেন,—"সে কোন নামজাদা বড় ঘরের মেয়ে নয়; আমাদের বংশ খনিয়াদি।" কিন্তু কনককে দেখিয়া সব আপত্তি নিমেষে তাঁহার মন হইতে দূরে চলিয়া গেল। এখন মনে হয়, না গেলেই বুঝি ভাল হইত। তখন মনে করিয়াছিলাম, আমি ত কনকের অনুপযুক্ত নই, কেন তাহাকে পাইব না? কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, আমি তাহার একান্তই অনুপযুক্ত। সে দেবীপ্রতিমা! আর আমি আধুনিক যুগের পরানুকরণপ্রিয় বাসনার ক্রীতদাস সামান্য মানবমাত্র।

নব-বসন্ত-সমাগমে বৃক্ষ-লতা সব নব-পত্রাভরণে সুসজ্জিত, বন-প্রান্ত কোকিল পাপিয়া প্রভৃতির কুহু-কুহু ও পিউ-পিউ ইত্যাদি সুস্বর-তরঙ্গে তরঙ্গিত। বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতি যেন নবজীবনের পরিপূর্ণ তায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন! আমার হৃদয়ও সে দিন এমনি ভাবেই পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে দিন যে আমার বিবাহ! সে দিন চারিদিক যেন উজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সাহানার সুর সে দিন আরও মিষ্ট, আরও মধুর বলিয়া মনে হইতেছিল! কত মধুর সেই অতীত স্মৃতি! কি সুন্দর সেই দিন যে দিন কনকপ্রতিমা কনকলতাকে আমার নিজের করিয়া পাইয়াছিলাম! কিন্তু হায়, কেনই পাইলাম? না পাইলেই, হয় ত, ভাল হইত! কে জানে কি হইত? কিছু বুঝিতে পারি না। কি ভাল, কি মন্দ তাহা কেই বা জানে? সেই দিন হইতে, আমার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিন হইতে, আমার সবই যেন গোল-মাল হইয়া গিয়াছে;—কিছুই যেন ঠিক পাই না! উঃ! সে কি ভীষণ দিন!

কনকের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গেল। আমি সর্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছি, বিবাহ হইলে নব-বধূকে পর্দ্দার মধ্যে রাখিব না—পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিব। এখন সুযোগ পাইয়া, কিছুদিন পরে আত্মীয়-বন্ধুবর্গ ধরিয়া বসিলেন, "নববধূকে সঙ্গে করে চলো একবার একটু বেড়িয়ে আসা যাক্; সাহেবেরা যেমন মধু-বাসরে যায়। কিন্তু আমাদেরও সঙ্গে নিতে হবে।"

আমিও ভাবিলাম, এ বড় মন্দ কথা নয়। কিন্তু এ কথা বাবাকে বলি কেমন করিয়া? আমি বন্ধুদের নিকট যতই স্বাধীনতা দেখাই না কেন, তাঁহার প্রকৃতি ত আমার ভালরূপই জানা আছে। একথা শুনিলে আর আমার রক্ষা থাকিবে না।

হায়, একবার যদি বাবাকে বলিতাম, তাহা হইলে কি আর আজ আমাকে এ কথা লিখিতে হইত! না আমার জীবনটা তাহা হইলে এমন করিয়া অকালে ঝলসিয়া যাইত? বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ হইলে যে আমার জীবন সুখের হইবে, তাই বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ হইল না। বাবাকে না বলিয়া, লুকাইয়া, কনকের মাকে এক রকমে বুঝাইয়া দিয়া, কনককে লইয়া আমরা ছয় সাত জন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব কোন একটা নির্জ্জন পার্ব্বত্য স্থান মনোনীত করিয়া যাত্রা করিলাম। যাইবার পূর্ব্বের দিন, নানা-রকমের জুতা, মোজা, বিলাতী ও জাপানী সিল্কের পোষাকের রাশি, সৌখীন সৌখীন হীরা-মুক্তার গহনা বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করিয়া কিনিয়া লইয়া আসিলাম। আমি জমীদার-পুত্র—ভাবী জমিদার, কিন্তু আমার হাতে টাকা-কড়ি বড়

একটা থাকিত না। বাবা আমার হাতে বেশী টাকা দিতেন না। যাহাও বা খরচের মত দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে হিসাব লইতেন। পাছে টাকা-কড়ি হাতে পাইলে অযথা ব্যয় করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ি, এই তাঁহার ভয়! কিন্তু আমি, তাঁহার গুণধর পুত্র, আমি টাকা ধার করিয়া তাঁহার অপছন্দ মত জাপানী জিনিষের রাশি কিনিয়া আনিলাম। সেগুলি দেখিয়া কনক বলিল, "এ সব আমার জন্যে? কেন? আমার তো ও সব কিছুই দরকার ছিল না। আমার তো অনেক আছে।"

আমি উত্তর দিলাম, "তোমার দরকার না থাক্‌তে পারে, কনক। কিন্তু আমার তোমাকে দেবার দরকার আছে। তুমি কি এগুলো নেবে না?"

পাছে আমি দুঃখিত হই, সেই ভয়ে সে বলিয়াছিল, "না, না, নেব না কেন?" কিন্তু তাহার এ তুচ্ছ জিনিষের উপর একটুও লোভ ছিল না। আজন্ম দারিদ্র্যে প্রতিপালিতা সে সামান্য বেশে থাকিতেই ভালবাসিত।

সকালের ট্রেনে আমরা বাহির হইলাম। কনক জানিল, আমরা বাবার কাছে মত লইয়াই তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেছি। একবার সে কেমন করিয়া শুনিয়াছিল যে, আমরা লুকাইয়া যাইতেছি, তখনই সে যাইবে না বলিয়া আপত্তি করিয়াছিল। আবার মিথ্যা করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিলাম; বলিলাম, "বাবার কাছে মত নিয়েছি। পাগল! তা না হলে কখন যেতে পারি?" সরলা বালিকা আমার মিথ্যা বাক্যে অবিশ্বাস করিল না—বিশ্বাসই করিল।

সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া করা ছিল। আমরা যাইয়া তাহাতে উঠিলাম। কনক কলিকাতা হইতে খালি পায়ে আসিয়াছিল। এখানে আসিতেই তাহাকে জুতা পরিবার জন্য জিদ্ করিলাম। সামান্য গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, জুতা পরা তাহার অভ্যাস নাই। সে জুতা পরিয়া চলিতে পারিবে না ইত্যাদি অনেক রকমে আপত্তি করিল। কিন্তু জুতা না পরিলে আমার বন্ধুগণ আমায় অসভ্য বলিবে, এই জন্য জোর করিয়াই স্ত্রীকে জুতা পরাইলাম।

আমাদের দেশের মেয়েদের যে জুতার চাইতে আল্‌তাতেই বেশী মানায় তাহা আমরা এখন দেখিতে পাই না। অন্ততঃ তখন তো পাই নাই। কনকের জুতা পরিয়া চলা অভ্যাস নাই। আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গ তাহার চলনের অশোভনতা লইয়া খুবই তামাসা করিতে পারিলেন। লজ্জায় সে অর্দ্ধমৃত হইয়া গেল।

পূর্ব্বে যখন আমি কনকদের বাড়ী যাইতাম, সে আমার সাম্‌নেই বাহির হইত না, যদিই বা বাহির হইত, লজ্জায় লাল হইয়া অনর্গল ঘামিয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচিত। আর তাহাকে আমি নিজের হাতে পাইয়া, ইহার মধ্যেই এমনভাবে রাস্তায় বাহির করিয়াছি! কনক আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গের ঠাট্টায় তাহার আনতনেত্র একবারও তুলিতে পারে নাই,—মাটির সঙ্গে তাহার মাথা ক্ষণে ক্ষণে মিলিতে চাহিতেছিল। একদিকে বিদ্রূপ এবং অপর পক্ষে তিরস্কার সে লাভ করিল। নিষ্ঠুর আমি সেই কয় ঘণ্টা আমার নিজের হাতে তাহাকে পাইয়া কি কষ্টই না দিয়াছি! লোকে বলিত, আমার হৃদয়ে নাকি দয়া-মায়া আছে; মানুষের ব্যথা আমি নাকি বুঝিতে পারি। হা ঈশ্বর! আমি যদি মানুষের ব্যথা বুঝি, তবে বোঝে না কে? একান্ত গৃহ-কোটরে প্রতিপালিতা কনকলতাকে অকস্মাৎ তাহার সমস্ত লজ্জাবরণ মুক্ত করিয়া এতগুলি তীক্ষ্ণ সমালোচকের চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাকে কি আমি কম কষ্টটাই দিয়াছি? কনকলতা ও তাহার স্বামীকে এর

বড় হৃদয়হীন দেখিয়া, হয়ত মনোমধ্যে কত দুঃখই পাইয়াছিল ?

আমরা যেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সে জায়গাটা দেখিতে খুব সুন্দর। চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। কত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গিরিনদী ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া বহিয়া যাইতেছে! কত প্রকারেরই বনফুল, কত রকমেরই পাখীর ডাক! সেখানে গিয়া প্রথম দিন আমরা একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিযাছিলাম। সে পাহাড়টী আমার চিরদিন মনে থাকিবে। উঃ, সে কি ভুলিবার কথা? এজন্মে তো নয়, পরজন্মে—জন্মান্তরেও ভুলিব কিনা জানি না।

আমরা সকলেই 'সাইকেলে' ছিলাম, কনকলতা ছিল রিক্‌সেতে। বাবাকে না বলিয়া আসিয়াছি, মনটা মাঝে মাঝে কেমন কেমন করিতেছিল। কিন্তু প্রকৃতির সে মনোরম দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল। পাহাড়েব রাস্তাগুলি কোথাও ২৫ ফিট ৩০ ফিট নীচে নামিয়া গিয়াছে, আবার ততখানি উঁচু হইয়া উঠিয়াছে! রাস্তার দুই ধারে ইউক্যালিপ্‌টাস বৃক্ষের সারি বাতাসে মস্তক আন্দোলিত করিতেছে! দবস্থিত পাহাড় ও শাল-বনগুলি যেন সুনিপুণ চিত্রকর-কর্ত্তৃক অঙ্কিত একখানি চিত্রের মত দেখাইতেছিল! বড় সুন্দর সে চিত্র! যদি চিত্রকর হইতাম তবে আমিও সেই দৃশ্যগুলি হইতে চিত্র অঙ্কিত করিতাম। কবি হইলে কবিতায় সে ভাব ফুটাইয়া তুলিতাম। কিন্তু আমার এ সব কোনও শক্তি নাই। কোন শক্তি নাই কেন বলিতেছি? আছে বৈকি—আছে। তবে এ সব শক্তি নয়। সে শক্তি শুধু নিজে কাঁদিবার ও অপরকে কাঁদাইবার। নিজে সারাজন্ম কাদিতেছি; আমার পিতাকে ও কনকের মাকেও কাঁদাইয়াছি। শোন, নারীহত্যাকারীর মর্ম্ম-যন্ত্রণা শোন। প্রথমেই বলিয়াছি আমাব কাহিনী শুনিয়া আনন্দ পাইবে না, আচ্ছা, তবুও শোন।

আমরা সকলে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। অতিশয় সঙ্কীর্ণ পথ। দু'পাশে কাঁটা গাছে হাত-পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছিল, তবু আমরা দু'হাতে গাছ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমরা আটশত ফিট উচ্চে উঠিলাম। এতক্ষণ একটুও বসিবাব স্থান পাই নাই। একদিকে দুর্ভেদ্য শালবন এবং অন্যদিকে গভীর পর্ব্বত-গহ্বব। কোন রকমে পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া গেলে নিশ্চয় মৃত্যু। আমার আত্মীয় বন্ধুদেব ঠাট্টা-বিদ্রূপে এবং তাহাদেব নৈকট্যে কনক ক্ষণে ক্ষণে লজ্জায় জড়-সড় হইতেছিল। আমারও প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মসৃণ পাথরে তাহাব অনভ্যস্ত জুতা-পবা পা হড়্‌কাইয়া যাইতেছিল। আমার বুকেব মধ্যেও দুশ্চিন্তার আঘাত পড়িতে-ছিল। দু'একবাব মনে হইল যে বলি, "জুতা খুলিয়া ফেল," কিন্তু বন্ধুবর্গেব ভযে কিছু বলিলাম না। এখনি হয় ত তাহারা হাসিয়া বলিবে, "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।" তারপর জুতাটা বহিবেই বা কে? আমি বহিলে পাঁচকথা শুনিতে হইবে, তাহাকে দিয়ে বহানটাও পুরুষোচিত হয় না। সভ্যতার সে অঙ্গও হয় না।

এতক্ষণ পরে একটু বসিবার স্থান পাইয়া সকলে নীচের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বড় বড় শাল-বনগুলা ঠিক মাঠের মত সমতল মনে হইতেছিল। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া চারিদিকে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ পশ্চিম দিকে দৃষ্টি পড়িল। সূর্য্যদেব অস্তগতপ্রায়। সূর্য্যের না হয়, অস্ত যাইবার সময় হইয়াছে তাই যাক্‌। কিন্তু একি! সারা আকাশ যে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে! এখন উপায়? সকলেই তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা যেন মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "পার্‌বে না—পার্‌বে

না ; আমাদের সঙ্গে কি তোমরা পার ?" কড়্ কড়্ শব্দে অমনি মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই বন্ধুর পথ দিয়া সকলে প্রায় দৌড়িয়াই নামিতেই লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে ধূসর মেঘে ধূসর পর্ব্বতের বক্ষের অন্ধকার জমাট হইয়া আসিতে লাগিল!

আমাদের জুতা পরা অভ্যাস আছে। সেই বৃষ্টিবারি-সিক্ত পিচ্ছিল পথেও আমরা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু বাঙ্গালী, হিন্দু ঘরের মেয়ে, জীবনে যে জুতা পায়ে দেয় নাই, তাহার পক্ষে এ অবস্থায় বিপদ্ বড় কম নয়। অথবা আমাদের জন্য প্রাণপণে তাহাকেও দ্রুত চলিতে হইতেছিল। আমরা তো তাহার জন্য একবারও ভাবি নাই। অকস্মাৎ নূতন জুতার মসৃণ চামড়ায় ও পাহাড়ের বৃষ্টিবারির দ্বারা সদ্যোধৌত মসৃণ প্রস্তরে পিছ্লাইয়া কনক কক্ষচ্যুত তারকার মত নিমেষে সেই গভীর খাদের ভিতর পড়িয়া গেল। হায় ভগবান! আকাশে কি তোমার বজ্র ছিল না। সেই দুর্য্যোগময়ী নিশীথে আকাশের একটী বজ্র আসিয়া সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তকে পড়িলেই বা তোমার কি ক্ষতি হইত? হাঁ, তা একটু হইত বইকি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত কে? আমিও সেইখানে লাফাইয়া পড়িতে গেলাম, কিন্তু কে যেন আমায় বাধা দিল। তারপর কি হইল কিছুই মনে নাই।

যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল চোখ চাহিয়া দেখিলাম, আমি কোনও অপরিচিত গৃহের অচেনা শয্যায় শুইয়া আছি। পরে জানিলাম এটা সেই পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী কোন ভদ্রলোকের বাসগৃহ। আরও জানিলাম, এখন বেলা ১০টা; আমার বন্ধুবান্ধবেরা ইতঃপূর্ব্বেই লোকজন সঙ্গে করিয়া আমার কনকের চূর্ণ-বিচূর্ণ মৃত দেহ কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছেন। এতক্ষণ তাহার শেষ কার্য্য সম্পাদন-করণার্থ লইয়া যাইতে পারিত, শুধু আমার জন্য হয় নাই। আর অপেক্ষা করিতে হইল না। আমার কনকপ্রতিমা কনকলতাকে নিজ হস্তে চিতা-শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া, তাহার চিতাভস্ম জলে ধুইয়া, রাত্রি নয়টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। স্বজন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। আমার যে কি হইয়াছিল, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। বুঝিবা পাগল হইয়া গিয়া থাকিব।

আমার আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে একজন গিয়া বাবাকে টেলিগ্রামে সব জানাইয়া আসিলেন। তাহার পরের দিন কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল, কিছু বুঝিতে পারি নাই। সন্ধ্যাবেলা একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম। পড়িয়া হাত-পা অবশ হইয়া আসিল। হা ভগবান! এতও এ অভাগার অদৃষ্টে ছিল। পিতা সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, শীঘ্র যাইতে হইবে। সন্ধ্যার ট্রেণে কনকপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সকলে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী না ফিরিলেই ভাল হইত।

বাড়ী যাইতেই সকলে আমার দিকে বিস্মিত ও বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়াছিল। আমি কোনও দিকে না চাহিয়া বাবার ঘরে চলিয়া গেলাম। ঘরে প্রায় কলিকাতার সব বড় বড় ডাক্তারই ছিলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন, "আপ্নি রোগীর কে হন?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমি এঁর পুত্র।"

ডাক্তার বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্নি এঁর ছেলে? আমি ত শুনলাম রোগীর পুত্রটী সস্ত্রীক পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে পাহাড় থেকে পড়ে রোগীর পুত্রটী মারা গিয়াছে। তাই শুনেই তো এঁর এমন অবস্থা। বুক খুব দুর্ব্বল ছিল, আকস্মিক আঘাতটা বড়ই লেগেছে।

আমি কোন কথা না বলিয়া বাবার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে মাথা রাখিলাম। চমকিয়া তিনি চোখ চাহিলেন, ও অবশ হাত-দুইখান

দাঁড়াইয়া সঙ্কেতে আমায় কাছে ডাকিলেন। আমি কাছে গিয়া বসিলাম। তখন অতিকষ্টে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "আমায় না বলে চলে গিয়েছিলে বলে রাগ করেছিলাম; তাই ক্ষমা চাইতে এসেছ? আমি তোমায় ক্ষমা করেছি। চল, যেখানে তুমি আছ, সেখানে আমায় নিয়ে চল। বৌমার কি হলো? আহা! কে দেখ্‌ব তাকে?"

আমি কাঁদিয়া বাবার বুকে মাথা রাখিলাম, বলিলাম, "সে নেই বাবা! সেই চলে গেছে। আমি মহাপাতকী—আমি কোথা যাব? তুমিও চলে যেও না।"

কে আমার সে ব্যাকুল ক্রন্দন আর শুনিবে? তাঁহার পুণ্যাত্মা তখন এ সংসারের হাসি-কান্নার অনেক ঊর্দ্ধেই চলিয়া গিয়াছিল।

প্রায়শ্চিত্ত পাপের কতগুণ অধিক করিতে হয়, তাহার কি কোন হিসাব-নিকাশ আছে? ইহার 'এরিথ্‌মেটিক্‌' শুধু চিত্রগুপ্তই জানে—আর কে বলিতে পারিবে!

শ্রীমতী কল্পনা দেবী।

জগদ্ধাত্রী।

কে তুমি ললনা, বালার্ক-বরণা
কেশরী-আসনোপরে—
সুপট্ট-বসনা, সস্মিত-আননা
নয়নে করুণা ঝরে,
বদন-মণ্ডলে, সতত উথলে
শান্ত স্নিগধ ভাতি,
শঙ্খ-চক্র করে সহ ধনুঃশরে
বিতরি বিমল জ্যোতি?—
মণ্ডিত ভূষণে, কমল-চরণে
কোটী-রবিকর-আভা!
মুখ শতদল, অধর প্রবাল
দশন মুকুতা-লোভা!

কম্বু-কণ্ঠ পরে, রত্ন থরে থরে
সুবাহু মৃণাল-দলে।
ক্ষীণ-কটি-মাঝে কিঙ্কিনী বিরাজে
মালতীর মালা গলে।
অর্দ্ধচন্দ্র-শোভা, ভালে মনোলোভা
শিরেতে মুকুটমণি।
কুন্তল কুঞ্চিত, আজানু-লম্বিত
বিরাজিত কালফণী!
সিন্দূর-চন্দনে শোভা অতুলনে
ধরিয়ে মধুর মূরতি,
বিরাজিতা বঙ্গে হের কিবা রঙ্গে
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী।

শ্রীমতী সরলা বালা বিশ্বাস।

সন্ধ্যা—কাঠজুড়ী-পারে।

আকাশে বসেছে সন্ধ্যা—অস্ত গেছে রবি
ও পারেতে দিগন্তের কোলে—
সন্ধ্যারই সে সোনা-খচা আঁচলের তলে!
আসন বিছাল বুকে নদী তার তরে,
ঊর্ম্মিঘাতে করে টল্‌মল্‌—
সোণার কিরণে রচা রক্ত-শতদল!
রাঙা পা রাখিয়া সন্ধ্যা বসিবে সেথায়,
নত হয়ে জলের মুকুরে
দেখিবে সুন্দর মুখ, এলায়ে চিকুরে।
চিকুর এলায়ে দিল—ঢেকে গেল সবই
মধুমুখ, রঙিল চাহনি!
চৌদিকে আঁধার ঘিরে ঢাকিল ধরণী,
কোলাহল আসে থেমে;—ওড়নার মত
সু-অলস তন্দ্রা আসে ছেয়ে,
অতন্দ্র ঝিঁঝির ওই 'ঝিঁ ঝিঁ-'ডাক বেয়ে!

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

আলু।

"শীত গ্রীষ্ম বারো মাস; খোসা নাই তার শুধুই শাঁস"।—এ হেন আলুর পরিচয় আর কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে আলুর এত প্রচলন ছিল না; আজ-কাল কিন্তু এমন গৃহস্থ নাই, যাঁহার গৃহে আলু নিত্য ব্যবহৃত না হয়। পূর্ব্বে শীতকালে যখন দুই চারি পয়সায় এক সের আলু বিকাইত, তখনই সকল গৃহস্থ আলু ব্যবহার করিতেন। তার পরে চৈত্র বৈশাখ মাসে সস্তার বাজারে লোকে আলু কিনিয়া ঘরে রাখিত, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, বর্ষায় তরকারীর অভাব ঘটিলে—সেই সঞ্চিত আলু ব্যবহৃত হইত।

তখন হুগলী এবং বর্দ্ধমান জেলার কতকাংশে আলু উৎপন্ন হইত, আর এখন বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচুর আলু আমদানী হইতেছে। লোকেও এখন আলু অত্যধিক ব্যবহার করিতেছে। এখন বারমাসই আলু চলিতেছে। তিন আনা, চারি আনা আলুর সের, তথাপি আলু না হইলে এখন আর চলে না। এরূপ আলু-প্রচলনের একটা কারণ বোধ হয় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা শাক-সব্জীর অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা। তিন চারি আনায় এক সের বেগুণ, পটোল কুমড়া—শাকের পড়্‌তা সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে; কাজেই লোকে এখন খায় কি? শাক, বেগুন, কুমড়াও যখন সস্তা নহে, তখন লোকে দুর্ম্মূল্য হইলেও আলু ব্যবহার করে। কিন্তু আলুর ব্যবহার যেমন বাড়িতেছে, উৎপত্তি তেমন বাড়িতেছে না।

এ বৎসরের মত দুর্ব্বৎসর বাঙ্গালায় বহুদিন দেখা যায় নাই। সহরের কথা ছাড়িয়া দাও, পল্লীগ্রামেও এবার লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। মাছ নাই, তরকারী নাই, শুধু ভাত ত খাওয়া চলে না। আলুই এখন প্রধান তরকারী। এখন যদি লোকে এই আলুর চাষে মনোযোগী হয়,

তবে তরকারীর জন্য আর একটা ভাবিতে হয় না। প্রতি-পল্লীতে যদি আলুর চাষ হয়, তবে আলুর মূল্যও কমিবার আশা করা যায়। উপযুক্তভাবে উৎপন্ন করিতে পারিলে, প্রতি বিঘায় ৯০।৯৫ মণেরও বেশী আলু জন্মিতে পারে। অনভিজ্ঞতার জন্য কম আলু জন্মিলেও বিঘা প্রতি ৪০।৪৫ মণ আলু সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে। নিতান্ত আঠাল মাটি না হইলে প্রায় সকল জমিতে আলু জন্মিয়া থাকে। যদি চেষ্টা করা যায়, তবে সকলেই অনায়াসে দু'এক কাঠা জমিতে আলুর চাষ করিতে পারেন; ইহাতে কাহাকেও অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, ব্যয়ও বেশী হয় না। এইরূপ জমিতে চাষ করিলে যদি একান্ত আলু না জন্মে, তবে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইবারও আশঙ্কা নাই। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলে, একটু আলস্য ত্যাগ করিলে যে আলু একেবারেই উৎপন্ন হইবে না, ইহা কখনও সম্ভব নহে। এইরূপে অল্প জমি লইয়া চাষ আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে অসুবিধা এবং বিঘ্ন দূর হইয়া অভিজ্ঞতা জন্মিলে, তখন অনায়াসে বেশী জমি লইয়া চাষ চালাইতে পারা যাইবে এবং লাভও বেশী হইবে। মোট কথা, অল্প জমি লইয়া একটু যত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি কখনও হইবে না, ইহা নিশ্চয়।

"কিরূপে আলুর চাষ করিতে হইবে" বলিয়া বিশেষ ভাবিবার কারণ নাই। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসই আলু বসাইবার সময়। নির্দ্দিষ্ট জমিতে কিছু রেড়ীর খৈলের সার দিয়া উত্তমরূপ চাষ দিয়া, মাটী আল্‌গা করিয়া লইয়া, মই দিয়া লইয়া বা হাত দিয়া জমিটাকে চৌরস বা সমতল করিয়া লইয়া, সারি দিয়া বীজ আলু আধ হাত,তিন পোয়া অন্তর বসাইয়া মাটী দিয়া আলুর গোড়াগুলি ঢাকিয়া একটু চাপিয়া দিতে হইবে। একহাত অন্তর এক একটী সারি দিতে হয়। পরে গাছগুলি একটু বড় হইলে পার্শ্বস্থিত জমি হইতে মাটী লইয়া অল্পে অল্পে (গাছ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে) দাঁড়া বাঁধিয়া দিবে। মাটি রসশূন্য হইলে মধ্যে মধ্যে জল দিবে। গাছগুলি ক্রমশঃ সতেজ হইলে, ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যেই গাছের মূলে আলু ধরিতে আরম্ভ করে। জমি, সার এবং বীজ আলুর তারতম্য অনুসারে আলু ছোট বড়, বা কম-বেশী উৎপন্ন হয়। দুই একবার চাষ করিলেই সে-সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে। তখন জমি, সার এবং বীজের তারতম্য বুঝিয়া চাষ করিয়া লাভবান হওয়া যাইবে। কিছু না জানা থাকিলেও পূর্ব্বকথিত মত মোটামুটী হিসাবে আলুর চাষ করিলে যে লোক্‌সান হইবে না, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। চাই কেবল একটু যত্ন আর একটু উদ্যম। তবে একটা চলিত কথা আছে—"কুড়ের শিয়রে গঙ্গা। তবু কুড়ে গঙ্গা পায় না।" আমাদের এখন সেই রোগে ধরিয়াছে কি না, ভাই!—বাঙ্গালী।

শিশুর হাসি।

কিবা শোভা দেখ ওই শিশুর অধরে,
প্রফুল্ল গোলাপ যেন সিকত শিশিরে।
অপূর্ব্ব সরল কিবা অমিয় দেখিতে,
কি মাধুরী খেলে আহা সেইত হাসিতে।
সে হাসি হেরিলে আর নাহি থাকে দুখ,
সব চিন্তা দূরে গিয়ে মনে হয় সুখ।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বর্ষার মিহির,
কখন কি ভাবে থাকে নাহি হয় স্থির।
স্বর্গীয় মাধুরী তায় খেলে অবিরত,
শিশু-মুখ হাসি-মাখা থাকয়ে নিয়ত।
সুন্দর অধরটুকু ক'রে বিকশিত
কি সুন্দর হাসি তায় হয় প্রস্ফুটিত।
সে হাসি বর্ণিতে মম নাহিক শকতি,
যে হাসি হেরিলে তুষ্ট হয় দেবপতি।

শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা।

পূজার কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় খণ্ড।

সতী।

(১)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহামায়াকে সতী ও গৌরী-রূপে আরও দুইবার দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল। সেই দুই অবতারের কথাও এই সঙ্গে উপহার দিব।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্রদিগের মধ্যে প্রজাপতি দক্ষ ছিলেন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান। ব্রহ্মা তাঁহাকে অত্যধিক আদর-দানে দাম্ভিক করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম করিবার জন্য তাঁহাকে ভূলোকের অধীশ্বর করিয়া দিয়াছিলেন।

দেব-সমাজের মধ্যে বিষ্ণু ও শিব ছিলেন ব্রহ্মার সমকক্ষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনে মিলিয়াই ভগবানের পূর্ণ বিকাশ,—ভিন্ন ভিন্ন লীলা প্রকটনের জন্যই এই তিন অংশে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই জন্য, কেবল এই বিষ্ণু ও শিবের উপরে প্রিয় পুত্রের আসন স্থাপিত করিতে ব্রহ্মা কৃতকার্য্য হইলেন না। নতুবা অন্যান্য দেবতারা বা ঋষিরা সকলেই দক্ষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

দক্ষের দাম্ভিকতা, ব্রহ্মার এই পক্ষ-পাতিত্বে এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, দেবতাদিগের ও ঋষিদিগের মধ্যেও অনেকে তাহা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জগৎপালক বিষ্ণু, ব্রহ্মার এই চিত্ত-বিভ্রম দেখিয়া একটু হাস্য করিলেন। একমাত্র

মহামায়াই এই ভ্রম দূর করিতে সক্ষম—এই বুঝিয়া তিনি একদিন মহামায়াকে স্মরণ করিলেন।

ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠাবতার বিষ্ণুর স্মরণে মহামায়া আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সকল বিষয় শুনিয়া মহামায়া কহিলেন, "আমি অদ্যই দক্ষ-গৃহে যাইতেছি ; তাঁহার কন্যারূপেই আমি এ বিভ্রম দূর করিব—অপরভাবে সম্ভব হইবে না। পৌত্রী ভিন্ন কাহার বিঘ্ন-সংঘটনে ব্রহ্মা নিশ্চেষ্ট থাকিবেন ?" এই বলিয়া মহামায়া সত্য-সত্যই দক্ষের ঘরে আসিয়া কন্যা হইয়া জন্মিলেন। দক্ষ কন্যার নাম রাখিলেন সতী।

দক্ষের অনেক কন্যা ছিল,—কিন্তু সতী এত রূপ লইয়া আসিল কোথা হইতে ? সতীর জন্ম-রহস্য ভগবান্ বিষ্ণু ভিন্ন অপর কেহই জানেন না। সুতরাং, কেহই জানিলেন না যে, এ মহামায়ারই অবতার। দক্ষজায়া প্রসূতি কন্যারত্ন সতীকে পাইয়া সকল ভুলিয়া গেলেন। দক্ষপুরী একটী ক্ষুদ্র বালিকার সুষমায় অপরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দিন দিন সতীর রূপরাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে, দক্ষরাজ তাঁহার বিবাহের চিন্তায় কাতর হইলেন। কিন্তু দৈবের বিড়ম্বনা! এমন রূপসী বালিকাটী শেষ-কালে পড়িল কিনা ভাঙ্-ধুতুরা-সেবী একটী নেশাখোরের হাতে! শিবের চর্ম্মবাস, শিবের মৌতাত, শিবের ত্রিশূল, শিবের সর্প, জটা ও ঝুলি, সর্ব্বোপরি শিবের এলোমেলো মূর্ত্তিটী দক্ষের নিতান্তই বিদ্বেষের সামগ্রী ছিল। কিন্তু আর উপায় নাই। শিবের সম্ভ্রম লাভ করিতে হইলে সতীকে তাঁহার করে দিতেই হইবে, নারদ এই বুদ্ধি শিখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং, দারুণ বিদ্বেষ সত্ত্বেও দক্ষ প্রিয়তমা কন্যাকে শিবের গৃহিণী করিয়া দিলেন।

'গৃহিণী' কথাটী এস্থলে একটু অন্যায্য হইল। শিবের কি গৃহ ছিল ? দেবতাটী শ্মশানে শ্মশানে পড়িয়া থাকিতেন, আর সিদ্ধির ধূমে নেশা জমাইয়া সকল ভুলিয়া, জগতের কল্যাণ-কামনায় কি এক অতিগভীর সাধনায় মগ্ন থাকিতেন! সিদ্ধির ভারটী ও তাঁহার নিজের ছিল না। প্রিয়ানুচর নন্দী-ভৃঙ্গী তাহার তত্ত্বাবধান করিত। কিন্তু এখন সতীকে বিবাহ করিয়া শিবের যথার্থই একটী আশ্রমের দরকার হইল।

হিমালয়ের এক অতিমনোরম প্রদেশে, এক অতি অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য উপত্যকায় শিব আশ্রম নির্ব্বাচিত করিলেন। সে পর্ব্বতের নাম কৈলাস। কৈলাস-পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সতী মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অট্টালিকায় তাঁহার কি হইবে ? এখানে ঝর্-ঝর্ করিয়া ঝরণা ছুটিয়াছে, দূর্ব্বাদলের চারি পার্শ্বে শেফালি পুষ্প পড়িয়া কেমন আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে। সরোবরে কুমুদ-কহ্লারের অপরূপ সৌন্দর্য্য।—এই সব দেখিয়া সতী ভাবিলেন, এর কাছে কি লোকালয় ? বিল্ব, হরীতকী, আমলকী ও ধুস্তুর-বৃক্ষাদির সজীব শ্যামল মূর্ত্তি দেখিয়া সতী আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে বারংবার ভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আনন্দের সর্ব্বপ্রধান কারণটী ছিল, বোধ হয়, ভিতরে। সতীর অন্তরের আনন্দ তাঁহার বাহ্যিক দৃষ্টিতে মায়াময় স্পর্শ ছড়াইয়া, চারিদিক্ রক্তিম করিয়া তুলিয়াছিল, সেই জন্যই বোধ হয়, সকলই তাঁহার নিকট দ্বিগুণ মনোরম বোধ হইতেছিল। শিবের অপরূপ সৌন্দর্য্য একমাত্র সতীর চক্ষেই পূর্ণ-রূপে ধরা পড়িয়াছিল।

বিবাহের ফল সতীর পক্ষে যাহাই হউক, দক্ষের পক্ষে কোন প্রকারেই সন্তোষজনক হইল না। দক্ষ অনেক আশা-ভরসা করিয়াই প্রাণের প্রিয়তমা কন্যা সতীকে তদ্রূপ জামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া-

ছিলেন; কিন্তু সব আশায় তাহার ছাই পড়িল। জামাতা হইবার পরও শিব দক্ষকে বড় একটা মান্য দেখাইলেন না।

জামাতা না হওয়া পর্য্যন্ত, শিবের ঔদাসীন্য দক্ষের কোনওরূপে সহ্য হইতেছিল, কিন্তু জামাতা হইয়াও শিব যে শ্বশুরকে সম্ভ্রম করিবেন না, এইটা দক্ষের নিকট অসহ্য। "তবে তো ইচ্ছা করিয়াই শিব আমাকে এতদিন অবজ্ঞা করিতে চায়। কি স্পর্দ্ধা। আচ্ছা, দেখা যাক্।" এইরূপ মনে করিয়া দক্ষ সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন সে সুযোগও উপস্থিত হইল।

ভৃগু-প্রজাপতির গৃহে একদিন মহাযজ্ঞে যাইয়া দক্ষ দেবতা ও ঋষিদিগের প্রায় সকলের নিকট হইতেই সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে-দিনও শিব বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সহিত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন না, বা শ্বশুরকে কোনও প্রকার সম্মান দেখাইলেন না। তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনই বসিয়া থাকিয়া উদাসীনভাবে শুধু স্বচিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলেন। দক্ষের অন্তর ইহাতে জ্বলিয়া গেল। সেইদিন যজ্ঞভঙ্গেই দক্ষ-প্রজাপতি চরাচরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অতঃপর কোনও যজ্ঞে আর শিবকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন না, বা শিব কোন প্রকার যজ্ঞভাগ পাইবেন না। ব্রহ্মার কৃপায় চরাচর দক্ষের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার আদেশ উপেক্ষিত হইল না।

কিন্তু শিবকেও কেহ অমান্য করিতে সাহসী হইলেন না। কাহাকে অবজ্ঞা করিবেন? যিনি চরাচরের মঙ্গলের কারণ, বিশ্বের মঙ্গলেরই জন্যই যাঁহার এ অদ্ভুত সন্ন্যাস—বিশ্বের মঙ্গলের নিদান বলিয়াই যাঁহার নাম হইয়াছে—শিব, তাঁহাকে কে অমান্য করিতে পারে? যিনি ভগবানেরই প্রকাশ—বিশেষ, তাঁহাকে অমান্য করা আর ব্রহ্মাকে অপমান করা যে এক। সকলে চিন্তা করিয়া যজ্ঞ করাই এককালে বন্ধ করিয়া দিলেন। জগতে অতি-ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল।

যজ্ঞ ব্যতীত সংসার রক্ষা হয় কিরূপে? শুধু দেবতাদিগের নহে, জগতেরও কিছুরই সার রক্ষা হয় না। অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে হাহাকার, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইল—জগৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রজা নষ্ট হয় দেখিয়া দক্ষই ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া গেলেন। তখন দক্ষের রাগ আরও বর্দ্ধিত হইল।

"কিছুতেই কি এ পাগলটাকে জব্দ করা যায় না? আচ্ছা, অপেক্ষা কর।" এই ভাবিয়া দক্ষ প্রধান প্রধান দেবতাদের ও মানবদের ডাকিয়া আনিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। সকলেই বলিলেন, "আগে কেউ পথ প্রদর্শন করেন, তবে আমরা পারি। সর্ব্বাগ্রে শিবহীন যজ্ঞ কে করিতে যাইবে?"

'কাপুরুষ!' এই বলিয়া দক্ষ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন, তারপর অপর কাহাকেও না পাইয়া নিজেই সর্ব্বাগ্রে শিবহীন যজ্ঞ সংঘটন করিবেন, স্থির করিলেন।

একদিন নারদকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "নারদ, আমি পক্ষান্তরেই শিবহীন যজ্ঞ করিব,—তুমি বীর পুরুষদের নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। কিন্তু সাবধান, কৈলাসে যাইও না। সিদ্ধিখোর পাগল শিবটাকে বাদ দিয়া যে যেখানে আছে সকলকে বলিয়া আইস, শিবহীন যজ্ঞ কি করিয়া করিতে হয়, তাঁহারা যেন এ দীনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা দেখিয়া যান।"

নারদ ব্যাপারটার বিবরণ দেখিয়া, "যে আজ্ঞা" বলিয়া অতিশয় উৎসাহের সহিতই ভার গ্রহণ করিলেন; এবং সর্ব্বাগ্রেই যাইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। সে দিন তাঁহার বীণাটী এমন উচ্চৈঃস্বরে এবং মধুরভাবে

বাজিতে লাগিল যে, শিব এবং সতী উভয়েই অচিরে জানিতে পারিলেন যে, নারদ আসিয়াছেন।

একটী বিল্ববৃক্ষমূলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি বসিয়া শিব নন্দীর হস্তে সিদ্ধি খাইতেছিলেন, নারদের বীণার তান শুনিয়া ভৃঙ্গীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। শিব বলিলেন,"কি বাছা নারদ, এমন আত্মহারা হইয়া কোন দেশে যাইতেছ? -গোলকে শ্রীহরির কাছে বুঝি?"

নারদ শিবকে অভিবাদন করিয়া বীণাটী একটী গাছের গায় ঠেস দিয়া রাখিয়া ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন "আজ্ঞে না, তেমন বরাত কি আমার হবে? পরের খাটুনি খাট্‌তে খাট্‌তেই দিন গেল। এই দেখুন না, আবার এক কি ফ্যাসাদ্ জুটেছে। কিন্তু সর্ব্বনাশ। এ কোথায় এসেচি? কৈলাসে যে আমার আস্‌তে মানা! যাঃ—চোক্ বুজে বীণা বাজাতে বাজাতে শেষকালে প্রথমেই কৈলাসে এসে উপস্থিত।"

নারদের ছল বুঝিতে পারিয়া মহাদেব সস্নেহে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রশান্ত-ভাবে কহিলেন, "নারদ, সংবাদ কি? ত্রিলোকের মঙ্গল তো? কে তোমাকে কৈলাসে আসিতে নিষেধ করিল? কৈলাসের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষ কাহার?"

নারদ অনেক আপত্তি জানাইয়া থতমত খাইয়া বলিবার অনিচ্ছা দেখাইয়া, শেষকালে কিন্তু বেশ ফুলাইয়া ফলাইয়া দক্ষ-যজ্ঞের কথাটা জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া পশুপতি চুপ করিয়াই রহিলেন।

নারদ মনে করিয়াছিলেন, এখনই একটা মহা-মারী ব্যাপার লাগিয়া যাইবে, আর তিনি বীণাধ্বনি করিতে করিতে মজা করিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু কৈ? শিবের এই নিশ্চল অটল ভাব তাঁহার মনটা বিশেষ করিয়াই দমাইয়া দিল। এখানে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, নারদ এইবার সতীর অনুসন্ধানে চলিলেন।

রাঙা জবাফুলের মত তাঁহার পা-দু'খানি দোলাইয়া সতী একটী প্রকাণ্ড সিংহীর পৃষ্ঠে বসিয়া তাহার কেশরগুচ্ছ লইয়া খেলিতেছিলেন, আর সিংহীটা প্রকাণ্ড একটা হা মেলিয়া মধ্যে মধ্যে পদ্ম-কোরক-তুল্য দেবীর হাতখানি কামড়াইয়া দিতে চাহিতেছিল, এমন সময় নারদ আসিয়া দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবী কহিলেন, "নারদ, আমি যে তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম। কোথা হইতে আসিলে, বল দেখি? আমার পিত্রালয়ের কোন সংবাদ রাখ কি?"

নারদ বলিলেন, "রাখি বৈ কি মা? আজ্ কাল্ যে সেখানে হুলুস্থুলু! আমি যে সেখান হতেই নিমন্ত্রণের ভার লয়ে যেতেছি।"

সতী শুনিয়া অবাক্। নিমন্ত্রণ! তিনি বলিলেন, "কিসের নিমন্ত্রণ বাছা নারদ?"

নারদ তখন উৎসাহিত হইয়া, বেশ সাজাইয়া গুজাইয়া দক্ষের প্রকাণ্ড যজ্ঞের কথা বলিলেন, সেখানে যে ত্রিলোকের লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে, সে কথাও জ্ঞাপন করিলেন। তারপর ক্ষোভ জানাইয়া, একটু ঢোক্ গিলিয়া, একটু এ-ও-তা করিয়া মন্তব্য কাটিলেন,—"এমন যজ্ঞ মা, জগতে আর কোথাও হয় নাই; ত্রিভুবনের লোক নিমন্ত্রিত হইবে, সমস্ত দেবগণ সেখানে উপস্থিত থাকিবেন, শুধু শিবেরই সেখানে নিমন্ত্রণ হয় নাই। কিন্তু তুমি যাচ্ছ তো?"

সতী শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। শিবহীন যজ্ঞ হইবে নাকি? সতী কহিলেন, "নারদ, তুমি কি পাগল হইয়াছ? স্বয়ং আশুতোষ অনুপস্থিত—তবে যজ্ঞ হইবে কিরূপে?"

নারদ কহিলেন, "সেটাই তো দক্ষরাজ দেখাইতে চান। শিবহীন যজ্ঞ করিতে কেহ সাহসী হইলেন

না; রাগ করিয়া পিতা তোমার তাই নিজেই সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন।"

অভিমানে সতীর চক্ষে জল আসিতে চাহিল শৈশবে দক্ষরাজ তাঁহাকে সকল সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। সেই স্নেহের কি এই পরিণাম?

সতী কহিলেন, "নারদ, পিতা কি তবে আমাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই?"

নারদ কহিলেন, "তুমি তাঁর কন্যা, তোমাকে আবার নিমন্ত্রণ কি মা? তুমি আবার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখিবে নাকি? ত্রিভুবনের লোককে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে—তার উপর আবার আপনকে জনকেও যদি নিমন্ত্রণ করিতে হয়, তাহা হইলে ত বেচারীর আর আহার-নিদ্রা ঘটিয়া উঠে না!"

সতী কহিলেন, "নারদ, গোপন করিও না, জামাতার প্রতি অভিমানে পিতা আমাকেও বিস্মৃত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমি যাইব। কন্যা আমি, অকার্য্য করিয়া পিতাকে অকল্যাণে নিমজ্জিত হইতে দিতে পারি না।"

নারদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি আর কাল-ব্যয় না করিয়া, আর দু'একটী কথার পরই বিদায় গ্রহণ করিলেন। সতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

নারদ চলিয়া গিয়াছেন। ভোলানাথের সে কথা আর মনেও নাই,—জগৎ ভুলিয়া তিনি জগতের কল্যাণ-চিন্তাতেই ব্যস্ত,—এমন সময় সতী আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। আমেরিকার কংগ্রেস-সভায় এতদিন কোনও রমণী প্রবেশ করেন নাই। সম্প্রতি নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীমতী জিয়ানেটি র্যাঙ্কিন্স উক্ত "কংগ্রেস"-সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

২। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীগণের পদক-ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীগণের মধ্যে যাহারা প্রতিবৎসর মার্চ্চমাসে গৃহীত স্কুলের টেষ্ট্ পরীক্ষায় স্ব-স্ব শ্রেণীস্থ অন্য ছাত্রীগণ অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগের প্রত্যেককে ১৩৲ (তের টাকা) মূল্যের এক একটী রৌপ্য পদক প্রদান করা হইবে। পদক-প্রার্থিনী প্রত্যেক ছাত্রীকে শত করা অন্ততঃ ৬৬ সংখ্যা রাখিতে হইবে। ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীগণের মধ্যে ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ-নির্ণয়-বিদ্যায় যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে ১৩৲ টাকা মূল্যের একটী পদক প্রদত্ত হইবে। পদক-প্রার্থিনীর অন্ততঃ শতকরা ৭৫ নম্বর পাওয়া আবশ্যক।

৩। লর্ড ও লেডি কারমাইকেল, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন। বক্তৃতাকালে লর্ড কারমাই-কেল মহোদয় বলেন যে, তাঁহার ও বঙ্গদেশের অনেক নেতাদিগের বিশ্বাস যে যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী-লোকেরা শিক্ষিতা হইয়া পুরুষের সঙ্গে কার্য্য করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্ণ উন্নতি হইবে না। সমাজের সে অবস্থায় উপনীত হইতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু আর এক পুরুষে সমাজ সেই পথে অনেকটা অগ্রসর হইবে।

৪। শুনা যাইতেছে যে, আগামী বৎসর সাহাজান-

বাপুরের অন্তর্গত চাঁদপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মুন্সী প্যারীলাল শ্রীবাৎসব মহাশয়ের পৌত্রী স্বয়ম্বরা হইবেন। বিবাহার্থী যুবক বৈদিক-আচারনিষ্ঠ যে কোনও শ্রেণীর কায়স্থ হইলেই চলিবে।

৫। শ্রীমতী আনি বেশান্তের মধ্য-প্রদেশান্তর্গত ইন্দোরে থিওসফিকেল সোসাইটীর সভায় যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ভারত-রক্ষা-আইন-বলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় মধ্যপ্রদেশও শ্রীমতী বেশান্তের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল।

৬। আমেরিকার ধনী রমণীগণের পোষাকের ব্যয় শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চিকাগো নগরে কতটী রমণী আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পোষাকে বার্ষিক ব্যয় সওয়া দুই লক্ষ টাকা ও তাহার উপর ৫০০ জনের প্রত্যেকের পোষাকে বার্ষিক ব্যয় গড়ে দেড় লক্ষ টাকা, ১০ হাজার জনের প্রত্যেকের ব্যয় ১৫ হাজার টাকা। যে সকল রমণী পোষাকের জন্য বার্ষিক দেড় হাজার হইতে সাড়ে চারি হাজার টাকা ব্যয় করেন, তাহারা গণনায় বহু লক্ষ।

৭। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হর্ণেল সম্প্রতি বরিশালের নূতন হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বারোন্মোচন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়-বাটী-নির্ম্মাণে ৩৯১৮৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২৮৪৫০ টাকা গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিয়াছেন।

৮। যুদ্ধের খরচ বাঁচাইবার জন্য ইটালিয়ান্ রমণীগণ অনেক ত্যাগস্বীকার করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা টুপি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৯। বাঙ্গালী পল্টনের কোনও কোনও সৈনিকের জননী তাঁহার পুত্রকে দর্শন করিবার জন্য নৌসেরায় গমন করিতেছেন।

১০। আমাদিগের বাঙ্গালী যুবক সৈনিকগণ ৪৬ সংখ্যক পাঞ্জাবী-সেনাদল-ভুক্ত হইয়াছেন। উক্ত সেনাদলের অধিনায়ক কর্ণেল সি, এচ্ মোক্লার সাহেব তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"বাঙ্গালী যুবকগণ অপর সাধারণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্। তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার ও চরিত্র অতি উত্তম। শিক্ষার পর প্রায় সকলেই সমতল-ভূমির কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইবেন। পাহাড়ে উঠিবার কার্য্যে কিরূপ পারিবেন, তাহা বলা যায় না। আমার ধারণা, বাঙ্গালীরা যুদ্ধকার্য্যে অনুরাগী, আচার-ব্যবহারেও অতিশয় উত্তম এবং অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে আগ্রহান্বিত।" চন্দননগর হইতেও যে-সকল বাঙ্গালী যুবা ফরাসী-সেনাদলে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারাও কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছেন।

১১। বঙ্গদেশের মত ব্রহ্মদেশেও সৈনিক-সংগ্রহের আদেশ হইয়াছে। ব্রহ্মবাসীদিগের অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী ডবল কোম্পানী মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সৈনিকেরা আপাততঃ ব্রহ্মদেশেই থাকিবে। যতদিন তাহাদের নিজেদের শিক্ষিত অধ্যক্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত বর্ম্মা মিলিটারি পুলিসের শিখ ও পাঠান অধ্যক্ষগণ এই সৈনিকদিগের অধ্যক্ষতা করিবেন।

১২। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ডাঃ জীবনরতন ধর এম, বি, ভারতীয় মেডিকেল সার্ব্বিসে লেপ্টেনাণ্টের পদ পাইয়া বাসোরাতে গমন করিয়াছেন।

১৩। বাঙ্গালী সৈনিকদলে অনেক বাঙ্গালী যুবাই যোগদান করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু অনেক বাঙ্গালী যুবককে সওদাগরি আফিসে বা রেলে কার্য্য করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে হয়; এজন্য তাহারা যদি কার্য্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে গমন করেন, তবে তাঁহাদের সংসার অচল হয়। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল পথের সুযোগ্য মহানুভব

এজেণ্ট সার রবার্ট হাইয়েট মহোদয় নিয়ম করিয়াছেন যে, যদি ঐ রেল-কোম্পানির কোনও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, তবে রেল-কোম্পানি তাহাকে ছুটি দিবেন এবং তিনি যে টাকা বেতন পাইতেন, সেই টাকা তাঁহার পরিবারবর্গকে মাসে মাসে প্রদান করিবেন।

১৪। গবর্ণমেণ্ট ভারতের কারাগার-সমূহ হইতে কতকগুলি কয়েদীকে মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রমজীবি-রূপে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। লাহোর জেল হইতে ঐরূপ আট শত বন্দী বসোরা-নগরে গমন করিয়াছে। কাহাকেও বলপূর্ব্বক অথবা প্রলোভন-প্রদর্শন করিয়া পাঠান হয় নাই। সকলেই স্বেচ্ছায় আগ্রহ-সহকারে গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই পাঁচ বৎসরের অনধিক কালের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। কয়েদী ওয়ার্ডার ও মেটদিগের মধ্য হইতে একটু উচ্চতর শ্রেণীর কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ওয়ার্ডারগণ মাসিক ৩০ টাকা, মেটগণ ১৫ টাকা ও সাধারণ শ্রমজীবিগণ ১০ টাকা করিয়া পাইবে। বসোরাতে জাহাজ হইতে মাল নামান প্রভৃতি কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। "ইষ্টারণ ক্রনিকেল"-পত্রে প্রকাশ, করিমগঞ্জের কারাগার হইতে প্রায় একশত জন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহারা সমর বিভাগের রসদবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য মেসোপোটেমিয়ায় যাইবে, এই সর্ত্তে তাহারা মুক্তি পাইয়াছে। যাহাদিগকে পাঠান হইয়াছে, তাহারা যে-দিন হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহারা কারামুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যদি মেসোপটেমিয়ায় তাহাদিগের আচরণ অসন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে মুক্তির আদেশ রহিত হইবে।

১৫। শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙ্গালী সৈনিক নৌসেরা হইতে তাহার জনৈক বন্ধুকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

সকাল ৭ টায় ঘর হইতে বাহির হই। তারপর দুই ঘণ্টা ড্রিল করি। অপরাহ্ণে বেলা ৪ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত 'ড্রিল' হয়। মোটের উপর ৪ ঘণ্টা আমাদিগকে 'ড্রিল' করিতে হয়। শিখ সুবেদারগণ আমাদিগকে 'ড্রিল' শিখাইতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে বেশ ভালবাসেন। আমাদের সেনাপতি ইংরেজ, তিনি অতিশয় সজ্জন।

১৬। জয়পুরের মহারাজ যুদ্ধের যে কোনও সাহায্যের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন।

১৭। ভারত-গবর্ণমেণ্টর ইস্তাহারে (কমিউনিকে) প্রকাশ যে, ময়ূরভঞ্জের নাবালক মহারাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য একখানি এরোপ্লেন দিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত মহারাজের দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৮। লণ্ডন গেজেটে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক কোম্পানীর (Electric Company) লাভের উপর শতকরা সাতটাকা এবং অন্যের পক্ষে আট টাকা কর (tax) দায্য হইয়াছে।

১৯। ভারতবর্ষে টেলিগ্রামের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদিন নিয়ম ছিল যে, Ordinary টেলিগ্রামে ঠিকানা সমেত প্রতি ১২ কথায় ছয় আনা মাত্র মাশুল লাগিবে। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে Ordinary টেলিগ্রামে ঠিকানা সমেত প্রতি বার কথায় ৬ আনার স্থলে আট আনা মাত্র মাশুল লাগিবে। ১২ টীর অধিক প্রত্যেক শব্দের জন্য পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধআনা মাত্র দিতে হইবে। Express টেলিগ্রামের মূল্য ঠিক আছে।

২০। যুদ্ধের জন্য অর্থাভাবে ব্যবসায়াদির যাহাতে

ক্ষতি না হয়, এই জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার নোট প্রস্তুত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এখন হইতে ১১ কোটী টাকার স্থলে মোট ১৮ কোটী টাকার নোট প্রস্তুত করা হইবে।

২১। যে ব্লীচিং পাউডার বা সাদা করিবার গুঁড়া দ্বারা কাগজের বর্ণ সাদা করা হইত, তাহা প্রধানতঃ সুইডেন হইতে আসিত, কিন্তু কি বিবাদ হওয়ায় সুইডেন তাহা ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দেশ হইতে ঐ গুঁড়া যাহা ইংলণ্ডে আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশ যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্ট লইতেছেন, অবশিষ্ট অতি যৎসামান্য ইংলণ্ডের বাজারে যাইতেছে। তাহাতে সেখানকার কাগজের একাংশের জন্যও কুলাইবে না, ভারতে আসিবে কিরূপে? এজন্য ইংলণ্ড হইতে ভারত সেক্রেটারী ভারত গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আগামী বৎসর রেলওয়ে ও সমস্ত সরকারী আফিসে সাদা কাগজের যতদূর সম্ভব কম খরচ করিয়া যেন বাদামী কাগজে কার্য্য চালান হয়।

২২। ফ্রান্স এবং জর্ম্মণী হইতেই এতদিন জাপানে পার্চমেণ্ট কাগজের আমদানী হইত। এক্ষণে জাপান-কাগজ-কল-ওয়ালারা কলে অত্যুৎকৃষ্ট পার্চমেণ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

২৩। ইউরোপের মহাসমরের জন্য আপাততঃ মার্কিণ ও জাপ ব্যবসায়ীরাই বাণিজ্যক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাজার জাপানী পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমেরিকারও বাণিজ্য বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার পরিচয়:—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ২৪০৫ খানি মার্কিণ ষ্টীমার ১০৭৬১৫২ টন মাল লইয়া আমেরিকা হইতে বিদেশে গমন করিয়াছিল। আর বিগত ৩০ শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ৩১৪৫ খানি ষ্টীমার ২১,৯৪,৪৭০ টন অর্থাৎ দ্বিগুণ মাল লইয়া বিদেশে গমন করিয়াছে। ১৯১৫-১৬ সনে বহির্দ্দেশ হইতে বঙ্গে ৪১ লক্ষের অধিক টাকার কাঁচের বাসন এবং ৩ লক্ষের অধিক টাকার মাটির বাসন আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় এই উভয় দ্রব্য যথাক্রমে উল্লিখিত বর্ষে শতকরা ১৩্ ও ১৪্ টাকা বেশী মূল্যে এদেশে আমদানি হইয়াছে। জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতেই টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে; কাঁচের বাসন অধিকাংশই জাপান হইতে আসিয়াছে।

২৪। কলিকাতার পথে "বেলওয়ারী চুড়ী চাই" বলিয়া ফিরিওয়ালারা হাঁকিত; এখন সে ডাক আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, বেলওয়ারী চুড়ী অষ্ট্রিয়া হইতে আসিত, যুদ্ধের পর আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ ফিরোজাবাদে চুড়ী প্রস্তুত হয়; কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মত উৎকৃষ্ট বেলওয়ারী চুড়ী প্রস্তুত হয় না। ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন ফিরোজাবাদে গিয়া চুড়ীর কারখানা দেখিয়া আসিয়াছেন। যাহারা চুড়ী তৈয়ার করে, তাহাদিগকে শিহগর বলে। যুদ্ধের পর ইহারা অষ্ট্রীয়ার মত বেলওয়ারী চুড়ী তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একশ্রেণীর লোকেরা কাঁচ তৈয়ার করে, আর শিহগরেরা চুড়ী প্রস্তুত করে। এই দুই দলে বিবাদ হইয়াছিল, স্যার টমস হলণ্ড তাহাদিগকে বুঝাইয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিয়াছেন।

২৫। অষ্ট্রীয়া ও হঙ্গারির চিরদুঃখী সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ জোসেফের ৬৮ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার পরম রূপবতী ও গুণবতী একমাত্র মহিষী এলিজেবেথ আনার্কিষ্টের হস্তে নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ সস্ত্রীক আড়াই বৎসর পূর্ব্বে নিহত হন ও তাহাতেই এই যুদ্ধের সূত্রপাত। আর্চ্চ-ডিউক কারল ফ্রান্সিস্ জোসেফ্ এখন সম্রাট্ ঘোষিত হইয়াছেন। ইনি মৃত আর্চ্চডিউক ফার্ডিনাণ্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 640. December, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪০ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। ডিসেম্বর, ১৯১৬।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নিকটে আসিয়া সুশীল পুনশ্চ ডাকিল—"দিদি!"

কিন্তু নমিতা কোনও উত্তর দিল না। বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দিদিকে নিজের মুখ-পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, সুশীলও একটু বিস্মিত হইল। সন্দিগ্ধভাবে নিজের মুখের উপর হাত বুলাইয়া একবার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিল, সেখানে কোন বিস্ময়োদ্দীপক বস্তু আছে কি না; তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি দেখ্‌ছ দিদি?"

"এ্যাঁ কি দেখ্‌ছি!" মনে-মনে এই বলিয়া চকিত দৃষ্টিতে নমিতা একবার সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে তাকাইল, তারপর আত্ম-সংবরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছি, আন্দাজ কর।"

দুশ্চিন্তান্বিত-বদনে চাহিয়া সুশীল সংশয়পূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌বে না? বল-না দিদি!"

মৃদু নিঃশ্বাসের সহিত ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া, নমিতা কতকটা যেন আপন-মনেই বলিল, "আমি —দিদি?—সত্যই দিদি?"

আশ্চর্য্যজনকভাবে সুশীল বলিল, "বাঃ, তবে তুমি কি?"

"কিছু না।" এই বলিয়া জোর করিয়া নিজেকে সচেতন করিয়া তুলিয়া, নমিতা ভাল করিয়া সুশীলের মুখের উপর অত্যন্ত সহজভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিল ও লঘু কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যারে সিসিল, আমায় দিদি বোলে খাতির কোর্ত্তে তোদের ইচ্ছে হয় ভাই?"

"কেন হবে না ?"—গম্ভীর-বদনে সুশীল বলিল, দিদির মত দিদি হোলে নিশ্চয় ভাল লাগে ; কিন্তু ঐ ছোড়্‌দি ষ্টুপীড্‌টার মত দিদিকে—!"

"আবার !" অসহিষ্ণু নমিতা অপ্রসন্নভাবে বলিল, "নাঃ, সুশীল, তুই ভয়ঙ্কর বেযাড়া হয়েছিস। —ওকি ! সে তোর বড় বোন, তার সম্বন্ধে যা মুখে আস্‌বে, তাই বল্‌বি ? ভারী অন্যায় তোর !"

চায়ের পাত্র হাতে করিয়া সমিতা ঘরে ঢুকিল। সে আসিতে আসিতে বাহির হইতে সুশীলের কথা-গুলা কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিল ; দিদির ভৎ'সনা-বাক্যগুলাও অবশ্য তাহার কর্ণ অতিক্রম করিল না। মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া খুসীর হাসি হাসিয়া, ঘরে ঢুকিয়াই সে তাহার দিদিকে বলিল, "তুমি বকো দিদি, কিন্তু সাধ্‌ কোরে কি ওর সঙ্গে আমার বনে না ?—শুনছ তো ?"

সুশীলের দিকে চাহিয়া কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে সমিতা বলিল,"কেমন, এইবার সকাল-বেলাকার সেই কথাটা বলে দিই ? কি বল,—বোল্‌ব ?"

তিরস্কৃত সুশীল একেই ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর ছোটদিদির হাসি-ভরা মুখ ও খুসী-ভরা দৃষ্টি দেখিয়া এবং সকালবেলার সেই কথাটার—বনাম দুর্ব্ব্যবহারের বিবরণ—এখন পুনর্ব্বার অভিযোগাকারে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহার সমস্ত মনটাই অত্যন্ত দমিয়া গেল ; ক্ষুণ্ণভাবে ভূম্যবলম্বি-দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল,—"সে বুঝি, আমি তোমাকে ?"

চায়ের পাত্র টেবিলের উপর বসাইয়া সমিতা সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাকে বল নি ? তবে কাকে বলেছ ? আমার পিঠের চাম্‌ড়াটাকে ?"

অভিমান-ছল্‌ছল্‌ দৃষ্টিতে সমিতার দিকে চাহিয়া, ঢোক্‌ গিলিয়া সুশীল বলিল, "হুঁ, তাই নাকি আমি বলেছি———?"

"বল নি ?—আচ্ছা দিদি, তুমি বল তার মানেটা কি হয় ?"—এই বলিয়া সমিতা ফিরিয়া চাহিল ; কিন্তু পরক্ষণে চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তোমার চা-টা আগে খেয়ে নাও দিদি ! জুড়িয়ে যাবে এখুনি—।"

কথাবার্ত্তার গোলমালে নমিতা এতক্ষণ চায়ের পেয়ালার দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পায় নাই ; সমিতার বাক্যে আকৃষ্ট-চিত্তে সেই দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এর মধ্যে চা কোরে এনেছিস্‌ ?—এত বেলায় চা কেন—?"

সমিতা। সকাল-বেলায় উনুন ধর্‌তে দেরী ছিল ; তাড়াতাড়িতে তুমি কিছু না খেয়েই চলে গেছ্‌লে, মা তাই খুত্‌-খুত্‌ কর্‌তে লাগ্‌লেন ; সেই জন্যে আমি সমস্তই গুছিয়ে ঠিক কোরে রেখে দিয়েছিলুম্‌। তুমি আস্‌তেই তাড়াতাড়ি চায়ের জলটা ফুটিয়ে নিয়ে চা তৈরী করে নিলুম।

নমিতা। তোরা চা খেয়েছিস্‌ ত ?

সমিতা। হুঁ, কিন্তু চা তৈরী কোরে তোমার জন্যে ভারী মন কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল।

হাসিয়া নমিতা বলিল, "আচ্ছা ভাই দাঁড়া, আমি শীগ্‌গী হাত-মুখ ধুয়ে আস্‌ছি।"

নমিতা বাহির হইয়া যাইতেই, সুশীল বিনয়-নম্র বচনে বলিল, "আচ্ছা ভাই ছোড়্‌দি ! তুমি যে ভাই, দিদির কাছে ঐ কথাগুলো বল্‌তে চাইছ, আচ্ছা, বলে তোমার কি লাভটা হবে, আমায় বল দেখি ভাই !"

দায়গ্রস্তের মুখে এতগুলা সকরুণ অনুনয়ের "ভাই" শুনিলে কি কেহ হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে ? নমিতার কণ্ঠের ভিতর উচ্ছ্বসিত হাসির রাশি ঠেলা-ঠেলি করিয়া উপর দিকে উঠিবার উপক্রম করিল

কিন্তু অভিযোগের উদ্যমেই বিচারপ্রার্থী এরূপ-ভাবে প্রতিবাদীর সাম্‌নে হাসিয়া 'খেলো' হইলে মাম্‌লা টেঁকা অসম্ভব ; সুতরাং, অতিকষ্টে কষ্ট-সৃষ্ট হাঁচি ও কাশির অন্তরালে কোনও মতে নিজের পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, টেবিলের উপরিস্থ নমিতার 'মেটেরিয়া মেডিকা' বইখানা খুলিয়া, অনাবশ্যক আগ্রহে তাহার উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সমিতা গম্ভীর ঔদাস্যে বলিল, "আচ্ছা দিদি আসুক ত, তারপর লাভ-লোক্‌সান বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

নমিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তারপর কি হয়েছে বল, শুনি।"

নমিতা চা খাইতে বসিল। উৎসাহের ঝোঁকে সমিতা চায়ের চিনির আন্দাজটা ঠিক্ রাখিতে পারে নাই। চায়ে চুমুক্ দিয়াই নমিতা বলিল, "এ কি রে ? বড় মিষ্টি হয়ে গেছে যে, সরবৎ তৈরী করেছিস্ !"

স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুশীল সুযোগ পাইয়া ঔৎসুক্যে কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, সমিতা ততোধিক ক্ষিপ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "চিনিটা ভিজে ডেলা বেঁধে গেছ্‌ল দিদি ! আমি তাই জন্যে মাপ্ ঠাওর কোর্ত্তে পারি নি।"

নমিতা। ওঃ,আচ্ছা যাক্, তারপর সকাল-বেলার কথাটা কি ?

সমিতা উপস্থাপিত মাম্‌লার যথাযথ হাল্‌বয়ানে উদ্যোগী হইলে, সুশীল নিঝুমভাবে একপার্শ্বে দাঁড়া-ইয়া ক্ষুন্ন-করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। সমিতা সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "সকাল-বেলা পড়্‌বার পর ওর তো আধ্ ঘণ্টা খেলার ছুটি !—ও কিন্তু আজ পূরো এক ঘণ্টা খেলা করেছে। ছাগল-ছানার পায়ে ঘুমুর বেঁধে, তার ঠ্যাং ধরে নাচ শেখান হচ্ছিল, জান দিদি ! তারপর আমি মাওয়ার জন্যে ওকে ধরে নিয়ে আসি, তারপর—। (সুশীলের দিকে চাহিয়া) বল্‌ব সে কথা ?"

হা ঈশ্বর ! মানুষ এত নিষ্ঠুর ! বিপদে-কাটা ঘাড়ে বিড়ম্বনার নুনের ছিটা হানিতে মানুষের এতটুকুও দুঃখ বোধ হয় না ! ক্ষোভে ও দুঃখে সুশীলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না,—সে গুম্ হইয়া রহিল।

সুশীলের সাড়া-শব্দ কিছু না পাইয়া সমিতা গম্ভীরভাবে বলিল, "বেশ, তবে আমার দোষ নেই। তারপর জান্‌লে দিদি, চৌবাচ্চার কাছে দাঁড়িয়ে সাবান মাখান হচ্ছিল। পা-দুখানি কি রকম ধূলোয় ভর্ত্তি হয়ে থাকে, জান ত ? আমি হেঁট্ হয়ে বসে পায়ে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছিলুম, আর উনি ওঁর সেই নিউটন রিডারের সেই যে গরুর ছবি দেওয়া পাতায় সেই একটা কবিতা আছে—সেই 'লিস্‌ন্‌টু মি নাউ' বলে—।"

নমিতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বুঝেছি, তারপর।"

সমিতা। আমি ওঁর পায়ে সাবান মাখাচ্ছিলুম, আর উনি আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে আওড়াচ্ছিলেন কি জান ?—

'উইদাউট্ হ্যাট্ হোয়াট্ গুড উই ডু
ফর্ এভ্‌রি সোল'স্ ফ্রম্ বুট এ্যাণ্ড শূ ?'—

অর্থাৎ আমি গরু, আমার পিঠের চামড়ায় উনি জুতো তৈরী কোর্‌বেন, বুঝ্‌লে দিদি ? (সুশীলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া) কেমন—বল নি ?

সুশীল স্বীকার না করিলেও অস্বীকার করিতে পারিল না। নত-নয়নে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "কিন্তু—কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, সে আমি আদর কোরে বলেছিলুম্।"

সমিতা। এরই নাম—আদর !—শুন্‌ছ কথা-গুলো ?

"হুঁ।" চায়ের পেয়ালা নামাইয়া নমিতা সুশীলের

মুখ-পানে চাহিয়া বলিল, "কেমন ? তুমি এই কথা ছোড়্‌দিকে বলেছ ?"

সুশীলের মুখ শুকাইয়া গেল; মাথা চুল্‌কাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বলেছি, কিন্তু—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "দোষ ঢেকো না; স্বীকার কর, দোষ হয়েছে।"

সুশীল। দোষ হয়েছে—।

নমিতা। ছোড়্‌দিকে বল, 'ক্ষমা কর।'

কাশিয়া, ঢোক্‌ গিলিয়া, আরক্ত-মুখে অস্ফুট স্বরে সুশীল বলিল, "ছোড়্‌দি, ক্ষমা কর।"

কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। নমিতা পুনশ্চ বলিল, এইবার নিজের দোষের জন্যে নিজের কান মলো।"

সুশীল বিনা-বাক্যে কান মলিল। দুরন্ত বালককে এতগুলা কড়া শাসনের মধ্যে খাটাইয়া নমিতার মন কেমন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা মানিতে গেলে চলিবে না, অশিষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি চাই; তাই কাশিয়া নমিতা বলিল, "ছোড়্‌দির সাম্‌নে এইখানে নাক ক্ষর দাও। আচ্ছা, কি সেটা আজ্‌কের মত মুল্‌তুবি রইল; কিন্তু এইবার যেদিন কোন অভদ্রতার কথা শুন্‌তে পাব, সেই দিন মনে রেখ—বুঝ্‌লে ?"

সুশীল ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, বুঝিয়াছে। প্রবল হাস্যাবেগ সমিতার বুকের মধ্যে তুমুল বিপ্লবের হুড়াহুড়ি বাধাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই বিচার ও শাস্তির মধ্যে সেরূপ অসঙ্গত চাপল্য-প্রকাশ মোটেই যুক্তি-সঙ্গত ব্যবস্থা নহে বুঝিয়া, অতিকষ্টে আত্ম-দমন করিয়া টেবিলের অন্যদিক্‌ হইতে নমিতার নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-খানা টানিয়া লইয়া, যথেচ্ছভাবে তাহার পাতাগুলা উন্টাইয়া, জলন্ত সেতুর উপর দিয়া সৈন্যাগ্রবর্ত্তী নেপোলিয়ানের দ্রুত-ধাবন-চিত্রখানা বাহির করিয়া সকৌতুকে বলিল, "দ্যাখ দিদি! নেপোলিয়ানের বীরত্ব শুন্‌লে আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু ওঁর ভুরু কোঁচ্‌কান মুখখানা দেখলে আমার ভারী হাসি পায়।"—এই বলিয়া সমিতা হাসিয়া ফেলিল।

সুশীলের মনটা ভাল ছিল না, কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সমিতার কথায় তৎক্ষণাৎ তাহার মনের মধ্যে একটা শক্ত উত্তর উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল,—নেপোলিয়নের মত লোকের ভ্রূকুঞ্চন যে কেমন করিয়া হাস্যোদ্দীপক হইল, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সদ্যঃ অপমানের অগ্নি-দাহে এখনও কর্ণমূল জ্বালা করিতেছিল, সুতরাং কোন প্রশ্ন করিল না—নীরব রহিল। কিন্তু ছোটদিদির বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তাহার মন একেবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল।

মাতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার শরীর বেশ ভাল ছিল না। গতকল্যরাত্রি হইতে হাঁপানির ঝোক্‌টা কিছু বাড়িয়াছিল। মাতাকে দেখিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা বেতের মোড়া টানিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, "এখন কেমন আছেন মা ?"

"ভাল আছি।" এই বলিয়া মাতা বসিলেন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নতুন বর্ষা আস্‌ছে, কাল বৃষ্টি হয়েছিল কিনা রাত্রে, তাই ও-রকম কষ্ট হয়েছিল। এখন ও-রকম বরাবরই চল্‌বে মা! এখন কি আর ও ভাল হবে ?

চিন্তিতভাবে নমিতা বলিল, "আমার ভাবনা হচ্ছে; এই বর্ষার সময়টা আপনাকে কোথাও সরিয়ে দিতে পার্‌লে ভাল হ'ত কিন্তু—।" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নমিতা থামিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় বলিল, "হরেন-বাবুরা ওয়াল-টেয়ার যাচ্ছেন, আমায় লিখেছিলেন সে-দিন আপনার জন্যে—।"

মাথা নাড়িয়া মাতা বলিলেন, "না মা, সময় মন্দ

হ'লে কারুর আশ্রয়ে গিয়ে, কাউকে জ্বালাতন করতে নেই। আর তা ছাড়া সবাই তোম্‌রা ছেলে-মানুষ এখানে থাক্‌বে, কোথাও গিয়ে আমার কি মন স্থির হয়? এইখানেই থাকি. সুস্থ না হ'লেও স্বস্তিতে থাক্‌ব।" কথাটা উল্টাইয়া লওয়ার দরকার বুঝিয়া ঈষৎ ব্যগ্রতার সহিত তিনি বলিলেন, "অনিলের চিঠি এল?"

"হ্যাঁ,—এই বলিয়া নমিতা চিঠিখানি পড়িয়া মাতাকে শুনাইল। মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কত দিনেই যে শেখা শেষ হবে কত দিনেই যে বাড়ী ফিরবে! আর যেন পেরে ওঠা যাচ্ছে না!"

নমিতা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সমিতা আপন-মনেই বলিয়া উঠিল, "তাই বটে বাপু. দাদা দেশে ফির্‌লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়; দিদির কষ্ট আর দেখ্‌তে পারা যাচ্ছে না।"

"আমার কষ্ট!"—নিতান্তই লঘুহাস্যে সকৌতুকে সমিতার মুখ-পানে তাকাইয়া নমিতা বলিল, "দূর পাগল!"

কিন্তু পরক্ষণেই মাতার মুখ-পানে চাহিতেই নমিতার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; দেখিল, তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ-মলিন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া আছেন। নমিতা বুঝিল, সমিতার কথা মাতার আহত চিত্তের উপর নূতন আঘাতে নবীন করিয়া বেদনা জাগাইয়াছে। সে নিজের মধ্যে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা শুধরাইয়া লইবার জন্য ঈষৎ গম্ভীরভাবে স্মিত-বদনে বলিল, "আমার কষ্ট নয়, বরং ভালই হোল; ভাল করে সব শিখে নেওয়া হচ্ছে। দাদা আসুক, দেখি যদি সুবিধা করতে পারি ত ইচ্ছে আছে ফের পড়্‌তে ঢুকব। বাস্তবিক বল্‌ছি, আমার এ সব কাজে খাটতে কষ্ট হয় না, ভারী আনন্দ হয়; তবে সময়-সময়—।" তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পড়াটা ছাড়ার জন্যে একটু দুঃখ হয়, এই যা—।"

হাঁটুর উপর দাড়ির ভর রাখিয়া নমিতা অন্য-মনস্কভাবে টেবিলের পায়ার দিকে চাহিয়া, কি যেন ভাবিতে লাগিল; মাতাও খানিক ক্ষণ বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেলেন।

মাতা কিছু না বলিলেও নমিতা তাঁহার বিমর্ষ বেদনাক্রান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া অনেক কথা বুঝিয়া লইল। খানিকটা নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মুখ তুলিয়া চাহিল ও সমিতার পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "সেলুন, বড় হচ্ছিস্‌ ভাই, জ্ঞান-বুদ্ধি হচ্ছে,—দেখছিস্‌ তো মার অবস্থা, একটু বুঝে চলিস্‌। আমরা উপায়হীন অবস্থায় যখন দাঁড়িয়েছি, তখন দুঃখ-কষ্টের জন্যে হাহুতোশ করাই ভুল। যখন যে অবস্থাই আসুক, শুধু উপযুক্ত ব্যবস্থার চেষ্টা-টুকু কোরে মানুষের তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ কথাটি মনে রাখিস্‌। মার মনে যাতে কষ্ট হয়, এমন কথা অনর্থক বল্‌বার দরকার কি? একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা কোস্‌।"

সুশীল জানালার ধারে শুষ্ক-ম্লান মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "সিসিল্‌ দাদু,—রাগ কোরো না; দোষ করেছিলে, সেইটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যে—আমি—।"

মাথা নাড়িয়া সাগ্রহে সুশীল বলিল, না, সে রাগ করে নাই।

(৯)

তাহার পর কয় দিন কাটিয়া গিয়াছে, হাঁস-পাতালের বুড়ী মকবুলের মা সুস্থ হইয়া সম্প্রতি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখনও সে বড় দুর্ব্বল

[ন]মিতা প্রত্যহ গিয়া তাহার খোঁজ-খবর লইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই-তিন দিন হইতে অবিশ্রাম বারি-বর্ষণের জন্য, অতিকষ্টে এক হাঁস-পাতাল ছাড়া আর কোথাও বাহির হওয়া তাহার পোষাইয়া উঠে নাই। মনে-মনে সে বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেছিল,—"আহা! গরীব অসহায় প্রাণী! শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য না করিতে পাবার মত আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে?" আজ নমিতা প্রতিজ্ঞা করিযাছিল যে-রূপেই হউক, সে পনের মিনিটের জন্যও একবার তাহাদের বাড়ী যাইবে।

বৈকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নমিতা হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড-চোপড পরিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইল। আকাশের সর্ব্বাঙ্গ তখন ধূসর রঙের পোষাকে ঢাকা,—টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সদ্যোধৌত বৃক্ষপত্রের মর্-মর্ গালি খাইয়া বাদ্‌লা বাতাস শির্ শির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল; বৃষ্টি এবং বাতাসে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া বেশ মিঠে-কড়া গোছের শীত জমাইয়া তুলিয়াছিল।

বৃষ্টির জন্য বাহিরের বারেন্দায় বাড়ীর কেহ আজ ছিল না, কিন্তু নমিতা বিস্মিতা হইয়া দেখিল, বারেন্দার অপর পার্শ্বে এক ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত করিয়া কে একজন লোক শুইয়া মৃদু কাতরোক্তি করিতেছে ও কাঁপিতেছে। নমিতার অনুমান হইল সে পীড়িত।

নমিতা নিকটে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে, সে মুখের কাপড় সরাইয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। নমিতা দেখিল, সে একজন পনের-ষোল-বৎসরবয়স্ক হিন্দুস্থানী বালক; তাহার মুখ শুষ্ক, ঠোঁট অসাড়, চক্ষু আরক্ত ও স্ফীত, দৃষ্টি যেন বিকারের ঝোঁকে ভরিয়াছে। বালক যে রীতিমত পীড়িত সে-সম্বন্ধে নমিতার কোনই সন্দেহ রহিল না। প্রশ্ন করিয়া জানিল, সে ডাক্তার প্রমথ-মিত্রের পাচক-ব্রাহ্মণ। কয়দিন হইতে তাহার শরীর অসুস্থ ছিল, এজন্য ডাক্তারের পত্নী তাহাকে কাজ করিতে দেন নাই। আজ দ্বিপ্রহরের পর হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া গিয়া, বাড়ীর লোকের উপর রাগ হওযায়, খামখেয়াল ডাক্তারবাবু জ্বরাতিসারে উত্থানশক্তি-রহিত পাচককে আহার্য্য প্রস্তুতের হুকুম দেন; কিন্তু পাচক শয্যাত্যাগ কবিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কান ধরিয়া উঠাইয়া, গালে থাব্‌ড়া মারিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন। নিরুপায় হতভাগ্য বেশী দূর যাইতে পারে নাই, অগত্যা এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

বারেন্দার স্তম্ভগাত্রে ঠেস্ দিয়া, গালে হাত রাখিয়া নমিতা স্তব্ধভাবে কথাগুলি সব শুনিল! কথা কহিতে কহিতে পীড়িতের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পডিতেছিল, কথাগুলা জড়াইয়া যাইতেছিল। নমিতা স্থিরনয়নে নীরবে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। কথা শেষ করিয়া হতভাগ্য ক্লান্তভাবে ঘন-কম্পিত নিঃশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হিন্দীতে বলিল, "আমার কেউ নেই, ডাক্তারের স্ত্রী বড় ভাল লোক, দয়া করে তিনি আমায় রেখেছিলেন, রান্না-বান্না সব শিখিয়েছিলেন; বাঁকীপুর থেকে ওঁদের সঙ্গে অমি এখানে চলে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে আমার চেনা লোক ত কেউ নেই; কোথায় যাব? হাঁস-পাতালে একটু জায়গা করে দিতে পার্‌বেন কি? না হলে, বাঁচ্‌তে পারব না—।"

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া একটু ভাবিল, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি একটু সবুর কর, আমি আস্‌ছি।"

নমিতা বাটীর ভিতর ঢুকিল। গ্রীষ্মাবকাশ-প্রাপ্ত বিমল পাঠগৃহে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছিল,

সুশীলও সেইখানে আট্‌কান ছিল; পার্শ্বের ঘরে দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া অসুস্থা জননী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সমিতা তাঁহার সেবা করিতেছিল। নমিতা ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের উপর বসিল ও আশ্রয়হীন পীড়িত বালকটির কথা যথা-সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা-সম্বন্ধে মাতার মতামত জানিতে চাহিল। 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া'-নামক প্রবাদানুসারে ডাক্তারের গৃহ-তাড়িত পাচককে লইয়া গিয়া, সে যদি মধ্যস্থ হইয়া হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেটা ভদ্রলোক প্রমথবাবুর বড়ই অপমান-জনক, এবং নমিতার পক্ষেও সমীচীন ব্যবস্থা নহে। এ অবস্থায় নমিতার কর্ত্তব্য কি?

সমিতা ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্তির কোথাকার আহাম্মখ লোক দিদি?"

"আমাদেরই দেশের," নমিতা সস্মিত বদনে বলিল, "আমাদের স্বগোত্র—সম্পর্কে দাদা হন্ রে!"

কথাটা মৃদু রহস্যের সুরে আরম্ভ হইলেও শেষ-পর্য্যন্ত তাহার তাল ঠিক রহিল না। নমিতা আপনা হইতেই কেমন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে ব্যথিতভাবে বলিল, "অমন সুশিক্ষিত কাজের লোক, কিন্তু মেজাজটির দোষে সব মাটি হয়ে গেছে। রাগ্‌লে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রাখেন না, এই বড় দুঃখ।—যাক্‌গে ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায়, বলুন্ দেখি মা!"

কি করা যায়, মাতাও বোধ হয়, সেই কথাটাই ভাবিতেছিলেন। কন্যার প্রশ্নে চট্ করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মৃদুস্বরে শুধু বলিলেন, "তাইত; বাইরের ঘরে যদি—।"

নমিতা। না মা, যে রকম শুনলুম, অসুখটা 'টাইফো-ম্যালেরিয়ায়, বোধ হয়, দাঁড়াবে। ও সব সংক্রামক অসুখ, যেখানে সেখানে রোগীকে রাখ্‌তে নেই। আচ্ছা, বিমলের পড়্‌বার ঘরটা খালি করে দিলে হয় না? বিমল তা হলে আমার শোবার ঘরে দিন-কতক পড়ার আড্ডা করুক। এর পর ছেলেটি ভাল হলে— —।"

সমিতা বলিল, "ছোঁয়াচে অসুখ বল্‌ছ দিদি, বাড়ীর ভেতর রাখবে?"

চিন্তিতভাবে নমিতা বলিল, "না হলে উপায় কি? ছেলেটা মারা যাবে?" খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আবার ভাবিল, তারপর মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পর,—তাই ভাব্‌তে হচ্ছে;—কি করা যায়—? কিন্তু ও যদি আমাদের আপনার লোক হ'ত, ধর আমরাই কেউ হতুম, তা হ'লে ওকে কোথায় আমরা বিসর্জ্জন কর্‌তুম?"

কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া নমিতা পুনশ্চ বলিল, "আমাদের দেশের লোকের, আপনার লোকের বাড়ী থেকে, এমন নির্দ্দয়ভাবে তাড়িত বিপন্ন লোকটাকে"—(একটু কুণ্ঠিতভাবে) "একি পারা যায়? না মা, আপনি বলুন, বিমলের ঘরের জিনিস-পত্র বার করে নিয়ে, ওকে ঐ খেনে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত করি। আমার নিজের যদি অসুখ হ'ত, তা'হলে আমি কোথায় যেতুম? ঐ ঘরেই তো আমায় থাক্‌তে হ'ত?"

মাতা কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তা বৈ কি,—ঈশ্বরের জীব, যখন এসেছে তখন—!"

ঈষৎ বেগের সহিত নমিতা বলিল, "বলুন দেখি মা, এ যে মহাপাপ! আমার আশ্রয় থাক্‌তে অসহায় নিরাশ্রয়কে কোথায় ফেল্‌ব?"

মাথা নাড়িয়া সমিতা বলিল, "সে ত নিশ্চয়। কিন্তু তোমাদের হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবুর কি অন্যায় দিদি?—"

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিত দৃষ্টিতে সমিতার মুখের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ কর সেলুন

—কে কোথায় কেন কি করেছে, সে কথার নিষ্ফল বিচার-বিতর্কের অধিকার আমাদের নেই। তবে চোখের সাম্‌নে আমাদের যে ভুলগুলো পড়ে, আর হাতের সাম্‌নে যে কাজগুলো আটক্ খেয়ে দাঁড়ায়, সেইগুলো প্রাণ দিয়ে সংশোধন করে, সকলের অশান্তি-অসুবিধা দূর করাই মানুষের কর্ত্তব্য, বাজে কথার আলোচনায় লাভ কি ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মায়া।

মায়া !

অসীম শকতি তব এ বিশ্ব-ভুবনে.
করেছ মানবে অন্ধ অজ্ঞানে গোপনে।
অনন্ত প্রতাপ তুমি ধর এ নিখিলে,
সংসার শ্মশান হয় তোমারে ত্যজিলে।
কাহারে হাসাও তুমি, কাহারে কাঁদাও,
কাহারে বা দিয়ে আশা অনন্তে ভাসাও।
ধন্য তব শকতি সে মোহিনীর প্রায়,
লোকের না বুঝ কষ্ট—কি ভাবে সে যায়।
তুমিই কাঁদাও যত জগতের জীবে ;—
এত কষ্ট দেখ তবু আছ এক ভাবে !
আমি ত সামান্য প্রাণী কি বর্ণিব তোমা,
মহাকবিগণও তব না পান তুলনা !

শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা।

গীতিকুঞ্জ।

সখা, এতই ভালবাস তুমি
আমায় জন্ম-জন্ম-কাল !
তোমার বুঝি আঁখি ঝরে নিমেষ তরে
কর্‌তে আমায় চোখের আড়াল।
নিশিদিন তারার মত,
অনিমেষে অবিরত
কি মধুর প্রাণের টানে, চেয়ে আছ আমার পানে,
আমি যেন এম্‌নি করে তোমার 'পরে
চেয়ে থাকি সন্ধ্যা-সকাল।
আমি হাস্‌লে হাস, কাঁদ্‌লে কাঁদ,
মান কর্‌লে কত সাধ ;
করি দোষ পলে-পলে, উড়িয়ে দাও হেসে ছলে ;
তোমার মতন এমন ধারা আপন-হারা
পাইনা খুঁজে বিশ্ব বিশাল।
আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি,
আমার মুখে নয়ন রাখি,

থাক তুমি সদা সজাগ ; কেন তোমার
এই অনুরাগ,
জানলে আমি তোমার ধারায় জগৎ-সারায়
ফেলতে শিখি প্রেমের জাল ।

(২)

প্রভু ! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল ।
পদ্ম-পত্র-জলের মতন
আমার এ মন যে চঞ্চল ।
যখন তোমায় ভাবতে বসি হে নির্জ্জনে,
তখন যত ভাবনা পশি আমার মনে
বিষম গোলে ক্ষেপিয়ে তোলে,
কি ভীষণ সেই কোলাহল ।
প্রভু ! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল ।
যেন তোমা ছাড়া অন্য কথায় হই হে বধির,
তোমার রূপ দেখতে যেন হই হে অধীর,
তোমার ধ্যানে তোমার জ্ঞানে,
এ মন আমার হয় অমল ।
প্রভু ! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল ।
যেন সকল সাধ ছোটে আমার তোমার পানে,
ভরে যায় এ প্রাণ আমার তোমার গানে,
তোমার সুরে বিশ্ব ঘুরে
দেখে নয়ন করি সফল ।
প্রভু ! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল ।

(৩)

প্রভু ! তুমি ঐ শ্রীকরে গড়েছ আমায়,
এ কথা মনে হ'লে মন যে গলে
কেমন পাগল হয়ে যাই ।
গড়েছিলে মনের মতন করে যতন,
সাজিয়েছিলে কতই তুমি দিয়ে রতন,
সে রতন গেছে চুরি সদাই ঝুরি,—
এমন কাঙাল আর কে নাই ।
সাজান ছিল বাগান ফলে ফুলে,
আমি কি বুঝে হায় সে সব তুলে,
কি কুক্ষণে কাঁটা-বনে
ভরিয়ে দিয়েছি হে তাই ।
এখন সে কাঁটার আঘাত বিষম বাজে,
সে ব্যথা কইতে তোমায় মরি লাজে ;
তুমি এলে কাছে দেখ পাছে,
এই ভয়েতে দূরে পালাই ।
যদি তুমি ভয় ভেঙ্গে দাও হে আশ্বাসে,
তবে আমি আসতে পারি তোমার পাশে ।
আমার নাইকো আশা, নাইকো বাসা,
মন পুড়ে হয়েছে ছাই !

(৪)

প্রভু ! আমি আমি বলতে গেলেই
হই যেন হে মূক ।
তোমার নীরব আঘাত আমার প্রাণে
খুব জোরে বাজুক ।
আমি-কথা অসতে মুখে,
পাষাণ যেন চাপে বুকে,
তোমার হাতে শাস্তি পেলেই
শোধরাবে এ বুক ।
হাসচি আমি, কাঁদচি আমি,
ভাঙচি আমি, গড়চি আমি—
আমার মাঝে কোনটা আমি
বলবে কে বলুক ।
তোমার সত্তায় দিতে চেনা

আর ত আমার প্রাণ নাচে না,—
কত দিন আর বল্‌বে বল
হায় আমি অমুক ?
পড়েছি হায় বিষম পাকে,
আর কতদিন থাক্‌বে ফাঁকে ?—
কাতর হয়ে যে-জন ডাকে
তায় হবে বিমুখ ?

শ্রীদেবকণ্ঠ বগ্‌চী।

গানের স্বরলিপি।

(গান)

পরজ—ঝাঁপতাল।

পবিত্র জ্ঞান-মন্দিরে নিষেধ নাই প্রবেশ,
ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ জাতি-নির্ব্বিশেষ।
যে দেশে জন্মিয়াছিল, বিদুষী-রমণীকুলে,
খনা, লীলাবতী, গার্গী—সেই কি এই দেশ ?
"স্ত্রীলোকেরে শিক্ষা দিলে, কেবল কুফল ফলে"—
এ কথা বলেন যাঁরা, নাইকো বুদ্ধির লেশ !
বীরজায়া, বীরমাতা, শিক্ষা বিনা হয় কোথা ?
স্ত্রী-শিক্ষা বিনে ভারত-মাতার এই বেশ।
নিজ-হিত যদি চাও, নারীগণে শিক্ষা দাও,
দেশের গৌরব বাড়াও স্মরি পরমেশ। *

---

* এই সঙ্গীতটী "সমাজ-সঙ্গীত"-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরকালী সেন কর্ত্তৃক বিরচিত। সুরও তাঁহারই।

স্বরলিপি।

II ২´ না সা | ৩ না স´রা´ সা´ | ০ সা´ না | ১ দা r পা I
প বি ত্র ০০ . জ্ঞা ন ম ন্ দি রে

I ২´ ক্ষা ·পা | ৩ ক্ষা পদা পা | ০ ক্ষা গা | ১ ঋা r সা I
নি ষে ধ ০০ না হ প্র বে ০ শ

I ২´ সা সা | ৩ গা গা গা | ০ ক্ষা r | ১ দা না সা I
ব্রা হ্ম ণ শূ দ্র স্ত্রী ০ পু রু ষ

I ২´ না সা´ | ৩ ঋা´ r না | ০ না r | ১ দা ক্ষা দা II
জা তি নি র্ বি শে ০ ষ ০ ০

II ২´ ক্ষা দা | ৩ না সা´ সা´ | ০ সা´ সা´ | ১ সা r সা´ I
যে দে শে ০ জ ন্মি য়া ছি ০ ল
স্ত্রী লো কে ০ বে শি ক্ষা দি ০ লে
বী র জা ০ যা বী র মা ০ তা
নি জ হি ০ ত য দি চা ০ ও

২´		৩			•		১		
I সাঁ	সাঁ	সাঁ	r	না	সাঁ	ঋনা	দা	r	ঋা I
বি	দু	ষী	০	র	ম	ণী০	কু	০	লে
কে	ব	ল	০	কু	ফ	ল০	ফ	০	লে
শি	ক্ষা	বি	০	না	হ	য় •	কো	•	থা
না	রী	গ	০	ণে	শি	ক্ষা •	দা	০	য়

২´		৩			০		১		
I গা	গা	মা	r	মগা	মা	দা	না	সাঁ	সাঁ I
খ	না	লী	০	লা০	ব	তী	গা	০	গী
এ	ক	থা	০	ব ০	লে	ন	র্ষী	০	রা
স্ত্রী	শি	ক্ষা	০	বি ০	নে	ভা	ব	০	তে
দে	শে	র	০	গৌ ০	র	ব	বা	ড়া	য়

২´		৩			০		১		
I না	সাঁ	র্গা	ঋা	সাঁ	ঋা	না	না	দা	ঋদা II
সে	ই	কি	এ	ই	দে	০	•	শ	• •
না	ই	কো	বু	দ্ধির	লে	০	০	শ	০ ০
মা	তা	র	এ	ই	বে	০	০	শ	• •
স্ম	রি	প	র	০	মে	০	০	শ	০ ০

দ্রষ্টব্যঃ—আজ্‌কাল দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির আদর কিছু কমিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকাগুলিতে আকার-মাত্রিক স্বরলিপিই প্রকাশ হইতে দেখা যায়। অতএব উপরি উক্ত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে দিলাম; যথা—

(১) সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না, সা,=সপ্তক=সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।
(২) দা=কোমল ধ; হ্মা=কড়ি মা; ঋা=কোমল রে।
(৩) সুরের মাথায় রেফ্‌=উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন।
(৪) r=এক মাত্রা। সপ্তকের প্রত্যেক অক্ষর=এক মাত্রা। সপ্তকের দুই অক্ষর একত্রে, যথা—মগা=প্রত্যেকটি অর্দ্ধমাত্রা, অর্থাৎ দুইটী মিলিয়া এক মাত্রা।
(৫) I—অর্থাৎ তালের এক ফেরা হইয়া গেল। II=আরম্ভ ও শেষ।
(৬) ২´, ৩, •, ১—তালি ও ফাঁকের অঙ্ক। অঙ্কের মাথায় রেফ্‌=সম্‌।

শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা, সঙ্গীতত-শিক্ষয়িত্রী, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

সেমিরামিস্।

প্রায় চারি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেমিরামিস-নামিকা জনৈকা রমণী এসিয়া-মাইনরস্থিত সিরিয়া-রাজ্যের অন্তর্গত এস্কেলন (Ascalon) নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত নানা-পৌরাণিক আখ্যায়িকার অস্পষ্ট আবরণে আবৃত। সুপ্রাচীন-ইতিহাসবেত্তা ডিওডোরাস (Diodorus) ঐ সমস্ত অতিপ্রকৃত ঘটনাগুলিকে অবিশ্বাস করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আসিরীয়-রাজ নীমরডের পুত্র নীনাস্ আফ্রিকা-মহাদেশান্তর্গত ঈজিপ্ট-প্রদেশ অধিকারের পর বাক্ট্রিয়ান-রাজ্য অবরোধ করেন। বাক্ট্রিয়ান্‌গণ তখন হীনবীর্য্য ছিলেন না। এজন্য নীনাসের অগণিত সৈন্য-সমাবেশ, অপরিমিত বলবীর্য্য, অতুল বিজয়কীর্ত্তি, সকলই বাক্ট্রিয়ান্‌গণের যুদ্ধকৌশলের নিকট অবলুণ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু সহসা ভাগ্যলক্ষ্মী নীনাসের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন ;—নীনাসের বিজয়লক্ষ্মীরূপে তাঁহার জনৈক প্রধান-সেনাপতির সহধর্ম্মিণী সেমিরামিস্ যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন দিলেন। সেমিরামিসের অদ্ভুত সৈন্য-পরিচালনা-গুণে বাক্ট্রিয়ান্‌গণ পরাজিত হইল, —নীনাস্ বিজয়-বরমাল্যে বিভূষিত হইলেন। এই বীরা নারীর অসমসাহসিকতা, সুনিপুণ সমর-কৌশল, বীরোচিত সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া সম্রাট্ অতিমাত্র বিমুগ্ধ হইলেন। সেমিরামিসের স্বামী স্বকীয় সহধর্ম্মিণীর প্রতি রাজার এই বিমোহন-ভাব দেখিয়া আত্মহত্যা করিলে, নীনাস্ পরম সমাদরে সেমিরামিস্‌কে আপনার পত্নীত্বে বরণ করিলেন।

অতঃপর সেমিরামিস্ নীনাস্ প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ নিনেভা-নগরীতে মহিষীরূপে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সেমিরামিসের গর্ভে নীনাসের নীনীয়াস-নামে একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অল্পদিন পরে নীনাসের মৃত্যু হওয়ায়, সেমিরামিস্ স্বয়ং আসিরিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সেমিরামিস্ আসিরিয়ার যশঃসূর্য্য। তাঁহার বিয়াল্লিশ-বৎসর-ব্যাপী রাজত্ব-কাল আসিরিয়ার সৌভাগ্য-গগনে সর্ব্বপ্রধান ভাস্বর জ্যোতিষ্ক। তাঁহার যুগ-যুগান্তরব্যাপী কীর্ত্তিকলাপ-সম্বন্ধে ডাঃ প্রিডো (Dr. Prideaun), হিরোডোটাসের ইতিহাস অবলম্বনে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

শত্রুর আক্রমণে অজেয় রাখিবার মানসে, সেমিরামিস্ স্বীয় রাজধানী বেবিলন-নগরীকে নানাভাবে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি সমচতুষ্কোণ প্রাচীর-দ্বারা বেবিলন্ পরিবেষ্টিত করেন। এই প্রাচীর উচ্চতায় সাড়ে তিনশত ফিট, স্থূলতায় ৮৭ ফিট, এবং ইহার প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্যে ১৫ (পনের) মাইল। এই সমচতুষ্কোণ প্রাচীরের প্রত্যেক দিকে ২৫টী করিয়া অতিশয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাংস-বিনির্ম্মিত গুরুভার সিংহদ্বার অবস্থাপিত হয়। প্রত্যেক সিংহদ্বার হইতে, সহরের মধ্য দিয়া বিপরীত দিকের সিংহদ্বার-পর্য্যন্ত এক-একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হওয়ায়, উক্ত ৫০টী প্রশস্ত রাজপথ বেবিলন-সহরটীকে ৬৭৬টী সমচতুষ্কোণ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। ইউফ্রেটিস্-নদীর একটী শাখার উপরেই বেবিলন্ নগরী অবস্থিত। এই নদীর উপর একটী বিস্ময়াবহ প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হয়। মেগাস্থিনিস্ (Megas-

henes) বলেন, এই সেতু নেবুকাডনেজার Nebuchadnezzer) দ্বারা নির্ম্মিত, পরন্তু হিরোডোটসের মতে ইহা নেবুকাডনেজারের পুত্র-বধূ নাইটোক্রিস্ই (Nitocris) ইহার নির্ম্মাত্রী। পৃথিবীর আশ্চর্য্যজনক পদার্থের মধ্যে বেবিলনের শূন্যস্থিত উদ্যান, নেবুকাডনেজার আপন পত্নী এমিটিসের (Amytis) সন্তোষ-বিধানার্থ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার ভিত্তিভূমি সেমিরামিসই স্থাপন করিয়া যান। বেলাস-দেবের মন্দির সেমিরামিসের বহুপূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যে রত্নবিভবের নিমিত্ত ইহা চির-প্রসিদ্ধ, তাহার মূলে সেমিরামিস্। সেমিরামিসের মৃত্যুর প্রায় দেড়-সহস্র বৎসর পরে, যখন আসিরিয়ার সৌভাগ্যগগন অন্ধকারাবৃত, তখন পারস্যরাজ মহাপ্রতাপ জারাক্সিস্ (Xerxes) এই মন্দিরের সকল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান এবং ব্যাবিলনের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্দার (Alexander) ভারত-জয়ের পর বেবিলনে অবস্থিতি-কালে সেমিরামিসের ধ্বংসোন্মুখ কীর্ত্তি-শৈলের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। কিন্তু হায় ভাগ্য! কার্য্যারম্ভের অল্পদিন পরেই গুণগ্রাহী বীরশ্রেষ্ঠ ইহলীলা সংবরণ করেন।

রাজধানীর এই সমস্ত সৌষ্ঠব-সাধনের পর সেমিরামিস্ রাজ্যসংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। স্বামী-পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া তিনি ইথিওপিয়া (Æthiopia) দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং উহার প্রায় সমগ্র অংশই অধিকার করিয়া লন। এই স্থানেই প্রাচীন-জগতের সুবিখ্যাত জুপিটার এমন (Jupiter Ammon) দেবের মন্দির সংস্থাপিত।

সেমিরামিসের শেষ যুদ্ধযাত্রা আমাদের এই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে। ব্যাক্ট্রা-(Bactra) নামক জনৈক বিশ্বস্ত সেনাপতি এই ভারতাভিযানের উপযোগী সেনাসংগ্রহে তৎপর হন। অতঃপর অগণিত সৈন্য এবং অসংখ্য উষ্ট্র ও অশ্ব সহ সেমিরামিস্ সিন্ধুতীরে উপনীত হইলেন। সে যুগে সিন্ধু এমন জরাবৃদ্ধ মন্থর গতি ছিল না; যৌবনাবেগের ভীমদর্পে সিন্ধু তখনও পরিপূর্ণ। সেমিরামিস্ সে যুগের সেই প্রচণ্ড বলদৃপ্ত ভয়ঙ্কর সিন্ধুর খরস্রোত ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন। তদানীন্তন কৌশলশালী সুচতুর ভারতরাজ সেচ্ছায় প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সেমিরামিস আপনার এই জয়ে উৎফুল্ল হইয়া হিন্দুস্থানের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিবামাত্র, ভারতরাজ এই বীরা নারীর সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিলেন। ভগ্ন-মনোরথ হইয়া সেমিরামিস্ মাত্র প্রাণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ভারত-যুদ্ধে তাঁহার বহু অর্থব্যয় এবং লোকক্ষয়ও হইয়াছিল। সেমিরামিসের পূর্ব্বে বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও বীরই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার ১৭০০ বৎসর পরে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন।

সেমিরামিসের প্রজাবাৎসল্যের নিদর্শন আসিরিয়ার নানা স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং কতিপয় প্রস্তর-মূর্ত্তি ও অসংখ্য অনুশাসন-লিপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়া ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। ৬২ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সেমিরামিস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর উপর কত বিপদ্-ঝঞ্ঝাবাত, কত সংগ্রাম, কত আগ্নেয়োৎপাত চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেমিরামিসের কীর্ত্তি-সৌধ এখনও অটুট—এখনও সকল কীর্ত্তি-সৌধের

মধ্যে শুভ্রতম। বিংশ-শতাব্দীর এই সুবর্ণ-যুগে দণ্ডায়মান হইয়া এখনও আমরা তাঁহার সেই অভ্র-ভেদী শুভ্রোজ্জ্বল কীর্ত্তি-সৌধের সমীপে হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে অবনতশির। 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥'

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

বীর-বরণ।

মহাসিন্ধু-পারে
সে মহা-সমরে
নিতি কত বীর স্বর্গে চলি যায়।
দেশের কল্যাণে,
যশের কারণে,
কে যাবি সেখানে আয়, আয় আয়!
যশের কিরীট
মস্তকে পরিতে
বিজয়-গৌরব আনিতে জিনিয়া,
বঙ্গ-বীরগণ
আনন্দিত মন,
বীর-সাজে আজি চলেছে সাজিয়া।
চলেছে নৃপেন,
চলেছে ভূপেন,
চলিয়াছে ওই কত যুবদল!—
ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য
ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য
দেখায়ে ভারত করিবে উজ্জ্বল।
হেরিয়া সে দশা
চমকিবে বিশ্ব—
বিস্ময়ে জগৎ চাহিয়া রহিবে।
বাঙ্গালীর পণ,
বাঙ্গালীর আশা
হইবে সফল, বাসনা পূরিবে।
এস পুরবালা!
সযতনে আজি
বঙ্গ-বীর-গণে কর গো বরণ।
জয়-মালা দাও
গলে পরাইয়ে
ললাটে পরাও বিজয়-চন্দন।
সধবা বিধবা
যে হও সে হও,
নাই এতে মানা, এস নারীগণ।
আজি শুভ-দিনে
পূজি বীর-গণে
কর গো সকলে সফল জীবন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

---

* ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর, বঙ্গীয় যুবকগণের যুদ্ধ-গমনোপলক্ষে এই কবিতাটি লিখিত হইল। লেঃ।

মাতৃস্নেহ। *

নানাপ্রকার সম্বন্ধের ভিত্তির উপর মানব-সমাজ সংস্থাপিত। এখানে রাজায়-প্রজায়, প্রভু-ভৃত্যে, বন্ধুতে বন্ধুতে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিতে এবং নানাবিধ বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানবীয় মনোবৃত্তি-সকল এই সমুদয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইয়া মানব-সমাজ সংগঠন এবং মানবের মনুষ্যত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে ইহার প্রায় প্রত্যেকটী সম্বন্ধের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া "মানুষ" তাহার পশুত্বের পরিচয়ও প্রদান করিতেছে। কেবল জননীর অপত্যস্নেহ কোনও দেশে, কোনও কালে পৃথিবীর হিংসা-দ্বেষ, মলিনতা বা স্বার্থপরতায় কলুষিত হয় নাই। জগতের দুঃখ-দৈন্য, বিপদ্-প্রলোভন, কোনও দেশে কোনও কালে মাতৃস্নেহকে বিচলিত করিতে পারে নাই। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে, সহোদর ভ্রাতা পরমশত্রুরূপে পরিণত হইতে পারে, সন্তান পিতামাতার অবাধ্য অবমাননাকারী ও তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, সংসারের আর আর সমুদয় সম্বন্ধ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জননীর সন্তানবাৎসল্য কোনও অবস্থায় কোনও কারণেই হ্রাস কিংবা বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় না। সন্তান যখন মাংসপিণ্ডবিশেষ-মাত্র তখন হইতেই জননীর স্নেহব্যাকুল হৃদয় ইহার কল্যাণ-কামনায় রত হয়; বস্তুতই ইহা তাঁহার নিকট "সমস্ত সংসার-সিন্ধু মথিত অমৃত।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহাকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখিবার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, ততক্ষণ অপনার ব্যক্তিগত সুখ-স্বচ্ছন্দতার ভাবনা তাঁহার মনে ঘৃণাক্ষরেও উদিত হয় না। সন্তান পীড়িত হইলে, জননীকে সেই রুগ্ন সন্তান অপেক্ষাও অধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নিদারুণ উৎকণ্ঠার সহিত অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কত বিনিদ্র-রজনী তিনি সন্তানের রোগক্লিষ্ট মুখপানে চাহিয়া অতিবাহিত করেন, কম্পিত-হৃদয়ে কম্পিতহস্তে কত আশঙ্কার সহিত কত সন্তর্পণে তিনি তাহার সেবা-শুশ্রূষা করেন, কত ব্যাকুলভাবে তিনি তাহাকে একটুক আরামে রাখিতে চেষ্টা করেন!—সংসারের অন্য কোনও বিষয়ে তখন তাঁহার ভ্রূক্ষেপ থাকে না। তাহারপর সেই সন্তান যদি রোগমুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে কালগ্রাসে পতিত হয়, জননীর চক্ষে তখন এই পৃথিবী অসীম শূন্য হইয়া যায়—তাঁহার জীবনভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কালক্রমে মানুষ সকল দুঃখ-বিপদই ভুলিতে পারে, কিন্তু জননীর হৃদয়ের এই গভীর ক্ষত কালের প্রলেপেও শুষ্ক হইবার নহে। পৃথিবীর অন্যান্য শোক-দুঃখের গভীরতা—ভীষণতা বুঝাইবার জন্য, মায়ের সন্তান-শোকের সহিত তাহাদিগকে তুলনা করা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আর কিছুই বোধ হয়, শূন্য মাতৃহৃদয়ের তৃষিত হাহাকারের মত করুণ-মর্ম্মভেদী হইতে পারে না।

পৃথিবীর অন্যান্য সম্বন্ধ যতবড় উচ্চ আদর্শেই অনুপ্রাণিত হউক না কেন, এমন নিঃস্বার্থ স্বর্গীয়

* (কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রথমশ্রেণীর পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনা।)

ভালবাসা—এমন আত্মহারা ব্যাকুলতা,—এমন সহিষ্ণুতা, এত ত্যাগস্বীকার আর কিছুতেই দেখা যায় না। জননী কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে শুধু সন্তানেরই মঙ্গলের জন্য তাহাকে স্নেহ করেন, কিরূপ নিঃস্বার্থ—কিরূপ অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহার সেবায়, তাহার পরিচর্য্যায়, তাহার মঙ্গলচেষ্টায় একটু একটু করিয়া নিজের জীবনখানি উৎসর্গ করিয়া দেন, কিরূপভাবে তাঁহার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও হৃদয়ের সমস্তটুকু আগ্রহ প্রদান করিয়া তাঁহার জীবনপথের বাধা-বিঘ্ন দূর করিতে প্রয়াস পান, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বাস্তবিক পৃথিবীর সাধারণ মনুষ্যগণের ভিতর অপার্থিব জিনিষ যদি কিছু থাকে, তাহা এই স্বার্থপরতার লেশবিহীন পবিত্র মাতৃস্নেহ।

স্তন্যদানে, স্নেহগুণে, ক্রমে ক্রমে জননী যেমন তাঁহার অপোগণ্ড শিশুটিকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলেন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনা ও উদ্বেগও বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে; কারণ, শিশুর তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়। সন্তানের অভাব-সমুদয় পূরণ করিতে না পারিলে, স্নেহময়ী জননী যে কি অকথ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা তাঁহার মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টি না দেখিলে অনুভব করা যায় না। ক্রমে ক্রমে শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় যে প্রকারই হউক, একটী চরিত্র গঠিত হইয়া যায়, এবং তদনুসারে সে পরিচিত জনমণ্ডলী ও অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে প্রশংসা বা নিন্দা, আদর বা অনাদর, ভালবাসা বা ঘৃণা, যাহা হয়, লাভ করে। জননী তখন সন্তানকে সকলের প্রিয়পাত্র দেখিলে, তাহার প্রশংসাবাদ শুনিলে, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। সন্তানের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্নেহকরুণ হৃদয় সন্তানের প্রতি বিমুখ হয় না। সংসারের সাধু-অসাধু, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, এবং প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মগণ ও মনুষ্য-কুল-কলঙ্ক-স্বরূপ ব্যক্তিগণ—সকলেই মাতৃ-হৃদয়ের সমান স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভের অধিকারী। অবশ্য, ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনে তাহার মাতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জননীগণও যে বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্না সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু তথাপি সেস্থানেও মাতার মাতৃমূর্ত্তি অতুলনীয়া, তাঁহার স্নেহের মহিমা অবর্ণনীয়। সংসারের তাপিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত ব্যক্তিগণের মাতৃক্রোড় একমাত্র বিশ্রাম-স্থল। আপনাদিগের কর্ম্মফলে অথবা সংসারের ঘটনাচক্রে পড়িয়া সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যতদিন মাতা বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার অক্লান্ত মঙ্গলচেষ্টা, তাঁহার স্নেহময় বাক্য মানুষকে ততদিন সংসারের কর্ম্মব্যস্ততা ও নানাবিধ দুঃখ-বিপদের মধ্যেও এক অপার্থিব শান্তি প্রদান করে।

যে ব্যক্তি জন্মিয়া অবধি মাতা কি বস্তু তাহা জানে না, তাহার জীবনের সেই নিদারুণ ক্ষতি কিছুতেই পরিপূরিত হইবার নহে। বিশিষ্ট গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে, অথবা স্বকীয় পরিশ্রমের ফলে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিলে সংসারেও সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে সত্য, অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে সুখ-ভোগের বিবিধ উপাদান এবং বন্ধু-বান্ধবাদিও সে লাভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু সুখ-দুঃখে, সম্পদে বিপদে, শৈশবে কৈশোরে যৌবনে—জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন পরীক্ষায়, বিশেষতঃ সংসারের বিবেচনায় দীন নগণ্য অকিঞ্চিৎকর জীবনভার বহন করিলে, কাহারও স্নেহব্যাকুল হৃদয় সকল অবস্থায়

সমভাবে তাহার ভাবনা ভাবিবে না। সংসারের অন্যান্য প্রত্যেকটী সম্বন্ধ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। মানুষ জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে সংসারকে যতটুকু ভালবাসা দিতে ও সংসারের যতটুকু উপকার করিতে পারে প্রতিদানে সংসার হইতে ঠিক ততটুকুই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কি নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ স্বর্গীয় পদার্থ—এই মাতৃস্নেহ। সন্তানকে আত্মহারাভাবে স্নেহ করিয়া—অক্লান্তভাবে তাহার মঙ্গল বিধান করিয়াই মাতৃস্নেহের সার্থকতা, ইহাতেই মায়ের পরিতৃপ্তি! সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জননীকে কত প্রকার কষ্ট ও উদ্বেগ ভোগ করিতে হয়, ভূমিষ্ঠ হইবার পর কত প্রকার অবস্থা, হয় ত কত দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া তাঁহাকে সন্তান পালন করিতে হয়, কিন্তু সেই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা যে কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধিত হইবে, এরূপ কল্পনা কোন কালেও কোন জননীর মনে স্থান পায় না। সন্তানের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে পারিলেই তাঁহার সমুদয় দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ স্বার্থক হয় এবং নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদস্বরূপ সমুদয় দুঃখতাপ-লাঘব-কর এই মাতৃস্নেহ যে জীবনে কখন অনুভব করে নাই সে বস্তুতই হতভাগ্য! জীবনের প্রথমাবস্থায় প্রতি-পাদ-বিক্ষেপে সে মায়ের অভাব অনুভব করিতে পারে, এবং বুঝিতে পারে যে এই সংসারে তাহার যে একটুক স্থান, সে কেবল তাহার যোগ্যতার অনুপাতে মাত্র। তাহার অযোগ্যতা, অক্ষমতা, দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া তাহাকে স্নেহ ও শান্তি-দান করিবার মত কেহই এই পৃথিবীতে নাই। মায়ের অভাব কিছুতেই পরিপূরিত হইবার নহে, মায়ের ঋণ কেহ কখনও শোধ করিতে পারে না।

কিন্তু এমন সব পাষণ্ডের ভারও পৃথিবী বহন করেন, যাহারা মায়ের অপরিমিত স্নেহ, অবিশ্রান্ত কল্যাণ-কামনার বিষয় মনে স্থান দিবার পরিবর্ত্তে নানাপ্রকারে তাঁহার মনে আঘাত দিয়া থাকে—মায়ের কোনও কথাতেই কর্ণপাত করে না, মাতা কোনও অন্যায় অসঙ্গত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। যাহা হউক, তাহাদের এই প্রকার পাশবিকতা সত্ত্বেও মাতৃ-স্নেহের মহিমা হ্রাস হয় না, কিন্তু বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

মাতৃস্নেহের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব যে কেবল মনুষ্য-সমাজেই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, মানবেতর-প্রাণি-সমাজেও মাতৃস্নেহের দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষিমাতা প্রভৃতিরা কিরূপ যত্নের সহিত তাহাদিগের শাবক প্রতিপালন করে সে বিষয়ে—এমন কি শার্দ্দূলী প্রভৃতির সন্তান-বাৎসল্য সম্বন্ধেও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। সন্তান যত দিন পর্য্যন্ত না স্বকীয় আহার-সংগ্রহে সমর্থ হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ইতরপ্রাণীর সন্তান-বাৎসল্য ; কিন্তু আমাদিগের জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও কিছুতেই তাঁহার স্নেহ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না। আমরা যত বড়ই হই না কেন, চিরকাল তাঁহার নিকট সেই আদরের শিশু।

দেশে দেশে কালে কালে কত কাব্য, কত সাহিত্য, আমাদিগের মায়ের স্নেহের মহিমা কীর্ত্তন করিতে বিফল-প্রয়াস পাইয়াছে। বস্তুতঃ মানবের বর্ণনাশক্তি, মানবের লেখনী এখানে পরাভূত, মানবের মন এখানে ভক্তি ও বিস্ময়ে অবনত! মৃত্যু যাহাদিগকে মাতৃস্নেহস্বরূপ সৌভাগ্য-লাভের অধিকার হইতে এখন পর্য্যন্ত বঞ্চিত করে নাই, মায়ের অজস্র অনাবিল স্নেহ শুধু অনুভব ভিন্ন ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, মায়ের অপরিশোধনীয় স্নেহঋণে ঋণী থাকা ভিন্ন তাহা শোধ করিতে না পারিলেও, সমগ্র হৃদয় দিয়া তাহাদের মাতৃস্নেহের অপার্থিবতা, অমূল্যতা,

অনুপম-মধুরতা, মায়ের ত্যাগস্বীকার, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সন্তানের জন্য তাঁহার নিয়ত কল্যাণ-কামনা প্রভৃতি হৃদয়ে অন্ততঃ সর্ব্বদা জাগরূক রাখা উচিত। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত কবির সেই মহাবাক্য—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

শ্রী চপলা দেবী।

মাধবীর প্রতি। †

তোর ক্ষীণ আশালোকে
এতদিন বেঁধেছিনু প্রাণ,
আজি সব ফুরাইল
জীবনের সুখস্বপ্ন-গান।

জনক হৃদয়হীন
ব্যথা তাঁর বাজে না তেমন,
জননী সন্তান ছাড়ি
কত পারে সহিতে বেদন?

সোদর "শিশির" * তব
এক রত্তি ক্ষীণ-বল হায়!
ধরণীর খর তাপে
ভয় হয় শুকাইয়ে যায়!

তুমি যে আঁধারে আলো—
দুখিনীর নয়নের তারা,
ছিল সাধ তোমা হেরি
বিশ্রাম লভিবে দেহ-কারা।

হায় বৎস! যবে আমি
"মাধবীরে" করিয়া স্মরণ,
শেষ মহাশ্বাস ত্যজি
ধীরে ধীরে মুদিব নয়ন,

হয়ত তখনো তুই
বন্দী হয়ে র'বি পর-করে;
হায়রে মাধবি! তোরে
পাব না-ক এ জন্মের তরে!

---

* ডাঃ খাস্তগীর মহাশয়ের স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

† এই কবিতাটী লেখিকার অন্তিম-রোগশয্যায় লিখিত "বৈশাখী" নামক অপ্রকাশিত কাব্য হইতে সঙ্কলিত হইল। "মাধবী" তাঁহার নবপ্রকাশিত কাব্য; পুস্তকখানি প্রকাশে অযথা বিলম্ব হওয়ায় এই কবিতাটী লিখিত হইয়াছিল।

* লেখিকার বাল্যকালে রচিত একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য।

হায় বৎস! কে বুঝিবে
হৃদয়ের ভীষণ দাহন,
দীন আমি নাহি সাধ্য
ও দাসত্ব করিতে মোচন।

কেন রে ধনীর গৃহে
হ'ল না-ক জনম তোমার,
আজি এ অভাবে তব
বহিত না নয়নে আসার।

শরতে যে-দিন সবে
মেতেছিল মার আগমনে,
আমিও আশায় তোর
কাটায়েছি নিশি জাগরণে।

নিঠুর নিয়তি মোর!
মিটে নিকো হৃদয়ের আশ,
অঞ্চলে মুছিয়া অশ্রু
গেছে দিন ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

শরৎ হেমন্ত আসি'
একে একে করিল গমন,
বসন্তেও তোর সনে
হবে না-ক হয়ত মিলন!

হায় বৎস! এ জীবনে
হেরিব না তোর মুখ আর,
ধরণী স্বার্থের দাস,
ঘুচিবে কি দাসত্ব তোমার?

মরণ পরেও মম
যদি রে ফিরিস্ ঘরে কভু,
বিমাতার স্নেহ যত্নে
মার স্মৃতি ভুলিস্ না তবু।

দিনান্তে জনক-পদে
জননীর সকরুণ স্মৃতি,
জাগায়ে তুলিস্ বৎস!
দগ্ধ প্রাণে পাব তবে প্রীতি।

৺ হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ষোড়শ অধ্যায়।

মিতব্যয়িতা।

অপব্যয়ের বিপরীত মিতব্যয়। কৃপণতাকে মিতব্যয় বলে না। পেট কাটিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে মিতব্যয় হয় না। অযথা খরচ না করা, অথবা অনাবশ্যক বস্তু ক্রয় না করাকেই মিতব্যয় কহে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অমিতব্যয়িতা একটী মহৎ দোষ। অর্থ উপার্জ্জন করা পুরুষের কার্য্য, কিন্তু ব্যয়ের ভার স্ত্রীলোকের উপর। মহিলাগণ যদি অপব্যয়ী হন, তবে সংসারে সুখ থাকিতে পারে না। বিলাসিতা অপব্যয়ের একটি প্রধান কারণ। নব্য-রমণী-মহলে ইহার প্রতাপ কিছু অধিক। কেশরঞ্জন, পমেটম্, এসেন্স, সাবান, চিকের রুমাল প্রভৃতি বিলাসোপকরণ সংগ্রহের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই লালায়িতা। অবস্থায় কুলাইলে এ-গুলিতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে, এ-গুলি অর্জ্জন করার ন্যায় মহাভ্রম আর নাই। যে সকল রমণী এরূপ অমিতব্যয়কে দেখিয়াও দেখে না, তাহারা অর্থ-সম্বন্ধে স্বামীর বিশ্বাস-ভাজন হইবার উপযুক্তা নহে।

অভ্যাস-দ্বারা সকল বৃত্তিই আয়ত্ত করা যায়। সুতরাং, মিতব্যয়কেও অভ্যাস-দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। মিতব্যয়িতা অভ্যাস না করিলে, অনবধানতা এবং অপব্যয়ের কু-অভ্যাস অলক্ষিতে জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহা মিতব্যয়িতা-দ্বারা আয়ত্ত করা না যাইতে পারে। সময়, স্বাস্থ্য, অর্থ—সকলই মিতব্যয়িতার অধীন। এইজন্য পৃথিবীতে ইহার ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান পদার্থ আর নাই। মানব মিতব্যয়ী হইলে, তাহার মনে এক প্রকার সন্তোষ জন্মে এবং তদ্দ্বারা সে দীর্ঘজীবন লাভ করে। অমিতব্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিহীন; সুতরাং সামান্য বিপৎপাতে তাহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। কিন্তু মিতব্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেই বিপদের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন বলিয়া, হঠাৎ কোনও বিপদে তাঁহারা ভীত হন না। পূর্ণমুদ্রা একেবারে জমান সুকঠিন, কিন্তু যদি পয়সার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে, তবে টাকা স্বতঃই সঞ্চিত হইবে। যখন বিন্দু-বিন্দু বারি লইয়া অপার জলধির সৃষ্টি হয়, যখন সামান্য সামান্য বালুকণা লইয়া সাগরের উপকূল গঠিত হয়, তখন সামান্য সামান্য বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখিলে যে, মহান্ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

লোককে টাকা জমাইতে দেখিলে, নীচাশয় ব্যক্তিগণ তাহাকে ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া তাহার দুর্নাম রটাইয়া থাকে বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাহাতে কর্ণপাত করা উচিত নহে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে, ধন অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকেই আশ্রয় করে। চাঞ্চল্য, দীর্ঘসূত্রতা, অনবধানতা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীনতা কর্ম্ম পণ্ড করিবার প্রধান উপকরণ। পর

দৃঢ়সঙ্কল্প, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। কার্য্য "হচ্চে হবে" করিয়া দীর্ঘসূত্রী ব্যর্থমনোরথ হয়, কিন্তু উদ্যমী পুরুষ সঙ্কল্পিত কার্য্যকে অচিরে সমাধা করিয়া ইষ্টলাভ করেন। মিতব্যয়িতা জগতের আশীর্ব্বাদ এবং অপব্যয় অভিসম্পাত-স্বরূপ।

এই সকল কারণের জন্য মানবের মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। কেবলমাত্র অর্থে মিতব্যয়ী হইলে চলিবে না, সময়, সামর্থ্য, অর্থ, আহার, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই মিতব্যয়ী হইতে হইবে। এগুলির মধ্যে কোন একটিতেও অপব্যয়ী হইলে মানবের সুখের অন্তরায় ঘটে। সকল প্রকার অপব্যয়ের উপরতি মানবের ইহকালে ও পরকালে সুখের কারণ হইয়া থাকে। মিতব্যয়িতায় অভ্যস্ত হইলে মানবকে চিন্তা বা কষ্টের অধীন হইতে হয় না। ইহাদ্বারা মানবের আত্মনির্ভর-শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সম্মান, সৌভাগ্য ও কার্য্যকারিত্ব-শক্তি অচিরে মানবকে আশ্রয় করে। অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী মানবের সামান্য বস্তুকেও অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। সংসারে কিছুই হেয় নহে। সামান্য সামান্য করিয়াই নর-নারীর উন্নতি হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঋণ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় না করিলেই, মিতব্যয়িতা স্বতঃই আয়ত্ত হইয়া থাকে। নগদ মূল্যে ক্রয় করিতে হইলে, "ইহা আমার আবশ্যক কি না", "ইহা আমার ক্রয় করা উচিত কি না" ইত্যাদি নানাপ্রশ্ন মনে জাগরিত হয়, কিন্তু ধারে ক্রয় করিলে এ-সকল প্রশ্ন উঠে না। ধার অপরিমিততার জনক। সংসারে অভাবের যতই বৃদ্ধি করিবে, ততই সুখ দূরে পলায়ন করিবে। যাহার অভাব যত কম সে ততই সুখী। খরচের একটা আন্দাজ করিয়া লওয়া গৃহিণীদিগের কর্ত্তব্য, এবং সেই আন্দাজ-মত কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি সেই খরচে সঙ্কুলান না হয়, তবে কোন্ বিষয় হইতে খরচের হ্রাস করিলে ব্যয়ের সঙ্কুলান হইতে পারে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা উচিত। এইরূপে অভাবের হ্রাস করিলে খরচেরও হ্রাস হইবে।

শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া স্বামীর সহিত ব্যয়-সম্বন্ধে পরামর্শ করা স্ত্রীর উচিত। খরচের জন্য কতকগুলি টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়া দিলেই, কিছু দিনে জানিতে পারিবে যে, তদ্দ্বারা তোমার সকল খরচ চলিবে কি না।

মানব যদি দৈব-বশে নির্ধন হইয়া পড়ে তবে তাহার কোনও দোষ নাই, কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় স্বীয় সঞ্চিত ধনের হ্রস্বতা সম্পাদন করে, তবে তাহার মত হস্তিমূর্খ জগতে আর নাই। অনেকে লোক-দেখান বাবু অথবা ধনাঢ্য সাজিতে গিয়া দরিদ্রতার কবলে পতিত হইয়াছে। বরং সংসারে নগণ্য থাকাও শ্রেয়ঃ, পরন্তু লোক-দৃষ্টিতে ধনাঢ্য সাজিতে গিয়া দেউলিয়া হওয়া উচিত নহে। ধনহীন হইয়া সংসারে থাকা যে কি জ্বালা, তাহা যাহারা ভুগিয়াছে তাহারাই জানে।

আয় বুঝিয়া ব্যয় করা মিতব্যয়িতা শিক্ষার অন্য একটি উপায়। আয়াতিরিক্ত খরচের অনিবার্য্য ফল ঋণ। ঋণগ্রাহীর দিবস-রজনী অশান্তিতে যায়। ঋণ গ্রহণ করার দুর্গুণ অনেক। প্রথমতঃ, ঋণী ব্যক্তিকে লোকনিন্দার ভাজন হইতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, সুদ দিতে দিতে অস্থির হইতে হয়, তৃতীয়তঃ অবমাননা তাহার নিত্য-সহচর হইয়া পড়ে, চতুর্থতঃ ঋণগ্রাহীর মিথ্যা কথার অভ্যাস জন্মে, পঞ্চমতঃ ঋণদাতার নিকট ঋণী ব্যক্তিকে সদাই ত্রস্ত থাকিতে হয় এবং ষষ্ঠতঃ সমগ্র পরিবারের উপর

বিপদকে আহ্বান করিয়া আনা হয়। ঋণগ্রহণের ত এত জ্বালা। ঋণ লইবার পূর্ব্বেও যে জ্বালা নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। লোকের স্তাবকতা না করিলে ঋণ পাওয়া দুর্ঘট; সুতরাং সেই স্তাবকতা করিতে যাইয়া নিজের সময় নষ্ট ত হইয়াই থাকে, তদ্ব্যতীত নিজেকে হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার উপরি ও মুখনাড়া না দিয়া লোকে কর্জ্জ দেয় না; সুতরাং তাহাও নীরবে সহ্য করিতে হয়।

যত আয় তত ব্যয় করিবে না, বরং আয় হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। সামান্য আয়ে বড় পরিবার প্রতিপালন করিতে হইলে, সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে মিতব্যয়িতার আবশ্যক। মিতব্যয়িতা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা জাতি উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারে নাই। ব্যক্তি জাতির কেন্দ্রস্বরূপ। মিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। কি ধনী, কি গরীব, সকলেরই মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য অবশ্য ব্যয় করিতেই হইবে, কিন্তু তা বলিয়া অপব্যয়ী হওয়া উচিত নহে বারিধারার ন্যায় আকাশ হইতে অর্থ পতিত হয় না অতিকষ্টে তাহা সঞ্চয় করিতে হয়। দিনে যদি এক আনাও জমাইতে পারে তাহাও শ্রেয়। এইরূপে ৩০ বা চল্লিশ বৎসরে তোমার অনেক টাকা জমিয়া যাইবে। অলঙ্কার গড়াইয়া যাহারা মনে করেন যে, কিছু সঞ্চয় করা গেল, তাহারা ভ্রান্ত। স্বর্ণকারের মজুরী ও অলঙ্কারের পান বাদ দিলে, আসল হইতে অনেক টাকা কমিয়া যায়। ইহার উপর কিছু দিন অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া বিক্রয় করিতে যাইলে, তাহার যথার্থ মূল্য হইতে আরও কিছু হ্রস্বতা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে অলঙ্কার গড়াইয়া সঞ্চয় করা অপেক্ষা নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলে মূল ধন ত বজায় রহিলই, অধিকন্তু সুদ আসিতে লাগিল এইরূপ সঞ্চয়ই যথার্থ সঞ্চয়-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যাহাদিগের আয় অধিক, তাহারা ধনী নহে বরং যাহারা আয় হইতে সঞ্চয় করে তাহারা যথার্থ ধনী।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী

হিতকথা।

অতিসামান্য কর্ম্ম করিবার সময়েও লক্ষ্য অতি উচ্চ রাখিও। ক্ষুদ্র আপদ বিপদেও অসীম শান্তি হারাইও না।

স্বার্থপরতা স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করে।

যত বেশী আমোদ করিবে, তত বেশী জড়তা লাভ করিবে।

যাহা কঠিন বলিয়া আজ করিতেছ না, কাল তাহা দ্বিগুণ কঠিন হইবে।

মধুসমাধি।

বিদেশী বিধর্ম্মী মাঝে স্বদেশের মহাকবি
অনন্ত সুপ্তির কোলে আছেন সমাধি লভি'।
মনে হয়, এ একান্তে কি নিঃসঙ্গ কবিবর—
আপন আবাসভূমে অচেনা অজ্ঞাত পর।

মধুচক্র-রচয়িতা, গৌড়ের গৌরব-রবি
আবৃত প্রাবৃট্‌জালে—বিষাদ-করুণ-ছবি।
জননীর সুত-রত্ন, বাড়াল যে মাতৃ-মান,
তাঁর একি নির্ব্বাসন—তাঁর একি প্রতিদান।

বাঙ্গালী-পথিক কোথা, কবির আহ্বানে হায়,
দাঁড়াবে বারেক হেথা সসম্ভ্রমে মুগ্ধ-প্রায়।
সবাকার শীর্ষে যাঁর মহিম-মণ্ডিত স্থান,
কোন্ প্রান্তে পড়ে তিনি, কে রাখে সে অভিজ্ঞান!

কভু কোন ভক্ত শুধু, এ দীন ভক্তের সম
নীরবে গাঁথিয়ে আনে অশ্রু-মাল্য নিরুপম।
ভক্তি আর শ্রদ্ধা-ভরে কবিরে অর্চ্চিয়ে তায়
তেমতি নীরবে বুঝি ক্ষুব্ধ-চিত্তে ফিরে যায়।

তারপর স্তব্ধ সব শব্দহীন সুগভীর,
নির্জ্জনে একাকী কবি অলক্ষিতে জগতীর!
'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' 'মেঘনাদ' দান যাঁর—
তাঁর প্রতি বাঙ্গলার একি যোগ্য-ব্যবহার।

বাণীর মন্দির যদি হেথা হ'ত বিনির্ম্মিত,
কবির বিগ্রহ তায় হ'ত যদি প্রতিষ্ঠিত,
মিলিত প্রত্যহ যদি বাণীর সেবকগণ
কবির প্রাণদ-ব্রতে সমর্পিতে প্রাণ-মন!—

তবে ত কবির হ'ত উপযুক্ত সমাদর,
হাসিত কবির আত্মা উজলিয়া চরাচর!
তাঁর দেশবাসী বলে বিশ্বজনে পরিচয়
পারিতাম দিতে গর্ব্বে তবে মোরা সুনিশ্চয়!

জানি না সফল কভু হবে কি এ স্বপ্ন মোর,
হীনতার নিদর্শন ঘুচিবে কলঙ্ক ঘোর!
যদি কভু নেমে আসে দেবতার আশীর্ব্বাদ
ধন্য হব লভি তবে মধু-কবি-পরসাদ!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সুপ্রকাশ দূরে দাঁড়াইয়া শীলার প্রতি চাহিয়া [ছি]লেন। শীলা নতমুখে ছিল। উভয়েই নীরব,* [কি] কথা কহিবে তাহা উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন [না]। শীলা একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল সুপ্রকাশ তাহার দিকে চাহিয়া আছেন,—সে দৃষ্টিতে শুধু গভীর অনুরাগ অঙ্কিত! শীলার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার নিকট ভালবাসার প্রতিদান পাইতে কি আনন্দ! তাহার

* (কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মহাকবি মধুসূদনের বাৎসরিক স্মৃতি-সভায় পঠিত।)

মুখে ভালবাসার ভাব অঙ্কিত দেখিতে, চক্ষের দৃষ্টিতে ভালবাসা প্রভাসিত দেখিতে কত ইচ্ছা হয়। দৃষ্টি যায়, আর যেন ফিরে না! লৌহ ও চুম্বকের যে আকর্ষণী শক্তি, তাহা যেন এই সময় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। একজন টানিতেছে, আর একজন ছুটিতেছে! মুখের ভাষায় যে কথা বলা যায় না, একবার চক্ষের দৃষ্টিতে তাহা বুঝা যায়! উভয়েই যেন স্বপ্নাহত হইয়া রহিলেন তাহার পর সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপ্নি কি অসুস্থ বোধ কর্ছেন?"

শীলা। না, এখন ভাল আছি। বড্ডই ভয় পেয়েছিলাম। আপনি কখন এলেন?

সুপ্রকাশ। আমি আজ সকাল থেকেই এখানে আছি। আমি পাশের ঘরেই ছিলাম। আপনি যখন গান গাইতেছিলেন, ঐ পর্দ্দার পাশেই দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলাম। অবশ্য, আপনি তা জানতেও পার্‌তেন না। আমার আপনার সাম্‌নে আস্‌বার ইচ্ছাও ছিল না।

শীলা এই কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিল, "কেন?"

সুপ্রকাশ। কেন?—তাও কি বেল্‌তে হবে? আপনি যখন সুব্রতের মনোনীতা পত্নী হ'বেন বোলে সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে এখানে এসেছেন, আর যখন শুন্‌লাম আপনার পিতারও তাই ইচ্ছা ছিল, তখন কি আমার আপ্‌নার পথে অবরোধক স্বরূপ থাকা ভাল? কোথায় সুব্রত—আর কোথায় আমি! সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, ব্যারিষ্টার হ'যে এসেছে, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত, রূপে গুণে কেউ তার সমকক্ষ নেই। তার সঙ্গে বিবাহে আপ্‌নি সুখী হবেন ভেবেছিলুম—কিন্তু আজ—।

শীলা। (কম্পিত কণ্ঠে) আজ্ এখন সব শুনেছেন আশা করি।

সুপ্রকাশ। (বাধা দিয়া) আজ যখন শুন্‌লুম, সেই অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী সুব্রতের কাতর মিনতিতে তোমার মন গল্‌ল না, যখন দেখ্‌লাম সে তোমা[illegible] পীড়ন কর্‌ছে এবং তোমায় অনর্থক যন্ত্রণা দিচ্ছে তখন আর আত্মগোপন কর্‌তে পার্‌লাম না। [illegible] ক্ষমা কর—শীলা বল্লাম। তুমি জান না যে, [illegible] রাত সর্ব্বদাই আমার প্রাণের তন্ত্রী 'শীলা' [illegible] জপমালা করেছে। যে মুহূর্ত্তে সেই নদীতীরে তো[illegible] দেখেছি, তখনি আমার সমস্ত হৃদয় তুমি অধি[illegible] করেছ। এই দরিদ্র ভিখিরী আজ তোমায় চা[illegible] তুলে, শীলা, তুমি কি তাকে গ্রহণ কর্‌বে?

শীলার হৃদয় আনন্দে গর্ব্বে যেন ভরিয়া [illegible] সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শুধু একবার চাহিল, তাহার[illegible] বলিল, "আপ্‌নি আর আমায় লজ্জা দেবেন [illegible] আপ্‌নি ত সব শুনেছেন—।"

সুপ্রকাশ শীলার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া তা[illegible] দুইটি হস্ত ধারণ করিলেন। উভয়ের মনে হইল, উভয়ের হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল! স্পর্শে সুখ! সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "শুনিছি [illegible] দরিদ্র ভিখারী নামহীন সুপ্রকাশের জন্যে [illegible] অত আদর গ্রহণ কর্‌লে না; কিন্তু এ যে [illegible] আশার অতীত। ঐ সুখৈশ্বর্য্য ছেড়ে এই [illegible] রীকে নিয়ে দরিদ্রের কুটীরে কি তুমি সুখী হ[illegible] বল বল শীলা, আমি কি এ আশা কর্‌ব?"

শীলা দুই হস্তে আপনার মুখ আচ্ছাদিত ক[illegible] সুপ্রকাশ পুনরায় তাহার দুইটি হস্ত আপনার [illegible] ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমার আশা কি [illegible] হবে? একবার বল—?"

শীলা। আপ্‌নার কি আশা জানি না, আমায় কেন জিজ্ঞাসা কোরে লজ্জা দিচ্ছেন? অ[illegible] যখন জানেন, তবে কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—?

সুপ্রকাশ। তবু একবার শুনি।

শীলা। আপ্‌নি যদি আমায় গ্রহণ ক[illegible]

আমি সুখী হব। আপ্‌নার কথা আমি কি করে বল্‌ব?

সুপ্রকাশের মুখে যেন আনন্দ-জ্যোতি প্রকাশিত হইল! উভয়ের হৃদয়ের ভার যেন কোন্ দূর হইতে দূরতর প্রদেশে চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে সুপ্রকাশ বলিলেন, শীলা, কি দেখে তুমি আমায় ভালবাস্‌লে?"

শীলা। আপ্‌নি কি দেখে আমায় ভাল-বাস্‌লেন?

সুপ্রকাশ। আবার 'আপ্‌নি'?—ত হবে না। বল 'তুমি', না হলে আজ আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।

শীলা। এখন মাসীমার কাছে যাই।

সুপ্রকাশ। তা হবে না, আমি ছাড়্‌ব না। জান সুব্রত একটা প্রতিজ্ঞার জন্যে কি কর্‌তেছিল।

শীলা। (হাসিয়া) তাই বুঝি আপনারও?

সুপ্রকাশ। আবার—? না, তা হবে না।

শীলা। আচ্ছা, তাই বুঝি তোমার অত রাগ হয়েছে? তাই প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে?

সুপ্রকাশ। আমি কিন্তু তোমায় আর বেশী দিন ছেড়ে দোব না: কে আবার এসে অধিকার করিবে। আমি কালই নোটিশ দেব, তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের বিবাহ কোর্ত্তে হবে। তারপর তোমাকে আমার কুড়ে ঘর আলো কোরে থাক্‌তে হবে।

শীলা। কুড়ে ঘর হ'লেই বুঝি, দুঃখ হয়? আমি ত ঐশ্বর্য্যের লোভ করি নি। আমি যা চেয়ে-ছিলুম তাই পেয়েছি;—আর কিছু চাই না।

সুপ্রকাশ। তোমার নিজের কষ্ট হবে, সামান্য-ভাবে থাক্‌তে হবে, নিজের হাতে কত কাজ কোর্ত্তে হবে, কত টানাটানি কোরে ঘর-সংসার চালাতে হবে।

শীলা। কেবল ঐ কথা! আমি কি তোমার ঐশ্বর্য্য চেয়েছি, না আশা কোরে আছি? আমার দরিদ্রের কুঁড়েই ভাল। আমি কেবল যা চাই, তাতে যেন বঞ্চিত না হই। এইটুকু পেলেই হবে।

সুপ্রকাশ মৃদু হাসিয়া শীলার প্রতি চাহিলেন, উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল,—যেন প্রাণের মধ্যে আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া গেল!

সুপ্রকাশ বলিলেন, "সে—কি?"

শীলা (নতমুখে)। তুমি নিজেকে দরিদ্র ভিখারী বোলে যা চাচ্ছ, আমিও নিজেকে দরিদ্রা ভিখারিণী বোলেই তারই আশা কোরে আছি।

সুপ্রকাশ। আমাদের এ আশার স্বপ্ন যেন সত্য হয়। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে যেন আম্‌রা এ-ভাবেই থাকি। ধনী সুব্রত আজ কি হারিয়ে চলে গেল, আর দরিদ্র সুপ্রকাশ আজ কি ধনেই ধনী হল, তা কি কেউ বুঝ্‌বে?

শীলা। আমায় আর লজ্জা দেবেন না। আমায় পেয়ে যে আপ্‌নি সুখী হবেন মনে কর্‌ছেন, তা যদি হন—।

সুপ্রকাশ। (বাধা দিয়া) আবার—'আপনি'? আমি আজ ছাড়্‌ব না।

এমন সময় একজন আয়া দ্বারের নিকট আসিয়া বলিল, "আপনাকে মেম্ সাহেব ডাক্‌ছেন।"

সুপ্রকাশ শীলার সহিত উঠিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জির কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলেন ও বলিলেন, "আজ্ আপ্‌নার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি। এই দেখুন আমার 'কনে'। আপ্‌নার ভাবনা ছিল।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (আনন্দের সহিত) আমি ত আগে থেকেই জানি, যাতে তোমার দৃষ্টি, তাতে কি অন্যের দৃষ্টি সইবে?—তা সব বলেছ?

সুপ্রকাশ মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে চাহিলেন।

তাহার দৃষ্টিতে যেন কি কথা বুঝিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এস মা এসো, যার হাতে পড়বে সে তোমায় চিরসুখী করবে। যেমন না জেনে, না শুনে, নিজেকে সুপ্রকাশের হাতে সঁপে দিলে, ভগবান্ তোমায় সুখী কোর্ব্বেন।

সুপ্রকাশ। তবে গরীবের ঘর কোত্তে হবে। এ ত আর সুব্রত নয়। না —া শীলার তাতে অমত নেই।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) তা বই কি, কুঁড়েতে থাক্‌তে হবে, ঘর নিকৃতে হবে, কত কি কোর্ত্তে হবে! তোমার হাতে যে পড়্‌বে, তাকে অনেক ভোগ ভুগ্‌তে হবে। তবে মনের সুখে ত বাধা পড়বে না?

সুপ্রকাশ। শীলাকে আপ্‌নার কাছেই এ কয় দিন রাখুন, আর রামলোচনবাবুর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। আমি কালই নোটিস্ দেব।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এই পণ ছিল বিয়ে কোর্ব্বে না, আর এরি মধ্যে এত শীগ্‌গীর বিয়ের জন্যে ব্যতিব্যস্ত। এখন প্রভাতের মাকে কি বোলবো?

সুপ্রকাশ। বল্‌বেন আর কি? শীলা ত এখন বড় হয়েছে, ও যখন সুব্রতকে কোন মতে বিয়ে কোর্ব্বে না বল্‌ছে, তখন জোর করে কে বিবাহ দেবে? আমি ত এতদিন গা ঢাকা দিয়েই ছিলুম, যখন দেখ্‌লুম, প্রকাশ না হ'লে নয়, তখন প্রকাশ হলুম্।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। একেবারে সুপ্রকাশ হও না কেন?

সুপ্রকাশ। শীলা, তুমি নিজে বল, এখানে থাক্‌বে; না হ'লে তোমার মাসীমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

শীলা। (মৃদুকণ্ঠে) আমায় দয়া কোরে স্থান দিলেই আমি সুখী হব।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। দয়া করে দেখি ডেকে,—দয়া করে তুমি থাকবে, না, আমি দয়া করে রাখ্‌ব? আচ্ছা, দয়াটা এখন আমার দিক্ দিয়েই থাক্।

হঠাৎ সবেগে দ্বার খুলিয়া গেল। প্রভাতচন্দ্র ও তাঁহার মাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের সেইভাবে থাকিতে দেখিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "শীলা, তুমি যাও নি কেন? আবার আমাদের নিতে আস্‌তে হ'ল!"

শীলা সুপ্রকাশের দিকে চাহিলে, সুপ্রকাশ উঠিয়া বলিলেন, "শীলা ত তখন মিঃ বসুকে বলে দিল, সে যাবে না। তিনি কি তা বলেন নি?

প্রভাতচন্দ্র। আপ্‌নি চুপ করুন, আপ্‌নার মতামতে আমাদের আবশ্যক নেই। আপ্‌নাকে কেই বা চেনে, আর কেই বা আপ্‌নার সঙ্গে কথা কয়? মাঝখানে থেকে কথা কওয়া কি ভদ্রতা? তা যদি বোধ থাকবে, তবে এমনভাবে ভদ্র পরিবারে কেন মিশতে আস্‌বেন?

সুপ্রকাশ কৌতুকপূর্ণ নেত্রে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে একবার চাহিয়া তাহার পর বলিলেন, "ক্ষমা করবেন, ভুল হয়ে গেছে। যা বলেছেন ও ঠিক, অভদ্র হলে ভদ্রতার সীমা শীঘ্রই অতিক্রম করতে হয়।"

প্রভাতের মা। এখন শীলা, বাড়ী চল। কাল তোমার কাকারা আসবেন, কাল তাঁর বাড়ী তুমি যেও। তারপর তোমার যেখানে খুসী যেও, যা খুসী কোরো।

শীলা। আমায় মাপ্ করুন, আমি আপ্‌নাদের সঙ্গে যেতে পার্ব্বো না।

প্রভাতের মা। তা কোন মতে হবে না। (মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি) দিদি! তোমাদেরই বা এ কি রকম বুদ্ধি? জান্‌ছ, আমাদের ছেলের বৌ কোর্ব্বো বলে, কত সাধ করে ওকে আন্‌লাম, আর তুমি কিনা এখানে বসে ঘট্‌কালী কচ্চ। এই কি

মার উচিত হল ? কে জানে, আমরা ওসব ভাল
না। আমাদের ঘরের সব কথাগুলি জান্‌বে,
যে অন্যের কাজে তা লাগাবে। কোথায় আমার
ভাত, তার সঙ্গে তোমার সুপ্রকাশ রায় ? যার নাম
উ শোনে নি, যার ঘর-বাড়ীর ঠিকানা নেই, সেই
মার আপ্‌নার হল ? মেয়েটির সর্ব্বনাশ কোরে
লাভ হবে ? (আপন মনে) যার বাবা বলে গেছেন,
ভাতের সঙ্গে বিয়ে হলে সুখী হবেন, সেই বা কেমন
য়ে বুঝতে পারি না ! এই সব দেখে শুনে
লের ওপর ঘেন্না জন্মায়। মেয়েরা লেখাপড়া
খে কি দস্যিই হচ্ছে, বাবা ভাই কাউকে মানে
। ইংরিজী লেখাপড়া শিখলেই বুঝি, বিবিয়ানা
রলে হয় না ? যা হোক্ বাছা, তুমি যা কোত্তে
কোরো, আজ ত আমার সঙ্গে চল।

শীলা। আমায় মাপ কোর্ব্বেন, আমি আর
পনাদের বাড়ী যেতে পার্ব্বো না। (সুপ্রকাশের
কে চাহিয়া) আমি কি আর ওখানে যাব ?

প্রভাতের মা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) ও কোথাকার কে
ওর মত চাইছ ? আমি নিয়ে গেলে ওর সাধ্যি
যে ও তোমায় আট্‌কে রাখে ? নে, প্রভাত,
ল, আর বেশী বাক্যি-ব্যয়ে কাজ নেই। (শীলার
তি) আচ্ছা, আজ ত চল, কাল তখন যা কোর্ত্তে
য় কোরো।

সুপ্রকাশ ধীরে ধীরে শীলার নিকট গিয়া শীলার
ত ধরিয়া তুলিয়া, প্রভাতচন্দ্র ও তাঁহার
তাকে বলিলেন,"আপনারা যান ; শীলা যাবে না।
লা তার কাকার বাড়ীও যাবে না ; এখন মিসেস
নার্জ্জির কাছেই থাক্‌বে।

প্রভাতের মা। ও—এত দূর—! তা বল্লেই ত
য়। তা তুমি কে যে শীলার ওপর এত প্রভুত্ব
মার,—তাই বল না ?

সুপ্রকাশ। শীলা আমায় বিবাহ কর্‌তে প্রতি-
শ্রুত হয়েছে। এই মাসের শেষেই আমাদের বিয়ে
হবে। শীলার কাকাকে কাল বোল্‌বেন, এ বিষয়
তাঁর যা কর্‌বার কোর্‌বেন।

প্রভাতের মাতা ক্রোধে ও নৈরাশ্যে বিনা-বাক্য-
ব্যয়ে দ্রুত-পদে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।
প্রভাতচন্দ্রও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কোচ্‌ম্যানকে শীঘ্র গাড়ী
আনিতে বলিয়া, গাড়ীতে উঠিয়াই গাড়ী সজোরে
চালাইতে হুকুম দিলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া
বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন।

(১৫)

তাহার পরদিন রামলোচনবাবু সস্ত্রীক পুরী
হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি বাড়ী আসিয়াই প্রভাত
চন্দ্রের এক সুদীর্ঘ পত্রে জানিলেন যে,শীলা তাঁহাদের
বাটীতে নাই, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে আছে ,
এবং সে সুব্রতকে বিবাহ করিবে না, সুপ্রকাশের
সহিত সে তাহার বিবাহের ঠিক করিয়াছে। এই
সংবাদে তাঁহার মনে বিশেষ কোনও ভাবোদয় হইল
না। শীলার প্রতি যে তাঁহার মায়া হইয়াছে, তাহার
কারণ—দাদার মেয়ে ত বটে, কেমন ধনীর ঘরে
বিবাহ হইতেছিল, তাহা না করিয়া এ কি কাণ্ড
বাধাইয়াছে ! তা সে মেয়ের কি দোষ ! দাদারই ত
সব দোষ। ব্রাহ্ম-ঘরে বিবাহ করিয়াছেন, বিবিয়ানা
শিক্ষা দিয়াছেন। সে কি কর্ব্বে ? মেয়েটি ত লক্ষ্মী।
এখন সুপ্রকাশকে কি করা যায় ? যদি শাসন
করিতে যান, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ! তাঁহার প্রভুর
বন্ধু। মিঃ রায়ের অনুগ্রহে তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ
হইতেছে। এখনও ম্যানেজারির আশা আছে।
সে দিন পুরীতে মিঃ রায়ের এটর্নী পত্রে জানিয়াছেন
যে, মিঃ রায় সুপ্রকাশের হস্তেই ম্যানেজার নির্ব্বা-
চনের ভার দিয়াছেন। এখন যদি শীলার জন্য

তাহাকে কটু কথা বলা যায়, তাহা হইলে চাকুরিটীর আশা একেবারে নাস্তি। ও-দিকে শীলাও বয়ঃপ্রাপ্তা, সে লেখা-পড়া-জানা মেয়ে, তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে, অধিকন্তু দুই হাজার টাকাও লইয়া যাইবে। যাহা তাহাদের ইচ্ছা করুক, তিনি এ বিষয়ে আর কথা কহিবেন না, এই স্থির করিলেন; শুধু একবার গিয়া দেখিয়া যাহা ব্যবস্থা করিতে হয় করিবেন। তিনি বিষণ্ণমুখে চিন্তিত অন্তরে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী তখন তাঁহার দ্রব্য-সম্ভার চারিদিকে ছড়াইয়া লইয়া বসিয়াছেন। একগলা ঘোম্‌টা টানিয়া তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়া ননদের এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। শৈলী ও তাহার ছোট ভাই কতকগুলি ঝিনুক লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে।

গৃহিণী। হাঁ গা, বৌ, আমার সব জিনিস-পত্তর গোল্‌মাল হ'ল কেন? সেই খিত্তুরে বাটীটা কোথায় গেল? গয়েশ্বরী ড'খানাই বা রাখ্‌লে কোথায়?

ভ্রাতৃ-বধূ ফিস্‌-ফিস্‌ করিযা বলিল, "ওতেই আছে ঠাকুর্ঝি, একবার খুঁজে দেখ না।"

গৃহিণী। তোমাদের বাপু বোলে পারা যায় না। আমার জিনিসের সঙ্গে বল্লুম্‌ সব মিশিও না, তা না হলে যে তোমাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। তোমাদের ত এত লোককে দিতে-থুতেও হবে না, আর খোঁটা খেতেও হবে না। বামুনদিদি আমায় যে বাটীতে বলেছিল, 'খুব ভারী লোহাপানা বাটী', সেটা গেল কোথা? ওরে তুল্‌সী, আয় না বাছা! এই পোঁট্‌লাটা খোল্‌ না!

গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র তুলসী আসিয়া বলিল, "পিসীমা তোমার ত সব তাড়া-তাড়ি। এই ত বাপু নেয়ে-খেয়ে একটু জিরোতে গেছি, আবার তুল্‌সী তুল্‌সী কোরে চেচাতে লাগলে। একদিন যে তুল্‌সীর বিরাম নেই! তুলসীর যে প্রাণান্ত কোরে ছেড়েছ।"

পোঁটলা খুলিয়া কতকগুলি কাঁসার বাসন বাহির হইল দেখিয়া বউ বলিল, "এই নাও ঠাকুরঝি, তোমার বাসন; আমরা কি তোমার জিনিস নিতে পারি?"

গৃহিণী। ও কি অনাছিষ্টি কথা! আমি কি বলেছিলুম তোমরা চুরি করেছ? লোকদের কেমন স্বভাব, যত কর মন পাওয়া যায় না।

এই বলিয়া গৃহিণী মুখ ভার করিয়া রহিলেন। তাহার সম্মুখে কতকগুলি অপরিষ্কার কাপড়ের পুঁটুলী, একটি ভাঙ্গা মত টিনের বাক্সে দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটি ধামাতে কতকগুলি ফল-মূল রহিয়াছে। তিনি সেগুলিকে সরাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

তুলসী বলিল, "এখন আর কি কোর্ব্বো পিসীমা?"

গৃহিণী। তোমার আর কিছু কোর্ত্তে হবে না; তোমার মা ত এখুনি খোঁটা দেবেন।

বউ। ঠাকুঝি, রাগ কর কেন ভাই? আমার দোষ হয়ে থাকে, আমায় বক। ও কি অপরাধ কল্লে?

গৃহিণী। "হাঁ গো হাঁ, আমি কেবল সকলকে বকি, আমার ত কাজ নেই। আমার যেমন কপাল—!" এই বলিয়া তিনি ললাটে হস্তার্পণ করিলেন। এমন সময় অমিয় ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হাঁ মা, দিদি ভাই কখন্‌ আসবে? তুমি তার জন্যে কি এনেছ? আমি কেমন কপ্‌পুরের মালা এনেচি, দেখ।"

গৃহিণীর সকল ক্রোধ সেই বালকের উপর গিয়া পড়িল, তিনি ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "ন্যাকা ছেলে, কেবল দিদিভাই, দিদিভাই! ওর শত পুরুষের দিদিভাই। জাতের মধ্যে কিছু নেই, কিসের দিদি তার ঠিক নেই! লোকের বুড়ো হ'লে মতিভ্রম হয়, তা এঁর ত এখুনি হয়েছে। না জেনে, না শুনে অত বড় বুড়ী ধাড়ীকে ঘরে রাখা হ'ল! এই ত পুণ্যি কোরে

এলুম, শ্রীক্ষেত্রে গেলুম—কি হবে? আবার ত সেই অজাতের মেয়ে নিয়ে ঘর কোত্তে হবে।"

অমিয় এইসব বিষয়ে কর্ণপাত না করিয়া পুনরায় বলিল, "হাঁ মা, তুমি দিদি-ভাইয়ের জন্যে কি এনেচ?"

গৃহিণী সম্মুখের পুটলি হইতে কযগাছা চুড়ি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এই নে তোর সখের দিদি-ভায়ের জন্যে এই এনিচি। এখান থেকে পালা, নইলে মার খেয়ে মরবি।

রামলোচনবাবু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তা তোমার অত ভাবতে হবে না গো, শীলা নিজের পথ নিজে চিনে নিয়েচে। সে আর তোমার বাড়ী আসবে না।"

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? কি হয়েছে?"

রামলোচন। শীলা প্রভাতচন্দ্রের বাড়ী থেকে চলে গেছে, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে আছে। সুপ্রকাশ রায়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই সে থাকবে। সে আর এখানে আসবে না।

গৃহিণী। কি মেয়ে গো। তখুনি বলেছিলুম, এ রকম বুড়ো মেয়ে এত দিন পর্য্যন্ত বিয়ে হয় নি, ও সব পারে! তা সুব্রতর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে এখানে তার বাপ পাঠিয়েছেন, সে অন্যের সঙ্গে বিয়ে কোর্ব্বে বল্লেই বুঝি হবে? যাওনা, তুমি গিয়ে ধরে নিয়ে এসো না। কেমন বড় লোক কুটুম্ব হবে, বেবে থোবে ঢের। এই দেখনা, সে দিন কত খাবার-দাবার পাঠালে, তাদের পুখুরের মাছ, বাগানের ফল, তরিতরকারী। এমন ছেড়ে কোথাকার লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে বে কর্ত্তে যাবে কেন? যাও, আর দাঁড়িয়ে কেন? তাকে ধরে আন! যখন দাদা তোমার বাড়ী পাঠিয়েছেন, তখন আমাদের মতে চল্তে হবে। কোথাকার ছুঁদে মেয়ে! দেখ্তে মুখচোরা, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। পেটে পেটে ফন্দি কত। এরি মধ্যে নিজে বিয়ের ঠিক্ করে বস্লেন। অবাক ছিষ্টি! ছিঃ! ছিঃ! ঘেন্নায় মরি। আমার মেয়ে হোলে বিষ খাইয়ে মাত্তুম। আমার ননীর বিয়ে দিলুম, বাছা কোন্ সেই সাত পাড়াগাঁতে পড়েছে, মুখে রা নেই, কত নজ্জা-সরম। কারো সঙ্গে কথা কইতে জানে না। আর এ মেয়ে যেন ঘোড়ায় চড়া বিঙ্গী। ও সব বাপু তখনই বলেছিলুম সুবিধের নয়। ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দাও, আপদ্ চুকে যাক্। দুর্গা, শ্রীহরি! কোথায় ছিরিখেত্তর বেড়িয়ে এলুম, এসে একটু শান্তি পাব, তা নয়, এই আবার ঝঞ্ঝাট ঘটলো!

রামলোচন। ওগো সে তোমার বাড়ীতে আর আসবে না, তার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে। এত চট্‌ছো কেন? আপদ্-জঞ্জাল ত তোমার ঠাকুর দেবতার কাছে মানস করায় বিদেয় হয়েছে, আর দুঃখু কেন?

গৃহিণী। হাঁ গো হা, দরদ আছে, যাবে কোথায়? এক রক্তের দুখান হয়ে দুভাই তোমরা। এই যে কথায় বলে, "মোষের সিং বাঁকা তা জোড়বার সময় একা।" নিজে দাদার বিয়ের পর কত কাণ্ড, কত রসাতল করেছিলে, ঠাক্রুণের কাছে কি সব শুনি নি? সব শুনিচি। এখন ভাইঝির ওপর বড় টান। তা তোমার ভাইঝিকে তুমি গিয়ে দান কোরো, পিতৃ-পিতামহের কুল উদ্ধার হয়ে যাবে।

রামলোচন। সব সময় আমার এত বকুনি ভাল লাগে না। বক্বার কি তোমার সময় অসময় নেই। শীলা, যাই হোক্, আমার ভাইঝি—এটুকু তোমার যেন মনে থাকে।

গৃহিণী। (মুখ বক্র করিয়া) মরণ আর কি

ভাইঝির! শত-জন্মের অরুচি! ওকে সকলকার সাম্‌নে ভাইঝি বলে পরিচয় দিও না—লজ্জা হবে যে!

রামলোচন। কেন ভাইঝি বল্‌বার অযোগ্য কিসে? অমন লক্ষ্মীর মত সুন্দরী মেয়ে আমাদের বংশে নেই। বাঙালীর ঘরে ক'জন অমন আছে? কত শান্ত, নম্র। এত লেখাপড়া-জানা মেয়ে কত নম্র! তোমার তাকে পছন্দ হবে কেন?

গৃহিণী। রূপ নিয়ে ধুয়ে খেও, ঘরে বাতি দিও, কুল উদ্ধার হয়ে যাবে। অমন রূপে আমার কাজ নেই।

রামলোচন। খুব বকো, গায়ের যত জ্বালা আছে ঢালো। তোমার অম্বলের কেন ব্যাম, এখন বুঝিচি।

গৃহিণী। (চক্ষে বসন দিয়া) হা হা, আমাদের সব ন্যাকামি, আমাদের সব ভিরকুটি। আমরা ত আর লক্ষ্মীর মত সুন্দর নই। তা যাও,—তুমি এখান থেকে যাও।"

রামলোচনবাবু বিরক্ত হইয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এমন সময় অন্তরাল হইতে বামুন-বৌ মুখে কাপড় দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অন্তরাল হইতে সব শুনিতেছিলেন। বামুন-বৌ অত্যন্ত শুচিবাই লোক। তিনি পথ চলিতে চলিতে পড়িয়া যাইবার মত হন; তাঁহার চরণ রাখিবার স্থান অতিকষ্টে হয়। পথে কুটাটি পর্য্যন্ত মাড়াইবেন না। সারাদিন বাসন ধুইতে ধুইতে হস্ত দুটি যেন নষ্ট হইতে বসিয়াছে। খাইয়া শুইয়া কোনও মতে স্বস্তি নাই। তিনি আসিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র গৃহিণী ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া গলবস্ত্রে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বোস দিদি, বোস।"

বামুন-বৌ। কেমন তিরথি করা হোলো? শুনলুম অসুখ করছিল, কর্ত্তা গেছেলেন বুঝি।

গৃহিণী। (হাসিয়া) হাঁ, শরীরটে ভাল ছিল না; তা ছাড়া কর্ত্তাবও যে তিনবার হোলো, সেই জন্যে আমি তুলসীকে বোলে টেলিগেরাপ করিয়েছিলুম।

বামুন-বৌ। তা বোন্, তোমার শরিল ত কথ্‌খুনি ভাল নয়, কত টায়ে-টোয়ে আছ; তা সব ভাল ত?

গৃহিণী। হাঁ দিদি, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সব ভাল।

বামুন-বৌ। বলি তুলসীর মা! একবার আমার ওখানে যাস বাছা! আমার কালী শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসেচে, তা এই ক'দিনের কড়ারে এসেচে। জামাই এসে কাল্ পরশুর মধ্যেই নিয়ে যাবে।

তুলসীর মাতা। (চুপি চুপি) জামাই কি করে দিদি?

বামুন-বৌ। কি করে জানিনে, কোন আপিসের খেজাঞ্চি না কি! তা বেশ পায়; আশী টাকা মাইনে। কালীর কি ঘর ছেড়ে আসবার যো আছে? একদণ্ড চলে না। বাড়ীতে আবার গরু আছে, তাদের সেবা যত্ন হয় না, বুড়ী শাশুড়ী সে দিন শুনচি রাঁধতে গিয়ে পুড়ে মরেচে। সব সুখ আছে, ওই পোড়া বুড়ী বড় জ্বালায়। মলেই বালাই যায়।"

গৃহিণী। আমার কিন্তু এ জ্বালা নেই। ননীর শাশুড়ী ত ননীর মুটোর মধ্যে; ননীকে ভাল ও বাসে খুব। বউ যেন তার চোখের মণি! নাতিকে ত একদণ্ড চোখের আড় কোর্ত্তে পারে না। বুড়োও নোক ভাল। খুব যত্ন আয়িত্তি করে।

বামুন বৌ। (গৃহিণীর প্রতি) হাঁ গা, তোমার সেই ম্যাম্ ভাসুর-ঝি কোথায়?

গৃহিণী। তার কথা আর বোলো না দিদি! সে কি আমাদের জাতের মেয়ে যে, তার জন্যে আমার ভাবনা? সে দিব্যি সুখে আছে।

বামুন বৌ। হাঁগা, সে নাকি নিজের বর করে চলে গেছে ?

গৃহিণী। এখনো বিয়ে হয় নি, হবে। বাপে যে ছেলে পছন্দ করেছিল, তাতে মন ওঠে নি, অন্যের সঙ্গে বে হবে।

বামুন বৌ। হাঁগা, তা মেয়েরা বিয়ের আগেই বরের ঘর করে নাকি ? এ কোন্ দেশী কথা ?

গৃহিণী। ঘর কোর্ব্বে কেন ? সে ত অন্যের বাড়ী আছে।

তুলসীর মাতা। তা ঠাকুর-ঝি, তোমরা যেতে দিলে কেন ?

গৃহিণী। কি বল যে বৌ, বুঝতে পারি না ! শুনচো সে মেয়ে কাউকে মানে না, সে নিজে পছন্দ করে বিয়ে কোর্ব্বে !

বামুন বৌ। একি মগের মুল্লুক নাকি যে,তার যা ইচ্ছে হবে,তাই কোর্ব্বে ? মেয়ে মানুষের একি বাড়্ !

গৃহিণী ! ও কথায় আর কাজ নেই বাছা ! অন্য কথা বল না। ছিরিখেত্তর গেলুম, সেখানে বেশ বাপু জাতের বিচের নেই। যার খুসী সে অন্যের মুখে ভোগ তুলে দিচ্ছে।

বামুন বৌ। তা তোমার ভাসুরঝিকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও না। সেইখানে বেশ থাক্‌লে, জেতের ভয় থাক্‌বে না।

গৃহিণী। (ভ্রাতৃজায়ার প্রতি) বউ, সেই খিস্তুরে বাটীটা দিদিকে দাও ত। আর ওই থাকে শাল-পাতে-মোড়া ভোগ আছে দাও ত।

বামুন বৌ। (ঈষৎ হাসিয়া) বেঁচে থাক বোন, পাকা মাথায় সিঁদুর পড়। হাতের নো অক্ষয় হোক্। অমি রাজা হোক্। আমার কথাও মনে কোরে এনেছ, কত ভাগ্যি আমার ! আমি ভাবছিনু বুঝি, সব ভুলে গেছ।

গৃহিণী। আমি কি তোমার কথা ভুল্‌তে পারি দিদি ?

বামুন বৌ। তুমি কত গুণের, তা কি জানি নে বোন্ ! মায়ের পেটের বোনেও এমন করে না। তা এর দাম কত ?

গৃহিণী মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন ; ভাবিতেছিলেন যে, দামটী বলিবেন কিনা, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বধূর এই স্তুতি-বাক্যে মন গলিয়া যাওয়ায় তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না দিদি, দাম আর দিতে হবে না।"

ব্রাহ্মণী। (হাসিয়া) তা, আমি কি তোমার গুণের কথা জানি নে বোন্ ! দয়াব শরিল্ তোমার ; বামুনদিদির ওপর কত ছেন, তা কি আমি জানি নে ?

এমন সময় অমিয় আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "মা !"

গৃহিণী। কেন ? আবার কি চাই ? একদণ্ড সোয়াস্তিতে বস্‌তে দিবি নে নাকি ?

অমিয়। মা, আমি বাবার সঙ্গে দিদি-ভায়ের কাছে যাব ?

গৃহিণী। আবার দিদি-ভাই, না যেতে হবে না।

অমিয়। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, একবার যাই। তুমি বল্লেই বাবা নিয়ে যাবেন।

বামুন বৌ। আহা ! যেতে দাও না বোন ! কচি ছেলে পায়ে পড়্‌ছে, যেতে দাও।

গৃহিণীর উত্তরের প্রতিক্ষায় মলিন-মুখে বালক দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "যা, কিন্তু সঙ্গে কোরে আনিস্ ; না হলে রক্ষা রাখ্‌বো না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

বামাবোধিনী-সম্পাদকের পরিচিত।

বিবাহের গহনা।

অর্ডার দিলে সময় মত দিয়া থাকি ; বিবাহ ও জন্মদিনের উপহার দিবার উপযোগী নানা প্রকার ব্রোচ, আংটী, কানফুল, এয়ারিং ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

ঘোষ এণ্ড সন্স।

৭৮।১ হ্যারিসন রোড।

টেলিফোন নং ২৫৯৬।

ব্রাঞ্চ—১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহুদিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই।

১। অদৃষ্ট-লিপি।

ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী

অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল।

ভগবদ-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক।

৫। অশোকা—কবিতা পুস্তক।

৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক পত্রিকায় প্রশংসিত।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মন্ত্রশক্তি। (উপন্যাস।)

Her latest book "Mantra-Sakti" fully maintains her reputation as a writer of the highest class of fiction—fiction that will live and move the hearts of men and women. The plot is thin, but the study of the characters of Amber and Bani clearly shews that she is a psychologist of a very high order. Blessed be her pen. *(Amrita Bazar Patrika.)*

সুন্দর কাগজে পরিষ্কার ঝকঝকে ছাপা। দুইখানি মনোহর রঙ্গিন ছবি দ্বারা ভূষিত। বাঁধাই মূল্য ১৷৷৵০।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সাধরহস্য—উপন্যাস (যন্ত্রস্থ)। নির্ম্মাল্য—(গল্পগ্রন্থ) ... ৷৷৵০।

কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) সুদৃশ্য কাগজের মলাট ...৸০

সিল্ক বাঁধাই ... ... ১৲

ঠিকানা— মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং, বুকসেলার্স, ১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহের উপহার।

যত্মপি বিবাহে নববধূকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন, খাঁটি গিনি-স্বর্ণের জড়োয়া-লঙ্কারের জন্য মণিলাল কোম্পানীর দোকানে আসুন। এরূপ অল্পমূল্যে খাঁটি গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার কোন স্থানে পাইবেন না। উপরি-উক্ত গহনাগুলির চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেকটি ২৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে।

প্রাপ্তিস্থান—

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং গরাণহাটা—চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭০৪।

জার্ম্মেনীর পরাজয়।

বার্ত্তা আতঙ্ক নিগ্রহ করে। রোগীর নিকট নীরোগ হইবার বার্ত্তা জীবনীশক্তি প্রদান করে। অতএব নীরোগ হইবার মন্ত্র গ্রহণ করুন।—

আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা

সেবন করুন। ইহা সেবনে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, মেহ, স্মৃতিনাশ প্রভৃতি রোগ দূর হয় এবং শরীর নীরোগ, সুস্থ এবং সবল হয়। সর্ব্বরোগহর ভারতীয় উদ্ভিজ্জে ইহা প্রস্তুত। ৩২ বটিকার এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

লাহিড়ী এনড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ— ১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভা-বাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্ম্মমিটার, ষ্টীথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে,—মূল্য ৫৷৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতি সরল ও সুন্দর।

মণ্ডল ফ্লুট।
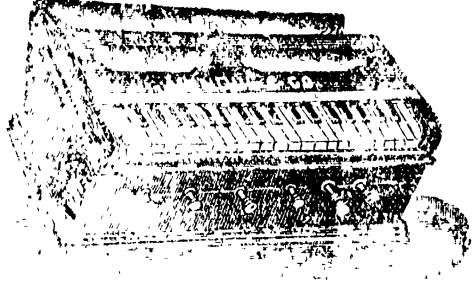
দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত — দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিন্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ, ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড, ৪ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রায় ১৲ **ক্ষুধাসাগর** ১৫ মাত্রায় ১৲

কলিকাতা পাথুরেঘাটার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺ দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেট-বেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত হয় ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সাত দিনে নিশ্চয় আরোগ্য।

জ্বরামৃত ৩০ বটী ১৲

নূতন, পুরাতন, বিকার, ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কুইনাইনে আটকান মজ্জাগত দুঃসাধ্য জটীল জ্বর নাশক।

তিন মাসে নির্দ্দোষ আরোগ্য।

মহাভ্র ৭ বটী ১৲

শ্বাস, কাশ, রাজযক্ষ্মা, রক্তক্ষয়, হৃৎপীড়া পাণ্ডু, তদানুষঙ্গিক জীর্ণজ্বর, গ্রহণী, বাতনাশক ক্রিমি, অর্শ দুষ্টরক্ত, বাতরক্ত ও বাত নাশক।

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
১৭ নং লক্ষীদত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিবর দক্ষিণারঞ্জন প্রণীত

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ

——বঙ্গগৌরব——

বঙ্গমহিলার দুঃখে ও সুখে

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

বঙ্গমহিলার বিশ্রামে ও উৎসবে

বঙ্গমহিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার

পরম মনোরম নূতন তৃতীয় সংস্করণ

দেশবিখ্যাত অতুল চিত্রভাণ্ডার সহ রাজসংস্করণ দুই টাকা মাত্র।

সুলভ সংস্করণ—১৷৷০

শিশুসাহিত্যসম্রাট-প্রণীত

খোকা-খুকুর স্বর্গের আমোদ

দেশের

জননীদের অজানা সান্ত্বনা

“আমাল্ বই”

দেশের নূতন বই

খোকাখুকুদের আটখানি ছবির বই সহ—।০

কচি-কথার ভোরের উৎসব

[প্রত্যেক জননী ‘আমাল্ বই’এর জন্য লিখিতেছেন।]

[একত্রে তিন খানার জন্য অর্ডার দিবেন।—নহিলে কাড়াকাড়ি পড়িবে।

[“ঠাকুরদাদার ঝুলি”র সঙ্গে লইলে ডাকমাশুল কম পড়ে।]

—প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক—

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভাদুড়ী, এম্, এ।

বঙ্গসাহিত্য মন্দির

৯৬, বেলতলা রোড, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

——এবং আমাদের স্পেশিয়াল এজেন্টের নিকট——

মেঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী
১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] সমগ্র বাঙ্গালার অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 641. January, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪১ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩২৩। জানুয়ারী, ১৯১৭।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৬)

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁহার শয্যা হইতে বাহিরে আসিয়া একখানি আরাম-কেদারায় শুইয়া আছেন। শীলা তাঁহার নিকটে বসিয়া দুইটি ফুলদানীতে ফুল সাজাইতেছে; সুপ্রকাশও সেইখানে দণ্ডায়মান আছেন। এমন সময় একজন বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল,—একজন বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত একটি বালক আছে।

সুপ্রকাশ অগ্রসর হইলে,অমিয় তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি-ভাই কোথায়?" সুপ্রকাশ আদরের সহিত তাহার হাত ধরিয়া রামলোচনবাবুকে বলিলেন, "আসুন, শীলা এইখানে।"

শীলা তাহার কাকাকে দেখিয়া ফুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রামলোচন। শীলা, তোমায় নিতে এসেছি।

অমিয় ছুটিয়া গিয়া শীলার দুইটী হাত ধরিয়া বলিল,

"দিদি-ভাই, বল যাবে—? আমার মোটে পড়া হয় না। দেখ না, তোমার জন্যে কি এনেছি।" এই বলিয়া সে তাহার পিরাণের পকেট হইতে একটি কর্পূরের মালা বাহির করিয়া দিল। শীলা তাহা হস্তে তুলিয়া লইল।

রামলোচন। শীলা, আমি তোমায় নিতে এসেছি, বাড়ী চল।

শীলা কি বলিবে, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে স্বপ্রকাশের দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

স্বপ্রকাশ রামলোচনবাবুকে বলিলেন, "এখন শীলা এখানেই থাক্‌তে চান্‌। তাঁর এতে একটু সুবিধা হবে। আশা করি, আপনার তাতে আপত্তি হবে না।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। বিয়ে তো আর তিন হপ্তার মধ্যেই হবে। এখনো ত পোষাক ইত্যাদি কিছু করান হয় নি। আমি সব করিয়ে দেবো। আমার কাছেই শীলার থাকা সুবিধা।

রামলোচন। আপনি যা সুবিধা কোরে দিয়েছেন, তার ওপর আর কথা নেই। আমার ত আর ভদ্র-লোকের সাম্‌নে বা'র হ'বার জো নেই। আমি প্রভাতবাবুর বাড়ী রেখে গেলাম; আমাদের ইচ্ছে ছিল, সুব্রতর সঙ্গে বিবাহ হয়। আপনি কোন্ হিসেবে নিজের বাড়ীতে এনে রাখ্‌লেন? আমার দাদার ইচ্ছে ছিল, সেই জন্যেই ত এত খরচ-পত্র করে এখানে এত দূরে কটকে পাঠিয়েছিলেন। না হ'লে, লক্ষ্ণৌতে কি স্থান ছিল না? এ-কথা অন্নদাবাবু আমায় নিজে বলে গেছেন। (স্বপ্রকাশের দিকে ফিরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে) আপনার কি-রকম কাজ বুঝ্‌লুম না; ভদ্র-ঘরের মেয়েকে এমন কোরে ভুলিয়ে আনা কি উচিত?

স্বপ্রকাশ। আপ্‌নি বড়ই ভুল বুঝেছেন। আমি ওঁকে বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছুক, এ-কথা জানাবার পর উনি স্ব-ইচ্ছায় আমাকে বিবাহ কর্‌তে মত দেওয়ায়, আমি এ কাজ করেছি। এখনও যদি আপনারা চেষ্টা কোরে দেখতে চান্ দেখুন, আমি বাধা দেব না।

রামলোচনবাবু। শীলা মা! যা হ'বার হয়েছে, এখন বাড়ী চল।

শীলা। কাকা, আমি আর যেতে পার্‌ব না। আমায় নিয়ে আপনারা মোটেই সুখী নন্; খুড়ীমার ত সর্ব্বদাই জাত যাবার ভয়। আর এ আপদ্ নিয়ে আপনাদের কি দরকার? আমার বাবা ভিন্ন সমাজের লোক, আমার জন্যে কারুর আর কষ্ট না করাই ভাল। আমি শৈশবেই মাতৃহীনা হয়িছি। মার স্নেহে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। এখন মাসীমার কাছে তাঁর স্নেহে সে-কষ্ট দূর হয়েছে।

রামলোচনবাবু। তোমার খুড়ীমা যে বলে দিয়েছেন, নিয়ে যেতে। তাঁকে কি বোল্‌বো?

অমিয় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "দিদি-ভাই, তুমি যাবে না? তা কি করে হবে, দিদি ভাই? তুমি চল।"

শীলা। কাকাকে বোলে তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো ভাই, তা হ'লেই দেখা হবে।

রামলোচনবাবু। তবে গিয়ে কি বোল্‌বো?

শীলা। বল্‌বেন্, আমি নিজেই গিয়ে পরে তাঁর পায়ের ধূলো নেব।

রামলোচনবাবু বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে স্বপ্রকাশও আসিলেন। স্বপ্রকাশ বলিলেন, "মিঃ রায়ের এটর্ণীর পত্রে জান্‌লাম, আপনি কটকে তাঁর জমীদারীর ম্যানেজারের জন্যে দরখাস্ত করেছেন। মিঃ রায় আমায় এ বিষয় ঠিক কর্‌তে লিখেছেন; খুব সম্ভব, আপনিই এ কাজ পাবেন।

রামলোচনবাবু। (কৃতজ্ঞতার সহিত) মশায়ের অনুগ্রহ। আপনি ত আমার কথা সব জানেন, আর শীলার সঙ্গে বিবাহ হ'লে ত আপনি আমার জামাতা হবেন। আশা করি, যাতে আমি এ কাজটি পাই, তার চেষ্টা কোর্ব্বেন। গিন্নী ত চটে আছেন, যাই তাকে বুঝিয়ে বলি, আমাদের শীলার যার সঙ্গে বে হোক্ না কেন, সুখে থাক্‌লেই হ'ল। তা আপনার বাড়ী-ঘর সব কি রকম আছে? সে সব ত কিছুই বল্লেন না। কি কাজ করেন, তাও ত বুঝতে পাচ্ছি না। কিছু বিষয় আশয় আছে বুঝি?

সুপ্রকাশ। সামান্য কিছু আছে, তাতে কায়-ক্লেশে আমাদের চলে যাবে।

রামলোচনবাবু। শীলারও ত দশ হাজার টাকা আছে, তা জানেন বোধ হয়?

সুপ্রকাশ। না, তা ত শুনি নি। বেশ সুখের কথা। শীলার অনেক সুবিধা হবে।

রামলোচনবাবু। তবে একটু শীগ্‌গীর যাতে কাজটি পাই, তা কর্ব্বেন। একটু দয়া রাখবেন।

সুপ্রকাশ। হাঁ, এ-কথা খুব মনে রাখব।

রামলোচনবাবু আশা-দীপ্ত অন্তরে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। গৃহে ফিরিবা-মাত্র গৃহিণী বলিলেন, "কৈ, শীলা কোথায়? দেখছি নে যে বড়?"

রামলোচনবাবু। সে এলো না।

গৃহিণী। এলো না কি? ধরে আন্‌তে পাল্লে না? তোমার দাদার ত মেয়ে বটে? না, আমায় লুকিয়ে আর কারুর মেয়ে এনে ঘরে পুরেছ? তোমরা সব পার। আমার আর তোমাকেও বিশ্বাস নেই।

রামলোচনবাবু। দেখ, আমি তোমায় বার-বার বল্‌ছি, সব সময় কুকথা হজম করা সহজ নয়। অম্বলের ব্যায়রাম তোমার না হোয়ে আমার হওয়া উচিত ছিল। এত কুপথ্যি কি করে রোজ হজম কচ্ছি, ভাবতে পারি নে!

গৃহিণী। তোমার আজকাল বড় কথার ঘটা হয়েছে, দেখছি। মেম ভাইঝি এসে যে তোমার মেজাজও বিগড়ে গেছে। বেশ ত, জাত খুইয়ে সাহেব হও না, দুঃখু থাকে কেন?

রামলোচন বাবু। মেম ভাইঝি নিজের পথ চিনে নিয়েছে। আমায় বল্লে, 'আমি ত আপনাদের জঞ্জাল; আর খুড়ীমা আমায় নিয়ে সর্ব্বদা জাত যাবার ভয়ে থাকেন, আমার দূরে থাকাই ভাল।

গৃহিণী। বটে, এত কথা! আস্পদ্দা দেখ! আমি কত কষ্ট করে জাতের ভয় খুইয়ে বাড়ীতে ঠাঁই দিলুম, তার এই প্রতিফল! পোড়া কপাল! অমন মেয়ে, তাই তার এমন হত-বুদ্ধি হয়েছে। দূর হয়েছে, বেশ হয়েছে, আপদ্ গেছে।

রামলোচনবাবু। তা বেশ বাপু, আর ও-কথায় কাজ নেই। সুপ্রকাশবাবু আমায় বল্‌ছিলেন যে, মিঃ রায় তাঁকেই ম্যানেজার ঠিক করবার ভার দিয়েছেন। তুমি যদি সর্ব্বদা অগ্নিমূর্ত্তি হও, তা হ'লে সেই দু' হাজার টাকা দাও আমি শীলাকে দিয়ে আসি। আর আমার চাক্‌রীটির পথেও কাঁটা দাও,—নিশ্চিন্ত হও।

গৃহিণীর সুর বদলাইয়া গেল; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি চাক্‌রী হবে? ম্যানেজার হ'লে ত খুবই ভাল হয়। ম্যানেজারের বাড়ীও খুব সুন্দর, আর আমাদের কোনও কষ্ট থাক্‌বে না। তা বেশ, যাকে হয় বিয়ে করুক্, আমার আর তার কথায় দরকার নেই। সেই দু'হাজার টাকার নামও মুখে এনো না। সেটি আমি আর দিচ্ছি নে, তা বলে দিচ্ছি। আমি তাতে আমার গয়না গড়াব।"

রামলোচনবাবু। আচ্ছা, যা হয়, কোরো। শীলার জন্যে আর মাথা বকিও না।

এই বলিয়া তিনি বাহিবে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ বামলোচনাবুকে বিদায় দিয়া, শীলার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তোমার কাকাকে শান্ত কোরে বিদায় দিলাম।" শীলা ইহা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "সুপ্রকাশ, এইবাব তোমার বিয়েব ঠিক হল, একদিন একটা পিক্‌নিক্ দাও।"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) সেটা আপনি দিলেই বেশ হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আচ্ছা, তুমি মিঃ রায়ের বাড়ীটা ঠিক কোবো, আমি সেখানেই 'পিক্‌নিক্' দেব। আজ আমি যেমন আছি, এ রকম থাক্‌লে ২।৩ দিনেই দিতে পারি ; কিন্তু তা হলে ত হবে না। আর ৫।৬ দিন যাক্, কল্‌কাতা থেকে কিছু আনিয়ে নেব। তুমি তোমার বন্ধুব বাড়ীটা আমায় এক-দিনের জন্যে চেয়ে দিতে পার্ব্বে কি ?

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) অনায়াসে। এটা কি বিশেষ ভাবনার কথা ?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তা হ'লে আমি সব ঠিক কোর্ব্বো। প্রভাতরা ত আর আস্‌বে না, তা আমি একবার যাব, দেখি কি বলে।

শীলা। না মাসীমা, এখন যাবেন না ; যদি যান এর পর যাবেন।

সুপ্রকাশ। সেই ভাল, আমরা চলে গেলে যাবেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তুমি কি বিয়ের পর চলে যাবে নাকি ?

সুপ্রকাশ। হাঁ, আমি শীলাকে সিমলায় নিয়ে যাব মনে কর্‌ছি।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উঠিয়া কক্ষের মধ্যে গমন করিলেন। সুপ্রকাশ শীলার সহিত 'ড্রইংরুমে' প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, "আজ কেউ নেই, এস, একটা গান কর।"

শীলা। না, তুমি কর, তুমি ত আমার চেয়ে ভাল গাও।

সুপ্রকাশ। আচ্ছা, এসো আমরা দুজনেই গাইবো।

শীলা। না, আমি আজ গাইব না।

সুপ্রকাশ মুগ্ধনেত্রে শীলার প্রতি চাহিযা ধীরে ধীরে বাজনায় হাত দিলেন ও বাজাইতে বাজাইতে গাহিলেন।—

তুমি কি আমাব ?
কতবাব সুধায়েছি, কতবার শুনিয়াছি !—
বল আব বার।
শুনি ও মধুব গান, আকুল মুগধ প্রাণ
ভূলে যায় সবি,
অবশ নয়নে তার, জেগে উঠে আর বার
প্রভাতেব রবি !—
তুমি কি আমার ?
বিশাল বিশ্বের মাঝে, কোন্ দেব-বীণা বাজে
যেন বার বার !
আকুল বিস্ময়ে সারা, হইয়া আপনাহারা
চেয়ে থাকি ভূলে !
তুমি স্থির দু'নয়নে চেয়ে আছ মোর পানে
সংসারের কূলে !—
কেহ নাহি আর !
আপনার স্রোতে ভেসে, সময় চলেছে হেসে,
ফিরে না আবার।
মন্ত্রমুগ্ধ স্তব্ধ হয়ে রয়েছি ও মুখ চেয়ে,

বল আর বার—

'এ হৃদয় কারো নয়, তোমারি এ সমুদয়—

আমিও তোমার !'

স্বরে যেন স্বপ্নের আবেশ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। হস্ত চলিতেছে, কিন্তু চক্ষের দৃষ্টি শীলার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়াছে। শীলাও অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে। গান শুনিয়া তাহার হৃদয়ে যেন মোহের ছায়া প্রকাশিত! সে যেন আত্মহারা হইয়া সেই স্বর-লহরীতে ডুবিয়া গিয়াছে। যেন তাহার চক্ষের দৃষ্টি ফিরিতেছে না! প্রত্যেক প্রশ্নে প্রশ্নে যেন তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে গান বন্ধ হইল। শীলাও চমকিত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল। সুপ্রকাশ তখনও তাহার প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে।

(১৭)

আজ মিসেস্ ব্যানার্জ্জির 'পিক্‌নিকে'র দিন। তিনি গতকল্য প্রভাতচন্দ্রদিগের বাটীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত তাঁহারা কেহই ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহেন নাই। তিনি সেস্থান হইতে শুনিয়া আসিয়াছেন, সুব্রত কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। সুপ্রকাশ সকাল ও সন্ধ্যায় প্রত্যহই মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে আসিতেন। কিন্তু আজ আর আসেন নাই। বিগত দিবসে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, মিঃ রায়ের গৃহাদি সমুদয় গুছাইয়া রাখিতে হইবে, সুতরাং তিনি আসিতে পারিবেন না, সেই স্থানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও শীলা প্রাতঃকালের আহারাদির পর তথায় যাইবেন, স্থির ছিল। কলিকাতা হইতে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির অনেক মিষ্টান্ন ইত্যাদি আসিয়াছে, তিনি সেই সকল গুছাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। শীলাও তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। বেলা নয় ঘটিকার সময় সহসা একখানি টেলিগ্রাম আসিল। মিঃ সম্ ব্যানার্জ্জি তখনই তাহা পাঠ করিয়াই শীলার নিকট গিয়া, হাস্যমুখে বলিলেন, "আজ সতীশ (তাঁহার জামাতা) রমাকে নিয়ে আস্‌বেন, কি কোর্ব্বো এখন?"

শীলা। কেন? বেশ, ভালই ত হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাদের গাড়ী যখন আসে আমার ত তখন এখানে থাকা হবে না।

শীলা। গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, আর ওইখানেই যেতে বল্‌বেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সতীশ অনেক দিন পরে আস্‌চেন,—তা আর কি কোর্ব্বো? ওই রকমই সব ঠিক করেই যাব। এখানে এসে জিনিস-পত্র রেখে রমা তার সাজ-সজ্জা করে যাবে। রমা আমার বড় মজার মেয়ে, সে যে কথা কয়, তাতে সবাইকে জ্বালাতন করে ছাড়ে। রমার সঙ্গেই ত আমি সুব্রতর বিয়ের কথা তুলেছিলাম। প্রথমে ত ওঁরা তাতে মত করেছিলেন, এমন সময় তুমি এসে পড়্‌লে।

শীলা। এখনো কেন রমার সঙ্গে হোক্ না! বেশ ত ভাল হবে।

মিসেস ব্যানার্জ্জি। সে সব পরের কথা পরে হবে; এখন যাকে নিয়ে পড়েছি তাই থেকে উদ্ধার পাই। সুপ্রকাশ ত বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত আমায় ছুটী দেবে না। আমার বাড়ী থেকেই বিয়ে হবে।

শীলা নতমুখে রহিল। তাহার পর তাঁহার আহারাদির সময় পর্য্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত রহিলেন শীলা মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল।

আহারাদির পর শীলাকে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "এই বেলা সাজ-সজ্জা করে নাও, এখনই যেতে হবে।" তাহার পর তাঁহার জামাতাকে

ত্র লিখিয়া তিনি সহিসের হস্তে দিলেন যে, সে যেন তাহা ষ্টেসনে সতীশবাবুকে দেয়। শীলা নিজের কক্ষে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। শুভ্র চিক্কণ ক্ষৌম-বস্ত্রে সজ্জিত হওয়ায় তাহাকে অধিকতর সুন্দরী দেখাইতেছিল। হাতে কয়েকটি নীল রঙের চুড়ি পরিয়াছিল, তদুপরি সে একটি স্বর্ণের বলয় পরিধান করিল ও কণ্ঠদেশে একটি কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত হার ঝুলাইয়া দিল। সেই হারে একটি লকেট, তাহাতে তাহার মাতা ও পিতার চিত্র। তাহার কক্ষে একটি ফুলদানীতে কয়েকটি পুষ্প ছিল, তাহা লইয়া সে চুলে পিন-দ্বারা সংলগ্ন করিল। মিসেস ব্যানার্জ্জি তাহাকে ডাকিলে, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। গাড়ী প্রস্তুত দেখিয়া তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের জন্য যাত্রা করিলেন।

গাড়ী আসিয়া মিঃ রায়ের গেটের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একবার মৃদু হাসিয়া শীলার প্রতি চাহিলেন, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া বিস্ময়ে বলিলেন, "শীলা, দেখ কি সুন্দর বাড়ী হয়েছে!"

শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া দেখিল, যে প্রাসাদতুল্য বাটী অযত্নে পতিত ছিল, এই কয় দিনে তাহার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। গাড়ী গেট হইতে যে পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা সুন্দর সুপরিষ্কৃত লোহিত-বর্ণের ইষ্টকচূর্ণকাচ্ছাদিত পথে পরিণত হইয়াছে। দুইপার্শ্বে উদ্যানের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। সম্মুখের অট্টালিকার জীর্ণসংস্কার হওয়ায় তাহা নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন বারান্দায় সুপ্রকাশ দাঁড়াইয়া আছেন। গাড়ী-বারাণ্ডায় গাড়ী থামিবামাত্র তিনি মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি চাহিয়া হাসিয়া, শীলার হাত ধরিয়া নামাইলেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সুপ্রকাশ! তোমার "Welcome" লেখা উচিত।

শীলা মুগ্ধনেত্রে সম্মুখস্থ হলের শোভা দেখিতে-ছিল, তাহা এমনই সুন্দর সাজান রহিয়াছে! সমস্ত বারান্দা শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত। সুপ্রকাশ তাঁহাদের লইয়া উপরে উঠিলেন—উঠিবার সোপান-শ্রেণীও প্রস্তর-মণ্ডিত। সমস্ত দ্রব্যে নূতন বার্নিশ-প্রলেপে সব নূতন বোধ হইতেছে। গৃহ-সজ্জায় যেমন সুরুচির পরিচয় দিতেছে, তেমনই অর্থেরও পরিচয় দিতেছে। উপর নীচ সকলই সুসজ্জিত। এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সহিত প্রভাতচন্দ্রের বাটীর তুলনা হয় না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার দ্রব্যাদিপূর্ণ দুইটি ব্যাগ্ পাঠাইয়াছিলেন। সুপ্রকাশ তাঁহাদের লইয়া পার্শ্বের একটি কক্ষ দেখাইয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে বলিলেন, "ঐ ঘরে আপনার আবশ্যক দ্রব্যাদি আছে, যদি আবশ্যক হয়, একটু বিশ্রাম করতে পারেন। তারপর ড্রইং-রুমে এসে বোসবেন।" তিনি শীলাকে বলিলেন, "আমি ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছি।"

শীলা মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত সেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কক্ষ মহামূল্য কার্পেট-মণ্ডিত। সুন্দর নূতন একখানি পালঙ্ক, তাহাতে শয্যা বিস্তৃত। একটি মেহাগনি-কাষ্ঠের টেবিল, তাহাতে তাঁহাদের ব্যাগ-দুইটি সংস্থাপিত রহিয়াছে। পার্শ্বেই বৃহৎ সজ্জাগৃহ। সম্মুখে বৃহৎ দর্পণ, তাহাতে শীলা আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল, এ কি সেই শীলা! আনন্দপুলকে তাহার মুখের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেই কক্ষে একটি সুবৃহৎ আল্‌মারি, তাহাও দর্পণে মণ্ডিত। একটি টেবিলে রৌপ্যমণ্ডিত বুরুষ ও চিরুণী বিরাজমান রহিয়াছে;—সকলই মহার্ঘ।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি হাসিয়া শীলাকে বলিলেন, "কেমন বাড়ী মনে হচ্ছে?"

শীলা। সুন্দর বাড়ী।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এই বাড়ীতে এসে দিন কত থাক্‌বে ?

শীলা। না, না; তা কেন? এত বড় বাড়ীতে আমাদের মত লোকের থাকা পোষাবে না। আচ্ছা এমন সুন্দর বাড়ী, তবু মিঃ রায় কেন এখানে এসে থাকেন না ?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) কি কোরে বোল্‌বো বল? সেটা মিঃ রায়ের অভিরুচি। বড় লোক হলেই খামখেয়ালী হয়।

শীলা। বিদেশে এমন বাড়ী। না জানি, দেশের বাড়ী কি রকম হবে।

মিসেস ব্যানার্জ্জি। দেশেও সব এমনি ধরণের। সব ভাল ভাল জায়গাতেই ত বাড়ী আছে। আচ্ছা, আমি একটু জিরিয়ে নিই, তুমি ততক্ষণ 'ড্রইংরুমে' যাও।

শীলা বিনা-বাক্যব্যয়ে 'ড্রইংরুমের' উদ্দেশে চলিয়া গেল। 'ড্রইংরুমের' দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়া সে কক্ষের সাজসজ্জা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। কোনও স্থানে কিছুর অভাব নাই। এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর 'হল' সে অতি অল্পই দেখিয়াছে। ঘরে সমুদয় মক্‌মল-মণ্ডিত সোফা, চেয়ার, অটোম্যান প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মখ্‌মল-মণ্ডিত টুলের উপর রৌপ্য-নির্ম্মিত টবে ফুলের গাছ। কক্ষের এক পার্শ্বে সুবৃহৎ 'পিয়ানো'। সুপ্রকাশ এই স্থানে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, শীলাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এসো শীলা। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কোথায় ?"

শীলা। তিনি আস্‌ছেন।

সুপ্রকাশ। কেমন, এ বাড়ী তোমার পছন্দ হয় ?

শীলা। এই সে-দিন অমির সঙ্গে এসেছিলাম। তখন ত এমন ছিল না। এ যেন আলাদিনের প্রদীপের মত বোধ হচ্ছে।

সুপ্রকাশ। আমি এসে পর্য্যন্ত বাড়ী মেরামত হচ্ছে। জিনিস-পত্রও সব কল্‌কাতায় গিয়ে আন্‌লাম

শীলা। তোমার বন্ধু দেখ্‌ছি, তা হ'লে ধনকুবের ?

সুপ্রকাশ। যদি তোমার তাঁর সঙ্গে বিবাহ হ'ত, বেশ হ'ত না ?

শীলা ইহা শ্রবণমাত্র শিহরিয়া উঠিল; সে মিঃ রায়ের জীবন রহস্যপূর্ণ বলিয়া সকলকার নিকট শুনিয়াছে, তাহার নামে যেন তাহার আতঙ্ক হয়। সে বলিল, "অমন কথা বোলো না, আমার তা হ'লে বড় কষ্ট হবে।"

সুপ্রকাশ। আমি ভাবছি, কেন আমি তোমায় আমার জীবনের সঙ্গে বাঁধ্‌লাম ? তোমার এর চেয়ে কত ভাল হ'ত। আমার সঙ্গে কত কষ্টে পড়্‌তে হবে।

শীলা। এখনই অনুতাপ হচ্ছে, তা' হ'লে এখনো ত ফের্‌বার সময় আছে।

সুপ্রকাশ সে কথার উত্তর অন্যপ্রকারে দিলেন। তাহার পর নিজের বক্ষস্থ পকেট হইতে একটি প্যাকেট ও একটি অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া অঙ্গুরীটি শীলার চম্পক-কোরক-তুল্য অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। সেটি বিশেষ মূল্যবান অঙ্গুরী নহে। তাহার পর সেই প্যাকেটটি হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এটী যত্ন কোরে রেখো, বিবাহের দিন দেখো। আর যদি বিবাহ না হয়, যদি ইতিমধ্যেই আমার কিছু হয়, তা হ'লে তখন খুলে দেখো।

শীলা। তা হলে আমি রাখ্‌ব না।

সুপ্রকাশ। (মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে) তুমি রাখ্‌বে, আমার কথা তুমি নিশ্চই রাখ্‌বে, তাই আমি তোমার কাছে দিলাম। তুমি বিবাহের পূর্ব্বে কিন্তু খুলে দেখ না। আমি আশা করি, এ কথাটি রাখ্‌বে।

এর ভেতর মনে কর, কোনও মহামূল্য দ্রব্য আছে। যাও, একে বন্ধ কোরে রেখে এস; তারপর চল, তোমায় একটু বোটে কোরে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। মাসীমাকে বলে এসো, আমরা এখনই আস্‌ব।

শীলা মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে গিয়া বলিল, "আমায় একটু নদীতে যেতে বল্‌ছেন, আমি যাচ্ছি। আপনাকে বল্‌তে বলে দিলেন।" তাহার পর সেই প্যাকেটটি তাহার ব্যাগে সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। দেখি দেখি, হাতে কেমন আংটি! (হাসিয়া পুনরায়) এই আংটি সুপ্রকাশ দিয়েছে?—আচ্ছা লোক যা হোক্!

শীলা একটী কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিয়া,সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই। আজ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ত এঁকে খুব জানেন। আপনাদের কথা-বার্ত্তা শুনে মনে হয়, যেন ভেতরে কি কথা আছে?"

মিসেস্ ব্যানার্জি। পাগল মেয়ে কোথাকার! কথা আবার কি থাক্‌বে? তুমি যেমন না জেনে-শুনে, আপনাকে সুপ্রকাশের হাতে সঁপে দিয়েছ, তেমনি সুখী হবে। অমন ছেলে আজ-কাল্‌কার দিনে হয় না। লোকের কথায় কিছু মনে কোরো না। যাকে বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছ, তাকে বিশ্বাস কোরো, তা হলেই সুখী হবে।

শীলা আর কিছু বলিল না। সে কক্ষের বাহিরে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিও আসিয়া সুপ্রকাশকে বলিলেন, "নদীতে যাচ্ছ, কিন্তু শীগ্‌গীর এসো। মেঘ করে রয়েছে, বৃষ্টি হ'লে কি হবে? শীলার সাজ-সজ্জা ত নষ্ট হয়ে যাবে।

শীলা। আমার আরও অন্য কাপড় এনেছি। নদীতে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।

মিসেস্ ব্যানার্জি। শীগগীর এসো। সুপ্রকাশ, তুমি ত জান, লোক-জন সব কখন আস্‌বে।

সুপ্রকাশ। শীলা, তা হ'লে শীগগীর চল, দেরী হয়ে যাবে। (মিসেস্ ব্যানার্জির প্রতি) আপনি ত আছেন, আমার আর ভাবনা কি? সকাল সকাল যদি কেউ আসেন, চা খাওয়াবেন। আমার আজ ছুটী।

মিসেস্ ব্যানার্জি। ও-সব কাজের কথা নয়, আজ তোমায় থাক্‌তে হবে। যদিও নিমন্ত্রণটা আমি করেছি বটে, তবু তুমি না থাক্‌লে কি হয়?

সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া নদীর ধারে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তিনি শীলার জন্য একটি ছাতা ও নিজের 'ওয়াটার-প্রুফ'টী লইলেন। নদী প্রায় কূলে কূলে ভরা। যদিও তখন বর্ষার শেষ, তবু নদীর জলে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। 'বোট-হাউসের' কাছে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, অমিয় বসিয়া আছে। শীলা তাহাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। অমিয়ও শীলাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি-ভাই, তুমি এখানে? আজ আমি এখানে যে কতবার এসেছি, তার ঠিকানা নেই। কেবল এসে এসে দেখছি এখানে কি হচ্ছে।

সুপ্রকাশ। আমরা নদীতে বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে?

অমিয় ছুটিয়া নৌকায় গিয়া বসিল। সুপ্রকাশ মাঝি-দুইজনকে ডাকিলেন। তাহারা টিফিন 'বাস্কেট' ও 'ষ্টোভ' ইত্যাদি লইয়া পূর্ব্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল।

শীলা। এ-সব আবার কেন নিচ্ছ?

সুপ্রকাশ। নদীর খানিক দূরে একটি দ্বীপের মত আছে, বড় সুন্দর জায়গা। চল না দেখবে, সেইখানে বেশ পিক্‌নিক্ হবে।

শীলা। তা ত মাসীমাকে বলে এলে না? আমরা বুঝি দু'জনে গিয়ে কেবল পিক্‌নিক্ কর্ব্ব?

সুপ্রকাশ। মাসীমাকে এ-সব কথা আগে থেকে বলা আছে। অন্য যাঁরা আস্‌বেন তাঁরাও আর এই ত্বপুরে-রোদে যেতেন না।"

সুপ্রকাশ মাঝিদিগের প্রতি সমুদয় ঠিক করিয়া লইবার আজ্ঞা দিলেন। শীলা নৌকারোহণ করিয়া দেখিল যে, সুন্দর জাল-বোটে তাহার জন্য একখানি ব্যাগ বিছাইয়া রাখা হইয়াছে ও তুটি 'কুসন' রহিয়াছে, ছাতা, ওয়াটার-প্রুফ—কিছুরই অভাব নাই। সে একবার সবিস্ময়ে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিল। এত আরামে যিনি তাহাকে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কি বলিয়া নিজেকে দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। বন্ধুর অর্থেই কি সব করিতেছেন? সুপ্রকাশের সাজ সজ্জায় বা কিছুতে ত কোনও-রূপ আড়ম্বর লক্ষিত হয় না!

সুপ্রকাশ আপনি যাইয়া হাল ধরিলেন ও শীলাকে ভালরূপে বসিতে বলিয়া মাঝিদের নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। মাঝিরা মালির কাজ করে ও সময় সময় এই সখের নৌকা চালায়। শীলা দেখিল, তাহারাও আজ নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছে।

(১৮)

বর্ষার শেষ, তবুও নদী কূলে-কূলে ভরা। আকাশে অল্প অল্প মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি হইবে বলিয়া বোধ হইতেছিল না। তবে বৃষ্টির কথা বলাও যায় না। নদীর সেই অবিশ্রাম, অনিবার, একই ভাবের গতি একেরই উদ্দেশ্যে প্রবাহিত। দেখিলে, মনে আনন্দ-রসের সঞ্চার না হইয়া যায় না। শীলা বিমুগ্ধ নয়নে নদীর প্রতি চাহিয়াছিল। সুপ্রকাশ স্থির-নয়নে শীলাকে দেখিতেছিলেন। অমিয় কতকগুলি কাঠি ও কাগজ আনিয়াছিল, সেগুলি সে ধীরে ধীরে জলে ভাসাইতে ভাসাইতে ও আপনার মনে নানা-কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছিল।

সুপ্রকাশ। সে-দিনকার কথা মনে আছে—সেই যে-দিন অমির সঙ্গে আমি এলাম, তুমি ঐ-খানে বসেছিলে—? তখন একবারও মনে কর্ত্তে পারিনি যে, তুমি এমনভাবে আমার সঙ্গে আস্‌বে।

শীলা। আমাদের যে এতদূর আগ্রহ হবে, তখন কি তাও জান্‌তে পেরেছিলে?

সুপ্রকাশ। এখন আমরা ফির্‌ব না, সেই গোলমালের চেয়ে এই বেশ ভাল লাগ্‌ছে।

শীলা। তবে কেন মাসীমাকে বোলে এই পিক্‌নিক ঠিক কর্‌লে?

সুপ্রকাশ,"কিছুক্ষণ তোমায় একলা পাব বোলে; তা এখানেও সঙ্গী জুটেছে!"—এই বলিয়া অমিয়র দিকে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিলেন। শীলা তাহার মুখ নত করিল।

অমিয়। দিদি-ভাই, তুমি কি আর আমাদের বাড়ী যাবে না?

শীলা। যাব না কেন? পরে যাব।

অমিয়। আমার মাসীমারা চলে গ্যাছেন, এখন বাড়ীতে আর কেউ নেই। মারও শরীর ভাল নেই; সব ক্ষণই তিনি শুয়ে থাকেন্।

শীলা। কাকা কেমন আছেন?

অমিয়। ঐ যে এ একটা মাছ! দেখ, দিদি-ভাই, মাছগুলো কি-রকম লাপিয়ে লাপিয়ে উঠ্‌ছে!—কি বোল্‌ছো?

শীলা। কাকা কেমন আছেন?

অমিয়। বাবা ভাল আছেন তোমায় দেখ্‌তে যান না?

শীলা। না, সেই তোমার সঙ্গে গিয়েছিলেন।

সুপ্রকাশ। অদৃষ্ট এমনি বটে,—এখানেও রাহুগ্রস্ত!

শীলা। তুমি বুঝি, সকল সময়েই কথা কইতে চাও?

সুপ্রকাশ। এই ক'দিনে কতক্ষণ আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে? আজ ত সকাল থেকেই দেখা হয় নি।

শীলা। সেটা কা'র জন্যে?

সুপ্রকাশ। কল্‌কাতা থেকে সব জিনিস-পত্র আস্‌বার কথা ছিল। তা ছাড়া, আজ বায়স্কোপ হবে, ঠিক কর্ত্তে হচ্ছিল।

শীলা। আবার বায়স্কোপ।

সুপ্রকাশ। বায়স্কোপ হ'য়ে গেলে রাত্রি-ভোজনের পর সকলে বাড়ী যাবেন। আর মাঝে ক'দিন আছে জান?

শীলা নতমুখে রহিল।

নৌকার গতি স্রোতের দিকেই ছিল, সেইজন্য তাহা অতিশয় দ্রুত যাইতেছিল। ক্রমে নৌকা সেই দ্বীপের মত স্থানে উপস্থিত হইলে, সুপ্রকাশ মাঝিদিগকে তীরে নৌকা লাগাইতে বলিলেন। অমিয় সর্ব্বপ্রথমে নামিয়া পড়িয়া এ-দিক ও-দিক্ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তীরের বালুকা ভাঙ্গিয়া তাঁহারা উচ্চে উঠিলেন। চারিদিকে জল, আর নদীর মধ্যস্থলে একটু স্থান যেন দ্বীপের মত উচ্চ হইয়া আছে। নদী সেই উচ্চ ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই দ্বীপে বৃহৎ বৃহৎ আমলকী, বট ও আম্রবৃক্ষ-সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন স্থানে-স্থানে আতা-বৃক্ষ ফল-ভারে অবনত। একটি সুপরিষ্কৃত স্থানে বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া সুপ্রকাশ শীলাকে বসিতে বলিলেন ও নিজে 'ষ্টোভে' জল গরম করিতে চড়াইয়া দিতে গেলেন। শীলা বলিল, "দাও, আমি সব ঠিক করে দিই।"

সুপ্রকাশ। আজ যে তুমি আমার অতিথি, তুমি বোসে থাক। আমি সব ঠিক কোরে দোব।

শীলা নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিল। অমিয় ইত্যবসরে একটি তেঁতুলগাছের তলে কুঁচ ছড়ান রহিয়াছে দেখিয়া, তাহা কুড়াইতে ব্যস্ত হইল। এদিকে সুপ্রকাশ জল চড়াইয়া, 'টিফিন্ বাস্কেট' খুলিয়া আহারাদির দ্রব্যাদি সাজাইয়া ফেলিলেন। শীলাকে প্রথমে আহার দিলেন, তাহার পর অমিয়কে ডাকিলেন। অমিয়, কুঁচ কুড়াইতে ব্যস্ত থাকিলেও আহারের লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য হওয়ায়, সত্বর আসিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। তাহাদের আহারাদির পর সুপ্রকাশের হঠাৎ কি মনে হইল, তিনি 'পকেটে' হাত দিয়া অমিয়কে বলিলেন, "এই দেখ অমিয়, আরো কি এনেছি দেখ।" এই বলিয়া তিনি একটী প্যাকেট টানিয়া বাহির করিয়া অমিয়র হস্তে প্রদান করিলেন। তাহাতে 'চকোলেট' ছিল। কিন্তু অমিয়র তখন আহারের স্পৃহা ছিল না, সে তাহা লইয়া শীলার হস্তে দিয়া বলিল, "দিদি-ভাই, এটা তুমি রেখে দাও; বাড়ী যাবার সময় দিও।" শীলা তাহা লইয়া নিজের হস্তস্থিত 'ব্যাগে' রাখিয়া দিল। অমিয় পুনরায় কুঁচ কুড়াইতে ব্যস্ত হইল।

শীলা। এখন ফিরতে হবে; রাত হয়ে যাবে যে।

সুপ্রকাশ। শীলা, আমরা দু'জনে যদি এমনি নির্জ্জন স্থানে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তাম, কেমন হ'ত?

শীলা। বেশ হ'ত। আমিও সেখানে থাক্‌তাম।

সুপ্রকাশ। আচ্ছা, মনে কর, যদি আমায় তুমি যা ভেবেছ তা না হই? যদি আমাকে পৃথিবীর সকলে ঘৃণার চোখে দেখে, তা হ'লে তুমি কি কর্‌বে?

শীলা ব্যস্তভাবে সুপ্রকাশের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ও কথা কেন? তুমি এমন কি কাজ কর্‌তে পার যে, তোমায় সকলে ঘৃণা কর্‌বে?"

সুপ্রকাশ। ধর, যদি করেই থাকি?

শীলা একান্ত নির্ভয়ের সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমায় কখনো অবিশ্বাস কোর্ত্তে পারি না।

সুপ্রকাশ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "চল, এইবার বাড়ী যাই। মাসীমা এতক্ষণ কি কর্চ্ছেন, কে জানে!"

অমিয়কে ডাকিয়া সুপ্রকাশ শীলার সহিত নৌকারোহণ করিয়া, নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। তখনও অপবাহ্ণ হয় নাই, কিন্তু খুব মেঘ করিয়াছে। মাঝিদিগকে নৌকা শীঘ্র চালাইতে বলিলে, একজন মাঝি বলিল,"হজুর, পানি পকাইবা, কেত্তে বি জলদি নেলে নেই হেব।" (১)

সুপ্রকাশ আকাশের দিকে চাহিয়া শীলা ও অমিয়ের জন্য ভীত হইলেন। 'ওয়াটার-প্রুফ' দিয়া শীলাকে ঢাকিয়া দিলেন ও শেষে নিজের গাত্রস্থ 'কোট'টি খুলিয়া অমিয়কে আচ্ছাদিত করিলেন।

শীলা বলিল, "এ কি কোরুচ? নিজে ভিজ্‌বে, আর আমার জন্যে এ কি?"

সুপ্রকাশ। আর এক সপ্তাহ পরে আমার কথা শুন্‌বার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে; আর এখন শুনবে না? আমি যা বল্‌ব শুন্‌তে হ'বে।

নৌকা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে বড় বড় বিন্দুতে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নদীর বক্ষে রত্নের মত তাহা ঝলসিতে লাগিল। মাঝিরা দুইজনে বলাবলি করিতেছিল:—

"হেই মেরা জোয়ান, ঝট্‌ কর, জোর পানি, মেম্‌সা'র ভিজি যিবে। ঠিকে তলমুখে বসিলে, পানি মুহে ন পড়িব। (২)

২য় মাঝি। বরষা দিন কাঁহির ঠিক? কো বেলে পানি পকাবে কে কহি পরস্তি? এছেন কোশ বাট যিবার হেব। তল মুহে, চড়াই বাট। কাঁহি সামালিব? (৩)

সুপ্রকাশ হাল ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। শীলার নূতন সুন্দর বস্ত্র বৃষ্টিতে সব ভিজিয়া যাইতেছে। পাছে খুড়ীমা বিরক্ত হন, সেইজন্য সে প্রাণপণে অমিয়কে বৃষ্টি হইতে সামলাইতেছে। তাহার মস্তক সিক্ত হইল, কেশগুচ্ছ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুপ্রকাশ হাল ধরিয়া আছেন, তাহার অন্যদিকে চাহিবার বিশেষ অবসর নাই। এই দুর্য্যোগে ক্ষুদ্র নৌকা দুলিতে লাগিল। যদি কোনওরূপ কিছু দুর্ঘটনা হয়, এই ভয়ে সুপ্রকাশের ললাটে স্বেদ ঝরিতে লাগিল। শীলা দেখিল, সুপ্রকাশ খুব ভিজিয়েছেন। সে দুই-একবার বলিল, "তোমার কোট নাও, অমিকে এই 'ওয়াটার-প্রুফে' ঢেকে রেখেছি।"

সুপ্রকাশ। বেশ বলেছ; আর তুমি বোসে ভিজ্‌বে?—কেমন?

শীলা। আমিও এর ভেতর থাক্‌ব।

"আউর টিকে সবুর, এছেনি পঁহুছি যিব। হেই মোরা জোয়ান,"(৪) এই বলিয়া মাঝিরা উজানে নৌকা বাহিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে 'বোটহাউসে' বোট আসিয়া উপনীত হইল। শীলা দেখিল, নদীর তীরে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছেন। তথায় একটি কিশোরী বালিকা হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছে। অমি তন্মধ্যে আপনার পিতাকে দেখিয়া, ভয়-চকিত নেত্রে একবার শীলার প্রতি ও একবার সুপ্রকাশের প্রতি চাহিল। সুপ্রকাশ হাল ছাড়িয়া শীলার হাত

(১) হুজুর বৃষ্টি পড়িবে, শীঘ্র লইলেও পারিব না।

(২) শীঘ্র কর জোয়ান, মেমসাহেব ভিজে যাবেন। একটু মুখ নীচে করিয়া বসিলে মুখে জল পড়িবে না।

(৩) বরষা দিনের কি ঠিক? কোন সময় বৃষ্টি হবে কে বলিতে পারে? এখনও এক ক্রোশ রাস্তা। নীচের দিকে চড়াই কি করে সাম্‌লাব?

(৪) আর একটু সবুর, এখনি পঁহুছাইব।

ধরিয়া নামাইলেন। অমি নামিবা-মাত্র তাহার পিতা বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিলেন।

কিশোরী বালিকা হাস্য-মুখে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে মিঃ রায়! বেশ মজার লোক যা'হোক্। বাড়ীতে কাজ, আর নিজে বাড়ী ছেড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন! বেশ গৃহকর্ত্তা যা'হোক্!"

'মিঃ রায়'—এই কথা শুনিয়া শীলা চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সুপ্রকাশ চকিতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন রমা দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এই যে রমা, তুমি কোথা থেকে? আকাশ থেকে পড়্‌লে নাকি?"

রমা। (হাসিয়া) আমি আকাশ থেকে পড়ি নি। ট্রেণ থেকে নেমেই এখানে এসে শুন্‌লাম, দিদিমা এখানে, ও সকলকার নিমন্ত্রণ। দিদিমাও খুব ব্যস্ত, এখনো তাঁর সঙ্গে কথা ক'বার সুযোগ হয় নি। এখনো আপ্‌নার ভাবী পত্নীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? আপ্‌নি দেখছি, ভদ্রতা ভুলে গেছেন।

মিঃ রায় বা সুপ্রকাশ গম্ভীরভাবে শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "শীলা!—রমা।"

রমা। (শীলার হাত ধরিয়া) শীগ্‌গীর বাড়ীতে চলুন, একেবারে যে ভিজে গেছেন। কি মুস্কিল! চলুন চলুন, আর একটুও দেরী কোর্ব্বেন না।

শীলার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। সে একবার সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে বিনা বাক্য-ব্যয়ে চলিয়া গেল।

রামলোচনবাবু সুপ্রকাশের নিকট আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি—মিঃ রায়? আমরা তা কিছুই জান্‌তাম না। না জেনে কত অপরাধই করিছি; ক্ষমা কোর্ব্বেন।"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) কিছুই অপরাধ করেন নি। আমি মিঃ রায়,এ জান্‌লে কি আপনাদের বেশী কিছু হ'ত? আমি দরিদ্র সেজে যে অমূল্য রত্ন আপনার ঘর থেকে সংগ্রহ করিছি, সেজন্যে আপনিই আমার সহস্র ধন্যবাদ নিন্। এখন চল্‌লাম। অমিকে আজ এখনই পাঠিয়ে দেবেন, বায়োস্কোপ হবে। আপনার সঙ্গে পরে দেখা হবে।

এই কথা বলিয়া সুপ্রকাশ দ্রুত-পদে অট্টালিকা-ভিমুখে চলিয়া গেলেন।

রামলোচনবাবুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াই অমিয় ছুটিয়া বাড়ী গিয়া উপস্থিত। গৃহিণী তখন পঞ্চমে চড়িয়া ছিলেন। অমিয়কে দেখিবামাত্র সজোরে তাহার পৃষ্ঠে দুই চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়া! এই বৃষ্টিতে কোথায় গিয়েছিলি? সারা পাড়া খুঁজ্‌তে পাঠালাম!—কি মনে করেছ, বল দেখি?"

অমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি দিদি-ভায়ের সঙ্গে নৌকো কোরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সুপ্রকাশবাবুও আমাদের সঙ্গে গিছ্‌লেন।"

গৃহিণী। ভিজে জাব হয়েছেন, দিদিভাই-দিদি-ভাই কোরে জ্ঞানশূন্য হয়েছেন! আক্কেল-খেকো ছেলে! তোর কিসের দিদি-ভাই রে? না আছে জেতের মধ্যে!

গৃহিণী পুনরায় চপেটাঘাতের চেষ্টায় ছিলেন, এমন সময় রামলোচনবাবু আসিয়া বলিলেন, "আরে থাম থাম; কর কি? (অমিয়র প্রতি) যা অমে, কাপড় ছেড়ে আয়। তোকে মিঃ রায় বায়োস্কোপ দেখ্‌তে যেতে বলেছেন। ভাল কাপড় যা আছে পরে আয়। যা ছুটে যা।"

অমিয় কাঁদিতেছিল, সে পিতার এই বাক্য শুনিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গৃহিণী। মিঃ রায় আবার কে?

রামলোচনবাবু। আমাদের জমিদার গো!—

আমাদের জমিদার! যাঁর অন্ন এতদিন খাচ্ছো, তাঁর নাম শোন নি?

গৃহিণী। তিনি এখানে কবে এলেন? কৈ তোমার মুখে শুনি নি ত!

রামলোচনবাবু। তিনি এখানেই ছিলেন, আমরা তাঁকে চিন্‌তাম না। কত কুকাজ, কত অভদ্র ব্যবহারই করিছি।

গৃহিণী। (ব্যস্ত ভাবে) কোথায় ছিলেন গা তিনি?

রামলোচনবাবু। তিনি আর কেউ নন্‌,—সুপ্রকাশবাবু।

গৃহিণী ইহা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

রামলোচনবাবু। তোমার শীলা এইবার জমিদার-গৃহিণী হবেন, আমরা তাঁরই অন্নে প্রতি-পালিত হব।

গৃহিণী। সত্যি? কি চাপা মেয়ে গো! এক-বারও ত এ-কথা জানায় নি! কি মেয়ে, যেন কত শান্ত, কত ধীর, ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন্‌ না। এবার তা'হলে তোমার খুব পোয়া-বার?—কি বল?

রামলোচনবাবু। এখন জমীদার জামাই হ'ল, একদিন ভাল কোরে নেমন্তন্ন কর গিন্নি। আর চোটপাট কোরো না। একটু ভাল কোরে ভাল ভাবে কথা-বার্ত্তা ক'ব। শীলার সঙ্গে দেখা কর কালই একবার মিসেস ব্যানার্জ্জির বাড়ী যেও।

গৃহিণী। ওমা, সে কিরিস্তানের বাড়ী কি কোরে যাব গো?

রামলোচনবাবু। গিন্নি, এখনো বোঝ এখনো যদি ভাল ব্যবহার না কর, তা হ'লে ম্যানেজারীটি পাব না। বুঝ্‌তেই ত পাচ্ছ, তাতে কি সুবিধা। যে ম্যানেজার ছিল, সে কোটা বালাখান করে গেছে।

গৃহিণী। তা বেশ, এসে না হয় নেয়েই ফেল্‌ব—গঙ্গাজল স্পর্শ কোরে শুদ্ধ হব,—কি বল?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

জীবন সংগীত।

জগতের মাঝে হায়, জীবন অসার রে—
বৃথা এ সম্পদ্‌ ধন, কে না ইহা জানে রে?
তবে কেন এরি তরে,
কত না যতন করে,—
মিছা সে আশায় পড়ি কেন নরে মরে রে?—
ন্যায়, সত্য, ধর্ম্ম রক্ষা কেন নাহি করে রে?
সংসার-ভেলায় উঠি,
শুধু করে ছুটাছুটি,
কিসে কার সর্ব্বনাশ এই সদা ভাবে রে,
পরিণামে মরীচিকা, এই শুধু লভে রে!
প্রাণ যে রে ক্ষণস্থায়ী,
নিয়তির অনুযায়ী,
ভ্রমেও কেমন তাহা মনে নাহি পড়ে রে,—
মায়া-পাশে মোহাচ্ছন্ন দেখ সব নরে রে!

আছে একদিন হায়।
বড় বিভীষিকাময়।
কভু কি সে কথা কা'র মনোমাঝে আসে রে ?
অসার অস্থায়ী ল'য়ে আছে সবে ভুলে রে।
আমিই বিশ্বের পতি,
আমিই সবার গতি
আমারি রাজত্ব বিশ্বে, এই ত গরব রে,
অণু পরমাণু কণা নহি ত ভবের রে।
ওরা ছোট, আমি বড়,
আমারেই ভক্তি কর,—
মিছা যশোলাভে যেন কতই প্রয়াস রে,
এমন ভ্রমান্ধ নর আঁধারে ডুবিল রে।
জগতে দেখিছে নিতি,
তবু কেন ছন্নমতি,
দেখিয়া ঠেকিয়া কেন শিখেও শেখে না রে ?
সদাই খুঁজিছে সুখ, সুখ না মিলিল রে।
আমি রাজা, ওরা প্রজা,
দিব আমি ওরে সাজা,—
ভাগ-বিভাগের আর নাহি দেশে সীমারে,—
সকলি দু'দিন পরে হবে ধূলি-সার রে।
ভগবৎ-পদরজ,
মন রে, তাহাই পূজ।
মিছা এ আশায় কেন ঘরে ঘুরে মর রে ?—
বৃথা এ সম্পদ ধন, মনে ইহা ভাব রে।

৺হেমন্তকুমারী সেনগুপ্তা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতের নব জাগরণ।—বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যে একটী মহতী শক্তি ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজিত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতেছেন। সমগ্র ভারতে সমুদয় নরনারী এক উচ্চতর নূতনতর আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া আত্মোন্নতি-কল্পে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। নব নব প্রেরণায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতিসমূহ উদ্বোধিত হইয়া মহত্ত্বের অভিমুখে ধাবন করিতেছে। ইহা কৃপাময়ের বিশেষ কৃপা। তাহার নিদর্শন বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে সকলে দর্শন করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ নগরে 'কংগ্রেস' বা জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইল। ঐ সময়েই সেই নগরে ভারতীয় মুস্লেম লীগ, ভারতীয় সামাজিক সমিতি, ভারতীয় মাদক-নিবারণী সমিতি, ভারতীয় জৈনসভা, তত্ত্ববিদ্যা-সভা, বাণিজ্যসমিতি, ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণের সভা এবং ভারতীয় হিন্দু-সভারও অধিবেশন হইল। এলাহাবাদে কায়স্থ-সভার, বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সভার ও ক্ষত্রিয়-সভার, মান্দ্রাজে ভারতীয় খ্রীষ্টান সভার, আলিগড়ে মুসলমান-শিক্ষা-সভার, কলিকাতায় আর্য্যসমাজের, বঙ্গীয় সুবর্ণ-বণিক, কর্ম্মকার ও সদ্গোপদিগের সভার, মেদিনীপুরে বঙ্গীয় মোক্তার সভার এবং গৌহাটীতে আসামদেশের জনসাধারণ-সভা ও ছাত্রসমিতি প্রভৃতির অধিবেশন হইয়া গেল। এই সকল দর্শন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হইতেছে। প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে এই ঐশী শক্তি বলিতেছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হে জীব-সকল!

তোমরা উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও।" এই প্রেরণা হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে উন্নতির জন্য ব্রতী হইতে হইবে এবং প্রত্যেক জীবনের উন্নতির দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি-বিধান করিতে হইবে।

কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি।—বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষে চারি দিবস (২৭শে ৩০শে) লক্ষ্ণৌ নগরে শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিনিধিগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন, এরূপ কংগ্রেস আর কখনও হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে মহাসমিতির কার্য্যে ছই সহস্র তিন শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিঃ তিলক একাকীই ২০০ প্রতিনিধি লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাতে মধ্যপথবর্ত্তী (moderate) ও চরমপন্থী (extremist), উভয় দলই উপস্থিত ছিলেন। দর্শক-সংখ্যা চারি সহস্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় পাঁচ শত মহিলা ছিলেন। যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট্ সার্ জেমস মেষ্টন ও তদীয় সহধর্ম্মিণীও ইহাতে আগমন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ বর্ত্তমান বর্ষে কংগ্রেসের বিশেষত্ব, জাতীয় জাগরণ, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতের রাজভক্তি ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত,তৎপর,কংগ্রেসের পরলোকগত তিনজন নেতা ও লর্ড কিচেনারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং রাজভক্তি-সূচক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে পরিগৃহীত হইলে, সভাপতি মহাশয় সমিতির মুখপাত্র-রূপে ছোটলাট বাহাদুরের অভ্যর্থনা করেন। ইহার পর, ভারতবাসী প্রজাসাধারণকে স্বেচ্ছায় সৈন্য-দলে প্রবেশের অধিকার প্রদান, মুদ্রাযন্ত্রের আইন বিলোপ-করণ, অস্ত্র-আইন রহিত করণ, উপনিবেশে ভারতবাসীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার নিবারকরণ, পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়-বিল সংশোধন, ভারত-রক্ষা-আইনের গ্রেট্‌ব্রিটেনের রাজ্য-রক্ষা আইনের ন্যায় প্রয়োগ-করণ, শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি বোম্বাই ও মধ্য-প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশ প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ, স্বায়ত্ত-শাসন লাভ, স্বায়ত্ত শাসন লাভের উপকারিতা বিষয়ে প্রজাসাধারণের মধ্যে আন্দোলন, জাতীয় প্রণালীক্রমে ভারতীয়দিগের তত্ত্বাবধানে সুশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থাপিত, অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অস্ত্র-আইন রহিত করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন,—

আমি জননীদের পক্ষ হইতে বলিতেছি যে, আমরা মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত সন্তানের মাতা হইতে চাহি না। আমাদের পুত্রগণের যাহাতে জন্মগত স্বত্ব আছে, সেই স্বত্ব তাহাদিগকে দেওয়া হউক। পুরুষের কণ্ঠ এই অধিকার পাইবার জন্য এতকাল ব্যর্থ চীৎকার করিয়াছে বলিয়া এইবার এই নারী-কণ্ঠ এই অধিকার চাহিতেছে। আমি যেখান হইতে আসিয়াছি, সেই হায়দারাবাদে কাহারও অস্ত্রধারণে বাধা নাই। ব্রিটিশ ভারতে হায়দারাবাদ-রাজ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যাইতে পারে।

স্বায়ত্ত-শাসন লাভের প্রস্তাব শ্রীমতী বেশান্ত, মিঃ তিলক ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি সমর্থন ও অনুমোদন করেন। শ্রীমতী বেশান্ত স্বায়ত্ত-শাসনের আপত্তি-সমূহ নিরাকরণ করিয়া বলেন, এক্ষণে একমাত্র স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত হইলেই ভারতের অমঙ্গল-সমূহ দূরীভূত হইতে পারে। তিনি মুদ্রাযন্ত্র-আইনেরও প্রতিবাদ করেন।

জাতীয়-প্রণালী-ক্রমে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া মিঃ কৃষ্ণরাও বলেন,—

এই দেশে ৩১ কোটী লোক। ইহাদের মধ্যে ৫০ লক্ষ বালক পাঠশালায়, ৫ লক্ষ বালক মধ্য ও উচ্চ স্কুলে, এবং ৫০ হাজার ছাত্র কলেজে

পড়িতেছে। ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে!

ভারতীয় সামাজিক সমিতি—গত ২৭শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ নগরে মহাসমিতির মণ্ডপে ভারতীয় সামাজিক সমিতির ত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। বহুসংখ্যক মহিলা, প্রতিনিধি ও দর্শক সভায় যোগদান করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, জাতীয় যোগ্যতা কিরূপে বর্দ্ধিত হয়, সংস্কারকের তাহাই লক্ষ্য হইবে। আমাদের জাতীয় অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ—এই জাতিভেদকে বিনাশ করিতে হইবে।

ডেরাডুনের আর্য্যসমাজভুক্ত বাবু জ্যোতিঃস্বরূপ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "সমাজ-সংস্কারকে জীবন্ত করিতে হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যের সংখ্যা অল্প করিতে হইবে এবং কার্য্যকারকগণের কর্ম্ম-বিবরণ প্রচারের জন্য একখানি সংবাদপত্র রাখিতে হইবে।

"নারীদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। আন্তর্জাতিক ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য। মহিলাদিগের অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ ও জাতিভেদ-প্রথা বর্জ্জন করিতে হইবে, ইত্যাদি।"

এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়, গত বৎসরে এই সভা কি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার পর, বলেন যে, হিন্দুদিগের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে কন্যার আদান-প্রদান চলে তজ্জন্য একটী বিল করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে হইবে।

মস্‌লেম-লাগ্‌।—৩০শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ-নগরে ভারতীয় মুসলমান-দিগের নবম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির বহু সভ্য ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন:—

স্বায়ত্ত-শাসন বা প্রজাতন্ত্র প্রজাদের উপর নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অতি শুভলক্ষণ। হোমরুলের স্বপ্ন যেদিন সত্যে পরিণত হইবে সেই শুভদিন অদূর ভবিষ্যতেই আসিবে।

একেশ্বরবাদি-সম্মিলন।—বিগত ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ-নগরে সমগ্র ভারতের একেশ্বর-বাদিগণের সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বলরামপুরের মহারাজ-বাহাদুর তাঁহার লক্ষ্ণৌ-নগরস্থ "মতিমহল"-নামক বাগান-বাটী প্রতিনিধিবর্গের বাসনিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন। কোচবিহারের রাজমাতা মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী C.I. ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ইংরাজিভাষায় নিম্নলিখিত বক্তৃতাটী প্রদান করেন—

হে ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ! এই সমগ্র ভারতের একেশ্বরবাদি-সম্মিলনের সভাপতি-পদে নিযুক্ত করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইহার সভাকর্ত্রীর পদে আমিই সর্ব্ব-প্রথম রমণী, ইহা অনুভব করিয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেছি। কিন্তু আমি ভীত হইতেছি যে, অদ্য যাঁহারা সভাপতির সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আশা করিয়াছেন, তাঁহারা অতীব নিরাশ হইবেন।

অদ্য আমি আমার মহাত্মা পিতৃদেবের কন্যারূপে

এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার বক্তব্য অতিশয় অল্প। আমার জীবনই, আমি জানি, নিজ ইতিহাস ব্যক্ত করিতেছে। দুঃখ-দিনে ও সংকট-কালে যখন সমুদয় আলোক অন্তর্হিত হয়, যখন এই বিশ্ব চরাচর ঘোর অন্ধকার ও নিরানন্দময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন কে না ঐশ্বরিক প্রেমের স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন? একমাত্র এই প্রেমেই মানবকে শোক-দুঃখ ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত এক উচ্চতর প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে। এই প্রেম জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেম।

গত-বৎসরে সভাপতি-মহোদয়ের বক্তৃতায় ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় মহাত্মা ব্রহ্মানন্দের কতক-গুলি মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সকল উপদেশের মধ্যে ধর্ম্ম-সমূহের সমন্বয়ের উপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহা অতিশয় সত্য কথা—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় অতীব আবশ্যক। আমার পিতা মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ আমার নেতা। আমি জানি আমাদিগের ধর্ম্ম—নব বিধান, প্রেম এবং ঐক্যের ধর্ম্ম।

যথার্থ বিশ্ববিশ্বাসী কেহ কখনও বলিতে পারেন না, "আমি আমার ঈশ্বরকে ভালবাসি, কিন্তু মানব-জাতিকে আমি ঘৃণা করি।" আমি আশা করি, এই সভায় অন্ততঃ এই একটী বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত হইবে যে, এই সম্মিলনের কেহ কখনও কোনও ধর্ম্ম বা ঈশ্বর-প্রেরিত মনুষ্যের বিষয় অবজ্ঞার সহিত বলিবেন না। আমাদিগের জননী এই ভারতভূমি আমাদিগকে যোগ, ভক্তি, ধর্ম্ম ও সত্যরূপ মহামূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন। হে সমবিশ্বাসিগণ! আমরা যেন তাহার উপযুক্ত হই।

আমরা এতদিন নিদ্রিত ছিলাম; এই সুদীর্ঘকাল আমরা আমাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, আমরা যেন আর সময় নষ্ট না করি এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হই। ঐ মহা ঘণ্টাধ্বনি—ঐ আশার বাণী ধ্বনিত হইতেছে, আপনারা শ্রবণ করুন। আপনাদিগের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে আপনারা যেন সমন্বয়ের ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ইহা অতিশয় গভীর ও বিশুদ্ধ। ইহা শিক্ষা করিলে আপনারা জগৎ যে কি আনন্দময় এবং ধর্ম্ম যে কি শান্তিদায়ক তাহা জ্ঞাত হইবেন। একতা ভিন্ন আমাদিগের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

বর্ত্তমান বিধান—এই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় আমাদিগকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, "যে-স্থানে কুসংস্কার ও পৌরাহিত্যে আবদ্ধ মানব অন্ধভাবে সংগ্রাম করে, সেই মতামতের যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ কর এবং সত্য ঈশ্বরের বিজয়-পতাকা গ্রহণ কর।" হে ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ, তাঁহাকে বিশ্বাস কর, সমুদায় ভারত ঈশ্বরে এক হইয়া যাইবে। সমগ্র মানবজাতি জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে নব-নব প্রেরণা লাভ করিবে এবং সেই প্রাচীন কালের গৌরব—সেই ঋষি-যোগিবৃন্দের, সেই ধর্ম্মের জন্য প্রপীড়িত সাধু-মহাত্মাদিগের নিকট হইতে নব-জীবন ও নব জ্ঞানের বার্ত্তা সংগ্রহ করিবে। তবেই ধরা-ধামে স্বর্গের আনন্দময় ও উৎসবের যোগ সংস্থাপিত হইবে।

আমরা সকলে এক পরিবার এবং এক সত্য ঈশ্বরের উপাসক। হে সমবিশ্বাসিগণ! অদূরে দৃষ্টিপাত করুন;—আমি দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি, সমুদায় বিভিন্ন বিধান একত্র মিলিত হইয়াছে, সকল ধর্ম্ম, সকল জাতি একত্র সমবেত হইয়াছে, সকল ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতেছে! যখন আমরা পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে ও স্বস্বভাবে গ্রহণ করিতে

ক্ষম হইব, তখনই বুঝিব সেই স্বর্ণ-যুগ—সেই সত্যযুগ প্রত্যাগমন করিয়াছে।

ঈশ্বর এই সমগ্র ভারতের একেশ্বরবাদি-সম্মিলনকে সফল করুন। এই সম্মিলনের সভ্যগণের মধ্যে যেন কোনওরূপ বিবাদ বা অজ্ঞানতা না থাকে।

উপসংহারে, আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সম্মিলন নূতন আশা ও উৎসাহ আনয়ন করুক, যাহাতে আমরা ভবিষ্যতে একত্রে কার্য্য-সাধনে সক্ষম হই।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন।—২৪শে ডিসেম্বর বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশনে তিন সহস্র প্রতিনিধি ও প্রায় তিন শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভারম্ভে মঙ্গলাচরণাদি ও তৎপরে দুই একটী কবিতা পাঠের পর কবি শ্রীমতী মানকুমারী রচিত "সরস্বতী-বন্দনা" পাঠ করা হয়। অনন্তর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

গত দশ বৎসরে সাহিত্য সম্মিলন মাতৃভাষার প্রভূত উন্নতি বিধান করিয়াছেন। সাহিত্যের উপর জাতির নবজীবন-লাভ নির্ভর করিয়া থাকে। সাহিত্য-সেবীদিগের মৌলিক রচনার জন্য (বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে) চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ মৌলিক রচনার চেষ্টা চলিলে বাঙ্গলা-সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে।

বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুলচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় মনস্বিগণ যদি স্ব স্ব গবেষণার ফল প্রভৃতি ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া অব্যাহতভাবে মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা ও আলোচনা করিতে হইবে। বঙ্গভাষার এই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে সাধনা ও সংযমের আবশ্যক। কেহ কোনও একটী নূতন আবিষ্কার করিলেই, তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। তিনি আরও একটী কথা বলিয়াছেন।—তাহা সাহিত্যিকগণের বিবাদ-পরিত্যাগ।

রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব। কবিবর স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাপান হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিয়া তথায় ভিন্ন ভিন্ন নগরের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে সাহিত্য-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, এ সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন। ইংরাজ-উপনিবেশ কানাডা এই রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত। আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মহাজনোচিত তেজস্বিতা ও তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় প্রেমের পরিচয় দিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে ভারত-সন্তানগণের প্রতি কিরূপ দুর্ব্যবহার করা হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভারত-সন্তান যতই শিক্ষিত ও পদমর্য্যাদা-সম্পন্ন হউক না কেন, বৃটিশ উপনিবেশে পদার্পণ করিলেই, তিনি তথায় "কুলি"-শ্রেণীতে গণ্য হইবেন; এবং কুলিদিগের জন্য ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্ট যে-সকল কঠোর ও পক্ষপাত-মূলক বিধান করিয়াছেন, সেই সকল বিধান তাঁহার মানিতে হইবে। ঔপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের এই অন্যায়কার্য্যে কেবল যে ভারতের অধিবাসিবৃন্দ প্রতিবাদ করি

তেছে তাহা নহে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট, এমন কি ভারত-সচিব পর্য্যন্তও প্রতিবাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জাপান হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গমন করিতেছেন শুনিয়া, আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশ কানেডার টরেণ্টো ও মন্ট্রিল নগর হইতে তাঁহাকে ঐ স্থানে গমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। উক্ত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি এক পত্র লিখিয়াছেন। মিঃ ভি, জেমিসন টরণ্টো-নগরের এক সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"এই কথা সাধারণে প্রকাশিত হউক যে, আমাকে ক্যানাডার ভঙ্কবরএ অবতরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা অস্বীকার করিয়াছি। যতদিন আমার স্বজাতীয়েরা কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ঘৃণিত ব্যবহার পাইবেন, ততদিন আমি কখনই উক্ত দুই দেশে পদার্পণ করিব না। জাতি-সমূহের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে, এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, আমি তেমন আশা করি না।" কবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন,—

"যে তোমারে করে অপমান
সে আমারে কি দিবে সম্মান?"

শক্তিমানের লক্ষণ। জাপানের কোবে-সহর হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক পত্রে লিখিয়াছেন ;—

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নাই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না। লোকে বলে জাপানের ছেলেরা কাঁদে না। আমি এ পর্য্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদিতে দেখি নি। পথে মোটরে করে যাবার সময়, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলা-গাড়ী প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে, গাল দেয় না, হাকাহাকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ বাইসিকেল মোটরের উপর এসে পড়্‌বার উপক্রম কর্‌লে, আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্‌ল আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাক্‌তে পারে না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র কর্‌লে না। এখানকার বাঙ্গালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্লে, কিংবা গাড়ীর সঙ্গে বাইসিক্লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো উভয়পক্ষ চেঁচাচেচি গালমন্দ করে না। গায়ের ধুলা ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ। জাপানীরা বাজে চেঁচামেচি, ঝগড়া-ঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে, প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর-মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে, দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায় নিজেকে সংযত কর্‌তে জানে। সেইজন্যই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে জাপানীকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশী গূঢ়। এর কারণ হচ্চে, এরা নিজেকে সর্ব্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে দেয় না।

মহারাণীর দান।—মাননীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী মহোদয়া নৌসেরায় যে সকল বাঙ্গালী পল্টন আছে, তাঁহাদের গরম কাপড়ের জন্য ১৫০০ টাকা [illegible]য়াছেন।

নারীর অধিকার।—হল্যাণ্ড দেশের ব্যবস্থাপক সভায় মহিলাগণ সদস্য হইবার অধিকার পাইয়াছেন উক্ত দেশের মহিলাগণের আইন-ব্যবসায় পরিচালন করিবার অধিকারও আছে। ইংলণ্ডের নারীগণ অপেক্ষা হলাণ্ডের মহিলাদের অধিকার অনেক বেশী।

সার কৃষ্ণগোবিন্দ। ভারতের সুসন্তান নাম-ধন্য সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে ভারত সচিবের অন্যতম অমাত্য-পদে মনোনীত হইয়া ও বিশেষ দক্ষতা-সহকারে কর্ত্তব্য পালন করিয়া এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিযাছেন। তাঁহার পূর্ব্বে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-সভাতে কোন ভারতবাসী প্রবেশ লাভ করেন নাই। আমরা গুপ্ত-মহাশয়ের সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। বোম্বাই-বাসীরা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলে, তিনি বলিযাছেন যে, ভারত-সম্রাটের অধীনতায় থাকিয়া ভারতবাসী যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী লাভ করিতে পারে, সেজন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত।

ওঁ তৎসৎ।

মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে স্মৃতিমন্দির।

সমগ্র নারীজাতির প্রতি আবেদন।

বিনয় নিবেদন,

যিনি একান্তভাবে অসম্প্রদায়িক, মানব-মনের বিচিত্র ভাবরাশির মূলে সত্যের যে অখণ্ড স্বরূপ বর্ত্তমান—ভগবৎকৃপালব্ধ সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি-দ্বারা সেই স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি ধন্য হইয়াছিলেন, যে ক্ষেত্রে সর্ব্বধর্ম্মের নিত্যকাল আপনা আপনিই সমন্বয় হইয়া রহিয়াছে, ধর্ম্ম-সমন্বয়ের জন্য যেখানে মানব-চেষ্টার অপেক্ষা নাই, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য,—আত্মার সেই বিশুদ্ধ স্বরূপই যাঁর জীবনের একমাত্র প্রতিষ্ঠাভূমি, এবং সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যিনি সমগ্র জগতের নরনারীকে এক অভেদ মিলনক্ষেত্রে আহ্বান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ভারতের চিরন্তন ইষ্টদেবতা আত্মার মহামহিমান্বিত রূপকে পরিস্ফুট আকারে লোকসমক্ষে প্রচারিত করিয়া বর্ত্তমান যুগে ভারতকে যিনি স্বপদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁর আত্মার অমোঘ-শক্তি-প্রভাবে ভারতের তৎকালীন বিক্ষিপ্ত ও আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিজের লক্ষ্য-স্থানকে দেখিতে বা চিনিতে পারিযাছে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী মানব-শিক্ষার ফল একাধারে যাঁহাতে ফলবান বলিলেই হয়, সেই সামঞ্জস্যের অবতার, আত্মার স্বাধীনতা-ঘোষণাকারী, পরমজ্ঞানী, সাধকশ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের আদিকর্ত্তা, নিরভিমান, নির্ভীক, উন্নতিশীল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দেশবাসীরা তাঁহার জন্মস্থান হুগলী-জেলান্তর্গত রাধানগর-গ্রামে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটী

মন্দির নির্ম্মাণ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা বিধানে উদ্যোগী হইয়াছেন।

বিরাট পুরুষের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের বিরাট আয়োজনে উদ্যোক্তা মহাত্মগণ নারীজাতিকে বাহিরে রাখা দূরে থাকুক, এ-কার্য্যে নারীর অধিকারই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই মহাপুরুষের কার্য্য নারীর যোগ ব্যতীত একান্ত অসম্ভব

রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যে নর-নারীর অধিকার তুল্যরূপে স্বীকৃত হইলে রাজার স্মৃতি সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা নারীজাতিকে উচ্চস্থান দান করিয়া—শুধু বাক্যে নয়, ভাবে নয়, পরন্তু কার্য্যে—রাজার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। এই ব্যাপারে দেশ-মধ্যে যে একটী নব-শক্তির উদ্বোধন অনুভূত হইতেছে, তাহাতে আর ভুল নাই। রাজার অশরীরী আত্মার শক্তি যেন আজ এই কার্য্যের কর্ণধার হইয়া এই কম্মতরীকে কূলে উত্তীর্ণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। কে জানে, পরিণামে ইহা কি ফল প্রসব করিবে?

যিনি দেহ ধারণ করিয়া এক সময় সমগ্র ভারতকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, আজ দেহমুক্ত হইয়া তাঁহার অদৃশ্য শক্তি যে আবার কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কে তাহা জানে? দিব্য-প্রভাব-সম্পন্ন রাজা রামমোহন রায়ের আত্মাতে পরমাত্মার যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই ইচ্ছা আজ রাজার স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া আবার কোন অভূতপূর্ব্ব মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কে তাহা জানে? পরমাত্মার লীলা বুঝিতে মানবের সাধ্য কোথায়? রাধানগর যে শীঘ্রই ভারতের একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহাতে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে নরদেবতার পূজা, বোধ হয়, এই রাধানগরেই প্রথম আরম্ভ হইবে যাঁহাকে আমরা যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া সম্মান করিতেছি, তাঁহার পূজার উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্যে যে অর্থের অভাব হইবে তাহা মনে হয় না।

এক্ষণে রাজার কার্য্যে সমগ্র নারীজাতিকে আহ্বান করিবার জন্য এই আবেদন পত্র লিখিত হইতেছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ শিখ পার্সী, জৈন, য়িহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নারীগণ রাজার কার্য্যে অগ্রসর হউন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। অর্থ, সামর্থ্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, যিনি যাহা দিয়া পারেন, রাজার কার্য্যের সহায়তা করুন। রাজার স্মৃতি-রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির গৌরব রক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই

অখণ্ড আত্মার পূজায় অসমর্থ জ্ঞানে চিরদিন পশ্চাৎপদা নারী আজ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে, আত্মার স্বাধীনতায় অধিকারিণী হইয়াছেন, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অনধিকারিণী নারী আজ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন, সেই মহাত্মার প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই তাঁহাদের এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই শুভ মুহূর্ত্ত সকলের জীবনে আসে না। রাজার কার্য্যে সহায়তা করিয়া নারীজাতি এক্ষণে আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকারিণী-রূপে সমগ্র-জগতের সম্মুখে স্বীকার করুন। যিনি যাহা দিতে পারেন, তিনি তাহাই দিন; যিনি যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি ততটুকুই প্রয়োগ করুন, এই আমাদের নিবেদন। এই কার্য্যের সহায়তায় একটি পয়সা হইতে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা—যিনি যাহা প্রদান করিবেন, সমান আদরে গৃহীত হইবে।

বিনা অর্থে এতবড় মহৎ অনুষ্ঠান কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না; অতএব আমাদিগের ভরসা আছে

যে, ভারত-রমণীগণ আমাদিগের এই আবেদন-পত্র একেবারে অগ্রাহ্য করিবেন না। যে কোন মহদ্-অন্তঃকরণা মহিলা যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন।

বিনীতা—

শ্রীহেমলতা দেবী,
পোঃ অঃ—শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

শ্রীঅবলা বসু,
৯৩নং, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস,
৪নং, উইলিয়ম লেন, কলিকাতা।

হেড আপিস :— ৭১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিরহের মিলন।

জানি তুমি কাছে নাই,
তবে কেন প্রিয়, ভুবন ভরিয়া
তোমারই সাড়া পাই ?
আলোকের প্রতি দীপ্ত নিশাসে,
আঁধারের ওই স্তব্ধ তরাসে,
জাগরণে কিবা ঘুমের আবেশে,
তুমি আছ সব ঠাঁই ;
প্রতি দিবসের প্রতি পলে পলে
যখন যে দিকে চাই।

অরুণ যখন তরুণ হাসিয়া
ধরণীর বুকে আসি,
শত চুম্বনে মুছে' ত্যায় তার
নীহার-অশ্রুরাশি।
মনে হয় তব মদির অধর,
আমারে' বুঝি করিছে আদর—
কেটে যায় ঘন বিরহ-বাদর,
হেরি শরতের হাসি,
রাঙা অধরের রঙিন সোহাগ
বাজায় মিলন-বাঁশী।

শাখি-শাখে পাখি-কণ্ঠ-কাকলি
কি গান গাহিয়া উঠে,
ঊষার কোমল স্নিগ্ধ হিয়ায়
সরমের বাঁধ টুটে।
প্রতি-অটবীর পত্রে-পত্রে,
হেরি তব লিপি কিরণ-ছত্রে ;—
বিরহ-ব্যথিত সজল নেত্রে
পুলক-প্রবাহ ছুটে ;—
হিয়া-সরসীতে মুদিত কমল
অমল আলোকে ফুটে।

সন্ধ্যা যখন শ্যাম-ধরণীরে
দু'বাহু বাড়ায়ে ডাকে,
অন্ধকারের বিপুল আড়ালে
বিরলে লুকায়ে রাখে ;
মনে হয় তব নিকষ-পরশে,
ঘুমা'তেছি আমি নিবিড় হরষে,
তন্দ্রা-জড়িত পরাণ সে রসে
আবেশে ডুবিয়া থাকে,
ধ্যান-নিমগন আঁধারের তুলি
কি মোহন ছবি আঁকে !

তুমি কাছে নাই—মিছে কথা দেব,
মিছে বিরহের গান,
মলয়ার প্রতি স্পন্দন-মাঝে
বাজে মিলনের তান।
তোমার সবল রভস বচনে,
নিতি যে ঘুমাই অবশ লোচনে,
প্রভাতে আবার তব পরশনে
জেগে পাই নব প্রাণ ;
কতই যতনে ভাঙিতেছ মোর
প্রতি-দিবসের মান !

দরবেশ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ অধ্যায়— কতিপয় উপদেশ।

১। রন্ধন

রন্ধন-কার্য্যে পটু হওয়া স্ত্রীজাতির উচিত। যে মহিলা রন্ধনে অনিপুণা সে রমণী-নামের অযোগ্যা। অপক্ক আহারে স্বাস্থ্য থাকিতে পারে না। বেতন-ভোগী লোক-দ্বারা রন্ধন-কার্য্য অনেক স্থলে সম্পাদিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা তাহা কোনও-ক্রমেই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। রন্ধন ও পরিবেশনের নিমিত্ত ধনিগণ লোক নিযুক্ত করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু গৃহিণী স্বয়ং তত্ত্বাবধান না করিলে পরিবারের কাহারও আহার করিয়া তৃপ্তি-লাভ হইতে পারে না।

পুরাকালে ভারতবর্ষে রন্ধন-বিজ্ঞান অতি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এমন কি, পুরুষগণও এই বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইতেন। নলরাজা পাক-ক্রিয়াতে স্বয়ং সুনিপুণ ছিলেন। রন্ধন ও পাকের বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহার দ্বারাই ভারতে প্রবর্ত্তিত হয়। পরে পাণ্ডবদিগের সময়ে ভীমসেন পাক-সম্বন্ধে একটী গ্রন্থ লিখিয়া যান। ইহার পরে বিক্রমাদিত্যের সময়ে পাক-প্রণালী যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে। পরন্তু হিন্দুদিগের অধঃপতনের সহিত পাকবিদ্যা প্রায় লোপ পায়। অবশেষে আকবর বাদসাহ ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের পাক-প্রণালী সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। তাহাই এখন 'মোগলাই-রন্ধন'-নামে খ্যাত। এরূপ রন্ধন হিন্দু-দিগের মধ্যে এক প্রকার লোপ পাইয়াছে।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে পাক-প্রণালীরও পরিবর্ত্তন হওয়া চাই। শাক-চচ্চড়ি প্রভৃতি নিত্য-আহার্য্য-বস্তুর রন্ধন উত্তমরূপে শিখিতে হইবে

তদ্ব্যতীত, অন্ন, পবমান্ন, ব্যঞ্জনাদি সামান্য চলিত রন্ধন, মোগলাই মতে মাংস-রন্ধন, মোদকদিগের মতে মিষ্টান্নেব পাক, হালুইকরদিগের মতে সুজি, ডাল, কুমড়া ও ক্ষীরের মিষ্টান্নেব পাক, হিন্দুস্থানীদিগের মতে আচার ও মোবব্বা প্রভৃতি, ইংরাজদিগের মতে কেক্, পুডিং, বিস্কুট, পাঁউরুটী, দেশীয় মতে রুটি, লুচি, কচুবী ইত্যাদি প্রস্তুত কবিতে পারদর্শী হইতে হইবে গৃহিণীর এ-সকল বিষয়ে পারগতা প্রশংসাব বিষয় নারায়ণেব স্ত্রী লক্ষ্মী, শিবের স্ত্রী অন্নপূর্ণা, পাণ্ডবদিগের গৃহিণী দ্রৌপদী আদর্শ সু-পাচিকা ছিলেন।

কেবলমাত্র রন্ধনাদি কার্য্যে সুনিপুণা হইলে চলিবে না। কোন্ বস্তু গুরুপাক কোন্ বস্তু লঘুপাক, কোন্ বস্তুর কি গুণ, মিশ্র ও অমিশ্র দ্রব্যের কি গুণ, কোন্‌টী রোগীর সুপথ্য ও কোন্‌টী কুপথ্য, কোন্ ঋতুতে কিরূপ দ্রব্যাদি আহাব করিতে হইবে, শিশু ও গর্ভিনীর কিরূপ আহার উপযোগী, ইত্যাদি বিষয়ে গৃহিণীর সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত।

রন্ধন সুস্বাদ, সুগন্ধ-বিশিষ্ট ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত। নতুবা আহাব রুচিকব হইতে পাবে না। সুপকার রাখিতে হইলে, যে-ব্যক্তি শুচি, সুরূপ ও সংক্রামক-রোগ-(যেমন কণ্ডু প্রভৃতি) বিনির্ম্মুক্ত, যে-ব্যক্তি আহার্য্য-দ্রব্যগুলি চালিয়া বাছিয়া লইয়া ভোজন প্রস্তুত করে, এবং পরিবেশন-কালে সুপরিষ্কৃত পাত্রাদিতে পবিবেশন করে, তাদৃশ সুনিপুণ ব্যক্তিকে নিযুক্ত কবা উচিত। অম্ল পদার্থকে প্রস্তর, কাঁচ, মৃন্ময় অথবা কাংস-পাত্রে রাখা বিধেয়। পিত্তল বা তাম্র-পাত্রে কখনও রাখিবে না। তাহা রাখিলে কলঙ্ক উঠিয়া ভোজ্য পদার্থ বিষাক্ত হইয়া যাইবে।

অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এমন একটি সচ্ছিদ্র আবরণেব মধ্যে রাখিতে হইবে যন্মধ্যে বায়ু সঞ্চরণ কবিতে পারে। ইংরাজেরা সচ্ছিদ্র-লৌহচাদর-পরিবেষ্টিত পাত্রে ভোজন-পদার্থ রাখিয়া দেয় বলিয়া তন্মধ্য দিয়া বায়ুর গমনাগমন-নিবন্ধন রক্ষিত অন্নব্যঞ্জন পচিয়া যায় না, অথবা তাহাতে পতঙ্গাদি পতিত হইতে পারে না। হাঁড়িতে ভাত রাখিয়া সরা চাপা দেওয়া অথবা উক্ত প্রথা উত্তম; সুতরাং অনুকরণীয়। ইহাতে কোনওরূপ ধর্ম্মের হানি হয় না।

২। অলঙ্কার

অলঙ্কাব পবিধান করিয়া কখনও অন্য গ্রামে যাইবে না। বাস্তায় অলঙ্কাব পবিধান করিয়া চলিলে অনেক তস্করের মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়; সুতরাং তাহারা অলঙ্কাবগুলি অপহরণেব জন্য,এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত কবিতে কুণ্ঠিত হয় না। রেল, নাট্যমন্দির প্রভৃতি স্থানে এরূপ দুর্ঘটনা অনেক ঘটিয়া থাকে। একটি মহিলাব সহিত অনেকগুলি অলঙ্কাব আছে দেখিলে তস্কব তাহাব একজন স্ত্রীচবকে সেই গাড়িতে বসাইয়া দেয়। স্ত্রীচব অলঙ্কার-পবিহিতা বমণীর স্তাবকতা কবিয়া তাহার মনে,"এই স্ত্রীলোকটী বড়ই ভদ্র", এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া প্রলুব্ধ করিয়া, ক্রমে আলাপেব আধিক্যে বিষাদি প্রয়োগে, বা ছলে বলে কৌশলে, যে প্রকারেই হউক, তাঁহাকে প্রতারিত কবিযা তাঁহাব সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া চম্পট দেয।

পথে যাইতে হইলে কখনও অলঙ্কাব পবিধান করিবে না, অথবা পর-প্রদত্ত কোনও বস্তু আহার বা পান কবিবে না। কেহ কিছু খাইতে দিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিবে যে, "পথমধ্যে কাহারও কোন বস্তু আহাব কবা আমাদিগেব কুল-প্রথা নহে; সুতবাং মার্জ্জনা করিবেন। যদি কখনও আপনাদিগেব গ্রামে গমন করি, তখন আমি স্বয়ং আপনার বাটীতে যাইয়া আহার্য্যবস্তু স্বয়ং চাহিয়া খাইব; কিন্তু পথমধ্যে নহে।"

পথে মহার্ঘবস্তু কখনও নিজেব সঙ্গে লইবে না। বরং গন্তব্য স্থানে তাহা নিজের নামে 'Insured parcel'এ পাঠাইয়া দিবে ও গন্তব্য স্থানের 'পোষ্ট-মাষ্টারকে' পত্র-দ্বারা জানাইবে যে, যতক্ষণ না তুমি আসিয়া পার্শ্বেল স্বয়ং না গ্রহণ কর, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তাহা "ডিপসিটে" রাখা হয়। এরূপ কবিলে বিপদের হ্রাস হইয়া থাকে।

অলঙ্কার পরিধান করিয়া কখনও স্নান করিতে যাইবে না। অনেকসময়ে শরীর হইতে অলঙ্কার চ্যুত হইয়া জলে পতিত হয়, তাহাতে অনেক-সময় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। নিদ্রাভঙ্গে শয্যা

হইতে উঠিয়া গাত্রে অলঙ্কারগুলি ঠিক ঠিক আছে কি না, দেখিয়া লওয়া উচিত। কারণ, যদি কোনও অলঙ্কার অনবধানতা-বশতঃ ভৃত্যাদিব হস্তে পতিত হয়, তবে তাহার পুনঃ-প্রাপ্তির আশা অতিশয় অল্প।

যে বাক্সে অলঙ্কারাদি বা অর্থ রক্ষিত হয়, তাহার ভেদ যেন কেহ না জানিতে পারে। অনেক সময় ভৃত্যেরা তস্করের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অপহরণ করায়। সুতরাং ধনাদি গুপ্ত রাখা কর্ত্তব্য।

রাস্তা চলিতে হইলে কখনও মল পরিয়া নির্গত হইবে না। বাদ্যকারী অলঙ্কারমাত্রই পথ-গমন-কালে পরিত্যজ্য। এরূপ অলঙ্কার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৩। পদব্রজে গমন।

পদব্রজে যাইবার কালে উচ্চৈঃস্বরে বার্ত্তালাপ অথবা মুখব্যাদান করিয়া হেলিয়া-দুলিয়া গমন করা অনুচিত। এরূপ-স্থলে সহসা রমণীর অখ্যাতি রটিয়া থাকে। মার্গ-গমন-কালে আপনার শরীরটী যথোচিতভাবে আবৃত করিবে। ঘোম্‌টার কয়েকটী লাভ আছে : প্রথমতঃ, মুখে সূর্য্যকিরণ লাগিতে পায না, সুতরাং মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয না; দ্বিতীয়তঃ, বায়ু-বিতাড়িত ধূলিরাশি মুখে জমিতে পারে না; এবং তৃতীয়তঃ, অপরে সহজে মুখ দেখিতে পারে না। যদিও আমরা দেড়-হাত-ঘোমটার পক্ষপাতী নহি, তথাপি ঘোমটার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী নহি।

কখনও একাকী রাস্তা চলিবে না। পরিবারস্থ কেহ, অথবা কোনও আত্মীয়া বা পরিচিতা রমণীর সঙ্গে থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৪। মেলাস্থানে গমন।

মেলা বা জনাকীর্ণ স্থানে যে-স্থানে পুরুষের সমাগম অধিক, সে-স্থানে স্ত্রীলোকের যাওয়াই উচিত নহে। ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যাইলে, ইতস্ততঃ ধাবমানা না হইয়া কোনও রাস্তার উপর উপবেশন কবিবে; তাহা হইলে তোমার আত্মীযবর্গ তোমাকে সহজে অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিবে।

৫। পরগৃহে গমন।

পরের বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, তথায় অতিসাবধানে কথাবার্ত্তা কহিবে। এমন কোনও কথা বা কার্য্য করিবে না, যদ্দ্বারা তোমাকে লোকে নির্লজ্জা বা দুর্ম্মুখা বিবেচনা করেন। অনেক স্ত্রীলোক পরগৃহে গমন করিয়া স্বকীয় স্তনাবরণ উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক যথায় তথায় উপবেশন করিয়া সন্তানকে স্তন্যপান করান। ইহা অতি-নির্লজ্জতার পরিচায়ক। সন্তানকে স্তন্য দিতে হইলে, নির্জ্জনে স্তন্য দেওয়াই বিধি।

গৃহে বা বাহিরে সর্ব্বত্র বস্ত্রাদি এমন ভাবে পরিধান করিবে, যেন কোন অঙ্গ অন্য কেহ দেখিতে না পায়। পাত্‌লা কাপড় পরিধান করিয়া কখনও কাহারও বাটী যাইবে না। পাত্‌লা কাপড় পরিধান করিলে নীচে একটা সেমিজ পরিয়া লইবে।

পরগৃহের গৃহিণী প্রভৃতি যদি কোনও দ্রব্য খাও-য়াইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে অকারণে তাহা প্রত্যাখ্যান করিও না। কারণ, তাহাতে তিনি অপমান বোধ করিতে পারেন।

প্রত্যাগমনের ইচ্ছা না থাকিলেও, কার্য্যহানির সম্ভাবনা দেখিলে, প্রত্যাবর্ত্তন করিবে; এবং যাঁহার বাটীতে গমন করিবে, প্রত্যাগমন-কালে তাঁহাকে সৌজন্য ও বিনয় দেখাইয়া বলিবে— "আপনার সহিত বর্ত্তালাপে মন এত প্রীত হয় যে, যাইবার ইচ্ছাই হয় না; কিন্তু কি করি? গৃহের অনেক কার্য্য আছে, সুতরাং যাইতে হইতেছে। পুনরায় আমি আগমন করিব।" ইহার দ্বারা গৃহস্থও

প্রীতি লাভ করে, তোমারও সৌজন্য দেখান হয়, এবং অপরেও তোমার শিষ্টাচার দেখিয়া শিক্ষা লাভ করে।

নিরর্থক কখনও কাহারও বাটীতে বারংবার যাইবে না। অধিক বার যাইলে লোকের সম্মান পাওয়া যায় না।

৬। নিমন্ত্রণে আহার-বিধি।

নিমন্ত্রণে গিয়া অনেক রমণী কাপড়ে আহারেব দ্রব্যাদি বাঁধিয়া লয়েন। যাঁহারা আহার না করিয়া ছাঁদা বাঁধেন, তাঁহাদিগের বিষয় কিছুই বলিবার নাই। নিমন্ত্রিত হইয়া না যাওয়া অপেক্ষা যাওয়া ভাল, এবং যাইয়া না খাওয়া অপেক্ষা ছাঁদা লওয়া ভাল; কিন্তু এককালে ভোজন করা ও ছাঁদা-বাঁধা সভ্যতা-বিগর্হিত। এরূপ কর্ম্ম রমণীগণ কখনও করিবেন না।

৭। উৎসবাদিতে সভ্যতা।

বিবাহাদি উৎসবে বাসর-গৃহে কখনও চপলতা প্রদর্শন করিবে না। আমোদ-প্রমোদে যোগ-দান করিলে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু তোমার কার্য্যকলাপ সভ্য-জনোচিত ও মার্জ্জিত হওয়া বিধেয়। জনাকীর্ণ স্থানে মুখ-ব্যাদান করিয়া জৃম্ভন করিবে না। এরূপ স্থলে মুখের সম্মুখে হস্ত রাখিয়া জৃম্ভণ করিলে ভদ্র ও সুন্দর দেখায়।

৮। কুটুম্বের প্রতি ব্যবহার।

যদি কোন কুটুম্ব তোমার গৃহে আগমন করে, তবে তোমার আয়ের অনুযায়ী তাহার সৎকার করিবে। সে যত দিন থাকিবে তাহাকে প্রথমে ভোজন করাইবে, পরে তুমি স্বয়ং ভোজন করিবে।

স্বীয় কুটুম্বগণের সহিত কখনও বৈরভাব রাখিবে না। বৈরভাব চিরদিন থাকে না। কোনও না কোনও উৎসবে বা কারণে, তাহাদের দ্বারস্থ হইতেই হয়। সুতরাং, সে সময়ে তোষামোদ করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই সদ্ভাব রাখা বুদ্ধিমতীর কার্য্য।

কুটুম্বদিগের মধ্যে যাতায়াত সর্ব্বদাই রাখিবে। যদি কোনও কার্য্যের জন্য তোমার কোনও কুটুম্ব তোমাকে আহ্বান করে, তবে শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিবে।

৯। অভ্যাগত সংবর্দ্ধনা।

১১। যদি শত্রুও তোমার গৃহে আগমন করে, তবে তাহার সম্মান করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইও না। তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা ও উপবেশনাদির জন্য আসনাদি প্রদান কর। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের প্রধান কর্ত্তব্য। "আপনি আসাতে আমরা কৃতার্থ হইলাম", অথবা "আমাদিগের বড়ই সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পাওয়া গেল"—এরূপে তাহার প্রীত্যুৎপাদক মধুর ও শিষ্ট বাক্যে আগন্তুককে আপ্যায়িত করিবে। যতক্ষণ সে তোমার বাটীতে থাকিবে, ততক্ষণ তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে। সে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,তাহাকে দুই একবার—"বসুন, বসুন","পরে যাইবেন," "প্রত্যহ ত আপনার দর্শন পাওয়া যায় না"—এইরূপ বাক্য শুনাইবে। কিন্তু তাহার কার্য্যহানি হইলে, অকারণে তাহাকে ধরিয়া রাখিবে না। এবং সে যদি যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করে, তবে "আবার কখন আপনার দর্শন পাওয়া যাইবে?"—"কখনো কখনো আসিয়া কৃপা করিবেন", ইত্যাদি সৌজন্য প্রদর্শন করিবে ও তাহার সহিত দ্বারদেশ-পর্য্যন্ত গমন করিবে।

১০। পতিপ্রেম-লাভ।

স্বামী বশ করিবার জন্য বা তাঁহার প্রেম লাভ করিবার জন্য কখনও ঔষধাদি প্রয়োগ করিও না। অনেক দুর্জ্জন ব্যক্তি এইরূপে

তোমার স্বামীকে বিষাদি খাওয়াইতে পারে। ঔষধে, মন্ত্রে বা অলঙ্কার দ্বারা অঙ্গ-শোভা করিলে স্বামী বশ হন না ;—স্বামী বশ হন স্ত্রীর গুণে।

১১। নারীস্বভাবের অবগুণ।

হঠকারিতা, অনৃত-বাদিতা, চপলতা, মায়া, ভীরুতা, অবিবেকিতা, অশুচিতা, দয়াহীনতা,—নারী-স্বভাবের অবগুণ। এগুলি রমণীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কখনও কোন গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকাও রমণীর কর্ত্তব্য নহে।

১২। ক্রুদ্ধের প্রতি ব্যবহার।

কোনও ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ দেখিলে তাহার সমক্ষে কখনও উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিবে না। বরং সুমধুর বচনে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। যদি দেখ যে, মিষ্ট কথায়ও সে শান্ত হইতেছে না, তখন নির্ব্বাক্ হওয়াই শ্রেয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে উত্তর দিলে, তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। ইন্ধন পাইলেই অগ্নির তেজ হয়, কিন্তু ইন্ধন না পাইলে, সহজেই তাহা নির্ব্বাপিত হয়। মধুর বচন ক্রোধের পক্ষে শীতল জল জানিবে।

১৩। পরাপরাধে ক্রোধ-বর্জ্জন।

অপরের অপরাধ দেখিলে কখনও ক্রোধ প্রকটিত করিও না। ক্রোধ মানবকে অন্ধ করিয়া দেয় এবং অনেক অপকর্ম্ম করায়। ক্রোধ উৎপন্ন হইলে, দর্পণে মুখ দেখিলে ক্রোধ প্রশমিত হয়। দর্পণ না পাইলে, দশ হইতে ১ পর্য্যন্ত উল্টা করিয়া কয়েকবার গণনা করিলে ক্রোধ লোপ পাইয়া থাকে। সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিয়া অল্পে অল্পে তাহা ছাড়িলেও ক্রোধের উপশম হইয়া থাকে।

১৪। পুরুষাদির সহিত অবস্থান।

নির্জ্জনে কখনও কোন পুরুষের সহিত থাকিবে না,—সে পিতাই হউন, বা ভ্রাতাই হউন, এমন উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না যে, দূরের ব্যক্তি তাহা শুনিতে পায়। যে সকল রমণী কুলের বহিভূর্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে বাটী আসিতে দিবে না।

১৫। সাধু-স্ত্রী-সঙ্গ।

সর্ব্বদা সজ্জন স্ত্রীর সহিত সঙ্গ রাখিবে। কলহকারিণী, পরোক্ষে নিন্দক ও অসচ্চরিত্রা রমণীর সহিত কখনও সখ্য রাখিবে না। যাহাদিগকে আপনার অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা জানিবে, তাহাদিগের সহিত সখ্য রাখিলে পৃথিবীতে কখনও ঠকিতে হয় না। পুষ্পের সহবাসে কীট দেবতারও মস্তকে আরোহণ করে ; কিন্তু কাষ্ঠের সহবাসে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হয়। অতএব সঙ্গ রাখিতে হইলে, সৎস্বভাবাপন্না রমণীর সহিত সঙ্গ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

১৬। মহিলা-সভা।

মহিলা-সভায় গমন করিলে তথায় গোলমাল না করিয়া স্থিরভাবে চুপ্ চাপ্ থাকাই কর্ত্তব্য। মহিলাগণ একত্রিত হইলে সভার কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে। সভায় প্রস্তাব করিবার নিয়ম এই যে, কোনও প্রতিষ্ঠিত মহিলাকে প্রশংসা করিয়া বলিতে হয়—"আপনি এই সভার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ; সুতরাং আমাদিগের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, আপনি আজ এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাহা সুশোভিত করুন।" এই প্রস্তাবের পর অন্য কোনও মহিলা তাহার অনুমোদন করিবেন। অনুমোদন করিতে হইলে বলিতে হয়—"অমুক প্রস্তাবকর্ত্রী যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা আমি অনুমোদন করিতেছি, এবং আশা করি যে অন্যান্য মহিলাগণও আমার সহিত একমত হইবেন।" বিরোধ না থাকিলে প্রস্তাবিত মহিলা সভাপতির

আসন গ্রহণ করিয়া সমবেত মহিলা-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। পরে সভার কার্য্যারম্ভ হইবে। সভাভঙ্গ-কালে সভাকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

রাজসূয়-যজ্ঞকালে নিমন্ত্রিতা সত্যভামার প্রতি দ্রৌপদী।

এস দেবি, যাদবেন্দ্র-হৃদি-বিলাসিনি।
প্রতীক্ষা করিছে তব, উৎসুক নয়ন,—
নেহারি সুনীল নভে নব-কাদম্বিনী
তৃষিতা চাতকী চায় সলিল যেমন।

ভাতিল আঁধার গৃহ চরণ-পরশে,
মুক্ত হ'ল বন্দী-চক্ষে রুদ্ধ কারাদ্বার,
বিমুগ্ধ ললনা-বৃন্দ ও-রূপ দরশে।—
শত-খদ্যোতিকা-দলে কৌমুদী-সঞ্চার।

মঞ্জুকেশি! হেরি তোমা হেন লয় মন,
'শোভা' বলি মিছা নিজে কমলার জ্ঞান।
হে দেবি! লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী করেছ হরণ,
"শ্রী"-পতি হরির, সতি, বৃথা অভিমান!

কি মধুর দীপ্তিময়ী প্রতিভা উজল,
স্নিগ্ধ-আঁখি-পাতে ঝরে প্রীতি-মন্দাকিনী,
সুকপোলে বিচূর্ণিত সুনীল কুন্তল;—
রাহুভয়ে নীলাঞ্চলে ঢাকা নিশামণি!

কি সৌভাগ্য আজি মম, প্রকাশিতে নারি,
ভিক্ষু-গৃহে পদ্মালয়া হ'লেন উদয়;
শক্তিময়ি! চিনি তোমা,—শক্তি নাহি ধরি,
কৃপা করি দিও শুধু চরণে আশ্রয়।

শত অরুণের ভাতি হেরি ও-চরণ,
সার্থক আঁকি পবিত্র জীবন;
"সখী" বলি বিশ্বপতি দিয়াছেন মান,—
জ্ঞানে দাসী, রাঙা-পায় অন্তে পাবে স্থান!

শ্রী ইন্দিরা দেবী।

প্রার্থনা।

নীরব কোরো না প্রভো! এ বীণার তার—
তোমারি এ ভগ্ন-বীণা চির-পুরাতন!
জাগাও আশার বাণী তাহে অনিবার,
অভয় পবিত্র আশিস্‌-পরশে তোমার।
রুদ্র ও মূরতি তব দূরে রাখি মোর
প্রসন্ন দৃষ্টিতে প্রভো, নিশা কর ভোর।

অর্থ।

দরিদ্র কহিল—"অর্থ! অনর্থের মূল,
তোর লাগি গেল মোর জাতি মান কুল।"
অর্থ কহে,—"অনর্থের মূল আমি বটে,
আমার গৌরব বাড়ে দাতার নিকটে।"

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

গানের স্বরলিপি।

(গান)।

মিশ্র ইমন—তেতালা।

জ্ঞানালোক রাখ গো জ্বেলে তোমার মনে।
এ জীবন আলো কর পবিত্র জ্ঞানে।
এ আঁধার জীবন-পথে আলো বিনা,
যেও না ভগিনি ! তোমায় করি গো মানা ;
পথ ভুলে বিপথে গেলে লাগিবে প্রাণে।
জ্ঞানালোক রাখ গো জ্বেলে তোমার মনে ॥
নারী-গণ শিক্ষা পেলে জড়তা যাবে,
আবার এ মৃত জাতি জীবন পাবে।
ছেলে মেয়ে মা'র কাছে না পেলে শিক্ষা।
কর্ত্তব্য-সাধনে তা'দের হবে না দীক্ষা।
জ্ঞানের আলোতে চল উর্দ্ধ পানে।
জ্ঞানালোক রাখ গো জ্বেলে তোমার মনে ॥—

(শ্রীযুক্ত হরকালী সে[illegible])

(স্বরলিপি)

অস্থায়ী

[ ] সা II রা া গা গা | গা গা গা া | গা গা া া | রা গা া গা I

জ্ঞা না • লো ক রা খ গো • জ্বে লে • • তো মা • র

I বা গা গা মা | মা া া মা | মা া মা মা | গা া া পা I

ম • • • নে ॰ ॰ এ জী ॰ ব ন আ • . • লো

১´ ২ ৩ ০
I মা গা গা রা | রা রা া গা | সা া গা া | রা া সা া I
ক • র এ জী ব ০ ন আ ০ লো • ক ০ র •

১´ ২ ৩ ০
I সা সা সা সা | সা পা পা পা | পা া পা া | পা পা া পা I
এ জী ব ন আ • লো ০ ক • র • প বি ০ ত্র

১´ ২ ৩ ০ [ ]
I পা ক্ষা সা া | পা া া া | া া া া | া া া সা II
জ্ঞা • • • নে • • • ০ ০ • • ০ • • "জ্ঞা"

অন্তরা।

২ ৩ ০
I পা পা পা পা | পা া পা া | পা া পা না II
এ আঁ ধা রজী ব • ন ০ প ০ থে ০

১´ ২ ৩ ০
II পা া পা া | পা ক্ষা পা া | পা া না না | না না া া I
আ ০ লো ০ বি ০ ০ ০ না ০ যে ও না ভ ০ ০

১´ ২ ৩ ০
I ধা ধা া া | পা া পা পা | মা া গা গা | রা া মা গা I
গি নি ০ ০ তো ০ মা য় ক ০ রি গো মা ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ০
I গা । পা পা | পা পা পা পা | পা । পা । | পা । পা না I
না ০ ০ প থ ভু লে বিপ থে ০ গে ০ লে ০ না ০

১´ ২ ৩ ০
I পা । পা । | পা ক্ষা পা । | । । না না | না না । । I
গি ০ বে ০ প্রা ০ ০ ০ ণে ০ অ্জা না লো ক ০ ০

১´ ২ ৩ ০
I ধা ধা । । | পা । পা পা | ক্ষা ক্ষা গা গা | রা । ক্ষা গা I
রা খ ০ ০ গো ০ জে লে তো মা ০ র ম ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ০
I গা । । না | না না । না | না । না না | ধা না । । I
নে ০ ০ এ জী ব ০ ন আ ০ লো ক র প ০ ০

১´ ২ ৩ ০
I র্সা র্রা । সা | না । ধা না | । । । । | । । । র্সা II
বি জ্র ০ জ্ঞা নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "জ্ঞা"

সঞ্চারী ও আভোগ।

২ ৩ ০ ১´
সা সা সা সা | সা । সা । | সা । সা । II সা । সা সা
না রী গ ণ শি ০ ক্ষা ০ পে ০ লে ০ জ ০ ড় তা

২ ৩ ০ ১´
| সা না সা বা | রা । । সা | গা । গা গা I গা গা । গা |
যা ০ ০ ০ বে ০ ০ আ বা ০ র এ মৃ ত ০ জ্যা

২ ৩ ০ ১´
| মা পা । । | মা গা । । | বা । । মা I গা । । (সা |
তি ক্ষী ০ ০ ব ন ০ ০ পা ০ ০ ০ বে ০ ০ "না"

১´ ২ ৩ ০
I গা । ।) পা | পা পা । পা | পা । পা । | পা পা । । I
"বে" ০ ০) ছে লে মে ০ যে মা ০ র ০ কা ছে ০ ০

১´ ২ ৩ ০
I পা । পা পা | গা ঋা । । | পা । । না | না না ধা । I
না ০ পে লে শি ০ ০ ০ ক্ষা ০ ০ ক র্ত্ত ব্য সা ০

১´ ২ ৩ ০
I ধা পা । । | মা মা । মা | পা । গা রা | গা । মা গা I
ধ নে ০ ০ তা দে ০ র হ ০ বে না দী ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ০
I গা । । না | মা । না মা | না । না না | ধা । না । I
জ্ঞা ০ ০ জ্ঞা নে ০ র আ লো ০ তে চ ল ০ উ ০

১　　　　　　　২　　　　　　৩　　　　　　০　　[]
I র্সা । । র্রা । পা । । ধা । না । । । । । । । র্সা I
০ ০ ০ র্ব্বে　পা ০ ০ ০　নে ০ ০ ০　০ ০ ০ "আ
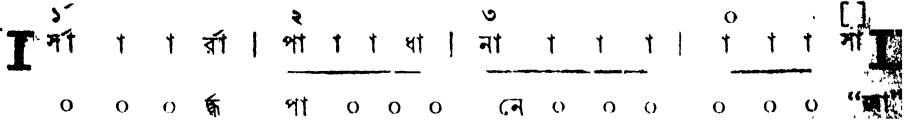
১। উপরে "( )" এইরূপ বন্ধনীর (Bracket) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে; ইহা পুনরাবৃত্তির চিহ্ন। অর্থাৎ "নারীগণ" হইতে "পাবে" পর্য্যন্ত, এই অংশটি দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে। ( ) এই চিহ্নদ্বয়ে ইহাই বুঝায়।

২। উপরে এইরূপ চিহ্ন আছে, যথা" ——" ; ইহাকে মিড় বলে।

৩। উপরে দুই স্থানে "গ" পা এবং "ব" পা এইরূপ চিহ্ন পাইবেন। অর্থাৎ স্বরের মাথায় একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্বর এবং নিম্নে বড় আকারের একটি স্বর। ইহাকে স্পর্শ-স্বর বলা হয়। অর্থাৎ উপরের ক্ষুদ্র "গ" বা "র" হইল আনুষঙ্গিক স্বর, এবং নিম্নে বড় "পা" হইল প্রধান স্বর। অর্থাৎ আনুষঙ্গিক স্বরটি প্রধান স্বরটিকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া গেল।

৪। অপরাপর চিহ্নাদির নথ দর্পণ অগ্রহায়ণ মাসের "বামাবোধিনী"তে প্রকাশ করা হইয়াছে। সঙ্গীত প্রিয়া পাঠিকারা যদি অন্ততঃ স্বরলিপি-যুক্ত "বামাবোধিনী"র এক এক সংখ্যা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন, তবে উক্ত পদ্ধতির চিহ্ন-সমূহ পড়িতে তাঁহাদের কোনই অসুবিধা ঘটিবে না। কারণ "বামাবোধিনী"তে স্থানাভাব-বশতঃ প্রতিবারে আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। কেবল যে-কয়েকটি নূতন চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে, সেইগুলিরই ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে।

ভ্রম-সংশোধন।

(ক) অগ্রহায়ণের স্বরলিপির নাম "আকার-মাত্রিক-স্বরলিপি"। ইহাতে আকার ("।") না বসাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজী অক্ষর "r" বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ গুলি সমস্ত বাঙ্গালা আকার ("।") হইবে।

(খ) ২৯৬ পৃষ্ঠায় (২) নম্বরে কোমল "ঋ"র পরিবর্ত্তে "দা" হইবে "দা"—কোমল ধা, অর্থাৎ কোমল ধৈবত।

শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সহসা বাহিরে একটা গোলমাল শুনিয়া নমিতা চ্যাচাচ্ছে ?" মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "তাই উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল; সবিস্ময়ে বলিল, "কে দেখ দেখি!"

"কি হয়েছে ঠাকুর, কি হয়েছে ?—"এই বলিতে বলিতে পড়া ফেলিয়া অন্য ঘর হইতে, দ্রুত-ঘর্ষিত-পাদুকায় অভ্যন্তরে আধ্‌খানা পা ঢুকাইয়া, বিমল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।

নমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কে চ্যাঁচা-মেচি করছে, বিমল ?—"

"বোল্‌তে পারি না ; পাঁড়ের গলা পাচ্ছি যেন। দেখি গে, ও-দিকের বারেণ্ডায়—!" এই বলিয়া বিমল উৎসুক-ভাবে অগ্রসর হইল। নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল ; সুতরাং অজ্ঞাত আগ্রহে অধীর শীল এবং সমিতাও দিদির পিছু লইল।

বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া সকলে দেখিল, সেই পীড়িত বালকটীকে গৌরী-পাঁড়ে প্রচণ্ড আস্ফালনে ধমক-ধামক দিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "আবি হিঁয়াসে নিকালো।" এবং গৌরী-পাঁড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহার প্রিয়-সহচর শঙ্কর তাহার সুরে সুর মিলাইয়া খুব রুখিয়া ঝুঁকিয়া সবিক্রমে বাহাদুরী-ব্যঞ্জক কর্ত্তৃত্ব ফলাইবার চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু পারিতেছে না,—হাসিয়া ফেলিতেছে। অনুকরণের অভিনয় তাহার ধাতে আদৌ পোষাইতেছে না, তথাপি সে হটিবার পাত্র নহে ; রামায়ণ-গানে গায়কের দোহার-গণের অদ্ভুত-রকম হাত-মুখ-নাড়ার তালে তালে শব্দ-উচ্চারণের স্থলে 'গঠণের' স্থলে 'ঠন্'-শব্দে পর্য্যবসিত সুর-ধারার মত, শঙ্করের লম্ফ-ঝম্ফ, পাঁড়ের বকাবকির অনুকৃতিতে, হাস্যোদ্দীপক-রূপে প্রকটিত হইতেছে। পাঁড়ের প্রতিকথার পিছনে তাহার দুটা কথা শুধু বেশ পরিষ্কারভাবে শুনা যাইতেছে, "অলরাইট, আলবৎ উঠনে হোগা ; সেকেঙ্গা বোল্‌নে কভি নেই চলেগা !"

বিমল সকলের আগে আগে চলিয়াছিল। দূর হইতে শঙ্করের বিপন্ন-পীড়িতের প্রতি সহৃদয়তা-পূর্ণ (?) আদেশ ও উপদেশের তম্বি দেখিয়া সে হো-হো-শব্দে হাসিয়া বলিল, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ বীর-ভদ্র ! স্থিরোভব।—হয়েছে কি ?"

নমিতা যে বাড়ীতে আছে, তাহা গৌরী-পাঁড়ে বা শঙ্কর-ভৃত্য আদৌ জানিত না ; সুতরাং হঠাৎ তাহাকে সকলের সহিত উদ্বেগপূর্ণ-বদনে দ্রুত বাহির হইতে দেখিয়া, ভৃত্য ও পাচক অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া এক পাশে দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল ও লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল যে, তাহাদের দিদিমায়ের অগোচরে যথেচ্ছভাবে প্রেত-কীর্ত্তনের আমোদ জমাইতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহার সুগোচরে এমন ভাবে —?—আরে রাম !

শঙ্কর, গৌরী-পাঁড়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাত কচলাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া একটা কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, বিমল রহস্য-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিল, "থাক্ আর সাফাই গাইতে হবে না ; ব্যাপার বুঝেছি।"

নমিতা মৃদু-বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভ্রূ-কুঞ্চন সহ ভৃত্য-গণের প্রতি একবার দৃষ্টি-ক্ষেপ করিল ; তাহার পর বিমলের দিকে চাহিয়া ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "হেসো না !"

বিমল অপ্রতিভ হইল। ভৃত্য-দ্বয়ের আচরণ যতই হাস্যোদ্দীপক হউক, কিন্তু বিমলের পক্ষে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহাতে হাসাটা যে মোটেই উচিত হয় নাই, নমিতার ঐ একটী কথায় বিমল এতক্ষণে তাহা যেন স্পষ্টরূপে বুঝিল। সে সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "হাসি নি ; শঙ্করের বাঁদ্‌রামি দেখে—।"

নমিতা কোনও কথা না বলিয়া বিমলের পাশ কাটাইয়া আসিয়া পীড়িত বালকের নিকটে বসিল ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুর !"

"জী, মায়ি !" এই বলিয়া বালক রোগ-ক্লিষ্ট মুখ-খানি ফিরাইয়া বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিল। নমিতা

দেখিল তাহার কালিমাঙ্কিত দৃষ্টি-কোণে ক্ষুদ্র এক বিন্দু অশ্রু চক্-চক্ করিতেছে! মমতায় মন ভরিয়া উঠায় সহসা নমিতারও দৃষ্টিতে একটা দুর্ব্বলতা পরিস্ফুট হইবার উপক্রম হইল; তাড়াতাড়ি আত্ম-সংবরণ করিয়া, কণ্ঠ ঝাড়িয়া নমিতা বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিল। অনতিকাল-পূর্ব্বের পৃষ্ট প্রশ্নগুলা পুনশ্চ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। বালক ধুঁকিতে ধুঁকিতে প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল।—

বালক ও তাহার চাচাত ভাই চাকরী করিবার জন্য 'দেহাদ্' হইতে এখানে আসিয়াছিল কিন্তু ভাইটি তাহার, এখন প্রভুর সহিত স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কাজেই অসুখে পড়িয়া বালক এখন একান্তই গত্যন্তর-হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা শুনিয়া লজ্জার ত্রুটি-সংশোধনের উপায়-চিন্তারাগ বিমল-কুমার এইবার সুবিধা বুঝিয়া গম্ভীরভাবে সহৃদয়তা-পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, বেশ ত, আমরা তোমায় হাঁস-পাতালে ভর্ত্তি করে দেব; তোমার কোন ভাবনা নেই।"

বিমলের কথা শুনিয়া, সহসা একটা অসহায় ব্যাকুলতার পীড়নে পীড়িত বালকের চোখে-মুখে বিবর্ণ পাণ্ডুতা জমাট বাঁধিয়া উঠিল! দ্রুত উত্তে-জনায় অসহিষ্ণু বালক কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া, বিমলের মুখ-পানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে থামিল; মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে ভীতি-বিকল কণ্ঠে আপন-মনে শুধু দুইবার বলিল, "হাঁ—হাঁস্পাতাল, বাবুজী, হাঁস্পাতাল!"

নমিতা স্থির-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিল; তাহার পর ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কোমলভাবে বলিল, "না না, তোমায় আমি হাঁসপাতালে পাঠাব না; তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাক। এইখান থেকেই আরাম হবে যাবে। ভয় কি?"

'ভয় কি?' এই কথাটা বলিতে বলিতে, সহজ অপরিসীম করুণার আশ্বাসে, অভূতপূর্ব্ব সাহসে ও বিশ্বাসে নমিতার নিজেরই সমস্ত হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল! ঐ 'ভয় কি'র সান্ত্বনাটুকু সেই পীড়িত বালকের অবসাদ-ক্ষিন্ন চিত্তে। কোমল সমবেদনার প্রলেপ ঢালিয়া দিল, কি নিজেই অন্তরাত্মার মধ্যে তাহার সার্থকতাটুকু হর্ষের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিল, তাহা হঠাৎ যেন নমিতা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, ঐ শব্দ উচ্চারণের মুহূর্ত্তে তাহাকে কে যেন এক নিমেষে দুঃসহ বন্দিত্বের ক্লেশ হইতে বিরাট মুক্তির মাঝে নিষ্কৃতি দান করিল! ঐ বালকের মর্ম্মগত ক্লিষ্ট অস্বস্তির সহিত তাহার নিভৃত গোপন চিত্তের সুপ্ত অতৃপ্তিও যেন এতক্ষণ দুশ্ছেদ্য-বন্ধনে বিজড়িত ছিল, সম্মুখস্থ নিরুপায় বালকের অনিচ্ছুক মনো-বৃত্তির ক্ষুণ্ণ অভিশাপ এতক্ষণ নমিতার মানসিক শক্তিকে যেন জড়তাদ্বারা অভিভূত করিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল; এইবার যেন নমিতা নিজের সাহসের জোরে ফাঁশ ছিঁড়িয়া, স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আপনাকে সহজ-ভাবে ফিরিয়া পাইয়া বাঁচিল!

প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া, নমিতা ডাকিল, "বিমল!"

"আমায় কিছু বল্‌ছ?"—এই বলিয়া বিমল অগ্রসর হইল।

নমিতা বলিল, "একবার এ-দিকে এস।"

উভয়ে বারেন্দার অপর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। নমিতা ঈষৎ হাসির সহিত কোমল কণ্ঠে বলিল, "তুমি ভাই সেলুন-সুশীল নও। সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে তোমার মতামতও আমার সকল বিষয়ে নেওয়া উচিত। কি বল—?"

"কি-সম্বন্ধে বল দেখি?" ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বিমল বলিল, "আবার বুঝি চাকর-বাকরদের কাউকে ছাড়াতে, না, রাখ্‌তে হবে? নাঃ, আমায় এসব মুস্কিলে জড়িও না দিদি! তোমাতে মায়েতে বুঝ্‌বে আমি কি তাতে অমত কর্‌তে পারি?"

"না, চাকরদের কথা নয়, অন্য কথা। শোন।" বলিয়া নমিতা পীড়িত বালক-প্রমুখাৎ শ্রুত তাহার অবস্থার কথা সংক্ষেপে সমস্ত বিবৃত করিল।

বিমল নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "এই সময় বিপন্নের সাহায্য কর্‌তে হয়, তাতে কোন ভুল নেই; কিন্তু ওর অসুখে যখন সংক্রামকতার ভয় রয়েছে বলছ, তখন ছেলে-পিলের বাড়ীতে— ?"

নমিতা চিন্তিতভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর দারুণ অসহিষ্ণুতায় সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নাঃ, অন্যায় স্বার্থপরতা চল্‌বে না বিমল! ও যদি আমাদেরই নিজের ভাই হোত, তা হলে সংক্রামকতার ভয়ে ওকে কোন্ খানে রাখতুম, বল দেখি?"

কুণ্ঠিত হইয়া বিমল বলিল, "অবশ্য, কাছেই হাসপাতালে যখন সেবা-শুশ্রূষার সুবিধা রয়েছে, তখন—?"

ঈষৎ-তীব্রভাবে নমিতা বলিল, "সুবিধার জন্যে হৃদয়-হীনতা প্রকাশ করাই কি উচিত? হাসপাতাল তোমার আমার পক্ষে কাছে, কিন্তু ঐ লোকটার পক্ষে—?"

পরক্ষণে, নিজের রূঢ়তায় নমিতা নিজেই যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। কথাটা খুবই সোজা, কিন্তু উহা এমন রুক্ষভাবে না উচ্চারণ করিলেও কোনও ক্ষতি হইত না! অনর্থক শুধু ছোট ভাইটির মনে কষ্ট দেওয়া হইল মাত্র! অনুতপ্ত নমিতা তাড়াতাড়ি ভ্রাতার পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিল, "নার্শিং এর কথাটা বাদ দিলেই ভাল হোত ভাই! আমি নিজে কি? তবে—।" ক্ষণ-কাল চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আপন-মনেই বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাক্। ভগবানের ইচ্ছায় যা হো'ক ব্যবস্থা হবেই। এখন আপাততঃ আমাদের কাজ ত আমরা করে যাই।"

বিমল বলিল, "চিকিৎসার ভার তুমি নিজেই হাতে রাখ্‌বে?"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "সে যে একান্তই দুঃসাহস! তবে হ্যাঁ, দু'এক দিন কিছু চেষ্টা কোরে দেখ্‌লে বিশেষ ক্ষতি হবে না, বোধ হয়।"

বিমল চুপ করিয়া রহিল। একটু ভাবিয়া নমিতা পুনশ্চ বলিল, "ভাল কিছু কর্‌তে হলে, মন্দের বিপদ্-বাধা ও দুঃখ-কষ্টের মুখ তাকিয়ে ইতস্ততঃ কর্‌লে চল্‌বে না; মঙ্গলের জন্যেই অমঙ্গলকে সাহস কোরে ঘাড়ে তুলে নিতে হবে। তার জন্যে, হয় ত, অনেক অনর্থক কষ্টের অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য কর্‌তে হবে, কিন্তু সেই ভয়টাকেই বড় করে দেখ্‌লে চল্‌বে না। তার চেয়েও বড় কাজ হচ্ছে,—'আমাদের কর্ত্তব্য!' — সে কর্ত্তব্যটুকু প্রাণ-ভরা শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সঙ্গে যথাযোগ্যভাবে পালন না কর্‌লে, আমরা মঙ্গলের মূর্ত্তিই যে কখনো দেখ্‌তে পাব না! বিমল! মনে আছে বাবার কথা?—তাঁর জীবনে ত কর্ত্তার মত 'বড় কাজ' ঢের ছিল; কিন্তু তাঁর 'কর্ত্তব্য' যা, তা যত ছোট-কাজের বেশেই তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়াক্ না, তিনি সেইটুকুই সকলের আগে পূর্ণ নিষ্ঠায় সম্পন্ন কর্‌তেন।—তাঁর সে শিক্ষা—!"

নমিতার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কণ্ঠ-স্বর ধরিয়া আসিল! বক্তব্যটুকু শেষ না করিয়া সে আত্মসংবরণের জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া পায়-চারী করিবার ছলে, বারেণ্ডার প্রান্ত অবধি চক্র দিয়া ঘুরিয়া আসিল। পিতার পুণ্য স্মৃতিটুকু তাহার প্রাণের মধ্যে যেন সহসা একটা অস্বাভাবিক

প্রেরণার মত অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করিল! সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা দৃঢ়-নিশ্চয়তাপূর্ণ-বদনে বিমলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া ধীর-কণ্ঠে বলিল, "প্রধান আপত্তি,— ডাক্তার মিত্রের সম্মানটুকু—।"

বাধা দিয়া বিমল বলিল, "তর্ক কচ্ছিনে, দিদি! কিন্তু ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে আমাদের এমন কি স্বার্থ জড়িয়ে আছে, যার জন্যে—?"

"আছে বৈ কি—!" দুঃখের হাসি হাসিয়া নমিতা বলিল, "তোমার কাছেও এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে, এটুকু মনে করি নি। —যাক্, অন্য নজীর থাক্; আপাততঃ তিনি আমার স্বদেশীয়, আমার মাননীয় প্রতিবেশী। ভাই বোলে, তাঁর অসাবধানতার ক্রটি যদি কিছু সংশোধনের চেষ্টা করি—অবশ্য চেষ্টার সুযোগটা যখন হাতের কাছে এসে পড়েছে—তখন তাতে আপত্তি কি? মোট কথা, ছেলেটিকে বাড়ী থেকে অন্যত্র বিদেয় করা অসম্ভব।"

বিমল। তুমি মনে কোরো না, দিদি, ওকে বাড়ীতে রাখা আমার অনিচ্ছে। তবে—।

নমিতা। সে জানি,—জানি বলেই এতগুলো অনাবশ্যক বকুনী বক্‌লুম; এখন এস।

উভয়ে বারেণ্ডার মোড় ঘুরিয়া পীড়িত বালকের নিকট চলিল; কিন্তু সেখানে উপস্থিত সকলের কৌতূহলপূর্ণ উৎসুক-দৃষ্টি পীড়িত বালকের নিকটে উপবিষ্ট একজন নবাগত ব্যক্তির প্রতি স্থির-নিবদ্ধ দেখিয়া, নমিতাও সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিল; —এ কি সুর-সুন্দর তেওয়ারী!

মুহূর্ত্তে নমিতার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল,—"সুরসুন্দরও আসিয়া জুটিল! —ভাল হইল না।"

কিন্তু ভাল না হইলেও, ভালটা যে কেমন করিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে হওয়ান দরকার, নমিতা তাহাও ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। যোগ্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবার জন্য নমিতা সুরসুন্দরকে যেন দেখিতে পায় নাই, এইরূপভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যমনস্ক-ভাবে বিমলের পিছু পিছু অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু কর্ত্তব্য কিছুই স্থির হইল না; উল্টা তাহারই অসন্তোষ, এবং আত্মগোপন চেষ্টার মিথ্যা ছলনাটুকু, তাহার নিজের নিকটই নিজেকে হীন অপরাধী করিয়া তুলিল। কুণ্ঠা-ক্লান্তির ক্ষুব্ধ-ধিক্কারে অধীর, নমিতা ভাবিল,—ছিঃ, নিজের হস্তে নিজের একি মূঢ় লাঞ্ছনা!—সে না পরের ক্রটি সংশোধনের জন্য, প্রাণের মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া কাজের পথে বাহির হইয়াছে?—কিন্তু নিজের ক্রটি-সংঘটনের সময় তাহার একি নিষ্ঠুর আত্ম-প্রবঞ্চনা!

পীড়িত বালকের কণ্ঠে, কপালে, আদর করিয়া হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা-রত সুরসুন্দরকে দেখিয়া বিমল বলিল, "নমস্কার, আপ্‌নি কতক্ষণ—?"

"এই মাত্র," এই বলিয়া মুখ তুলিয়া প্রতিনমস্কারের উপক্রম করিতে গিয়া, সুরসুন্দর, বিমলের সহিত নমিতাকেও আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গূঢ় আত্মগ্লানি-পীড়নে ক্ষোভারক্ত-বদনা নমিতা, তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া, নিতান্ত সহজভাবে প্রশ্ন করিল, "আপ্‌নি কি হাঁসপাতাল যাচ্ছিলেন?"

সুরসুন্দর। আজ্ঞে হ্যাঁ—।

সুশীল তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সসৌজন্যে সুরসুন্দরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "বৃষ্টিটা এখুনি বড্ড জোরে চেপে আস্‌বে, বোধ হয়। একটু বসবেন চলুন—।"

সুশীলের 'বোধ হয়' এর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে গেলে, সুরসুন্দরের প্রত্যক্ষ 'বোঝা'-টার সম্বন্ধে কোন হেস্ত-নেস্ত হয় না; সুতরাং, সুরসুন্দর তাহার শিষ্টাচারের প্রত্যুত্তরে শুধু একটু প্রসন্ন কোমল হাসি হাসিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,

...ক্তার-বাবুর বামুন-টি আপনার বারেণ্ডায় এসে ...য়ে আছে দেখে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্যে ...নে উঠেছিলুম।"

কি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য,—নমিতার তাহা ...াসা করিতে সাহস হইল না। সে শুষ্কমুখে ...পে বলিল, "হ্যাঁ, ছেলেটি এখানে এসে ...ছে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুরসুন্দর বলিল, ...কুমার অবস্থা তেমন সুবিধে বোধ হচ্ছে না; ...রকম উত্থান-শক্তি-রহিত বল্লেই হয়। ডাক্তার-...কে একটু খবর দেওয়া কি--?" সুরসুন্দর এই-...ন থামিয়া পুনশ্চ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ঐ অর্দ্ধোক্তির অস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু হইতেই নমিতা ...ঝা লইল,—সুরসুন্দর ইতোমধ্যেই বালকের নিকট ...তে সমস্ত গোপনীয় ও প্রয়োজনীয় সংবাদটুকু ...য় করিয়া লইয়াছে। নমিতা ক্ষণেকের জন্য ...লিত হইল, পর-মুহূর্ত্তে জোর করিয়া শক্ত হইয়া ...কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কর্‌বেন, ডাক্তারবাবুকে এ ...টুকু জানানো মানেই—তাঁকে অপমান করা। ...কিন্তু একান্তই অনুচিত। এ সামান্য বিষয় ...ে যাওয়াই ভাল।—কিছু মনে কর্‌বেন না।"

বিস্ময়-স্তব্ধ-ভাবে এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ...ন্দর ধীরে ধীরে বলিল, "রুগীটি থাকবে ...য়?"

"আমাদেরই বাড়ীতে," বিমল বলিল, "এসে ...ন আমাদেরই বাড়ীতে শুয়েছে, তখন আমাদেরই ...য়া,—ওর দেখা-শোনার ভার নেওয়া—।"

সুরসুন্দরের নিকট এমনভাবে এ পরিচয়টা দান ...নমিতার আদৌ পছন্দ হইল না; তাহার ...হইল, কর্ত্তব্য-জ্ঞানী ভ্রাতাটির স্কন্ধ ধরিয়া ...িয়া সে একবার তাহার ভার-বহন-শক্তির ...টা বুঝিয়া লয়! কিন্তু সেটুকু বুঝিবার সময় ও সাবকাশ রহিল না; পর-ক্ষণেই নমিতা যাহা ভয় ও সন্দেহ করিতেছিল, ঠিক তাহাই ঘটিয়া গেল। সুরসুন্দর বিমলের কথা শুনিয়া সোৎসাহে সানন্দে বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ বিমল বাবু! এর পরে আর আমার কোন কিছুরই জান্‌বার শোন্‌বার কৌতূহল নেই। আমার অনধিকার-চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। একটি অনুরোধ—আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য সম্ভব-পর হয়, তবে অনুগ্রহ করে—।"

সুবিধান্বেষী বিমলকুমার তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "অবশ্য, অবশ্য। অনুগ্রহ কি বল্‌ছেন? আমরা সাদরে গ্রহণ কোর্ব্বো আপনার সাহায্য? (মাথা নাড়িয়া) যদি, কেন? নিশ্চিতই প্রয়োজন!"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিমল পাছে আরও বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে, ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সে-পথ বন্ধ করিবার জন্য নমিতা বলিল, "আমি বাড়ীর ভেতর এর শোবার বিছানা ঠিক করে গুছিয়ে আস্‌ছি। সেলুন, একবার এস; দরকার আছে।"

সমিতা অগ্রসর হইল। চৌকাঠ অতিক্রম করিতে উদ্যতা নমিতা সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের উদ্দেশ্যে বলিল, "এ ব্যাপারটা যেন কারুর কানে না ওঠে; এমন কি মিস্ স্মিথেরও নয়।"

বিস্মিত সুরসুন্দর বলিল, "স্মিথেরও নয়! কেন? তাঁকে জানাতে আপত্তি কি?"

নমিতা। প্রয়োজনাভাব।

সুরসুন্দর। চিকিৎসা, শুশ্রূষা বা পরামর্শের জন্যে—?

একটু কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা বলিল, "স্বতন্ত্র চিকিৎসকের ব্যবস্থায় হানি কি?"

সুরসুন্দর। কিছু না; তবে তিনি মহৎ-হৃদয়া।

"জানি", প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া নমিতা বলিল, "সম্মানে শ্রদ্ধায় তিনি আমার মাতৃ-স্থানীয়া; তাঁর মহত্ত্বের জন্য আমি তাঁকে গভীর ভক্তি করি। তাঁর

সৌহৃদ্য ও স্নেহের মূল্যও আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু তবুও জাতীয়তা হিসাবে, (কাশিয়া) তাঁর সম্পর্ক আমার দূর। তা ছাড়া, আমার স্বদেশের গর্ব্ব, গৌরবের নিদর্শন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কারো ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য-কলঙ্কের অপমান, বা বেদনার কাহিনী যা তাঁব গত সহৃদয়া মহিলাকে শুনিয়ে আমি সুখী বা সন্তুষ্ট করতে পারব না, তা তাঁকে জানাতে আমি একান্তই অনিচ্ছুক। ক্ষমা কোর্ব্বেন, তাঁর সহানুভূতি আমার পক্ষে সকল সময়ে লোভনীয়, কিন্তু এ রকম কোন অসহনীয়!"

নমিতা আর দাঁড়াইল না। স্তম্ভিত-মুগ্ধ সুর সুন্দবের হাত ধরিয়া বিমল বলিল "আসুন!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। আমাদিগের রাজমাতা যুদ্ধে ব্যাপৃত ভারতীয় সেনাদিগকে, তাহাদিগের শৌর্য্যবীর্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ, একখানি ঢাল ও একটী পতাকা উপহার দিয়াছেন।

২। নূতন ব্যবস্থায় যুদ্ধে সমধিক ফল লাভের আশায় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এস্কুইথ স্ব-পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমর-সচিব মিঃ লয়েড্ জর্জ্জই এক্ষণে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি, ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কুর্জ্জন, বুয়ার যুদ্ধের নায়ক লর্ড মিল্নার, রক্ষণশীলদলের নেতা মিঃ বোনার ল, শ্রমজীবি-দলভুক্ত মিঃ হেণ্ডর্সন—এই পঞ্চজন যুদ্ধের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আরও ২৭ জন মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কেবলমাত্র বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদন করিবেন, মন্ত্রি-সভার সভ্য হইবেন না। মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ প্রধান-মন্ত্রী হইয়া যে-সকল কার্য্য করিবেন, তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। তিনি বাণিজ্য-পোত-সকল অস্ত্র-সজ্জিত করিবেন; শীতাবসানে বসন্তাগমে শত্রু-সৈন্য প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিবেন; ১৬ হইতে ৬০ বর্ষ বয়স্ক সমস্ত লোককে যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন; জর্ম্মনীকে জাহাজ দ্বারা এরূপ বেষ্টন করিবেন যে, একরতি বিদেশীয় দ্রব্যও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; প্রত্যেক ব্যক্তিকে আহার্য্য-ক্রয়ার্থ টিকিট দিবেন; তাহাতে কত আহার ক্রয় করিতে পারিবে তাহা লেখা থাকিবে; অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের উপায় করিবেন; যুদ্ধে অনাবশ্যক ব্যবসায়, বিলাস-দ্রব্যের আমদানী, ক্রয় ও ব্যবহার বন্ধ করিবেন; সপ্তাহের কয়েক দিন মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে;—এইরূপ নিয়ম করিবেন।

৩। সম্রাট্ মিঃ এস্কুইথকে "লর্ড" উপাধি দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সম্মান গ্রহণ করিতে অসম্মত।

৪। মিঃ শেলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রয়াল সসেক্স সৈন্য-দলের লেফটেনাণ্ট। তিনি আকাশ-যুদ্ধ শিক্ষা করিতেছেন।

৫। ফরাসী সমরবিভাগ এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯১৬ সালে মিত্রশক্তিগণ ৫,৮২,৪২৩ জন শত্রুসৈন্য বন্দী করিয়াছেন। মিসর ও পূর্ব্ব

আফ্রিকায় যাহারা বন্দী হইয়াছে, তাহাদিগকে ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। ফরাসীরা মোট ৭৮৫০০ সৈন্য কয়েদ করিয়াছে—ভার্ডুনে ২৬,৬৬০ ও সোমে ৫১৮৪০ জন। ইংরেজেরা ৪০৫০০ জনকে, ইটালীয়ানেরা ৫২,২৫০ জনকে, রুষেরা ৪ লক্ষ শত্রুসৈন্যকে এবং সার্ব্বিয়ায় ১১,১৭৩ জনকে বন্দী করিয়াছে। ১৯১৬ সালে এক ফ্রান্সেই শত্রুপক্ষেব ১০ লক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

৬। ভারতবর্ষ হইতে বহু সহস্র গাধা ও গাধাব রাখাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইযাছে। অমৃতসব জেলা ১২১১, গুজারাত ৮১১, সাপুব ৭৩১, ঝেলম ৬৪৭, লায়ালপুর ৪০৩ ও আটক ৫৪৬ জন রাখাল পাঠাইয়াছে। এক আটক জেলা হইতে যুদ্ধেব জন্য এপর্য্যন্ত ৪ হাজার লোক সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

৭। গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন, ইংলণ্ডের পতিত জমি দখল করিয়া তাহাতে খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদন করিবেন।

৮। যুদ্ধ-ব্যয় সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে বিলাতে সপ্তাহে এক দিন করিয়া মাংসত্যাগের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রকাশ,—ইটালী এই জানুয়ারি হইতেই সপ্তাহে দুই দিন করিয়া মাংস-ত্যাগেব ব্যবস্থা করিয়াছে।

৯। ইংলণ্ডে আহার্য্য দ্রব্য দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে, হোটেলে সন্ধ্যাকালে ৩ পদের বেশী ও অন্যান্য সময়ে ২ পদের বেশী আহার দেওয়া হইবে না। ঝোল ও ফল অর্দ্ধপদ বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। শুনা যায়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র মদ্য বিক্রয় ও মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবেন। যে মদ মজুত আছে গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রয় করিয়া তাহা গোলা-গুলি নির্ম্মাণে ব্যবহার কবিবেন। ইংলণ্ডে কেহ মদ খাইবে না, কোথাও মদ কিনিতে পাওয়া যাইবে না।

১১। প্রকাশ, তিন বৎসরের কড়ারে বার্ষিক শত করা ছয় টাকা সুদে, ইংলণ্ড জাপানের নিকট হইতে পনেব কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১২। রুষ গবর্ণমেণ্ট কাষ্ঠের চালান বন্ধ করায় সুইডেন দিয়াসালায়ের আকার ছোট করিবে।

১৩। গবর্ণমেণ্টের আদেশ, কয়লার অপ্রাচুর্য্য-হেতু ইংরাজরাজের অধিকব-ভুক্ত স্থান ব্যতীত কুত্রাপি ভাবতবর্ষ হইতে কয়লা রপ্তানি হইবে না।

১৪। কমার্স এই জনরব প্রচার করিয়াছেন যে, ভারতের ডাক ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া যুদ্ধ জাহাজে পার হইবে, আর যাত্রীর জাহাজ আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে যাতায়াত করিবে।

১৫। পূর্ব্বে কলিকাতার পর্দ্দানশীন মহিলাদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র ভ্রমণোদ্যান-নির্ম্মাণের প্রস্তাব অনেকের আপত্তি-বশতঃ পরিত্যক্ত হয়। ঐরূপ উদ্যান নির্ম্মাণের প্রস্তাব পুনরায় উঠিয়াছে; কিন্তু এবার “পর্দ্দানশীন” কথাই নাই। কলিকাতার মহিলাদিগের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা ঐ উদ্যানে বিচরণাদি করিতে পারিবেন, এবার এই প্রস্তাব হইয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর অন্যতম কমিশনার ডাক্তার ব্যাঙ্কস প্রস্তাবের কর্ত্তা। প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে বিবেচনার ভার একটী কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে।

১৬। চিরুণি নির্ম্মাণের উপকরণ (সেলুলয়েড) প্রস্তুতের নিমিত্ত যশোহরে একটী কারখানা বসিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আসিয়াছে।

১৭। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ,—শ্রীমতী রেজিনা গুহ, এম-এ, বি-এল, রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপিকা নিযুক্তা হইবেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 642. —— February, 1917

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ।	মাঘ, ১৩২৩। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭।	১১শ কল্প।
৬৪২ সংখ্যা।		১ম ভাগ।

গান।

বিভাস—একতালা।

(আজি) স্বাগত ভগিনি! এ নব বাণী-মন্দির-দ্বারে।
(হের) আপনি প্রকৃতি আরতি করি বন্দিছে কারে!
গায় পিক-বধূ ললিত তানে, হাসে ফুল-বালা
আকুল প্রাণে,
সাজায় অর্ঘ্য মধুর মলয় নন্দন-ধারে।
ভূলোকে পুলক জাগে অমরার, কে ডুবিতে
চাও আলোক-মাঝার,
কে লভিতে চাও পূজা অধিকার নিখিল
বিশ্ব-পারে?
সকল বিঘ্ন দলি পদতলে, এস গো সকলে
এস কুতূহলে,
নবীন চেতন-মন্ত্র ধ্বনিবে চিত্তাগারে।*

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

* ডাঃ খাস্তগিরী বালিকা-বিদ্যালয়ের নব-নির্ম্মিত-গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে রচিত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন।

পাশ্চাত্য ঋষি Emerson বলিতেছেন—"I count him a great man who inhabits a higher sphere of thought into which other men rise with labour and difficulty." যাঁহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তারাজ্যে বাস করেন, তাঁহারাই জগতে মহাত্মা নামে অভিহিত; সমাজের অপরাপর জনসাধারণ কঠিন পরিশ্রম সহকারে তাঁহাদিগের পদচিহ্ন অনুসরণ করিবার প্রয়াস পায়। রাজা রামমোহন রায় এই সকল মহাত্মাদিগের অন্যতম। ভারতমাতা যে-কয়েকটী উপযুক্ত সন্তানের জননী বলিয়া মাতৃগৌরব লাভ করিয়াছেন এবং জগতের সভ্য সমাজে পূজা পাইতেছেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। রাজার জীবনালোচনার পূর্ব্বে, সকল মহাত্মাদিগের সহিতই সমগ্র-জাতির, সমগ্র-দেশের এবং সমগ্র জগতের কি সম্বন্ধ, তাহা যৎকিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। যুগে, যুগে, এক-একটী মহাত্মার প্রতিভার পুণ্য-কিরণে জগতে নব নব উষার আবির্ভাব হইয়াছে। ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি মানব-জাতির বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের মহাশক্তি এবং অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশিত রহিয়াছে! জগতের যাঁহারা গৌরব, মানবজাতির ইতিহাসে যাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, যাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া যুগে-যুগে, মানব-সমাজ নিয়ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সেই-সকল মহাপ্রাণদিগের স্মৃতিও আমাদের কত আদরের বস্তু, কত সযত্নে রক্ষিত অমূল্য ধন! মহাত্মাদিগের জীবন পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করিয়া আমরা নিজ-জীবনে শক্তি সঞ্চয় করি। সেই এক পুণ্য-কাহিনী আজ আলোচনা করিতে আসিয়াছি, তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া যৎকিঞ্চিৎ বলিব।

যে-সকল মহাত্মাদিগের অভ্যুদয়ে জাতীয় জীবনে নব-যুগের সৃষ্টি হয়, তাঁহাদিগের জন্ম-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদিগের জন্ম, বুঝি, আকস্মিক ঘটনা,—সমাজের সাধারণ নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের জন্ম হয় না; সমাজ (society) বুঝি, তাঁহাদিগকে জন্ম দেয় না। স্বর্গ হইতে আকস্মিক কারণ-বশতঃ যেন তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। মহাত্মাদিগের জীবনে আমরা অসাধারণ কিছু যে পাই, তাহা অস্বীকার করা বৃথা। কিন্তু সেই অসাধারণত্ব সামাজিক নিয়মেরই ফল-স্বরূপ। প্রত্যেক মানবই সমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে (organically) যুক্ত। মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়; কারণ, তাঁহারা তো সমাজের সহিত বিশেষ-ভাবেই যুক্ত,—তাঁহারাই সমাজের প্রাণ। সাধারণ মানবের সহিত তুলনায় তাঁহাদিগের জীবনে বিশেষত্ব দেখিতে পাই, সেইজন্য তাঁহাদিগকে 'মানব-দেবতা'-নামে অভিহিত করি। গ্রীস্-দেশের পৌরাণিক কাহিনী-সকল পাঠ করিলেও দেখি যে, তাঁহাদিগের Heroes অর্থাৎ বীরদিগের চরিত্রে কিঞ্চিৎ দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছে, যাহাকে আমরা ইংরাজীতে Super-human element বলিতে পারি। তাঁহাদিগের দেহের গঠনে, আকৃতিতেও এই দেবভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মহাত্মাদিগের জন্ম নিশ্চয়ই এক একটী অলৌকিক ব্যাপার নহে। জাতিই ইঁহাদিগকে জন্ম দেয়— জাতীয় সম্পত্তি-দ্বারাই ইঁহাদিগের চরিত্র গঠিত। ইঁহাদিগের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এই যে, জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইঁহারা জাতিকে পুনর্জ্জন্ম প্রদান করেন। স্বাভাবিক প্রণালীতেই ইঁহাদের জন্ম, কিন্তু ইঁহাদিগকে এক একটী বিশেষ সৃষ্টি (a special creation.) বলিতে পারি। বিশেষ কালে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বিশেষ শক্তি লইয়া ইঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেই বিশেষত্ব-দ্বারাই ইঁহারা জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠিত করেন। সমাজ ইঁহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী; অপর পক্ষে, সামাজিক জীবনে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমাজকে নিজ কার্য্যক্ষেত্র করিতে পারেন বলিয়া ইঁহারাও সমাজের নিকট বিশেষ ঋণী।—"Geniuses are more indebted to society than the common people."

রাজার জীবনের বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে তৎকালীন দেশের অবস্থার কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক। অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে জগতে এক মহা-বিপ্লবের সূচনা হইতেছিল। সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া স্বাধীনতার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাণগত চেষ্টা সকলে অনুভব করিতেছিলেন। ইংলণ্ডীয় মহাসভায় Burke, Fox, Chatham প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তেজস্বিনী বক্তৃতায় দেশবাসীকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। "সভ্যতার খনি" ফরাসী-ভূমিতে মহাবিপ্লবের আন্দোলন চলিতেছিল। Voltaire, Rousseau র ঐন্দ্রজালিক-লেখনী ন্যায় ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা-দ্বারা জাতীয়-বিপ্লব উদ্দীপিত করিতেছিল। Franklin, Washington প্রভৃতি আমেরিকা-বাসিগণ মাতৃভূমির স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু ভারতে? ভারতে তখন ঘোর দুর্দ্দিন। ভারতের অতিপ্রাচীন দুইটী প্রবল প্রতাপ শক্তি —হিন্দু ও মুসলমানের প্রভাব স্বদোষে বিচূর্ণিত। ভারতবাসী তখন ঘোর কুসংস্কারে নিমজ্জিত। পাশ্চাত্য সভ্যতা তখন ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ও সামাজিক রীতি-নীতি ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণগত প্রয়াস করিতেছিল। অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে এই যে তিনটী প্রধান শক্তির মধ্যে স্বীয়-প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল, ইহাদের তিনটীকেই লইয়া একটী মিলিত সামঞ্জস্য স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। এই ত্রিধারাকে মিলিত করিয়া একটী প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিতে হইত। জগতের এই সভ্যতা-ত্রয়ের সংমিশ্রণেই এই নব-যুগের মন্বন্তরের আবির্ভাব হইয়াছিল, কোনো অসাধারণ অলৌকিক বিধানে নহে। এই তিনটী সভ্যতার কোনোটীকেই পরিত্যাগ করা চলিত না; প্রত্যেকটী অপরের পূর্ণতা-সাধনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রত্যেকটি যাহাতে অপরের সাহায্যে নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে উন্নতি লাভ করিতে পারে, অথচ শক্তিত্রয়ের মিলন-ভূমি-স্বরূপ একটী পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বজনীন সভ্যতার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলির একটী synthesis বা সংশ্লেষ আবশ্যক হইয়াছিল।

এই জাতীয় বিপ্লবের দিনে বিপুল আন্দোলনের মধ্যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নব-যুগ-প্রবর্ত্তকের জন্ম হইল। সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি-স্থাপনের ভার তাঁহারই উপর পড়িল। ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। যা কিছু অতীত গৌরব, তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া ভবিষ্যৎ গৌরবের সহিত মিলিত করিয়া তাহার

rgument, it forms a noble landmark in the gress of English culture in the East. *

নীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা শ পাইয়াছিল।

১৪ খৃঃ হইতে তাঁহার প্রকৃত কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ । এই সময় বিষয়-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ য়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। অদম্য সাহ ও কঠিনতম পরিশ্রম সহকারে হিন্দু,মুসলমান, দ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ-সকল অধ্যয়ন করিতে গিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল ধর্ম্মের মূল াদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ভিন্ন-ভিন্ন-পথা-ম্বী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে অধ্যয়ন করিলেন। বিবর Browning বলিতেছেন, "They sleep t, whom God needs"—ভগবানের বিশেষ দ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যাঁহারা সৃষ্ট হইয়াছেন, াহাদের বিশ্রাম-মুহূর্ত্ত নাই? যাঁহাদিগের ভাবে জাতীয় মৃত-জীবনে সঞ্জীবন-শক্তি সঞ্চারিত ইবে, তাঁহাদের কার্য্যের উপযুক্ত আয়োজন াবশ্যক। রামমোহন সেই মহা আয়োজনে তকাল ব্যাপৃত ছিলেন।

তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১০টী ভাষা আয়ত্ত করিয়া াহাদিগের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অনুধাবন করিয়া, সেই যে কই সত্যরত্ন লাভ করিলেন, সেই সত্যভূমির উপর তাঁহাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে মিলিত করিতে হইবে। কি উচ্চ আদর্শ,কি মহান্ ভাব, কি উদার আকাঙ্ক্ষা! আজ বিংশ-শতাব্দীতে ভারতে যে নব-যুগের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তিনি অষ্টাদশ-শতাব্দীতে তাহার যেন ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন! ভারতের নবজীবন আসিয়াছে। বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণ তাঁহারই শক্তির ক্রমবিকাশ নয় কি? তাই তিনি 'Oriental prophet of Humanity' নামে অভিহিত। অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গমস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবাসীকে প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করাইলেন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরও পথ নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহাকে আজ তাই ভারতবাসী Prophet, Seer বা ঋষি বলিয়া পূজা-অর্ঘ্য দিতেছে।

ভারত তখন ঘোর-কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভারত-বাসীর অন্তরে পাশ্চাত্য জ্ঞানের রশ্মিমাত্রও প্রবেশ করে নাই। সর্ব্ববিষয়ে বাহ্যাড়ম্বর তখনও ভারতে প্রবল পরাক্রমের সহিত আধিপত্য ভোগ করিতে-ছিল। শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। কুসংস্কার ও কুপ্রথার গরলস্রোত দেশবাসীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছিল। বর্ণবিশেষের আধিপত্য, জাতিভেদ-প্রথা, নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার, পূজার বাহ্যাড়ম্বর প্রভৃতি নির্ব্বিবাদে ভারতবাসীকে মনুষ্যত্ব-বিহীন করিতেছিল। অসহায়া সহমরণশীলা বিধবার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে ভারত প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানে জগতের সকল ধর্ম্মের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, যে ভারতের পুণ্য তপোবন হইতে পবিত্র ওঁকার-ধ্বনি গম্ভীরস্বরে উত্থিত হইয়া আকাশ-মণ্ডল কম্পিত করিত,—হায়, সেই সোনার ভারত কি অসারতায় নিমগ্ন!

* বিপক্ষগণ এই আবেদন-পত্র কোনও ইংরাজ-রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিকই, পরে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইহা মমোহনেরই কার্য্য। (ইংলণ্ডের মহাকবি Milton চিন্তা-র স্বাধীনতা-লাভের জন্ত Areopagitica লিখিয়া-লেন।) ইহাকেও ভারত-ইতিহাসের Areopagitica স্বাধীন-চিন্তা ও জ্ঞানের হেতুবাদ বলা যাইতে পারে। ষা-ও তর্ক-প্রণালী উভয়েই ইহা পূর্ব্বদেশে ইংরাজি-ক্ষার উন্নতি বিষয়ে একটী উচ্চ নিশানা।

সেই তিমিরাচ্ছন্ন দেশে, বিপুল তমোরাশি ভেদ করিয়া এক আলোকস্তম্ভ প্রকাশিত হইল! ভারতের কাণ্ডারী, প্রাচীন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতকে নবভাবে নবসাজে সজ্জিত করিয়া আসিলেন, সমগ্র জগৎ তাঁহার জ্ঞান-সমুদ্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

রাজার কার্য্যক্ষেত্র মানব-সমাজের সকল দিকেই প্রসারিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি দেশের যাবতীয় শুভকার্য্যই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দ্বারা উদ্বোধিত, প্রতিষ্ঠিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তাঁহার জ্ঞান সাগরের ন্যায় গভীর, হৃদয় প্রকৃতির ন্যায় সুন্দর, আর প্রেম আকাশের ন্যায় উদার ছিল। ব্রহ্মোপাসনার "রণভেরী" বাজিয়া উঠিল। ভারতবাসী আবার প্রাণভরিয়া "ওঁ পিতানোঽসি" বলিয়া জগৎ-পিতাকে ডাকিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। প্রচারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা-বোধে চতুর্ব্বিধ উপায়ে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন :—আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাদান, পুস্তক-প্রচার এবং সভা-সংস্থাপন। শাস্ত্রীয় বচনসকল সংগ্রহ করিয়া বিচারশক্তির দ্বারা সেই সকলের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিজ-মত সমর্থন করিতে লাগিলেন। তিনি শাস্ত্রের অন্ধ অনুগামী ছিলেন না ; অপর পক্ষে স্বেচ্ছাচারীর মত প্রাচীন শাস্ত্রবিধি বর্জ্জনপূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বিচারশক্তির উপর নির্ভর করিতেন না। মানবাত্মার স্বাধীনতা তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান প্রিয় বস্তু ছিল, সেই সঙ্গে আশ্চর্য্য reverence বা সাধু-ভক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। Tradition & Reason—প্রাচীন মত এবং বিচার-শক্তি এতদুভয়ের সমাবেশেই মানব-সমাজের ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাজা কি-ভাবে শাস্ত্র স্বীকার করিতেন, এই বিষয়ে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন— "এক সময় ছিল, যখন শাস্ত্র বলিলেই অভ্রান্ত ও অলৌকিক বুঝাইত। এখন উনবিংশ-শতাব্দীতে ক্রমবিকাশ-বাদের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া শাস্ত্র-সকলকে আমরা নতনভাবে দেখিতে শিক্ষা করিতেছি। এখন শাস্ত্র বলিলেই অভ্রান্ত বা অলৌকিক মনে করিতে হয় না। উহাতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া উহা সম্মানাস্পদ, শ্রদ্ধাযোগ্য এবং ধর্ম্মজীবনের সাহায্যকারী। রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র সম্বন্ধে উনবিংশ-শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রথম প্রকাশক ও প্রচারক। ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।" তিনি ব্যক্তিগত জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত জাতীয় ব্যবস্থা বা শাস্ত্রের সামঞ্জস্য আবশ্যক মনে করিতেন।

প্রাচীনের অন্ধ অনুসরণ বা শুধু নবীনের দ্বারা বিপ্লব (revolution) আনয়ন উন্নতির উপায় নহে। সম্মিলন-শক্তি (Power of synthesis) তাঁহার বিশেষত্ব,মৌলিকত্ব। এই শক্তি- ও আদর্শ-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনে সমর্থ হইয়াছিলেন। "East is East, and West is West, and never the twain shall meet."—এই বাক্যের অযৌক্তিকতা-প্রমাণ তাঁহার জীবনেই সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রাচীন ও নবীনের, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের, অতীত ও বর্ত্তমানের সংযোগেই প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।

তাঁহার প্রথম শক্তির পরিচয় পাই, সুপণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহার ঘোর-তর্কযুদ্ধে। শঙ্কর শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি সুপণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহাকে কিরূপে শাস্ত্র-বিচারে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা এক্ষণে সম্ভব নয়। রাজার 'A Defence of Hindu

Theism" এ তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচারে দক্ষতা এবং কি আশ্চর্য্য নির্ভীকতা প্রকাশ পাইয়াছে! যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার বিচার-যুদ্ধ বিশেষ বিখ্যাত। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ তাঁহাকে কিরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার প্রাণ-সংশয়ও হইযাছিল। অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল বিচার-যুদ্ধে তিনি একটীও দুর্ব্বাক্য প্রযোগ করেন নাই, বা একটীও অভদ্র ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই। নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য,ধৈর্য্য,কোমলতা ও শান্তভাব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া বিপক্ষদিগকে তাহাদের নিজ-বাক্যেই নিরুত্তর করিতেন। চতুর্দ্দিকের প্রতিকূলতায় সেই নির্ভীক চিত্ত বিশ্বাসে ধীর, স্থির, অটল, অচল। অসংখ্য পুস্তিকা প্রচার করিতে লাগিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদ্রীদিগের সহিতও তর্ক-যুদ্ধে ক্ষান্ত রহিলেন না; কারণ খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ-সকলও বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মকেও প্রচলিত অবস্থা হইতে যুক্তির অনুগামী করিতে চেষ্টা করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। প্রতিকূলতাও দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি পাশ্চাৎপদ হইলেন না। এই বীরত্বের পশ্চাতে সেই ধর্ম্মাবহ পরমপিতার ন্যায়-শাসনে অবিচলিত বিশ্বাসই তাঁহাকে চালাইতেছিল। "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ-রসপান তাঁহার সকল শক্তির উৎস-স্থল ছিল। তাই মেঘ-গর্জ্জনে এই সত্য বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

"By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system. But these, however accumulated, I can tranquilly bear, trusting that a day will arrive when my humble endeavours will be viewed with justice—perhaps acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation: my motives are acceptable to that Being, who beholds in secret and compensates openly. *

কি ভবিষ্যদ্বাণী! আজ এক শতাব্দী পরেও কি সেই বাণী অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত হইতেছে না? আজ কি ভারতবাসীর হৃদযে তাঁহারই স্মৃতি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে নাই?

এই বীরত্বের পশ্চাতে আর একটী বিশ্বাস কার্য্য করিতেছিল,—সেটী মানব-সেবা। "The service of man is the service of God,"—মানবের সেবাই পরমপিতার সেবা;—ইহাই কর্ম্ম-যোগীর জীবনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল! তাই তাঁর বিশ্বপ্রেম সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই সেবার ভাবই তাঁহাকে সকল অত্যাচার সহ্য করিতে শক্তি দান করিযাছিল।—

"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে
দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি॥"

---

* **অকপট বিশ্বাস- ও বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া, ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত আমি, সংস্কারে বদ্ধমূল এবং ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বর্ত্তমান ব্যবস্থার নির্ভরশীল, আমার কতিপয় আত্মীয়েরও অভিযোগ এবং তিরস্কারের পাত্র হইয়াছি। কিন্তু ইহা যতই সঞ্চিত হউক না কেন, একদিন আসিবেই যখন আমার ক্ষীণ চেষ্টা যথার্থভাবে দৃষ্ট এবং, সম্ভবতঃ,কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে—এই বিশ্বাসে, আমি ইহা শান্তভাবে সহ্য করিতে সক্ষম। লোকে যাহাই বলুক না কেন, আমি কোন উপায়েই এই সান্ত্বনা হইতে বঞ্চিত হইতে পারিব না যে, যিনি গোপনে সমুদয় দেখেন ও প্রকাশ্যে ফল-বিধান করেন, তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।**

কলিকাতা ও ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে একেশ্বর-বাদী খৃষ্টীয়ানদিগের (Unitarian) সহিত রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। Adam সাহেব তাঁহারই উপদেশে একেশ্বর-বাদ গ্রহণ করেন। চতুর্দ্দিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। গোঁড়া খৃষ্টীয়ানেরা Adam সাহেবকে "Second fallen Adam" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সয়তানের প্ররোচনায় প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য Adam এর যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহনের হাতে পড়িয়া দ্বিতীয় বার পতন হইল। রাজা Unitarianদের উপাসনালয়ে যাইতেন। ১৮১৫ খৃঃ তিনি 'আত্মীয়-সভা'-নামে যে সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন,সে-স্থানে নিয়মিত উপাসনাদি হইত। পরে ১৮২৮ খৃঃ ৬ই ভাদ্র একটী উপাসনা-সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার ব্রহ্মসভা বা ব্রহ্ম-সমাজ নাম হইল। এই তারিখে 'ভাদ্রোৎসব' হইয়া থাকে। ১৮২৯ খৃঃ ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ নূতন গৃহে কার্য্যারম্ভ হয় বলিয়া ঐ দিবসে সমস্ত দিন-ব্যাপী উৎসব হইয়া থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চ-বিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত"-নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বলিয়াছেন—"অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে,ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্ম-সমাজ নাম হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে; ব্রাহ্ম সমাজ হইতেই ব্রাহ্ম-নাম স্থির হয়।" এই সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাজার কি উদ্দেশ্য ছিল? রাজার মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম-সমাজে নানা-কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কোনো বিশেষ সম্প্রদায় গঠন করা যে তাঁহার আদর্শের মধ্যে ছিল না, তাহা তাঁহার লিখিত সমাজ-গৃহের 'ট্রষ্ট ডীড' পত্রের তিনটী কথা পরিষ্কার-রূপে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা কে? উপাসক কে? এবং উপাসনা প্রণালী কি? এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। সর্ব্বজনীন উপাসনার জন্যই এই গৃহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

মহাজনদিগের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এক-একটী মহাভাব তাঁহাদিগের জীবনের পরিচালক হয়। "বিশ্বব্যাপিনী মৈত্রী" বুদ্ধদেবের প্রধান ভাব, "আপনাকে আপনি জান" সক্রেটিসের প্রধান ভাব, "পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য," ঈশার, "একমাত্র ঈশ্বরের পূজা,—অপর সকল দেবপূজার প্রতিবাদ" মহম্মদের, "ধর্ম্ম-চিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" লুথরের, "ভক্তিতেই মুক্তি" শ্রীচৈতন্যের, "মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি" থিওডোর পার্কারের প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজার প্রধান ভাব "সার্ব্বভৌমিক উপাসনা এবং তাহার জন্য সমাজ-প্রতিষ্ঠা।" মিস্ কলেট বলিতেছেন।—

"He was above all and beneath all, a religious personality. The many and far-reaching ramifications of his prolific energy were forth-puttings of one purpose. The root of his life was religion.

তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ভাবে পরিপূর্ণ হইত। একটী সুভাবের কথা শুনিলে বা সুসঙ্গীত শুনিলে তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। নিরন্তর তাঁহার হৃদয় হইতে ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা উত্থিত হইত। Mr. Eslin বলিয়াছেন—"He was in a constant habit of prayer ... ... whether sitting or riding he was frequently in prayer." নাস্তিকতাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। একজন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিলেন—"অমুক Deist ছিলেন, এখন তিনি Atheist হইয়াছেন।" রাজা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "কিছুদিন পরে Beast হইবেন।" তিনি

ন্ন বৈদান্তিক ছিলেন না। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ লেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ হার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজার প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে খিতে পাই, নারীজাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দ্ধা- ও প্রীতি-প্রদর্শনে। তাঁহার হৃদয় বজ্রের ন্যায় ঠিন ও কুসুমের ন্যায় কোমল ছিল। তিনি সমগ্র গতের নারী-জাতিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং রেই রমণীকুলের প্রিয় হইতেন। নারীর মধ্যে কৃত নারীত্ব তিনি দেখিয়াছিলেন। সেইরূপ মান ও শ্রদ্ধার দ্বারা রমণী তাঁহার নিকট পূজিতা ইতেন, যাহার অভাবে আজ বিংশ-শতাব্দীর শ্ব-সভ্যতার উচ্চ আদর্শের মধ্যেও আমরা নারী-তির প্রকৃত স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া, আঘাতের র আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসি। ভারত-তৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের অন্তরে তিনিই থম ভারতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষা জাগরিত করেন। মারী হেয়ারের রাজার প্রতি অতিস্বাভাবিক ক্তিভাব ছিল। রাজার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার অক্লান্ত বিশ্রাম ও তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার আকুল ক্রন্দনের র্ণনা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে। কুমারী লেট তাঁহার কিরূপ ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার খিত রাজার জীবনী পাঠে অবগত হইয়াছি। দেশের নারীজাতির দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ দিয়া উঠিল। ভারতের ঐ দুর্দ্দিনে ভারত-রমণীর বস্থা কি শোচনীয়া হইয়াছিল, তাহা কল্পনা রিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়! রামমোহনের কত রে কবি হেমচন্দ্র আসিয়াছিলেন। তিনিই তাঁহার য়ের নারীজাতির দুর্গতি দেখিয়া লিখিয়া-ছলেন—

"আয় আয় সহচরি, ধরিগে বৃটনেশ্বরী,
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন,
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন?
নিষ্ঠুর বিমুখ ধাতা বিমুখ জনক ভ্রাতা
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি—পতি নাম যাঁর,
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর?

* * *

শত শত বর্ষ মাতঃ, পৃথিবী ভিতরে
এইরূপ অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে,

* * *

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ম্লেচ্ছ অধিকার,
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারত-ভূমে হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হ'ল না মোচন!"

আর রামমোহনের বক্ষে এই সকল দুঃখ আসিয়া সঞ্চিত হইল, পাষাণের ভারের ন্যায় দিবা-রাত্র তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। যে কু-প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবাসী সহস্র সহস্র নারীহত্যা-পাপে দেশ কলুষিত করিতেছিল, যে কুসংস্কার শত শত ভারত-সন্তানকে অকালে মাতৃহীন করিতে-ছিল,সেই নির্ম্মম সহমরণ-প্রথা সমূলোৎপাটন করিতে রামমোহন দৃঢ়সংকল্প হইলেন। মানব-চক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন শত শত মৃতদেহ ভস্মীভূত হইতেছে, বৃদ্ধাতুরের যাতনা জগতের ত একটী সাধারণ নিয়মের মধ্যেই পরিগণিত, তথাপি সেই বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধ-দেবের প্রাণে জরা-মৃত্যু কি এক চিরবৈরাগ্য উৎপাদন করিল! রাজার পূর্ব্বে তো সহস্র সহস্র ভারত-ললনা চিতায় জীবন্ত দেহ ভস্মীভূত করিতেন, আর কি কাহারও প্রাণ ঠিক ঐ-ভাবে কাঁদিয়া-ছিল? ১৮১৮ হইতে এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সমর ঘোষণা করিলেন। রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে দেখাই-লেন যে, এই কুপ্রথা শাস্ত্র-সঙ্গত নয়; বল-প্রয়োগাদি-দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে এই নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হয়। ভারত-হিতৈষী Lord Bentinckকে তিনি

বিশেষভাবে উৎসাহিত করিলেন। "মণি-কাঞ্চন-যোগে" ১৮২৯ সালে এই কলঙ্ক হইতে ভারতমাতা মুক্তিলাভ করিলেন। এতদ্দেশীয় রমণীগণের সম্বন্ধে রাজার উক্তি সকলেরই পাঠ করা উচিত। বঙ্গ-নারীর দায়াধিকার-সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, বাল্যবিবাহ, কন্যাপণ, কৌলিন্য প্রভৃতি সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন। বিশেষভাবে তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি জানিতেন, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে-না জাগে না।"

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রধান এবং সর্ব্বাগ্রণী নেতা তিনিই ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ১৮৩৫ খৃঃ অঃ Lord Bentinck ইংরাজী-ভাষা-শিক্ষা বিধিবদ্ধ করেন। বিদেশীয় যাহা কিছু অনুকরণীয়, তাহা গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই তাঁহার চেষ্টা ছিল, কিন্তু জাতীয়তা রক্ষার ভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল।

রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অন্য একটী প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যে। যে বঙ্গসাহিত্য আজ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া জগতের অন্যান্য সাহিত্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইয়াছে, তাহার প্রবর্ত্তক তিনিই। "সংবাদ-কৌমুদী"—তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম সংবাদ-পত্র। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম অবস্থায় তিনি সঙ্গীতের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, নানা গায়ক একত্রিত হইয়া নানা ভাবের সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "ও-সব কেন? 'অলখ নিরঞ্জন-' গাও।" তখন ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইতে লাগিল। তাঁহার গীতগুলি অতিশয় মহান্ ভাবে পূর্ণ এবং গভীরতা-পূর্ণ।—

"ভাব সেই একে,
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে। ইত্যাদি

তাঁহার প্রাণের স্বাধীনতা-প্রিয়তার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। "Liberty was a passion with him"—এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি কোনও প্রকার হীনতা বা অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। কেবল যে স্বদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক সকল আন্দোলনের তিনি নেতা ছিলেন, তাহা নয়। ইংলণ্ড ও অন্যান্য সকল দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। Spain এর নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন, বিলাত-গমন কালে ফরাসী জাহাজের জাতীয় পতাকা তাঁহাকে কিরূপ উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছিল, Naples বাসী স্বাধীনতা-পক্ষাবলম্বীদিগের পরাজয়-সংবাদে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন,—এই সকল পাঠ করিলে বিস্ময়ে পূর্ণ হইতে হয়! তাঁহার বন্ধু Adam বলিতেছেন—"He would be free or not at all. Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul,—freedom, not of action merely, but of thought."(১) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষে যে আন্দোলন হয়, তিনিই তাহার প্রাণ ছিলেন। ১৮৩২ সালের Reform Bill বিধিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেন; কারণ, উহা দ্বারা ইংলণ্ডীয় প্রজাদিগের স্বাধীনতা-ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

১৮৩০ খৃঃ, দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে

(১) তিনি হয় স্বাধীন হইবেন, নতুবা জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। স্বাধীনতা-প্রিয়তাই, বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রিপু ছিল,—স্বাধীনতা কেবল কার্য্যের নহে, কিন্তু চিন্তার।

...োপাধি প্রাপ্ত হইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। ...াত-গমন রাজার জীবনবেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় ...া যাইতে পারে। কুমারী কলেট বলিতেছেন, ...am Mohan's 3 years in the west form ...e crown & consummation of his life-...ork". (১) বিলাতে উপনীত হইবার বহুকাল পূর্ব্ব ...তেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভ সেখানে ...চারিত হইতেছিল। William Roscoe, ...remy Bentham, Robert Owen প্রভৃতি ...তনামা পণ্ডিতগণ একদিকে তাঁহার অসাধারণ ...ণ্ডিত্য, প্রতিভা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা, এবং ...রদিকে তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা, বিনয় ও ...তা দর্শনে বিস্ময়ানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

...রাজ-সদনে রামমোহন সসম্মানে অভ্যর্থিত ...লেন। রাজ্যাভিষেকের সময়ে বিদেশীয় রাজ-...দিগের সহিত তিনিও ভারতবাসীর প্রতিনিধির ...ন প্রাপ্ত হইলেন। Sir John Bowring ...ার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"যদি Plato বা ...ocrates, Milton বা Newton আজ অকস্মাৎ ...সিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ ভাব ...য়া স্বাভাবিক, আমি তদনুরূপ ভাবে অভিভূত ...য়া আজ রাজার অভ্যর্থনার জন্য হস্ত প্রসারণ ...রিতেছি। অদ্যকার দিন আমাদের ইতিহাসে ...টী যুগ সৃষ্টি করিয়াছে, মনে করি।" তাঁহার ...স্থান-কালে ইংলণ্ডেরও পুনর্জ্জন্মের দিন ছিল। ...াতন বেশ বর্জ্জন করিয়া ইংলণ্ড তখন নবভাবে ...বেশে বাহির হইতেছিল। ভারতেরও তখন ...ালের সময় উপস্থিত! নব ইংলণ্ড ও নব ...রতের মিলনক্ষেত্র রাজার জীবনে। ভারত তাঁহার মধ্যেই রূপ পাইয়া ইংলণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, ইংলণ্ড তাঁহার মধ্য দিয়াই ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত হইলেন। ভারতের রাজনৈতিক-শাসন-সম্বন্ধীয় আলোচনায় পার্লামেণ্টের সভাতে পরামর্শ দান করাই তাঁহার বিলাত-যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ভারতে বৃটিশ-শাসন সম্বন্ধে রাজার আদর্শ এই কয়েকটী কথায় বলা যাইতে পারে।—

"Be on friendly terms with thy subjects,
And rest easy about the warfare of thine enemies;
For to an up right prince his people is an army."

সখা-ভাবে সেব তব যত প্রজাগণে,
অরাতি-সমরে আর নাহি ডর মনে,
কারণ, নীতির বশ হয় যে নৃপতি,
সৈন্যরূপ ধরে তাঁর সে প্রজাসংহতি।

তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রাজনীতি-কুশলতার সাক্ষ্য-দান করিয়া রাজ-পুরুষদিগের নিকট তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত হইলেন। ফরাসী-ভূমিতেও সম্রাট-কর্ত্তৃক সমাদরে নিমন্ত্রিত হইলেন।

ধর্ম্ম ও রাজনীতি বা ধর্ম্ম ও সংসারের মধ্যে তিনি কোনও বিরোধ দেখিতেন না। যাহা কিছু স্বাভাবিক, যাহা কিছু মানবীয়, তাহাই তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার সর্ব্বজনীন-প্রেম-প্রবণ হৃদয় বঙ্গীয় কৃষকদিগের দুঃখ-কষ্টের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি করিত। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে মহারাজার ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠবেও সজ্জিত করিয়া মানব-নেতার কার্য্য-সাধনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শারীরিক গঠনের সহিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যেরা মহাপুরুষের কয়েকটী লক্ষণ স্থির করিয়াছিলেন। রাজার মস্তকের গঠন, শরীরের দৈর্ঘ্যে, নয়নের জ্যোতি, মুখের বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাব প্রভৃতি

---

(১) পাশ্চাত্য জগতে রামমোহনের তিনটী বৎসর ...র জীবনের কার্য্যের শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতা সম্পাদন করে।

লক্ষ্য করিলেই, মহাপুরুষের সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রাজার পাগ্‌ড়ীটী বিলাত হইতে আনিয়াছিলেন। ইহা "এত বড় যে, যাহাদের মস্তক স্বভাবতঃ বড়, তাহাদের মস্তকেও উহা বড হয়।" শান্ত, গম্ভীর, তেজঃপূর্ণ মুখশ্রী তাঁহার বিশাল হৃদয়ের মানব-প্রেম ঘোষণা করিতেছে।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখ ভারতের পক্ষে অতি দুর্দ্দিন হইয়াছিল। রাজার বিলাতে অবস্থান-কালে, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও উদ্বিগ্নতায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ইহাতে শীঘ্রই মস্তিষ্ক বিকল হওয়ায় তিনি জ্বরাক্রান্ত হইলেন। Bristol এ Stapleton grove এ কুমারী কাসেলের ভবনে তিনি অসুস্থ হইলেন। মানবের সকল চেষ্টা, সকল শুশ্রূষা বিফল হইল। অসহ্য যন্ত্রণার অবসানে, নীরব শারদীয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শেষভাগে সুদূর প্রবাসে বিদেশীয় বন্ধুবর্গের মাঝে ভারতাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অস্তমিত হইলেন। ভবের সুখ-দুঃখ সকলই চরণে ঠেলিয়া শ্রীহরি বলিয়া যাত্রা করিলেন। যাঁহার একমেবাদ্বিতীয়ম্ নাম জগতে জয়যুক্ত করিতে আসিয়াছিলেন, সেই পরমপিতার ওঁকার-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। Miss Carpentar তাঁহার লিখিত 'Last days of Rammohan Ray' নামক গ্রন্থে Mr. Estlin এর দৈনিক লিপি হইতে এই দৃশ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। দু'চারটী কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

It was a beautiful moonlight night . on the one side of the window ... ... was the calm rural midnight scene ; on the other, this extraordinary man dying. I shall never forget the moment. Miss Hare, now hopeless and overcome, could not summon courage to hang over the dying Rajah as she did while soothing or feeding him ; here hope had left her and remained sobbing in the chair near. ... At half-past two Mr. Hare came into my room & told me it was all over. His last breath was drawn at 2 — 25 *

Miss Collet বলিতেছেন—"The pathos and poetry of that death scene will linger long in the wistful imagination of India" অর্থাৎ, এই মৃত্যুদৃশ্যের কবিত্বপূর্ণ করুণভাব চিরদিনই ভারতের গভীর কল্পনায় জাগ্রৎ থাকিবে। অতিসত্য, যখনই পাঠ করি, তখনই এই ঘটনা কল্পনাচক্ষে যেন দেখা যায়।

অকাল-মৃত্যুতে কি সেই মহাজীবনের, মহাশক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করিবে? না, শক্তির বিনাশ নাই। ঋষি Emersonএর সঙ্গে বলিতেছি—Every true man is a cause, a country and an age". প্রত্যেক মহাপুরুষ এক একটী কারণ, এক একটী দেশ এক একটী যুগ। রামমোহনের যুগ তো শেষ হয় নাই,—যুগের প্রভাত-কাল চলিতেছে; ভারতবাসী তাঁহার অর্দ্ধ-সমাপ্ত কার্য্যভার কি আজও গ্রহণ করে নাই? সমগ্র ভারতবাসী তাঁহাকে

* জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত মনোহারিণী রজনী; গবাক্ষের একপার্শ্বে মধ্যরাত্রির গভীর নিস্তব্ধ গ্রাম্য দৃশ্য; অপর পার্শ্বে এই অসাধারণ পুরুষ দেহ ত্যাগ করিতেছেন। আমি সে মুহূর্ত্তটী কখনও ভুলিব না। কুমারী হেয়ার একক্ষণে নিরাশ ও অত্যন্ত কাতর হইলেন; এবং আশা পরিত্যাগের পূর্ব্বে যদ্রূপ রাজাকে আহারাদি করাইতেছিলেন ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তদ্রূপ সাহসের সহিত আর তাঁহার নিকট থাকিতে পারিলেন না; নিকটস্থ একখানি কেদারায় উপবেশন করিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাত্রি ২॥টার সময় মিঃ হেয়ার আমার কক্ষে আসিয়া বলিলেন—সব শেষ। তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস দুইটা পঁচিশ মিনিটে।

আপনার বলিবার জন্য ব্যগ্র। জীবিতাবস্থায়ই তিনি 'পণ্ডিত,' 'জবরদস্ত মৌলবী' ও 'খৃষ্টীয়ান পাদ্রী'-নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনি যে বিজ্ঞ দার্শনিক, বিচক্ষণ আইনজ্ঞ, মহাবীর, মহাকবি ও মহান্ ঋষি ছিলেন। সেই মহাপ্রাণ কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না;—অনন্তকাল ধরিয়া সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে কার্য্য করিবে। কবি Tennyson এর সহিত আজ বলিতেছি—

"My own dim life should teach me this,
That life shall live for ever more,
Else, earth is darkness at the core,
And dust and ashes all that is."

অস্ফুট জীবন মোর শিখাক্ আমারে,
এ জীবন সঞ্জীবিত রবে চিরতরে,
নতুবা যে ধরা-হৃদি অন্ধকারময়,
ধূলি আর ভস্মরাশি যাহা কিছু হয়।

সর্ব্বশেষে, কবিবর রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,তাহা উল্লেখ করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্য্যকেই দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। আবার উপনিষদে ঋষি সেই সূর্য্যকেই বলেছেন— "হে সূর্য্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত কর, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্য-দেবতাকে দেখি।" সেকালে যতই পূজা হোক্, ক্রিয়া অনুষ্ঠান থাকুক্ না কেন, সেই সকলের আবরণ ভেদ কোরে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্য্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন, সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

সকলি দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন কোরে; তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

'রাজা রামমোহন এই এককে অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত কোরে, কেবল বাঙ্গালীকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মত বললেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

'এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে একক আবিষ্কার করেছেন। তিনি একদিকে প্রাচীন ঋষি; আবার অন্যদিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক হওয়া যায়, তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বল্লেন— 'ভাব সেই একে।'

'আজকার এই প্রারম্ভ সঙ্গীত "ভাব সেই একে"– ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

'যিনি যাহাতে বড়, তাঁকে সেই দিক্ দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়; টাকায় বড় যিনি, তিনি ধনী বলে সম্মান পান; বিদ্যায় বড় যিনি তিনি বিদ্বান্ বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই সকল দিক্ দিয়ে দেখলে চলবে না; তিনি একক, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় জিনিস। তাকে স্বীকার কোরেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

'পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মত তিনি টাকা-কড়ি, বিদ্যা-খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি;

তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এককে—সত্যকেই চেয়ে ছিলেন।

'ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ একজায়গায় একটি প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হোক না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রস-ধারা আছে। এই ধারা সর্ব্বত্রই আছে। চারিদিকের শুষ্ক নির্জ্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে, সন্দেহ নাই। হয়তো চারিদিক্ বলবে, "বেশ জড় নির্জ্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোত্থেকে এল এই শ্যামলতার ও জলধারার কলধ্বনি ?"

'এই শুষ্ক নির্জ্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই, কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে অস্বীকার করি ? যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি।

'রামমোহনকে সম্মান করতে হলে, তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।'

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী মুখোপাধ্যায়।

মহর্ষির অভিষেক ।

একটি মুমুক্ষু আত্মা তৃষিত হৃদয়
চেয়েছিল ঊর্দ্ধপানে,—বুঝি জ্যোতির্ম্ময়
মধুময় লোক হতে অজ্ঞাতে কখন
এসেছিল আবাহন ;—তটিনী যেমন
সিন্ধুর মিলন মাগে। রুদ্ধ-স্বর্গ-দ্বার
খুলে গেল অকস্মাৎ, মুক্ত-সুধা-ধার
নেমে এল—"ব্রহ্মময় নিখিল সংসার।" *
কি অপূর্ব্ব বিশ্বরূপ। বিশ্ব-বিধাতার
বিশ্ব-মাঝে আত্ম-দান। "সকলি ত্যজিয়া
প্রশান্ত নির্ম্মল চিত্তে আপনা ভুলিয়া
তাঁর দানে—সে পরম হৃদয়-রতনে
কর শুধু উপভোগ!"* পুলক-প্লাবনে
ভাসিল বিশুদ্ধ প্রাণ, জন্ম-জন্মান্তের
অন্তরের ক্ষুধা হায়, নিভৃত মর্ম্মের
ব্যাকুল সাধনা-সাধ আশা-আকিঞ্চন
তৃপ্ত হ'ল মুহূর্ত্তেকে, বুঝি, সংগোপন
মধু-কোষে প্রসূনের পিপাসু ভ্রমর
লভিল সন্ধান চির। মুগ্ধ চরাচর
নির্ব্বাক স্তম্ভিত হয়ে বিস্মিত-নয়নে
হেরিল অমৃতধামে মহাশুভক্ষণে
জগতের ঋষিদলে বিমুক্ত আত্মার
সুশাশ্বত অভিষেক,—দেব-করুণার
কি অচিন্ত্য-অভিনয়।

স্বদেশ আমার!
প্রাণের তপস্যা তব বুঝিবা আবার
যুগ-যুগান্তের পরে হয়ে মূর্ত্তিমান
উঠেছিল উদ্ভাসিয়া আনন্দে মহান্
অদ্বিতীয় দেবতার বিজয়-নিশান

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী" ও "ঈশোপনিষৎ" দ্রষ্টব্য।

প্রতিষ্ঠিতে বসুধায়! কর অর্ঘ্য দান
ভক্তি-প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভরে! অভিষেক করি
লও আজি অন্তরের সিংহাসন 'পরি
প্রণম্য বরেণ্য পূজ্য মহর্ষি-আত্মায়—'
কেবলি হইতে যোগ্য তাঁহারি পূজায়॥

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিরহ মিলন।

এবার যখন আস্‌বে তুমি
দেখ্‌বে তখন অবাক্ হয়ে,
একাই তুমি হাজার ছিলে,
আজ যে সকল আঁধার ছেয়ে।
তোমার সাধের বেণু বীণা
ধূলায় গড়ায় মলিন হয়ে,
উষায় সাঁঝে আর না বাজে
প্রেমের তুফান তেম্‌নি বয়ে।
শূন্য কুটীর পূর্ণ করিয়া
আবার যখন আস্‌বে হেসে,
বাজ্‌বে বীণা মধুর তানে
সকল আঁধার যাবে ভেসে।

৺ হেমন্তবালা দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জ্ঞানালোক।—ভারতীয় নারীগণের কর্ম্ম-ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে, দিনে দিনে তাঁহারা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতি-লাভ এবং স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ ও স্বার্থত্যাগ করিতেছেন। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জ্ঞানের আলোক সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করুক্, জ্ঞানরশ্মি ভারতের নর-নারীর হৃদয় হইতে ঘন মোহ-তিমির বিদূরিত করিয়া দিক্, জ্ঞান-জ্যোতিতে সকলের হৃদয় জ্যোতিষ্মৎ হউক, অজ্ঞান-পঙ্কে নিমজ্জিত মহাপাপে কলুষিত ভারতের দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়া নবসূর্য্যের উদয় হউক—ভারত পবিত্র ভারতে পরিণত হউক্। জ্ঞান-পিপাসু অভিলষিত জ্ঞান প্রাপ্ত হউন—তিনি পুরুষই হউন, অথবা রমণীই হউন। কে জানে কাহার দ্বারা জগতের কোন্ মঙ্গল সাধিত হইবে? জ্ঞানাকাঙ্ক্ষীর জ্ঞান-লাভে আমরা যেন অন্তরায় না হইয়া, তাঁহাদিগের শক্ত্যু-ন্মেষের ক্ষেত্র প্রদান করি। নারীগণের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেকে বলেন,—ক্ষুধিত পরিবারবর্গের বদনে অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্নপ্রদান করাই যাঁহার জীবনের মহাব্রত হইবে, অপোগণ্ড শিশু-সন্তানদিগকে বালকে পরিণত করাই যাঁহার জীবনের সাধনা হইবে, কোমল শিশু-প্রাণে পীযূষধারা সমভিব্যাহারে পবিত্র ও সরল জ্ঞানধারা ও ধর্ম্মধারা বর্ষণ করিয়া তাহা-দিগকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত দেখাই যাঁহার জীবনের সার্থকতা হইবে, তাঁহাকে আশৈশব কেবল-

মাত্র ভূতত্ত্ব-বিদ্যা বা তজ্জাতীয় শিক্ষা দিয়া লাভ কি? অবশ্য, জীবনের কার্য্যক্ষেত্রের উপযুক্ত জ্ঞান-লাভই সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র কোথায়, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন; এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে নারীগণ আপনাদিগের অভাব, অস্বচ্ছলতা আপনারাই উত্তমরূপে বুঝিতে ও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা করিতে সমর্থ হইবেন। যতই শিক্ষা লাভ হইবে, হৃদয় ততই প্রসারিত, বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞান বিস্তৃত, চিন্তাশক্তি প্রখর বোধশক্তি উন্মিষিত এবং চিত্ত পবিত্র ও উদার হইবে, যদ্দ্বারা অবস্থাবিপর্য্যয়েও চিত্তের স্থৈর্য্য ও জীবনে শান্তি আনয়ন করা সুসাধ্য হইবে, জীবনের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার শক্তি আসিবে—জীবন ধন্য হইবে। উচ্চ-জ্ঞানের দ্বার নারীগণের নিকট রুদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভই জ্ঞান-লাভের চরম সীমা নহে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র শিক্ষালাভের স্থল নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশ্বের বিদ্যালয়ে জ্ঞান-লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয় মাত্র—ইহাকে প্রথম ভাগের বর্ণ-পরিচয় বা কতিপয় শব্দ-সমষ্টির-অর্থপরিচয় মাত্র বলা যাইতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য অনন্ত কাল পড়িয়া রহিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ-শিক্ষা—মান্দ্রাজের নারী-বিদ্যালয়ের (College for women) প্রিন্সিপাল্ (অধ্যক্ষ) মিস্ ডি লা হে, প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়ন্ সোসাইটিতে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ-শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন—

আপনাদিগের ভগিনীদিগকে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিতে, তাহাদিগকে ইণ্টারমিডিয়েট্ ও বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বা চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া উপাধি লাভ করিতে উৎসাহিত করা বা অনুমতি প্রদান করা কি আপনাদিগের কর্ত্তব্য? এইরূপ শিক্ষা কি গৃহ ও গৃহকার্য্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরুষের সমকক্ষ ও পুরুষের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে অভিলাষী, স্ত্রীপ্রকৃতির বহির্ভূত, অভারতীয়, স্বাধীন, নির্ভীক, অস্থির-প্রকৃতি, বুটজুতা- ও চশ্মা-পরিহিতা যুবতীবৃন্দের সৃষ্টি করে না? উচ্চশিক্ষা কি ইউরোপের সেই স্বাধীন বৃদ্ধ অবিবাহিত কুমারীগণের ন্যায় বৃত্তিজীবী মহিলাগণের জন্ম-প্রদানে উদ্যতা নয়? আচ্ছা, এই আপত্তি সমূহের বিষয় একবার চিন্তা করা যাক্। আমার মতে (ইহা সম্পূর্ণরূপে আমার ব্যক্তিগত অভিমত) যদি কোনও বালিকা (জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য) বৃত্তিগ্রহণাভিলাষিণী না হয়, অথবা জ্ঞান-লাভ ও চিত্তবৃত্তির স্ফুরণের জন্য যদি তাহার প্রকৃত পিপাসা না থাকে, তবে তাহার পক্ষে উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজন নাই। আমি বিশেষভাবে বলি-তেছি যে, স্কুল-জীবনে পুস্তকাদি-পাঠে যে বালিকা পারগতা না দেখায়, তাহাকে উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য তাড়না করিবেন না। এরূপ বালিকাকে কলেজে পাঠান নিষ্ঠুর অন্ধতা; কারণ, যে কার্য্যের জন্য সে উপযুক্ত নয়, সেই কার্য্য করিতে গিয়া সে আপনার হৃদয়বৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং, আপনারা দেখুন, আমি স্ত্রীলোকদিগের জন্য সর্ব্বজনীন উচ্চশিক্ষার অন্ধ পক্ষপাতী নহি। কিন্তু আমি মনে করি না যে, আমার এ ধারণা সর্ব্বাংশে সত্য।

অবশ্য, ইহা স্বীকার্য্য যে কেহ কেহ এরূপ দৃষ্টান্তও দেখেন যে, কোন কোন ভারতীয় রমণী ইউরোপীয় ভাব ও আচার-ব্যবহার এরূপ-ভাবে গ্রহণ ও তাহার এরূপ বাড়াবাড়ি করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতীয় রমণীর বিশেষত্ব—সেই পবিত্র সৌন্দর্য্য, হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি এরূপও অনেক রমণী দেখিয়াছি, যাঁহারা অতিশয় উচ্চভাবে শিক্ষিত অন্তঃকরণের অধিকারিণী হইয়াও এবং জ্ঞানপূর্ণ বার্ত্তালাপের ক্ষমতা লাভ করিয়াও

তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও হারান নাই।

আমি এরূপ মনে করি না যে, উচ্চশিক্ষা বস্তুতই আপনাদের রমণীগণকে পাশ্চাত্য রমণীর অসদৃশ করিয়া দিবে। পাশ্চাত্য জ্ঞান কি আপনাদিগের জাতীয় ভাব অপহরণ করিয়াছে? তাহা যদি না করিয়া থাকে তবে তাহা আপনাদিগের বালিকাদিগের কেন অপহরণ করিবে? আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার ছাত্রীগণের মধ্যে আমি তাহাদের মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি ও জাতীয় উন্নতিলাভের এক প্রচণ্ড শক্তি দর্শন করি। আপনাদিগের ন্যায় তাহারাও পাশ্চাত্য-জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের এই প্রেরণাও আপনাদিগের ন্যায়ই জাতীয়-শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমি পূর্ব্বে চশ্‌মা ও চর্ম্মপাদুকা পরিধানের কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, কঠোর অধ্যয়ন সর্ব্বকালেই দৃষ্টিশক্তির দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিবে এবং ছাত্রীগণের মধ্যে কতক অংশকে চশ্‌মার সাহায্য অন্বেষণ করিতে হইবে। এদেশে চর্ম্ম-পাদুকা কেন যে শিক্ষার মুকুটরূপে পরিগণিত, তাহা আমার বোধের অগম্য। ব্যক্তিগতভাবে বলিতেছি, আমি সর্ব্বদাই আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, দেশীয় আচার বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বাধ্য না হইয়াও ইহারা কেন জুতার ন্যায় এরূপ অশোভন, এরূপ অসুখদায়ক, এরূপ অনাবশ্যক ও এরূপ কুৎসিৎ সামগ্রীর সহিত সংস্রব রাখিবে? আপনাদিগের বহুতর ভগিনী কিঞ্চিৎ কোপরবশ হইয়া বলেন, "আচ্ছা, আমাদিগের বিষয়ে তাঁহারা এরূপ বলেন, কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে কি? ইয়োরোপীয় সাজে সজ্জিত তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—ইস্ত্রী করা কলার,টাই,তাঁহাদের সৌখীন টুপী এবং তাঁহাদের সযত্নে বিভক্ত কেশরাশি ললাটের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ দ্বারা কুঞ্চিত! আমরা সকলেই যদি শকুন্তলা না-ই হই, তাঁহারা সকলেই কি দুষ্মন্ত?" আপনাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই উচ্চ-শিক্ষা বর্ত্তমান ভারতের নারীগণের নিকট একটী অতিশয় নূতন সামগ্রী এবং এখনও তাঁহারা ইহাতে পদ-স্থাপনের স্থান ভাল করিয়া লাভ করেন নাই। উচ্চ শিক্ষায় তাঁহারা যতই অভ্যস্ত হইবেন, এবং উচ্চ-শিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই অধিক দেশীয়-ভাবাপন্না উচ্চশিক্ষিতা রমণীর আবির্ভাব হইবে, এইরূপ আপনারা আশা করিতে পারেন; এবং আমার মনে হয়, এরূপ শিক্ষিতা রমণী আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতীয় রমণীগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন, এবং তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার, অভ্যাস ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ শিক্ষা প্রদানই আদর্শ হওয়া উচিত।

রাজপ্রতিনিধি।—বিগত ২২শে ডিসেম্বর ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ও তদীয় পত্নী অনুচরবর্গ সহ কলিকাতায় আগমন করেন। এ-স্থানে অবস্থান-কালে তাঁহারা বহুস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। রাজ-প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বরের সহিত এখানকার কলেজের ছাত্রাবাস-সমূহে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক ছাত্রের সহিত আলাপাদি করেন, তাহাদিগের দেশের সংবাদ ল'ন, এবং কাহারও কাহারও সহিত ক্রীড়াও করেন। তাঁহার এরূপ অমায়িক ব্যবহার ও অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়া তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। একদা তিনি বঙ্গেশ্বরকে লইয়া অপার সার্কুলার-রোডস্থ ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বীয় পরীক্ষাগারে কতকগুলি আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার দেখিতে গিয়াছিলেন। পরীক্ষাগুলি এরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের এই প্রকৃত

উন্নতি দেখিতে দেখিতে তথায় দুইঘণ্টা কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। জগতের বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ভারতের দান চিরস্থায়ী করিবার জন্য আমাদিগের ভারতের মহাবৈজ্ঞানিক ডাঃ বসু মহাশয় যে রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Research Institute) স্থাপন করিতেছেন, তাঁহারা সেস্থানেও গিয়াছিলেন। বসু-মহাশয়ের আবিষ্কার-প্রণালী এরূপ অভিনব যে, ইহা চিরকালই এদেশের সহিত বিজড়িত থাকিবে। এই ইনস্‌ষ্টিটিউটে পরিমিত-সংখ্যক উপাধিধারী ছাত্র, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের সমুদয় জীবন ও অবিভক্ত শক্তি ব্যয়িত করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ ইচ্ছা। রাজপ্রতিনিধি এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। এইস্থানে বসু-মহাশয়ের আবিষ্কারের একটী ফল দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দানুভব করেন। ইহা দুইটী বৃহৎ বট-বৃক্ষকে এক স্থান হইতে তুলিয়া ভিন্নস্থানে রোপণ করা। একার্য্য একরূপ অসম্ভব বলিয়া প্রতীতি হইতে পারিত। কিন্তু উপযুক্ত নিদ্রাকর দ্রব্যদ্বারা বৃক্ষ-দুইটীকে অজ্ঞান করিয়া ফেলায়, উপ্‌ড়ানর জন্য তাহারা যে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইত, তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়। এই বৃক্ষ-দুইটী এক্ষণে দিন দিন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে। আর একটী আবিষ্কার যাহাদ্বারা রাজপ্রতিনিধি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, তাহা ক্রেস্‌কোগ্রাফ (Crescograph) নামক যন্ত্রের ক্ষুদ্রতম বস্তুকে অতিশয় বৃহদাকার দেখাইবার শক্তি। এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে বস্তুর বর্দ্ধন ইহার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে ক্ষুদ্র বস্তুকে দশ সহস্র হইতে লক্ষগুণ বর্দ্ধিত আকারে দেখা যায়। মাই-ক্রোস্‌কোপ্ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রকেও ইহা বহু সহস্র গুণে পরাস্ত করিয়াছে। মন্থরগতি শামুকের গতিকে ইহা বন্দুকের গুলির গতিতে পরিণত করে—ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে চক্ষুর অগোচর গতিকে ইহা কতগুণ বর্দ্ধিত আকারে দেখাইতে সমর্থ।

বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন—বড়লাট-মহিষী লেডী চেম্‌স্‌ফোর্ড কলিকাতায় অবস্থান-কালে, বালিকা-বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি এখানকার বহুস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি "মহাকালী পাঠশালায় গমন করিয়া তথাকার বালিকাগণের পঠন-প্রণালী প্রভৃতি শ্রবণ ও পাঠশালার কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং পাঠশালার স্থাপয়িত্রী স্বর্গীয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী মহোদয়ার ভুয়ো-ভুয়ঃ প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। মাননীয় মিঃ পি সি লায়নের সভাপতিত্বে ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের যে পারিতোষিক বিতরণের সভা হইয়াছিল, তাহাতে লেডী চেম্‌স্‌ফোর্ড মহোদয়া স্বহস্তে বালিকাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বলেন—

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসী-দিগের দ্বারা পরিচালিত বঙ্গদেশের এই বিদ্যালয়ে আমি যে সর্ব্বপ্রথম পারিতোষিক বিতরণ করিতেছি তজ্জন্য আমি বিশেষভাবে আনন্দ-লাভ করিতেছি। আমি এই বিদ্যালয়ের সফলতা কামনা করি।

ভারতীয় নারীদিগের সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয়ে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং আমি আশা করি যে তাহাদিগের শিক্ষা সেইরূপ প্রণালীতেই অগ্রসর হইবে যাহাতে তাহাদিগের গৃহ ও গৃহ-কর্ত্তব্যের আদর্শের কণামাত্রও না হারাইয়া, তাহাদিগের জীবনের গভীরতা ও পূর্ণতা সাধিত হইবে। এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে স্বাস্থ্য, নীতি ও গৃহস্থালী শিক্ষা দেওয়া হয় জানিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আমি আশা করি, ভারতের বালিকা-বিদ্যালয়-সমূহে জাতীয় কলা ও গৃহ-শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে

ভারতীয় প্রথানুসারে চর্চ্চার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইবে। এই বিদ্যালয়ের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয়-স্বরূপ আমি বর্ত্তমান বৎসরের জন্য "গৃহস্বাস্থ্য"-বিষয়ে একটী পুরস্কার প্রদান করিবার ইচ্ছা করি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পি, সি, লায়ন মহাশয় এই উপলক্ষে বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে তিনটী বিষয় আবশ্যক। প্রথমতঃ, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয় পুরুষদিগের অপেক্ষা ভিন্ন হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীজাতির শিক্ষা-সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদিগের মতামতের পূর্ণ অধিকার থাকা আবশ্যক; এবং তৃতীয়তঃ,সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিদ্যালয়ের তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

এতদ্ব্যতীত লেডি চেম্‌সফোর্ড 'সখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা-বিদ্যালয়,' এবং 'বীণাপাণি বালিকা-বিদ্যালয়' ও পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কন্‌ভোকেশন বা উপাধি-বিতরণী সভা।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণী সভায় এবার ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌সফোর্ড উপস্থিত থাকিয়া চ্যান্‌সেলারের কার্য্য করিয়াছিলেন। সভায় লেডি কারমাইকেল, শিক্ষা-সচিব শঙ্কর নায়ার, দ্বারবঙ্গের মহারাজ এবং বহু-সংখ্যক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উপাধি লাভ করিয়াছেন।—

এম্ এ। দর্শন-শাস্ত্র।—ভক্তিলতা চন্দ ও আশালতিকা হালদার।

বি-এ—সুনীতি মজুমদার (ইংরাজী সাহিত্যে সম্মান); সুজাতা বসু (ইংরাজী সাহিত্যে সম্মান); সীতা চট্টোপাধ্যায় (ইংরাজী সাহিত্যে সম্মান); পরিমল হাজরা (অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম-শ্রেণীর সম্মান ও পদ্মাবতী সুবর্ণ-পদক); তটিনী গুপ্তা * (সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর সম্মান); নলিনী সরকার (পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণা); নিশাময়ী বিশ্বাস; চারুলতা দাস; গার্গী মণ্ডল্; সরলা নন্দী; ষ্টেলা কোহেন; ইন্দুমতী দত্ত; জ্ঞানপ্রিয়া ঘোষ; বেলা রায়; মালতী রায়; সুশীলা খিল্‌নানী *, হিওয়ার্ড প্যাস্‌কেল্ *; সুধাংশুবালা হাজরা *।

বি, এস্-সি। সুনীতি মিত্র (পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণা), কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মহিলা-ছাত্রীদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ে এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বি-টি।—মাধুরী মান্‌গায়েন; অবলাবালা সরকার; কিটি গুহা; তেজোময়ী সরকার; সুরবালা গুপ্তা; ব্যাশাল এব্‌ডেন্, প্রভাসনলিনী সোম; হিরণ্ময়ী সেন; ক্ষেমদা রায়; চারুশীলা রায়। ইঁহারা শিক্ষাতায় উপাধিপাইয়াছেন।

বি-এল্। হেলা গুহ (প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা)।

এম্-বি।—হেলিন্ শ; গ্ল্যাডিস্ হেলেন্ মার্চ্চেণ্ট।

* ইঁহারা উপাধি-বিতরণী সভায় উপস্থিত হন নাই।

বসন্তপঞ্চমী।

বাসন্তি অনিলে পূরি দশ দিশি,
ছড়ায়ে সৌরভ-সার,
উর মা ভারতি, শ্বেত-পদ্মাসনে।
ঝঙ্কারি বীণার তার।
শব্দ সহযোগে সুস্বর-লহরী,
মধুর আলাপ সহ,
মধুর নিক্কণে অমৃতের ধারা,
ঢাল বঙ্গে অহরহঃ।

অতীত গৌরবে পুনঃ সুতাসুতে
সঞ্চারিয়া নব প্রাণ,
জ্ঞান-বিভাকরে সতত উজলি,
কর মা কল্যাণ দান।
কল্যাণ-দায়িনি, শুভদে, সারদে।
শুভ সংবৎসর পরে
ধর এ মিনতি প্রণতি অঞ্জলি,
কমল-চরণোপরে।

শ্রীসরলাবালা বিশ্বাস।

উপেক্ষিত।

মরম-বেদনা লয়ে তোমাদের মুখ চেয়ে
জগতের পাশে যা'রা পড়ে আছে একা,
তোমরা করুণা ক'রে চাহিবে কি মুখ ফিরে—
সে দীন-আতুর দলে দেবে কি গো দেখা?
আঁধারে যাহারা আছে, যা'বে তারা কা'র কাছে,
তোমরা যদি না লও হাত ধরে তুলে?

তোমাদের স্নেহ দাও হেসে দুটী কথা ক
বুকেতে টানিয়া লও আপনার বলে।
তোমাদের স্নেহ পেলে যা'বে তারা সব ভু
তোমাদের পথ ধরে হ'বে অগ্রসর;
তা'রা তোমাদেরি মত ডাকিবে পথিক
জগতে চরম পথ হবে পরিসর!

শ্রী সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যা

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শীলা যেন বজ্রাহত হইয়া গিয়াছে! সুপ্রকাশ— মিঃ রায়! সে যে স্বপ্নেও একথা ভাবিতে পারে নাই। মিঃ রায়, যাঁহার কথা মনে করিতে সে ভয় পাইত, যাঁহার জীবন এত জটিল ও প্রহে

শুনিয়াছে, সেই মিঃ রায় কি না—সুপ্রকাশ! হইবে সুপ্রকাশ মিঃ রায় হয়েন, তাহা হইলে সহানুভূতির অবিশ্বাস করিতে পারিবে? না। জন্য "গৃহস্থ" আর সুপ্রকাশ একদিকে। সে করিস্যতে সুপ্রকাশকে অবিশ্বাস করিতে রিবে না।

রমা শীলাকে লইয়া উপরের সেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষে স্থিত হইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার সেই বস্ত্র দেখিয়া বলিলেন, "খুব ভিজেছ বুঝি? যাও কাপড় বদ্‌লে এসো। সুপ্রকাশ কোথায়?"

রমা। মিঃ রায় নীচে কা'র সঙ্গে কথা চ্ছেন্।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাড়াতাড়িতে রমাকে মিঃ রে কথা গোপন করিয়া রাখিবার জন্য বলিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শীলার সম্মুখে রমাকে রায় বলিতে শুনিয়া, তিনি একটু লজ্জিত-শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এ তোমারই হবে শীলা! আজ আমরা তোমারই থি।"

শীলা বলিল, "আপ্‌নারা ত এতদিন কেউ নি! কেন আমায় বলেন নি?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। কি কোর্ব্বো বল? সুশ বলেছিল, "আমায় দরিদ্র জেনে যদি শীলা কে বিয়ে করে, তবেই আমি বিয়ে কোর্ব্বো। ধনী জেনে, অনেকেই আমার সঙ্গে তাঁদের বিবাহ দিতে উদ্যত। কিন্তু আমি ধনী বলে না দিয়ে যদি শীলাকে পাই, ধন্য হব।" পরে তোমাকে সব কথা বোল্‌বে বলেছিল।

লা মিসেস্ ব্যানার্জ্জির কথায় সুপ্রকাশের গভীর ভালবাসার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত

দিন সকল অতিথিই ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, সুপ্রকাশ রায়ই মিঃ রায়। সকলের মধ্যেই প্রশ্ন ও উত্তরের কোলাহল পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় 'বায়স্কোপ' দেখান আরম্ভ হইল। শীলা প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল; রমা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। শীলা সকলের সহিত বসিয়া বায়স্কোপ দেখিতে লাগিল; কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মিঃ রায়কে দেখিতে পাইল না। সম্মুখে বায়স্কোপের সুন্দর দৃশ্য!—জলের ভিতরে শুক্তি ও প্রবালের মধ্যে জলকন্যারা নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যেন কমল-কোরক-গুলি অস্ফুট রহিয়াছে! সহসা কোন্ অজানা দেশের রাজপুত্র সেই স্থানে ভাসিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিদ্রিত জল-কন্যারা জাগিয়া সচকিতে চাহিল; দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন ফুলেরই মত ফুটিয়া উঠিল। আর সেই রাজপুত্র সেই জলকন্যাদের রাণীর প্রতি মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন! অন্যান্য জলকন্যারা কত রত্ন লইয়া, কত মুক্তার মালা লইয়া রাজপুত্রকে দিতে গেল, রাজপুত্র কিছুই লইলেন না; শুধু অপলক নেত্রে জল-রাণীর প্রতি চাহিয়া আছেন! দেখিতে দেখিতে জলকন্যারা কোথায় মিলাইয়া গেল, কত ভয়ঙ্কর জলজন্তু আসিয়া রাজপুত্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু রাজপুত্রের কিছুই করিতে পারিল না; রাজপুত্র সেই প্রবাল-দ্বীপে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চারিদিকে মণি-মাণিক্য ঝলকিত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই জলরাণীর সহিত তাঁহার মিলন হইল। যখন রাজপুত্র সেই জলকন্যাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, দেখিলেন, তাঁহার প্রাসাদ শুধু মুক্তার মালায় সুসজ্জিত। জল-দেবতা কেবল মুক্তার মালায় প্রাসাদ সজ্জিত করিয়া গিয়াছেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। একটি ছোট বালক পাখীর বাসা হইতে কেমন করিয়া ডিম লইতেছে, তাহাই দেখান হইতেছে। এমন সময় অতিথীর পার্-

ক্ষেপে একজন বয়স্ক পরিচারক আসিয়া শীলার হস্তে একখানি কার্ড দিল। শীলা তাহা লইয়া উঠিয়া বারান্দায় গিয়া আলোতে দেখিল, লেখা আছে—"একবার এখনি অনুগ্রহ করিয়া আসিও। ইতি।"

পূর্ব্বে শীলা সুপ্রকাশের হস্তলিপি কখনও পায় নাই; সে চিন্তান্বিত হইয়া পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতে হইবে?

পত্রবাহক পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। শীলা একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেটি লাইব্রেরী গৃহ। চারিদিকে পুস্তকের আলমারী সজ্জিত; মধ্যে-মধ্যে এক একটি বহুমূল্য স্তম্ভ; তাহার উপর ইটালী দেশের বৃহৎ পুত্তলিকা। সেই স্থানে একখানি আরাম-কেদারায় সুপ্রকাশ শুইয়াছিলেন। মুখে অন্যমনস্ক ভাব, যেন অস্থির হইয়া আছেন, যেন তাঁহার সুখের স্বপ্নের অবসানের আশঙ্কায় অধীর হইয়াছেন। শীলা যাইবামাত্র তিনি উঠিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি অপলক নেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা সুপ্রকাশ শীলার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "শীলা! তুমি আমার ওপর রাগ কোরেছ?"

শীলা। তুমি কেন নিজের পরিচয় গোপন করলে?

সুপ্রকাশ। তোমায় দেখেই আমার মনে হয়েছিল,—আমার পরিচয় গোপন কোরে, আমি দরিদ্র সেজে তোমার ভালবাসা আকর্ষণ কোর্ব্বো। যদি দরিদ্র সেজে তোমার ভালবাসা পাই, ধন্য হব। আমার অর্থ দেখে ত অনেকেই আমার জন্যে লালায়িত। বিয়ের কথার ত আর অভাব নেই। যেখানে যাই, সেইখানেই ওই কথা, ওই চেষ্টা। যখন শুনলুম ধনী সুব্রতর সঙ্গে তোমার বিবাহের স্থির হোচ্ছে, তখন দরিদ্র সুপ্রকাশ সেজে তোমার প্রণয়-প্রার্থী হ'লাম। এটুকু অপরাধ কি শীলা, তুমি কোর্ব্বে না? এ কি ক্ষমার অযোগ্য?

শীলার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছিল; প্রকাশের মুখের দিকে চাহিলে তাহার অবিশ্বাসের ছায়া থাকে না। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জন্যে এত কেন? আমি নিজে দরিদ্র ভিখারিণী, মাতাপিতৃহীনা, পরের আশ্রয়ে রয়েছি। আমার জন্যে তোমার এত কষ্ট কেন?"

সুপ্রকাশ শীলার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহি বলিলেন, 'শীলা, তুমি আমার মত ভালবাস তাই বুঝ্‌বে না,—কেন? তুমি আমার কি, তু আমার কত প্রিয়, তাহা বুঝিয়ে বল্‌বার শ আমার নেই। তবে, তোমার যদি আমার বিশ্বাস না থাকে, তা'হলে তোমার যা ইচ্ছে কর। আমি তোমার মনে কখনো ব্যথা দোব যদি আমার সঙ্গে বিবাহিত হ'লে সুখী হও—।"

শীলা। (বাধা দিয়া) আপ্‌নার নিজে পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল।

সুপ্রকাশ। পরিচয় না দিয়ে কি হানি হয়েছে

শীলা। আপ্‌নি এত ধনী আপনার—।

সুপ্রকাশ। (চমকিত হইয়া) ও কি শীলা আমি ধনী বোলে আমাদের মাঝখানে এত ব্যব হ'ল। আমি আবার 'আপনি' হ'লাম?

সুপ্রকাশের মুখ বিষাদের ছায়ায় ম্লান হইল।

শীলা। তা কেন? আমি অন্যমনস্ক বোলে ফেলেছি। লোকে কি বল্‌বে—?

সুপ্রকাশ। লোকের কথার জন্যে তুমি আ অসুখী কোর্ব্বে? আমার যদি পূর্ব্বে বিবা সাধ থাকৃত, আমার মা কত চেষ্টা করেছিলেন, লোক কন্যা নিয়ে দেশ-দেশান্তর থেকে আ করেছিলেন। আমার একবারও সাধ যায়

...ত বিবাহ কোর্ব্বো না বোলেই প্রতিজ্ঞা করে-...ম, কিন্তু সে দর্প চূর্ণ হয়েছে। যে মুহূর্ত্তে তোমায় ...ছি সেই মুহূর্ত্তে জেনিছি, তোমায় না পেলে এ ...ন বিফল হবে। তাই চলে গিয়েও ফের ...ছিলাম। কিন্তু শীলা, তুমি যদি এ বন্ধন ছিঁড়্তে ...—যদিও তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল—তবুও ...তে যদি তুমি সুখী হও, আমি বাধা দোব না। ...মায় কিছু অনুরোধ কোর্ব্বো না। তুমি যাতে ...ী হও তাই কর

শীলা। সেদিন মিসেস ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে ...লে কি বলাবলি কর্‌ছিলেন, তাতে মনে হয়, ...মার জীবন যেন গভীর রহস্যেপূর্ণ।

সুপ্রকাশ। আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমায় অবিশ্বাসী বা অপরাধী মনে হচ্ছে? যদি হয় ...মুহূর্ত্তে তুমি আমায় পরিত্যাগ কর। লোকের ...য় আমার জীবন নষ্ট কোর্ব্বে? যদি তাই কর, আমি তোমায় কিছু বল্‌ব না।

শীলা সেই মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, সেই ...কোনও স্থানে একটুও মলিনতার ছায়া নাই। ...উদার ও প্রশান্ত মুখের ভাব! চক্ষে শুধু একান্ত ...বাসা! সে ভালবাসা শীলা কোনরূপে পরিত্যাগ ...তে পারে না। লোকের কথায় শীলা কেন ...ব? শীলা যাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জানে, ...লার হৃদয়ের অধিষ্ঠিত দেবতা, শীলা তাঁহাকেই ...রিবে।—শীলা তাঁহার কথার উত্তরে ... "আমি আর কাউকেও জানি না। আমায় ...ই যদি তুমি সুখী হও, তুমি ত জান আমি ...মারই"—!

...প্রকাশের মুখমণ্ডল আনন্দ-আলোকে পরি-...য়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "যেমন আমায় ...কর্‌লে, আশা করি, আমা হতে এক মুহূর্ত্তের ...তুমি অসুখী হবে না।"

"এই যে তোমরা এখানে?"—এই বলিতে বলিতে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া শীলাকে বলিলেন, "তুমি বুঝি আর বায়স্কোপ দেখ্‌লে না? কত খরচ করে কোল্‌কাতা থেকে সুপ্রকাশ আনিয়েছে, তোমার পছন্দ হল না?"

শীলা। (লজ্জিতভাবে) আমি এখুনি যাচ্ছি।

সুপ্রকাশ। আমি শীলাকে একবার ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলুম্।

মিসেস ব্যানার্জ্জি। তা তোমার ত ছদ্মবেশ প্রকাশ হ'ল। আমি যেদিন তোমায় দেখিছি, আর তোমার কথা শুনিছি, সেদিন থেকেই জেনেছি, বেচারী সুব্রতর আশা নেই, আজ রমা বল্‌ছিল কোল্‌কাতায় তার সঙ্গে সুব্রতর দেখা হয়েছিল। সুব্রত কি বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছে। তোমার অনেক কথা রমাকে জিজ্ঞাসা করেছে; জান্‌তেও পেরেছে যে, তুমিই মিঃ রায়।

সুপ্রকাশ। সত্যি? তা ভালই হয়েছে। আমি ত বিবাহের পরই এখান থেকে চলে যাব, ভেবে-ছিলাম। তারপর এখানে যখন আস্‌তাম, মিঃ রায় হয়েই আস্‌তাম। আমি শীলাকে তাই ডেকে বল্‌ছি, এইটুকু অপরাধ সে যেন গ্রহণ না করে। আমার নাম সুপ্রকাশই—"এস রায়।" কাজেই বিবাহের সময় আমার নাম কিছু ভুল হ'ত না। জমিদার নামটা ত না জান্‌লে কিছু ক্ষতি হ'ত না।

শীলা। আমার সঙ্গে বিবাহ হ'লে আমার পিতৃ-মাতৃহীনতা, গৃহশূন্যতার পরিচয় দিতে তোমার কত অপমান, কত লজ্জা বোধ কর্‌তে হবে!

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তুমি মা, অত্যন্ত সৌভাগ্য-বতী, তাই এমন স্বামী পাবে। এখন আর কিছু বোল্‌ব না, তবে তুমি স্বামীকে বিশ্বাস কোরো, সুখী হবে। তোমার মত সৌভাগ্য পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই হয়।

শীলা নতমুখে রহিল। গভীর ভালবাসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার মন হইতে সমস্ত অন্ধকার, ছায়া দূর হইয়া গেল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাহার পর বলিলেন, "আমি যাই, খাবার যোগাড় দেখি; শীগ্‌গির কাজ সেরে বাড়ী যেতে হবে। আজ অনেক রাত হয়ে গেল।"

সুপ্রকাশ। শীলাও এখনি যাচ্ছে। আমি বিবাহের দিনই সিম্‌লায় যাব, শীলার যা কিছু আবশ্যক দ্রব্য, তা আপ্‌নি ঠিক কোরে দেবেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আজ সতীশ এসেছেন; তাঁর শরীর ভাল নয়, তাই বাড়ীতেই আছেন। শুন্‌লাম, শৈলেন সুষমাকে নিয়ে সিম্‌লা থেকে আগ্রায় ফিরে গেছে; সুষমার শরীর এখনো বিশেষ খারাপ,—হার্টের দুর্ব্বলতা খুব বেড়েছে।

সুপ্রকাশ যেন নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "আমার বাড়ীতেই এত দিন শৈলেন ছিল; আমি যাব লিখেছি, তাই চলে গেছে। আমি এ সময়টা সেখানেই থাকবো।

মিসেস ব্যানার্জ্জি। কটকে তা'হলে এখন ফির্‌ছো না?

সুপ্রকাশ। এখন ত নয়ই, শীতের শেষে না হয়, আস্‌বো।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এ বাড়ীতে ত কম জিনিস আন নি! এ সব কি কোল্‌কাতার বাড়ীর?

সুপ্রকাশ। অনেক জিনিসই সেখানকার। কোল্‌কাতায় থাক্‌তে আমি ভালবাসি নে। সেই-জন্যে সে বাড়ী ভাড়া দিতে বলেছি। কটকের দিকেই আমার জমীদারী বেশী; আমার এ-ধারেই থাক্‌তে হবে।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে বলিলেন, "সে-দিন যখন তোমায় নদীর ধারে দেখেছিলাম, কি ভেবেছিলাম জান? যে, এ বাড়ী ঘর আর কিছুই দেখ্‌বো না, শীগ্‌গি[র] কোথাও চলে যাই! মা গিয়ে পর্য্যন্ত মনটা যেন উ[দাস] হয়ে গেছ্‌লো। আমার ভাই-বোন্ যদি কেউ থা[ক্‌তো] তা হলে হয় ত, জীবন এত উদাস হ'ত না। [...] শুধু দেশে দেশে ঘুরছি। লেখা-পড়া তাও একটু [...] শিখ্‌তে চেষ্টা করেছি। এ দেশে বি-এ পাস [...] অকস্‌ফোর্ডেও দু'বছর পড়ে এলুম। কত বিলেতের সব জায়গায় ঘুরলাম, [...] কোথাও শান্তি পেলাম না। আমার ভাল[বাসা] যেন নিদ্রিত ছিল। সেই যে গল্পের রাজ[...] রাক্ষসের পুরীতে অচেতন হয়ে পড়ে থাক[...] পায়ের কাছে রূপোর কাঠি, আর মাথার [...] সোনার কাঠি। আমারও প্রাণটা তেমনি নি[দ্রিত] ছিল, তুমি সেই রাজপুত্রের মত সাত সমুদ্র [...] নদী পার হয়ে এসে সেই ঘুমে-ভরা নিদ্রিত পুরী[তে] প্রবেশ কোরে, যেই সোনার কাঠিটি স্পর্শ কর[...] অম্‌নি আমার নিদ্রিত প্রণয় জেগে উঠ্‌লো। কোন্ মুহূর্ত্তে? যে শুভমুহূর্ত্তে তোমায় [...] দেখ্‌লাম, আমার প্রাণ সেই ক্ষণে, সেই [...] তোমার নিকট ছেড়ে আস্‌লাম। সে-দিন সুর[...] কথায় আমার প্রাণে কি সুধার হিল্লোল [...] গিছ্‌লো!—দরিদ্র ভিখারী সুপ্রকাশের [...] তুমি যখন ধনী সুব্রতর সাদর আহ্বানকে উপে[ক্ষা] করলে, তখন আর হৃদয়কে সংযত কর[তে] পারলাম না। তবু এখনও বল্‌ছি, শীলা, [...] তোমায় এত ভালবাসি যে, যদি তোমার [...] বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস হয়—আমার সঙ্গে তুমি [...] হবে না, তা' হলে এখন ও তুমি আমার থে[কে] বিচ্ছিন্ন হতে পার। আমার জীবনের সুখের কাছে[...] আমার জীবনের কাছে তোমার সুখ যত মহা[...] আমার জীবন তেমন নয়!"

শীলা মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় এই প্রণয়ের উচ্ছ্বাস শুনি[...]

...আর ভাবিতেছিল, সে কি করিয়াছিল ...এই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইল। পৃথি-... সে কি কখনও ধনরত্নের কামনা করিয়াছে? ... ঐশ্বর্য্যের লোভে কখন মুগ্ধ হইয়াছে? সে ... ত কিছুই চাহে নাই, শুধু সুপ্রকাশকে প্রাণ ...া চাহিয়াছে! সেই সুপ্রকাশ আজ প্রাণ-ভরা ...বাসা লইয়া তাহার নিকট আসিয়াছেন, সে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে? কখনও নয়। ...কাশের অতীতের কোন কথাই সে জানে না, ...ষ্যতেও অভিলাষিণী নহে, বর্ত্তমানই তাহার স্বর্গ! ...স্বর্গ ছাড়িয়া সে কোন্ অবিশ্বাসের অন্ধকারে ...ত্তে যাইবে! আর সে কিছুই চাহে না, শুধু ...কাশকেই চায়। যখন সুপ্রকাশও তাহাকে ...হতেছে, তখন সে বাধা দিবে না।

সুপ্রকাশ শীলাকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা ...লেন, "শীলা, কি ভাবছ?"

শীলা। (মৃদু হাসিয়া) কিছুই না। আমার ত ...র ভাব্‌বার কিছু নেই। তুমি ত দু'জনার ...বনা ভাব্‌বার ভার নিয়েছ।

সুপ্রকাশ। তা হলে কি তুমি আমার হবে?

শীলা। এ কথা বার-বার কেন? অবিশ্বাসের কোনও কারণ আছে?

ইহা শুনিয়া সুপ্রকাশের আনন আনন্দালোকে ... হইল।

(২০)

...দিন দ্বিপ্রহরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বারা-...য় বসিয়া শীলার বস্ত্রাদি সমুদয় দর্জ্জিকে দিয়া ঠিক ...াইতেছিলেন। রমা বাটীতে নাই; সে তাহার ... মিসেস্ মল্লিকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। ...ন সময় হঠাৎ একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী খড়্-...খড়্ শব্দে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বিস্মিতভাবে দেখিলেন, গাড়ীর দ্বার রুদ্ধ। শীলা দেখিল, কোচ্‌বাক্সে অচ্যুত বসিয়া আছে। সেও বিস্মিত হইল! এমন সময় অচ্যুত নামিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া বলিল, "এই ত আসিলানি, ঝট্ কলা উতারি যাও। দিদি ঠিয়া হইছন্তি।" (১)

এক গলা ঘোম্‌টা টানিয়া, লাল-পাড় কাপড় পরিধান করিয়া, দুই অঙ্গুলির দ্বারা ঘোম্‌টাটী একটু তুলিয়া গৃহিণী নামিলেন। তাহার পর অমিয় বাহির হইল। অমিয় ধীরে ধীরে শীলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার খুড়ী-মাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। তাড়া-তাড়িতে তাঁহার চক্ষের চস্‌মা মাটিতে পড়িয়া গেল। যে বস্ত্রগুলি ধরিয়াছিলেন, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আসুন, ভেতরে আসুন।" শীলাও প্রণাম করিলে, গৃহিণী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বেঁচে থাক বাছা, চিরসুখে নিজের ঘরকন্না কর।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার খুড়ীমাকে 'ড্রইং রুমে' আনিলে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ভাবিলেন, মেমেদের কি সবই অদ্ভুত! শুধু শুধু ঘরে এত চেয়ার-টেবিলের ছড়াছড়ি কেন? মেজেতে এমন সুন্দর কার্পেট পাতা, তাতে কি হয় না? মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁহাকে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলে, তিনি বলিলেন, "থাক্ থাক্ হয়েছে। আমি এই খানে বসি।" এই বলিয়া কার্পেট-মণ্ডিত গৃহতলে তিনি বসিয়া পড়িলেন। শীলা বিস্মিত হইয়া খুড়ীমার নিকট বসিয়া ভাবিতেছিল, হঠাৎ কি মনে করিয়া খুড়ীমা আসিয়াছেন। সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে

---

(১) এই ত আসিল; শীঘ্র নেমে পড়। দিদি দাঁড়িয়ে আছেন।

পারিতেছিল না। এরূপ সময় গৃহিণী বলিলেন, "তা শীলা,তুমি আর এক দিনও আমাদের বাড়ী যাও না কেন? এই বিয়ে হলেই ত শুনছি, কোন্ দূর দেশে যাবে। তা আমাদের জামাই এমন ঘর-বাড়ী ছেড়ে অত দূরে কি কোর্ত্তে যাবেন?" শীলা নতমুখে রহিল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আপ্নার জামাইয়ের কি ঘর-বাড়ীর অভাব? যেখানে যাবেন সেইখানেই ঘর-বাড়ী। বিয়ের পরই শীলাকে নিয়ে সিম্লায় যাবেন।

গৃহিণী। সিম্লে!—সে ত কল্কাতায়,—সেই গলি-ঘুঁজির মধ্যে। তা সেখানে না গিয়ে এখানে থাক্লে কি হ'ত না? এমন ঘর-বাড়ী রাজ-অট্টালিকা—।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। কোল্কাতার সিমলা নয়। এ সিমলা পাহাড়। হিমালয়ের এক অংশ।

গৃহিণী। তা বেশ হবে। শিবদুর্গা কৈলেশ-পর্ব্বতে থাক্তেন, এরা ন'য় হিমালয়ে যাবেন। বিয়ে কবে হবে? আমরা ত আপনার লোক হ'য়ও পিছে হয়ে আছি। আপ্নিই ত সব কচ্ছেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আপ্নারাই বা যোগ দিচ্ছেন না কেন? এই ক'দিন বাদেই বিয়ে। তা আপ্নাদেরই ত মেয়ে!

গৃহিণী। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তা বেশ, আপ্নি যখন বলেছেন, আস্বো বই কি। ও মা! অমি কোথা গেল? সে ত এইখানে তার দিদির কাছে ছিল। ছেলেটা মোটে সুস্থির নয়। এক দণ্ড চুপ করে বোস্তে পারে না! কি যে চঞ্চল-পানা করে বেড়ায়, কিছু বুঝ্তেও পারি না।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, "আচ্ছা, আপ্নি বসুন, আমি দেখি, সে কোথায় গেল।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী। হাঁ মা, তা জামাই তোমা[illegible] দিলেন? মস্ত জমীদার, এইবার গা-ভরা দিতে হবে।

শীলা। আমার যা আছে তাই ঢের, আমার চাই না।

গৃহিণী। সে কি বাছা! ও-কথা কি [illegible] জমীদারের সঙ্গে বে হবে, কত লোক [illegible] আসবে। খুব ঘটা করে বাজি বাজিয়ে [illegible] কর্ত্তে আসেন।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ঠিক এই সময় অমিকে লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। গৃহিণীর এই শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের ত[illegible] বাবা হয় না। ও-রকম ঘটা কোরেও বর আস্বে[illegible] এই বাড়ীতেই বিয়ে হবে। ওদের রেজি[illegible] কোরে ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বিয়ে হবে।"

গৃহিণী। (বিস্মিতভাবে) সে আবার কি? [illegible]দের রেজিষ্টারী কোর্ব্বে? আপিসে যাবে? না, [illegible] ঘরে যাবে? যেমন কোরে চিটি রেজিষ্টারী হ[illegible]

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। না, এ সে-রকম [illegible] সাহেবদের মত। সব সাক্ষীদের সাম্নে [illegible] পড়া কোর্ত্তে হয়।

গৃহিণী যেন অবাক্ হইয়া বলিলেন, "ওঃ—"

এই সময় অমি চুপ চুপ বলিল, "দিদিভাই, যখন ও-বাড়ীতে যাবে কেমন মজা হবে!"

শীলা। এখন ও ভাই এখানে থাক্বো। যখন আস্বো তখন আবার দেখা হবে।

বালক কাতরভাবে বলিল, "কোথায় যাবে[illegible] তাহার মুখে যে আশার আনন্দ ছিল, তাহা নিভিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর গৃ[illegible] বিদায় লইলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও [illegible] পুনরায় বস্ত্রাদিতে মনোনিবেশ করিলেন।

রমা মিসেস্ মল্লিকের বাড়ী গিয়া দেখিল, মিসেস্ ... আর একটী মহিলার সহিত বসিয়া গল্প ...তেছেন। রমাকে দেখিয়া মিসেস্ মল্লিক ...দের সহিত বলিলেন, "এই যে রমা! কবে ... আমায় যে বড় চিঠি দিস্ নি?"

রমা। হঠাৎ এসে পড়্‌ব, তাই চিঠি দিই নি। ... বেশ মজা হ'ল না?

মিসেস্ মল্লিক। কেবল চালাকী কোর্‌ত্তেই ...। আচ্ছা, এর পর বোঝা-পড়া হবে! সুষি ... আছে?

রমা। তেম্‌নি আছে। বেশ ভদ্র ত, সাম্‌নে ... বসে আছেন, আলাপও করিয়ে দিলে না?

মিসেস্ মল্লিক অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তাই ... রমা, মিসেস প্রভাত বোস— বেলা।

রমা। (হাসিয়া, নমস্কার করিয়া) বেলা—বেশ ...। মিসেস্ প্র-ভা-ত বো-স মস্ত নাম। ...নি কেমন আছেন?

বেলা রমাসুন্দরীর হাস্যোজ্জ্বল মুখে ও নয়নের ... দৃষ্টিতে মেলা-মেশার ভাব দেখিয়া প্রথম ...ই তাহাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছিলেন, ...য়া বলিলেন, "আপ্‌নার নাম—রমা? আপ্‌নি ..., মাসীমা—মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দৌহিত্রী?"

রমা। হ্যাঁ ভাই, আমি সেই রমা। আমার ...টা দেখ্‌ছি দেশে দেশে ছেয়ে পড়েছে। তা ...মার নাম এত জাহির কল্লে কে?

বেলা। মাসীমার সঙ্গে আমাদের খুবই যাওয়া-...া ছিল, তাই শুনেছিলাম।

রমা। এখন আমি এসে কি সেই যাওয়া-আসা ... হয়ে গেল? কাল তাঁর পিক্‌নিকে যান নি ...?

বেলা নিরুত্তর রহিলেন।

মিসেস্ মল্লিক। সে ঢের কথা! ওঁর ভাওর সুব্রতর সঙ্গে শীলার বিয়ের কথা হচ্ছিল, এমন সময় কোথাকার এক সুপ্রকাশ রায় এসে, নিজের সঙ্গে শীলার বিয়ে ঠিক্ কোরে ফেলেছেন। তোমার দিদিমাই প্রশ্রয় দিয়ে এইটি ঘটিয়েছেন।

রমা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। মিসেস্ মল্লিক বলিলেন, "তোর কি হ'ল? অমন করিস্ কেন? হাসির ফিট্ হয় নাকি?"

রমা। ওমা! কোথাকার সুপ্রকাশ রায় কি গো? তোম্‌রা বুঝি জান না। উনি যে এস, রায়, —উনি যে মিঃ রায়! মস্ত জমীদার। এই কটকেই তাঁর বড় জমীদারী! তোমরা কি তাঁর নামও শোন নি?

মিসেস্ মল্লিক। (চমকিতভাবে) কোন্ মিঃ রায়? —জমীদার?

রমা। হাঁ গো হাঁ। আবার কোন্ রায় হবে?

বেলা। সুপ্রকাশ রায় বুঝি,—মিঃ রায়! তাই শীলার মন আমাদের স্নেহ-ভালবাসায় ভুল্লো না। তা ত হবারি কথা। মিঃ রায়ের কাছে আমরা! এই কটকেই ত তাঁর মস্ত জমীদারী।

মিসেস্ মল্লিক। জমীদারী ত মস্ত, তা এত দিন বিয়ে না কোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? সুনাম ত নেই। এই ত উনি বল্‌ছিলেন, কি এক 'ডাইভোর্স' কেস' হয়েছিল।

রমা। সে আবার কি? আমরা ত ও-সব কথা কখনো শুনি নি। চিরকালই ত মিঃ রায়কে জানি।

বেলা। শীলার তা হ'লে সুখের সীমা থাক্‌বে না। ছোটবাবুর নিষ্কলঙ্কচরিত্র! অমন দেবতার মত স্বামী হ'ত! তা না হয়ে এ কি হবে! যাক্ আমাদের ও-কথায় না থাকাই ভাল। আমি কোন কথাতেই থাক্‌ব না, স্থির করিছি।

মিসেস্ মল্লিক। ও-মেয়ে ত কম নয়! কেমন চুপ-চাপ! দেখ্‌লে মনে হয় কত শান্ত!

বেলা। সত্যিই বড় সুন্দর-প্রকৃতির মেয়ে। আমাদের আপনার লোক হ'ল না বলেই কি নিন্দে কোর্ব্বো? মেয়েটির কোনও দোষ নেই। মাসীমা যদি বাড়ীতে মিঃ রায়কে আস্‌তে না দিতেন, তা হলেই ত এইটি ঘট্‌ত না। শীলার বাপের ত বরাবর সাধ ছিল, আমাদের ছোটবাবুটীর সঙ্গে বিয়ে হয়। সেইজন্যেই ত লক্ষ্ণৌ থেকে কটকে পাঠিয়েছিলেন। শীলার খুড়ো-খুড়ীরও ত ইচ্ছে ছিল। মাঝখান থেকে মিঃ রায় এসে কি আপদ্ জুটিয়ে বস্‌লেন। এখন শীলার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?

মিসেস্ মল্লিক। ওই 'ডাইভোর্স কেসের' কথা একবার বল্লে হয় না? আমি যে ছাই সব জানি নে। কি শুনেছিলুম মনেও নেই। উনিও আবার কোল্‌কাতায় গ্যাছেন।

বেলা। ছিঃ, ছিঃ! এমন পাপের কাজও কি কেউ করে? আমি একথা আমাদের বাড়ীতে কাউকেও বোল্‌বো না। পুরুষ-মানুষের মেজাজের ঠিক নেই। এখুনি মাসীমার সঙ্গে গিয়ে গোল বাধাবে। ছোটবাবু ত দেশত্যাগী হয়ে কোল্‌কাতায় গিয়ে আছেন। এখানে প্র্যাকটিসও কর্ব্বেন না বলেছেন। আমারি শাশুড়ীও শয্যা নিয়ে আছেন। তাঁর চির-দিনের সাধ, দুটি ভাইতে একত্রে থাকেন। ওঁরও মেজাজ রুক্ষ হয়ে আছে। (রমার প্রতি) আপ্‌নি এ কথা নিয়ে বলাবলি কর্ব্বেন না। শীলাকে বড় ভালবেসিছি, তাকে ছোট বোনের মত মনে হয়। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে সুখী হোক্ এই প্রার্থনা।

রমা। আপ্‌নারা কত দিন এখানে আছেন?

বেলার মধুর প্রকৃতি দেখিয়া রমারও মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। বেলারও নবযৌবন-বিকসিত রমার হাস্যপ্রফুল্ল মুখকমল-খানি বড় ভাল লাগিতেছিল। বেলা রমার কথা শুনিয়াই বলিল "আমরা এখন কটক-বাসী হয়েছি।"

মিসেস্ মল্লিক। ওঁদের ও জমিদারী আছে। ওঁর স্বামী জমিদারী দেখেন। ওঁর দ্যাওর ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন। সুব্রত বসুর নাম শোন নি?

রমা। নামও শুনিছি, ছবিও দেখেছিলাম, সে-দিন আলাপও হয়েছে।

মিসেস্ মল্লিক। তবে বাকি আর কি?

বেলা। মাসীমার সঙ্গে আজ্‌-কাল্ দেখা হয় না। মাসীমাকে আমরা বড় ভাল বাসতাম।

রমা। ভালবাসতেন! Past tense হয়ে গেল কেন? এখনো ত ভালবাসতে পারেন। ভাল-বাসা কি কেনা-বেচার জিনিস্? একবার ভালবাসলে তা কি কখনো যায়? আমার ত তা মনে হয় না।

বেলা এই কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিল না—হাসিতে লাগিল।

রমা। তা আপ্‌নারা একদিন যাবেন।

মিসেস্ মল্লিক। তাঁদের বড় সাধের ভাবী পুত্র-বধূ শীলাটীকে তোমাদের মিঃ রায় কেড়ে নিয়েছেন। সে দুঃখে যে সুব্রত দেশত্যাগী। কাজেই তাঁর মা বা ভাজ্ এখন তোমার দিদিমার কাছে যান কি কোরে?

রমা। তা দিদিমার কি দোষ বাপু? তিনি ত আর শীলাকে বিয়ে কচ্ছেন না?

বেলা। তিনি বাধা দিতে পার্ত্তেন ত?

রমা। কা'কে! মিঃ রায় কে? তবেই হয়েছে। দিদিমা ত মিঃ রায়কে পেলে পুজো করেন। তিনি বলেন, মিঃ রায় দেব্‌তা। তাঁর মতে মিঃ রায়ের মত লোক—অমন সচ্চরিত্র, অমন বিদ্বান্, অমন

...স্বভাব, অমন মিষ্টভাষী, অমন্ উদার, পৃথি-...তে যেন আর হয় নি!

মিসেস্ মল্লিক। সত্যি? তা হবে। আমাদের কথায় কাজ কি? তবে মিসেস্ বসুদের মনে ...হয়, তাই বলি।

রমা। যখন আমার দিদিমা বল্লেন অত ভাল, তখন তোমার আর এ সব কথায় কাজ কি?

মিসেস্ মল্লিক। তা কেন বোলবো? আব আমি সব ঘটনা জানিও না। মিঃ মল্লিক এখন এখানে নেই, কল্‌কাতায় গ্যাছেন্।

রমা। তুমি আর কত দিন এখানে থাকবে?

মিসেস্ মল্লিক। পূজার পরেই ত যাবার কথা। এর পর আবার কি ঠিক হয়, জানি না। এখানে এসে ত শরীরে বল পাচ্ছি, ছেলেটাও সেরেছে।

রমা ও বেলার পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে অধিক সময় লাগিল না। তাহাদের পরস্পরের খুব বন্ধুত্ব জন্মিল। বেলা রমাকে বলিলেন, "আপ্‌নি অনুগ্রহ কোরে এক দিন আসবেন।"

রমা। আস্‌বো বই কি। এখন দু'দিন নয়। শীলার বিয়ের পরই আস্‌বো।

বেলা। ভুল্‌বেন না। আপনার কাছে শীলার বিয়ের সব খবর পাব। আজ যে আমার সঙ্গে দেখা হল, এ কথা তাকে জানাবেন না। তার সুখের মধ্যে আর অশান্তি দিয়ে কাজ নেই।

রমা। আমায় আবার 'আপ্‌নি-আপ্‌নি' কেন ভাই? 'তুমি' বল্লেই ত ভাল।

বেলা। তাতে আর আমার আপত্তি নেই। তুমি ত আমার চেয়ে ছোট।

রমা। ছোট না হোলেও আমি আপ্‌নি-আপ্‌নি ভালবাসি না।

বেলা। আচ্ছা, তাই হবে।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ পরে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা বাটীতে গিয়া আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাছে বলিলেন, "মা তুমি শুনেছ, সুপ্রকাশ রায় কে?

প্রভাতের মা। কে আবার হবে বাছা! আমার ত তার কথা শোন্‌বার জন্যে ঘুম হচ্ছে না।

বেলা। মা, সুপ্রকাশ রায়ই মিঃ রায়—জমীদার। তাই আমাদের কোন কথাতেই ভ্রূক্ষেপ করে নি।

প্রভাতের মা। তা সুপ্রকাশ রায়ই বুঝি মিঃ রায়? ছদ্মবেশ ধরবার কারণটা কি? কিছু রহস্য আছে নাকি?

বেলার অধর-প্রান্তে সেই 'ডাইভোস কেস'টার কথা আসিয়া মিলাইয়া গেল। সে বলিল, "তা জানি না; তবে আজ রমার সঙ্গে দেখা হল। বেশ মেয়েটি মা! মাসীমার নাত্‌নী। সেই এখানে এসে সবাইকে বলে দিয়েছে, সেই মিঃ রায়কে চিনতো। আশ্চর্য্য! মাসীমা কিন্তু কিছু প্রকাশ করেন নি।'

প্রভাতের মা। মাসীমার নাত্‌নী—রমা? একবার যে তোমার মাসীমা তার সঙ্গে সুব্রতর বিয়ের কথা বলেছিলেন।

বেলা। তা'হলে মন্দ হয় কি? বেশ ত হবে? তবে শীলার মত অত সুন্দরী নয়।

প্রভাতের মা। (তীব্রকণ্ঠে) আবার ঐ লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে? মরে গেলেও নয়। যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কোরেছে, আমার ছেলেকে দেশত্যাগী কোরেছে, তার সঙ্গে কুটুম্বিতে?—ওদের বিশ্বাস কোর্ত্তে নেই। আমি 'দিদি দিদি' কোরে সারা হতুম, তার বেশ প্রতিফল দিয়েছে।

বেলা। তা মা, মাসীমার কি দোষ? শীলা যদি বিয়ে না করে, জোর জবরদস্তি কি করে চল্‌বে?

প্রভাতের মাতার চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নি বাহির হইল, ওষ্ঠ উচ্চে উঠিল, তিনি বলিলেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! শীলার দোষ কিসের? ফাঁদ পেতে হরিণ ধর্‌লে, হরিণের ফাঁদে পড়ার জন্যে দোষ? না, শিকারীর দোষ? সব মায়াচক্র তোমার মাসীমার। এর মধ্যে আর কেউ দোষী নেই।"

(ক্রমশঃ)

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

অনুতপ্ত।

কেন মোরে ডাক স্নেহময়ি!
　　যাব না'ক আর কারো ঘরে।
আমি হতভাগ্য, দীন, 　নির্ম্মম, কৃতঘ্ন, হীন,
　　　　নীরবে ডুবিয়া যাব
　　　　　অনন্ত সাগরে।

শুনিলে সে কাহিনী আমার,
　　　　আর কেহ ডাকিবে না কাছে,
জানিলে সে-সব কথা, নারি! তুমি পাবে ব্যথা,
　　　　ভাবিবে—মানব-দেহে
　　　　হেন পশু আছে।

আমি এক পথের কাঙাল,
　　কত দিন যেত অনাহারে;
একা বসি তরুতলে, ভাসিতাম আঁখিজলে,
　　আমারে "আমার" কেহ
　　ভাবে নি সংসারে!

একদিন নিশা-অবসানে
　　নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম চাহি,
"রত্নাকর-রত্নোত্তমা" করুণাপ্রতিমা-সমা
　　শিয়রে দাঁড়ায়ে দেবী
　　উপমা সে নাহি!

অভাগার চির-শুষ্ক মুখ
　　মুছাইয়া স্নেহের অঞ্চলে,
যাইতে স্নেহের ঘরে, ডাকিল আদর ক'রে;—
　　অমন মধুর কথা
　　শুনি নি ভূতলে!

লভি সেই অযাচিত স্নেহ,
　　কি বিস্মিত পুলকিত প্রাণ!
জানেন অন্তর-যামী। অনাথ দরিদ্র আমি,
　　বিশ্বের ঐশ্বর্য্য-রাশি
　　পাইলাম দান।

মাতৃস্নেহ—দেবতার দয়া,
　　দিনে দিনে দি'ত মোরে ঢালি;
বুভুক্ষু রাক্ষস মত, আমি চাহিতাম তত,
　　কহিতাম—'দাও দাও
　　আরো দাও' খালি!

মা আমার প্রসন্ন বদনে
　　কত কি যে যোগাইত মোরে,
চিনি না সে-সব রত্ন, করি নাই যোগ্য যত্ন,
　　স্বার্থ সহ অহঙ্কারে
　　চিত্ত গেল ভ'রে!

তাই হায়! নিষ্ঠুর নির্ম্মম—
পিশাচের ব্যভারে কেবল,
দিলাম সে হিয়া ভাঙি, শ্রীমুখ উঠিত রাঙি,
দেখিয়া পাষাণ আমি
পুলকে বিভল!

অত সুখ, সৌভাগ্য অমন
স'বে কেন এ পোড়া কপালে?
তাই গর্ব্বে হয়ে ক্ষিপ্ত, স্বার্থেরে করিতে তৃপ্ত,
ছাড়িয়া আসিনু মা'রে
বসন্ত-বিকালে!

কত দিন লুকায়েছি বনে,
খুঁজেছে মা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
সে-দিন এল না আর—ভাবিলাম কতবার
অই বুঝি আসে আসে
তেমনি সাধিয়া!

কই এল—এল না ত আর!—
ফিরিলাম পাঁচ দিন পরে;
হায় মা সেখানে নাই—খুঁজিলাম কত ঠাই,
আর সে দিল না সাড়া,
মধু-মাখা স্বরে!

আজি পুনঃ পথের কাঙাল,
অনুতপ্ত ফিরি বনে বনে,
কেন ডা'ক স্নেহময়ি, আমি ত মানব নহি,
পশুর অধম বলি
রেখ মোরে মনে।

শ্রী 'বীরকুমার-বধ'-রচয়িত্রী।

মুষ্টিযোগ

১। দুই তোলা ক্ষেতপাপড়া আধ সের জলে মৃদু উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে সিকি ভরি আন্দাজ মধু দিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই তোলা বাসক-পাতার রসের সহিত সেবন করিলে, বিষম জ্বর ভাল হয়।

২। গ্রহণী রোগে—মরীচচূর্ণ ২ তোলা, শুঁট্‌চূর্ণ ২ তোলা, কুর্চ্চিরছাল ৪তোলা, পুরাতন গুড় ১তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সহ্য মত পরিমাণে খাইয়া, পরে ঘোল খাইলে গ্রহণী-রোগ ভাল হয়।

৩। (অ) বহুমূত্র-রোগ—মাসকলাই-চূর্ণ, যষ্টি-মধু-চূর্ণ ও মধু এই তিন দ্রব্য সমভাবে গ্রহণ করিয়া সেবন করিলে বহুমূত্র ভাল হয়।

(আ) আমলকীর রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রত্যহ ৩ বার খাইলে বহুমূত্র ভাল হয়।

৪। আমাশয় রোগে—গাঁদালের পাতার রস ২ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ খাইলে আমাশয় ভাল হয়।

৫। অগ্নিমান্দ্য রোগে—পিপুল ও হরীতকী কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সেই কাঁজিতে সৈন্ধব লবণ দিয়া পান করিলে মন্দাগ্নি, অজীর্ণ ও পেট ফাঁপা ভাল হয়।

৬। অজীর্ণ-রোগে প্রভাতে স্নান করিয়া ৭।৮টি সিদ্ধ চাউল মুখে দিয়া ঠাণ্ডা জল পান করিয়া নিদ্রা যাইলে, অজীর্ণ-রোগ ভাল হয়।

৭। কৃমি রোগে—পালিতা মাদারের পাতার রস, আনারসের পাতার গোড়ার সাদা অংশের রস, অল্প চুণের জল ও অল্প পাব্‌ড়ি খয়ের, এই সকল দ্রব্য একত্রে প্রাতে খাইলে, কৃমিতে বিশেষ উপকার হয়।

(ক) বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে খালি পেটে খাইলে কৃমি রোগ আরোগ্য হয়।

(খ) প্রত্যহ সোমরাজের কয়েকটী বীজ জলের সহিত প্রাতে খাইলে কৃমি মরিয়া যায়।

(গৃহীত)

পুস্তক-সমালোচনা।

সুখমণী—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত, বি,এ, বি, এল প্রণীত। ইহা গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। মূল্য কাগজের মলাট ১৲ এবং সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই ১।০।

ইহার কতক অংশ পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তি-গ্রন্থ। শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ, গ্রন্থসাহেবের ইহা একটী অংশ। সুখমণী ৫ম শিখ গুরু অর্জ্জুনদাসের রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার মূল এবং অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষার এবং ভক্ত সাধকগণের প্রভূত উপকার হইয়াছে। সাধনের সকল প্রকার অবস্থাই ইহা পাঠে জানা যায়। মনের যে প্রকার অবস্থাই থাকুক না কেন, ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলেই মানুষ সংসার ভুলিয়া যায় এবং ভগবৎ সত্তার অনুভূত হয়।

সরল অনুবাদের দ্বারা গুরুমুখী ভাষা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। গুরুমুখী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে ইহা একখানি অভিনব পুস্তক।

বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। নানকের পবিত্র ও নির্ম্মল ধর্ম্মমত অল্পের মধ্যে অতিসুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

এই পুস্তকের অন্তর্গত দুইটী শ্লোক পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।—

সরব ধর্ম্মমহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
হরিকো নাম জপি নির্ম্মল কর্ম্ম।
সগল ক্রিয়া মহি উত্তম কিরিয়া।
সাধ-সংগ দুর্ম্মতি-মল হিরিয়া।
সগল উদম মহি উদম ভলা।
হরিকা নাম জপহু জীয় সদা।
সগল বাণী মহি অমৃত বাণী।
হরিকো যশ শুন রসন বখানী।
সগল থানতে ওহু উতম থান।
নানক যিহ ঘট বসৈ হরি নাম॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, নির্ম্মল কর্ম্ম হরি-নাম জপ করা।

সাধুসঙ্গে মনের ময়লা দূর হয়। সকল উদ্যমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্যম, যদি জীব সর্ব্বদা হরি নাম জপ করে।

সকল বাণীর মধ্যে তাহাই অমৃত বাণী, যদি হরির যশ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা হয়।

সকল স্থান হইতে সেই উত্তম স্থান—নানক বলিতেছেন,—যে হৃদয়ে হরিনাম বর্ত্তমান।

সরব-ভূত আপ বরতারা।
সরব নৈন আপ পেখণ হারা।
সগল সামগ্রী থাকা তনা।
আপন যশ আপহি শুনা।
আবন যান ইক খেল বনয়া।
আজ্ঞাকারী কিনী মায়া।
সবকৈ মধ অলিপত রহৈ।
যো কিছু কহি না সু আপে কহৈ।
আজ্ঞা আবৈ আজ্ঞা যায়।
নানক যা ভাবৈ তালয়ে সমায়।

সকল জীবের মধ্যে তিনি আপনি বর্ত্তমান।
সকল নয়নের তিনি নয়ন।
সকল সামগ্রী তাঁহার শরীর মধ্যে।
আপনার যশ তিনি আপনিই শুনিতেছেন।
আসা যাওয়া এক খেলা, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।
মায়াকে তাঁহার আজ্ঞাকারী করিয়াছেন।
সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।
যাহা কিছু বলিবার তাহা তিনি আপনিই বলিতেছেন।
তাঁহার আজ্ঞায় মানুষ আসিতেছে ও যাইতেছে।
নানক বলিতেছেন, যাহাকে তিনি কৃপা করেন,
তাহাকে আবার আপনার মধ্যে আনেন॥

বিজনানন্দ।

বসে থাকি প্রতিদিন প্রতীক্ষা করিয়া,
গৃহখানি নিরজন হ'বার আশায়,—
বাল বৃদ্ধ একে একে বাহিরিয়া যায়,
বিজনানন্দেতে প্রাণ উঠে যে ভরিয়া।
বাঞ্ছিতে তখন মোর করিয়া বরণ,
(যত) কথা গান হাসি অশ্রু করি নিবেদন!

শ্রী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

মাতৃস্নেহ। *

মাতার সন্তানের জন্য যে স্নেহ বা ভালবাসা, তাহাকেই মাতৃস্নেহ কহে। মাতার দয়া, স্নেহ, আদর —অপূর্ব্ব! তাহার তুলনা দিবার শক্তি ক্ষুদ্র মনুষ্যের নাই। শিশুকালে আমরা মাতার ক্রোড়ে বসিয়া স্তন্যপান করিয়াছি এবং তাঁহারই যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি,

* গত অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় 'মাতৃস্নেহ'-সম্বন্ধে কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রথম শ্রেণীর পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনাটী মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত রচনাটী মুদ্রিত হইল। ইহা ষষ্ঠ-শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী লিখিত।

জ্ঞান বাড়িতেছে এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে কিন্তু মাতৃস্নেহের পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটে নাই—তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন আগে তিনি আমাদের আদর করিতেন, এখনও তেমনি আদর করেন। সন্তান বৃদ্ধ হইলেও তিনি তাহাকে ক্ষুদ্র সন্তানের ন্যায়ই স্নেহের চক্ষে দেখেন এবং ছোটকালের মতই আদর-যত্ন করেন, কিংবা করিতে সচেষ্ট হন। আকাশের ও সমুদ্রের যেমন শেষ নাই, মাতৃস্নেহও তেমনই অশেষ। যে শিশুকাল হইতেই মাতৃহারা, জগৎ যথার্থই তাহার পক্ষে শূন্য। যদিও সে ভাবে যে, সকলে তাহাকে স্নেহ, আদর এবং যত্ন করে, তথাপি তাহা সত্য নয়। সে বুঝিতেই পারে না যে, লোকে তাহাকে কি রকম স্নেহ করে। যদি সে একবার-মাত্র মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইত, তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারিত যে, লোকের স্নেহ-আদর, মাতৃস্নেহের কাছে অতিতুচ্ছ; তাহা মাতৃস্নেহের শত ভাগের একভাগও হইবে না।

এই সকল যদি আলোচনা করিয়া মাতার অনন্ত স্নেহের কথা ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলেই মাতাকে স্বয়ং ভগবতী ভাবিয়া ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করে। মাতা আমাদিগকে যখন সুখ-সম্পদে সুখী দেখেন, তখন আনন্দে তাঁহার অনন্ত স্নেহ-ভরা হৃদয়খানি উথলিয়া উঠে! তিনি সন্তানদিগকে দশ মাস দশ দিন নিজ জঠরে ধারণ করিয়া কত কষ্ট সহ্য করেন! তাহার পর যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার সরল-সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মাতা সেই অসহ্য কষ্ট নিমেষে ভুলিয়া যান। সন্তান যদিও দেখিতে সুন্দর না হয়, তথাপি সে তাহার মাতার কাছে সুন্দর। মাতা যখন অন্যের কাছে নিজের সন্তানের প্রশংসা শুনেন, তখন আনন্দে তাঁহার প্রাণ অধীর হয়। আর যদি নিন্দা শুনেন, তাহা হইলে তাঁহার যে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সন্তান যখন বিদেশে লেখাপড়া শিখিতে যায়, তখন মাতা গৃহে থাকেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণটী সন্তানের কাছে কাছে থাকে। তিনি সন্তানের মঙ্গলের জন্য দিবারাত্র মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, কি করিয়া সন্তান সাধুভাবে দুইপয়সা লাভ করি[illegible] সমাজে মানসম্ভ্রম বাড়াইবে, মাতার শুধু তাহাই প্রার্থ[illegible] তাহাই ধ্যান। সন্তান যতদিন আপনাকে আপনি [illegible] করিতে না পারে, তত দিন মাতা তাহাকে আদরে[illegible] সহিত লালন পালন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, সন্তানে[illegible] জন্য এমন ক্লেশ নাই, যাহা জননী অকাতরে [illegible] করিতে না পারেন। তিনি সন্তানের জন্য লোক-নি[illegible] ও যত কুৎসা সহ্য করিয়া থাকেন। সন্তান য[illegible] পীড়ায় কাতর হয়, তখন তিনি সর্ব্বদা সন্তানের কা[illegible] কাছে থাকেন এবং তাহার মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরে[illegible] চরণে নিরন্তর প্রার্থনা করেন। তখন তিনি আ[illegible] নিদ্রা সমস্তই ভুলিয়া যান।

মাতার ন্যায় আপন জন আমাদের আর কে[illegible] নাই। মাতা আমাদিগকে যত আদর-যত্ন করে[illegible] এমন আর কেহই করে না। তাঁহার স্নেহের তু[illegible] নাই। যাঁহারা এমন মাকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি[illegible] সুখী করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে ধন্য। সন্তানে[illegible] হিতার্থে, সন্তানের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মা[illegible] প্রাণ অতিতুচ্ছ। বন্য শ্বাপদদিগের মধ্যেও ই[illegible] অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে এ[illegible] অতিসুন্দর গল্প আছে।—

একবার দুইজন শিকারী বনে শিকার করি[illegible] গিয়াছিলেন। একটু দূরে তাঁহারা দেখিলেন, এক হরিণী ও তাহার ছানাটী নির্ভয়ে বি[illegible] করিতেছে। তখন তাঁহারা সেই দিকে ঘো[illegible] ছুটাইলেন। হরিণী দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল; মুহুর্মুহুঃ স্নেহের ছানাটী আসিতেছে কি না, ত[illegible] ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। তাঁহারা যে[illegible]

যাইতেছিলেন, সে-দিকে নদীর ধারে ছোট সরু একটা আঁকা-বাকা রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে হরিণী হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, তাহার ছানাটী নদীতে পড়িয়া ডুবু-ডুবু হইয়াছে। সে প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া কাতর-ধ্বনি করিতে করিতে ছানাটির কাছে লাফাইয়া পড়িল এবং তাহাকে তুলিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক কষ্টে ছানাটীকে তুলিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। শিকারীদ্বয় দূর হইতে মৃগদিগের মধ্যেও এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

মাতা অপরের পক্ষে যতই নির্দ্দয়, যতই নিষ্ঠুর হউন না কেন, পুত্রের নিকট তিনি সম্পূর্ণ-রূপে স্নেহময়ী মাতা। দশরথের দ্বিতীয়া মহিষী কৈকেয়ী বৃদ্ধ স্বামীর মনে কষ্ট দিয়া ভরতের জন্যই—তাঁহার পুত্রের জন্যই—রাজ্য-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দয়াময় ভগবান্ আমাদের লালন-পালনের জন্য স্নেহময়ী মাতাকে দিয়া তাঁহার দয়াময় নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মা'র কথা মত চলা এবং তাঁহাকে গভীর ভক্তি করা আমাদের কর্ত্তব্য।

শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী।

চিরাগত।

প্রবাস-বাসে ছিলাম প'ড়ে একটী বছর ধরে,
আজকে আমি ফিরছি দেশে, ফিরছি আপন ঘরে।
গ্রামটী মোদের এখান থেকে নয় ত তত কাছে,
রাস্তা অনেক, যেতে হবে অজয়-নদী মাঝে!
খানিক এসে পল্লুম বসে 'নূতন গাঁয়ের' হাটে,
'মিত্তিরদের' চড়কতলায় 'মোড়লদহের' ঘাটে।
হেঁহেলে এলাম চ'লে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ,
ঐ ত সেথা যাচ্ছে দেখা মোদের গ্রামের রথ।
'বামুন-পাড়ার' দীঘীর ঘাটে ধুচ্ছি যবে পা,
চেনা কথা প'শ্‌ল কানে—"আস্‌ছে মুনি-দা"।
তোমার আশায় আছি ব'সে সারা দুপুর ধরে,
তুমি কিন্তু এলে দাদা! বড্ড দেরী ক'রে।
কাল থেকে মা ভেবেই সারা, শব্দ কভু শুনি,
অমনি বলেন, 'দেখ দেখিরে আস্‌ছে বুঝি মুনি"!
হাতের বোঝা হাত থেকে মোর নিল মাথায় ক'রে,
"মাকে গিয়ে জানাই" ব'লে ছুট্‌লো তারা ঘরে।
প্রবাসেতে যাদের স্মৃতি হৃদয়-কোণে রাজে,
এলাম আমি তাদের কাছে, আপন জনের মাঝে।
ছল্ ছল্ ছল্ চোখ্ দুটী মা'র, নিলাম পায়ের ধূলি,
আমার পথের সকল কষ্ট গেলাম আমি ভুলি।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

হাসপাতালের 'ডিউটী' সম্পন্ন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া নমিতা গৃহস্থালীর ব্যবস্থা, দেখা-শুনা,

মাতার রুগ্নশরীর-সম্বন্ধে যথাসাধ্য যত্ন ও তত্ত্বাবধান এবং অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের জন্য পুস্তক-পাঠ বা শিল্প-চর্চ্চা করিত। এখন পীড়িত বালকটিকে পাইয়া সে সকল কাজের ভিতর হইতেই খানিক খানিক সময় কাটিয়া-ছাঁটিয়া লইয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য স্থির করিয়া ফেলিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নমিতা বালকের চিকিৎসা-ভার—আপাততঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য—প্রথম দুইদিন নিজের হাতে রাখিল, কিছু উপকারও পাইল, এবং বাড়াবাড়ির লক্ষণের যে-সমস্ত উপসর্গগুলার আশঙ্কা করিয়াছিল, সে-গুলাও দেখিল, তেমন কিছু প্রবল হয় নাই। নমিতার সাহস হইল। সে সাহসকে হয় ত, উপায়-হীনতার দুঃসাহসও বলা চলে, সুতরাং পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া নমিতা এত বড় শক্ত ব্যাপারটায় নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অনুচিত বোধে, সহরের প্রান্তবাসী একজন প্রবীণ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের জন্য বিমলকে সঙ্গে লইয়া কয়েকদিন আনা-গোনা করিল, দুই দিন তাঁহাকে 'কল'ও দিল। তিনি আসিয়া রোগী দেখিয়া নমিতার চিকিৎসা অভ্রান্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, এবং পারিশ্রমিক লইতে স্বীকৃত হইলেন না। হাঁসপাতাল-সম্পর্কীয়া নমিতা যে সরকারী সাহায্য-সুবিধা অবহেলা করিয়া সহৃদয়তা প্রকাশ-পূর্ব্বক ভৃত্যটিকে স্বগৃহে, রোগ-ভোগের জন্য স্থান দিয়াছে, ইহাতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং সেই অজুহাতেই ব্যবসার দাবী উপেক্ষা করিয়া দর্শনীয় টাকা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এতে দুঃখিত হ'ব, মা!"

লজ্জিতা নমিতা বৃদ্ধ চিকিৎসককে অতঃপর আর অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছুক হইল না। প্রত্যহ নিজেই যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আসিত। সুরসুন্দর নমিতার অনুপস্থিতি-সময়ে নিজে আসিয়া বালকের তত্ত্বাবধান করিত। যেদিন নমিতার রাত্রে 'ডিউটী' পড়িত, সে-দিন সে নিজে স্বেচ্ছায় আসিয়া বিমল বাবুর পড়িবার ঘরে 'ইজি চেয়ারে' সুখ-শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইত। বিমল অবশ্য, ইহাতে খুব খুসী হইত, এবং মাতাও এই পরোপকারী যুবাটির অযাচিত সাহায্যে মনে প্রাণে অনেক ভরসা পাইতেন। নমিতা কিন্তু সুরসুন্দরের এই আচরণে মনে মনে কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িত। সে 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার' ভয় এড়াইবার জন্য মিস্ স্মিথকে বাদ দিয়া যখন নিজেই চুপি চুপি ছোট একখানি কাজ সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক, তখন তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অযাচিত সহৃদয়তাটুকুও যে বিশেষ ক্লেশকর। কিন্তু সুরসুন্দরকে মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও তাহার ক্ষমতা ছিল না। কারণ অসুস্থা জননী নিজের শরীর লইয়া ত একে বিব্রত, তাহার উপর পরিবারস্থ কেহ পীড়িত হইলে তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া যাইত। স্বাভাবিক সেবা-পরায়ণতা-বৃত্তি তাঁহার প্রকৃতিতে যেমন অপর্য্যাপ্ত ছিল, তাহার সহিত সেবার উপযুক্ত ধৈর্য্য ও সাহস কিন্তু তেমন ছিল না; সামান্য অসুখেও যদি কাহারও এতটুকু বেশী কাতরতা দেখিতেন, তিনিও উদ্বেগে অধীর হইয়া পড়িতেন। সেইজন্য নমিতা এইসব ব্যাপার হইতে মাতাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কোমলহৃদয়া জননী তাহাতে সুস্থ থাকিতে পারিতেন না, আরও বেশী অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন

এই অনাহূত নিরাশ্রয় পীড়িত বালকের ব্যবস্থার ভার যখন ভগবান্ একান্তই তাঁহাদের উপর, অর্পণ করিয়াছেন, তখন তাহার জন্য কাহারও চেষ্টার ত্রুটি রাখা উচিত নয়—এই ভাবিয়া মাতা নিজের শোক-শীর্ণ প্রাণ ও রোগজীর্ণ দেহ

কোনরূপে শক্ত করিয়া অনাথ বালকটির ঔষধ-পথ্য এবং সময়োচিত সাহায্যের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সমিতা রাগ করিতে লাগিল, বিমল অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, নমিতাও উল্টা বিপদের আশঙ্কায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। এই বিশৃঙ্খলার মাঝে স্থরসুন্দর যখন বিনা আড়ম্বরে অতিসহজ ভাবে আসিয়া বালকের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া খানিক ক্ষণের দেখা-শোনার ভার লইবার প্রস্তাব করিল, তখন অনেকেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। নমিতাও মনে মনে স্থরসুন্দরের আচরণটুকু সশ্রদ্ধ ধন্যবাদে অভিনন্দন করিল বটে, কিন্তু তবুও তাহার মাঝে কি যেন কিসের একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। মাতা স্থরসুন্দরের সাহায্য-সংবাদে নিরুপায় দুর্ভাবনার মধ্যে যেন উপায়ের সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়া আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া জুড়াইলেন। কাজেই, বাধ্য হইয়া অগত্যা নমিতা-কেও সমস্ত ব্যাপার 'তথাস্তু' বলিয়া মানিয়া লইতে হইল ;—মনের কোণের প্রচ্ছন্ন অস্বস্তিটুকু নিজেরই মানস-কল্পিত ভ্রান্ত কুতর্ক বলিয়া জোর করিয়া উড়াইয়া দিল।

সে-দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য বিমল সঙ্গে যাইতে না পারায়, নমিতা একাকিনীই চিকিৎসকের বাড়ী গিয়াছিল। ছেলেটির রোগের বাড়ের মুখ বন্ধ হইয়া, এখন নির্দ্দিষ্ট ভোগকাল পর্য্যন্ত সমান অবস্থা থাকিবে; সুতরাং, একই ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসা চলিবে বলিয়া চিকিৎসক-মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিলেন। যদি দৈবাৎ রোগের গতি বাঁকিয়া বিগড়াইয়া ভিন্ন পথে ফিরিয়া, সহসা শঙ্কা-জনক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সেই সেই অবস্থার প্রাথমিক চিকিৎসা-সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়া, প্রবীণ চিকিৎসক সহৃদয় ভদ্রতায় উক্ত রোগ-সম্বন্ধে চিকিৎসা-ব্যবস্থা-বিষয়ক নিজের একখানি বই নমিতাকে দিয়া বলিলেন, "তুমি ত মা, বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, তোমায় আর বেশী বল্‌ব কি! এই বইখানি নিয়ে যাও, পড়ে দেখো, সবই বুঝতে পার্ব্বে।"

নমিতা বিদায় লইয়া বাড়ী চলিল, কিন্তু বেলা তখন অনেকটা হইয়া গিয়াছিল, এবং রাত্রে হাঁস-পাতালের 'ডিউটী'ও ছিল; সুতরাং আহারান্তে একটু নিদ্রার প্রয়োজন বলিয়া, শীঘ্র বাড়ী পৌঁছাইবার জন্য সে নিকটস্থ গঙ্গার ঘাটে গিয়া একখানা নৌকার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নমিতা দেখিল, দুইখানা নৌকা রহিয়াছে। হাঁসপাতাল-ঘাটে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব শুনিয়া দুই নৌকার মাঝিই পরস্পরের মধ্যে বচসা জুড়িয়া, শেষে নমিতার নির্দ্দেশ-ক্রমে একজনই জিতিল। কিন্তু অনেক বেলা হইয়াছিল, মাঝির জল খাওয়া হয় নাই। সে নিকটস্থ বাজার হইতে সত্বর জল খাইয়া আসিবার জন্য, 'থোড়া ঘটিকা'র ছুটি প্রার্থনা করিল। অদৃষ্টের বিধান অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া, নমিতা ঈষৎ হাসিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইল এবং নৌকারই 'ছই'এর মধ্যে ঢুকিয়া হাতের বইখানা খুলিয়া পড়িতে বসিল। মাঝি জলযোগ করিবার জন্য চলিয়া গেল।

ইতোমধ্যে একজন ইংরেজ মহিলা গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা ভাড়া করিবার জন্য মাঝিদের ডাকা-ডাকি করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় নৌকার মাঝি, এক্ষণে অন্য উপায়ের চেষ্টায় ঘাটের অদূরে কয়েকটি কুচা-ছেলে ও দুইটী ভদ্র-মহিলার সহিত দণ্ডায়মান একজন চশ্‌মা-চোখে কোট-গায়ে বাঙ্গালী যুবকের সহিত নৌকা-ভাড়া চুকাইতেছিল। মেম-সাহেবের ডাকাডাকিতে সে নিকটস্থ হইয়া প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতেই, মেমসাহেব বিনা বাক্যে তাহার নৌকায় উঠিয়া গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদনে বলিলেন, "নৌকা এখনই ছাড়িয়া দাও, আমি হাঁসপাতাল-ঘাটে অবতরণ করিব।"

মাঝি বোকা বানিয়া গেল। চশ্‌মা-চোখে বাঙ্গালী যুবাটি অগ্রসর হইয়া বলিল, উক্ত মাঝির নৌকা তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বেই ভাড়া করিয়া লইয়াছে, অতএব মেমসাহেব যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বিতীয় নৌকাখানিতে গমন করেন ত ভাল হয়। কারণ, সে নৌকায় একজনমাত্র আরোহিণী আছেন, এবং তিনিও হাঁসপাতাল-ঘাটে নামিবেন।

মেমসাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একবার যুবকটির পানে চাহিলেন এবং প্রথানুযায়ী শিষ্টতার সহিত গর্ব্বিত অবজ্ঞায় ক্ষমা চাহিয়া জানাইলেন, সময় নষ্ট করিয়া যুবকের অনুরোধ-পালনের সামর্থ্য তাঁহার নাই। সঙ্গে সঙ্গে মাঝির প্রতি অবিলম্বে নৌকা খুলিবার জন্যও কড়া আদেশ প্রচারিত হইল এবং মাঝিও সন্ত্রস্তভাবে তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল।

নিরুপায় ক্ষোভে ও অপমানে ক্রুদ্ধ যুবকটি তীব্র কটাক্ষে ভাসমান নৌকাখানির দিকে চাহিয়া, আপন মনে বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া কতকগুলা কি বকিয়া, শেষে মনের সমস্ত ঝালটা একত্র করিয়া কণ্ঠস্বর চড়াইয়া বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাটিকে লক্ষ্য করিয়া রূঢ়ভাবে কহিল, "মা'র যেমন সখ—'গঙ্গা নেয়ে শিবের মাথায় জল ঢাল্‌ব ;'—এবার ঢাল শিবের মাথায় জল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সাধে কোরে শাস্ত্রে বলেছে, 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা· · ·'।"

নমিতা অনন্যমনে এতক্ষণ বই পড়িতেছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তার আওয়াজ তাহার কানে অবশ্য কিছু কিছু ঢুকিতেছিল বটে, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল না বলিয়া, সে একবার ফিরিয়াও চাহিয়া দেখে নাই, ব্যাপারটা কি? এইবার শাস্ত্রজ্ঞানাভিমানী ভদ্রলোকটির বিরক্তি-কর্কশ চীৎকার কানে পৌঁছিতে, নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল; কিন্তু পরক্ষণেই অপ্রতিভ-ভাবে থতমত খাইয়া সে দৃষ্টি নামাইতে বাধ্য হইল। কারণ, সে দেখিল, কঠোর ভ্রূকুটি সহকারে যুবকটী তখনও কট্‌মট্‌ চক্ষে নমিতাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া নমিতার হঠাৎ মনে হইল যে, সে বুঝি তাঁহাদের নিকট কোনও ঘোর অপরাধ করিয়াছে; তাই তিনি এমনভাবে তাহার দিকে দারুণ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

নমিতাকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া—ভদ্রলোকটি কি ভাবিলেন কে জানে,—তিনি কোনও কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিলেন। নমিতা চাহিয়া দেখিল, তিনি সঙ্গিগণকে অপেক্ষা করিবার আদেশ দিয়া বরাবর ঘাট ছাড়িয়া উপরের রাস্তায় উঠিয়া, কোথায় চলিয়া গেলেন।

চমচমে রৌদ্রের তাতে পায়ের তলার মাটী খুবই তাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহারই উপর ছোট ছোট ছেলেগুলির সহিত দুইটি মহিলা নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, নমিতার মন বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া গিয়া উহাঁদের কোনওরূপে একটু বিশ্রামের উপায় স্থির করিয়া আসে। কিন্তু ক্ষণ-পরেই তাঁহাদের অভিভাবক ভদ্রলোকটির মুখ মনে পড়িতেই, নমিতার চিত্ত সে সকল্পে বিমুখ হইল। সে ভাবিল, থাক্‌ তাহার ক্ষমতা কতটুকু, এবং অযাচিত সাহায্য! বা-না অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজনই বা তাহার কিসের?

মনকে চোখ্‌ রাঙাইয়া শাসন করা চলে, কিন্তু মনের ভিতর আর যাহা আছে, তাহাকে শাসনে রাখা চলে না। নমিতার ভিতরে ভিতরে কেমন অস্থিরতা ধরিল। ধিক্‌! কি নির্দ্দয়তা তাহার নৌকার 'ছই'এর শীতল আশ্রয়ে বসিয়া সে নিশ্চিন্ত আরামে অন্যের শারীরিক রোগ নির্দ্ধারণ ও প্রতিকার-ব্যবস্থা খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহার নিজের হৃদয়াভ্যন্তরে যে নিষ্ঠুর মূঢ়তার ব্যাধি জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, তাহার সন্ধান লইবে কে? তাহার শা

হইবে কে? অনুতপ্ত নমিতা বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় ভাবে বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—ছিঃ ছিঃ! ক্রূর নীচতাই তাহার অভ্যন্তরে দিনে দিনে রিত হইতেছে! মানুষের রূঢ়তা-মূঢ়তার আঘাতে তাহার অন্তরেও হৃদয়হীন ঔদ্ধত্য জাগ্রৎ হইয়া উঠে। !—সে না এক দেবোপম-মহত্ত্ব-গৌরবে, তুলনীয় ক্ষমাশীল স্বর্গীয় মহাত্মার প্রাণের শিক্ষায় ও দেহের শোণিতে হৃষ্ট-পুষ্ট আদরের আত্মজা! ছিঃ ছিঃ, কি কলঙ্ক! সেই অমর সুন্দর পরিচয়-গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করিতেও যে ক্ষোভে লজ্জায় মন ক্ষুব্ধ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! ছিঃ! শতবার ছিঃ। আত্মাভিমানকে প্রবল করিয়া হতভাগ্য অধম সে পিতার স্বর্গীয় শিক্ষা-সম্মানকেও অপমান করিতে কুণ্ঠিত নয়। (ক্রমশঃ)

শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া।

সংবাদ।

১। ইংলণ্ডের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। যাহাতে কেহ মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তদ্রূপ নিয়ম প্রণয়ন করা হইবে।

। সংপ্রতি লণ্ডনে একটি ভারতীয় মিষ্টান্নাগার স্থাপিত হইয়াছে। তথায় আমাদের দেশীয় মিষ্টান্নের অত্যধিক সমাদর হইতেছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে গ্লাসগো নগরে একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে ঢাকা হইতে কয়েকজন মোদককে লইয়া গিয়া প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে একটি মিষ্টান্নের দোকান খোলা হয়। শুনা যায় যে, সেই দোকানে কচুরি, সিঙ্গাড়া, প্রভৃতির ক্রেতার সংখ্যা এত অধিক হইত যে, দোকানদার সরবরাহ করিতে পারিতেন না। এ দেশে অবস্থান কালেও অনেক ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা সন্দেশের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন।

৩। সম্প্রতি বড়লাট বাহাদুর ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী মন্দালয় নগরের দরবারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মবাসীদিগের জন্য "ত উত্তাইং কি পিবি কিউও সাউং" নামে একটি নূতন উপাধি সৃষ্টি করা হইল। ইহার অর্থ—"যিনি স্বদেশের মঙ্গলকর কোনও কার্য্য করিয়াছেন।"

ভারতবর্ষের ডাকঘর। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে পোষ্ট আফিস-সমূহে ১০৫ কোটি ২০ লক্ষ পত্রাদি বিলি হইয়াছে,তন্মধ্যে রেজিষ্টারী করা পত্রাদির সংখ্যা ২ কোটি ৫৫ লক্ষ। এই বৎসর ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার ডাক-টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। ভ্যালু-পেয়েবল ডাকে ১৩ কোটি টাকা আদায় হয়। ইনসিওর অর্থাৎ বীমার সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ, ইহাতে ৭৪ কোটি টাকা আদায় হইয়াছিল ডাকঘরে যে কুইনিন বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ১৭ হাজার ১ শত ৩৬ পাউণ্ড কুইনিন বিক্রীত হইয়াছে। সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতায় ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৪শত ২৪ জনের হিসাব ছিল এবং ১৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এই হিসাবে জমা ছিল। ডাকঘর সমূহে পোষ্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স অর্থাৎ জীবনবীমার ২৫৮০৮ পলিসি ছিল, তাহাতে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা খাটিয়াছিল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 643. MARCH, 1[illegible]

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ।	ফাল্গুন, ১৩২৩। মার্চ্চ, ১৯১৭।	১১শ কল্প।
৬৪৩ সংখ্যা।		১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নৌকা হইতে নামিয়া নমিতা তীরে উঠিলে, যুগপৎ কয়েক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তাহার উপর আপতিত হইল। চারিদিক্ চাহিয়া আরক্ত-বদনা নমিতা একবার অস্থির-চিত্তে একটু ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শিশু-ক্রোড়ে দণ্ডায়মানা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা রমণীকে সম্বোধন করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপ্নারা কোথায় যাবেন?"

রমণী যেন প্রত্যুত্তর দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন; নমিতার প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে বলিলেন, "আমরা 'বার-দুয়ারীর' ঘাটে নাম্‌ব।—কিন্তু দেখুন দেখি, কি বিপদে পড়া গেছে, একটাও নৌকো নেই।"

"আপ্নারা নৌকো খুঁজ্‌ছেন, বার-দুয়ারীর ঘাটে নাম্‌বেন?"—সাগ্রহে এই প্রশ্ন করিয়া নমি[illegible] অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপ্নাদের যদি আপত্তি [illegible] থাকে, তা'হলে এই নৌকোয় যেতে পারেন। [illegible] 'হাঁসপাতাল-ঘাটে' নেমে যাব, তারপর আপ্[illegible] বার-দুয়ারীর ঘাটে গিয়ে নাম্‌বেন।"

রমণী বয়োজ্যেষ্ঠার মুখপানে চাহিলে, বয়োজ্যে[illegible] মহোদয়াও এই লোভনীয় প্রস্তাবে কিছুমাত্র অস[illegible] প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু সম্মতি-প্রকাশেও [illegible] হয়, তাঁহার সাহসে কুলাইল না, তাই ইতস্ততঃ ক[illegible] আম্‌তা-আম্‌তা ভাবে বলিলেন, "কি জানি [illegible] অরুণ আসুক্, দেখি সে কি বলে……।"

অবিলম্বে অরুণচন্দ্র অদূরে পথের মোড়ে [illegible] দিলেন। নমিতা চাহিয়া দেখিল, অরুণই বটে। [illegible] রুক্ষ ভ্রূকুঞ্চন সহ তিনি তর্জ্জনী উঠাইয়া [illegible]

একটা লোকের উদ্দেশে কি বলিতে বলিতে আসিতেছেন। বিস্মিতা নমিতা দেখিল, অরুণবাবুর পশ্চাতে গোবেচারীর মত সঙ্কুচিতভাবে আগমনশীল সেই লোকটা নমিতার অধিকৃত সেই নৌকার মাঝি।

নমিতা বুঝিল, অরুণবাবু তখন তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন মাঝিকে পাকড়াও করিবার জন্য। নমিতার মনে মনে একটু হাস্যোদ্রেক হইল;—ভদ্রলোক মাঝিকে ডাকিয়া আনিয়াছেন বেশ করিয়াছেন,—কিন্তু জল-জীয়ন্ত নমিতা নৌকায় বসিয়া আছে দেখিয়া,তিনি তাহাকে আধ্খানা কথা না বলিয়া কেন অনর্থক কষ্ট করিয়া মাঝির পেছুতে ছুটিলেন! নমিতাকে একটা কথা বলিয়া বালক-বালিকাদের সহিত স্ত্রীলোক-দুইটিকে নৌকায় উঠাইয়া দিলেই ত গোল চুকিয়া যাইত। ইহাঁরা রৌদ্রতাপে অনর্থক এতখানি কষ্টও ভোগ করিতেন না!

কিন্তু ইহা নমিতার যুক্তি। অপরের তর্ক ইহার অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে পারে। অতএব নিষ্ফল বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? বিশেষ, অরুণবাবুর সেই কঠোর অপ্রসন্নতার উপর দন্তস্ফুট করাও অসহনীয় ধৃষ্টতা! নমিতা নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কাছাকাছি হইয়া নমিতাকে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ অরুণবাবু পশ্চাদ্বর্ত্তী মাঝিকে কি ইঙ্গিত করিলে, মাঝি অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া সবিনয়ে নমিতাকে বলিল, "মেমসা'ব, আমার অন্য সোয়ারী ঠিক হয়ে গেছে—এখানে আমি ভাড়া বেশী পাব।"

চমৎকৃতা নমিতার দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া গেল।—ভদ্রলোক অরুণবাবুর ভদ্রতাটুকু ধন্যবাদার্হ! তিনি অমিতা মেমসাহেবটির আচরণের প্রতিহিংসা নিরপরাধা নমিতার উপর দিয়া শোধ লইতে চাহেন। কিন্তু থাক, আক্ষেপের বিরোধে লাভ কি? অরুণবাবু যাহা খুসী করিতে পারেন বলিয়া কি নমিতাকেও ঠিক তাহাই করিতে হইবে! সে নমিতা অন্ততঃ একজন মানুষের কন্যা! সেটুকু তাহার কোন মতেই ভুলিলে চলিবে না।

বলপূর্ব্বক আত্মদমন করিয়া প্রসন্ন ধৈর্য্যে নমিতা বলিল, "বেশ ত তোমার লোক্সানের ত কিছু দরকার নেই। আমিও তাঁদের সঙ্গেই তোমার নৌকায় যাব, তা'তে বোধ হয়,—(অরুণবাবুর দিকে শান্ত স্থির দৃষ্টি তুলিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে) আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই?"

অরুণবাবু হঠাৎ থতমত খাইয়া যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। একজন অপরিচিতা যুবতী যে এমন ভাবে তাঁহার মত লোককে এত অসঙ্কোচে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিতে পারে, ইহা যেন তাঁহার স্বপ্নের অগোচর। ঘাড় চুলকাইয়া জড়িতস্বরে তিনি বলিলেন, "আজ্ঞে, তাতে আর—তাতে আর।"—

"আপত্তি নেই ত?" এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া ভদ্রমহিলা-দুইটির পানে চাহিয়া, অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে—যেন কতকালের পরিচিতের মত—নমিতা বলিল, "বেশ, তবে আর দেরী কেন? আপনারা নৌকোয় আসুন।"

নমিতা পুরোবর্ত্তী হইলে, অল্পবয়স্কা মহিলাটি অরুণবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! ভুতির পায়ে ব্যথা, ওকে এইটুকু কোলে কোরে নিয়ে চল না।"

"আমি পার্ব্বো না। ভোঁদা নে।" এই বলিয়া অরুণবাবু খট্-খট্-শব্দে জুতা ঠুকিয়া অগ্রসর হইলেন। আদেশপ্রাপ্ত ভোঁদা অসন্তুষ্টভাবে ঠোঁট-মুখ বাঁকাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "বাবা রে, আমাকেই যত ফরমাস!"

নমিতা ফিরিয়া চাহিল। পঞ্চদশ-বর্ষীয়

বালকটি যে তিন বৎসরের ছোট খুকাকে কোলে বহিতে পারিবে না, তাহা নহে, বহিবার সামর্থ্য তাহার যথেষ্ট আছে, তবে ইচ্ছা এতটুকুও নাই। কিন্তু সেজন্য তাহাকে আদৌ দোষ দেওয়া চলে না। পঁচিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের যুবকটি যদি প্রচুর শক্তি-সামর্থ্য সত্ত্বেও সামান্য কাজে এতটুকু খাটিতে অকারণে অসম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী অপর একটি দশের বৎসরের বালক যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি।

দংশিত অধরে মনের ক্ষোভ দমন করিয়া নমিতা পিছু হাটিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়াও খোকা! আমি ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি—।" এই বলিয়া নমিতা ক্ষুদ্র খুকীটিকে কোলে উঠাইয়া লইল।

অরুণবাবু বিস্মিতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মহিলাদ্বয় ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া বাধা দানে উদ্যত হইলেন, আর পঞ্চদশ-বর্ষীয় ভোঁদা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া বিমূঢ়-স্বরে বলিল, 'ঐ! আপনি ওকে কোলে কোচ্ছেন? আপনি কি ছেলে নেবার ঝি না কি?"

অদ্ভুত যুক্তি! নমিতা বালকের মুখ-পানে চাহিয়া বড় দুঃখেই একটু ম্লান হাসি হাসিল। মনে মনে বলিল, 'ধিক! কিন্তু বালকের দোষ কি? যেমন শিক্ষা, তেমনই ত পরীক্ষা হইবে। যাঁহাদের শিক্ষাদাতা অভিভাবকগণ শুধু শিক্ষার গর্ব্ব লইয়া বসিয়া আছেন, সার্থকতার সহিত কোন খোঁজ-খবর রাখেন না, তাঁহাদের আদর্শের প্রকৃতির ছাঁচে গড়া, এই সমস্ত সুকোমল কচি-প্রাণ আর কি বেশী উন্নতি লাভ করিবে।'

বালকের শিক্ষাদাতা ও অভিভাবক অরুণবাবুর সম্মুখে বালকের সুন্দর যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নের কোনও উত্তর দান অনাবশ্যক বোধে, নমিতা নিঃশব্দে একটা বেদনাক্রান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

বালকের মাতা অল্পবয়স্কা রমণী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি ছেলের! কথার ছিরি দ্যাখো!"

অরুণবাবুও বোধ হয়, বালকের কথায় অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন; বালকের মাতার ভর্ৎসনা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রুষ্টভাবে বলিলেন,—"বেশ শিখিয়েছ!"

নমিতার হাসি পাইল। সন্তানের কুশিক্ষার জন্য মাতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দায়ী, একথা শতবার স্বীকার্য্য; কিন্তু মাতার শিক্ষাহীনতার জন্য দায়ী কে? মাতার শিক্ষার সময় অভিভাবকগণ কে কোথায় থাকেন তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই, কিন্তু পরীক্ষার সময় সকলে চারিদিক্ হইতে জোট বাঁধিয়া সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া একেবারে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠেন।—কি সুন্দর ব্যবস্থা!

কিন্তু দূর হউক, নিষ্ফল মনস্তাপ মনের ভিতরে চাপা থাক, উহা লইয়া নিজের চিত্ত-গ্লানির মধ্যে [illegible]-বিব্রত হইয়া লাভ কি? গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিয়া ফসল ফলাইবার চেষ্টার সাফল্য-সম্ভাবনা থাক আর না থাক, তাহাতে মস্ত একটা বাহাদুরী আছে। যাঁহারা তাহাই লইয়া মাতামাতি করুন, নমিতা তাহার মধ্যে কথা বলিবার কে? কিন্তু তবুও বালকের মাতার উজ্জ্বল বুদ্ধি-শ্রী-মণ্ডিত শ্যাম-সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া অজ্ঞাতে নমিতার একটা নিঃশ্বাস পড়িল! [illegible] ভাবিল, আহা! এই বুদ্ধির সহিত যদি বিদ্যা সৌন্দর্য্য-সঞ্জাত রমণীয় মাধুর্য্য-দীপ্তি সংযুক্ত হইত, ঐ কোমল মাতৃ-করুণা-বিভাসিত বদনে যদি উজ্জ্বল উদার জ্ঞানের মহিমা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, কুশিক্ষার কুটিল-সঙ্কীর্ণতা-বিকশিত দৃষ্টি-প্রান্তে

[illegible]কার প্রসন্ন বিমল জ্যোতি, প্রোজ্জ্বল হইয়া [illegible],—তাহা হইলে এই অশিষ্ট সন্তানের অসভ্য-[illegible] শিক্ষাদাত্রী লজ্জা-কুণ্ঠিতা মাতা আজ, সুশিষ্ট [illegible] সভ্যতা-শিক্ষা-বিধানের জন্য যশোগৌরবে [illegible]ংকৃতা হইতেন না কি ?

বিরক্ত অরুণবাবু নৌকার দিকে অগ্রসর হইয়া [illegible]লেন। অন্যমনস্কা নমিতা ক্রোড়স্থ ক্ষুদ্র বালিকার [illegible]কান বেদনাযুক্ত পায়ের চুণ-হলুদ-মাখান ফুলা [illegible] টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ধীর [illegible]পদক্ষেপে সকলের শেষে নৌকার নিকট গিয়া [illegible]ড়াইল। অরুণবাবু ছেলেদের হাত ধরিয়া নৌকায় [illegible]লিয়া দিলেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃজায়া নৌকায় [illegible]ঠিলে, নমিতা ক্রোড়ের বালিকাটিকে নৌকায় [illegible] নিজেও নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ [illegible]রিতেছে—এমন সময় ঘাটের উপর রাস্তায় [illegible]হারও প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। নমিতা দেখিল, [illegible] দিয়া শীর্ণদেহ, মলিন ও শুষ্কবদন এক বৃদ্ধা [illegible]মছার মোট মাথায় করিয়া রৌদ্র-তাপে শ্রান্ত ও [illegible] ভাবে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিয়াছে! তাহার [illegible]খের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নমিতা চমকিত [illegible]ল! বিস্ময়-ক্ষুব্ধ নমিতার কণ্ঠ হইতে আপনা-[illegible]পনি ব্যথিত করুণ আহ্বান ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল : —"মকবুলের মা!"

নমিতার আহ্বান বৃদ্ধার কানে পৌঁছিল। বৃদ্ধা [illegible]দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া নমিতাকে দেখিতে পাইয়া, [illegible]শ্চর্যান্বিতা হইয়া বলিল, "তস্‌লীম্ বিবি, তুমি [illegible]খানে ?"

নমিতা সংক্ষেপে জানাইল, একটু প্রয়োজনে [illegible] এইদিকে আসিয়াছিল। তাহার পর ব্যগ্র ও [illegible]কণ্ঠিত ভাবে সুধাইল, "তুমি কি গামছা বিক্রী [illegible] জন্তে এই রোদ্দুরে রোগা শরীর নিয়ে [illegible]রিয়েছ, মকবুলের মা ?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া মক্‌বুলের মা বলিল,—"পেট ত আছে মা! নসীবের লেখা—কি কোর্ব্বো বল ? আল্লার কলম ... !"

নমিতার বুকে ধ্বক্ করিয়া ঘা বাজিল!—আল্লার কলম দুর্ভাগার অদৃষ্টে এত নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান এমন কঠোরভাবে দাগিয়া দিয়াছে! ওঃ কি ভয়ানক!—দুরন্ত রৌদ্রে গামছার মোট লইয়া ইহাকে রোগ-দৌর্ব্বল্য-খিন্ন দেহখানি লইয়া পুড়িতে পুড়িতে পথে ছুটাছুটি করিতে হইবে! তাহা না হইলে, আহারের উপায় নাই!—ইহাই আল্লার কলম!

কাশিতে কাশিতে মুখ ফিরাইয়া নমিতা মুখের ঘাম মুছিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া দাঁড়াইল। আল্লার কলমের রেখা কাহারও মুছিবার সাধ্য নাই। সুতরাং, বার মাস ত্রিশ দিনই এই দুর্ভাগা বিধবা বৃদ্ধাকে এমনই ভাবে রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া গামছা বিক্রী করিয়া খাইতে হইবে, ইহা অবশ্য অকাট্য সত্য; কিন্তু তবুও সম্মুখে যখন সুবিধাটুকু রহিয়াছে, তখন সেই সুযোগকে—অন্ততঃ নমিতার সহজসাধ্য সুযোগটুকুকে—কেন অনর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হয় ?

সম্মুখে দণ্ডায়মান অরুণবাবুর দিকে একবার চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা মকবুলের মাকে বলিল, "তুমি বাড়ী ফিরছ ত ? এতটা পথ হেঁটে যেতে অনেক দেরী হবে; এই নৌকোয় আমাদের সঙ্গে চল না ?—"

বৃদ্ধা প্রীতবদনে হাসিয়া বলিল, "না বেটী, তোমরা যাও! ওর ভেতর আমি কোথায় বস্‌ব ?"

নমিতা। কেন, জায়গা ত যথেষ্ট রয়েছে! তুমি এস মকবুলের মা! তোমায় ভাড়া দিতে হবে না—।

অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তার সহিত মাথা নাড়িয়া

মক্‌বুলের মা বলিল, "না বেটী! আমি যাব না।"

ক্ষুণ্ণ নমিতা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিল। ভাড়ার কথাটা উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিতে গিয়া, না বুঝিয়া সে বোধ হয়, তাহার সম্মানে আঘাত করিয়া তাহাকে অনর্থক ক্ষুব্ধ ও অপমানিত করিয়াছে! অগ্রসর হইয়া ক্ষমাপ্রার্থীর কণ্ঠে বিনীত-ভাবে নমিতা বলিল. "এস মক্‌বুলের মা, তোমায় এমন ভাবে রাস্তায় রোদে ছেড়ে দিয়ে গেছি, শুন্‌লে মা রাগ কোর্ব্বেন। তাঁকে কি বোল্‌ব বল দেখি?"

স্নেহ-সুন্দর-বদনের এমন স্নিগ্ধ-কোমল সুমধুর প্রশ্ন শুনিলে, কাহার না মন আর্দ্র ও অভিভূত হইয়া ধরা দিতে চায়! তেজস্বিনী দরিদ্রা বৃদ্ধার দৃঢ়তা একটু টলিল। সস্নেহে হাসিয়া আদরের সহিত বৃদ্ধা বলিল, "বিবিকে আমার সেলাম দিও, বেটী! কিছু মনে কোরো না, এটুকু পথ আমি খুব যেতে পার্ব্বো।"

নমিতা। যেতে পারবে জানি, আর যেতেও নিশ্চয়, তা জানি;—কিন্তু এখানে যখন এসে পড়েছ, দেখা যখন হয়েছে, তখন......... ?

অরুণবাবুর বদনে রুক্ষ ভ্রূভঙ্গীর স্থলে ক্রমশঃ বিস্ময় ও আগ্রহের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল; একটা কিছু বলিবার বা করিবার সুযোগ খুঁজিতে তিনি উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৃদ্ধার প্রতি নমিতার কোমল স্নেহাশ্রিত অনুরোধ উপরোধ শুনিতে শুনিতে বুদ্ধি-কৌশলের চাতুরী তাঁহার মস্তিষ্কটাকে সজোরে নাড়া দিয়া গেল। কৃতিত্বের সহিত কর্তৃত্বের চাল চলিবার জন্য, ওকালতীর সুরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আরে এস না বুড়ী! কুটুম্বিতের জন্যে মানের কান্না কেঁদে, শেষে কেন অকারণ রোদে হেঁটে কষ্ট পেয়ে মরবে? গাঁটের কড়ি খরচ করে উনি তোমায় যখন নিয়ে যেতে চাইচেন, তখন 'না' বোলে বোকার মত ঠকবে কেন? চলে এস।"

সাহস পাইয়া নৌকার সম্মুখভাগে উপবিষ্ট পূর্ব্বোক্ত ভোঁদা-নামক বালকটি, পিতৃব্যের উপহাস-হাস্য-রঞ্জিত বদনের পানে চাহিয়া ফশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ যেন পেটে খিদে মুখে লাজ; কি বল কাকা! এঁ্যা?—হি—হি—হি।"

বালক নিজের সরস রসিকতার গৌরব-মাহাত্ম্যে উৎফুল্ল হইয়া গর্ব্বে হাসিয়া উঠিল; পিতৃব্যও সে হাসিতে সোৎসাহে যোগ দিলেন। উষ্ণ বিরক্তিতে নমিতার সমস্ত মুখখানা রাঙাইয়া উঠিল। সে অত্যাচারী করিয়াছে, এই লোকগুলার সামনে বৃদ্ধাকে নৌকায় যাইবার অনুরোধ করিয়া! ইহারা মনে করিয়াছে এই অনুরোধটুকু যেন নমিতার একান্তই দৃপ্ত অনুজ্ঞা! এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা বুড়ীর পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং, তাহারা শুদ্ধ বুড়ীকে এই সৌভাগ্য বরণের জন্য বিদ্রূপের উপদেশ বর্ষণে উদ্যত হইয়াছে!

নিজের উপর নমিতা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠিল। ছিঃ, বুড়ীকে এমন ভাবে পরের নিকট অপমানিত করাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? সহৃদয়তাও হিসাবের উপর প্রকাশ করা উচিত। স্থান-কাল পাত্র বুঝিয়া তবে কুটুম্বিতার অর্ঘ্য সাজাইতে হয়। নিজের প্রবৃত্তি লইয়া খামকা যথেচ্ছ খেলা খেলিয়া নিজের ক্ষতি এবং পরের মনস্তাপ অর্জ্জন করিয়া পরের কৌতূহলের নিকট কেন সে নিজেকে খর্ব্ব করিতেছে! অসহিষ্ণু নমিতা বলিল, "না-না, মক্‌বুলের মা, মাপ কর। খুসী হয়, তুমি অমনি হেঁটে আস্তে আস্তে এস। আমি চল্লুম তা হ'লে।" নমিতা নৌকায় উঠিল।

অপরিচিত লোক-দুইটির অকারণ কৌতুক-চাপল্যের হাস্যলীলায় বৃদ্ধা মর্ম্মাহত হইয়া ক্ষুণ্ণ

করুণায় দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। নমিতা নৌকায় উঠিলে, সনিঃশ্বাসে অভিবাদন করিয়া বৃদ্ধা ফিরিতে উদ্যত হইয়া,—সহসা কি যেন মনে পড়াতে—সবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না বেটী চল, তোমার সঙ্গেই যাই—।"

তাহার আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনে নমিতা বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধার পানে চাহিল। বৃদ্ধা কি নমিতার শ্রদ্ধা-সহৃদয়তার সম্মান রক্ষার জন্য তাহার অনুরোধ-পালনে এতক্ষণে স্বীকৃত হইল? কিন্তু না, নমিতার তাহা ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়! নমিতার ইচ্ছা হইল, বৃদ্ধার কার্য্যে বাধা দান করে,কিন্তু সে পারিল না। জরাজীর্ণ বৃদ্ধার রোগমুক্ত শীর্ণ কম্পিত দেহযষ্টির পানে চাহিয়া করুণ-বেদনায় তাহার চিত্ত বিগলিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'দূর হউক উপহাস বিদ্রূপ, মানুষদের মুখ চাহিয়া সে কেন নিজের মনুষ্যত্ব হারাইবে? উঁহারা যাহা খুসী বলুন।—নিজের কর্ত্তব্য-পালনের ভার নমিতার নিজের উপর;—উহাঁদের যথেচ্ছ চালিত রসনার ব্যঙ্গ ইঙ্গিতের উপর নহে।'

নমিতা ত্রস্তে আসিয়া হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধাকে নৌকার উপর তুলিয়া লইল। করুণ কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শুধু আজ বলিয়া নহে, এখানে বলিয়া নহে,—হাসপাতালে রোগ-শয্যায় পড়িয়া, সেই অসহায় অবস্থায় নমিতার সেবা-শুশ্রূষা বৃদ্ধার হাড়ে হাড়ে কৃতজ্ঞতার রক্তে আঁকা আছে। সে কি কখনও ভুলিবার বিষয়! আবেগ-ভরে বৃদ্ধা নমিতার ললাটে করস্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া, জড়িত অস্ফুট স্বরে বলিল,"খোদা ভাল করুন।"

নমিতার বুকের ভিতর একটা পুলকাবহ প্রীতির বেগ ঠেলিয়া উঠিল। চারিদিকে এতগুলা লোকের বিস্ফারিত কৌতূহলী দৃষ্টি বিস্ময়ে জাজ্জল্যমান না দেখিলে, সেও হয় ত, সেই মুহূর্ত্তে চোখের জল সাম্‌লাইতে পারিত না। কষ্টে আত্মদমন করিয়া তাড়াতাড়ি কাজের অছিলায় পরের মুহূর্ত্তটা অতিবাহিত করিবার জন্য, নমিতা নিজের ছাতা খুলিয়া নৌকার পাশে হেঁট হইয়া গঙ্গার জলে ছাতার কাপড়টা ডুবাইয়া বৃদ্ধার হাতে ছাতাটা দিল। তাহার পর তাহাকে দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণের অবকাশ না দিয়া, নৌকার ছই ধরিয়া পাশের পাটাতনের উপর দিয়া ক্ষিপ্র-সতর্কতার সহিত নৌকার পশ্চাদ্দিকে নমিতা চলিয়া গেল। নৌকার 'ছই'য়ের ভিতর বেশী জায়গা না থাকিলেও দুই জনের বসিবার জায়গা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু নমিতা সেটুকুর মধ্যে স্থান লইল না। সে ছইয়ের প্রান্তে যেখানে ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত বই-খানি তুলিয়া লইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল।

বিস্ময়ে বিমূঢ়া মক্‌বুলের মা বলিল, "ছাতা কি কোর্ব্বো?"

নমিতা। তুমি মাথায় দাও।

মক্‌বুলের মা। তুমি?—

"আমার এ দিকে ছায়া পড়েছে, ছাতার দরকার নেই।" এই বলিয়া নমিতা নিশ্চিন্তভাবে পুস্তকে মনঃসংযোগ করিল।

বুড়া মাঝি অনেক দিন গঙ্গায় নৌকা বহিয়া খাইতেছে, অনেক রকমের অনেক লোকের সহিত তাহার অনেকবার আলাপ পরিচয়ও হইয়াছে;—সে অনেক লোক দেখিয়াছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত-প্রকৃতির অল্পবয়স্কা নারী সে আর কখনও দেখে নাই! নিজের জন্য ভালরূপ বসিবার জায়গাটা লইয়াই সকলে ঝগড়া-ঝাটি করিয়া থাকে, কিন্তু এই আশ্চর্য্য মেয়েটি, নিজের ভাল জায়গাটি, অপরকে বিনা স্বার্থে দান করিয়া নিজে কি না 'ছই' এর

চাঁচের আড়ালে পা ছড়াইয়া বসিয়া অবিরক্ত চিত্তে বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। বিস্ময়-কুণ্ঠিত মাঝি সবিনয়ে বলিল, "ছইয়ের ভেতর জায়গা আছে, মা।"

"থাকুক, ঐ ভদ্রলোকটি বসবেন"। এই বলিয়া নমিতা পুস্তকের উপরই দৃষ্টি স্থির-বদ্ধ রাখিল।

ছোট ছোট ছেলেগুলি তখন ছইয়ের ভিতর মনোমত জায়গার জন্য মারামারি পিটা-পিটী জুড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের থামান ও ধমক দেওয়ার গোলমালে ব্যতিব্যস্ত মহিলাদ্বয় চাহিয়া দেখেন নাই যে, বাহিরে কি হইতেছে। সুতরাং, নমিতা বাহিরে বসায় তাঁহারা কিছুই বলিলেন না। অরুণবাবু নৌকায় উঠিয়া নমিতার শেষ কথার উত্তরে নিজের ভদ্রতা-প্রকাশ অবশ্য-কর্তব্য বুঝিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হলেই বা।—আপনিও ভেতরে বসতে পারেন।"

পুস্তকের উপর হইতে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু নিষ্প্রয়োজন।"

বুদ্ধিমান অরুণবাবু বুঝিলেন না যে, নিষ্প্রয়োজনেরও মূলে কিছু না কিছু প্রয়োজন বিদ্যমান থাকে। নমিতা তাঁহাদেরই কঠোর কটাক্ষাঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছইয়ের বাহিরে নির্জ্জনে বই লইয়া বসিয়াছে। কিন্তু নমিতা উদাসীন হইয়া বসিলেও উৎসাহী অরুণবাবু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। কারণ, নমিতার বাক্য ও ব্যবহার তাঁহার মনকে কৌতূহলে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল এবং, নিজের পূর্ব্বকৃত ব্যবহারগুলি যদিও তাঁহার চিত্তকে কিছু মাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত করিয়া না তুলুক, তথাপি অরুণবাবু বিশিষ্ট ভদ্রতা দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে দুই চারিটা সুন্দর সুকোমল কৈফিয়ৎ দিয়া—শিষ্টাচার বাঁচাইয়া নমিতার পরিচয়টি জানিয়া লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। অরুণবাবু মাতার সহিত, দ্রাতৃজায়ার সহিত এ-দিক ও-দিক গল্প জুড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে অধ্যয়নরতা নমিতার একাগ্র পাঠের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না। অরুণবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আলাপ জমাইবার কোন কিছু উপকরণ খুঁজিয়া না পাইয়া হঠাৎ উৎসুকভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনার হাতে ওখানা কি বই? বাইবেল?"

প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা উত্তর দিল, "না।"

অ। তবে কি বই?—

ন। একখানা চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় বই।

অ। আপনি কোথাকার মিশনে কাজ করেন?

ন। মিশনে আমি কাজ করি না।

অ। তবে?

"হাসপাতালে আমি কাজ করি।"—এই বলিয়া নমিতা পুস্তকে পুনশ্চ দৃষ্টি নত করিল।

অধিকতর ঔৎসুক্যের সহিত অরুণবাবু বলিলেন, "কোথাকার হাসপাতালে আপনি কাজ করেন? এখানকার গবর্ণমেণ্ট হাসপাতালে?"

পুস্তকের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়াই নমিতা উত্তর দিল, "হাঁ।"

অরুণবাবু তথাপি থামিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি লেডী ডাক্তার?"

নমিতা বিরক্ত হইয়া উঠিল। এখানকার হাসপাতালে একমাত্র মিস্ স্মিথ্ ভিন্ন অন্য মহিলা ডাক্তার আর কেহ নাই, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ভদ্রলোকটির বিশেষজ্ঞতার মাত্রা বোধ হয় সকলের উর্দ্ধে, তাই অনাবশ্যক বাক্যালাপের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া নমিতা নতবদনে উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, আমি নার্শ।"

"আপনি নার্শ! অ!"—সোৎসুকে অরুণবাবু

বলিলেন, "আচ্ছা মিসেস্ দত্তও ওইখানে কাজ করেন না? তাঁকে জানেন? তিনিও নার্শ নয়?"

নমিতা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

অরুণ। তাঁর সঙ্গে আপ্‌নার আলাপ আছে নিশ্চয়।—একসঙ্গে যখন আপ্‌নারা কাজ করেন, তখন তাঁকে অবশ্যই আপ্‌নি ভাল রকম চেনেন? মিসেস দত্তের সঙ্গে আপনার অবশ্যই খুব ভাব-সাব আছে?

নমিতার ধৈর্য্য অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—ভদ্রলোকটি কি ভুলিয়া গিয়াছেন, নমিতা তাঁহার পক্ষে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা স্ত্রীলোক! শুধু তাহাই নহে, নমিতা তাঁহার সহিত অনাবশ্যক বাক্যালাপেও ত একান্ত অনিচ্ছুক; তথাপি তিনি নিদারুণ আগ্রহে উপর্য্যুপরি প্রশ্ন-বর্ষণ করিয়া তাহাকে বিড়ম্বিতা করিতে উদ্যত হইয়াছেন! মিসেস্ দত্ত তাহার পরিচিতা, এই সামান্য সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া তিনি কেন এত অনাবশ্যক জোরের সহিত 'অবশ্যই' 'নিশ্চয়ই' ছড়াইতেছেন? আর দত্তজায়ার কথা লইয়াই বা এরূপভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাঁহার কি?

পরক্ষণেই নমিতার মনে হইল—না, সেই বোধ হয়, বুঝিতে ভুল করিয়াছে। ভদ্রলোকটির কৌতূহলের মধ্যে হয় ত দূষণীয় ভাব কিছুই নাই; নমিতাই মিছামিছি সেটাকে বক্র প্যাঁচে ঘুরাইয়া অনর্থক নিজে অসহিষ্ণু হইয়া অন্যায় করিতেছে।

পুস্তকের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ভাল করিয়া স্বভাবসিদ্ধ শান্ত কোমল কণ্ঠে নমিতা বলিল, "কার্য্য-সম্পর্কে যতটা সম্ভব, ততটুকু আলাপ অবশ্য আছে। আপ্‌নারা মিসেস্ দত্তকে চেনেন?"

"চিনি না বটে; তবে তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানি-শুনি রিলক্ষণ!" এই বলিয়া গূঢ়-বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সকৌতুকে অরুণবাবু পুনশ্চ বলিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, তাঁর প্রকৃতিটা কেমন? তিনি কি রকম ধাতের লোক?"

উৎকট বিক্ষোভাগ্নির তপ্ত হল্‌কা যেন নমিতার মুখের উপর ঝাপ্‌টা মারিল! নমিতার ইচ্ছা হইল, একগাছা চাবুক লইয়া সে নিজের পৃষ্ঠে বসাইয়া দেয়। কি মূর্খ, কি নির্ব্বোধ সে!—ধিক্! ভদ্রলোকটির এতক্ষণের ব্যবহারেও তাঁহার অযাচিত আগ্রহ-ঔৎসুক্যের মর্ম্ম সে ঠাহর করিতে পারে নাই! ইহার জন্য কাহার উপর সে রাগ করিবে? ক্রোধের পাত্র,অপরাধের অপরাধী সে নিজের কাছে-নিজেই! দত্তজায়াকে গুপ্ত উপহাস-দ্বারা অপমান করা নয়;—এ শুধু নমিতার নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধিক্কারের গঞ্জনা দিয়া ইহাঁদের নির্ভীক ব্যবহারিক বুদ্ধি-বিজ্ঞতার নিরঙ্কুশ পরিচয়-প্রকটন! কিন্তু না—না—এই সব ব্যাপারকে অন্যায় আগ্রহের বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না;—এইগুলাই ত আসল শিখিবার জিনিস। এই সব অপমান-লাঞ্ছনার প্রতিকূলে নহে, অনুকূলে। নিজেকে আঘাত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতায় জাগ্রৎ করিয়া তোলা অবশ্যকর্ত্তব্য!

নমিতা পুস্তকের উপর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা কোর্‌বেন, অনধিকার-চর্চ্চা সকলের পক্ষেই অনুচিত।"

আরও অনেকগুলি কথা তাহার বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ধৈর্য্যে ও শিষ্টাচারে পাছে বাধিয়া যায় বলিয়া সেগুলা বলা হইল না। মনের মধ্যে সে-গুলা চাপা দিয়া, পুস্তকের উপর দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া ক্ষুব্ধ-বিষণ্ণ-চিত্তে নমিতা ভাবিতে লাগিল, নিজের কথা, দত্তজায়ার কথা, আর এই চশ্‌মা-নিদর্শনে শিক্ষা-সভ্যতাভিমানী যুবকটির কথা!

হায় শিক্ষা! হায় সভ্যতা! তোমরা মানুষকে কি শিখাইতেছ? শুধু ক্রূর দম্ভ, শুধু হৃদয়হীন অহঙ্কার! ধিক্, শত ধিক্ তোমায়! তোমারই স্পর্শে না মানুষ

মানুষ হইয়া উঠিবে, তোমারই আলোকে না মানুষ মানুষের দুর্ব্বলতার গ্লানি-কলঙ্কে বেদনার অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে! তোমারই চেতনায় না মানুষ মনুষ্যত্ব-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতম স্থানে, দেবত্বের সাধনা শিখিবে! কিন্তু তুমি করিতেছ কি? তোমার বাহ্য গৌরবের প্রাণহীন খোলসে আবৃত করিয়া, মানুষকে মানুষের জন্য সমবেদনা অনুভবের শক্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছ। মানুষকে শিখাইতেছ, শুধু কুটিল স্বার্থপরতায় ছল খুঁজিয়া ছিদ্রপথে ব্যঙ্গ কৌতুকের নিষ্ঠুর শেলাঘাত-বর্ষণ করিতে! শিক্ষিত মানুষ মানুষের নিকৃষ্টতম দুর্ব্বলতা-দৃষ্ট কলঙ্ককুৎসায় নিজের অপমান-বেদনা অনুভব করিতে ভুলিয়া যাইতেছে! মানুষ মানুষের জন্য অনুভব করিতে শিখিয়াছে, শুধু ঈর্ষা, শুধু বিদ্বেষ, শুধু ঘৃণা! মানুষ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া মানুষের ত্রুটিকে সংশোধন করিতে চাহে না;—চাহে শুধু অমঙ্গলের মুখ চাহিয়া মানুষকে দংশন করিয়া নিজের হিংসা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতে!

(ক্রমশঃ)

শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া।

ভাই-বোন্।

বিধাতার তনয় তনয়া আমরা যে ভাই বোন্ সবে!
পবিত্র এ প্রেমের বন্ধনে কেন হায়, দ্বিধা লজ্জা রবে?
ভাই আজ বোনের মুখেতে চাহে না ক স্নেহের নয়নে,
বোনেরও তো ভায়েরে হেরিলে ভ্রাতৃভাব
আসে না-ক প্রাণে।
ভাই সবে অগ্রসর হয়, দৃঢ়পদে সংসারের কাজে,
বোন্ সে তো শকতি-রহিতা, পড়ে থাকে
অন্ধগেহ মাঝে।
উপহাসে আরক্ত বদন, অপমানে বিঁধিছে হৃদয়!
তবু আহা! প্রাণ ঢালি বলে, "সংসারেতে
লও ভাই জয়।"
ভাই যবে বিষম দুর্দ্দিনে কহে,—"প্রভো!
দাও বরাভয়!"
কে তাহারে যোগায় শকতি?—আশাবাণী
কানে কানে কয়?—
সে যে বোন্! অন্ধ ভ্রাতৃগণ চাহে না ক ফিরায়ে নয়ন!
হাসি দিয়া ব্যথা নিজ ঢাকি, নারী করে শান্তি বরষণ
দুর্দ্দিনের দুঃখ-ঝড় থামে, বহে বায়ু শান্ত সুমধুর;
অবহেলে ফেলে যায় ভাই! নারী গাহে
বিষাদের সুর!
হায়! এই নিদারুণ বাধা, এ প্রভেদ আকাশ-পাতাল
অন্ধকার বঙ্গভূমি ছেয়ে রহিবে যে আর কত কাল!
কবে সে যে আসিবে সময়, ভাই-বোন পরস্পরে ধরি
নির্ভয়েতে চলে যাবে সবে, বিধাতার বাণী হৃদে বরি?
বিপদেতে টলিবে না হৃদি, বিষাদেতে হ'বে না মলিন;
সুখে দুখে শোকে চিরকাল ভাই-বোন
এক-প্রাণে লীন!

শ্রীঅমিয়া [illegible]

উদ্বোধন।

শুনেছি পুরাণ-যুগে দনুজের বলে
হয়ে হতমান,
পূজিতেন মাতৃ-শক্তি মিলি দেবগণে
সঁপি সারা প্রাণ।
একদিন শুভক্ষণে মায়ের মন্দিরে
উঠিত জাগিয়া
ভক্তের আকুল-কণ্ঠ সিক্ত আঁখি-নীরে
কিরে আহ্বানিয়া।
জননী দিতেন দেখা বরাভয়া-বেশে
সর্ব্ব দৈন্য নাশি';
বিজয়-গৌরব-সিদ্ধি নিমেষে নিমেষে
উঠিত উচ্ছ্বাসি'!
এ নহে কবির গাথা—অলীক স্বপন—
চপলা বিকাশ!—
এ যে ওগো, জগতের রীতি চিরন্তন
ধ্রুব অবিনাশ!

অন্তরে বাহিরে আজি লইতে তাহার
সত্য-পরিচয়,
বুঝি ওরে ভাগ্য-হীন সোদর আমার,
এসেছে সময়!
চারিদিকে অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাত
ঝঞ্ঝা অতুলন,—
মর্ম্মঘাতী পরাজয়—অশনি-সম্পাত—
স্খলিত চরণ!
চূর্ণ সব আশা সাধ—শূন্য ভবিষ্যৎ
নিবিড় আঁধার;—
শুধু অবসাদ হায়, নাগপাশ মত
বেড়ি অনিবার।

যদি আজ মুক্তি চাস্ ওরে মুগ্ধ দীন
ভারত সন্তান,
আয় তবে ছুটে আয় প্রভাত নবীন
করিছে আহ্বান!

এ প্রভাতে হবে আজি মাতৃ-শকতির
মহা উদ্বোধন,—
সকল দৌর্ব্বল্য দলি লভিতে গভীর
অমৃত-জীবন।
মোহের প্রাচীর তুলি লূতাতন্তুজালে
বাঁধি আপনারে,
রহিস্ না পড়ি আর দুষি নিত্য ভালে
অন্ধ কারাগারে।
উদ্ভাসিত দশদিক্—উদ্ভাসিত হোক্
গুপ্ত হৃদিতল,
ভুলে যা রে অতীতের দুঃখ-দৈন্য-শোক
তপ্ত আঁখি-জল!
মাতৃ-পদ-কোকনদে করি জীবনের
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান,
আজ তোরে পেতে হবে জাগ্রত বিশ্বের
মাঝখানে স্থান!

ভারতের মাতৃ-শক্তি অয়ি বরাভয়ে
সুপ্তে কুণ্ডলিনি!
জাগ তুমি জাগ আজি সারা বক্ষে লয়ে
সুধা-সঞ্জীবনী!
তোমার পবিত্র স্পর্শ—কল্যাণ-প্রেরণা—
জননী, আবার,
ধর্ম্মে কর্ম্মে অনুষ্ঠানে নূতন চেতনা
করুক্ সঞ্চার!

প্রাণ-হীনে প্রাণ পা'ক্—জ্ঞানহীনে জ্ঞান—
　　বলহীনে বল—
সোনার ভারত হ'তে হোক্ অবসান
　　সর্ব্ব অমঙ্গল!

অক্ষম সন্তানে রক্ষ—রক্ষ আজি ভবে
　　সন্তানপালিনি!—"
গা'বে ভক্ত যুগে যুগে আনন্দে গৌরবে
　　বিজয়-কাহিনী!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

গান ও স্বরলিপি।

গান।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

(১) প্রাণে প্রাণে মিলে আয় রে সকলে
(২) 　　গড়িব ভুবন নূতন করে।
(৩) বিরাগ ভুলায়ে, প্রীতিতে মিলায়ে
(৪) 　　গড়িব ভুবন নূতন করে।
(৫) বিদ্বেষ-অনল নিভায়ে যতনে,
(৬) পূত শান্তিবারি ছড়াইয়ে মনে,
(৭) আশা-দীপ জ্বালি নিরাশ জীবনে
(৮) 　　গড়িব ভুবন নূতন করে।
(৯) কন্যা আমরা, সেবাধর্ম্ম মানি,
(১০) স্নেহ-প্রীতিময়ী আমরা ভগিনী,
(১১) জননী আমরা, শক্তি-রূপিণী
(১২) 　　গড়িব ভুবন নূতন করে।
(১৩) জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে সাজিব আপনি,
(১৪) সাজাইব দেশ, সাজা'ব ধরণী,
(১৫) সহায় মোদের বিশ্ব-জননী,
(১৬) 　　সাজা'ব ভুবন নূতন করে।

শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ

(স্বরলিপি)

আস্থায়ী।

II ২´ সা সা সা | ৩ গা —গা গা | ০ মা মা মা | ১ পা —পা ধা I
(১) প্রা ণে প্রা ণে মি লে আ য় রে স ক লে

| ২´ সা´ —সা´ ণা | ৩ ধা —ধা মা | ০ পা —ধা মা | ১ গা —গা —গা ||
(২) গ ড়ি ব ভু ব ন নৃ ৽ ত ন ক রে

| ২´ না না না | ৩ না —না না | ০ সা´ সা´ সা´ | ১ পা —পা ধা |
(৩) বি রা গ ভু লা য়ে প্রী তি তে মি লা য়ে

| ২´ সা´ —সা´ ণা | ৩ ধা —ধা মা | ০ পা —ধা মা | ১ গা —গা গা ||
(৪) গ ড়ি ব ভু ব ন নৃ ৽ ত ন ক রে

অন্তরা।

| ২´ মা পা পা | ৩ না না না | ০ সা´ সা´ সা | ১ সা´ —সা´ সা´ |
(৫) বি দ্বে ষ অ ন ল নি ভা যে স তে নে
(৯) ক ন্যা আ ম রা সে বা ধ র ম মা নি
(১৩) জ্ঞা ন প্রে ম পু ণ্যে সা জি ব আ প নি

| ২´ না না না | ৩ সা´ সা´ সা´ | ০ সা´ রা´ ণা | ১ ধা —ধা পা |
(৬) পূ ত শা ন্তি বা রি ছ ড়া ই য়া ম নে
(১০) স্নে হ প্রী তি ম য়ী আ ম রা ভ গি নী
(১৪) সা জা ই ব দে শ সা জা ব ধ র ণী

| ২ ধা ধা পা | ৩ মা পা গা | ০ মা মা মা | ১ পা —পা ধা |
(৭) আ শা দী প জ্বা লি নি রা শ জী ব নে
(১১) জ ন নী আ ম রা শ ক্তি স্ব রূ পি ণী
(১৫) স্ব হা স মো হে র বি ৽ খ ঞ্জ ন নী

	২´			৩			০			১		
I	সা´	—সা´	ণা |	ধা	—ধা	মা |	পা	ধা	মা |	গা	—গা	—গা II
(৮)	গ	ড়ি	ব	ভু	ব	ন	ন্	০	ত	ন	ক	রে
(১২)	গ	ড়ি	ব	ভু	ব	ন	ন্	০	ত	ন	ক	রে
(১৬)	সা	জা	ব	ভু	ব	ন	ন	০	ত	ন	ক	রে

এবার ব্যাখ্যা এই মাত্র, যথা ঃ—

(১) মূর্দ্ধন্য "ণা"=কোমল "নি", অর্থাৎ কোমল নিষাদ।

(২) I—স্তম্ভ-চিহ্নের উপর যুগল দাঁড়ি-চিহ্ন বোঝায় যে, আস্থায়ীর যে পর্য্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হয়।

(৩) স্বরাক্ষরগুলির সহিত ছোট ছোট কসি থাকিলে, (যথা —গা, — পা, — সা ইত্যাদি) তাহাদিগকে "আশ" বলে, অর্থাৎ স্বরবর্ণ অবলম্বনে স্বরের যে টান চলে।

শ্রী মোহিনী সেনগুপ্তা।

পূজার কথা।

সতী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সতীর আগমনে স্তিমিতনয়ন ধ্যানমগ্ন আশুতোষের অন্তরেও পুলকের ঢেউ উঠিল। মহাতপস্বী মহাযোগ সাধন করিতে করিতে ত্রিনয়ন মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন। সম্মুখে সন্ধ্যার শেষ রক্তিম আভাটুকুর মত দেবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসু নেত্রে আশুতোষ কহিলেন, "প্রিয়ে, অসময়ে আজ এ যোগাসনের সমীপে কেন ?"

ভূমিকা না করিয়া একেবারেই সতী বলিয়া ফেলিলেন, "প্রভু, একবার পিত্রালয়ে যাইব।"

আশুতোষের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। নারদের কাহিনী মনে পড়িল। আরও মনে পড়িল যে, অনেক কাল দেবী পিত্রালয়ে যাইতে চান নাই, মাতাপিতাকে দেখিবার নিতান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও, তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে বলিয়াই, যান নাই ; আজ যাইতে চাহিতেছেন, অযাচিত, অনিমন্ত্রিত ভাবেই যাইতে চাহিতেছেন। সকালে, একটু আগে, যে কথার উত্থাপনমাত্র হয় নাই, সে-কথা-সম্বন্ধে চরম অনুমতি লইবার জন্য সতী সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

মহাদেব চিন্তিত হইলেন। তাঁহার ত্রিকালদর্শী অন্তরে কোন কথাই গোপন রহিল না। সতীর অন্তরের কথা, সতীর ভবিষ্যৎ চিত্র অনেকখানি উহাতে প্রতিফলিত হইল। প্রসন্ন আননে গভীর আশঙ্কার রেখাপাত হইল।

সতী কহিলেন, "দেব অনুমতি দাও, পিত্রালয়ে যাইব। সিংহ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে; নন্দী সুসহস্তে অপেক্ষা করিতেছে: দিনমণি অস্তমিত-প্রায়—অপেক্ষা করিবার সময় নাই।"

আর সন্দেহ রহিল না। কখনও কি সতী তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন? না, কোন বিষয়ে এমন দৃঢ়-সঙ্কল্পাই হইয়াছেন? নারদ যে সতীর নিকটে কথাটা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, শিব তাহা বুঝিলেন। শিব মৌন হইয়া রহিলেন।

অধৈর্য্যভাবে আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সতী পতির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। তাহার পর একগুচ্ছ জবাপুষ্পে অঞ্জলি প্রদান করিয়া গদ-গদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"দেব, দাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। অন্তর্যামী, তুমি সকলই তো জানিতে পারিয়াছ;—সতীর হৃদয় যে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! ত্রিলোকের চিরপূজ্য দেবতা তুমি, তোমার এই অনাদর কি করিয়া সহ্য করিব? পিত্রালয়ে যাইয়া পিতাকে আমি এ কুকার্য্য হইতে বিরত করিব। প্রফুল্ল মনে অনুমতি দাও।"

আশুতোষ কহিলেন, "সতি, ক্ষুব্ধ হইও না। আদর-অনাদর উভয়ই আমার তুল্য! এ-কথা কি তুমি অবগত নও? তবে কেন বিচলিত হইতেছ?"

সতী প্রবোধ মানিতে চাহিলেন না, কহিলেন, "প্রভু, আদর-অনাদর তোমার পক্ষে তুল্য জানি, কিন্তু তোমার অনাদর আমার নিকটে যে উপেক্ষ-ণীয় নয়! তোমার এ অপমানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে তুমুল অকল্যাণ উপস্থিত হইবে! কেমন করিয়া সহ্য করিব?"

মহেশ্বর মৌনভাবে রহিলেন। দক্ষের মূঢ়তায় প্রবল ঝঞ্ঝা ঘনাইয়া আসিতেছিল—বিশ্বনাথেরও তাহা অগোচর রহিল না। এ ঝঞ্ঝার পরিণাম কি, ভাবিয়া তাঁহার ত্রিনয়ন অলস হইয়া উঠিল! করুণ স্বরে সতী আবার বলিলেন, "আশুতোষ, অনুমতি দাও—পিত্রালয়ে যাইব।"

ব্যস্ত হইয়া মহাদেব উত্তর করিলেন, "সতি, বৃথা মনঃকষ্টকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিও না? দক্ষকে তুমি নিবারণ করিবে? সতি, তুমি তো জান না, কত বিদ্বেষে, কত ঘৃণায়, আজ দক্ষ এই নিমন্ত্রণ হইতে আমায় বঞ্চিত করিয়াছেন! তুমি তো জান না, দক্ষ আমার কত বড় শত্রু। দক্ষমিত্র ভৃগু কতখানি করুণার চক্ষে আমায় দর্শন করেন। দক্ষের মিত্র ও পারিষদগণ আমায় জব্দ করিবার জন্য কত বিদ্বেষে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন! এ বিদ্বেষবহ্নির জ্বালা তুমি সহ্য করিবে কিরূপে?"

সতীর ভ্রূযুগ অতিকুটিল ও ভীষণ হইয়া উঠিল, চক্ষের তারকা উল্কার মত ছুটিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, হাত-দুখানি ছুটিয়া তীব্রগতিতে আকাশ-পথে উত্থিত হইল।

শিব তারপর এক অতিশয় অদ্ভুতকাণ্ড সন্দর্শন করিলেন। মহেশ্বর দেখিলেন, সতীর আর সে রূপ নাই। তাঁহার শান্ত,স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকালের মত সন্ন্যাসিনীর আকৃতিটী ক্রমে ক্রোধে ও ঘৃণায় মসীবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! দু'খানি হাতের পরিবর্ত্তে কোথা হইতে অকস্মাৎ চারিখানি হস্তের আবির্ভাব হইয়াছে। এক হস্তে ভীষণ খড়্গ,অপর হস্তে সদ্যঃ ছিন্ন নরমুণ্ড! কণ্ঠে নরমুণ্ডের হার! পরিধানে ছিন্ন নরহস্ত! পদভরে মেদিনী টলমল্ করিতেছে, মহেশ্বর স্বয়ং মেদিনীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারই পদতলে পড়িয়া! একি অপরূপ মূর্ত্তি! দেবীর কেশ মুক্ত, ঊর্দ্ধনয়নে ধক্ ধক্ অগ্নি জ্বলিতেছে!—সভয়ে ভোলা-নাথ চিনিলেন, এ দেবীর চণ্ডমুণ্ডমর্দ্দিনী সেই অসুরনাশিনী চণ্ডিকা বা কালিকামূর্ত্তি!

ভোলানাথ সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। হঠাৎ বিকট গর্জ্জন শুনিয়া আবার চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা আরও ভয়াবহ! মায়ের ধ্বংস-মূর্ত্তি হঠাৎ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে যেন নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ভীষণ সর্প কষ্টে তাঁহার কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম সংযত করিয়া রাখিয়াছে; চারিদিকে 'হি হি' অট্টহাস্য উঠিতেছে। কৈলাসে ভীষণ পৈশাচিক রোল ধ্বনিত হইতেছে—ঘন তমসায় চারিদিক্ আবৃত হইয়া গিয়াছে। মহাদেব সত্রাসে ডাকিলেন, "সতি, সতি।"

সকল বিভীষিকা হঠাৎ দূর হইয়া গেল। সতী অপর দিক্ হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "প্রভো, এই যে আমি!" মহাদেব কহিলেন, "এ কি রূপ! এ কি বিভীষিকা! এ রূপ সংবরণ কর—এ রূপ তোমার কেন? আর যে দেখিতে পারি না।" সতী উত্তর করিলেন,—"তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার গৌরব রক্ষার জন্য সকল ধ্বংস করিতে পারি, এ সামান্য বিভীষিকা কোন্ ছার? অনুমতি কর পিত্রালয়ে যাইব।"

মহাদেব কহিলেন, "এই রূপ প্রকটিত হইলে বিশ্ব যে ছারখারে যাইবে। আমার জন্য সৃষ্টি নষ্ট করিবে? ছি! ছি! ছি! তাহা করিও না।"

এবার অতিশয় উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক্ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ক্ষিতি, ব্যোম ও ত্রিদিব আনন্দকোলাহলে ভরিয়া গেল! চারিদিকে অসংখ্য ফলফুল! লতাপাতা অপূর্ব্ব সুষমায় মুঞ্জরিয়া উঠিল। পাখীর গানে সৃষ্টি মায়াময় হইয়া গেল। আর তাহাদেরই মধ্যে কোটিদিবাকরের আলোকে পর পর ভাসিয়া উঠিল,—তিনটি অতি অপূর্ব্বা বিশ্বমনো-মোহিনী মূর্ত্তি!

মহাদেব ডাকিয়া কহিলেন, "সতি, সতি! এ আবার কি?"

অলক্ষ্য হইতে সতী ডাকিয়া কহিলেন, "ইহাই আমার যোড়শী, ভুবনেশ্বরী ও ভৈরবী-মূর্ত্তি। সৃষ্টি যখন রসাতলে যায়, তখন এই দিব্য মূর্ত্তিতে জগৎ আমি রক্ষা করিয়া থাকি, জগৎকে মধুময় করিয়া তুলি। ভীষণা কালিকা ও তারার রূপে সৃষ্টি পীড়িতা হইতে চাহিলে, এইরূপে আমি জগৎ রক্ষা করিব। সুতরাং শঙ্কা করিও না, পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দাও।"

আশুতোষ তথাপি মৌন হইয়া রহিলেন; সতাকে যাইবার অনুমতি দিতে পারিলেন না। সতী অগত্যা আবার এক লীলা প্রকটন করিলেন। তিনি নেপথ্যে ডাকিয়া কহিলেন "প্রভু, তবু চিন্তিত হইতেছ? আত্মবলিদানে আমায় অক্ষমা ভাবিতেছ? আচ্ছা, তবে এই রূপ দেখ। এই ছিন্নমস্তা রূপে আত্মবলিদান করিয়া উল্লাসে আমি চারিদিকে নৃত্য করিয়া থাকি, এবং জগতের উৎকট তম উল্লাসকেও চরণে দলিত করিয়া যাই। আত্ম-বিসর্জ্জনে বা আত্মরক্ষণে আমাকে অক্ষমা ভাবিও না।—যাইবার অনুমতি দাও।"

দেবী এতক্ষণ যত লীলা প্রকটন করিয়াছেন, আশুতোষ দেখিলেন, এ লীলা সকল অপেক্ষা ভয়াবহ। এ দেবীর প্রমত্ত-নগ্নমূর্ত্তি। পদতলে মানবের চরম পশুবৃত্তি দলিত হইতেছে। উপরে আকাশ শোণিত-উৎসের গাঢ় রক্তিম আভায় রঞ্জিত। সে রক্তপ্রবাহ দেবীর ছিন্ন স্কন্ধ হইতে নির্গত হইতেছে। দেবী স্বহস্তে নিজ শির ছিন্ন করিয়া নৃত্য করিতেছেন! চারিহস্তের এক হস্তে খাঁড়া, একহস্তে কিরীট-শোভিত ছিন্নশির! অপর দুই হস্ত শূন্যোপরি ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে। মুক্ত শির হইতে নিবিড় মেঘপুঞ্জের মত কেশরাশি ঝুলিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে! ছিন্ন-গলদেশ হইতে মৃণালের মত কয়েকটী শোণিতধারা উৎসের মত

...তঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। উহা-... দেবীর সম্মুখে, একটী ও-পার্শ্বস্থিত ... ও আর একটী ও-পার্শ্বস্থিত ডাকিনীর ...ত হইয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ ...!

...কের মধ্যে এই মূর্ত্তিও আবার হঠাৎ অদৃশ্য ...। তারপর তুল্য বিভীষণ অপর এক রূপ ...।

...তের সে কাঞ্চন-দীপ্তি আর নাই। চারি-...আবার মসীবর্ণ। সেই অন্ধকারের মধ্যে ...কখানি রথ! আর তাহারই সমীপে এক ...া লোলত্বক বিধবা-মূর্ত্তি। দেবীর সে যৌবন অন্তর্হিত হইয়াছে—সকল শরীরের ...থিল ও অতিবিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হস্তে ...রিধানে সাদা ধুতি—রুক্ষ কেশগুচ্ছ মুক্ত ও ...ত! অতিভয়ঙ্কর দৃশ্য।

...দেব কহিলেন, "দেবি, দেবি, এ আবার কি? এ সব কেন? ক্ষান্ত হও, লীলা সংবরণ ...

...ক্ষ্য থাকিয়া দেবী কহিলেন, "অনুমতি ...খ, অনুমতি দাও। প্রভো, আর একটু ...যে দুর্বৃত্ত এই ধূমাবতীর রূপেও ভীত না ...কে এই বগলারূপেতে আমি সংহার করি। ...ত হইতেছ? দুর্বৃত্তকে সংযত করাই যে ...কাজ!"

এইবার দেবীর বগলামূর্ত্তি সন্দর্শন করি-... অপূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্যময়ী মোহিনী মূরতি!—...তে মুদগর উত্তোলন করিয়া বিপুল বিক্রমে ...কম্পিতেছেন। মহাদেব আর পারিলেন ...য় দেবীকে ডাকিয়া যথার্থই পিত্রালয়-...মতি প্রদান করিলেন।

সৌভাগ্যের মত মাতঙ্গী- ও কমলা-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন।

শ্যামাঙ্গী মাতঙ্গীর অপূর্ব্ব শান্তমূর্ত্তি শিবের হৃদয়ে পূর্ব্বভাব পুনঃ ফিরাইয়া আনিল। তাঁহার করস্থিত শুভ্র শঙ্খমালা বীণার ঝঙ্কারে মঙ্গল-নিনাদ করিয়া উঠিল।

প্রস্ফুটিত শতদলোপরি বসিয়া কমলালয়া কমলা, হাসির ছটায় দিগন্ত শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহার মস্তকোপরি করিবৃন্দের শুণ্ডধৃত সুবর্ণকলসী-সমূহ অজস্র-ধারায় নির্ম্মল পদ্মসুরভি বারি ঢালিয়া দিল। সেই অবস্থায় মহাদেব ডাকিয়া কহিলেন;—

"দেবি, যাঁহার মায়ায় ত্রিভুবন মণ্ডিত, তাঁহার উপর কে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? দক্ষ মূঢ়, তাই সে তোমার অপমান করিতে অগ্রসর হইয়াছে। বুঝিতে পারিতেছি, তোমার এ ক্রোধ-বহ্নি সেই-জন্যই প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। যাও, আর আমি বাধা দিব না। ভবিতব্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। যাহা হইবার হইবে। নন্দীকে যাত্রার উদ্যোগ করিতে বল।"

মহাদেব নন্দীকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে পার্শ্বস্থিত ডমরু তুলিয়া ঘন ঘন সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। নন্দীকে আসিতে দেখিয়া দেবীও তখন লীলা সম্বরণ করিয়া আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক যুক্ত-করে নীরবে শিবের সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সতীর পিত্রালয়ে যাত্রার অপরূপ আয়োজন হইল। নিমন্ত্রণে যাইবার নাম শুনিয়া এক পাল ভূত-প্রেত 'হুড় মুড়' করিয়া নৃত্য করিয়া আসিল। দেবীর সিংহটী মহোল্লাসে আসিয়া পায়ের তলায় পড়িয়া সোৎসুক-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নন্দী সর্দ্দার হইয়া চলিলেন। ভয়ঙ্কর

গুঁজিয়া ভৃঙ্গীর কাছে যাইয়া নন্দী বলিলেন,"চলিলাম, ভাল করিয়া কৈলাসপুরীর দিকে নজর রাখিও—যাবার না কোনও অসুবিধা হয়।"

ভৃঙ্গীর মনটা ভাল ছিল না। সকলেই যাইতেছে, সে শুধু একা পড়িয়া। সে বলিল, "আচ্ছা যাও।"

দূরে শিবের প্রকাণ্ড ষাঁড়টি শুইয়া শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। সেও এই যাত্রার সমারোহ দেখিয়া চুপ করিয়া বিষণ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহারও যাওয়ার অনুমতি হয় নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

শেষ মিনতি।

যদি এই মাত্র হয় আদেশ তোমার,
তবে তাই গো হবে, তাই।
দাড়িয়ে থাকিতে নাই শকতি আমার,
আজি বিদায় ল'য়ে যাই।
থাক্‌লো তবে এই কামনা,
ওগো আমার, ও অজ্ঞানা,
দেখা দিও শেষের সে-দিন—
এই ভিক্ষা,—অন্য নাহি চাই।
যদি হয় এই মাত্র আদেশ তোমার,
তবে তাই গো হবে, তাই;

শ্রীঅতুলচন্দ্র রাহা।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ অধ্যায়—শরীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য।

পৃথিবীতে যখন শরীর লইয়া চলিতে হইবে, তখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা উচিত। রোগ লইয়া এ সংসারে কেহ বাস করিতে চাহে না। শরীর সুস্থ না থাকিলে, সুখ উপভোগ করা দুর্ঘট। এইজন্য শরীরের সহিত স্বাস্থ্যের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

আমাদিগের শরীর চর্ম্ম-দ্বারা আবৃত। যুবাবস্থায় এই চর্ম্ম কোমল থাকে। রমণীগণের চর্ম্ম স্বভাবতই কোমল এবং পুরুষগণের চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত কর্কশ। জীবনের অর্দ্ধকাল অতীত হইলেই চর্ম্ম কঠিন হইতে থাকে। বৃদ্ধ অথবা কৃশ ব্যক্তিদিগের সন্ধিস্থানের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া স্তর পড়িয়া যায়। আমাদিগের শরীরের বহির্ভাগ যেমন চর্ম্ম-দ্বারা আবৃত, অভ্যন্তরও অনুরূপ। অভ্যন্তরস্থ

চর্ম্ম সদাই আর্দ্র থাকে বলিয়া উহা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-নামে অভিহিত হয়।

বাহ্যদৃষ্টিতে চর্ম্ম-মাত্রই একস্তর বলিয়া প্রতীতি জন্মে ; কিন্তু বস্তুতঃ, তাহার দুইটী স্তর আছে এবং তাহাদিগের ক্রিয়াও স্বতন্ত্র। চর্ম্মের বাহ্য স্তরে ধমনী বা রক্তবহা নাড়ী আদৌ নাই। ইহা আহত হইলে বা কাটিয়া যাইলে কষ্ট অনুভূত হয় না, অথবা রক্তও নির্গত হয় না। সেলাই প্রভৃতি করিবার কালে অনেক সময় অঙ্গুলীতে সূচি বিদ্ধ হওয়ায় বাহ্যত্বকে ছিদ্র হয়, কিন্তু রক্ত পড়ে না বা কষ্ট হয় না। স্থান-বিশেষে বাহ্য চর্ম্ম স্থূল ও সূক্ষ্ম। পায়ের চেটোর চর্ম্ম মোটা এবং সন্ধি-স্থলে পাতলা। হস্ত বা পদের চর্ম্ম স্থূল হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত। নিয়মিতরূপে ঘর্ষণ লাগিলেও চর্ম্ম স্থূল হইয়া যায়। এইজন্য কর্ম্মকারদিগের হস্ততলের চর্ম্ম মোটা।

বাহ্যচর্ম্ম অন্তস্ত্বকের আবরক-মাত্র। বাহ্যচর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের অনুভূতি অতিশয় অল্পই হইয়া থাকে। শরীরের কোন কোন স্থল এত মোটা যে তাহাতে অনুভূতি হয়ই না। উদাহরণ-স্থল—নখ প্রভৃতি।

রক্তবহা নাড়ী হইতে রস নিঃসৃত হইয়া বাহ্য চর্ম্ম প্রস্তুত হয়। উক্ত রস অন্তস্ত্বকের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে পরিণত হয়। এইরূপে অন্তস্ত্বকের বহির্ভাগে স্তরের উপর স্তর পতিত হইয়া শল্কে পরিণত হয়। এই শল্কই বাহ্যত্বকের ঘনত্ব সম্পাদন করে। ক্ষার-সংযোগে বাহ্য চর্ম্মের উপরের অংশ কোমল এবং বিগলিত হয়। আমরা যে সাবান ব্যবহার করি, তাহা ক্ষার এবং তৈল-দ্বারা গঠিত, পরন্তু তাহাতে ক্ষারের অংশই অধিক। সাবান-দ্বারা যতবারই শরীর ধৌত করিবে, তত-বারই বাহ্য ত্বকের পুরাতন অংশ বহিষ্কৃত হইয়া নবীনাংশ রহিয়া যাইবে। সাবান বাহ্য চর্ম্মকে পাতলা ও অত্যন্ত স্পর্শানুভাবক করে। যদি শরীরের মল পরিষ্কৃত না হয়, তবে উহা সঞ্চিত হইয়া স্পর্শানুভূতির হ্রস্বতা সম্পাদন করে। এই-জন্য চর্ম্মকে স্বস্থ ও পরিষ্কার রাখিবার অভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে সাবানের আবশ্যকতা।

ত্বক্ ধমনী এবং শিরা দ্বারা সংযুক্ত। ইহাদিগের দ্বারা রক্ত শরীরের সর্ব্বত্র গমনাগমন করে। হৃৎ-পিণ্ড স্বায় কার্য্য সুচারুরূপে করিলে ধমনী ও শিরার মধ্য দিয়া রক্ত উত্তমরূপে প্রবাহিত হয়। অলসের শরীর দেখিতে বিবর্ণ। তাহার কারণ এই যে, তাহার শরীরে রক্ত উত্তমরূপে গমনাগমন করে না। কিন্তু যখনই অলস কোনও প্রকার ব্যায়াম করে, তখনই তাহার বিবর্ণতা তিরোহিত হইয়া শরীর রক্তাভ হয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল স্বস্থাবস্থায় থাকিলে আমাদিগের শরীর লালবর্ণ এবং মন ও প্রফুল্ল হয়। কিন্তু এতদুভয়ের অসুস্থতায় আমা-দিগের বর্ণ বিবর্ণ ও মন স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া থাকে।

রক্তের গমনাগমন নিয়মিত রাখিতে হইলে, শরীরের উষ্ণতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা চাই। শরীরে শৈত্য লাগিলে চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সুতরাং শোণিতও উত্তমরূপে যাতায়াত করিতে পারে না। চর্ম্মে চাপ পড়িলেও রক্তের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। তজ্জন্য সেই স্থানটী বিবর্ণ ভাব ধারণ করে। শরীরের কোনও স্থান অঙ্গুলি-দ্বারা চাপিলে দেখিতে পাইবে যে, সেই স্থানটী ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অঙ্গুলি উঠাইয়া লইবে সেই মুহূর্ত্তে বিবর্ণতা দূরীভূত হইয়া স্থানটী রক্তিম হইয়া উঠিবে। শরীরে যে লবণাক্ত ও তৈলাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হয়, তাহা যদি নিয়মিত-রূপে ধৌত করা যায়, তবে তদ্দ্বারা তৈলগ্রন্থি এবং ঘর্ম্মনলীর ক্রিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীরের যে স্থান অত্যন্ত স্পর্শানু-

চাবক, সেই সেই স্থানে অতিশীঘ্র ক্ষতি হইতে পারে। চক্ষুতে সামান্য বালুকণা পতিত হইলে কিরূপ কষ্ট হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমাদিগের চক্ষুর আবরণ না থাকিলে আমাদিগের দৃষ্টিও থাকিত না। এইরূপ ফুস্‌ফুস্‌ও অতিশীঘ্র আক্রান্ত হইতে পারে বলিয়া, শ্বাসনালীর ত্বক্ এত স্পর্শানুভাবক যে যদি সামান্য খাদ্যের টুকরা বা ধূলিকণা তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সজোরে কাশি আসিয়া তাহাকে বহির্গত করিয়া দেয়।

শিরা-দ্বারাই মনে অনুভূতি জন্মে। শিরা স্বস্থ না থাকিলে অনুভূতিও উত্তমরূপ হয় না। যে-সকল শিরা মনের সহিত হস্তপদের সম্বন্ধ রাখে, তাহা যদি কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে অনুভূতি আদৌ হয় না;—তখন অত্যুষ্ণ বা অতিশীতল জলে হস্তাদি নিমজ্জিত করিলেও শীতোষ্ণতা অনুভূত হয় না।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীলত্ব- বা অক্রিয়ত্ব-দ্বারা চর্ম্মের অনুভূতির পার্থক্য জন্মে। গাঢ়-নিদ্রায় স্পর্শ-জনিত কোনরূপ অনুভূতি হয় না। মস্তিষ্কে চাপ পড়িলে বা তাহা রোগদ্বারা আক্রান্ত হইলে অনুভাবক শক্তি বিকৃত হয়। মানসিক অবস্থার দ্বারা চর্ম্মের অনুভূতির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভয়ে ও শোকে অনুভূতির হ্রাস এবং হর্ষ ও আশায় অনুভূতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্বস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তির শীতোষ্ণতা দ্বারা যেরূপে কষ্ট হইয়া থাকে, পাগলের সেরূপ হয় না। বক্ষ, উদর, এবং ফুসফুসের রোগে মস্তিষ্কের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া, চর্ম্মের অনুভাবক শক্তিও হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়।

বৃহৎ-স্নায়ুর অবস্থাও চর্ম্মের অনুভব-শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যদি কোনও বৃহৎ স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে বা তাহা কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে শাখা-স্নায়ুসূত্রের অনুভূতি-শক্তি থাকে না; সুতরাং, কোন প্রকারের স্পর্শদ্বারা মনে অনুভূতি জন্মে না।

চর্ম্ম যদি স্থূল এবং কঠিন হইয়া যায়, তবে শিরার স্পর্শানুভূতিও হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য রাজ-মজুরগণ বিনা কষ্টানুভূতিতে হস্ত-দ্বারা স্ব-স্ব যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

চর্ম্মের শিরা-নিচয় যদি কোনওরূপ স্পর্শে অভ্যস্ত হয়, তবে অনুভূতিরও ব্যতিক্রম ঘটে। যদি কেহ উষ্ণ জলে আপনার পদ নিমজ্জিত করে, তবে প্রথম প্রথম তাহাব জ্বালা করিবে বটে, কিন্তু যখন তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, তখন উষ্ণতার অনুভূতি তাহার তত টা হইবে না। শৈত্যেরও অনুরূপ নিয়ম। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উষ্ণতা জানিবার জন্য মানবের অনুভূতি অভ্রান্ত নহে। সুতরাং, তজ্জন্য তাপমান-যন্ত্রের আবশ্যকতা।

চর্ম্মের অবস্থা-বিশেষে তাহার শোষণ-শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফোস্কা পড়িলে চর্ম্ম অতিতীব্র বেগে শোষণ করে। এই সময় যদি শেঁকো বিষ বা অহিফেন ফোস্কায় লাগান হয়, তবে দগ্ধ ব্যক্তির বিষাক্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

আঘাত লাগিলে উত্তেজক প্রলেপ না লাগাইয়া, কেবলমাত্র জল-দ্বারা সেই স্থানটীকে আর্দ্র রাখা উচিত। মৃত পশুকে বহন-কালে হস্তে তৈল ম্রক্ষণ করা ও পরে সাবান-দ্বারা হস্ত ধৌত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পাকাশয় রুগ্ন থাকিলে রোগীকে পূর্ণমাত্রায় আহার দেওয়া হয় না বলিয়া, তাহার চর্ম্মের শোষণ-শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাকাশয় সুস্থ অবস্থায় থাকিলেও যদি উপযুক্ত সময়ে আহার না পাওয়া যায়, তবে চর্ম্মের শোষণ-শক্তি অধিক হয়। এইজন্য রোগীর নিকট যাইতে হইলে, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তাহা

হইলে চর্ম্মের শোষণ-শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। রোগীর শয্যাদি সাবান-দ্বারা ধৌত করা উচিত; নতুবা চর্ম্ম হইতে নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ শয্যাতে সংলগ্ন হইয়া যায়, এবং যদি তদুপরি শয়ন করা যায়, তবে শরীরের শোষণ-শক্তি-দ্বারা পুনরায় সেই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

তৈলগ্রন্থি হইতে তৈল নিঃসৃত হইয়া চর্ম্মকে রক্ষা করে। তৈলগ্রন্থি না থাকিলে চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া উঠিয়া যাইত এবং অন্তস্ত্বক্ বাহির হইয়া পড়িত। তৈলগ্রন্থি হইতে তৈল নিঃসৃত হয় বলিয়া, চক্ষু জুড়িয়া যায় না, এবং কর্ণকে আর্দ্র রাখে বলিয়া তাহার তিক্ততা-নিবন্ধন কীটাদি কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না। তৈলগ্রন্থিকে ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে চর্ম্ম পরিষ্কৃত রাখা উচিত। সর্ব্ব-সময় উগ্র সাবানের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, তদ্দ্বারা শরীর হইতে অধিক পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা যে হানি হইয়া থাকে, তাহা রজকদিগের হস্ত দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

আমাদিরের শরীরে ৭০০০,০০০ ঘর্ম্মকূপ আছে। এইগুলি দিয়া শরীর হইতে মল নির্গত হইয়া যায়। এই কূপগুলি যদি কোনও ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে শরীরে কিরূপ মল সঞ্চিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঘর্ম্মকূপগুলিকে ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলির উপর দৃষ্টি রাখা উচিত।—

(১) আহারান্তে প্রথম তিন ঘণ্টা ঘর্ম্মনলীগুলি ক্রিয়াশীল থাকে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা উচিত।

(২) নিদ্রার সময় ঘর্ম্মগ্রন্থিগুলি স্বক্রিয়া উত্তমরূপে করে। এতদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ঠিক্ সময়ে নিদ্রা যাওয়া উচিত, এবং নিদ্রান্তে শয্যা বাতাসে শুষ্ক করিতে দেওয়া বিধেয়।

(৩) কাপড় শুষ্ক ও সচ্ছিদ্র হওয়া চাই এবং তাহা ঢিলা করিয়া পরিধান করা উচিত। এরূপটী হইলে শরীরে মলার জলীয়াংশ উহার ভিতর দিয়া নির্গত হইয়া যায়। এই জলীয়াংশে শতকরা এক ভাগ কঠিনাংশ থাকে। যদি ইহাকে রীতিমত ঘর্ষণ না দিয়া ধৌত করা যায়, তবে লোমকূপ রুদ্ধ হইয়া স্বাস্থ্য-হানি হইয়া থাকে।

(৪) শরীরের পরিচ্ছদ সহসা উন্মুক্ত করিয়া বাতাস লাগাইবে না। কারণ, তদ্দ্বারা চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া ঘর্ম্মগ্রন্থি অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং ঘর্ম্ম উত্তমরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না।

ঘর্ম্মদ্বারা পরিচ্ছদ আর্দ্র হইলে যত শীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন করা যায় ও শুষ্ক গামছা দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ শরীরে উষ্ণতার উদ্রেক করা যায়, ততই ভাল।

ঘর্ম্মের হঠাৎ অবরোধ হইলে ভয়ানক কাশির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঘর্ম্মরোধ—অজীর্ণ, শীরঃ-পীড়া এবং উদরাময়ের জনক।

পরিচ্ছদ :—চর্ম্মকে উষ্ণ রাখিতে হইলে, পরিচ্ছদের বিশেষ আবশ্যকতা। পরিচ্ছদ স্বয়ং উষ্ণ-তার উৎপাদক নহে। ইহা শরীরের উষ্ণতাকে নষ্ট হইতে অথবা বাহ্যিক উত্তাপকে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেয় না। পশুলোম সর্ব্বাপেক্ষা বায়ুর অবরোধক। এইজন্য যাহাদিগকে সর্ব্বদাই শৈত্যে ও উষ্ণতায় কার্য্য করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে উলী পোষাক সর্ব্বোত্তম। শীতকালে ফ্লানেল শৈত্য ও বাত-রোগের প্রতিষেধক এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় শৈত্য-জনিত উদরাময় বা আমাশয়ের অমোঘ ঔষধ। অতএব বালক বা দুর্ব্বল-ব্যক্তিমাত্রেরই সকল সময়ে ফ্লানেল পরিধান করা বিধেয়। যদি ফ্লানেল-দ্বারা শরীরে কণ্ডু উৎপন্ন হয়, তবে তাহাতে

কার্পাসের অস্তর দিবে। রেশম বায়ুকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং শরীরে কণ্ডূও হইতে দেয় না। রেশমের বয়ন ঘন হইলে, তাহা পরিচ্ছদের পক্ষে অতি উপাদেয়। পরিচ্ছদ যাহারই প্রস্তুত কর না কেন, তাহা যেন আর্দ্রতার শোষক বা রক্ষক না হয়। আর্দ্রতা থাকিলে উহা বাহ্যিক উষ্ণতাকে শোষণ করিবে এবং শুষ্ক থাকিলে আভ্যন্তরীণ উত্তাপকে বৃদ্ধি হইতে দিবে না। ঘর্ম পরিচ্ছদে শোষিত হইলে, চর্ম্মে কণ্ডূ উৎপন্ন করে। পাটের কাপড় পরিধান করা উচিত নহে। কারণ, তাহা উষ্ণতার শোষক। কার্পাস, পশম-নির্ম্মিত এবং রেশমী-বস্ত্র শরীর হইতে নিঃসৃত পদার্থ অথবা বায়ুর আর্দ্রতাকে শোষণ করে না।

পরিচ্ছদ ঢিলা করিয়া পরিধান করাই উচিত। কারণ, তদ্দ্বারা উষ্ণবায়ুর স্তর শরীরে লাগিয়া থায়। সকলেই অবগত আছেন যে, আঁটা কাপড় অপেক্ষা ঢিলা কাপড় অধিক উষ্ণ। ইহার কারণ এই যে, ঢিলা পোষাক বায়ুর এক পাতলা স্তরকে বেষ্টন করিয়া রাখে,—আঁটা পরিচ্ছদ তাহা করে না। ঢিলা পরিচ্ছদের উপরিভাগ উন্মুক্ত হওয়া উচিত নহে। উপরিভাগ বদ্ধ থাকিলে নিম্ন-প্রবিষ্ট বায়ু নির্গত হইয়া যায় না। এইরূপে কাপড়ের যত স্তর আমরা পরিধান করিব, উষ্ণ বায়ুর তত স্তর আমাদিগের কাপড়ের ভিতর থাকিবে। অতএব ভিতরে যাহা কিছু পরিধান করা যায় তাহা উষ্ণ কামরা হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই পরিধান করা উচিত; নতুবা শীতল বাতাসে পরিচ্ছদ পরিধান করিলে শৈত্য লাগিয়া যাইবে।

পোষাক মনুষ্যের অবস্থা ও জল-বায়ুর উষ্ণতার উপযোগী হওয়া আবশ্যক। যুবা অপেক্ষা বালকের এক বা দুই ডিগ্রি শৈত্য অধিক থাকে। এই হেতু বালকদিগকে অল্প পরিচ্ছদ পরাইয়া রাখা নির্ব্বোধের কার্য্য।

মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্ ও পাকাশয় পীড়িত থাকিলে শরীরের উষ্ণতার হ্রাস হয়। উদরাময়, শিরঃপীড়া এবং যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিতে উক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহাদিগের উক্ত রোগ আছে, তাহাদিগের পক্ষে অধিক পরিচ্ছদের আবশ্যকতা।

অলস ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রমশীল ব্যক্তির পরিচ্ছদ স্বল্প হওয়া উচিত। কারণ, ব্যায়াম শোণিত-প্রবাহের আধিক্য সম্পাদন করিয়া শরীরে উষ্ণতার সৃষ্টি করে। ব্যায়ামান্তে বিশ্রামের সময় অধিক পরিচ্ছদের আবশ্যকতা। নিদ্রার সময়ও অধিক কাপড়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে, কারণ, নিদ্রাকালে শরীরের, এমন কি মস্তিষ্কের, ক্রিয়া পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায়।

স্নান—স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য স্নানের বিশেষ প্রয়োজন। স্নান-দ্বারা তিনটী লাভ হইয়া থাকে। যথা—(১) পরিচ্ছন্নতা, (২) স্বাস্থ্য, এবং (৩) অনাময়ত্ব। চর্ম্মে মলা সঞ্চিত হইলে জল ও সাবানের দ্বারা তাহাকে পরিষ্কার করিতে হইবে। জল শরীরের লবণাক্ত পদার্থের এবং সাবান তৈলাক্ত পদার্থের দ্রাবক। এই হেতু চর্ম্মমল দূর করিবার জন্য জল ও সাবানের আবশ্যকতা। অন্য কোনও উপায়-দ্বারা উহা নিরাকৃত হয় না। যদি সাবান ব্যবহার করার পর, কোনও প্রকার কষ্টানুভব হয়, তবে জলে সামান্য লেবুর রস অথবা সির্কা মিশ্রিত করিয়া ধৌত করাই শ্রেয়।

স্নানের জন্য শীতল, ঈষদুষ্ণ এবং উষ্ণ জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলের উষ্ণতা ৭৫ ডিগ্রির নিম্নে হইলে তাহাকে শীতল, ৮৫ হইতে ৯৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ঈষদুষ্ণ এবং ৯৮ হইতে ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইলে, উষ্ণ কহা যায়। স্নানান্তে চর্ম্মকে মুছিয়া ফেলিবে এবং উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিবে। শীতল জলে দুই হইতে দশ মিনিট, ঈষদুষ্ণ এবং উষ্ণ জলে

...শ হইতে ত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত স্নান করিলে উপকার ...র্শে।

স্বাস্থ্য রাখিতে হইলে নিয়মিত সময়ে স্নান করা ...চিত। খাদ্য-পরিপাক হইবার কালে স্নান করা নিষিদ্ধ। ...হারের অব্যবহিত-কাল পূর্ব্বে বা পরে অথবা ...ত্যন্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমের একটু ...র্ব্বে বা পরে স্নান করা বিধেয় নহে। কারণ, তদ্দ্বারা ...তিক্রিয়ার লাঘব হয়। যখন জীবনী শক্তি পূর্ণ ...াত্রায় ক্রিয়া করিতে থাকে, এবং শরীরে কোনওরূপ ...ান্তি থাকে না, তখনই স্নান করিলে উপকার হয়। ...ইজন্য সন্ধ্যাকালাপেক্ষা প্রাতঃকালে এবং পরাহ্ণে ...পেক্ষা পূর্ব্বাহ্ণে স্নান করা উচিত। কারণ, দিব-...র প্রথম সময়ে জীবনী শক্তি অধিকতর প্রবল ...গে কার্য্য করিতে থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, দিনে কতবার স্নান ...রা উচিত? উত্তরে বক্তব্য এই যে, মুখ, কণ্ঠদেশ প্রভৃতি শরীরের যে যে অংশ বাতাসে উন্মুক্ত থাকে তাহা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ দুইবার, পদদ্বয় ও কক্ষ অন্ততঃ একবার, হস্ত যতবার আবশ্যক হইবে ততবার এবং সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যহ একবার জল অথবা আবশ্যক হইলে সাবান-দ্বারা ধৌত করা উচিত। যদি কেহ প্রত্যহ একবার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিতে না পারে, তবে অন্ততঃ একদিন অন্তর ধৌত করা উচিত।

অস্থি—শৈশব হইতে দশ বা দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অপূর্ণাবস্থা থাকে বলিয়া বালকদিগের মস্তকে হস্ত-দ্বারা অথবা অন্য কোনও বস্তুর দ্বারা আঘাত করিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা মস্তিষ্কের বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা। মস্তকের খুলি ভালরূপ শক্ত না হইলে, আঘাত-দ্বারা মস্তিষ্কের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমন্তকুমারী দেবী।

নিবেদন।

আঁধার-মাঝারে ছিনু গো যখন,
দেখি নাই কভু আলোক কেমন,
সে সময় এসে দয়াল জীবন,
হৃদয়ে দিয়েছ আলো!—
নিভা'ওনা দেব! সে আলো তোমার
জ্বলুক সতত হৃদয়ে আমার,
সে আলোতে তব মহিমা অপার
হেরিব অনন্ত কাল!

ওগো দয়াময় দেবতা আমার!
বারেক করুণা কর গো এবার,
লুটাতে চাহি গো চরণে তোমার
হ'য়ে পদ-রেণু আমি;
কর আশীর্ব্বাদ হে মস্তক-মণি,
তোমায় সেবিতে দিবস-যামিনী
রহে যেন মতি ওহে গুণমণি।
প্রেমময় প্রিয়-স্বামী!

তোমাতে পেয়েছি দেহের শকতি,
তুমি শিখায়েছ পবিত্র ভকতি,
দেখায়েছ মোরে করিতে প্রণতি,—
মনোগুরু তুমি হও;
হৃদয়ের আলো, নয়নের জ্যোতি,
তুমি হও মম প্রেমের মূরতি,—
ঘুচায়ে আমার সকল কুরীতি,
তোমার করিয়া লও।

সফল আমার কর গো জীবন,
প্রদানি তোমার আশিস্ বচন ;—
পারি যেন প্রভু ! করিতে যতন
তোমারে হৃদয়ে আনি ,
তুমি বই প্রভু ! কে আছে আমার ?
আমার যা কিছু সকলি তোমার,—
তোমারে তুষিয়ে হৃদয় আমার
হয় যেন প্রেম-খনি ।

হে মোর দেবতা, ওগো মোর স্বামী,
হও প্রাণময়, প্রাণারাম তুমি
তব পদ চুমি, তব পদে নমি
এ জীবন যেন যায় !
ভকতি-প্রসূনে হৃদয়রতন !
পারি যেন সদা পূজিতে চরণ,
রেখে তোমা হৃদে সাধনার ধন !
মিলি যেন তব পায় !

শ্রী বিমলাবালা বসু।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আজ শীলার বিবাহ। সকাল হইতে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ব্যস্ত হইয়া আছেন। বিবাহে নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন কাহাকেও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কারণ,তাহাতে শীলার ও সুপ্রকাশের ইচ্ছা ছিল না। এতদ্ভিন্ন প্রভাত-বসুদের পরিত্যাগ করিয়া কোনও কার্য্য করিতে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিরও অনিচ্ছা ছিল। বিবাহের পরই সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া সিম্‌লা অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির রহিয়াছে। শীলার বাক্স, ট্রাঙ্ক ইত্যাদি সব বাঁধা। বিবাহ মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতেই হইবে। সুপ্রকাশ আজ সকালে আর আসেন নাই। রমা সর্ব্বদা শীলার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শীলার মনেও এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছে ;—সে চিরজন্মের মত একজন অপরিচিতের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছে ! অবশেষে কি হইবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। সে যখন কটকে প্রথম দিন আসিয়াছিল, তখন তাহার প্রাণ কিরূপ নিরাশাপূর্ণ ছিল ! এখন আর সে ভাব নাই ! তাহার হৃদয়ে যেন আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে ! সে যে সুপ্রকাশকে প্রথম হইতে ভাল বাসিয়াছিল, সেই সুপ্রকাশ তাহার হইবে ! সে ইহা ভিন্ন আর কিছুই চাহে না। সুপ্রকাশ যদি দরিদ্র থাকিতেন, তাহা হইলে তাহার মনে হয়,বেশ হইত। ধনী হওয়ায় বড় ভয় করে। ক্রমে বিবাহের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। রামলোচনবাবু শীলার খুড়ীমাকে ও অমিয়কে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দর্শক। শীলার খুড়ীমা পার্শ্বস্থ একটি প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলে, মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ব্যস্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এইখানে বসুন ; ও-ধারে দু'চার জন ভদ্র লোক আছেন। আপ্‌নি ত তাঁদের সাম্‌নে বের হবেন না—?"

গৃহিণী। (ব্যস্ত ভাবে) না, না ! তা কি কোরে হবে ? আমি এই আড়ালে রইলুম। তা, শীলা কোথায় ?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। শীলা ও-ধারের ঘরে আছে। সে সাজ-গোছ্ কচ্ছে ; হ'লেই আস্‌বে।

গৃহিণী। নিজে সাজ্‌ছে? তা আমি গিয়ে না হয়, চুলটো বেঁধে দিই? বিয়ে কোথা থেকে হবে? কখন হবে?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। বিয়ে সন্ধ্যার সময়ই হ'য়ে যাবে। আজকের ট্রেনে যে ওরা সিমলায় যাচ্ছে।

গৃহিণী। আজকের ট্রেনেই যাচ্ছে! সে কি কথা। বিয়ে হবে!—বাসি-বিয়ে, ফুলশয্যা ও-সব হ'বে না?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) ও-সব এরা মানে না; বিয়ের পরই বর-কনে চলে যেতে পাবে। এ তো আর আগেকার বিয়ের মত নয়। আজ্‌কাল বিয়ে হলে যে 'হানি-মুনে' যায়।

গৃহিণী। 'হানি-মুন' কি গা?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। 'হানি-মুন'এর বাংলা হ'চ্ছে—মধুচন্দ্র। বিয়ের পরই তারা মধুচন্দ্র উপভোগ কোর্ত্তে যান।

গৃহিণী যেন হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মধু-চাঁদ ...র কি ভোগ কোর্ব্বে? খাবে বুঝি?"

এমন সময় রমা আসিয়া পড়িল ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে বলিল, "আরও দু'একটা 'হেয়ার-পিন' দিন, শীলার চুলে দোব।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। আমার টেবিলে আছে, নাও না! শীলার আর কত দেরী?

রমা। আর বেশী দেরী নেই। বিয়ের 'টয়্‌লেট' কি অম্‌নি হবে?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। (হাসিয়া) তোমারও হবে গো, আর দেরী নেই;—এইবার তোমারও সময় হ'ল।

রমা। তা হ'লেই সব ঠিক; সেই আশায় হাঁ করে বসে থাকি! দিদিমার যেমন কথা!

এই বলিয়া রমা চলিয়া গেল।

গৃহিণী। ও কি চাইলে?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। 'হেয়ার-পিন'।

গৃহিণী। সে আবার কি?

মিসেস ব্যানার্জ্জি। চুল বাঁধ্‌বে, তাই মাথার কাঁটা।

গৃহিণী। হাঁ গা, তা তোমরা বংলা কথা কইতে কইতে ইংরিজীতে অমন কট্‌মট্‌ কোরে কথা কও কেন?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন, ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় সুপ্রকাশের গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া, বারান্দার বাহির হইয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ আজ বহুমূল্য নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিয়াই মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "সব ঠিক ত?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সব ঠিক। গঙ্গাধর-ও অধরবাবু এসেছেন; মিঃ আর মিসেস্ মল্লিকও এসেছেন।

সুপ্রকাশ। শীলা কোথায়? তাঁর জিনিস-পত্র সব গোছান হয়ে গেছে?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। সব ঠিক হ'যে গেছে, এখন বিয়েই বাকি; তা হ'লেই হ'ল।

সুপ্রকাশ গিয়া একটী ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রমার সহিত শীলা নীচে নামিয়া আসিয়া প্রথমে তাহার কাকা ও খুড়ীমাকে প্রণাম করিতে গেল। শীলার কাকা ও খুড়ীমা শীলাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন,—বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিলেন। তাহাকে যেন ঠিক এক-খানি ছবির মতই দেখাইতেছিল। সে শুভ্র বহুমূল্য রেসমের বেশ পরিধান করিয়াছে এবং সেই রকম রংএরই লেশ্‌ মাথায় ঝুলিতেছে। সামান্য দুই-চারিটী অলঙ্কার যাহা পরিধান করিয়াছে, তাহাতেই তাহাকে অতিসুন্দর দেখাইতেছিল। মাথায় হীরার

টায়রা ঝল্-মল্ করিতেছে, কণ্ঠদেশে মুক্তার মালা ঝুলিতেছে, হস্ত-প্রকোষ্ঠে হীরক খচিত সুবর্ণের ব্রেস্‌লেট ; চম্পককোরকনিভ সুঠাম অঙ্গুলিতে বহু-মূল্য রত্নাঙ্গুরীয় ! এই সকলই সুপ্রকাশের উপহার ।

শীলা প্রথমে গিয়া তাহার কাকাকে প্রণাম করিলে,তিনি বলিলেন,"বেঁচে থাক মা ! সুখে থাক ।" তাহার পর সে খুড়ীমাকে প্রণাম করিলে, তিনি বলিলেন, "রাজ-রাজ্যেশ্বরী হ'য়ে সুখে রাজ্যি কর মা !" তাহার পর তিনি কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট বাহির করিয়া শীলার হস্তে দিলেন। এক-খানি স্বদেশীয় সাড়ী, একটি রূপার সিন্দুর-কৌটা ও একগাছি সোনা-বাঁধান লৌহ-বলয় তাহাতে ছিল। লোহা-গাছটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "এইটি বিয়ের পর হাতে দিও। আমার এই কৌটোটায় সিঁদূর আছে, পোরো।"

খুড়ীমা বক্তব্য সমাপন করিয়া বিদায় দিলে, রমা শীলাকে চুপি চুপি বলিল, "এইবার একবার ও-ধারে চল ; একজন যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন !" ইহা শুনিয়া শীলা লজ্জায় মুখ নত করিয়া তাহার সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। সেখানে সুপ্রকাশ অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তিনি রমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, এক-বার শীলাকে ডাকিয়া আনিতে। সেইজন্য রমা শীলাকে সেই ঘরে আনিয়া সুপ্রকাশকে বলিল, "যা কথা বল্‌বার আছে, বলে নিন্ ; আমি পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এখনি ত বিয়ে হ'বে, আর কোন্ সাত-সমুদ্দুর তের-নদী পারে নিয়ে চলে যাবেন ! যতটুকু পারি, আমরা একটু কথা কয়ে নিই। দেখুন, শীলাকে কেমন সাজিয়েছি ! এর জন্যে আমায় পুরস্কার দিতে হবে !"

সুপ্রকাশ পকেট হইতে একটি ছোট বাক্স লইয়া বলিলেন, "এই তোমার পুরস্কার। ইংরাজেরা 'ব্রাইড'স্ মেড্‌কে' (নীত কনেকে) একটা কোরে উপহার দেন ; আমাদের ত তা নেই। কিন্তু তুমি আমার সত্যিকার 'ব্রাইড'স্ মেড' ।" রমা তাহা লইয়া খুলিয়া দেখিল, একটি অতিসুন্দর ক্ষুদ্র সুবর্ণনির্ম্মিত সময়-রক্ষক। সে তাড়াতাড়ি দিদিমাকে তাহা দেখাইতে গেল।

সুপ্রকাশ শীলার প্রতি বিমুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "শীলা তোমায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে ! সত্যি, তুমি আমার হবে ? এখনো দেখ ; ভেবে দেখ নিজেকে কি আমার হাতে সমর্পণ কোর্‌তে পার্‌বে ? আমাকে বিশ্বাস কোর্‌তে পারবে ? এখনো ভেবে দেখ ; না হলে, পরে আর শত চেষ্টাতেও মুক্তি পাবে না।"

শীলা স্থির দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমায় এখনো বিশ্বাস হ'ল না ? আমি তোমার ধন-ঐশ্বর্য্য কিছুই জান্‌তাম না ; এখনও চাই না। আমি তোমাকে পেলেই সুখী হব। আশা করি জীবনে তোমায় বিশ্বাস কোরে সুখী হতে পার্‌বো। তুমি বরং ভেবে দেখ, আমার চেয়ে কত উপযুক্ত স্ত্রী তোমার হ'ত। আমার মত অসহায় স্ত্রী না পেয়ে কত উঁচু ঘরের মেয়েকে স্ত্রী কোর্‌তে পার্‌তে !"

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) আমি পৃথিবীর কিছু চাই না। আমার ধন ঐশ্বর্য্য সব চলে যাক্ ; আমার সর্ব্বস্ব-রত্ন তুমি ; তোমায় পেলেই আমি সুখী। তুমি আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমি আর কিছু চাই না।

রমা এই সময় আসিয়া বলিল, "পাঁচ মিনিট হ'য়ে গেল ! দিদিমা আপ্‌নাকে ডাক্‌ছেন ; বিয়ের সময় হ'য়েছে, আপনি যান্। আমি শীলাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

সুপ্রকাশ যাইবার সময় একবার শীলার প্রতি চাহিয়া চলিয়া গেলেন। রমা কিয়ৎক্ষণ পরে শীলাকে লইয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইল। সেখানে অতি অল্প ব্যক্তিই ছিলেন। ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে

বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। যখন আচার্য্য-মহাশয় পড়াইলেন ও তাঁহারা তাহা আবৃত্তি করিলেন,—আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের হউক"—তখন উভয়ের বদনে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব জাগিয়া উঠিল! আচার্য্যের উপদেশান্তে বিবাহ শেষ হইল। বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর, মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সুপ্রকাশ ও শীলাকে লইয়া শীলার খুড়ীমার নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া শীলাকে লোহাগাছ্‌টি পরিতে অনুরোধ করিলেন।

আহারাদির পরেই তাঁহারা যাত্রা করিবেন। তার পূর্ব্বে রমা শীলার সহিত তাহার কক্ষে গিয়া তাহার পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিতে লাগিল। বিবাহের বস্ত্রাদি তুলিয়া রাখা হইল। শীলার খুড়ীমা সেই কক্ষে আসিয়া শীলার হস্তে লোহাগাছটি পরাইয়া দিলেন ও বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, জামাই যেন প্রথমে সিন্দূর-সীমন্তে পরাইয়া দেন। রমা বলিল, "তা জামাই বা কেন দেবে? আমিই না হয় দিয়ে দিই?"

খুড়ীমা। না না, সে কি হয়? সে যে অলক্ষণ হয়!

বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তনের সময় 'ব্যাগ' হইতে সুপ্রকাশ-প্রদত্ত সেই চিঠির প্যাকেটটা বাহির হইয়া পড়িল, রমা জিজ্ঞাসা করিল, "এ যে মিঃ রায়ের লেখা! এতে কি?—চিঠি বুঝি?"

শীলা। আমি নিজেই জানি না, কি আছে। উনি আগে খুলতে মানা কোরেছিলেন; বলেছিলেন, "বিয়ের পর দেখো।"

রমা। এই বার তা'হলে খুলে দেখ।

শীলা সেটী খুলিয়া যাহা পড়িল তাহা ভাল বুঝিতে না পারিয়া রমার হাতে দিল। রমা তাহা দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "ওমা! এ যে দান-পত্র গো —(Deed of Gifts)! তিনি তোমায় কটকের বাড়ী ও জমীদারীটা বিবাহের উপহার-স্বরূপ দান করেছেন।" শীলা বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। শীলার খুড়ীমা আনন্দের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তোমার নামে কটকের জমীদারী লিখে দিয়েছেন! তুমি যে মা, তা'হলে লক্ষেশ্বরী হ'লে! আমরা তা হ'লে তোমার অন্নেই প্রতিপালিত হচ্ছি! বেঁচে থাক মা! সুখে থাক। তোমার কল্যাণ হোক্।"

শীলা রমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি করিব?"

রমা। (হাসিয়া) ফেলে দাও! কি কোর্ব্বে জান না? তুলে রেখে দাও।

শীলা ব্যাগে তুলিয়া রাখিতে গিয়া দেখিল যে, তাহার পার্শ্বে আর একটা কি প্যাকেট আছে; তুলিয়া দেখে যে, লজেঞ্জেসের প্যাকেট। বোটে করিয়া যখন বেড়াইতে যায়, তখন অমিয় তাহাকে রাখিতে দিয়াছিল। প্যাকেটটা খুলিতেই দেখিল, একখান চিঠি। তাড়াতাড়ি সে একবার চোক বুলাইয়া দেখিল, নীচে নাম রহিয়াছে—লীলাবতী। চিঠিটি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। সে আবার তাহা মুড়িয়া ব্যাগে রাখিয়া দিল।

আহারাদি শেষ হইলে ক্রমে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। লগেজ ইত্যাদি ইতঃপূর্ব্বেই 'ষ্টেসনে' চলিয়া গিয়াছে। সুপ্রকাশ প্রণামান্তে রামলোচনবাবুর হস্তে বাড়ীর চাবিটী দিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি একটু অনুগ্রহ কোরে সব দেখ্‌বেন, জিনিস-পত্রগুলো যেন খারাপ না হয়ে যায়! আমরা শীতকালে আবার এখানেই আস্‌ব।"

রামলোচন। দেখ্‌ব বই কি! অনুগ্রহেই বেঁচে আছি! শীতকালে তা'হলে নিশ্চই আস্‌বেন।

এমন সময় রমা আসিয়া পড়িল ও বলিল, "মিঃ

রায়! আপ্‌নি শীলার নামে কটকের জমীদারী, বাড়ী—সব লিখে দিয়েছেন, সে ত দেখে অবাক্! আমায় জিজ্ঞেসা কল্লে, সে কাগজ নিয়ে কি কোর্ব্বে? আমি বল্লাম, 'ফেলে দাও।' কেমন মজা! আচ্ছা, মিঃ রায় সে-দিন মিসেস্ মল্লিকের কাছে ও কি-সব কথা শুন্‌লাম! 'ডাইভোর্স কেস্' কি?

সুপ্রকাশ। (ব্যস্তভাবে) রমা, ও-কথা মুখে এনো না। শীলার সম্মুখে বোল না। ও-সব কথার কোন আবশ্যকতা নেই।

তাহার পর অতিগোপনে তিনি রমাকে কয়েকটী কি কথা বলিলেন।

রমা। কিন্তু শীলা যদি পরে জানে, তা হ'লে কি ভাল হবে?

সুপ্রকাশ আবার তাহাকে দু'চার কথায় কি বুঝাইয়া দিলে, সে নীরবে চলিয়া গেল।

রামলোচন। (বিস্মিতভাবে) শীলার নামে কটকের সব জমীদারী ও বাড়ী লিখে দিয়েছেন! উঃ কি উদার স্বভাব আপ্‌নার! শুধু অর্থ হলে হয় না, এমন উদার মন ত দেখি নি! আশ্চর্য্য। আপ্‌নাকে আমরা একেবারেই চিন্‌তে পারি নি।

ট্রেনের সময় হইয়া আসিল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট বিদায় লইতে, খুড়ীমা প্রভৃতিকে প্রণাম করিতে ও কথা বলিতে, অমিয়কে সান্ত্বনা দিতে অনেক সময় চলিয়া গেল। অমিয় কেবল কাঁদিয়া বলে, "দিদি ভাই, আবার তুমি কবে আস্‌বে? শীগ্‌গীর এসো। তোমায় ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পার্ব্ব না, দিদি ভাই!" শীলা তাহাকে শান্ত করিয়া বলে, "শীগ্‌গীর আসব বই কি! ইত্যাদি।"

গাড়ী-বারাণ্ডার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়া। সুপ্রকাশ শীলাকে হস্ত-ধারণপূর্ব্বক গাড়ীতে তুলিয়া নিজে সকলকে অভিবাদন করিয়া, রমাকে টুপি তুলিয়া বিদায় জানাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। রমা তাড়াতাড়ি এক পাটি বনাতের জুতা আনিয়া অত্যে অলক্ষ্যে গাড়ীর দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "I wish you both good luck."—(তোমাদের দু'জনার মঙ্গল হোক্)। সেই মঙ্গল আশীর্ব্বাদের ভিতর দিয়া গাড়ী দ্রুত ছুটিয়া চলিয়া গেল। শীলার কাকা ও খুড়ীমা অমিয়কে লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

গাড়ী ষ্টেসনে আসিল। পূর্ব্ব হইতেই অভ্যা... পরিচারক সে-স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ী রিজার্ভ হইয়াছিল। সুপ্রকাশ সযত্নে শীলাকে লইয়া গাড়ীতে তুলিলেন। তখন রাত্রি অনেক। ষ্টেসনে গ্যাসের আলোক জ্বলিতেছে। কুলিদের ছুটাছুটি। জগতের সকল স্থান অপেক্ষা ... ষ্টেশনের কাছে যেন অন্য প্রকার ভাব! প্রতিদিনই ট্রেন যাইতেছে, আর প্রতিদিনই সেই সজীবতা, সেই ছুটা-ছুটি, সেই কোলাহল!—ইহার যেন বিরাম নাই। প্রতিদিনই কত যাত্রী ছুটিতেছে! সকলের মুখেই ব্যাকুলতা, সকলেই যেন মনের মধ্যে একটী বিশেষ ভাব লইয়া চলিতেছে!

সুপ্রকাশ শীলার জন্য আরামের সকল প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ট্রেন হুস্ হুস্ করিয়া আপনার গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

(২২)

কটক হইতে কলিকাতায় আসিয়া সেই দিনই সুপ্রকাশ পঞ্জাব-মেলে সিমলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শীলার এই ট্রেনের যাত্রা খুবই ভাল লাগিল। কত ষ্টেসনের পর ষ্টেসন আসিতেছে; যত বড় ষ্টেসন আসে, সে মুখ বাড়াইয়া দেখে। এইরূপে যখন পরদিন দ্বিপ্রহরে গাড়ী এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন যমুনার সেতুর উপর দিয়া ট্রেন গুরু-গম্ভীর গতিতে চলিতে লাগিল। উপরে ট্রেন মধ্যে মানব, নীচে কলনাদিনী নদী!—যমুনার কালো জল টলটল্ করিতেছে। দূরে কয়েকখানি নৌকা-...

য়াছে ; যমুনার ধারে কত লোক। গাড়ী ক্রমশঃ নের নিকটবর্ত্তী হইল। দুই ধারেই সারি সারি । ষ্টেসনে গাড়ী থামিবামাত্র যখন শীলা মুখ ড়াইয়া দেখিল, সারি সারি লোক ছুটাছুটি করিছে, কত ফিরিওলা খেলনা লইয়া, পুঁতির ছড়ি, টি ছোট টিপাই, মোড়া ইত্যাদি লইয়া ঘরিতেছে, ফল-ওয়ালা ঝুড়ি ঝুড়ি ফল লইয়া চলিতেছে ; ডান আক, পান ফল,আতা,ন্যাসপাতি,সেউ, আম, জুর, কিছুরই অভাব নাই ; এমন সময় সে দেখিল, দাবাবু ছুটিতে ছুটিতে সেই দিকে আসিতেছেন। তি-গাড়ীতে এক একবার চাহিয়া দেখিতেছেন। শেষে শীলাদের গাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। লা তাঁহাকে দেখিবামাত্র ব্যস্তভাবে বলিল, "এই কাকাবাবু। আপনি কোথা থেকে এলেন।" নি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "তোমরা সিমলা ছ, শুনে এসেছি। এখান থেকে কাণপুর পর্য্যন্ত মাদের সঙ্গে এই ট্রেনে যাব।" সুপ্রকাশ হাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,"অন্য গাড়ীতে কেন বেন? এই গাড়ীতে আসুন। মশায়ের সঙ্গে পূর্ব্বেও দেখা হয়েছিল; বোধ হয়, চিনতে ছেন না।"

অন্নদাবাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ।, মনে হচ্ছে; সেই বোম্বাইতে গিয়েছিলাম, য়ও ছিলেন,—একদিন খুব গান-বাজনা । তা আপনি এখন কত দিন সিমলায় বেন?"

সুপ্রকাশ। (শীলার প্রতি চাহিয়া) যত দিন ভাল লাগ্‌বে, ততদিন থাকা হবে।

অন্নদাবাবু। যখন ফির্‌বেন অনুগ্রহ কোরে লক্ষ্ণৌতে পায়ের ধূলা দেন, তা হলে সকলেই নাদের দেখে সুখী হবেন। শীলা আমার কন্যার মত, বড় লক্ষ্মী মেয়ে। যা হোক' ঈশ্বরের কৃপায় এখন আপনার হাতে পড়েছে; আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

শীলা দূর-দেশে অন্নদাবাবুকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতেছিল। সুপ্রকাশ টিফিন বাস্কেট হইতে মিষ্টান্ন ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলে, শীলা সেগুলি লইয়া অন্নদাবাবুর হস্তে দিল। অন্নদাবাবু পরিতোষ-সহকারে তাহা আহার করিলেন। ক্রমে গাড়ী কানপুর-ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে অন্নদাবাবু গাড়ী হইতে নামিলেন ও শীলাকে বলিলেন, "মা! তোমার যখন যা দরকার হবে, আমায় জানিও। তোমার বাবা আমার অন্তরের বন্ধু ছিলেন, তোমায় আমি নিজের কন্যার মতই জানি।"

শীলার সকল কথা মানস-পটে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল, চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ট্রেনের আর সময় ধরা থাকে না। দেখিতে দেখিতে ট্রেন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। অন্নদাবাবু বিষণ্ণ অন্তরে লক্ষ্ণৌর ট্রেন ধরিতে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ শীলার স্বচ্ছন্দতার জন্য সকল প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন। যখনকার যাহা তখনই তাহা যোগাইতেছিলেন। সে আদর-যত্নে শীলা যেন বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। কোন্ দিকে বসিলে একটু রৌদ্র কম হয়, কোথায় বসিলে ভাল দেখা যায়, এইরূপভাবে শীলাকে নড়াইতে সরাইতে অনেক সময় কাটিয়া যাইতেছিল। শীলার নয়ন-সম্মুখে প্রান্তরের পর প্রান্তর শ্যামল সুন্দর শোভা ধারণ করিয়া আলেখ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। চারিদিকে শস্যভারে ক্ষেত্রগুলির কি বিচিত্র শ্যাম-শোভা! নানাজাতীয় শস্য। কোনও ক্ষেত্র সরিষার ফুলে শুধু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া আছে, কোথায় বা শুধু অড়হর-ক্ষেত্র। কোথায় দীর্ঘ দীর্ঘ মকাই-শ্রেণী! কোথাও নির্ভয়ে বিচরণশীল গাভীর পাল ট্রেনের শব্দে পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে! রাখাল-বালকেরা পাঁচন-বাড়ি-হস্তে দাঁড়াইয়া ট্রেনের দিকে হাত তুলাইয়া দেখাইতেছে। ট্রেনের দুই পার্শ্বে টেলিগ্রাফের তারে মধ্যে মধ্যে কত চিত্র-বিচিত্র পক্ষী উপবিষ্ট রহিয়াছে! কোথাও বা ফিঙ্গে, কোথাও বা বুলবুলি, কোথাও টিয়া, আর কোথাও বা মস্ত এক চিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার অবগুণ্ঠনের মত পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিল। ট্রেনে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা কাল্কায় পঁহুছিলেন। কালকা হইতে ক্ষুদ্র ট্রেনে করিয়া তাঁহারা সিম্‌লা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই ক্ষুদ্র ট্রেনে শীলার বড়ই আনন্দ হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শীলা দেখিল, একস্থানে একপাল ময়ূর চরিতেছে। সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ কত, ময়ূর!"

সুপ্রকাশ বলিলেন, "আমার সব চেয়ে সিম্‌লা ভাল লাগে। এমন সুন্দর দেশ দেখে তুমিও কত খুসী হবে।"

ট্রেন সর্প-গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শৈলে আরোহন করিতেছে। ধরমশালা-ষ্টেসন পার হইয়া টনেলের পর টনেলের মধ্য দিয়া ট্রেন চলিতে লাগিল। যখন টনেল আসে, তখনি কক্ষের বৈদ্যুতিক-আলো জ্বলিয়া উঠে; কক্ষ ধূমরাশিতে পূর্ণ হয়। আবার টনেল পার হইয়া গেলে হিমালয়ের স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর ও মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে! কি সুন্দর বাতাস বহিতে থাকে! নীল উপত্যকার মত কাল্‌কা পড়িয়া রহিয়াছে। উপরে উচ্চ শৈল-শিখরে ট্রেন দ্রুত ধাবিত হইতেছে। পার্শ্ব দিয়া টাঙ্গার পথ চলিয়াছে; তাহাতে দুই একটা টঙ্গা চলিয়াছে। মধ্যে সেনা-নিবাস। চারিদিকে বস্ত্রাবাসে সৈনিকেরা ট্রেনের ধারে ধারে দাঁড়াইয়া আছে। কেহ আপনার বস্ত্রাবাসের নিকট দাঁড়াইয়া চায়ের প্লেট ঠিক করিতেছে, কেহ রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া ছুরি দিয়া আলু ছাড়াইতেছে। কাহারও বা গাত্রে নীলবর্ণের সার্ট, হস্তে নানাপ্রকার উল্কির দাগ। কেহ খড়ের গাদার উপর অলসভাবে বসিয়া আছে তাহার কাছে অনেক অশ্বতরী চরিতেছে।

ক্রমে ক্রমে গাড়ী তারাদেবী-ষ্টেসনের নিকট আসিলে, শীলা সেখান হইতে সিম্‌লা নগরী সুন্দর দেখিতে পাইল। বড়লাট-প্রাসাদের পতাকা উচ্চ শৈলশিখরে উড়িয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। সুপ্রকাশ শীলাকে বলিলেন, "এইখান থেকে 'সমার-হিল' ষ্টেসন, এইখান থেকে বড়লাটের প্রাসাদে যেতে হয়।"

ক্রমে ট্রেন সিম্‌লা অভিমুখে ধাবিত হইল। সহর আসিয়া পড়িয়াছে। নীচে টঙ্গা রোড, তাহাতে সুন্দর পাইন শ্রেণী,—যেন চিত্রিত ছবির মত দেখাইতেছে। ট্রেন মৃদু-মন্থর গতিতে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুপ্রকাশ ব্যস্তভাবে নামিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুরাতন ভৃত্য দুইখানি সুন্দর নূতন রিকস লইয়া নব পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তিনি শীলার 'হ্যাণ্ডব্যাগ'টি ও ব্যাগ-দুইখানি লইয়া শীলাকে রিকসে বসাইয়া দিলেন ও ভৃত্যকে দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে আজ্ঞা দিয়া নিজে রিকসারোহণ করিয়া রিকসকে দ্রুত ছুটাইয়া চলিতে বলিলেন। রিকস নিম্ন ভূমি হইতে ক্রমশঃ উচ্চশৈলে আরোহণ করিতে লাগিল। দুই পার্শ্বে সজ্জিত দোকান-শ্রেণী, সেক্রেটেরিএট্ আফিস ইত্যাদি ছাড়াইয়া ম্যালে তে গিয়া পড়িলে, শীলা সেখানে ব্যাণ্ড্ ষ্ট্যাণ্ড্ দেখিল। দূরে সাহেবদের গির্জ্জা। সেই পাশ দিয়া রিকস ঘুরিয়া জ্যাকোর দিকে চলিল। জ্যাকো-হিল একটি শৈলশৃঙ্গের নাম। তাহা সিম্‌লার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৈল। পথে আসিতে

আসিতে শীলা দেখিল, সুন্দর সৌধশ্রেণী, সম্মুখে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া আছে, ডালিয়া রূপের আলোয় পথ আলো করিয়া আছে, কস্‌মস্ ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ ফুলভারে অবনত হইয়া আছে, সাহেব-দের সুসজ্জিত ছেলে-মেয়েরা আয়ার সহিত বা বেহারার সহিত বেড়াইতেছে ; তাহাদের গোলাপী কপোল যেন ফুটন্ত ফুলের মত দেখাইতেছে, কত সাহেব-মেম দ্রুত-পদে ছাতা-মাথায় চলিয়া যাইতে-ছেন ; রিকসতেও কত সাহেব-মেম চলিয়াছেন, দু-একটি বাঙ্গালী মহিলাও চলিয়া গেলেন ও শীলার প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন।

'জ্যাকো হিলে'ষ্ট' মিঃ রায়ের বাড়ী। রিকস ক্রমে ফটকে প্রবেশ করিল। শীলা দেখিল, সুন্দর একখানি বাড়ী, খুব বৃহৎও নয়, খুব ক্ষুদ্রও নয়। কয়েকজন পরিচারক অপেক্ষা করিতেছিল ; সুপ্র-কাশ শীলাকে লইয়া যেমন নামিলেন, তাহারা অভি-বাদন করিল। বারান্দার সম্মুখে নানাপ্রকার ...ছিন ছোট ছোট টবে নানাপ্রকার অর্কিডের গাছ ঝুলিতেছে, নানাজাতীয় ফার্ণের গাছ সাজান হইয়াছে। সম্মুখের একখণ্ড ভূমিতে সুন্দর বিকসিত পুষ্প-কানন। শীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া সমস্ত বাড়ীটি দেখাইলেন ও বলিলেন, "যদি তোমার কিছু পরিবর্ত্তন কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, ক্রমে কোরো।" শীলা দেখিল, দুইটী শয়নের কক্ষ রহিয়াছে। দুইটি ছোট-বড় বসিবার কক্ষ। এতদ্ভিন্ন আহারের কক্ষ ইত্যাদি সুসজ্জিত হইয়াছে। সে লজ্জা-নম্র আননে বলিল, "এত বেশ রয়েছে, এর আবার কি পরিবর্ত্তন হবে ?"

সুপ্রকাশ। মা প্রায় এখানে এসে থাকতেন, তাই আমারও আসতে হ'ত। সব দেশের চেয়ে সিম্‌লা আমার বড় ভাল লাগে। এখানে অনেক জানা-শোনা লোক আছে। দেখ না, কি রকম নিমন্ত্রণের ধুম লেগে যাবে! এইরূপ সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল—"চা প্রস্তুত"।

সুপ্রকাশ শীলাকে বলিলেন, "শুধু মুখ-হাত ধুয়ে এস, তারপর সব গোছান হবে।" এই বলিয়া তিনি অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন। শীলা শয্যা-প্রান্তে বসিয়া পড়িল। সে ভাবিল, সে এমন কি পুণ্য করিয়াছিল যে, তাহার জন্য সে এত সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইল! সে যুক্তহস্তে জগদীশ্বরের চরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিয়া, তাহার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা সমর্পণ করিল।

সুপ্রকাশ আসিয়া শীলাকে লইয়া চায়ের টেবি-লের নিকট বসিল। সুন্দর সুসজ্জিত টেবিলে চায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুপ্রকাশ আহারে বসিয়া বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আয়া ঠিক্ হুয়া ?"

বেহারা। হুজুর সব ঠিক্ হ্যায়। আয়া মেম্-সা'বকো কাম্‌রাকো পাশ হ্যায়।

শীলা। আবার আয়া কি হবে ? আমার সব কাজ আমি কোরে নিতে পার্ব্ব।

সুপ্রকাশ। দেখতেই পাবে। এখানে এত বেড়া-নর ধুম! আজ এখানে যাওয়া, কাল সেখানে যাওয়া। তুমি নিজের কিছুই দেখতে পার্ব্বে না।

শীলা। তুমি দেখছি আমার সমস্ত অভ্যাস বদ্‌লে দেবে। শেষে আমি নিজের হাতে আর কিছু কোর্ত্তে পার্ব্ব না ; জড়-পদার্থ হয়ে পড়বো!

সুপ্রকাশ। তোমায় সুখী কোর্ত্তে পাল্লেই আমি সুখী হব। আমার আর অন্য কোন চিন্তা নেই।

শীলা। আমাকে সুখী কোর্ত্তে চেষ্টা করা, বুঝি, এত কষ্টসাধ্য ?

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) তা কেন ? তবু তোমার যাতে আরাম হয়, আমার ত তাই কোর্ত্তে হবে।

আহারাদির পর উভয়ে আপন আপন দ্রব্যাদি কিছু কিছু গুছাইয়া ফেলিলেন। আয়া আসিয়া শীলাকে সাহায্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় উভয়েই সেই গৃহের সম্মুখে একটু বেড়াইতে লাগিলেন। শীলা যে দিকে চাহিয়া দেখে, তাহার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে পূর্ণ হয়! হিমালয়ের সেই অতুল শোভায় কাহার প্রাণ না মুগ্ধ হয়। সেই অভ্রভেদী শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া চারিদিকের বৃক্ষ, ফুল, লতা-পাতার সরস শ্যামল সৌন্দর্য্য দেখিলে কাহার প্রাণ না বিমোহিত হয়! সেই সুন্দর শীতল বায়ুতে শরীরের সকল অবসাদ দূর হইয়া যায়। পথশ্রমের সকল শ্রান্তি অল্পক্ষণের মধ্যেই চলিয়া যায়। মনে ও শরীরে যেন নবীন শক্তি ফিরিয়া আসে শীলা দেখিতেছিল যে, ধূমের মত ও শুভ্র তূলারাশির মত মেঘ ভাসিয়া আসিতেছে। মেঘ নীচে, শীলা উপরে। সহসা কুয়াসা আসিয়া সব ছাইয়া ফেলিল, সম্মুখের কোন দ্রব্যই দেখা যায় না। আবার পরক্ষণেই তাহা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া বসিবার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তখন গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গৃহসামগ্রী সব সুন্দর ও সুরুচির পরিচয় দিতেছে। সুপ্রকাশ শীলাকে কক্ষস্থ বৃহৎ অয়েল-পেন্টিংএর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "শীলা, এই আমারি মায়ের ছবি। নমস্কার কর।" শীলা নমস্কার করিলে সুপ্রকাশও নমস্কার করিল। শীলা চাহিয়া দেখিল, সুন্দর শান্ত মুখশ্রী; সুপ্রকাশের মুখের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে সুপ্রকাশ অন্য প্রান্তে আর একখানি অয়েল পেন্টিংএর কাছে গিয়া বলিলেন, "এই দেখ আমার বাবার ছবি।" শীলা ও সুপ্রকাশ তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সুপ্রকাশ শীলাকে বলিলেন, "আমার মা বেশী দিন ইহলোক পরিত্যাগ করেন নি। বাবা যাবার পর তাঁর মনের কষ্টে শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তারপর তাঁর আরো শোক লাগে। আমার একটী ছোট বোন ছিল, মা তাকে অকালে হারিয়ে আর সে শোক সহ্য কোর্ত্তে পার্‌লেন না। অনেক চেষ্টা কোরেও তাঁর স্বাস্থ্য আর ভাল হ'ল না। কত দেশ-দেশান্তরে নিয়ে তাঁকে বেড়িয়েছি, তবু সার্‌ল না। তিনি ৬।৭ বৎসর এক রকম শয্যাগতেরই মত ছিলেন। প্রতি-গ্রীষ্মকালে সিম্‌লায় আস্‌তেন। এই সকল দ্রব্যই মা ব্যবহার কোরেছেন, তাই সিমলার বাড়ী আমার বড় প্রিয়। এখানে আস্‌লেই যেন মনে হয়, মা আমার কাছেই আছেন। এই সিম্‌লাতেই তিনি ইহলোক থেকে চলে যান।"

শীলা শুধু শুনিতেছিল ও মনে করিতেছিল, কি গভীর মাতৃভক্তি! তাহারও তাহার পিতার কথা মনে হইতেছিল। বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শীলা বলিল, "যখন এখান থেকে ফির্‌বে, একবার লক্ষ্ণৌতে যেও। সেখানে আর একবার যেতে ভারি ইচ্ছে করে।"

সুপ্রকাশ। তা নিয়ে যাব বই কি! যেখানে বল্‌বে সেইখানে নিয়ে যাব। এখানেও অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। আজই ত আস্‌বার সময় মিসেস্ দত্তকে দেখ্‌লাম। তিনি নিশ্চয়ই কাল তোমায় দেখ্‌তে আসবেন।

কথা বলিতে বলিতে সুপ্রকাশ বারান্দার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। বারান্দা সব কাঁচের সার্শি দিয়া মণ্ডিত। শরতের জ্যোৎস্নায় হিমালয় হাসিতেছে! তিনি শীলাকে ডাকিলেন, "শীলা এস, দেখ কি সুন্দর জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্নার যে এত শোভা হয়, তা আর অন্যত্র বোঝা যায় না।" শীলা মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। জ্যোৎস্না বৃক্ষে, লতায়-পাতায় পুষ্পে পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইতেছে! দেখিলে মনে কি গম্ভীর ও মহান্ ভাবের উদ্রেক হয়! যে

জ্যোৎস্না লোকের চক্ষুপথে সর্ব্বদাই পড়িতেছে, ...কল সময় তাহার বিশেষত্ব বুঝা যায় না। যখন মনের মধ্যে জ্যোৎস্না-প্রবাহ বহিতে থাকে, যখন সকলই আনন্দ ও প্রেমপূর্ণ হয়, তখনই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মনে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

বিবাহ-মঙ্গল।

(গান)

পুর-নারী-কণ্ঠে বাজিল শঙ্খ, বিবাহ-গর্ব্বে,
মধুর-মন্ত্রে ঘোষল বারতা, —মঙ্গল সর্ব্বে।
চমকি চপলা দীপ্তা, চাটু চটুল-হাস্যে,
পুণ্য-প্রোজ্জ্বল-পুলকে নাচিছে পরাণ লাস্যে।

"বিশ্ববারা", "ঘোষা" ও "সূর্য্যা" গাহিল বেদ-মন্ত্রে;
"জুহু", "গোধা", 'শচী, "ইন্দ্রাণী" বলিল প্রেম-যন্ত্রে।
"যমী,""সার্পরাজ্ঞী","শশ্বতী","রোমশা",আর "শ্রদ্ধা",
প্রেম ধর্ম্ম শিখাল, "বধ্রিমতী" ও "লোপমুদ্রা"।

বিদুষী নারী ছিল গো, "সুলভা","গার্গী," "মৈত্রেয়ী",
উজ্জ্বলতমা "মদালসা", "শবরী" ও "আত্রেয়ী"।
পুণ্য-ভারতের ছিল গো, "সীতা", "সাবিত্রী" সতী,
তাঁহাদের পদে রেখো গো, রেখো গো ভক্তি মতি।

বৌদ্ধযুগের "শুক্লা","সোমা","প্রভবা," "সৌদামিনী",
"কামন্দকী," "ক্ষেমা,""কুণ্ডলয়া,""সুপ্রিয়া,""মালিনী"
অশোক দুহিতা "সংঘমিত্রা," শিখাল অহিংসা-ধর্ম্ম।
"কাশী-সুন্দরী" ও "রুক্মাবতী" করিল নিষ্কাম-কর্ম্ম।

"উভয়-ভারতী" বিচারিলা "মণ্ডন"-"শঙ্কর"-তর্ক।
অঙ্ক-শাস্ত্র গড়িলা "লীলাবতী," যেন হে মধুপর্ক
"বৈজয়ন্তী," "প্রিয়ম্বদা," জন্মিলা যেন বঙ্গের বাণী।
ধন্য করিলা বঙ্গে—"আনন্দময়ী", বৈদ্য-কুল-রাণী।

রাণী "দুর্গাবতী" যুঝিল সম্মুখ-রণ রঙ্গে।
প্রজা-মাতা "রাণী ভবানী" শান্তি স্থাপিল বঙ্গে।
"রাণী অহল্যা বাই" বিখ্যাত রাজ নীতি-শাস্ত্রে,
দীন-জনে তুষিল কতই, বিদ্যা-অন্ন-বস্ত্রে।

ভারত-বালা, ছিল না অবলা, জেনেছি বহু শৌর্য্যে;
ছিল মহীয়সী তা'রা, প্রেম, দয়া, ক্ষমা আর ধৈর্য্যে।
ভারতে সতীর গর্ব্ব, দেখায়েছে গো "রাণী পদ্মিনী।
প্রাচ্য-নারী-গুণ-গাথা স্মরি, হও পতি-সোহাগিনী।

আর্য্য-নারীর কর্ত্তব্য জ্ঞাপিয়া বাজিছে পাঞ্চজন্য,
সনাতন পন্থা অনুসরি, কর হে নিজেকে ধন্য।
কর হে আনন্দে, রূপ-রস-গন্ধ দর্শন ও স্পর্শ,
পাইবে গো অতুল, অসীম, অনন্ত, পবিত্র হর্ষ।

কনক-কঙ্কণে, মধুর নিক্কণে, ঐ যোষিত-বৃন্দ
আশিস মাগে, নন্দ-নন্দন, গোবিন্দ-পদার বিন্দ।
দীপ্তিয়া উঠুক তোমার, বিনয়-নম্র-যশঃসূর্য্য।
পতি-ভক্তি, দিগ্ দিগন্তে, হউক্ নিনাদিত তূর্য্য।

ধন্য হও হে করিয়া লক্ষ্য, পতি-সেবা-ধর্ম্ম-বৃত্তি।
জীবন ভরিয়া, সেবা করিয়া, লভ আত্মার তৃপ্তি।
পরাণ ভরিয়া, আশিস, করিয়া, দিতেছি ধান্য-দূর্ব্বা।
নিজ গুণে হও ওগো, শ্বশুর-কুলের সর্ব্বে-সর্ব্বা।

শ্রী গিরিজাপ্রসন্ন সেন।

ভ্রম সংশোধন।

গত মাঘ-সংখ্যার ৩৬৮ ও ৩৭০ পৃষ্ঠার ২য় ও স্তম্ভে যে পদ্যে বঙ্গানুবাদ ("সখা ভাবে" ... ও "ফুট জীবন" ... ... ইত্যাদি) আছে, উহা foot-note ফুটনোট্ হইবে। উহা লেখিকা বিরচিত নহে। উহা অনুবাদকের।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 644. — April, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নেব সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৪ সংখ্যা। — চৈত্র, ১৩২৩। এপ্রেল, ১৯১৭। — ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

বর্ষশেষে।

ধীরে ধীরে ওই আসে আর যায়,
বর্ষ-ঢেউগুলি ধরণীর গায়!
কেন আসে তারা! কেন চলে যায়!—
কোথা চলে যায়!—বিমুগ্ধ হৃদয়!

ষড়্‌ ঋতু আনি অরঘের ডালি,
একে একে তার দেয় পায়ে ঢালি;
কত বিচিত্র বিহগ-কাকলী,
বরি লয় তারে হ'য়ে কুতূহলী!

ক্ষণ তরে আসে ভুলাইতে মন,
বাসনা-তরণী ভাসাই তখন;
হ'ল কিনা শেষ দেখে না কখন,
আয়ুর্বিন্দু তার ফুরায় যখন!

এ ভব-সৈকতে খালি আনা-গোনা!
ঘোর রহস্যের না পাই ঠিকানা!
বিধাতৃ বিধান নাহি যায় জানা!—
হৃদি কহে, সবি বিধির ছলনা!

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২৩

পরদিন অতিপ্রত্যুষে শীলা যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। উষা আসিয়া সারা গগনে দিনমণির আগমনী-গীতি গান করিতেছে! পূর্ব্বাকাশ লোহিত আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! দূরে—দূরে—যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই তুষার-শুভ্র পর্ব্বতশ্রেণী! সহসা পূর্ব্ব অম্বরে তরুণ অরুণ প্রকাশিত হইল! সেই নবভানু-কিরণে চারি দিক্ যেন হাসিয়া উঠিল! দিবাকর-কর-জাল তুষার-পর্ব্বতে প্রতিফলিত হইয়া কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই প্রকাশ করিল! সে শোভা বাক্যে বা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! তাহার উপমা নাই! সে মহান্ দৃশ্য না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্যাতীত। সেই দৃশ্যে হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব জাগিয়া উঠে! অনাদি অনন্তের রহস্যে সেই শোভা পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়! চারিদিকেই যেন সেই মহান্ ভাব চিত্রিত হইয়া উঠিল! শীলা প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছিল, এমন সময় সুপ্রকাশ আসিয়া বলিলেন, "এত সকালেই বাইরে এসেছ! গরম কাপড় গায়ে আছে ত? ক্লোক্‌টা এনে দিই?"

শীলা। (ঈষৎ হাসিয়া) না, ক্লোক্ চাই না। দেখ, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! আর ওই বরফের পাহাড় কি সুন্দর! ওখানে কি কেউ যেতে পারে না?

সুপ্রকাশ। (সেই দিকে চাহিয়া) ওখানে গেলে কি লোকের প্রাণ বাঁচ্‌বে! ঠাণ্ডায় তা'হলে জমে যাবে। আজ তোমায় 'জ্যাকোর' ওপর নিয়ে যাব। খাওয়া-দাওয়ার পরই যাব। সেখানেই টিফিন্ হবে, কি বল?

শীলা। (উপরে চাহিয়া) এই ত 'জ্যাকো হিল্'! আমাদের যেতে বেশী ক্ষণ লাগ্‌বে না? বেশী দূর হবে কি?

সুপ্রকাশ। সঙ্গে 'রিক্‌স'ও নেব। কিন্তু এক এক স্থানে খুব উঁচু, তখন রিক্‌সতে ভয় করে; মনে হয়, ফেলে দেবে। এখানকার মধ্যে জ্যাকোই হচ্ছে, সব চেয়ে উঁচু পাহাড়। আমরা প্রথমে জ্যাকোর ওপর যাব, তারপর তার চার দিক্ রিক্‌স কোরে ঘুরে আস্‌ব। তার নাম হচ্ছে 'Jacko round,'—৬ মাইল পথ। কি সুন্দর পথ! ইংরাজরা এই পথকে 'lovers' walk' (প্রণয়ীদের পথ) বলেন।

শীলা গৃহকার্য্য করিবার জন্য ভিতরে গিয়া দেখিল, 'বয়' টেবিলে চায়ের দ্রব্য সব প্রস্তুত রাখিয়াছে। সে সুপ্রকাশকে বলিল, "আমার বুঝি, কিছু কাজ নেই?"

সুপ্রকাশ বয়কে বিদায় দিয়া শীলাকে বলিলেন, "এখন কিছু দিন তোমার ছুটী। এখন কি এক মুহূর্ত্ত কোন কাজের জন্যেও কাউকে যেতে দিতে পারি? এ বয় খুব পুরাতন ভৃত্য, সব জানে। তোমার যা বল্‌বার, বা

হুকুম কর্‌বার ওকে বোলো। শীলা, এ তোমার নিজের বাড়ী। তুমি অত সঙ্কুচিত হয়ে ভয়ে ভয়ে থেকো না। তোমার যখন যা চাই, আমায় জানিও। আজ আমি এই খানিক পূর্ব্বে ভাব্‌ছিলাম, পূর্ব্বে ত প্রকৃতির দৃশ্য চোকে এত মধুর লাগ্‌ত না। এখন যা দেখি,তাই সুন্দর মনে হয়। যে-জীবন শূন্য ছিল, তা তুমি এসে পূর্ণ করেছ; তাই যা দেখি সব সুন্দর মনে হয়।"

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর উভয়ে 'জ্যাকো হিলে' যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 'বয়' কুলির মাথায় 'টিফিন-বাস্‌কেটে' টিফিনের দ্রব্যাদি ও একটি ষ্টোভ দিয়া, তাহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সুপ্রকাশ ও শীলা রিক্‌সতে আরোহণ করিয়া সেই পথে অগ্রসর হইলেন। উচ্চ শৈল, কিন্তু পথ অতিসুন্দর! প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়! তাহার উপর মনুষ্যের যত্ন ও চেষ্টার দ্বারা যত-দূর সুপরিস্কৃত রাখিবার, তাহা রাখা হইয়াছে। চারিদিকে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে! 'ফার্ণে'র গাছগুলি যেন চিত্রের মত দেখাইতেছে। সুদীর্ঘ তরু মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। সেই পথে কোনও কোনও অশ্বারোহী ধীরে ধীরে অশ্বে উঠিতেছেন। দুই চারিটি সাহেব-মেম্‌ও পদব্রজে উঠিতেছেন। ইংরাজ বালকবালিকা ছুটিয়া দ্রুত আরোহণ করিতেছে। পর্ব্বতের পার্শ্বে কয়েকখানি সুদৃশ্য গৃহ রহিয়াছে। গৃহের সম্মুখে সযত্নে পালিত পুষ্পোদ্যান। গৃহের সম্মুখে তুষার-শুভ্র পুষ্প-কলিকাতুল্য শিশুগুলি খেলা করিতেছে; হস্তে রঙিন টিনের বালৃতি ও 'স্পেড'। কোনও গৃহের সম্মুখে একটি রঙ্‌ করা কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়া শিশু দুলিতেছে। কোথায়ও বা বালকেরা জাল হাতে প্রজাপতি ধরিতে ছুটিতেছে। শীলা কখনও পদব্রজে, কখনও রিক্‌সতে করিয়া জ্যাকোর উপরে উঠিতে লাগিল। সুপ্রকাশ সব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। জ্যাকোর চূড়ার নিকট-বর্ত্তী হইবার সময় শীলা দেখিল, দলে দলে হনুমান, কেহ বৃক্ষে ঝুলিতেছে, কেহ পথের ধারে আসিয়া বসিয়াছে, কেহ বা অপরের মস্তক দেখিতেছে, কেহ সন্তান-বক্ষে ছুটিতেছে, আর কেহ বা বসিয়া মুখ ভ্যাংচাইতেছে ও কিচিরমিচির শব্দ করিতেছে। সুপ্রকাশ বলিলেন, "এদেরও দল আছে, রাজা-রাণী আছে! হনুমান্‌জীর মন্দিরে একজন ব্রাহ্মণ থাকে—।

শীলা। রাজা-রাণী কোন্‌টা কোন্‌টা কি কোরে জান্‌বে?

সুপ্রকাশ। (হাসিয়া) চল না। এখনি দেখ্‌বে রাজা, রাণী, মন্ত্রী, মন্ত্রিণী ইত্যাদি কত নাম বাহির কোর্ব্বে।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সেই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেইস্থানে একজন ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল। অন্য একজন লোক বসিয়া ভাঙ্‌ টিপিতেছিল, অর্থাৎ তামাকের পত্র চূণ দিয়া ঘষিতেছিল। ব্রাহ্মণ শীলা ও সুপ্রকাশকে দেখিয়া, তাহাকে বলিল, "আরে শ্রীরামবাবুজীকে বৈঠ্‌নেকো ওয়াস্তে একঠো টুল দে দেও।" সে লোক মুখে ভাঙ্‌টা পুরিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটু হাত-পা মোড়া দিয়া, তবে দুটো জীর্ণ ভগ্নপ্রায় টুল বাহির করিয়া দিল। পূজারী ব্রাহ্মণ হনুমানের পাল শীলাকে দেখাইয়া বলিল, "মাই, এই সব

হামারা বাল-বাচ্ছা হ্যায়। ইসিকে ওয়াস্তে হামারা দিন গুজ্‌রান হোতা হ্যায়।" ব্রাহ্মণ 'আও রাজা আও' এই কথা বলিবামাত্র, টপ্‌ করিয়া লাফাইয়া লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে এক হনুমান আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং একবার ব্রাহ্মণের ও একবার শীলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর ব্রাহ্মণ ফের হাঁকিল,—"আও রাণী আও! পাট-রাণী, বড়রাণী আগে আও, ছোটরাণী ভি আও।" এই সকল বলিতে বলিতেই দুইজন বাঁদরের রাণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর ব্রাহ্মণের সঙ্গীটি কতকগুলি ভিজা ছোলা আনিয়া ছিটাইতে লাগিল, আর পালে পালে হনুমানের পাল আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্য হইতে যে-গুলা বড় তাহাদের কাহাকেও দেখাইয়া উজীর উজীরণী, কোটাল কোটালনী, দারোগা পুলিশ সেফাই ইত্যাদি নামে ডাকিতে লাগিল। তাহারা ছোলা দুই হাতে ধরিয়া খুঁটিয়া খায় ও মুখভঙ্গী করে। শীলার অত্যন্ত ভয় হইতেছিল, পাছে দুই একটা হনুমান্‌ তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে। বৃদ্ধ ও সুপ্রকাশের আশ্বাস-বাণী তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতেছিল।

সুপ্রকাশ ও শীলা এইরূপ কিয়ৎক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া সে-স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। একটু খোলা স্থানে তাঁহাদের 'বয়' একখানি কম্বল বিছাইয়া দিল। টিফিন-বাস্‌কেট নামান হইল। ষ্টোভ জ্বালা হইল। ক্ষুদ্র কেট্‌লিতে করিয়া জল গরম করিতে দেওয়া হইল। তাহার পর 'বয়' বাস্‌কেটের মধ্য হইতে 'টিফিনের' খাদ্যাদি বাহির করিয়া সব সাজাইয়া দিল। টিফিনের পর তাঁহারা এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন সম্মুখে কয়েক ব্যক্তি রিক্‌স, ডাণ্ডি, ও অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেই সুপ্রকাশের পরিচিত। তাঁহারা সুপ্রকাশকে দেখিয়া থামিলেন। তন্মধ্যে মিসেস্‌ দত্ত, যিনি পূর্ব্বদিন সুপ্রকাশকে দেখিয়াছিলেন, তিনি রিক্‌স থামাইয়া নামিয়া বলিলেন, "এই যে মিঃ রায়! কাল আপ্‌নাকে পথে দেখ্‌লাম, শুন্‌লাম বিবাহ হয়েছে; তা আপ্‌নার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন্‌!"

সুপ্রকাশ শীলার সহিত পরিচয় করিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "কাল দেখা কর্‌তে যাব।" কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর অন্য সকলে আপনাপন পথে চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া অন্য পথে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। তাহার পর তাঁহারা 'জ্যাকো' প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ী ফিরিবেন, স্থির ছিল। রিক্‌সতে করিয়া তাঁহারা জ্যাকো প্রদক্ষিণ করিলেন। সুন্দর পথ! কোথাও ছায়াময়, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও অতিপ্রশস্ত, কোথাও পাইন-গাছের বা বার্চ্চ-গাছের বন; কোথাও নানা-প্রকার ঝাউ গাছ, কোথাও পর্ব্বত-গাত্রে নানা-বর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; নানাজাতির 'ফার্ণ' রহিয়াছে! যে দিকেই দেখা যাক্‌,—সুন্দর চিত্রপটের মত পথ! ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দূর হইতে সঞ্জৌলি দেখা গেল, তখন তাঁহাদের সম্মুখে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইল! পর্ব্বতের তলে উপত্যকার মত প্রশস্ত স্থান; শ্যামল পর্ব্বতের উপর ছায়া; সে-স্থান সূর্য্যালোকে যেন আলোকিত হইয়া

আছে! সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন।

পরদিবস দ্বিপ্রহরে মিসেস্ দত্ত আসিলেন, আরও কয়েক জন আসিলেন। সেদিন শুধু তাঁহাদের অভ্যর্থনা ব্যাপারেই কাটিয়া গেল। মিসেস্ দত্ত সেই সপ্তাহে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। কয়েক দিন এই প্রকার গোলমালেই কাটিতে লাগিল। আজ এখানে নিমন্ত্রণ, কাল সেখানে নিমন্ত্রণ; আজ সন্ধ্যার সময় পার্টি টাউন হলে থিয়েটার, কাল বৈকালে 'অ্যানানডেলে' ঘোড়-দৌড়। তাহার পর কোনও স্থানে "য়্যাট্ হোম" ইত্যাদি নিমন্ত্রণে শীলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, সিম্লায় আসিয়া সে নির্জ্জনে থাকিতে পাইবে। তাহা না হইয়া এ ঠিক্ বিপরীত হইল। সে কোনওরূপে একা থাকিতে পায় না। সেখানেও অনেক ভদ্র-মহিলা ছিলেন, তাঁহাদের সহিত অনেক স্থানেই তাহাকে ঘুরিতে হইত। সে সংসারের কাজ করিবারও অবসর পাইত না। একদিন মিস্ দত্ত গম্ভীরভাবে শীলাকে বলিলেন, "কেন এখন আমাদের বাড়ী যাবেন না? মিঃ রায় রাগ কোর্ব্বেন বুঝি? সকালটা চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি। সমস্ত দিন তো বাড়ী থাকেন। আর মিঃ রায় ত সঙ্গেই থাক্‌বেন্!"

এইরূপ ছুটাছুটি শীলার শরীরে সহ্য হইল না। সে ক্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুপ্রকাশ ভাবিয়াছিলেন এই সকল স্থানে বেড়াইয়া, সকলের সঙ্গে মিশিয়া, সর্ব্বত্র গিয়া শীলা সুখী। সকলেই শীলার কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইত, কাজেই তাঁহারা শীলাকে ছাড়িয়া দিতে হইত। শীলার জন্য সর্ব্বদা নূতন সাজ ও নূতন অলঙ্কারের আমদানী হইত। শীলার কিন্তু ইহা ভাল লাগিত না। সে ভাবিত যে, কটকেই সে ভাল ছিল; এত নিমন্ত্রণের ধুম, এত কোলাহল হইত না।

সিম্লায় আসিবার পর একমাস অতীত হইয়া গেল। একদিন বৈকালে সুপ্রকাশ কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শীলাকে কোথাও না পাইয়া শয়ন-কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, শীলা শয়ন করিয়া আছে। সুপ্রকাশ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "এমন অবেলায় যে শুয়ে! অসুখ হয়েছে না কি?"

শীলা বলিল, "শরীরটা ভাল লাগ্‌ছে না। মাথায় বড় যন্ত্রণা হ'চ্চে।"

সুপ্রকাশ ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, অতিশয় উত্তপ্ত ললাট। তিনি বলিলেন, "শীলা! তোমার কি অসুখ কর্‌ছে?"

শীলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বোধ হয়, শ্রান্ত হয়ে পড়েছি; যে নিমন্ত্রণের ধূম! এত গোল্‌মাল সিম্লায়! এর চেয়ে যে কটক ভাল ছিল।"

সুপ্রকাশ। এত দিন বল নি কেন? আমি সিম্লা থেকে চলে যেতাম। আমি জানি, সিম্লায় এমন ভাবে বেড়াতে, সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে তোমার ভাল লাগে।

শীলা। এত বেড়ান আমার সহ্য হ'ল না। আর আমার শরীরও হয় তো, তেমন সবল নয়। না হলে, এমন সুন্দর দেশে এসেও কেন ভাল লাগ্‌ছে না।

সুপ্রকাশ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে শীলার জ্বর ফুটিয়া উঠিল।

সেই রাত্রেই লোক পাঠাইয়া সুপ্রকাশ সেখানকার ডাক্তারবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন জ্বর ভোগ করিয়া ও সুপ্রকাশকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত করিয়া শীলা যখন আরোগ্য-লাভ করিল, তখন ডাক্তার পরামর্শ দিলেন যে, এখন নামিয়া যাওয়াই ভাল। পাহাড়ে শীত আরম্ভ হইয়াছে, এখন না থাকাই ভাল। সুপ্রকাশ তাহা শুনিয়া অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। শীলা বলিল, "কোথাও না গিয়ে, আমরা কটকে যাব। কিন্তু যাবার আগে একবার আগ্রায় যেতে হবে।"

সুপ্রকাশ। আগ্রায় আর এখন গিয়ে কাজ নেই, সুষমা তো তার বাবার কাছে এলাহাবাদে চলে গেছে; আগ্রায় কেউ চেনা লোক নেই, শুধু শৈলেন আছে। তা সেখানকার জল-বাতাসও ভাল নয়।

শীলা। একবার তাজ-মহলটা দেখে চল। বেশী দিন না থাক, তু'দিন থেকো।

সুপ্রকাশের আগ্রায় যাইবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শীলার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তিনি আগ্রায় এক বিখ্যাত হোটেলে যাইয়া তুই দিন থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন; এবং শৈলেনকেও লিখিয়া দিলেন, তাঁহারা আগ্রা হইয়া কলিকাতা অভিমুখে ফিরিবেন।

(২৪)

সিম্‌লা হইতে ফিরিবার পথে টুণ্ড্‌লা ষ্টেসন। সেখান হইতে আগ্রার 'ব্রাঞ্চ লাইন'। গাড়ী ভোরে টুণ্ড্‌লায় আসিল। তাঁহারা আগ্রা লাইনে যাইতে লাগিলেন। শীলা কৌতুক-নেত্রে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গাড়ী ক্রমে ক্রমে যমুনা-ব্রিজের উপর দিয়া চলিল। দূর হইতে তাজমহলটীকে মনে হইতেছে, যেন একটি বৃহৎ মস্‌জিদ। তাহার ভিতরে যে অতুল ঐশ্বর্য্য আছে তাহা দূর হইতে বুঝিবার শক্তি নাই।

গাড়ী আগ্রা ষ্টেসনে আসিল। সেখানে নানা-প্রকার গাড়ী রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন এক্কাগাড়ীও যথেষ্ট আছে। সেখান হইতে তাঁহারা একটি ল্যাণ্ডো ভাড়া করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট হোটেল অভিমুখে গমন করিলেন। আগ্রা সহরের পথঘাট সুপরিষ্কৃত নহে। যে-দেশ অমন গৌরবের স্থল, যে-স্থানে স্মৃতির অমন অপূর্ব্ব মন্দির, সে-দেশ দেখিলে তাহা বোঝা যায় না। হোটেল বৃহৎ ও ইংরাজদিগের দ্বারা পরিচালিত। যাইবামাত্র ম্যানেজার আসিয়া সাক্ষাৎকার করিল ও তাঁহাদের জন্য দ্বিতলের যে একটি সুন্দর অংশ নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা দেখাইয়া দিল। সে অংশে বসিবার কক্ষ ও তুইটি শয়নের কক্ষ। সুন্দর নূতন কার্পেটে গৃহ মণ্ডিত। গৃহের আস্‌বাব্‌গুলি সব নূতন। শীলা দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে তুইখানি 'মোটর'ও রহিয়াছে ও আগ্রার তুই তিন জন খেল্‌না-ওয়ালা দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে; আগ্‌রার সতরঞ্চ, জাজিম, সব বিছাইয়া রাখিয়াছে। সেই খেলনার তাজমহল দেখিয়াই শীলার মন আনন্দিত হইয়া উঠিল; ভাবিল, না জানি, সত্যকার তাজমহল কেমন!

আহারাদির পর বৈকালে, হোটেলেরই একখানি ল্যাণ্ডো ভাড়া করিয়া সুপ্রকাশ শীলাকে লইয়া তাজমহল অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। সঙ্গে একজন 'গাইড' আসিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সুপ্রকাশ অনেক দিন আগ্রায় ছিলেন, তিনি তাহাকে লইলেন না। তাজমহলে যাইবার পথে প্রথমে এদ্‌মতদ্দৌলা পড়িল। ইহা নূরজাহানের পিতার সমাধি-মন্দির,—সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। পরে তাঁহারা তাজমহলের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত সিংহদ্বার! তাহার সেই রঙ্গিন-প্রস্তর-মণ্ডিত নানা-বর্ণের ও নানা-চিত্রে চিত্রিত কারুকার্য্য দেখিবার জিনিস। সেই সিংহদ্বার পার হইয়াই সম্মুখে উদ্যান, তাহাও মর্ম্মরপ্রস্তর দিয়া রচিত। উদ্যানের চারি পার্শ্বে মর্ম্মর-প্রস্তরের চাতাল, চাতালের মধ্যে সারি সারি ফোয়ারা ও সেই-সকল ফোয়ারা হইতে সন্ধ্যাকালে একত্রে জল পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই ফোয়ারার জল নীচে মর্ম্মরপ্রস্তরে বাঁধা বহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য লাল মাছ বেড়াইতেছে। দুই পার্শ্বে ঝাউ-জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী। সম্মুখে তাজমহল তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও রচনার সামঞ্জস্য লইয়া উন্নতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দর্শনে শীলা ও সুপ্রকাশের মনে এক গম্ভীর ভাব জাগিয়া উঠিল।

শীলা বলিল, "কি সুন্দর দেখ্‌তে! ভালবাসার কি দৃষ্টান্ত! জগতে তাই তাজমহল অতুলনীয়!"

সুপ্রকাশ। এখানে এসে মন আপ্‌না হ'তে কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে! ইহার সৌন্দর্য্য যতই দেখ, কিছুতেই পুরাতন হয় না!

তাঁহারা ক্রমে তাজমহলের কক্ষের প্রত্যেক গবাক্ষের, প্রত্যেক দ্বারের কারুকার্য্য অতিমনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাহা দেখেন, সবই নূতন, সবই আশ্চর্য্য মনে হয়! শিল্পীর কি বিচিত্র কৌশল! সেখানকার সৌন্দর্য্য কি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে! এক স্থান খুলিয়া নূতন করিয়া করা হইয়াছে; তাহা দেখিলেই মনে হয়, ইহা সে প্রকার নহে। বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহারা ভ্রমণ করিলেন। প্যারা-গেটের (স্তম্ভ) উপর উঠিলেন, সে-স্থান হইতে তাজমহল কত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল! তাঁহারা নামিয়া আসিয়া উদ্যানে একটি বেঞ্চে বসিয়া রহিলেন। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্রের উদয়ের একটু বিলম্ব ছিল। তাঁহারা চন্দ্রালোকে তাজমহল দেখিয়া গৃহে ফিরিবেন মনে করিয়াছিলেন, এজন্য সেইস্থানে দুইজনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে চন্দ্র প্রকাশিত হইল ও ধীরে ধীরে বৃক্ষের ছায়া ছাড়াইয়া উঠিল! সমস্ত তাজমহলটী চন্দ্রালোকে রত্নালঙ্কারের মত ঝলসিতে লাগিল। যেন চাঁদের আলোতে জড়োয়া-হীরা-মাণিকের দোকান বসিয়া গেল। কি সৌন্দর্য্য! তাঁহারা আবার উঠিয়া দেখিলেন। তাজমহলের ছাদের উপর হইতে যমুনা দেখা যায়। যমুনা এখানে বড় ক্ষীণস্রোতে বহিতেছে। ছাদের উপর হইতে নীচের বাঁধান স্থানটি ঠিক যেন মকমলের আসনের মত বোধ হইতেছিল। সেই বৃক্ষ-লতা-পাতার কি সৌন্দর্য্য দেখাইতেছিল! তাঁহাদের মন যেন আপনা আপনিই বলিয়া উঠিতেছিল—

"জগতের যত প্রেম একত্র করিয়া
কোন্ শিল্পী হেন ভাবে রেখেছে গড়িয়া!

তাজ দেখাতেছে সবে, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর
মর-মানবের প্রেম অক্ষয় অমর!"

তাঁহারা সেই রাত্রিকালে হোটেলে ফিরিয়া গেলেন।

আগ্রায় আসিয়া সুপ্রকাশ শৈলেনকে সংবাদ দেন নাই যে, তাঁহারা আসিয়াছেন ও তিনি দুই দিন থাকিবেন, স্থির করিয়াছেন। আগ্রায় আসিয়া শীলার দুইদিন বেশ ভাল লাগিল। তৃতীয় দিবস সকালে সুপ্রকাশ একটি 'এক্স-প্রেস্ টেলিগ্রাম' পাইলেন; তাঁহার একজন দূর আত্মীয় কাল্‌কায় অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে বলিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কি করিবেন। শীলাকে একাকী হোটেলে রাখিয়া যাওয়াও যুক্তি-সঙ্গত মনে হইল না। কাজেই, শৈলেন রায়ের কাছে লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও শীলাকে বলিলেন, "তুমি কি হোটেলে একদিন একলা থাকতে পারবে? আয়া ত আছে। আমায় অনিল 'টেলিগ্রাম' করেছে, সে কি বিপদে পড়েছে, আমি না গেলে উদ্ধারের উপায় নেই। বোধ হয়, দেনা করে বসেছে; না হয়, একটা কাণ্ড করে বসেছে। শৈলেনকে ডেকে পাঠিয়েছি, সে আমার পিস্‌তুত ভাই হয়। সে তোমায় এখানে এসে রোজ দু'বেলা দেখে যাবে। থাকতে পার্ব্বে?"

শীলা। একদিন যেমন করে হোক্ থাক্‌বো। আমি কোথাও বের হব না। আয়া আছে, তোমার দুখ্‌মন বেহারা রয়েছে; সেও পুরাণ চাকর।

কিয়ৎক্ষণ বাদে শৈলেন রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুপ্রকাশ শৈলেনকে বলিলেন, "আমি অনিলের টেলিগ্রাম পেয়ে আজ যাচ্ছি। তুমি দু'একবার এসে এসে এখানে খবর নেবে, যদি কিছু দরকার হয়।"

শৈলেন নতমুখে বলিলেন, "তুমি যা বল্‌বে তাই কোর্ব্বো।"

সুপ্রকাশ। সুষমা কেমন আছে?

শৈলেন। ডাক্তারেরা ত বল্‌ছেন জীবনের আশা নেই, হঠাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, একটু ধাক্কা পেলেই বাঁচ্‌বে না।

সুপ্রকাশ। আমারও জীবন বড়ই জটিল হয়ে উঠেছে। যদি শীলা কারও নিকট কিছু সংবাদ পায়!

নিরুত্তর শৈলেন সুপ্রকাশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাহার মুখ কাতর মিনতিতে পূর্ণ। সুপ্রকাশ পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, সে-সব কথা পরে হবে। আগে ত জান্‌তাম না যে বিয়ে কোর্ব্বো। এখন বিবাহ কোরে মনে হয় যে, জীবনে কোন রকম কলঙ্কের বোঝা না থাক্‌লেই ভাল। চল, শীলার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি।"

শীলা বসিবার কক্ষে বসিয়াছিল। সুপ্রকাশ শৈলেনকে লইয়া গিয়া শীলার সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই শৈলেন,—আমার ভাই হয়; সুষমার স্বামী।"

শীলা তাঁহাকে বসিতে বলিল। দুই একটী কথার পর স্থির হইল, শৈলেন বৈকালে আবার আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইবেন। শৈলেন চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শীলাকে একটি দিন সাবধানে থাকিতে বলিয়া বিদায় লইলেন। মাত্র একদিনের জন্য যাইতেছেন, তবু যেন তাঁর মন সরিতেছে না। উভয়ের হৃদয়ে যেন কেমন বিষাদের অন্ধকার ছাইয়া

পড়িতেছে! সুপ্রকাশ অতিকষ্টে শীলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ চলিয়া গেলে শীলার মনে হইল যেন সূর্য্যের আলো নিভিয়া গেল, দিনের আনন্দ চলিয়া গেল! দ্বিপ্রহরে সে শয়নকক্ষেই কাটাইল। বৈকালে বসিবার কক্ষে বসিয়া সে একটা ছবির বই লইয়া উল্টাইতেছিল। সে যে-ধারে ছিল, সে দিক্ একেবারে নির্জ্জন। সেজন্য হোটেলের কোলাহলে সে উত্যক্ত হইতেছিল না। সে মনে করিতেছিল, এত বড় সুদীর্ঘ রাত্রি একাকী থাকিতে হইবে! পূর্ব্বের সকল কথা মনে হইতেছিল;—পিতার কথা, লক্ষ্ণৌর কথা, কটকে খুড়ীমার বাড়ীর কথা, অমিয়র মিষ্ট ব্যবহার, সব মনে হইতেছিল। অমির জন্য কি কি লইয়া যাইবে, মনে মনে স্থির করিতেছিল, এমন সময় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। দ্বারে কে করাঘাত করিলে, সে বলিল, "আসুন!" সে ভাবিল, শৈলেন আসিয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বার খুলিয়া গেল। শীলা চমকিত হইয়া দেখিল, সুব্রত বসু। সে ভীতকণ্ঠে বলিল, "আপনি এখানে! মিঃ রায় এখানে নেই। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, পরে আসবেন।"

সুব্রত শীলার প্রতি চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে আসি নি। যে দুরাত্মা আমার হৃদয় চূর্ণ করেছে, তার হৃদয়ও সেই রকম চূর্ণ কোর্ত্তে চাই।"

শীলা। আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আমার সাম্‌নে কোন কথা বল্‌বেন না।

সুব্রত। তোমায় আমি প্রথম থেকে বলেছিলাম, ওর সঙ্গে মিশো না। যেমন শুন্‌লে না, তোমার বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চল্‌লে, আমার আশা ভেঙ্গে দিলে—।

শীলা। আপনাকে আমি বারংবার বল্‌ছি, আমি আপ্‌নার কোন কথা শুন্‌ব না। আপ্‌নি দয়া কোরে এখান থেকে যান।

সুব্রত। স্বামী বোলে বরণ কোরেছ! তার বড় সুচরিত্র! 'ডাইভোর্স কেসে' তাঁর সুনাম জড়িত! এই দেখ, দেখ্‌লে বুঝ্‌বে যে, বিনা প্রমাণে আমি এখানে আসি নি।

শীলা। আমি দেখ্‌ব না, আমার কোন দরকার নেই।

সুব্রত। দেখ্‌বে না? শোন, বলি; লীলাবতী দাস আগ্রার হাসপাতালের ধাত্রী ছিল। সেই ধাত্রীকে নিয়ে এই 'কেস'। এই 'কেসে'র জন্যে তা'র চাক্‌রী গিয়েছে। তার স্বামীই এ কেস এনেছিল। শেষে সেই লীলাবতী দাসের স্বামী মিঃ রায়কে হত্যা পর্য্যন্ত কর্ত্তে গিয়েছিল। যে বন্দুকে হত্যা কর্ত্তে যায়, কেমন কোরে ছুড়ে ছিল যে, নিজের আঘাতে নিজেই মারা পড়ে। সেই লীলাবতীর এখন কাজ গ্যাছে। একাকী সে এখানেই বাস করে, সুপ্রকাশ তা'কে মাসহারা দেন। এই দেখ, সুপ্রকাশ রায় তাকে চিঠি দিয়েছেন। এই আগ্রাতেই 'কেস' হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্যামুয়েল দাস নিজের প্রাণ দিল বোলে কেস হয় নি। দেখ্‌বে মিঃ এস্ রায় ও মিঃ দাসের মকদ্দমার বিবরণ? এই দেখ, কাগজ দেখ।

শীলা যেন যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত হইয়া গিয়াছে। সে কাগজাদিতে দেখিল, সত্যই পত্রখানি সুপ্রকাশের হস্ত-লিখিত। পত্রে ইংরাজীতে লেখা আছে—

"প্রিয়-মহাশয়,,

আপনাকে এই মাসের ২০৲ টাকা পাঠাইলাম। আপনি এ-দেশে কেন আসিতে চান? এখানে আসিলে কিছুই সুবিধা হইবে না। আমায় সর্ব্বদা পত্র লিখিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আমার ঠিকানা আমি পরে দিব। এখন পত্র দিবেন না। আপনার টাকা ঠিক সময়েই পাঠাইব।

নিবেদক—

শ্রীসুপ্রকাশ রায়।"

লীলাবতী দাস—! ওই নামেরই এক-খানা কাগজে না সুপ্রকাশ অমিয়কে লক্ষ্য দিয়াছিলেন? সে প্যাকেট এখনও ত খুঁজিলে পাওয়া যায়। এখনও মাসহারা দেন! তা'র স্বামী যখন আত্মহত্যা করিয়াছে, তখন সুপ্রকাশের কি তাহাকেই বিবাহ করা উচিত ছিল না? এখন শীলা কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। সে ভাবিল, তাই মিঃ রায়ের নামে কলঙ্কের বোঝা রহিয়াছে! তাই সকলে অত হাসাহাসি কানাকানি করে! আর কি সে সুপ্রকাশকে তেমনি বিশ্বাস করিতে পারিবে! সে কাগজখানি খুলিয়া পড়িল। একখানি সর্ব্বজন-বিদিত ইংরাজি সংবাদ-পত্র। তাহাতে বিস্তারিতভাবে লেখা রহিয়াছে,—মিঃ এস রায়, জমীদার আগ্রায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার অসুখের সময় একজন নর্স রাখা হয়। নর্সের নাম মিসেস্ লীলাবতী দাস। মিসেস্ দাস প্রায় মাসাবধি মিঃ রায়ের বাটীতে কাজ করেন, সেইখানে মিঃ রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও পরিচয় ঘনিষ্ঠ ভাবে হয়। তাহা জানিয়া মিঃ স্যামুয়েল দাস আদালতে স্ত্রীর নামে 'ডাইভোর্স কেস' আনেন, ও দশ হাজার টাকার ক্ষতি-পূরণের দাবী করিয়া মিঃ রায়ের নামে মকদ্দমা আনেন। মকদ্দমার দিন হঠাৎ স্যামুয়েল দাস নিজের বন্দুকের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেহ দেখে নাই যে, এ ঘটনা কি প্রকারে হইয়াছে। মিঃ রায় জমীদার। তাঁহার বিপক্ষে আর কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না। মিসেস্ দাস সরকারী কার্য্য হইতে পদচ্যুত হইল ও মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল।

শীলা এই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। সুব্রত তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "এখন আপনি কি কোর্বেন? এই লীলাবতী দাস এখানেই বাস করে, আমি তার ঠিকানা এনেছি। বলেন ত, আপ্‌নার সঙ্গে দেখা করিয়েও দিই।"

শীলা। আপ্‌নি অনুগ্রহ কোরে এখান থেকে চলে যান। আপ্‌নি ত যথেষ্ট উপকার কোর্‌লেন। আমি এ-সব জান্‌তাম না, বেশ ছিলাম। আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে আপ্‌নার কি ফল হ'ল? লীলাবতী যেই হোক, মিঃ রায় আমারই স্বামী।

সুব্রত। অমন স্বামী! যে ওই রকম একটা স্ত্রীলোককে মাসহারা দেয়! আর বিবাহের পূর্ব্বে কি এ-কথা তোমায় বলা উচিত ছিল না? এমন ভাবে লুকিয়ে রাখ্‌বার দরকার কি? যে দোষী হয়, সেই অপরাধ লুকোতে চেষ্টা করে। নির্দ্দোষী হ'লে কি পার্‌তেন?

শীলা। আমি এখন কিছু বল্‌তে চাই না। মিঃ রায় আসুন, মীমাংসা হবে। আপ্‌নি যান।

সুব্রত। এ-প্রকার দুরাত্মাকে পরিত্যাগ কোরে যাওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। আমার মা এলাহাবাদে এসেছেন, সেইখানে গেলে তোমার ভাল হবে।

শীলা। আপ্নাদের আশ্রয়ে কেন যাব? কখনো না। সংবাদপত্রেই লেখা থাক্, আর আপ্নার বানান কথাই হোক্, আমি এ কথা কিছুতে বিশ্বাস কোর্ত্তে পারি না। (ভীত ও বিচলিত ভাবে) আমার কাকাবাবুকে টেলিগ্রাম কচ্ছি, আমি সে-খানেই যাচ্ছি। পরে যা হয় হবে।

সুব্রত। সেই ভাল। চলুন, আমি আপ্নাকে লক্ষ্ণৌতে রেখে আসি।

শীলা। তা কখনই হবে না। আপ্নাকে এই হোটেলেই থাকতে হবে। আমার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে হবে। আমি চিঠি লিখে যাচ্ছি। আমার স্বামীর জন্যে যাচ্ছি না। আপ্নার ভয়ে পালাচ্ছি, জান্বেন। আপ্নি এই হোটেলেই থাকুন। আমার কাকাকে টেলিগ্রাম করছি, তিনি কাণপুর পর্য্যন্ত আস্বেন। আমি ভৃত্য ও আয়ার সঙ্গে যাচ্ছি।

সুব্রত। আপ্নার টিকিট কি কোরে কোর্ব্বেন?

শীলা। আমার টিকিট আছে। আপ্-নাকে ভদ্রলোক বলেই জানি। মিষ্টার বায় আসা পর্য্যন্ত আপ্নি এখানেই থাকবেন।

সুব্রত। তোমার মঙ্গলের জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমি এখন আর ভিন্নভাবে তোমার প্রতি চাই নি। তোমাকে আমার ছোট বোন বলেই মনে কর্চ্ছি।

শীলা। ধন্যবাদ! আপ্নাকে অবিশ্বাস করলাম না। আপনি এখানেই থাকবেন।

এই বলিয়া শীলা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রী সরোজকুমারী দেবী।

অনুরোধ।*

আমারি শ্রবণ-আগে
 তাহারি অযশো-গাথা
গাহিও না, ভিক্ষা এই,
 বাজে তাহে বড় ব্যথা।

হোক্ ভাল নাহি হোক্,
 করি না বিচার এত,
তাহারি চরণতলে
 সদা শির অবনত।

তাহারি গৌরবে আমি
 গরবিণী এ ধরায়,
তাহারি ব্যথায় মম
 হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়।

বিশাল এ বসুধায়
 সেই শুধু মোর সার,
অতিতুচ্ছ তার কাছে
 রহে যাহা ভবে আর।

---

* অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে সঙ্কলিত হইল। দীনেন্দ্রকুমার।

জগৎ, দলিয়া যাও
লাভ ক্ষতি নাহি তায়,
জুড়াব দগধ হিয়া
ওই স্নিগ্ধ পদ-ছায়।

জানি আমি সে কেমন ;
কি হবে জানায়ে আর ?
হোক্ সে যেমন জন
জানি শুধু সে আমার !

৺হেমন্তবালা দত্ত।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরিপাক-শক্তি।— যে-সকল অঙ্গের সহায়তা-দ্বারা ভুক্ত পদার্থের পরিপাক হয়, তাহাদের নাম—চোয়াল, মুখ, লালাগ্রন্থি, গলকোষ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নাড়ী, লসীকা নাড়ী (lacteals), অন্নরসবহ নাড়ী (thoracic duct), যকৃৎ, প্লীহা ও ক্লোম (pancreas)।

শরীরের পুষ্টির জন্য যে-সকল বস্তু আমরা আহার করিয়া থাকি, তাহার পরিপাক হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করিতে হইলে দন্ত-দ্বারা চর্ব্বণ করিতে হয়। চর্ব্বণ-কালে লালা নির্গত হইয়া চর্ব্বিত পদার্থকে সিক্ত করে। তদ্দ্বারা চর্ব্বিত পদার্থ কোমল হইয়া যায় এবং অতিসহজে পাকাশয়ে পঁহুছে। আহার্য্যবস্তু চর্ব্বিত হইবার কালে পাকাশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে এবং তাহার গ্রন্থিনিচয় হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত পদার্থকে কোমলাকারে পরিণত করে। যে রূপে ভুক্ত পদার্থ পাকাশয়ে পঁহুছে, তাহাকে রূপান্তরে পরিণত করিবার জন্য পিত্তের সহায়তা লইতে হয় না। সুস্থাবস্থায় পাকা-শয়ে পিত্তের অস্তিত্ব থাকে না। তবে যে কখনও কখনও বমনে পিত্ত দেখা যায়, তাহা কেবলমাত্র পাকাশয়ের বিপর্য্যয়ের কারণ। বমনকর ঔষধ সেবন করিলে পাকাশয়ের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

আহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত :—

(১) আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ কত হওয়া উচিত ?

(২) আহার্য্য বস্তু কি প্রকারের হওয়া উচিত ?

(৩) কি প্রকারে খাওয়া উচিত ? এবং

(৪) আহারকালে শারীরিক অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক ?

(১) আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ কত হওয়া উচিত ?—শারীরিক উন্নতির ক্ষিপ্রতা এবং সময় সময় শরীর হইতে কিরূপ পরিমাণে ক্ষয়ীভূত পদার্থ নির্গত হয়, দেখিয়া আহার্য্য-বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করা উচিত। স্বভাবের নিয়ম এই যে, শরীরের ক্রিয়া যতই বৃদ্ধি পাইবে, ক্ষয়ও ততই অধিক হইবে। অলস বালক অপেক্ষা পরিশ্রমী বালকের আহারের

আবশ্যকতা অধিক; কারণ, তাহার শরীরের ক্ষয় অধিক হইয়া থাকে। ব্যায়ামের অনুযায়ী আহারের তারতম্য করিলে রুগ্ন হইবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্প।

(২) আহার্য্য বস্তু কি প্রকারের হওয়া উচিত?—আহারমাত্রই পুষ্টিকর হওয়া উচিত; কিন্তু তাহার সহিত অপুষ্টিকর পদার্থের সংমিশ্রণ হওয়াও বিশেষ আবশ্যক। এইজন্য ময়দার রুটি অপেক্ষা আটার রুটি সাধারণ লোকের পক্ষে হিতকর। আহার্য্য বস্তুতে অপুষ্টিকর পদার্থ না থাকিলে কিরূপ ক্ষতি হয়, তাহা উদাহরণ-দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, তুমি একটা কুকুরকে চিনি অথবা তৈল খাওয়াইতে লাগিলে। প্রথমে কুকুরটা বিশেষ আগ্রহের সহিত ভোজন করিবে এবং তাহার শারীরিক উন্নতিও লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাহার ক্ষুধা আশু হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইবে, চক্ষুতে ক্ষত দেখা দিবে এবং কিয়ৎকাল পরে সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু চিনি বা তৈলের সহিত যদি ভূষি বা করাতের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দাও, তবে কুকুরের শক্তি কয়েক মাস ধরিয়া অক্ষুন্ন থাকিবে। ঘোড়ারও এই নিয়ম। যদি তাহাকে শুষ্ক ঘাস না দিয়া কেবলমাত্র দানা দেওয়া হয়, তবে সে শীঘ্র মরিয়া যাইবে।

কোন্ কোন্ বস্তু কত শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

		ঘণ্টা মিনিট
ভাত	...	১—০
ডিম্ব (কাঁচা)	...	১—৩০
সাগু (সিদ্ধ)	...	১—৪৫
যব (সিদ্ধ)	...	২—০
দুগ্ধ (সিদ্ধ)	...	২—০
ডিম্ব (ভাজা)	...	২—১৫
দুগ্ধ (কাঁচা)	...	২—১৫
আলু (ভাজা)	...	২—৩০
ঘি	...	৩—৩০
গমের রুটি	...	৩—৩০

উক্ত তালিকা দেখিলে মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে-বস্তু যত শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহা তত পুষ্টিকর। উত্তরে বক্তব্য এই যে, পেশী ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের যে নিয়ম, পাকশয়েরও সেই নিয়ম; অর্থাৎ পাকাশয়েরও ব্যায়াম আবশ্যক। আশু-পরিপাকোপযোগী বস্তু প্রত্যহ ভোজন করিলে পরিশ্রমের হ্রস্বতা-নিবন্ধন পাকাশয় দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। ভুক্ত পদার্থ হজম করিবার জন্য যদি পাকাশয়কে অধিক ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহাকে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং, আহারের পরিমাণ ও প্রকার পাকাশয়ের শক্তির অনুকূল হওয়া চাই।

(৩) কি প্রকারে খাওয়া উচিত?—ভুক্ত পদার্থের পরিপাক না হইলে পুনরায় আহার করা নিষিদ্ধ। আহার্য্য পদার্থ কখনও গিলিয়া খাইবে না; উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিলে লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হইয়া লালাস্রাব করে এবং সেই লালা চর্ব্বিত পদার্থে মিশ্রিত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। ভুক্ত পদার্থে উপযুক্ত পরিমাণে লালা মিশ্রিত না হইলে পরিপাকে বাধা ঘটে। আহারের সহিত জলপান না করাই ভাল। ভুক্ত দ্রব্য লালা-দ্বারা

অভিষিক্ত হওয়া উচিত—জল-দ্বারা নহে। আহারান্তে সামান্য জল পান করিলে কোনও ক্ষতি নাই। উষ্ণ আহার বা উষ্ণজল-পান অভ্যাস করিলে শীঘ্রই দন্তহীন হইতে হয়। এরূপ আহারে মুখে ক্ষত, মাড়ি শ্রীহীন এবং অজীর্ণ রোগ হইয়া থাকে।

(৪) আহার-কালে শারীরিক অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক?—অধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর আহার করা অনুচিত। আহারান্তে কঠিন পরিশ্রম নিষিদ্ধ। বিষয়টী উদাহরণ-দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। দুইটী কুকুরকে একই প্রকার আহার করাইয়া একটিকে শিকারে প্রেরণ কর ও অন্যটীকে বিশ্রাম করিতে দাও। এক ঘণ্টা পরে দুইটীকেই হনন কর। তখন দেখিবে যে, যে কুকুরটী বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহার ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া গিয়াছে, এবং যেটী শিকারে গিয়াছিল, তাহার ভুক্ত দ্রব্য আদৌ হজম হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, শিকারী কুকুরের শারীরিক ক্রিয়া পাকাশয়ে সীমাবদ্ধ না হইয়া পদে সীমাবদ্ধ ছিল। আহারান্তে মস্তিষ্ক- অথবা পেশী-সঞ্চালনও নিষিদ্ধ। আহারের পর নিদ্রা যাইতে হইলে, অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পরে নিদ্রা যাওয়া উচিত। নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় এবং পাকাশয়ের শৈরিক শক্তি স্থগিত হইয়া যায়। এইজন্য আহার করিয়াই নিদ্রা যাইলে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয় না।

যে-সকল ব্যক্তি রুগ্ন, দুর্ভিক্ষপীড়িত, অথবা যাহারা অনেক দিন পরে আহার পাইয়াছে, তাহাদিগকে একেবারে উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে দিবে না। তাহাদিগকে বিলম্বে বিলম্বে সামান্য সামান্য করিয়া আহার দেওয়া উচিত। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের পরিপাক-শক্তি কম।

দণ্ডায়মান ও উপবেশনের প্রকারভেদ পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে। যাহারা ঝুঁকিয়া উপবেশন করে, তাহাদিগের পঞ্জর উত্তমরূপে প্রসারিত হইতে পার না, এবং পাকাশয়, যকৃৎ ও ক্লোম (Pancreas) চাপিয়া যায়। অতএব সর্ব্বদাই সরলভাবে উপবেশন করা বা দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। ইহার দ্বারা অজীর্ণতা দূর হয়।

শীতকালাপেক্ষা গ্রীষ্মকালে চর্ম্মের নলীগুলি ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং, পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়। এরূপ অবস্থায় আহারও কমাইয়া দেওয়া উচিত।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করিলে অগ্নিমান্দ্য ও পরিপাকশক্তির বৈলক্ষণ্য জন্মে। যাহারা বায়ু-সঞ্চরণহীন প্রকোষ্ঠে বাস করে, প্রাতঃকালে তাহাদিগের ক্ষুধাই হয় না এবং মুখ ও গলা শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন।

কর্ণ।—কর্ণস্থিত ঢক্কার স্পন্দন-শক্তি কমিয়া যাইলে শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হয়। ঢক্কার ঝিল্লী স্থূল হইয়া যাইলে বা তদুপরি কর্ণমল সঞ্চিত হইলে শ্রবণশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে। স্ফীতি সঙ্ঘটিত হইলে ঢক্কা স্থূল হইয়া যায়। পিনের মস্তক দ্বারা কান খুঁটিলে স্ফীতি সঙ্ঘটিত হয়। অতএব পিন দ্বারা কান-খুঁটা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কর্ণমল সঞ্চিত হইলে, কর্ণে সামান্য সর্ষপতৈল ছাড়িয়া দিবে ও কয়েক ঘণ্টা পরে ঈষদুষ্ণ সাবানের ফেন পিচকারী-দ্বারা কর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে কর্ণমল বিদূরিত হয়।

চক্ষু।—মৃদু আলোক হইতে ঘোর অন্ধকারে, অথবা অন্ধকার হইতে প্রখর আলোকে হঠাৎ যাইবে না। এরূপ হঠাৎ পরিবর্ত্তনে চিত্রপত্রের (retina) পক্ষাঘাত সঙ্ঘটিত হইতে পারে। প্রখর আলোকে অধিকক্ষণ চক্ষু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কোনও বস্তু দেখিতে হইলে, চক্ষুকে বক্র করিয়া দেখা উচিত নহে; কারণ,তদ্দ্বারা পেশীর অস্বাভাবিক সঙ্কোচন হইয়া থাকে। কোনও বস্তুকে চক্ষুর সন্নিকটে আনয়ন করিয়া দেখিতে অভ্যাস করিলে লোক নিকটদর্শী হইয়া যায়। এইজন্য পুস্তকপাঠক প্রভৃতি ও শিল্পিগণ নিকটদর্শী হইয়া থাকে। যাহারা দূরস্থিত পদার্থনিচয়কে দর্শন করিতে অভ্যাস করে, তাহারা দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য শিকারী ও নাবিকগণ দূরের বস্তু সহজেই দেখিতে পারে। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেমন পর্য্যায়ক্রমে ক্রিয়া ও বিশ্রামের আবশ্যক হয়, চক্ষুরও অনুরূপ জানিবে। যদি কোন বস্তুতে ধারাবাহী দৃষ্টি রাখা হয়, তবে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং দৃষ্টিরও হ্রাস হয়। যাহাদিগের চক্ষু দুর্ব্বল ও স্ফীতিপ্রবণ তাহাদিগের এই বিষয়টীর উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

শ্রী হেমন্তকুমারী দেবী।

"বাঙ্গালী" গান।

ইমনকল্যাণ——একতালা।

(১) ধন্য আজিকে ভারতবর্ষ,
(২) ধন্য আজিকে বাঙ্গালা দেশ,
(৩) ধন্য আমরা ভারতবাসী,
(৪) ধন্য মোদের বাঙ্গালী-বেশ।
(৫) ধন্য মোদের বঙ্গ-জননি!
(৬) পুত্র তোমার হইল ধন্য;
(৭) ধন্য বিরাট বঙ্গ-আকাশ,
(৮) ঘুচিল তোমার দুঃখ দৈন্য!
(৯) বাঙ্গালা-মাটীর পুত্র আজি,
(১০) ছুটিয়া যেতেছে যুদ্ধ-মাঝ,
(১১) সেই যে তাদের মহান্ ধর্ম্ম,
(১২) বুঝেছে তাহারা সত্য আজ!
(১৩) ধন্য আজিকে বঙ্গ-যুবক,
(১৪) ধন্য জনক জননী সব,
(১৫) সন্তান আজি যেতেছে যুদ্ধে,
(১৬) ধ্বনুক আজিকে ধন্য-রব।
(১৭) বাঙ্গালীর ছেলে বসন ছাড়ি,
(১৮) যুদ্ধ-বসন পরেছে আজ,
(১৯) তুচ্ছ করিয়া মরণে ভীতি,
(২০) গৌরবে তারা সেজেছে সাজ।
(২১) সুপ্তোত্থিত হলেও তাহারা,
(২২) বক্ষে পেয়েছে অসীম বল,
(২৩) শিখিয়াছে আজি কঠিন হইতে,
(২৪) নাহিক আঁখিতে বিন্দু-জল।
(২৫) ধন্য আজিকে বঙ্গ-ললনা,
(২৬) ধন্য আজিকে স্বার্থত্যাগ,

(২৭) ধন্য মোদের স্বদেশী গানে,
(২৮) ধন্য তাহার রাগিণী রাগ।
(২৯) ধন্য মায়ের সৌম্য মূরতি,
(৩০) ধন্য বঙ্গ-সেনানী ধীর,
(৩১) ধন্য হ'ক ইতিহাস পুনঃ,
(৩২) ধরিয়া বক্ষে বাঙ্গালী বীর। *

স্বরলিপি।

২´ র´ ৩ ০ ১
II র্সা া র্সা । র্সা র্সা র্সা । না না না । না া না I
(১) ধ ০ ন্য আ জি কে ভা র ত ব ০ র্ষ

২´ ৩ ০ ১
I ধা া ধা । পা পা পা । হ্মা হ্মা গা । গহ্মা া পা I
(২) ধ ০ ন্য আ জি কে বা ঙ্গা লা ০দে ০ শ

২´ ৩ ০ ১
I গা া রা । গা মা মা । গা গা রা । না রা সা I
(৩) ধ ০ ন্য আ ম রা ভা র ত বা ০ সী

২´ ৩ ০ ১
I সা রা গা । হ্মা হ্মা হ্মা । গা হ্মা ধা । পা া পা II
(৪) ধ ০ ন্য মো দে র বা ঙ্গা লী বে ০ শ

২´ ৩ ০ ১
II পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা । র্সা া র্সা । র্সা র্সা র্সা I
(৫) ধ ০ ন্য মো দে র ব ০ ঙ্গ জ ন নি
(৯) বা ঙ্গা লা মা টী র পু ০ ত্র আ ০ জি

২´ ৩ ০ ১
I র্সা া র্রা । র্রা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্গা । র্গা া র্গা I
(৬) পু ০ ত্র তো মা র হ ই ল ধ ০ ন্য
(১০) ছু টি য়া যে তে ছে যু ০ দ্ধ মা ০ ঝে

২´ ৩ ০ ১
I র্গা া র্পা । র্গা র্গা র্গা । র্সা া র্সা । র্সা র্সা র্সা I
(৭) ধ ০ ন্য বি রা ট ব ০ ঙ্গ আ কা শ
(১১) সে ০ ই যে তা দের ম হা ন্ ধ ০ র্ম্ম

---

* এই গানটি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের "হেয়ার স্কুল ম্যাগাজিন্" হইতে গৃহীত, এবং গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪শে তারিখে, 'মেরি কার্পেণ্টার হলে' ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের বাৎসরিক পরিতোষিক-বিতরণী সভাতে অন্তঃপুর-ছাত্রীদের দ্বারা সেতার, এসরাজ, ব্যেঞ্জো এবং হারমোনিয়াম্ সহযোগে ঐক্যতানে গীত। সুর ও স্বরলিপি রচিত।—শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা না । না না না । ধা না র্রা । র্সা া র্সা II
(৮) ঘু চি ল তো মা র দু ঃ খ দৈ ০ ন্য
(১২) বু ঝে ছে তা হা রা স ০ ত্য আ ০ জ

২´ ৩ ০ ১
II সা া সা । সা সা সা । রা া রা । রা রা রা I
(১৩) ধ ০ ন্য আ জি কে ব ০ ঙ্গ যু ব ক

২´ ৩ ০ ১
I রা গা মা । মা মা মা । গা মা পা । পা া পা I
(১৪) ধ ০ ন্য জ ন ক জ ন নী স ০ ব

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা ধা । ধা া ধা । পা ধা না । না া না I
(১৫) স ন্তা ন আ ০ জি যে তে ছে যু ০ দ্ধে

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা না । না না না । ধা না র্রা । র্সা া র্সা II
(১৬) ধ্ব স্থু ক আ জি কে ধ ০ ন্য র ০ ব

২´ ৩ ০ ১
II পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সা া র্সা I
(১৭) বা ঙ্গা লী র ছে লে ব স ন ছা ০ ড়ি
(২১) স্থ প্ তো খি ত হ লে ও তা হা ০ বা

২´ ৩ ০ ১
I র্সা া র্রা । র্রা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্গা । র্গা া র্গা I
(১৮) যু ০ দ্ধ ব স ন প রে ছে আ ০ জ
(২২) ব ০ ক্ষে পে য়ে ছে অ সী ম ব ০ ল

২´ ৩ ০ ১
I র্গা া র্পা । র্গা র্গা র্গা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
(১৯) তু ০ চ্ছ ক রি য়া ম র ণে ভী ০ তি
(২৩) শি খি য়া ছে আ জি ক ঠি ন হ ই তে

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা না। না না না। ধা না র্রা। র্সা । র্সা II
(২০) গৌ র বে তা ০ রা সে জে ছে সা ০ জ
(২৪) না হি ক আঁ খি তে বি ন্ দু জ ০ ল

২´ ৩ ০ ১
II র্সা । র্সা। র্সা র্সা র্সা। না । না। ধা ধা ধা I
(২৫) ধ ০ ন্য আ জি কে ব ০ ঙ্গ ল ল না

২´ ৩ ০ ১
I পা । না। ধা ধা পা। হ্মা । ধা। গা । গা I
(২৬) ধ ০ ন্য আ জি কে স্বা ০ র্থ ত্যা ০ গ

২´ ৩ ০ ১
I রা গা রা। গা মা মা। গা গা রা। সা । সা I
(২৭) ধ ০ ন্য মো দে র স্ব দে শী গা ০ নে

২´ ৩ ০ ১
I সরা গা হ্মা। হ্মা হ্মা হ্মা। গা হ্মা ধা। পা । পা II
(২৮) ধ০ ০ ন্য তা হা র রা গি ণী রা ০ গ

২´ ৩ ০ ১
II পা ধা পা। র্সা র্সা র্সা। র্সা । র্সা। র্সা র্সা র্সা I
(২৯) ধ ০ ন্য মা য়ে র সৌ ০ ম্য মূ র তি

২´ ৩ ০ ১
I র্সা । র্রা। র্রা র্রা র্রা। র্সা র্রা র্গা। র্গা । র্গা I
(৩০) ধ ০ ন্য ব ০ ঙ্গ সে না নী ধী ০ র

২´ ৩ ০ ১
I র্গা । র্পা। র্গা র্গা র্গা। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা I
(৩১) ধ ০ ন্য হ ০ ক ই তি হা স পু নঃ

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা না। না । না। ধা না র্রা। র্সা । র্সা II II
(৩২) ধ রি য়া ব ০ ঙ্কে বা ঙ্গা লী বী ০ র

শ্রী মোহিনী সেনগুপ্তা।

মিলন।

(গল্প)

শুক্লা পঞ্চমীর মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ চন্দ্রকিরণে যেন হাসিতেছিল! অগণ্য-তারকা-খচিত নীলাকাশ চুম্‌কি-বসান চন্দ্রাতপের মতই দেখাইতেছিল! তখন রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার রাজপথ নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে; মধ্যে মধ্যে দুই একটী 'বরফ ওয়ালা এক একবার তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ স্বরে "চাই বরফ" বলিয়া ডাকিয়া সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। নিকটবর্ত্তিনী পল্লীর 'কন্‌সার্ট-পার্টী'র আখ্‌ড়া হইতে তখনও মৃদু মৃদু 'ক্লারিয়নেটে'র ক্ষীণস্বর ভাসিয়া সুপ্ত প্রকৃতিকে জাগাইয়া তুলিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। এইরূপ সময়ে পটলডাঙ্গার একটী অট্টালিকার বৈদ্যুতালোকে আলোকিত কক্ষে বিনিদ্র-দম্পতী বসিয়াছিল। যুবক পতিটীর নাম প্রবোধচন্দ্র। তিনি মেডিকেল কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া এম্‌-বি-ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কল্যই তাঁহাকে সরকারী চাকুরী লইয়া ভাগলপুরে যাইতে হইবে; তাই তিনি তাঁহার ধনবান্ শ্বশুরের আলয়ে তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া প্রিয়তমা পত্নী প্রভাময়ীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন। প্রভাময়ী উজ্জ্বল আলোকে স্বামীর গৌরব-মণ্ডিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। প্রবোধ সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চূর্ণ-কুন্তলরাশির মধ্যে, পাতায় ঢাকা গোলাপ ফুলের মত প্রভার মুখখানি বক্ষে টানিয়া লইলেন। প্রভা ছল্‌-ছল্‌ চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আবার কবে আস্‌বে? কাল কি না গেলে হয় না?" তাহার কথা শেষ হইল না; কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

প্রবোধ বলিলেন, "আমি শীগ্‌গিরই আবার আস্‌বো প্রভা! তুমি অত কাতর হ'ও না। যদি আমার কিছু টাকা থাকৃত, তা হলে তো আমায় কোথাও যেতে হ'ত না। কোল্‌কাতাতে ডিস্‌পেন্‌সারী খুল্‌তাম। তুমি ত সবই জান, বাবা হঠাৎ মারা যাওয়াতে সংসারের সব ভার আমার ওপর পড়েছে। এরূপ অবস্থায় চাকরী ভিন্ন গতি নেই!"

তদুত্তরে প্রভা বলিল, "আমার বাবাকে বোলে দেখ্‌লে হয় না? তিনি ত তোমায় ডিস্‌পেন্‌সারী কোরে দিতে পারেন!"

প্রবোধ বলিল, "না প্রভা! তুমি আমায় সে অনুরোধ কোরো না। আমি কিছুদিন চাকরী কোরে টাকা সংগ্রহ হ'লে নিজেই কোর্ত্তে পার্ব্বো। তুমি ও-সব চিন্তা করে মন খারাপ কোরো না। আমি পূজার ছুটীর সময়, বোধ হয়, মাকে নিয়ে যাব। তখন তুমিও যাবে ত?"

প্রভা একটী ক্ষুদ্র-নিঃশ্বাস বুকের ভিতরেই চাপিয়া ফেলিয়া ভাবিল—তা কি বাবা যেতে দেবেন? মুখে সে বলিল, "কেন যাব না? নিয়ে গেলেই যাব।"

'পরদিন সকালে প্রবোধ যখন শ্বশুর-

শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, তখন শাশুড়ী রাজলক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "বিদেশে না গিয়ে দেশে থাকলেই ভাল হ'ত বাবা! পত্যহ একখানি কোরে পত্তর দিও।" প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, "একেবারে কর্ম্মটী হাতে নিয়ে জানালে! পূর্ব্বে একটু জানান উচিত ছিল।"

প্রবোধ শাশুড়ীকে পত্র লিখিতে অঙ্গীকৃত হইয়া, একবার প্রভার দ্বারান্তরালবর্ত্তী সজল চক্ষু-দুইটীর নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

(২)

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহ-নগরের নিবাসী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'বার্ম্যান কোম্পানির' আফিসে মুৎসুদ্দির কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবোধচন্দ্র এফ, এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতেছিল; সম্প্রতি এম্ বি পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। কনিষ্ঠ সুবোধ কলেজে পড়িতেছে। কন্যা লতিকাকে তিনি বহু অর্থ-ব্যয়ে ধনী গৃহের বধূ করিয়া দিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কেহ কিছু অভাব জানাইলে, তিনি যথাসাধ্য দানে কখনও বিরত হইতেন না। এজন্য বন্ধুমহলে অনেকেই তাঁহাকে 'দাতাকর্ণ'-আখ্যা দিয়াছিল। নিন্দকেরা বলিত, তাঁহার মত 'উড়নচণ্ডে' কোথাও কেহ দেখে নাই। গৃহিণী অন্নপূর্ণাদেবী স্বামীর অনুরূপা ছিলেন। যেমন কর্ত্তা তেমনই গৃহিণী! পুত্র-দুইটি রত্ন-বিশেষ। যে দেখিত সেই বলিত, "যথার্থই অন্নপূর্ণার সংসার!"

কলিকাতা নিবাসী একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা প্রভাময়ীর সহিত প্রবোধের যখন বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইল, তখন প্রবোধ মেডিকেল কলেজের চতুর্থ-বার্ষিক-শ্রেণীতে পড়িতেছিল। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় তখন পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু গৃহিণী অন্নপূর্ণা পরেশনাথের মন্দিরে গিয়া দ্বাদশ-বর্ষীয়া অর্দ্ধস্ফুটনোন্মুখ-কুসুম-কলিকার মত সুন্দরী প্রভাময়ীকে দেখিয়া পুত্রবধূ করিবার যখন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন মুখোপাধ্যায়-মহাশয় বিশেষ আপত্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, মেয়ে ছোট, মেয়েটি বাপের বাড়ী থাকিবে; ক্ষতি কি? ঠিক্ পছন্দ-মত মেয়েটি, হয় ত, পরে নাও পাইতে পারেন। তাহার পর এক শোভাময়ী রজনীতে খুব সমারোহের সহিত প্রবোধ ও প্রভাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহোৎসবের উজ্জ্বল আলোকে প্রবোধ দেখিল, প্রভা পরমসুন্দরী!

বিবাহে প্রিয়নাথবাবু যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রবোধের মত জামাতা পাইয়া তাঁহার গৃহিণী রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র দেখিতে বেশ সুপুরুষ;—তেমন সুন্দর চেহারা সদা-সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। তাহার উপর সে বিদ্বান্। কাজেই চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় তাঁহার মনের মত জামাই দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন।

বিবাহের আনন্দোৎসব মিটিতে না মিটিতেই মুখোপাধ্যায়-মহাশয় যখন এপোপ্লেক্সি-রোগে অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে হঠাৎ পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, প্রবোধ তখন চারি দিক্ অন্ধকার দেখিল। তাহার তখনও

এক বৎসর পড়া বাকি। সুবোধ তখন এফ্-এ পড়িতেছিল। প্রবোধ দেখিল, পিতা কিছু সঞ্চয় করিয়া যান নাই। যাহা ছিল, তাহাতে তাঁহার দেনা শোধ দিতে ও শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটাইতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। শোক-সন্তপ্তা মাতার নিকট ভগিনীটীকে রাখিয়া নিজে সে দ্বিগুন পরিশ্রমে পরীক্ষায় কৃত-কার্য্যতার জন্য মনোযোগী হইল। শ্বশুর প্রিয়নাথবাবু যখন ৺বৈবাহিকের অন্তঃসার-শূন্য অবস্থা জানিতে পারিলেন, তখন কিছু অনুতপ্তও হইলেন, এবং প্রভাকে শ্রাদ্ধের সময় দুই দিনের বেশী শ্বশুরালয়ে রাখিলেন না। তিনি জামাতাকে পাঠের জন্য সাহায্য করিবেন, এরূপ আশা দিলেও প্রবোধ তাঁহার উদারতায় উদাসীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরই নির্ভর করিল। পরবৎসর সে সম্মানের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এম্-বি ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইল। অবশেষে যখন কলেজ হইতে তাহার চাক্রী হইয়া গেল, তখন সে মাতার সম্মতি লইয়া ভাগলপুরে যাওয়াই স্থির করিল।

(৩)

প্রবোধ সুবোধকে বাটী ফিরিয়া সাবধানে থাকিবার উপদেশ দিয়া, সেই দিন লুপ মেলে ভাগলপুর রওনা হইল। তাহার বাল্যবন্ধু প্রকাশচন্দ্র তখন ভাগলপুরেই ছিল। পূর্ব্বেই সে তাহাকে তাহার যাইবার কথা জানাইয়াছিল। সুবোধ হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া প্রবোধকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া বাটীতে ফিরিয়া গেল।

হাবড়া হইতে যথাসময়ে মেল-ট্রেণ ছাড়িল। ধূলিসমাচ্ছন্ন কলিকাতা-নগরী কয়েক মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল! পথের উভয় পার্শ্বে সুদৃশ্য বাগান-বাড়ী, ছোট-বড় পানা-পুকুর, ঝিউলীর বেষ্টনীর মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর এবং ক্বচিৎ জীর্ণ ভগ্নদশাপন্ন ইষ্টকালয়, অস্ফুট চন্দ্রালোকে যেন পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যপটের মত চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতে লাগিল! ট্রেণে যাত্রীর অভাব ছিল না, কিন্তু প্রবোধের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে এক ধারে বসিয়া বাড়ীর কথা, প্রভার কথা, চাকুরীর কথা ভাবিতে লাগিল।

ট্রেণ যখন ভাগলপুরে পৌঁছিল তখন প্রভাতের অরুণোদয়ে সুপ্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। প্রবোধ মালপত্র লইয়া প্লাট্‌ফরমে নামিয়া পড়িল। এমন সময় প্রকাশ আসিয়া বলিল, "হ্যালো মিঃ মুখার্জ্জী! বাড়ীর খবর সব ভাল ত?" বাড়ীর কথায় প্রবোধের চক্ষু সজল হইল। প্রকাশ প্রবোধের পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু এখন বহুদিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া তাহার সে কথা মনেই ছিল না। বাটীর সংবাদে প্রবোধের অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার সে কথা স্মরণ হইল। সে-কথা চাপা দিয়া সে বলিল, "পথে কোন কষ্ট হয় নি ত? আমি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম।" প্রবোধ অপরিচিত স্থানে প্রকাশকে পাইয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিল।

ষ্টেশনের বাহিরে প্রকাশের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল; সে প্রবোধকে বাটীতে লইয়া গেল। প্রকাশের বাড়ী যোগসারে—গঙ্গার খুব নিকটে। সহরের কোলাহল হইতে এখানটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। চারিদিকে পুষ্পোদ্যানে বেষ্টিত প্রকাশদের বাড়ীখানি প্রবোধের বড়ই মনোরম বোধ হইল।

সেই দিনই প্রবোধ কার্য্যভার গ্রহণ করিল। ডাক্তার-সাহেব প্রবোধের প্রতিভা-ব্যঞ্জক প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন ও আপাততঃ প্রবোধের দুই শত টাকা মাহিনা হইল, জানাইলেন। প্রবোধ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রকাশের মাতা প্রবোধকে পৃথক্ বাসা করিতে দিলেন না; বলিলেন, "বাবা! প্রকাশ আমার যেমন, তুমিও আমার তেম্‌নি। ছেলে মানুষ, নূতন বিদেশে এসেছ, এখন দু'দিন এখানে থাক। পূজোর পর মা'কে এখানে নিয়ে এসে, তখন আলাদা বাসা কোরো।" প্রকাশও এ বিষয়ে বন্ধুকে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিল। কাজেই, প্রবোধ সঙ্গিহীন সুদূর প্রবাসে একাকী থাকিবার কষ্ট অনুভব করিয়া, সেই স্থানেই থাকিতে সম্মত হইল। কৃতজ্ঞতায় তাহার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

যখন দু'টী বন্ধুতে কলিকাতায় 'প্রেসিডেন্সি কলেজে' এফ্-এ পড়িত, তখন প্রকাশের পিতা কলিকাতাতেই থাকিতেন। তখন ছুটীর দিনে রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ মধ্যাহ্নে প্রবোধ প্রকাশদের বাটীতে গল্প করিয়া কাটাইয়া দিত; কত পুস্তক পড়িয়া এ উহাকে শুনাইত, আর উভয়ে ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কত কথাই বলিত! তখন প্রবোধের পিতা ছিলেন। আবার আজ বহুদিন পরে দুই বন্ধু একত্র হইয়াছে, কিন্তু পিতৃগণ কোথায়! সেই সকল অতীত স্মৃতির আলোচনা প্রবোধকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল! প্রকাশ প্রবোধকে কাতর দেখিয়া ব্যথিত হইয়াই বলিল, "ভাই যে বিষয়ে আমাদের কোন হাত নেই, সে-কথা আর ভেবে কি কোর্ব্বে? চল, একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।"

(৪)

প্রবোধ বাটীতে পত্র লিখিয়া, উত্তরে জানিল লতিকাকে তাহার শ্বশুর লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন। প্রবোধ ভাবিল, লতিকা শ্বশুরালয়ে যাইলে মা একাকী থাকিতে কষ্ট বোধ করিবেন; সুতরাং এ সময়ে প্রভাকে মা'র নিকট রাখা উচিত। সে প্রভাকে লইয়া আসিবার জন্য সুবোধকে পত্র লিখিল, এবং সে নিজেও তাহার শ্বশুর-মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিল। যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল। প্রিয়নাথবাবু লিখিয়াছেন, তাঁহার কন্যা পল্লীগ্রামে বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, ভাত খাইবে না। প্রবোধ যখন বাসা করিতে পারিবে, তখন যেন সে তাঁহার কন্যাকে লইয়া যায়। তিনি সেই সঙ্গে কন্যার অসুস্থতারও দোহাই দিয়াছেন। প্রবোধ বুঝিল, ইহা ছলমাত্র; কারণ, সেই সঙ্গে সে প্রভারও পত্র পাইয়াছিল। কৈ প্রভা ত অসুস্থতার কথা কিছু লেখে নাই! শ্বশুরের প্রতি তাহার তীব্র ক্রোধ সুগভীর অশ্রদ্ধায় পরিণত হইল, পরাজয়ের স্থান পরাক্রম আসিয়া অধিকার করিল। তাহার ফলে, প্রবোধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, তাঁহারা যত দিন না প্রভাকে নিজে হইতে সাধিয়া দিয়া যাইবেন, ততদিন প্রবোধ আর কোন পত্রাদি পর্য্যন্ত লিখিবে না। ক্রুদ্ধ প্রবোধ হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়া প্রভাকে ইহার পর আর কোনও পত্র দিল না। সে মনে করিল, বড় লোকের মেয়ে সে; হয় ত, তাহার ইচ্ছার কথাই শ্বশুর লিখিয়া-

ছেন। মাতাকে লিখিল, সে পূজার সময় গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবে, সেজন্য সে যথাসময়ে গঙ্গার ধারে বাড়ী ঠিক্ করিয়া রাখিবে।

এদিকে প্রভা প্রবোধের কোনও পত্রাদি না পাইয়া বুঝিল যে, তাহার উপর রাগ করিয়াই, বোধ হয়, প্রবোধ পত্রাদি বন্ধ করিয়াছেন। প্রভার বড় অভিমান হইল। তাহার পিতা তাহাকে পাঠাইলেন না, তাহাতে সে কি করিবে? কেমন করিয়া সে বলিবে যে, সে শ্বশুর-বাড়ী যাইবেই, না যাইলে তাহার স্বামী রাগ করিবেন! তাহা সে বলিতে পারিবে না। ছিঃ! বড় লজ্জা করে। প্রভা দিন-দিন আতপ-তাপে যূথিকার মত শুকাইতে লাগিল। প্রভার মাতা কন্যার ভাব লক্ষ্য করিলেন; স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, প্রভা যেন দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! মুখে হাসি নেই, ভাই-বোনদের সঙ্গে আর তেমন খেলা করে না। জামাইও চিঠি দেওয়া বন্ধ করেছে! কেন যে তুমি মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠালে না? জামাই বোধ হয়, রাগ করেই পত্তর দেয় না। মেয়ের কিন্তু শ্বশুর-বাড়ী যেতে ইচ্ছে ছিল। ও যদি বাসন মাজায়, ঘর নিকনয় সুখ পায়, তুমি কেন বাধা দাও?"

প্রিয়নাথবাবু গৃহিণীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রভা কি তোমায় বলেছিল যে, তার যেতে ইচ্ছে আছে? সে আমার মেয়ে, তার অমন নীচ প্রবৃত্তি নয়। একবার সে বুড়ীর খপ্পরে পড়্লে, আর কখনো বেরুবে, মনে কর?"

গৃহিণী কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিলেন, "তবু মেয়ে যখন পরের জিনিস, তখন ত আর জোর চলে না? জামাইয়ের যখন ইচ্ছে—।"

প্রিয়নাথবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "রেখে দাও তোমার জামাইয়ের ইচ্ছে! মেয়ে ত বেচি নি—যে, তার হুকুমে চল্তে হবে। ওর, বোধ হয়, কোন অসুখ করেছে। কাল একবার ডাক্তারকে ডাকাব। অসুখ না হ'লে শুকিয়ে যাবে কেন? তোমার যা বুদ্ধি—! সবই ত বোঝ! কেন? আমি কি একেবারে পাঠাব না বলিচি? জামাই দু'পয়সা আনুক্ না? যখন সুখে রাখ্তে পারবে, তখন নিয়ে যাবে। এখন কোথায় কি তার ঠিক নেই, স্ত্রী নিয়ে যাবার সখ! মায়ের রাঁধুনী চাক্‌রাণী ছাড়িয়ে দেবার মতলব আর কি! এটুকুও বোঝ না! বেয়াই আমার যা দাতা ছিলেন, একেবারে হাঁড়ী ধুয়ে রেখে গেছেন! আমি আমার মেয়েকে কি ঘর-গোবর দিতে পাঠাব? সে আমার মেয়ে পারে না! সে আমি পার্ব্বো না।"

নিজের বুদ্ধি-হীনতার কথা রাজলক্ষ্মী স্বামীর কাছে চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছেন, তাই কর্ত্তার উপর কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

(৫)

পরদিন ডাক্তার আসিয়া রোগের কোনও নিদর্শন না পাইয়াও কতকগুলা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

প্রিয়নাথবাবু দেখিলেন, প্রভা নীরোগ হওয়া সত্ত্বেও বড়ই কাহিল হইয়া যাইতেছে। তখন তাঁহার মনে হইল, —তবে কি প্রভা সত্য-সত্যই ভাবে? সে

সেই হাস্যময়ী চঞ্চলা প্রভা ত আর নাই! তাহার স্থলে ক্ষীণা দীনা মলিনা বিষাদময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন। গৃহিণীকে অতি সংগোপনে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কোন রকমে প্রভার মনের ভাব জান্‌তে পার? যদি তোমার কথাই ঠিক হয়, তবে না হয়, ওকে ওর শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়েই দিই। কিন্তু এতে ছোঁড়ার আর মাটীতে পা পড়্‌বে না। করা যাবে কি? যেমন রত্ন গর্ভে ধরেছ,—বাপ কেউ নয়!"

গৃহিণী রাজলক্ষ্মী বলিলেন, "আমি কি না জেনেই বলিছি? বিয়ে দিলেই মেয়েরা পর হয়ে যায়। প্রভার এখন শ্বশুরবাড়ীর দিকেই টান বেশী; তুমি ওকে পাঠিয়েই দাও। যেখানে থাকে, সুখে থাক্‌লেই হ'লো। মনু বল্‌ছিল, জামায়ের ভাই না-কি তাকে বলেছে যে, জামাই পূজোর পর তার মাকে সেইখানে নিয়ে যাবে, আর জামায়েরও নাকি ২০০ টাকা মাইনে হয়েছে! প্রভাকে এই পূজোর আগেই দিয়ে আস্‌তে হবে। ভাগলপুর শুনিছি ত বেশ ভাল জায়গা! প্রভা সেখানে গেলে সার্‌তেও পার্‌বে।"

প্রিয়নাথবাবু ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

স্নেহের নিকট গর্ব্ব পরাজয় স্বীকার করিল। একটা ভাল দিন দেখিয়া প্রভাকে শ্বশুর-বাটীতে রাখিয়া আসাই স্থির হইল।

(৬)

প্রবোধ পূজার ছুটিতে বাটী আসিতে পারিল না; বন্ধের সময় তাহাকেই হাঁস-পাতালের কাজ দেখিতে হইল। সে সুবোধের পত্রে খবর পাইল যে, প্রভা তাহাদের বাটীতে আসিয়াছে। তাহার ধন-গর্ব্বিত শ্বশুর নিজে হইতেই তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রবোধের মুখে একটুখানি সফলতার হাসি ফুটিয়া উঠিল। প্রবোধ মাতাকে লিখিল, "ভাগলপুর বেশ ভাল জায়গা; আর আমি যে বাড়ীটী ঠিক্‌ কোরে রেখিছি, সেটী গঙ্গার ধারেই। বুড়ানাথ-শিবের মন্দিরও কাছে, রোজ গঙ্গাস্নান করতে পারবে। কোন কষ্ট হবে না মা! সুবোধের সঙ্গে তোমরা চ'লে এস। কতদিন তোমায় দেখি নি বল ত?" অন্নপূর্ণা লিখি-লেন—"আমার কি অসাধ বাবা? তোদের ছেড়ে স্বর্গেও যে আমার সুখ নেই। বৌমা এসেছেন, শীঘ্রই আমরা যাচ্ছি।" অতঃপর একটী শুভদিন দেখিয়া সুবোধ তাহার মাতৃ-ঠাকুরাণী ও বৌদিদিকে লইয়া রওনা হইল।

সে-দিন পূজার ষষ্ঠী। সন্ধ্যা হইতে ঢাকের বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া থামিয়াছে। বালক-বালিকারা ঠাকুর দেখিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়াছে। মায়ের আগমনে প্রকৃতি যেন হাস্যময়ী! প্রবোধ দূরান্তরের রোগী দেখিতে গিয়া তিন দিন সেইখানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আজ ছাড়া পাইয়া মন তাহার বাতাসের বেগে ঘরের পথে উড়িয়া চলিতেছিল। কিন্তু ট্রেণের গতি আজ কি মন্থর! দীর্ঘ বিরহের পর আজ মিলনের আনন্দে তাহার চিত্ত উদ্বেগ-ব্যাকুল! তাহার মনে হইতেছিল,—প্রভা না জানি কত অভিমান করিবে! কত মৃদু ভর্ৎসনা করিবে! এতদিন পত্র না লেখার কৈফিয়ৎ দেওয়া যে এখনও বাকী! ইত্যাদি।

বাড়ী ঢুকিতে গিয়াই প্রবোধ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ডাক্তারের দল তাহারই

শয়ন-গৃহের দুয়ারে জটলা পাকাইয়া এ কি বলিতেছেন—"রোগ্ সিরিয়স্, প্রাণের কোন আশা—!" সুবোধ ব্যাকুল স্বরে কহিতেছিল, "তবু একটু চেষ্টা করুন। দেখুন, যদি পাবেন! দাদা যে এখনও অসুখের খবর পর্য্যন্ত পান নি—! ওঁর বাপ্ যে সাহস করে আমাদের হাতে ছেড়ে দিতেই পার্ছিলেন না! আমি তাদের কি জবাব দোব ?"

বারান্দা হইতে মল্লিকা-ফুলের সুগন্ধ তীব্র মাদক-গন্ধের মতই প্রবোধের নাসিকায় প্রচণ্ড আঘাত করিল। সে ছুটিয়া উন্মত্তের মত ঘরে ঢুকিলে, ডাক্তারগন তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ছিন্নমূল লতাটির মত প্রভার শীর্ণ দেহখানি বিছানায় মিলাইয়া গিয়াছে!—চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে নীল আভা দিয়াছে, তবু উজ্জ্বল চক্ষু-দুইটী দ্বারের পানে চাহিয়াছিল। "আমায় মাপ কর প্রভা, তোমায় এ কি দেখ্তে নিয়ে এলুম!"—অস্ফুট স্বরে এই বলিতে বলিতে প্রবোধ দুই হাতে পত্নীকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভার নিষ্প্রভ চক্ষুতে আনন্দের মৃদু হাসিটুকু অটুট রহিয়া গেল, স্বামীর বাহু-বেষ্টনে চিরমিলনের ঘুমে সে ঘুমাইয়া পড়িল! তখনও বাবুদের বাড়ীর বৈঠকখানায় হারমোনিয়মের সহিত গান হইতেছিল—"জীবনে মরণে আমি তোমারি, তোমারি কাছে জনমে জনমে ফিরে আসিব।"

শ্রীশরৎকিনী দেবী।

অনাদৃতা।

ছিন্ন-লতিকা সে গো তোমারি চরণ-তলে
পড়ে আছে দিবা-নিশি স্বার্থপাশে দূরে ফেলে!
দিবা-নিশি অবিশ্রাম তোমারি তোমারি তরে
ঢালিতেছে প্রাণ-ধারা, নাহি চাহি দান ফিরে!
কেন গো মরম-তলে তাহারে বেদনা দাও ?
কেন ও নয়ন-নীর মুছাতে ব্যাকুল নও।
তোমারি পরশ পেলে সে যে গো জীবন পায়!
তোমার প্রেমের আলো অবসাদ মুছে দেয়।
সে বন-বল্লরী-সম বিতরি সুষমা-বাস
চলে যায় নীরবেতে ফেলিয়া মরত-বাস!

বাসনা।

গিয়াছে সে চলি, চাহি না তাহারে ফিরিতে মরত-পুরে।
চাই, যেন শুধু স্মৃতিটা তাহারি থাকে মোর বক্ষ জুড়ে।
দেব-মন্দিরের সুরভির মত মন মুগ্ধ করি নিত্য,
প্রভাতে সন্ধ্যায় দিবসে উষায় ভরি রাখে মোর চিত্ত।
সব কু-বাতাস দরি যেন যায় তারি স্নিগ্ধ পূত বাসে।
সতত সুমন্দ ধূপ-দীপ-গন্ধ ভরি থাকে চারি পাশে।

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

উপদেশ-সংযত অরুণবাবু ততক্ষণে নিজের মাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত কি কথা আরম্ভ করিয়া গম্ভীর-ভাবে মৃদু-মন্দ স্বরে নানা কথা বলিতেছিলেন। নমিতা তাঁহাদের কথায় কাণ দিতে পারিল না,—তাহার মাথার মধ্যে তখন কেমন একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইল, একবার উঠিয়া গঙ্গার জল তুলিয়া মাথায় ঢালে ; কিন্তু সেই ছোট কাজটুকুও আবার অন্যের দৃষ্টিতে, কে জানে, কি ভাবে প্রকটিত হইবে, কোন্ দিক্ দিয়া কাহার মনে কি কৌতূহল-ঔৎসুক্য সমুৎসৃষ্ট হইবে,—ভাবিয়া সে সে-কাজে ক্ষান্ত হইল, ঘাড় গুঁজিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

দত্তজায়া নমিতার কেহই নহেন, এবং এত দিন ধরিয়া তাহার সঙ্গে তিনি যেরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণ হিসাবে নমিতা যদি কোন সম্পর্ক ধরিতে যায়, তবে সম্পর্ক-টাকে [illegible] সৌহার্দ্য না বলিয়া, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব বলাই ঠিক্। তা ছাড়া এতদিনের ব্যবহারে ও পরিচয়ে নমিতার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দত্তজায়ার প্রকৃতির যে মোটামুটি ছায়াটা বুঝিতে পারা গিয়াছে, সেটুকুকেও আদর্শ-মনুষ্যোচিত চরিত্র বলা যায় না। কিন্তু তা বলিয়া নমিতা কি ভুলিয়া যাইবে যে, দত্তজায়া নমিতার মতই একজন পিতার কন্যা, ভ্রাতার ভগিনী,—নমিতারই ন্যায় বিশ্ব-সংসারের লক্ষ নারীর মাতা-মাতামহী-পিতামহীর মত করুণা, কল্যাণ ও শ্রদ্ধামণ্ডিতা নারীজাতির একটি ক্ষুদ্রতম অংশ! নমিতার সহিত দত্তজায়া সদ্ব্যবহার করেন না ;—এমন কি সুযোগ পাইলে কাল্পনিক আক্রোশে তাহাকে প্রচ্ছন্ন অপমানের আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অবশ্য, সেজন্য নমিতা আহত-বেদনায় যে ব্যথিত না হয়, তাহা নহে ; কিন্তু তাহাতেও নিজের বেদনার অপেক্ষা দত্তজায়ার নীচাশয়তার গ্লানি তাহার বুকে বাজে বেশী!—কেন না, দত্তজায়া ত মানুষ!

কিন্তু শুধু দত্তজায়া বলিয়া নহে, তাঁহার মত প্রত্যেকের সম্বন্ধেও ত ঐ কথা বলিতে পারা যায়। মানুষের মনুষ্যত্বের দৈন্য ও চরিত্র-মাধুর্য্যের হীনতায়, নমিতার মত কত অভাগার বুকের মধ্যে ক্ষোভের লাঞ্ছনায় স্তম্ভিত ক্রন্দন জমাট বাঁধিয়া নিভৃতে কত পাথরের মত কঠিন বস্তু তৈয়ারী হইয়া [illegible], কে তাহার হিসাব রাখে! এই যে চোখের সম্মুখে দুইবেলা সম্ভ্রান্ত-বংশের সুশিক্ষিত সন্তান ডাক্তার প্রমথ মিত্রের কত অন্যায় অবহেলার ত্রুটি—!

নমিতার কপোল আকর্ণ লোহিত হইয়া উঠিল। সে আর ভাবিতে পারিল না, অধীর চিত্তে বই বন্ধ করিয়া, আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মি জলন্ত তেজে ঝল্মল্ করিতে-

ছিল, সম্মুখে সুদূর-বিস্তৃত গঙ্গা-তরঙ্গ উচ্ছল উদ্দাম আবেগে অধৈর্য্যভাবে আস্ফালিত হইতেছিল! নমিতা চাহিয়া চাহিয়া, কিছু ক্ষণ পরে, ধীরে একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এমন সুবিশাল, এত বিপুল আয়োজন! কিন্তু প্রয়োজনের সম্মুখে ইহার সুমহান্ প্রাচুর্য্যেও কেন এত বৈসাদৃশ্য—কেন এমন নিষ্প্রয়োজনীয় বৈষম্য? পৃথিবীর কাজে সূর্য্যালোকের প্রয়োজন; কিন্তু সূর্য্যরশ্মির ঐ জলন্ত উগ্রতা,—ঐটুকু না থাকিলে কি সুন্দর শান্তিময় শোভা বিকশিত হইত! গঙ্গা-বক্ষে এই দুরন্ত দৌরাত্ম্যপূর্ণ প্রবাহের পরিবর্ত্তে যদি মৃদু মনোহারিণী তরঙ্গলীলা চিরস্থির হইত, তাহা হইলেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকার্য্যে কি এত মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটিত?

নমিতার অস্থির চিত্ত সহসা অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। বিস্মিত হইয়া সে দেখিল, ইতোমধ্যে মকবুলের মা অরুণবাবু ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সহিত কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিয়াছে, এবং তাহার অসুখের সময় হাসপাতালে অবস্থানকালীন দত্তজায়ার আচার-ব্যবহার উল্লেখ করিয়া, তাঁহার দোষগুণের সহিত নমিতার চরিত্রের উৎকর্ষের তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছে!

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "মকবুলের মা, ছাতাটা তোমায় ভিজিয়ে দিলুম, ওর ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে যাবে বলে;—আর তুমি কি না ছাতাটা আলাদা শুকুতে দিয়ে, নিজে রোদে মাথা দিয়ে যাচ্ছ! নাও, ছাতা মাথায় দাও।"

মকবুলের মাতা কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল, "তোমার ছাতা বেটী......!"

না। হলেই বা; ওটা আমার মাথায়ও যেমন ছায়া দিতে পারে, তোমার মাথায়ও ঠিক্ তেমনি দেবে। নাও, কাহিল মানুষ, এমন চড়া রোদ আর লাগিও না মাথায়!

মকবুলের আর ইতস্ততঃ করিতে পারিল না; সঙ্কুচিত হইয়া ছাতাটা তুলিয়া মাথায় দিয়া জড়সড় ভাবে বসিল। নমিতা ছই'এর গায়ে হেলিয়া বসিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-নিরীক্ষণে মনোনিবেশ করিল; তাহার আর পড়া হইল না। ছইয়ের ভিতরও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

অরুণবাবু খুব শক্ত ও সংযত হইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন,—কাহারও সহিত আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার মাতাও পূর্ব্বাপর ঠাণ্ডা ভাবে বসিয়া একমনে মালা-জপ করিতেছিলেন, পুত্র ও পুত্রবধূর কথোপকথনের মাঝে, কখনও বা দুই একটা কথা কহিতেছিলেন। অতঃপর তিনিও নীরব হইয়া রহিলেন, অরুণবাবুর ভ্রাতৃজায়া ছেলেদের অস্থিরতা ও দুষ্টামীর জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিলেন,—তবে তাহারই মাঝখানে থাকিয়া থাকিয়া দুই একবার উৎসুক দৃষ্টিতে নমিতার দিকে চাহিতে লাগিলেন। নমিতা কিন্তু আর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উৎসাহিত হইল না।

নৌকা আসিয়া হাঁসপাতাল-ঘাটে পৌঁছিলে, নমিতা নামিয়া মকবুলের মাকে ধরিয়া নামাইল ও মাঝির ভাড়া মিটাইয়া দিল। নৌকার ভিতর হইতে অরুণবাবুর ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "চল্লেন তা হলে এবার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিদায়—!" মুহূর্ত্তে নমিতার স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা তীব্র ঝঙ্কনা বহিয়া

গেল।—এমনই করিয়া, কে জানে কবে কোন্ একটা অনির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে পৃথিবীর নিকট চির-বিদায় একদিন গ্রহণ করিতে হইবে!—নয়?—তবে? তবে কেন পার্থিব তুচ্ছ খুটিনাটি লইয়া পৃথিবীর লোকের সঙ্গে মনোমালিন্য রাখা? শেষের সে যাত্রার পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ তাহার চিত্তে নিজের মূর্খতার ব্যবহারসৃষ্ট যে গ্লানি-বিক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া রাখে—হে ভগবন্! শক্তি দিও, সে সব নিজের ভুল-ভ্রান্তি যেন নিজের হাতে সংশোধন করিয়া,—প্রত্যেক বিক্ষুব্ধ চিত্তের প্রসন্ন ক্ষমা অর্জ্জন করিয়া—নিজের আত্মাকে শান্ত সমাহিত করিয়া, মহাযাত্রার উপযুক্ত যোগ্যতায় যেন সে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে,—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যেন আপনাকে প্রস্তুত রাখিয়া চলিতে পারে!

নৌকার আরোহিগণের উদ্দেশ্যে যুক্ত-করে বিনীত-নমস্কার সহ কোমল-হাস্য-সুন্দর বদনে নমিতা বলিল, "আমার জন্যে ছেলেদের নিয়ে আপ্‌নাদের অনেকটা অনর্থক কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়েছে; অপরাধ নেবেন না—।" অরুণবাবুর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ সে নমস্কার করিয়া বলিল, "ক্ষমা কোর্‌বেন।"

বিচলিত হইয়া অরুণবাবু নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন, "সে কি কথা! এ ত আমাদের সৌভাগ্য–!"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৌকার উপর হইতে পুনরায় নমস্কার করিয়া অরুণবাবু বলিলেন, "এ সৌভাগ্যের জন্যে আমরা যথেষ্টই আনন্দিত জান্‌বেন—।"

"ধন্যবাদ।"—নমিতা বেশী আর কিছু বলিতে পারিল না।—নিজের অসহিষ্ণু মূঢ়তায়, ইহাদের ব্যবহারের উত্তরে সে একটু পূর্ব্বে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা যে অম্লান আনন্দজনক, তাহা ত নহে! কিন্তু ভদ্র-লোকের এই একটুখানি সৌজন্য এতক্ষণের পর তাহাকে, তাহার নিজের সেই দুর্ব্বলতাটুকু তীব্র রূঢ়তায় স্মরণ করাইয়া দিল; কিন্তু ক্ষুণ্ণ অনুতপ্ত নমিতার তখন সে ত্রুটি সংশোধনের আর সুযোগ ছিল না। নমিতা কিছু বলিবার মত কোন উপলক্ষ খুঁজিয়া পাইল না। ব্যথিত ম্লান দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া সবিনয়ে মাথা নোয়াইল। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

গামছার মোট মাথায় করিয়া মকবুলের মা অগ্রসর হইল। নমিতা বই-হাতে ছাতা খুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল; তাহার মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভবিষ্যতে সুযোগের অপেক্ষায় কোন ত্রুটি অসংশোধিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে নাই; সুযোগের সন্ধান খুঁজিয়া মেলা দুর্ঘট, কিন্তু দুর্যোগের প্রাচুর্য্য পদে পদে। এ কথাটা আজ হাড়ে হাড়ে সত্য বলিয়া অনুভূত হইল।

নিজের বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া মকবুলের মা বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "যা[illegible] বেটী বাড়ী!—তোমার দৌলতে এতটা প[illegible] বড় আরামে শীগ্রী এসে পড়েছি—।"

চিন্তারতা নমিতার চমক ভাঙ্গিল, তাহা[illegible] দৌলতে বৃদ্ধা এতখানি পথ বড় আরা[illegible] শীঘ্র আসিয়া পড়িয়াছে! নমিতা হাসিল —তবু ভাল, অনেকগুলা ভ্রান্তির মা[illegible] এতটুকুও শান্তি আছে! ভাগ্যে স্বার্থের ম[illegible] চাহিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর মাঝিকে জোর তল[illegible] নৌকা বহাইতে বাধ্য করে নাই;—সে স[illegible]

মাথায় সুবুদ্ধিটুকু ভাগ্যে উদয় হইয়াছিল, তাই একটি ভদ্র পরিবারের যৎকিঞ্চিৎ সুবিধাও করিয়া দেওয়া গেল, এবং সেই সুবিধাটুকুর বন্দোবস্তে মন দিয়াছিল বলিয়াই নিরুপায় বেচারী মকবুলের মার এতটুকু শ্রমলাঘবে সমর্থ হইয়াছিল—।

নমিতার চিত্ত ভারমুক্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্বচ্ছ উজ্জ্বল আনন্দ-রশ্মিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল।—যাক্, নিজের বাহ্য সম্মান বাঁচাইবার জন্য সে ত বাধিয়া ঢাকিয়া কাহারও প্রতি শিষ্টতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়া নিজেকে লাঞ্ছিত করে নাই! তাহার ভিতরে যাহা ছিল, সে বাহিরেও তাহা প্রকাশ করিয়াছে। সে সত্যের শ্রদ্ধানুষ্ঠানকে ত ছলনার অনুগ্রহে পর্য্যবসিত করে নাই,—অনাদৃত দরিদ্রের হৃদয় পৃথিবীর বাজারে সস্তা-দরে বিকায় বলিয়া, সে ত হিসাব নিকাশ খতাইয়া মিছামিছি ছল-চাতুরী করে নাই,—ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহাতে শিক্ষা-গর্ব্বে উদ্ধত-চেতা অরুণ-বাবু খোলা-মনে বৃদ্ধাকে কৌতুকের উপহাসই করুন, আর নমিতাকে নিজের সৌজন্য-সম্মান বাঁচাইবার জন্য কৃত্রিমতার সভ্য আবরণাবৃত শিষ্টতাই দেখান,—কি ক্ষতি তাহাতে? তাঁহাদের যত্ন-কৃত মিথ্যার সৃষ্টি—ঐ শিষ্টতা,—উহাকে ভালরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে, উহা হয় ত প্রকৃত শিষ্টাচার না হইয়া, ঘোর অপমানের কশাঘাত বলিয়াই প্রতীতি হইবে।—কিন্তু তাহা হইলেও উঁহাদের বুদ্ধি-কৌশলকে ধন্যবাদ দেওয়াই শ্রেয়স্কর। নমিতার হৃদয়ের অনুভূতি হৃদয়ের মাঝখানেই সব সত্য-মিথ্যা অনুভব করুক। কলহে প্রয়োজন কি?

বৃদ্ধার কথার উত্তরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া নমিতা দ্রুতপদে নিজের বাটীর উদ্দেশে চলিল। বাটীতে আসিয়া বাহিরের বারান্দায় সিঁড়িতে নমিতা উঠিতেছে,—সুশীল পদশব্দ পাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া, দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, "এত দেরীতে বাড়ী এলে দিদি! মা তোমার জন্যে কত ভাব্‌ছেন!"

"আমি কি এতই ছেলে-মানুষ!"—ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "মা বুঝি মনে করেন, আমি চড়াব বালিতে কখন হারিয়ে যাব?"

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "সত্যি বল্‌ছি দিদি, তুমি যে এত জায়গায় ঘুরে বেড়াও, একলা তোমার ভয় করে না?"

ন। করে বৈ কি, যখন নিজেকে একলা মনে করি।—কিন্তু যাদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াই, তারা কেউ পর নয় রে সুশীল, সবাই আপনার লোক।

সু। সবাই আপনার লোক! চেন না-কি সবাইকে?

"নিজের অক্ষমতায় চিন্‌তে পারি না সবাইকে, কিন্তু সবাই যে আপনার, সেটা নিশ্চয় জানি।" এই বলিয়া অন্যমনস্ক নমিতা ছাতা মুড়িয়া, মাথার 'ভেল্'টা খুলিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সুশীল পাশে পাশে চলিতেছিল, চৌকাট পার হইয়াই সে বলিল "তোমার একটা চিঠি আছে দিদি! পড়্‌বার ঘরে একবার এস।"

পার্শ্বেই পড়িবার ঘর। নমিতার সহিত সুশীল সেই ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে অপরিচিত মেয়েলী হাতের বাঁকা বাংলা-অক্ষরে লেখা, নমিতার নামাঙ্কিত একখানি লেফাফা তুলিয়া নমিতার হাতে দিল। নমিতা সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "পোষ্টাফিসের ছাপ নেই! একি কেউ হাতে দিয়ে গেল?"

সুশীল। হুঁ, ডাক্তার মিত্তিরের ভাই নির্ম্মলবাবু তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে এসেছিলেন; তিনি বল্লেন, তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা কে ঐ চিঠি লিখেছেন; পড়ে দেখ্তে বলে গ্যাছেন।

বিস্ময়-স্তব্ধ নমিতা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অনাথ বালক-বালিকা।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

পথিপাশে এক আছে দাঁড়াইয়া
গির্জ্জা অতিপুরাতন,
পবনের গতি- প্রদর্শক-মূর্ত্তি *
শিরে তার সুশোভন;
অতিসমুজ্জ্বল করে ঝলমল
অস্তগামী রবিকরে,
গেলাম ভ্রমিতে সেথা পল্লীগ্রামে
সমতল-ভূমি' পরে।

একাকিনী আমি ত্বরিত গমনে
পথ অতিক্রম করি,
প্রাচীরের পাশে ছিল আরোহণী,
বসিলাম তদুপরি।
নীরবে বসিয়া লাগিনু ভাবিতে
কত শত মৃত জন,
রহিয়াছে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে
মহানিদ্রা-নিমগন!

দেখিলাম কত দীর্ঘ অনুন্নত
সামান্য সমাধিস্থান,
দরিদ্র-নিকর শ্রমজীবি-দল
শান্তিতে যেথা শয়ান!
তাহাদের মাঝে বহুমূল্য কত
শিলালিপি, দেখিলাম,
করিছে বহন কত ধনী মানী
কত মহতের নাম!

সদ্যোনিরমিত মৃত্তিকার স্তূপ
দেখিনু সম্মুখভাগে,
নূতন বলিয়া আজো তদুপরি
তৃণদল নাহি জাগে!
ত'ার পাশে দু'টি বালক-বালিকা
ছিন্নবস্ত্র পরিধানে
করিছে রোদন উদাস নয়নে
চাহি চারিদিক্ পানে!

* Weathercock.

রুটি এক খণ্ড　　দু'জনার মাঝে
রহিয়াছে পড়ি, তাহা
দেখিয়া বুঝিনু　　দু'জনার কেহ
দেয় নাই মুখে আহা!
রক্তহীন-তনু　　কৃশ অতিশয়
অভাবের নিপীড়নে
হেরিয়া তাদের　　বিপুল বেদনা
বাজিল আমার মনে।

জিজ্ঞাসিনু শেষে　　দু'জনার পানে
চেয়ে থেকে ক্ষণ তরে,—
"রয়েছ বসিয়া　　হেথায় তোমরা
কি দারুণ দুঃখ-ভরে?
হবে পরিতৃপ্ত　　ক্ষুধা তোমাদের
যেটুকু আহার্য্য পেলে,
কেন দোঁহে তাহা　　স্পর্শ নাহি করি
নষ্ট কর অবহেলে?"

এ-কথা শুনিয়া　　বালক উঠিয়া
দাঁড়াইল ত্বরা করে,
কহিতে লাগিল　　বিনম্র ভাবেতে
আগ্রহ-আকুল স্বরে—
"ঠাকুরাণি, যদি　　পাইতাম মোরা
আহার্য্য প্রচুরতর,
নাহি হ''ত'রে　　অনশনে হেন
ক্ষয়প্রাপ্ত কলেবর।

"বড়ই দুষ্টামী　　করিতেছে মোর
সহোদরা মেরী আজি;
এত বলিতেছি,　　কোন মতে তবু
খাইতে না হয় রাজী!
সারাদিন আজি　　খায় নাই কিছু,
তাই মোর মনে জাগে
আজিকার এই　　রুটির টুকুরা
তারি প্রাপ্য হয় আগে।"

শুনি অতিদীন　　অনাহারে ক্ষীণ
মেরী ধীরে ধীরে কয়,
"যাবৎ হেন্‌রী　　না খাইবে কিছু,
তদবধি সুনিশ্চয়
খাইব না আমি;—　　গতকল্য মোর
জুটেছিল কিছু খাদ্য;
হেনরী রয়েছে　　দুই দিন আজি
উপবাসী হ'য়ে বাধ্য।"

হৃদয় আমার　　উঠিল উথলি
মমতা ও করুণায়
না পারিনু আর　　একটিও কথা
জিজ্ঞাসিতে আমি তায়!
বালক যেন গো　　বুঝিল আমার
অন্তরের আকিঞ্চন,
আপনার মনে　　বলিয়া চলিল
না করিতে জিজ্ঞাসন।—

"পিতা আমাদের　　হ'য়ে প্রলোভিত
কু-লোকের মন্ত্রণায়,
জীবিকা অর্জ্জন　　করিবার তরে
সাগরে গেলেন হায়!
ছিল আমাদের　　আবাস-কুটীর
ওই 'অ্যাস'-তরুতলে,
দুটি ভাই-বোনে　　সদা খেলাইয়া
ভ্রমিতাম কুতূহলে।

"পিতা গেলে পরে　　মাতা আমাদের
কাঁদিয়া দিবস-যামী,
কি-যে অবস্থায়　　হলেন পতিত
বলিতে না পারি আমি।

[illegible] আমার এসেছে নিকটে',
বলিলেন অবশেষে,
দুটি ভাই-বোনে থেক মিলে মিশে
পরস্পরে ভালবেসে।'

"বলিলেন মাতা, 'এ মহাসমর
অবসান হ'লে পরে,
পিতা তোমাদের হয় ত আবার
ফিরে আসিবেন ঘরে।
যদ্যপি কখন ফিরিয়া ঘরেতে
না আসেন আর তিনি,
হইবেন তবে পিতা তোমাদের
প্রভু জগদীশ যিনি।'

"চুম্বন করিয়া দুই ভাই-বোনে
জননী গেলেন স্বর্গে;
আনিয়া এখানে সমাধি তাঁহারে
দিল প্রতিবাসিবর্গে।
কতদিন মোরা বসি এইখানে
ভাসিয়াছি আঁখি-নীরে,
ভাবি মনে মনে মায়েরে আমরা
আর না পাইব ফিরে।

"দেখিনু যখন পিতা আমাদের
ফিরে না আইলা আর,
ভাবিনু আমরা খুঁজিতে তাঁহারে
যাব সমুদ্রের ধার।
ভেবেছিনু মনে সমুদ্রের ধারে
নিশ্চয় পাইব তাঁয়,
সুখেতে আবার কাটাইব কাল
জনকের স্নেহছায়!

"আসিয়া চলিনু দু'টি ভাই-বোনে
হাত ধরাধরি করি,
কত দীর্ঘ পথ কৈনু অতিক্রম
কত দীর্ঘকাল ধরি!
পথে কতজন ফেলিল নিঃশ্বাস
চাহিয়া মোদের পানে,
কেহ মিষ্ট হাসি তুষিল মোদের
আহার্য্য-পানীয়-দানে।

"হইলাম যবে উপনীত মোরা
সমুদ্রের তীরে আসি,
দেখিনু সম্মুখে রয়েছে বিস্তৃত
কি বিশাল জলরাশি!
ভাবিলাম দেখি জলমগ্ন পিতা
হয়েছেন সুনিশ্চয়,
কাঁদিনু কাতরে; ভাবিনু মোরাও
সেথা যেন পাই লয়!

"না দেখি উপায় ফিরিলাম পুনঃ
মাতার সমাধি-স্থানে,—
তাঁহার নিকটে যাইতে মোদের
বড়ই বাসনা প্রাণে!
প্রতিবাসী এক বৃদ্ধা দয়াশীলা
দিয়াছে আহার্য্য এই,
সিন্ধুপারে পিতা আছেন শয়ান,
বলেছে মোদের সেই!

"সংসারে এখন মাতাপিতৃহীন
অনাথা আমরা তাই,
কোথা জগদীশ?— তাঁর অন্বেষণে
যাব মোরা ঠাঁই ঠাঁই!
ঠাকুরাণি, তুমি জান কি গো কিছু
বল মোরা কোথা যাব?
পিতা আমাদের প্রভু জগদীশ,
কোথা গেলে তাঁরে পাব?

শুনিয়াছিলাম জননীর মুখে
স্বরগে তাঁহার বাস,
বলিল সে বৃদ্ধা জননীও স্বর্গে
গিয়াছেন তাঁরি পাশ !
এত ভ্রমিলাম এত খুঁজিলাম
করিনু প্রার্থনা এত,
কোথায় জননী, কোথা জগদীশ,
না পাইনু দেখিতে ত।"
বহুভাষী শিশু- দু'টীরে অমনি
বুকে ল'য়ে সযতনে,
কহিলাম, "বৎস, এস দোঁহে এস,
থাকিবে আমার সনে।
খাদ্য পরিচ্ছদ করিব প্রদান,
নাহি ভয় বিপদের,
শোন রে বাছনি, দ্বিতীয়া জননী
হ'ব আমি তোমাদের।
"সংসারে আমরা আছি যত জীব
সবার জনক যিনি,
উপযুক্ত কালে নিকটে তাঁহার
ডাকিয়া ল'বেন তিনি।
তোমা দোঁহাকারে রহিবে সেথায়
আপন মায়ের পাশে ;
এ মর জগতে আছ যত দিন
থাকহ আমার বাসে।"

শ্রীইন্দুবালা সরকার।

মাতৃস্নেহ।*

পৃথিবীর আলোক-রশ্মি প্রথম যেদিন আমাদের চক্ষুকে স্পর্শ করিয়াছিল, প্রথম যেদিন বায়ুর মৃদু হিল্লোল আমাদের দেহ-মন পুলকিত করিয়াছিল, প্রথম যেদিন বিহঙ্গ-কণ্ঠের অস্ফুট স্বরলহরী আমাদের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল, সেইদিন এই অপরিচিত জগতে যে স্নেহ আমাদিগকে অযাচিতভাবে রক্ষা করিয়াছিল তাহাই মাতৃস্নেহ। এই মাতৃস্নেহের ধারা জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে মানব-সন্তান-হৃদয়ে বহিয়া যায়। যে দেশেরই শাস্ত্র ও সাহিত্য আমরা আলোচনা করি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, মাতার সেই নিঃস্বার্থ স্নেহের নিমিত্ত তাঁহার স্থান কত উচ্চে ! তাই এককালে মাতৃস্নেহের মহিমা দেখিয়া আর্য্য কবিগণ গাহিয়াছিলেন—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

ইহা যে কেবল কবির কবিত্ব, তাহা নহে ; ইহা মাতৃস্নেহে মুগ্ধ কবির ভক্তির গান। এই মাতৃস্নেহ হইতেই মাতৃভক্তির উৎপত্তি। আজ যে আমরা প্রফুল্লচিত্তে পৃথিবীর নানাবিধ সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছি, তাহার মূল কারণই সেই মাতৃস্নেহ। গর্ভধারণ ও সন্তান-পালনে নিজের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া মাতা

* (কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় শ্রেণীর পারিতোষিক-প্রাপ্ত রচনা।)

যে ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহার পশ্চাতেও মাতৃস্নেহ।

মানব-সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখন জননীর স্নেহই তাহার একমাত্র অবলম্বন। মাতার সেই অযাচিত স্নেহ আমরা কোনও দিন শোধ করিতে পারি না। শিশু যখন আধ-আধ স্বরে ডাকে—"মা!", শিশুর সেই অস্ফুট উচ্চারণে মাতার হৃদয় কি এক আনন্দের তরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা তিনি ভুলিয়া যান! আবার শিশুও সেইরূপ মাতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে কি এক আনন্দ অনুভব করে! শিশু নিদ্রাতুর হইলেও "মা,"—ক্ষুধাতুর হইলেও "মা"। আবার যখন বড় হয়, দূরে প্রবাসে দারুণ কষ্টে পড়িয়া যখন একটিবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও উচ্চারণ করে—"মা", তখন সে দুঃখের মধ্যেও কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে! "মা" কি পবিত্র নাম! এই নামের মহিমা দর্শনে দেশে-দেশে তাই কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—"বন্দে মাতরম্"।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং বলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, কেবল মাতৃস্নেহের, নিমিত্ত। ক্ষণে-ক্ষণে দণ্ডে-দণ্ডে মাতার উৎসাহ পাইয়া তাঁহাদের বল ও উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। জননীর এই অতুল নিঃস্বার্থ স্নেহের দৃষ্টান্ত এ পুণ্য-ভারতভূমিতে বিরল নহে। কথিত আছে—কোনও এক সময়ে একটী বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার একমাত্র পুত্রকে লইয়া কোনও এক স্থানে যাইতেছিলেন। অনেক দূরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদের পথ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটী রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। আর কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি রেলপথের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে একখানি ট্রেণ হুস্-হুস্ শব্দে সেইস্থানে আসিয়া পড়িল। মাতা তখন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। মাতা তখন তাঁহার সন্তানের রক্ষার জন্য এক উপায় স্থির করিলেন। পার্শ্বস্থ পুত্রকে রেলপথের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। পুত্র রেলপথের বাহিরে গিয়া পড়িল। কিন্তু এদিকে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে গাড়ীখানি মাতার উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার আর কোনও চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। তিনি তাঁহার নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন! আর কেহ হইলে নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া, তৎপর অন্যের প্রতি দৃক্‌পাত করিত। কিন্তু মাতার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব স্নেহ যে, "তিনি নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।"

সন্তান, মাতার নিকট, মাতার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা! ধন্য বিধাতা! ধন্য তাঁহার করুণা! জগৎ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি—কি পাপী কি পুণ্যাত্মা, সকলেরই নিকট মাতৃস্নেহ দিয়াছেন।

মাতা সন্তানের জন্য কি না করেন, তাহা বলা যায় না। পৃথিবীতে কিসে তাহার উন্নতি হয়, এবং কিসে উপকার হয়, তাহাই শুধু চেষ্টা করেন। মাতার স্নেহ সুসন্তান যেরূপ পাইয়া থাকে, কুসন্তান যে তাহা অপেক্ষা কম পায়, তাহা নহে; তিনি প্রত্যেককেই সমান চক্ষে দেখেন।

মাতৃস্নেহ অপূর্ব্ব! এমন কি যখন পশু-দিগের দিকে দৃক্‌পাত করি, সেখানেও দেখিতে পাই, মাতৃস্নেহ! পশুদিগের মধ্যেও এইরূপ স্নেহের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একদা চিল্কাহ্রদ-মধ্যস্থিত 'পারাকুদি' পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া একটী পাথর হইতে আর একটী পাথর অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দেখিলাম, পাথরের উপর লতার পার্শ্বে, ঝোপের মধ্যে কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়া সুন্দর সুন্দর বাসা বাঁধিয়া গাংচিল সবুজ সবুজ ডিম পাড়িয়া রাখিয়াছে। বড় বড় পাখীগুলি আমাদের দেখিয়া আপন আপন সন্তানগুলিকে সযত্নে ডানা যিদা ঢাকিয়া বসিয়া আছে। আমাদিগের আগমনে উহারা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, শাবক-গুলি কাতরভাবে চিঁ-চিঁ-শব্দ করিতে লাগিল। মাতৃস্নেহের এই করুণ দৃশ্য দেখিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়! মানব-সংসারে বিপদ্‌ প্রলোভন প্রভৃতি সন্তানের বিনাশ-কারণ উপস্থিত হইলে, আমাদিগের জননী-গণও কি ঐরূপ তাঁহাদিগের অসংখ্য প্রেমপক্ষ বিস্তার করিয়া, ঈশ্বর-চরণে কাতর রোদন করিতে করিতে সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পান না?

মাতৃস্নেহের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের বিকাশ হয়। এই অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ স্মরণে আমাদের প্রাণ আপনা হইতেই বিধান-কর্ত্তা পরমেশ্বরের চরণে লুটাইয়া পড়ে।

শ্রী লীলা খাস্তগিরী

অঞ্জলি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

কল্পনা-কাননে পশি' কবিতা-প্রসূন
বিজনে একেলা নিতি করিনু চয়ন,
রচিয়া মোহন-মালা সাজাইব বলে
দুঃখিনী মায়ের মম ও রাঙ্গা চরণ।

নিয়তি কঠোর হায়! পূরে না-ক সাধ,
কুসুম-স্তবক মম ধরণী লুটায়;—
বিফল সাধনা মম বিফল জীবন,
সময় বহিয়া যায় কিবা নিরাশায়!

হ'লেও সৌরভহীন এ তুচ্ছ প্রসূন
রূপের অরূপ ঘটা না র'লেও তার,
কৃত্রিম নহে গো, এ যে প্রাণ দিয়ে গড়া,
রহে যে ভকতি-প্রীতি-প্রেম-অশ্রুধার।

জানি আমি, মা যে মোর চির স্নেহময়ী,
নারিনু রচিতে মালা কিবা দুঃখ তায়?—
একটি একটি তুলি যতনে প্রসূন
অঞ্জলি সঁপিব নিতি জননীর পায়।

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

পুস্তক-সমালোচনা।

কেতকী—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত। শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক চুঁচুড়াস্থ ভূদেব-ভবন হইতে প্রকাশিত। উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত। মূল্য—বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানি গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ স্বর্গগত ভ্রাতৃদ্বয়ের করকমলোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ পত্রখানি গ্রন্থপ্রণেত্রীর অকপট ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং অমরধামে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছে।

কেতকী একখানি গল্পগ্রন্থ। ইহাতে জ্যোতিঃহারা, মিলন প্রভৃতি ত্রয়োদশটী গল্প আছে। ইহার কতকগুলি গল্প ইংরাজি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত, অপরগুলি মৌলিক। গল্পগুলি আমাদিগের দেশের ও পাশ্চাত্য জগতের সামাজিক চিত্র। গল্পগুলির ভাষা যেরূপ সরল ও সুমিষ্ট, ভাবরাশি যেরূপ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী. গ্রন্থকর্ত্রীর মানব-মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের শক্তি যেরূপ সুনিপুণ, মানব-সমাজের দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি যেরূপ সূক্ষ্ম, গল্পগুলিও তদ্রূপ উপদেশপূর্ণ, শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হওয়ায় কেতকী কেতকীর ন্যায়ই সৌরভ বিতরণ করিতেছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় ইহার বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা যায়। আশা করি সুধীবৃন্দ কেতকীর সৌরভ আঘ্রাণে বিমুখ হইবেন না।

বর্ষ-বিদায়।

হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!
কত অশ্রু, কত হাসি, কত ঘৃণা-স্নেহরাশি,
কত সুখ-দুখ,
কত হর্ষ, কত ব্যথা, কত আশা-হতাশতা,
বিষাদ-কৌতুক,
তব ওই উদার হৃদয়ে
সঞ্চয় করেছ অনিবার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

একদিন আরতিতে তব
জেগেছিল নিখিল সংসার,—
তরুণ-অরুণ-কর, আলোকিল চরাচর,
পাখী গা'ল গান,
সযতনে বন-বালা, গেঁথেছিল ফুল-মালা,
দিতে তোমা দান!
আজি যেন কিছু তার নাই,
আজি যেন স্তব্ধ চারিধার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

কোথা হ'তে এসেছিলে তুমি,
আজি কোথা যাও আরবার,
কি উদ্দেশ্যে, কিবা কাজ, সাধিলে এ বিশ্ব-মাঝ,
প্রতি পলে পলে,
ইঙ্গিতে কে অবিরত, তোমারে দেখা'ল পথ,
নীরবে বিরলে,
চিরকাল অজ্ঞাত এমনি
রবে কি গো সেই সমাচার?
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

এ বিশাল বিপুল জগতে
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবাকার,
বিকশিত এ জীবন, করেছিনু নিবেদন,
লয় নাই কেহ;—
এত প্রেম অকারণে, বহিয়াছি সংগোপনে,
কোথা মোর গেহ!
নিরাশ্রয় এ জীবন মম
আজি তোমা দেই উপহার!
হে অতীত! হে চির-অতীত!
লহ তুমি লহ নমস্কার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১শ কল্প—১ম ভাগ।

১৩২৩ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।